শিবাবতার

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্‌যতীশ্বর-শঙ্করাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থসমূহের সমাবেশ

[প্রথম খণ্ড]

নানাশাস্ত্র-পরমাচার্য্য-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

পরিবর্দ্ধিত অষ্টম সংস্করণ

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

সূচীপত্র

স্তোত্রভাগ

অনুমতি বা আদেশভাগ

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা

'শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা' বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া অনুমান ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীরঙ্গমের শঙ্কর-গ্রন্থমালার প্রচার এ দেশে তখন হয় নাই। শ্রীশঙ্করচার্য্যভগবৎকৃত বহুগ্রন্থের সমাবেশ গ্রন্থমালায় ছিল। সংগ্রাহকের অনবধানতায় শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে, এমন দুইখানি গ্রন্থও এই সংস্করণে সংযোজিত ছিল, ১। 'আত্মজ্ঞান-কথন' (পূর্ব্ব সংস্করণে পৃঃ ৭৮) তাহার প্রারম্ভেই আছে 'আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ'। বলা বাহুল্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসেরও উপদেষ্টা দেবর্ষি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দেন নাই। ২। 'হরিনাম-মালাস্তোত্র'—ইহা বলিরাজ-কৃত ; স্তোত্রান্তে আছে—

হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।
বলি-রাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ॥

আমরা এই সংস্করণে উক্ত ২টি স্তোত্র বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য-রচিত এমন অনেকগুলি গ্রন্থই আছে, যাহা স্তোত্র নহে,—আদেশ অথবা উপদেশস্বরূপ। আদেশ গ্রন্থও উপদেশই বটে, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। আদেশ গ্রন্থে 'কুরু'—কর বা 'মা কুরু'—করিও না—ইত্যাদি বিশেষভাবের অনুজ্ঞা থাকে—এবং তাহাই সেই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। উপদেশগ্রন্থে বিধি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে প্রদত্ত বা উপদেশগ্রন্থের প্রাণস্বরূপ নহে। প্রশ্নোত্তর-রূপে, গুরু-শিষ্য সংবাদরূপে, নিজ অভিমতরূপে অথবা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ (প্রকরণ) রূপেই উপদেশ-গ্রন্থসমূহ রচিত। আদেশ ও উপদেশ গ্রন্থের মধ্যে কয়েক-খানি স্তোত্র নামেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে উল্লিখিত হইয়াছে, এবারে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, যথা ধন্যাষ্টক-স্তোত্র, দ্বাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র, চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র ইত্যাদি ; এগুলি কোন দেবদেবীর স্তোত্র নহে, তাহা পাঠ করিবামাত্রেই বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্তোত্র পূর্ব্ব-সংস্করণে যোজিত হয় নাই, এবারে তাহার যোজনা করা হইয়াছে। যথা—হনুমৎপঞ্চরত্ন, গণেশপঞ্চরত্ন, ভ্রমরাষ্টক, বিষ্ণুপাদাদি কেশান্তস্তোত্র প্রভৃতি। সকল স্তোত্রেরই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন—আবশ্যকমত ব্যাখ্যা, সংস্কৃত টীকা বা পাদটীকা

প্রদত্ত হইয়াছে। বহু স্তোত্রই পণ্ডিতগণের পক্ষেও সহজবোধ্য নহে, তাঁহাদিগেরই জন্য সংস্কৃত টীকা। অত্রত্য স্তোত্রসংখ্যা (৫২) এই গ্রন্থমালায় আনন্দলহরীস্তোত্র এবং আনন্দলহরী দু'টি নামের দুইটি স্তব আছে। 'আনন্দলহরী-স্তোত্র' এ দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল না। এই স্তোত্র আকারেও ক্ষুদ্র। 'আনন্দলহরী' সুপ্রসিদ্ধ। এই আনন্দলহরীর অন্যূন ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার সময়াচার-সম্মত প্রাচীন টীকা ও তদীয় মর্ম্মানুবাদ এইবারে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসঙ্গে পূর্ব্ব-সংস্করণের টীকা ও অনুবাদ ত' আছেই। আনন্দলহরীর এই প্রাচীন টীকা বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহীশূরে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টীকাকারের নাম লক্ষ্মীধর। তিনি মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র উৎকলাদি দক্ষিণদেশাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, সময়াচারী ও বহুগ্রন্থ-রচয়িতা। তাঁহার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক অচ্যুতানন্দকৃত ব্যাখ্যা ও তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া এই সংস্করণেও আনন্দলহরীতে সংযোজিত হইয়াছে। এই আনন্দলহরীর নামান্তর সৌন্দর্য্যলহরী। টীকাকার লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত পাঠের প্রভেদ অনেক স্থলে আছে। পাদটীকাকারে পাঠভেদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'লক্ষ্মীধরের' নাম বা 'ল' সঙ্কেত ঐ সব পাঠে আছে। অন্যরূপ পাঠভেদও কচিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

এ খণ্ডে যে কতিপয় স্তোত্র যোজিত হয় নাই, তাহা প্রকীর্ণকভাগে বা শেষ খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। আদি অন্তে স্তোত্রপাঠ কল্যাণেরই হেতু। পূর্ব্বে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে যে 'শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত এবং আবশ্যকমতে পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রথম খণ্ড নামে প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট অংশ অপর খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম স্তোত্রভাগ, তৎপরে আদেশভাগ আছে। তৎপরে উপদেশভাগ প্রকীর্ণক ভাগের গ্রন্থাবলী এবং লঘুভাষ্য-ভাগ—হস্তামলকভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, ললিতা ত্রিশতী ভাষ্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। উপনিষদ্ ভাষ্য ও শারীরক ভাষ্য ব্যতীত আর যত কিছু শাঙ্করগ্রন্থ—সমস্তই এই শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালার এক একটি পারিজাত সদৃশ পুষ্প।

আদেশগ্রন্থ—মঠাম্নায়, মোহমুদ্গর, দ্বাদশপঞ্জরিকা, চর্পটপঞ্জরিকা, এবং সাধন-পঞ্চক। যোগতারাবলি, বাক্যবৃত্তি ও প্রৌঢ়ানুভূতি অনুজ্ঞাবাক্যযুক্ত হইলেও সেই অনুজ্ঞাই উহার প্রাণস্বরূপ নহে, ঐ গ্রন্থগুলি উপদেশগ্রন্থমধ্যেই গ্রহণীয়।

এক্ষণে আদেশগ্রন্থ বিষয়ে আবশ্যক বোধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

১। মঠাম্নায়।—এক্ষণে যে 'মঠাম্নায়' প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের। বোধ হয়, গ্রন্থখানি খণ্ডিত, পূর্ণগ্রন্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—চারিটি নহে, পাঁচটি মঠ যে স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রচলিত মঠাম্নায় হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কি ইঙ্গিত, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে সেই মঠ, তাহার স্থানাদি নির্দ্দেশ ও তাহার বিলোপাদি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। অপর মঠের নাম সুমেরু মঠ। কাশীধামে তাহার স্থান; তাহাই প্রধান মঠ। এখনও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু মঠাম্নায় হইতে—তাহার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। *

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে ক্ষেমেশ্বর ঘাটের পশ্চিমে মহাবীর মন্দিরের সমীপে যে শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ আছে, তাহাই সুমেরু মঠের পুরাতন পীঠ ছিল। মহারাজ মানসিংহের সময়েও সুমেরু মঠের আসন ঐ পীঠেই ছিল। তৎপরে, এক শঙ্করাচার্য্য আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বামমার্গ অবলম্বন করেন, প্রকাশ, সেই পথে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার বিভূতিদর্শনে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ে শ্রীচক্রপূজা থাকিলেও তাহা শ্রৌতমতে সম্পাদিত হইয়া থাকে; বামমার্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কাশীর সুমেরু মঠের—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান মঠের আচার্য্যের এইরূপ বিপর্য্যয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-মণ্ডলে—অতীব বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। খুব সম্ভব, শৃঙ্গেরি মঠের প্রভাব সুমেরু মঠের সদৃশই ছিল। সেই মঠাধীশের সহিত বিচার-ফলেই হউক, বা তৎপ্রবর্ত্তিত রাজকীয় নিয়োগেই হউক, তাৎকালিক সুমেরু মঠাধীশ "অন্যথারূঢ় পীঠোঽপি নিগ্রহার্হো মনীষিণাম্" (মঠাম্নায়—মহানুশাসন ১০ শ্লোক) নিয়মানু-সারে পীঠচ্যুত হইলেন। তিনি সুপণ্ডিত, বহুশিষ্যমণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাবান্ আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার পীঠচ্যুতি অর্থে সুমেরু মঠের যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে চ্যুতি, কিন্তু তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপকরণ পুস্তকসমূহ, শ্রীযন্ত্র ও ভগবান্ শঙ্করা-চার্য্যের পাদুকাসহ যখন নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাকে শ্রীযন্ত্র, পাদুকা ও পুস্তকা-বলী হইতে বঞ্চিত করিতে কেহ সাহসী হয়েন নাই। তিনি পূর্ব্ব-মঠ হইতে নিক্রান্ত হইয়া শিষ্যমণ্ডলী-প্রদত্ত অর্থসাহায্যে নূতন সুমেরু মঠ স্থাপন করিলেন। সেই মঠ পরবর্ত্তী আচার্য্যের সময় সুগঠিত হয়, এখন তাহা গণেশ মহল্লায়

* সুমেরু মঠের অর্থাৎ গুরুস্বামীর মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য বলেন, "সুমেরু মঠ শারদামঠের শাখা।"

শুরুস্বামীর মঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই মঠের কোন পীঠাধীশ কাশী-নরেশের তান্ত্রিক দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, নিষ্কাশিত আচার্য্যের নূতন মঠ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার প্রভাবে পুরাতন সুমেরু পীঠ নিষ্প্রভ হইয়া গেল,—ইহাতে অন্যান্য পীঠাধীশগণ মিলিত হইয়া মঠাম্নায় হইতে সুমেরু মঠকে বহিষ্কৃত করিলেন। তাহাতে যে সকল দেশে সুমেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের সমধিক প্রভাব ছিল, তত্তাবতের নামও উঠিয়া গেল। আর পুরাতন সুমেরু মঠ শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ নামে গৃহীত হইল। জ্যোতির্ম্মঠ বা জোশী মঠের আচার্য্যও সম্ভবতঃ পরে সুমেরু মঠাচার্য্য-বর্গের প্রভাবে বামমার্গ গ্রহণ করাতে তিনিও পীঠচ্যুত হয়েন, তাঁহার সম্পত্তি রাজকীয় অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাবেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, তথায় শুদ্ধমঠ আর স্থাপিত হয় নাই। 'মঠাম্নায়' পুনঃ সঙ্কলনের পরে জ্যোতির্ম্মঠের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাও মনে হয়। আমার অনুমিত এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়, পোষক প্রমাণ আমি যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই—

(১) কাশী সারনাথ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল, কাশীর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য ভগবান্ আচার্য্যের বহু আয়াসের কিংবদন্তী সুপ্রসিদ্ধ। সেই আচার্য্য, বৌদ্ধপ্লাবিত অঙ্গ বঙ্গ মগধকে গোবর্দ্ধন পীঠের শাসনাধীন করিলেন, কিন্তু কাশী অঞ্চলের নামমাত্রও করিলেন না; মধ্যদেশ, ব্রহ্মর্ষি দেশের নামও করিলেন না; প্রয়াগ অযোধ্যা মথুরা প্রভৃতি স্থান—যাহা বর্ত্তমানে ইউ, পি বলিয়া অভিহিত, তাহার বহুলাংশের নামই কোন পীঠের বিভাগমধ্যে নিবেশিত হয় নাই, প্রকাশিত মঠাম্নায় পাঠ করিলেই বুঝিবেন; কিন্তু ইহা একান্ত অসঙ্গত।

(২) পুরীধামের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ কাশীধামে একটি প্রধান মঠ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তদধীন দেশসমূহ কিয়দংশে অপর মঠাধীশগণ বিভাগ করিয়া লইলেও সুমেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের প্রভাবভুক্ত দেশগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইলে প্রদেশব্যাপী গোলযোগের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত হয়েন, ইহা অনুমান হয়।

(৩) আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহের এক দানপত্রে মানসরোবরের সীমামধ্যে অগ্নিকোণে সুমেরু মঠের উল্লেখ আছে। (এই দানপত্র নাস্তি জঙ্গম স্বামীর অধীনে আছে)। বর্ত্তমান সুমেরু মঠ মানসরোবর হইতে অনেক দূরে এবং উত্তর দিকে। আর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠ অগ্নিকোণেই আছে।

(৪) গোবর্দ্ধন মঠে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের যেমন মর্ম্মর-প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছেন, কাশীর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠমধ্যেও ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তি।

(৫) বর্ত্তমান সুমেরু মঠে আচার্য্যের পাদুকা এখনও আছে; কিন্তু মূর্ত্তি নাই।

(৬) দুর্লভ পুস্তকাবলি বর্ত্তমান মঠাধীশের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বামী—বহুমূল্যে ইউরোপে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী এখনও বর্ত্তমান আছেন।

(৭) মঠ বিষয়ে আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ২।১ খানি গ্রন্থে সুমেরু মঠের ও তাহার অধীন দেশ-সমূহের উল্লেখ আছে। ৺তারকেশ্বরের মোকর্দ্দমার সময়ে সেই গ্রন্থ সুমেরু মঠ হইতে আনীত হয়, তাহার নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই। কিন্তু সুমেরু মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের মত এই বৃত্তান্তের অনুকূল নহে। তিনি বলিয়াছেন, সুমেরু মঠ—শাখা শারদা মঠ। যাহা হউক, আমি যাহা সম্ভাবনা করিয়াছি, তাহার তথ্য নির্ণয় আবশ্যক।

ফলতঃ ৺কাশীধামে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এক প্রধান পীঠ ছিল—তাহাতে আমি অনেকটা নিঃসন্দেহ। 'মঠাম্নায়ে' তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় ইহা যে খণ্ডিত, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। তথাপি যখন অপূর্ণ হর্ষচরিতও বাণ-ভট্টের কীর্ত্তি-রক্ষক বলিয়া আদৃত, তখন খণ্ডিত মঠাম্নায়ই বা আচার্য্যের অনু-শাসন-রক্ষক বলিয়া আদৃত না হইবে কেন? এই হিসাবেই আমরা তাহার আদর করি। কিন্তু এই খণ্ডিত মঠাম্নায় ভাষার তুলনা করিলে আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারই কথাগুলি—তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিধান গুলি যদি পরে অন্য কাহারও দ্বারা লিপিবদ্ধও হইয়া থাকে—তথাপি বিধান-রচয়িতারূপে আচার্য্য দেবের মৌলিক সম্বন্ধ যে এ গ্রন্থে আছে, তাহা ত' অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই কারণে ভগবানের ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রকৃষ্ট মঠ বিষয়ে বিশেষ ভাবের আদেশ মঠাম্নায়কে প্রথম আসন প্রদান করিয়াছি।

২। মোহমুদ্গর। 'বাণীবিলাসের প্রকাশিত এক মোহমুদ্গরই—তিনখানি পুস্তিকার সমষ্টি অর্থাৎ দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকা সেই মোহমুদ্গরের অন্তর্গত; উহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ও অন্য কতিপয় প্রদেশে তিনখানি গ্রন্থেরই নাম নির্দ্দেশ আছে। যদিচ এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে মোহমুদ্গর ও দ্বাদশপঞ্জরিকার অনেক পদ্য একেবারেই অভিন্ন, তথাপি কয়েকটি শ্লোক উভয় গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন।

শিষ্যভেদে আদেশের বা আজ্ঞার আকার-ভেদ হওয়া বিচিত্র নহে।

'মোহমুদ্গর, গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশ ; 'দ্বাদশপঞ্জরিকা শুশ্রূষু শিষ্যের প্রতি গুরুভক্ত হইবার আদেশ। আর চর্পটপঞ্জরিকা ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ার্থ উপদেশ। মোহমুদ্গরে ষোড়শ শ্লোক, দ্বাদশপঞ্জরিকায় দ্বাদশ শ্লোক, ইহা গ্রন্থকারের রচনাতেই প্রকাশিত আছে, মোহমুদ্গরের অন্তিম শ্লোক 'ষোড়শ' পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ' আর দ্বাদশপঞ্জরিকার অন্তে 'দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ'! অতএব ঐ দুইখানি গ্রন্থ এক হইতে পারে না। বাণীবিলাস সংস্করণে 'ষোড়শপজ্ঝটিকাভিঃ' 'দ্বাদশপঞ্জরিকাময়ঃ' এই দুইটি শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাণীবিলাস মুদ্রিত মোহমুদ্গরের শ্লোকসংখ্যা ৩১টি মাত্র, কিন্তু ঐ দুইটি শ্লোক স্বীকার করিলে কেবল 'মোহমুদ্গর' নাম ব্যবহার করা যায় না। আমরা বহুদেশপ্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রন্থত্রয় মানিয়া লইয়াছি। মোহমুদ্গর যথার্থ নাম— এই নাম-যাথার্থ্য রক্ষার জন্য এবং পূর্ব্ব-মুদ্রিত গ্রন্থমালায় মোহমুদ্গরে আদেশ বা উপদেশাত্মক পদ্য ১৫টি মাত্র ছিল—সেই ন্যূনতা পূরণের জন্য—বাণীবিলাসের একটি শ্লোক ইহাতে যোজিত হইয়াছ। কিন্তু তাহাতে যে রচনা-রীতিক্রম-ভঙ্গ ছিল, তাহা লিপিকরপ্রমাদমূলক বলিয়া সংশোধন করিয়া নিবেশিত করা হইয়াছে। পাদটীকা সহ ষোড়শ শ্লোকটি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাণীবিলাসের মোহমুদ্গরে আর দুইটি শ্লোক অধিক ছিল—যাহা আমাদিগের মোহমুদ্গর, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকাতে ছিল না, সে দুইটি শ্লোক চর্পটপঞ্জরিকাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বসমেত বাণীবিলাস-মুদ্রিত মোহমুদ্গরের শ্লোকসংখ্যা ৩১। আমাদিগের মোহমুদ্গর প্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মোট ৪৯। তবে এতন্মধ্যে কয়েকটি শ্লোক—একাকার বা প্রায় একাকার।

৩। 'দ্বাদশপঞ্জরিকা' পূর্ব্ব-সংস্করণে 'দ্বাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র' এইরূপ নাম ছিল। আদেশ বলিয়া স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। পঞ্জরশব্দের অর্থ শরীর-বন্ধ অস্থি। এই আদেশ গ্রন্থশরীরের দ্বাদশটি পদ্য দ্বাদশখানি অস্থি সদৃশ। ইহাই দ্বাদশপঞ্জরিকা নামের অর্থ।

৪। 'চর্পটপঞ্জরিকা'—ইহারও চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র নাম ছিল, একই কারণে স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। এই আদেশ-গ্রন্থ—দেহের অস্থি অধিক এবং ব্যাপক,—জ্ঞান ও ভগবদ্‌ভক্তি দুইটি সাধনকে ব্যাপিয়া ইহা অবস্থিত, এই কারণে এবং সংখ্যাধিক্যেও বটে—পঞ্জরস্থলীয় পদ্যাবলি, চর্পট—স্ফার—বিস্তৃত। এই কারণে ইহার নাম চর্পটপঞ্জরিকা।

৫। সাধনপঞ্চক—বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে ইহা 'উপদেশপঞ্চক' নামে উল্লিখিত।

অতঃপর উপদেশ গ্রন্থ ; গ্রন্থমধ্যেই তত্ত্বাবতের পরিচয় পাইবেন। ঐ সকল গ্রন্থের পূর্ব্ব-সংস্করণে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠকের ধারণা করিবার পক্ষে অধিক উপযোগী, এই কারণে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। বিশিষ্ট স্থান আবশ্যকমতে সংশোধন করা হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থ নূতন সংগৃহীত, তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদি সমগ্রই নূতন।

কাশীধাম,
ঝুলনপূর্ণিমা,
১৩৪১।

সম্পূরক—
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা

প্রাতঃস্মরণস্তোত্র।

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং,
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যস্ত্ব প্রজাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং,
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আমি হৃদয়ে স্ফুরিত, সচ্চিদানন্দ, পরমহংসগণের গতিস্বরূপ, (জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত বলিয়া) তুরীয়, আত্মতত্ত্ব (নিজস্বরূপ) প্রাতঃকালে স্মরণ করিতেছি,—আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির নিত্য দ্রষ্টা, অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য; ভূত-সঙ্ঘ অর্থাৎ দেহাদি আমি নহি ॥ ১ ॥

প্রাতর্ভজামি মনসাং বচসামগম্যং,
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং-
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—মনোদ্বারা ও বাক্য দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায় না, যাঁহার প্রসাদে বাক্য-সকল প্রকাশ পায়, বেদ-সকল "নেতি নেতি" বাক্য দ্বারা যাঁহার বর্ণন করেন এবং দেবদেব, অজ, অচ্যুত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, প্রভাতকালে আমি তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং,
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ,
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি তমোগুণের অতীত অর্থাৎ তমোগুণ যাঁহাকে আশ্রয়

করিতে সমর্থ নহে, সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার জ্যোতিঃ, যিনি পূর্ণ, সনাতনপদ ও পুরুষোত্তম নামে কীর্ত্তিত, রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অশেষমূর্ত্তিধারী, যাঁহাতে এই নিখিল জগৎসংসার অবভাসিত হয়, প্রভাতকালে পুরুষোত্তম আখ্যায় আখ্যাত সেই পূর্ণ সনাতন বস্তুকে প্রণাম করি ॥ ৩॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্।
প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রাতঃস্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—এই পবিত্র শ্লোকত্রয় ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ। প্রভাতকালে যে ইহা পাঠ করিবে, তাহার পরমপদলাভ হইবে ॥ ৪ ॥

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র সমাপ্ত।

গঙ্গাস্তোত্র।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—দেবি গঙ্গে! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই। জননি! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক ॥ ১ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি! মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—দেবি! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভূলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বপ্রাণীকে সুখ প্রদান করিয়া থাক। মাতঃ! তোমার মাহাত্ম্য নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছু জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মসম্ভূতা নদী। দেবি! তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তুমি কৃপা পূর্ব্বক আমার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে! ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—দেবি! যে ব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরমপদ পাইয়াছে। গঙ্গে! যে মানুষ তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি জয় মুনিবরকন্যে, নর-নরকান্তে * ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—দেবি গঙ্গে! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, পর্ব্বতপতি হিমালয় তোমার স্রোতে বিদীর্ণ হইয়া তোমার তরঙ্গকে অলঙ্কৃত করিতেছে। তুমি ভীষ্মের জননী এবং জহ্নু মুনির কন্যা, তুমি নরকান্তকারিণী, ত্রিভুবনে তুমিই ধন্যা। তোমার জয় ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, সুরবনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—দেবি! তুমি কল্পতরুর ন্যায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না। দেবি! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, (তাই) দেবরমণীগণ চঞ্চলকটাক্ষে তোমাকে দর্শন করেন। অর্থাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যদি সমগ্রপ্রবাহই সমুদ্রের অঙ্কে অর্পণ কর, এই ভয়ে দেবরমণীগণের চঞ্চল কটাক্ষ তোমার প্রতি অর্পিত হয় ॥ ৬ ॥

* 'নরকনিবারিণি ত্রিভুবন' এই পাঠে ছান্দোভঙ্গদোষ। কেহ কেহ বলেন, দ্রুতপাঠে তাহার পরিহার করিবেন। কিন্তু স্তবপাঠে ঐ প্রকার দ্রুতভাবে কর্ত্তব্য নহে।

তব চেন্মাতঃ স্রোতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন যাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭॥

অনুবাদ।—গঙ্গে! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুনরায় সে জননী-জঠরে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি! তুমি নরক নিবারণ কর এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, তোমার মাহাত্ম্য অতীব উচ্চ ॥ ৭ ॥

পুনরসদঙ্গে * পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—দেবি! তোমা হইতেই লোকের পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি হয়, তোমার তরঙ্গ সকল পবিত্র, জাহ্নবি! তোমার কটাক্ষপাত কৃপাপূর্ণ, তোমার জয় হউক, জয় হউক। মাতঃ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি! কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে ভগবতি! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ ও কুমতিসমূহ হরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীর হারস্বরূপে বিদ্যমান আছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু করুণাময়ি কাতরবন্দ্যে!
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য বিলাসঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—দেবি! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা; লোকে কাতর হইলেই তোমাকে বন্দনা করে, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে সুখভোগে অধিকার হয় ॥ ১০ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—দেবি! বরং তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি,

* 'পরিলসদঙ্গে'—পাঠান্তর।

তোমার তীরে ক্ষীণতর কৃকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশদ্বয়মধ্যে অতি দীন চণ্ডাল-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করি, তথাপি দূরদেশে নরপতিকুলে উৎপন্ন হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২॥

অনুবাদ।—দেবি! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা হইতে কাহারও প্রাধান্য নাই, তুমি জলময়ী ও মুনিবর-জহ্নুর নন্দিনী। যে মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
কান্ত-মধুরপদ-পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩॥
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং স্তোত্রমিদং নৃষু দদদভিলষিতম্।
পঠতি তু বিষয়ী ন ভবতি তপ্তঃ শ্রীগঙ্গাস্তব ইতি চ সমাপ্তঃ॥১৪॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিত্য সুখস্বরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অতি মধুর ও কোমল পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত পজ্ঝটিকা ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত এই স্তব মনুষ্যবৃন্দে অভিলষিত ফল প্রদান করে। বিষয়ী ব্যক্তি ইহা পাঠ করিলেও (বিষয়) তাপ হইতে মুক্ত হয়। এই শ্রীগঙ্গাস্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৩-১৪ ॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত।

গঙ্গাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃ-
কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং,
বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যে ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালা-স্বরূপ। যে সকল প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহারা কলিকালীন

সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয়রহিতভাবে চামরধারিণী সুরনারীগণের অঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও স্বর্গভোগ হয়॥ ১॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী,
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূং নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী,
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু॥ ২॥

অনুবাদ।—(ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত ও আকাশপথে প্রবাহিত হইয়া) ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিখণ্ড (তীরদ্বয়ে পরিণত) করিয়া যিনি মহাদেবের মস্তকোপরি জটাসকলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছেন, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইয়া শেষে কলুষচয়-চমূকে অশেষ প্রকারে তাড়না করিতেছেন এবং (অগস্ত্য-শোষিত) সাগরকে যিনি পূর্ণ করিয়াছেন, সেই পাবনকারিণী সুরধুনী আমাদিগকে পবিত্র করুন॥ ২॥

মজ্জন্মাতঙ্গ-কুম্ভ-চ্যুত-মদ-মদিরামোদ-মত্তালি-জালং,
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগ-বিগলৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গ-পিঙ্গম্।
সায়ং প্রাতর্ম্মুনীনাং কুশ-কুসুম-চয়ৈশ্ছন্ন-তীরস্থ-নীরং,
পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করি-করভ-করাক্রান্ত-রংহস্তরঙ্গম্॥ ৩॥

অনুবাদ।—স্নানরত দন্তিগণের মদ-মদিরা-মোদ-মত্তভ্রমর-যুক্ত, সিদ্ধরমণীগণের স্নানধৌত-স্তনকুঙ্কুম-সঙ্গে পিঙ্গলিত, মুনিগণের সায়ং-প্রাতঃসমর্পিত কুশ-কুসুমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন তীরনীরসঙ্গত, করিকরভ-করাস্ফালিত তরঙ্গবেগসম্পন্ন গঙ্গাপ্রবাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৩॥

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং,
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্।
ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জ্জহ্নোর্ম্মহর্ষেরিয়ং,
কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে॥ ৪॥

অনুবাদ।—যিনি হিমালয়-দুহিতৃরূপে প্রথমে আদি ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে

অবস্থিত সলিল, পরবর্ত্তী কল্পে অনন্ত-শয়ন ভগবান্ নারায়ণের পাবন-পাদোদক, তৎপরে (ভগীরথ-তপস্যা-বলে, ভূতলাবতরণসময়ে) শঙ্কর-জটাজূটের ভূষণ ও ক্রমে জহ্নুমহর্ষির কন্যা (জাহ্নবী হইয়া) ভূতলে, এই তিনি ভগবতী ভাগীরথী-রূপে (জনগণের) কল্মষ নাশ করিতেছেন। [হিমালয় পর্ব্বতের ঔরসে সুমেরু-দুহিতা মনোরমার গর্ভে গঙ্গার প্রথম আবির্ভাব হইলে, দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার স্থিতি ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে, ইহাই প্রথমচরণে বর্ণিত, বামনাবতারে উর্দ্ধীকৃতচরণ-পরিস্পৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধস্থ জলস্থ গঙ্গাজলরূপে উদ্ভূত, কল্পান্তরে গঙ্গার মূল উৎপত্তি অন্যবিধও দৃষ্ট হয়] ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী,
পারাবার-বিহারিণী ভবভয়-শ্রেণী-সমুৎসারিণী।
শেষাহেরনুকারিণী হরশিরো-বল্লী-দলাকারিণী,
কাশী প্রান্ত-বিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—গঙ্গাদেবী পর্ব্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, জন্মমরণাদি ভবভয়-সমূহ বিনাশ করেন, ইনি অনন্ত নাগের অনুকরণ-রতা অর্থাৎ সর্পবৎ বক্রগতিযুক্তা, মহেশ্বরের মস্তকে লতাপ্রতানরূপে বিদ্যমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা ॥ ৫ ॥

কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং,
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ গঙ্গে! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা নয়নপথে পতিত হয়, তবে—তাহার অবীচি প্রভৃতি নরকসম্ভাবনা কোথা হইতে হইবে, যে তোমার জল পান করে, তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি দেহি-গণের দেহ তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রপদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোঽহং,
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে,
তরলতর-তরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাত্রাহারে সমস্ত বিষয়-বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতে পারি, তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ, তরলতর-লহরি-মালিনি, মাতঃ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ শাম্ভবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং,
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রি দ্বয়ম্।
ত্বন্নাম স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে,
ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ! তুমি শম্ভুর নিজস্ব, শম্ভুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ। আমি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার তীরে স্বীয় শরীর বিন্যস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ ও তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে উৎসবস্বরূপ মদীয় ভবিষ্যৎ প্রাণপ্রয়াণসময়ে অদ্বৈত হরিহরাত্মক ব্রহ্মে আমার অচলা ভক্তি হয় ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ ।—যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টকস্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া (অন্তিমে) বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গঙ্গাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে।
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শবস্তৎক্ষণা-
ত্তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে কোন প্রাণীর প্রাণত্যাগরূপ উৎসব উপস্থিত হইলে তাহার সাযুজ্যমুক্তিদায়ী হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয়। 'এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক।' হরি এই কথা শবের উদ্দেশে বলিলে, তৎক্ষণাৎ সেই শবদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বর-ধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন-
র্জ্জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।
যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ,
সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন ভোগকালের অবসান হইলে পতিত হন, তাঁহারা পুনরায় মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কালান্তরে কর্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীট-পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে একবারমাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরীট ও কৌস্তুভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে, পুনঃ পতন হয় না ॥ ২ ॥

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া,
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা,
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥৩॥

অনুবাদ।—কাশীপুরী সর্ব্বপ্রধান মুক্তিনগরী, গঙ্গা তাঁহার অলঙ্কার, মণিকর্ণিকা সেই গঙ্গামধ্যে নিরতিশয় সুখদায়িনী। কারণ, মুক্তি তাঁহার দাসী। একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বর্গকে কাশীর সঙ্গে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিতা হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল॥ ৩॥

গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা,
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্ল্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং,
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জ্জনৈঃ প্রাপ্যতে॥ ৪॥

অনুবাদ।—সমস্ত গঙ্গাতীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর-মধ্যেও কাশী উত্তমা, সেই কাশীমধ্যে মণিকর্ণিকা অতিশয় উত্তম, (যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই) স্বয়ং ঈশ্বর (তৎক্ষণাৎ) সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব পাপবিনাশদক্ষ এই স্থান দেবগণেরও দুর্লভ; ও পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জজ্ঞাপক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ইহা লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪॥

দুঃখাম্ভোনিধি-মগ্ন-জন্তু-নিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্ধ্যাত্বৈতদ্ধি * বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ,
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা॥ ৫॥

অনুবাদ।—যে সকল জীব নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি (দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের) সুখদায়িনী এই বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল লোকই অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান স্বর্গসুখপ্রদ ও ভোগান্তে পতন এই সকল লোক হইতেই হয়, অতএব কাশী হইতে ঐ সকল লোক লঘু, কিন্তু কাশী-পুরী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে; সুতরাং কাশীই জীবগণের সর্ব্বদা মঙ্গলসাধন করেন॥ ৫॥

* 'র্ধ্যাত্বৈতদ্ধি' 'জ্ঞাত্বা তদ্ধি' এই দুই পাঠও এ স্থলে দৃষ্ট হয়।

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো,
যোহপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরোমাধবঃ।
হে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে, তব জলে মজ্জন্তি যে মানবা,
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণরূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক; আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করও এক; কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যে সকল মানব তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা (প্রত্যেকেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হওয়াতে) বহু রুদ্র ও হরি হইয়া থাকেন; কিন্তু কিরূপে ইঁহাদিগের বহুত্ব হয়? অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য অদ্ভুত ॥ ৬ ॥

ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে,
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।
আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোহভূৎ সদা,
পুণ্যোহসৌ বৃষগোহথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্র নয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন, সে যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্যদেব এই ব্যক্তি বৃষ বা গরুড়ে আরূঢ় হইয়া কোন্ মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, ইত্যাকার চিন্তা করত তাঁহাকে সহস্রকিরণ দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করেন ॥ ৭ ॥

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ,
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্ম্মুখসুরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত-
স্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—বেদার্থের দীক্ষাগুরু, দেবশ্রেষ্ঠ চতুরানন, স্বীয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন-কালীন-মণিকর্ণিকা-স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য

জানিতে পারেন। যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,
তৎসর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং,
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥ ৯ ॥

ইতি মণিকর্ণিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—বহু শতকোটি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে যে পাপনাশ হয়, বহু অশ্বমেধে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই মণিকর্ণিকায় স্নানজনিত পুণ্যের অন্তর্গত। আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় সংসারসাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মণিকর্ণিকাষ্টক সম্পূর্ণ।

কাশী-স্তোত্র।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—জনক-জননী যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিজ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক যাহারা পরিত্যক্ত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ১ ॥

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যাহারা জরা দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা ব্যাধির গ্রাসে নিপতিত, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ২ ॥

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্‌ভিরহর্নিশম্।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাহারা দিবারাত্র পদে পদে বিপজ্জালে আক্রান্ত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৩ ॥

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাহারা রাশি রাশি পাতক দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা দারিদ্র্য দ্বারা পরাভূত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৪ ॥

সংসারভয়ভীতা যে যে বদ্ধাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাহারা ভবভয়ে ভীত হইয়াছে, কর্ম্মবন্ধনে যাহারা আবদ্ধ, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৫ ॥

শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত (অথবা যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির তত্ত্বে অনভিজ্ঞ), যাহারা শৌচাচারবিবর্জ্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৬ ॥

যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাহারা যোগমার্গ হইতে স্খলিত হইয়াছে, যাহারা তপঃশূন্য ও দানবর্জ্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৭ ॥

মধ্যে-বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে।
আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যাহাদিগের বন্ধুজনমধ্যে পদে পদে অপমান হয়, মহেশ্বরের আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রই তাহাদিগের আনন্দদায়ক ॥ ৮ ॥

আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতিঃ সতাম্।
বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কাশীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যে সমস্ত সজ্জন সর্ব্বদা এই আনন্দকাননে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে এই তীর্থের অনুগৃহীত এবং তাঁহারাই যথার্থ আনন্দলাভ করেন ॥ ৯ ॥

কাশীস্তোত্র সম্পূর্ণ।

যমুনাষ্টক

শ্রীগণেশায় নমঃ।

মুরারি-কায়-কালিমাললাম-বারি-ধারিণী,
তৃণীকৃত-ত্রিপিষ্টপা ত্রিলোক-শোক-হারিণী।
মনোঽনুকূল-কূল-কুঞ্জ-পুঞ্জ-ধূতদুর্ম্মদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আললাম অর্থাৎ পরমরমণীয় বারি ধারণ করেন, যাঁহার তুলনায় স্বর্গপুরীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনরাজির প্রভাবে (মানবের) দুরন্ত মদান্ধতা দূর করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সর্ব্বদা ধৌত করুন ॥ ১ ॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভূরি-মণ্ডিতামৃতা,
ভৃশং প্রবাতক-প্রপঞ্চনাতি-পণ্ডিতা নিশা।
সু-নন্দ-নন্দনাঙ্গরাগ-রঞ্জিতা হিতা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—(যমুনার জলের বর্ণ ও অন্ধকারের বর্ণ সমান বলিয়া) যিনি নিশার (অন্ধকার) দ্বারা নিজের বায়ুবেগজনিত অতিবৃদ্ধি প্রকাশ করিতে অতীব চতুরা পাপহর-প্রবাহশালিনী, ভূরিমণ্ডন-মণ্ডিতসলিলা শ্রীনন্দনন্দনের উত্তম অঙ্গরাগে রঞ্জিত সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্ব্বদা দূর করুন ॥ ২ ॥

লসত্তরঙ্গ-সঙ্গ-ধূত-ভূত-জাত-পাতকা,
নবীন-মাধুরী-ধুরীণ-ভক্তি-যাত-চাতকা।
তটান্ত-বাস-দাস-হংস-সংসৃতাহ্নি কামদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার বিলসিত তরঙ্গমালা-স্পর্শে প্রাণিগণের পাপরাশি ধৌত হয়, নবীন মাধুরীধুরন্ধরের (শ্রীকৃষ্ণের বা নবঘনের) প্রতি ভক্তিবাহুল্যে, (তৎস্বরূপ ভ্রমে) চাতকপক্ষিগণ যাঁহার সমীপে সঞ্চরণ করে, দিবসে তটান্তবাসে

দাসায়মান-হংসকুলসঙ্গতা সেই অভীষ্টদায়িনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সদা দূর করুন ॥ ৩ ॥

বিহার-রাস-খেদ-ভেদ-ধীর-তীর-মারুতা,
গতা গিরামগোচরে যদীয়-নীর-চারুতা।
প্রবাহ সাহচর্য্য-পূত-মেদিনী-নদী-নদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার তীরপ্রবাহিত মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে (শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের) বিহার ও রাস (নৃত্য) খেদ অপনীত হইয়াছিল, যাঁহার জল-শোভা বাক্যের অগোচর এবং যাহার প্রবাহ-সাহচর্য্যে ভূতল ও নদনদী পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্ব্বদা দূর করুন ॥ ৪ ॥

তরঙ্গ-সঙ্গ-সৈকতান্তরাতিতংসদাসিতা,
শরন্নিশাকরাংশু-মঞ্জু-মঞ্জরী-সভাজিতা।
ভবার্চ্চনা-প্রচারণাম্বুনাধুনা বিশারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার অবস্থান, তরঙ্গ ও সৈকতভূমির ব্যবধান-বিস্তারে অনভিলাষী, যিনি শারদ-শশধরের রমণীয় কিরণমঞ্জরী সমালিঙ্গনে অভিনন্দিতা হইয়া এখন (যেন, ভগীরথের) শির্ব্বাচনাপ্রভাবে প্রবর্ত্তিত সলিল অর্থাৎ গঙ্গাজল দ্বারা শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সদা অপনীত করুন ॥ ৫ ॥

জলান্ত-কেলি-কারি-চারু-রাধিকাঙ্গ-রাগিণী,
স্বভর্ত্তুরন্য-দুর্ল ভাঙ্গতাঙ্গতাংশ-ভাগিনী।
স্বদত্ত-সুপ্ত-সপ্ত-সিন্ধু-ভেদি-নাদি-কোবিদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি জলকেলিরতা শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গরাগ নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভার্য্যা ব্যতীত অপরের দুর্লভ স্বভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গতাপ্রাপ্তা (দেবী কালিন্দীর) অংশ (জলময় রূপ) যাঁহাতে বর্ত্তমান, যাঁহার গর্জ্জনধ্বনি

সুপ্ত সপ্তসিন্ধুকে বিদীর্ণ করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানদানসমর্থা সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মানসিক মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৬ ॥

জল-চ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগ লম্পটালি-শালিনী,
বিলোল-রাধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী।
সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভর্ত্তৃ-ভৃত্য-নারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—অচ্যুতের (শ্রীকৃষ্ণের) সলিলচ্যুত অঙ্গরাগলুব্ধ অলিকুল যাঁহার (কাল জলের) শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, শ্রীরাধার বিলোল কবরীচ্যুত চম্পক-শ্রেণী যাঁহার মালা হইয়াছে, স্বভর্ত্তার (শ্রীকৃষ্ণের) ভৃত্য নারদ যথায় সতত অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মানসিক মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দ-নন্দ-কেলি-শালি-কুঞ্জ-মঞ্জুলা,
তটোত্থ-ফুল্ল-মল্লিকা-কদম্ব রেণু-সূজ্জ্বলা।
জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধি- * সিন্ধু-পারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—সদা বর্ত্তমান নন্দনন্দন কেলিকুঞ্জ—যাঁহাকে শোভান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তীরপ্ররূঢ় মল্লিকা ও কদম্ব-কুসুমপরাগ যাঁহাকে সমুজ্জ্বল করিতেছে, জলাবগাহী নরগণের সংসারজনিত মনঃপীড়া-সমুদ্রের পার দান যিনি করিয়া থাকেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মানসিক মলিনতা সদা অপনীত করুন ॥ ৮ ॥

যমুনাষ্টক সম্পূর্ণ।

* 'ভবাব্ধি' পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পুনরুক্তি দোষ।

প্রকারান্তর

যমুনাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং,
মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাম্।
বিয়জ্জ্বালোন্মুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিপণং,
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সূর্য্যদেবের তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশান্তি করেন, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতির অনুরূপ আচরণ যাঁহাতে বর্ত্তমান, যিনি ভবভয়দূরকারিণী, যিনি ভক্তগণকে বরপ্রদান করেন, যিনি আকাশবৎ চন্দ্রসূর্য্যাদি-খচিত (যমুনাপ্রবাহে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-প্রতিবিম্ব পতিত হয়), যিনি সুখপ্রাপ্তির মূলধনস্বরূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; সেই যমুনার সেবা জ্ঞানী পুরুষই সর্ব্বদা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—'কৃপাপারাবারাং' পারাবারবদাচরন্তীং আচারার্থ ক্বিবন্তাৎ (বিবন্তাৎ) অচ্ প্রত্যয়ঃ। 'মুরারিপ্রেয়স্যাং' মুরারেঃ প্রেয়স্যা আলিঙ্গনাদিকং যত্র সা তাম্। প্রেয়স্যামিবাচারঃ, ক্যচ্ ততো ঙাপ্। 'বিয়জ্জ্বালোন্মুক্তাং' জ্বলতি দীপ্যতে ইতি জ্বালঃ—প্রকাশবান্, চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ, তেন উন্মুক্তা, উদ্‌ঘাটিতা প্রকাশিতা। বিয়দিব আকাশমিব যথা নীলম্ আকাশং চন্দ্রসূর্য্যনক্ষত্রৈঃ প্রকাশিতং তথা যমুনাপি প্রতিবিম্বরূপৈঃ তৈঃ প্রকাশমানা ভবতি। শ্রিয়ং লক্ষ্মীতুল্যাম্। পরিপণং মূলধনম্ ॥ ১ ॥

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি গঙ্গাসঙ্গিনি * সিন্ধুসুতে,
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে।
জগদঘমোচিনি মানসদায়িনি কেশব-কেলি-নিদান-গতে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥২॥

অনুবাদ।—দেবি! তুমি মথুরাতে বিচরণ করিতেছ, তুমি

* 'জাহ্নবি-সঙ্গিনি' পাঠান্তর (নামে হ্রস্ব)

ভাস্করক্ষেত্রে (প্রয়াগে) প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিন্ধুসুতা অর্থাৎ ক্ষীরোদসম্ভবা লক্ষ্মী অথবা সাগরগামিনী, তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তোমার স্রোতোগতি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ। হে যমুনে, তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—'ভাস্করবাহিনি,' ভাস্করং ভাস্করক্ষেত্রং প্রয়াগঃ, ভাস্করস্যেদমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, যদ্বা ভীমো ভীমসেন ইতি বদ্ ভাস্করক্ষেত্রমেব তদেকদেশো ভাস্করশব্দো বোধয়তীতি। তস্মিন্ বহতে প্রবহতে ইতি ণিন্ তৎসম্বোধনে। 'সিন্ধুসুতে' ইতি লক্ষ্মীতুল্য ইত্যর্থঃ। অথবা গত্যর্থক-সুধাতোঃ সুতপদং নিষ্ঠয়া সিদ্ধং সিন্ধুসুতে সাগরগামিনীত্যর্থঃ। 'গোকুলভীতিবিনাশকৃতে,' গোকুলভীতিবিনাশঃ কৃতিঃ ক্রিয়া যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। 'কেশবকেলিনিদানগতে' কেশবকেলিনিদানং গতিঃ স্যন্দনং যস্যাঃ, তৎসম্বোধনে ॥ ২ ॥

অয়ি মধুরে মধুমোদ-বিলাসিনি শৈল-বিদারিণি বেগভরে,
পরিজন-পালিনি দুষ্ট-নিসূদিনি বাঞ্ছিত-কাম-বিলাস-ধরে।
ব্রজপুর-বাসি-জনার্জ্জিত-পাতক-হারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে,
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥৩॥

অনুবাদ।—অয়ি মধুরে, মধুমোদবিলাসিনি, (যিনি মধুপানে আনন্দিত ব্যক্তিগণকে বিলাস প্রদান করেন, বা বাসন্তিক উৎসবে আনন্দবিধায়িনী, অথবা মাধববিলাসিনী), তুমি শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দুষ্টগণকে বিমর্দ্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—'মধু...বিলাসিনি', মধুমোদাঃ মধুপানজনিতানন্দ-সম্পন্নাঃ, তান্ বিলাসয়তি ক্রীড়য়তি, অথবা মধুমোদঃ মধুকুলনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মিন্ বিলাসবতীতি, মধুর্বসন্তঃ তৎকালানন্দং বিলাসয়তি উল্লাসয়তি ইতি বা।

বিশ্বজনোদ্ধরিকে, বিশ্বজনানুদ্ধরতি ইতি পচাদিত্বাদচ্, বিশ্বজনোদ্ধরঃ স্বার্থে কঃ তস্য স্ত্রীত্বে বিশ্বজনোদ্ধরিকা ইতি তৎসম্বোধনে ॥ ৩ ॥

অতি-বিপদম্বুধি-মগ্ন-জনং ভব-তাপ-শতাকুল-মানসকং,
গতি মতি-হীনমশেষ-ভয়াকুলমাগত-পাদ-সরোজ-যুগম্ ।
ঋণ-ভয়-ভীতিমনিষ্কৃতি-পাতক-কোটি-শতাযুত-পুঞ্জতরং,
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—(দেবি!) আমি অপার বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্ব্বদা আমার মানস আকুলিত, আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয়প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বদা ঋণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবম্ভূত শত শত কোটি পাপপুঞ্জ যাহার আছে, আমি তদপেক্ষাও অধিক ; হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—'আগতপাদসরোজযুগং' আগতং প্রাপ্তং কর্ম্মণি ক্তঃ, পাদসরোজযুগং যেন তম্ ।

'অনিষ্কৃতি...তরম্' অনিষ্কৃতিঃ পাতককোটিশতাযুতপুঞ্জঃ পাতকানাং কোটি-শতাযুতং তদ্রূপঃ পুঞ্জঃ অনিষ্কৃতয়ঃ পাতককোটিশতাযুতানাং পুঞ্জাঃ রাশয় ইতি বা যয়োঃ মন্মদিতরয়োঃ, তয়োরহমতিশয়েনেতি তরপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

নব-জলদ-দ্যুতি-কোটি-লসত্তনু-হেমময়াভরণাঞ্চিতকে,
তড়িদবহেলি-পদাঞ্চল-চঞ্চল-শোভিত-পীত-সুচেল-ধরে ।
মণিময়-ভূষণ-চিত্র-পটাসন-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভানুকরে,
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৫॥

অনুবাদ।—(দেবি!) তোমার শরীর নবীন মেঘমালার ন্যায় প্রগাঢ় নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভান্বিত হইতেছে, তোমার বিবিধ মণিময় ভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্র ও আসনের প্রভা সূর্য্যকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও; হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর। (যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ ও অলঙ্কারাদি এই শ্লোকে বর্ণিত) অথবা এই শ্লোকের অনুবাদ নিম্নলিখিতরূপ হইবে যথা,—নবজলধর-

কোটিকান্তি (জলক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের) হেমাভরণ ও তড়িৎপ্রভাবিনিন্দী চঞ্চলাঞ্চল পীতবস্ত্র সঙ্গে, তুমি মণিভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্রপ্রতিবিম্বিত দীপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে নিষ্প্রভ করিয়াছ, হে ভয়নিবারিণি—ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—প্রবাহস্য প্রকর্ষজ্ঞাপনায় যমুনায়া দেবতামূর্ত্তিং প্রবাহঞ্চৈকোক্ত্যা নির্দ্দিশ্য স্তৌতি নবজলদেতি। দেবতামূর্ত্তিপক্ষে নব··· কোটিলসত্তন্বিতি সংবোধনান্তমেকপদং হেমময়েতি দ্বিতীয়পদম্। তড়িদবহেলীতি বর্ণেন বিদ্যুদ্‌বিজয়ি পদাঞ্চলং পদে অঞ্চলঃ প্রান্তো যস্য পদলম্বি-প্রান্তং চঞ্চলং শোভিতং পীতং যৎ সুচেলং উত্তমবস্ত্রং তং ধরতি ইতি অচ্‌প্রত্যয়াৎ তৎসম্বোধনে। মণিময়েতি মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনৈঃ—রঞ্জিতাঃ দীপ্তাঃ কৃতাঃ অতএব গঞ্জিতাঃ বিজিতাঃ ভানুকরা যয়া, ভানুকরেষ্বপি ভূষণাদিকৃতরঞ্জনযোগ এব তদ্বিজয়লক্ষণং ভানুকরাণামেব সর্ব্ব-রঞ্জকত্ব-প্রসিদ্ধেঃ।

প্রবাহপক্ষে, নবজলদদ্যুতিকোটিলসত্তনুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। জলক্রীড়ারতেন তেন, তদীয়হেমাভরণৈশ্চ অঙ্কিতকা—অর্পিতসুখা। কং সুখং তৎসম্বোধনম্। অঙ্কিতং নিজস্বরূপং কং জলং বা যস্যাঃ ইতি প্রথমপাদার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব জলকেলিশিথিল-পীতাম্বরচুম্বিনীতি দ্বিতীয়পাদসম্বোধনার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মণিভূষণ-চিত্রস্য পীতপটস্য অসনেন ক্ষেপেণ স্রোতসেতস্ততশ্চালনেন,—রঞ্জিতাঃ গঞ্জিতাশ্চ ভানুকরা যয়া। যত্র তথাবিধবস্ত্রস্য জলোপরি ভাসমানতা, তত্র প্রতিবিম্বিত-ভানুকরাণাং রঞ্জনং যত্র চাভ্যন্তরনয়নং তত্র ভানুকরপ্রবেশাভাবঃ মণিরত্নচিত্রবসনস্য তু প্রকাশস্তত্রাপীতি ভানুকরাণাং পরাজয়ঃ। ইতি তৃতীয়পাদতাৎপর্য্যম্ ॥ ৫ ॥

> শুভপুলিনে মধুমত্ত-যদূদ্ভব-রাস-মহোৎসব-কেলি-ভরে,
> উচ্চ কুলাচল-রাজিত-মৌক্তিক-হারময়াভর-রোদসিকে *।
> নবমণি-কোটিক-ভাস্কর-কঞ্চুকি-শোভিত-তারক-হার-যুতে,
> জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৬॥

অনুবাদ।—(দেবি !) তোমার পুলিনভূমি মনোহর, তাহাতে যদুপতি মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়াছেন ; তোমার তীরে যে সকল পর্ব্বতোপম উচ্চ ভবন-শ্রেণী আছে, তাহাই মুক্তাহারময় আভরণের ন্যায় তোমার (তীর) ভূমিকে মণ্ডিত করিয়াছে, তুমি, (নিজ প্রবাহ-অঙ্গে

---

* রোধসিকে পাঠও দৃষ্ট হয়।

প্রতিবিম্বরূপে), নবমণিকোটিসদৃশ ভাস্কর এবং তারকমালাকে (নীল) কঞ্চুকস্থ হারের মত ধারণ করিতেছ, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—প্রবাহতদ্দেবতামূর্ত্ত্যোরেকমেব দেবত্বমিতি বোধয়ন্ স্তৌতি শুভপুলিন ইতি। সম্বোধনপদমিদম্, কেলিভর ইত্যন্তং দ্বিতীয়ং সম্বোধনপদম্,—যদূদ্ভবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎকেলীনাং ভরঃ অতিশয়ঃ যস্যাং তৎসম্বোধনে। উচ্চকুলানি তুঙ্গভবনান্যেব অচলাঃ পর্ব্বতাঃ ত এব রাজিতমৌক্তিকহারময়াভরাঃ যস্যাঃ সা রোদসী ভূমিস্তীরভূমির্যস্যাং তৎসম্বোধনম্। আভরঃ আভরণম্। আরোপা-মহিম্না, উচ্চগৃহাণাং শুভ্রত্বং প্রতীয়তে। রাজিতাঃ বদ্ধশ্রেণয়ঃ রাজিমন্তঃ কৃতাঃ, রাজিশব্দপূর্ব্বকনামধাতো রূপমিদং রাজিতাঃ ভ্রাজিতাঃ ইতি রাজধাতো রূপং বা। যস্যাঃ তীরভূমিঃ শ্রেণীবদ্ধ-শুভ্রভবনাবল্যা মুক্তাহারময়াভরণসজ্জিতেব দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। নবশ্চাসৌ মণি-কোটিকঃ মণ্যুৎকর্ষশ্চেতি নবউৎকৃষ্টমণিরিত্যর্থঃ, স এব ভাস্করঃ, কঞ্চুকং কঞ্চুলিকা, তারকহারঃ নক্ষত্রমালা, 'সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ' ইত্যুক্তরূপঃ তৈর্যুতা ইদং হি অধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষণম্, কোটিকঃ উৎকর্ষঃ, কোটিক ইতি স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ, তথাচ যমুনাদেব্যা দেবতামূর্ত্তিঃ ভাস্করতুল্যভাস্বর-নবীনমণিনা, কঞ্চুকেন নক্ষত্রমালয়া চ ভূষিতেতি তাৎপর্য্যম্। যদ্বা প্রবাহরূপাশ্রয়েণ স্তোত্রপদ্যমিদং, তথাহি শুভপুলিন ইত্যাদি বিশেষণবৎ নবেত্যাদিকমপি প্রবাহরূপায়া যমুনায়া বিশেষণম্, নবমণিকোটিতুল্যো যো ভাস্করঃ, যশ্চ নীলকঞ্চুকোপরিলম্বিতস্তারকহারঃ তাভ্যাং যুতঃ দীপ্তমণিকোটিসমঃ সূর্য্যঃ নীলাকাশবিরাজিতনক্ষত্রাবলী চ পর্য্যায়েণ যত্র প্রতিবিম্বতয়া ভাসতে সা তৎসম্বোধন ইতি ॥ ৬ ॥

করিবর-মৌক্তিক-নাসিক-ভূষণ-বাত চমৎকৃত-চঞ্চল-কে,
মুখ-কমলামল-সৌরভ-চঞ্চল-মত্ত-মধুব্রত-লোচনিকে।
মণিগণ-কুণ্ডল-লোল-পরিস্ফুরদাকুল-গণ্ড-যুগামলকে,
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৭॥

অনুবাদ।—বিচিত্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত তোমার চঞ্চল সলিলবিন্দু—তোমার গজমুক্তাময় নাসাভূষণের শোভা ধারণ করিতেছে, তোমার মুখ তুল্য কমলের সৌরভ-লোভাকৃষ্ট চঞ্চল ভ্রমর নয়নতারার ন্যায় শোভা পাইতেছে, চঞ্চল মণিকুণ্ডলবৎ দোদুল্যমান আমলকাকৃতি ক্ষণস্থায়ী গণ্ড অর্থাৎ বুদ্বুদ-সমূহ দৃষ্ট

হইতেছে, (অথচ তুমি মণিমণ্ডিত-কুণ্ডল-শোভিত গণ্ডযুগলে নির্ম্মল শ্রীসম্পন্না)—হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি ! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—মূর্ত্তিদ্বয়মেকোক্ত্যা নির্দ্দিশ্য স্তৌতি করিবরেতি। তত্র দেবতামূর্ত্তিপক্ষে—করিবর-মৌক্তিকমেব নাসিকভূষণম্, নাসিকায়া ইদং নাসিকং তস্যেদমিত্যণ্,—যদ্ভূষণং তত্র বাতেন চমৎকৃতচঞ্চলং চমৎকর্ত্তুমারব্ধবৎ চঞ্চলং সংস্থানমিতি বিশেষ্যপরম্ চঞ্চলসংস্থানং চঞ্চলত্বং বা যস্যাঃ, যমুনাধিদেব্যাঃ-গজমুক্তা-নাসিকভূষণং মারুতস্পর্শেন তথা চঞ্চলতয়াবস্থিতং যেন দ্রষ্টারঃ প্রথমমেব সৌন্দর্য্যাতিশয়দর্শনেন চমৎক্রিয়ন্ত ইতি ভাবঃ। মুখকমলেতি, মুখং কমলমিব তস্যামলসৌরভলোভচঞ্চলা যে মত্তাঃ প্রমুদিতা মধুব্রতাস্তে ইব লোচনে চক্ষুষী লোচনানি দৃষ্টয়ো বা যস্যাঃ। ভ্রমরাণাং কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণতারকপ্রধানচক্ষুষস্তদ্দৃষ্টীনাং বা তৎসাম্যমুক্তম্। মণিগণেতি। মণিগণস্য কুণ্ডলং মণিগণনির্ম্মিতং কুণ্ডলং তত্র তদবচ্ছেদেন লোলং যথা স্যাৎ তথা পরিস্ফুরৎ দীপ্যমানং আকুলং অত্যর্থব্যগ্রং গণ্ডযুগং যস্যাঃ সা চ অমলকা চ নির্ম্মলা চেতি সম্বোধনে। কুণ্ডলযুগং হি বিলোলতয়া শোভতে তস্য প্রতিবিম্বপাতো গণ্ডযুগে জাতঃ। তেন গণ্ডযুগমেব কুণ্ডলাবচ্ছেদেন লোলমিব পরিস্ফুরিতম্, তচ্চ পরিস্ফুরণং স্বভর্ত্তুর্বদনস্পর্শায় গণ্ডযুগস্য আকুলতামিব দ্যোতয়তীতি ফলিতম্, অত্র নৈর্ম্মল্যকথনাদ্ গণ্ডস্যাপি নৈর্ম্মল্যং প্রতীয়তে। প্রবাহপক্ষে, গজমৌক্তিকভূষণমিব বাতচমৎকৃতং চঞ্চলং কং জলং যস্যাঃ, তৎসম্বোধনম্। বাতেন, বাতং বায়ুগতিঃ, বায়ুগত্যা চমৎকৃতং চমৎকারো বিস্মাপনং যেন, অথবা চমৎকৃতং চমৎকর্ত্তুমারব্ধবদিতি পূর্ব্ববদাদিকর্ম্মণি ক্তঃ। এবংভূতং চঞ্চলজলং যস্যাঃ, অনিলবেগবশাদুদ্গচ্ছচ্চঞ্চলজলং মৌক্তিকমিব সৎ তস্যা নাসা-ভূষায়মাণং ভবতীতি ভাবঃ। মুখমিব কমলং ; মধুকরাঃ লোচনে ইব লোচনানীব বা যস্যাঃ। মধুকরবিশেষণার্থস্তু অত্রাপি পূর্ব্ববৎ। মণিগণকুণ্ডলবৎ লোল-পরিস্ফুরন্তঃ আকুলা যে গণ্ডাঃ বুদ্বুদাঃ, তদ্যুক্—তৎসঙ্গতং আমলকং অমলত্বং আমলকীসাদৃশ্যং বা যস্যাঃ, তৎসম্বোধনে, যমুনায়া বুদ্বুদেষু অমলত্বং আমলকীসাদৃশ্যং বা যুক্তং, মণিকুণ্ডলসারূপ্যঞ্চ তত্র প্রতীয়তে, বুদ্বুদস্ফুরণস্তু ক্ষণস্থায়ি, বুদ্বুদাশ্চানিয়তা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কলরব-নূপুর-হেম-ভয়াচিত-পাদ সরোরুহ-সারুণিকে,
ধিমি-ধিমি-ধিমি-ধিমি-তাল-বিনোদিত-মানস-মঞ্জুল-পাদ-গতে।

তব পদ-পঙ্কজমাশ্রিত-মানব-চিত্ত-সদাখিল-তাপ-হরে,
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৮॥

অনুবাদ।—দেবি! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীরুহে কলরবপূর্ণ হেমময় নূপুর; [অথবা দেবি, তোমার কলধ্বনি-(কুলুকুলুধ্বনি) স্বরূপ নূপুরধ্বনি তুল্য এই সুবর্ণগর্ব্বখর্ব্বকারী চরণ তুল্য (রক্ত) কমলের প্রভায় অরুণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে] ধিমি ধিমি ধিমি,—তালে তালে তোমার যে গতি, তাহা আমার মানসে বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তোমার চরণকমলাশ্রিত মানবগণের মনোগত নিখিলতাপ তুমি হরণ কর, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর। (রক্তপদ্মের আভায় তোমার কাল জল লাল হইয়া উঠে, কুলুকুলুধ্বনি তালে তালে তোমার পদক্ষেপ সূচনা করিয়া দেয়, তাই বলি, ঐ যে অরুণিমা, উহা তোমারই চরণের রক্ততা, ঐ কুলুকুলুধ্বনি তোমারই নূপুরধ্বনি, ইহাই 'অথবা' কল্পে প্রথমার্দ্ধের ভাব।) ॥ ৮ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—পূর্ব্ববৎ স্তৌতি কলরবেতি। দেবতামূর্ত্তিপক্ষে কলঃ অব্যক্তমধুরো রবো যস্য, তস্য নূপুরস্য হেমভয়া স্বর্ণপ্রভয়া আচিতং ব্যাপ্তং যৎ পাদসরোরুহং তেন সারুণিকা—অরুণোঽরুণকঃ স্বার্থে কঃ রক্তবর্ণঃ তেন সহ বর্ত্ততে, স্ত্রীত্বে তৎসম্বোধনে, ধিমিধিমীত্যব্যক্তানুকরণশব্দঃ তথাবিধেন তালেন নৃত্যকালক্রিয়া-পরিচ্ছেদেন বিনোদিতং মানসং যয়া সা—মঞ্জুলপাদগতির্যস্যাঃ তৎ-সম্বোধনে। মঞ্জুলৌ পাদৌ তয়োর্গতিঃ। প্রবাহপক্ষে, কলরবঃ কুলুকুলুধ্বনিঃ স এব নূপুরঃ যত্রেতি পাদসরোরুহ-বিশেষণম্। হেমভয়ং সুবর্ণ-ভীতিপ্রদং সুবর্ণমপি হিত্বা যদ্‌গ্রহণায় জনঃ প্রবর্ত্ততে, তাদৃশং আচিতং ব্যাপ্তং পাদ ইব যৎ সরোরুহং ফুল্ল-রক্তপদ্মমিতি তাৎপর্য্যং তেন সারুণিকে রক্তিমবতি। যত্র স্রোতসঃ কথঞ্চিৎ প্রতিরোধো ভবতি তত্র কলধ্বনেঃ প্রাচুর্য্যাৎ পদ্মকাননে তথাত্বেন পদ্মে তৎসম্বন্ধো বর্ণিত ইতি ॥ ৮ ॥

ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো,
যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া।
হয়ার্দ্রেষৈঃ * কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং,
সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

---

* 'হয়াত্রেষৈঃ' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে। তাহা প্রামাদিক।

অনুবাদ।—যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্যচিত্তে করবীরযুক্ত কুসুমপুঞ্জ হস্তে আদিত্য-নন্দিনী যমুনার এই স্তব করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি (ইহকালে) সতত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া মরণকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা।—হয়ার্য্যৈষৈঃ হয়ারিঃ করবীরপুষ্পং তস্য এষো গতিঃ প্রাপ্তির্যেষু করবীরযুক্তৈরিত্যর্থঃ। হয়াক্তৈষৈরিতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ। পুঞ্জৈরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৯ ॥

* সংস্কৃতপাঠক সংস্কৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যা হইতে ইহার বিশেষ রস গ্রহণ করিবেন।

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

সবিন্দুসিন্ধুসু স্খলত্তরঙ্গ-ভঙ্গ-রঞ্জিতং *
দৃষৎসু পাপ-জাত-জাতকারি-বারি-সংযুতম্।
কৃতান্ত-দূত-কাল-ভূত-ভীতি-হারি শর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সুখদায়িনি, (তোমার) তরঙ্গভঙ্গ, বিন্দু এবং সিন্ধু (নদীপ্রবাহ) চুম্বিত দৃষৎ অর্থাৎ শিলাতটে আস্ফালিত হইয়া যাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছে, যাহা পাপরাশিবিনাশিনী ও পুনর্জ্জন্মনিবারিণী তোমারই বারিধারায় বিধৌত, যাহা প্রাণিগণের কৃতান্তদূতভীতি এবং মৃত্যুভীতি নিবারণ করে, দেবি নর্ম্মদে! তোমার সেই চরণকমলে আমি প্রণাম করিতেছি। [নর্ম্মদাপ্রপাতস্থলে উপরিভাগে শিলাখণ্ড-স্খলিত জলবিন্দু যে শুভ্র কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে, অধোদেশে তুগ্ধাবর্ত্তবৎ প্রবাহ,—পাষাণময় উভয় তটে আস্ফালিত তরঙ্গমালা তুলিয়া যে আবেগে ছুটিয়াছে, এই বন্দনায় তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত। দুঃখ এই, পাঠ-বিকৃতি, এই অর্থকে এত দিন ফুটিতে দেয় নাই] ॥ ১ ॥

* 'সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলক্ষত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতদ্বিষৎসু'এবং সবিন্দু…রঞ্জিতং দ্বিষৎ সু'—এই পাঠদ্বয় বিকৃত।

ত্বদম্বু-লীন-দীন-মীন-দিব্য-সম্পদায়কং,
কলৌ মলৌঘভারহারি সর্ব্বতীর্থনায়কম্।
সুমচ্ছ- * কচ্ছ-নক্র-চক্রবাক-চক্র-শর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে মৎস্য-শোভিত-সজল-তটশালিনি, হে কুম্ভীর-চক্রবাক-মণ্ডল-সুখদায়িনি, দেবি নর্ম্মদে,—তোমার জলে যে সকল ন-গণ্য মীন লুপ্ত প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের দিব্য সম্পৎপ্রাপ্তি যাহার প্রসাদে হয়, কলিমল-রাশি-ভারহারি সর্ব্বতীর্থ-নায়ক তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মহাগভীরনীরপূত † পাপধূতভূতলং,
ধ্বনৎসমস্তপাতকারিবারিদারিতাচলম্। ‡
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনুশর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—দেবি! যৎসংস্পৃষ্ট মহাগভীর জলস্পর্শে পাপগ্রস্তভূতল পূত হইয়াছে, যদীয় গর্জ্জনপরায়ণ বারি নিখিলপাতকবিনাশী এবং পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত, ভীতিপ্রদ মহাপ্রলয়কালে হে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রয়দায়িনি, দেবি নর্ম্মদে! তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা,
মৃকণ্ডুসূনু-শৌনকাসুরারি-সেবিতং সদা।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—দেবি! মার্কণ্ডেয়-শৌনকাদি মুনিগণ ও সুরগণের সদা-সেবিত ভবদীয় বারি আমি যখন দর্শন করিতেছি, তখনই পুনঃ সংসার-সাগরে জন্মজনিত

* 'সুমৎস্য' ইতি পাঠান্তর।
† 'মহাগভীরনীরপুর' পাঠ বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়।
‡ 'পাতকারিবারিতাপদাচলম্' পাঠও আছে।

ভয় গিয়াছে, (অতএব) হে ভবসমুদ্রদুঃখবারিণি! হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অলক্ষলক্ষকিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং,
সুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকূজিতম্ ।
বসিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদকর্দ্দমাদিশর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে বশিষ্ঠ-শিষ্ট-পিপ্পলাদ-কর্দ্দমাদি মহর্ষিগণসুখদায়িনি, দেবি নর্ম্মদে, অসংখ্য কিন্নর অমর ও অসুর প্রভৃতি পূজিত সুলক্ষণ নীরতীরস্থ লক্ষপক্ষিকূজনসূচিত তদীয় চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

সনৎকুমার-নাচিকেত-কশ্যপাত্রি-ষট্‌পদৈর্ধৃতং,
স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষট্‌পদৈঃ ।
রবীন্দু-রন্তিদেব-দেবরাজ-কর্ম্ম-শর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে সূর্য্য চন্দ্র দেবরাজ ও রাজা রন্তিদেবের কর্ম্মানুসারে সুখবিধায়িনি দেবি নর্ম্মদে, সনৎকুমার, নাচিকেত, কশ্যপ, অত্রি প্রমুখ ঋষির ছয়টি আশ্রমস্থানে ও ভ্রমরসদৃশ নারদাদি মুনিগণের মানসমধ্যে স্থিত ত্বদীয় চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

অলক্ষ-লক্ষ-লক্ষ-পাপ-লক্ষ্য-সার-সায়কং,
ততস্তু জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্ ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণুশঙ্করস্বকীয়ধামশর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৭

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক-সুখ-বিধায়িনি দেবি নর্ম্মদে! অলক্ষ্য লক্ষ লক্ষ পাপ যাহার ভেদ্য— লক্ষ্য—সেইরূপ শরস্বরূপে যিনি অবস্থিত, যিনি ভূচর জীব, খেচর জন্তু এবং গ্রাহ প্রভৃতি জলচরকেও ভোগ-মোক্ষ প্রদান করেন, তোমার সেই বিশাল চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

অহোঽমৃতং সমং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে,
কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে।
দুরন্তপাপতাপহারি সর্ব্বজন্তুশর্ম্মদে,
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে সর্ব্বজীবসুখবিধায়িনি দেবি নর্ম্মদে, তোমার এই অমৃত (জল) গোদাবরীতটে, কিরাত, সূত ও বাড়ব জাতিতে এবং পণ্ডিত ও শঠে সর্ব্বত্র সমান, ইহা শাস্ত্রে শ্রুত হইয়াছে, অতএব তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ইদন্তু নর্ম্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা,
পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা।
সুলভ্যদেহদুর্ল্লভং মহেশধামগৌরবং,
পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ॥ ৯ ॥
ইতি নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়ে ভক্তিপূর্ব্বক এই নর্ম্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুঃখভোগ করে না, এই নিত্য লভ্য দেহে দুর্ল্লভ মহেশ্বরলোকের গৌরবলাভ করে, আর সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার সংসারযাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না ॥ ৯ ॥

নর্ম্মদাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

পুষ্করাষ্টক-স্তোত্র।

শ্রিয়া যুতং ত্রিদেহ-তাপ-পাপ-রাশি-নাশকং
মুনীন্দ্র-সিদ্ধ-সাধ্য-দেব-দানবৈরভিষ্টুতম্।
তটেঽস্তি যজ্ঞপর্ব্বতস্য মুক্তিদং সুখাকরং
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং * স-বৈষ্ণবং স-শঙ্করম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রীমান্, যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণদেহস্থ আধ্যাত্মিক,

* ভাষানামের অনুকরণে 'বৃদ্ধপুষ্করম্' উচ্চারণ দ্বারা ছন্দোদোষ নিবারণীয়, ব্রজলাল—হিন্দুস্থানে বৃজলাল উচ্চারিত হয়।

আধিদৈব ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন; ঋষিশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধবৃন্দ, সাধ্যগণ ও সুরাসুরগণ যাঁহার স্তব করেন, যিনি যজ্ঞশৈলের তটদেশে অধিষ্ঠিত, যিনি মোক্ষপ্রদ ও সুখের আকর, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সদূর্জ্জমাসশুক্লপঞ্চবাসরে বরাগতং,
তদন্যথান্তরিক্ষগং স্বতন্ত্রভাবনানুগম্।
যদম্বুপানমজ্জনং দৃশাং সদামৃতাকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি পুণ্য কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় (অন্তিম) পঞ্চদিবসে প্রাদুর্ভূত হন, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করেন, একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে যাঁহাকে লাভ করা যায়, যাঁহাতে স্নান বা যাঁহার জল পান এবং দর্শন করিলে সুখলাভ হয়, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ত্রিপুষ্কর ত্রিপুষ্কর ত্রিপুষ্করেতি সংস্মরেৎ,
সুদূরদেশগোঽপি যস্তদঙ্গপাপনাশনম্।
প্রপন্নদুঃখভঞ্জনং সুরঞ্জনং সুধাকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সুদূরদেশে অবস্থান করিয়াও যে ব্যক্তি 'ত্রিপুষ্কর, ত্রিপুষ্কর, ত্রিপুষ্কর' এই নাম স্মরণ করে, তাহার শরীরস্থিত যাবতীয় পাতক বিলয় প্রাপ্ত হয়। যিনি আশ্রিতজনের ক্লেশ দূর করেন, যিনি সকলের চিত্তরঞ্জন করেন এবং যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

মৃকণ্ডুমঙ্কণৌ পুলস্ত্যকণ্বপর্ব্বতা-সিতা,
অগস্ত্যভার্গবৌ দধীচিনারদৌ শুকাদয়ঃ।
স-পদ্মতীর্থ-পাবনৈক-দৃষ্টয়ো দয়াকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—মৃকণ্ডু, মঙ্কণ, পুলস্ত্য, কণ্ব, পর্ব্বত, শুক প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ নিজ জনপাবন দৃষ্টি—যে পদ্ম (পুষ্কর) তীর্থে একমাত্র নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, করুণার আকর সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

সদা পিতামহেক্ষিতং বরাহবিষ্ণুনেক্ষিতং,
তথাঽমরেশ্বরেক্ষিতং সুরাসুরৈঃ সমীক্ষিতম্।
ইহৈব ভুক্তিমুক্তিদং প্রজাকরং ধনাকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—পিতামহ ব্রহ্মা, বরাহরূপী হরি, সুরপতি ইন্দ্র ও অপরাপর দেবদানবেরা নিরন্তর যাঁহাকে দর্শন করেন, যিনি ইহধামেই ভুক্তি, মুক্তি, সন্ততি ও ধনসম্পত্তি প্রদান করেন, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ত্রিদণ্ডি-দণ্ডি-বর্ণিভিস্তপস্বিভিঃ * সুসেবিতং,
পুরার্দ্ধচন্দ্রপ্রাপ্ত † দেবনন্দিকেশ্বরাভিধৈঃ।
স-বৈদ্যনাথ-নীলকণ্ঠ-সেবিতং সুধাকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—ত্রিদণ্ডী, ‡ দণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও তাপসবৃন্দ যাঁহার সেবা করেন, অর্দ্ধচন্দ্রধারী নন্দিকেশ্বরাখ্য দেব যাঁহার উপাসনা করেন, বৈদ্যনাথ ও নীলকণ্ঠ যাঁহার সেবা করেন এবং যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সুপঞ্চধা সরস্বতী বিরাজতে যদন্তরে,
তথৈকযোজনায়তং বিভাতি তীর্থনায়কম্।
অনেকদৈবপৈত্রতীর্থসাগরং রসাকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—সরস্বতী পঞ্চমূর্ত্তিতে যাঁহার কিঞ্চিদ্দূরে বিরাজ করিতেছেন, যিনি একযোজনবিস্তৃত তীর্থরাজরূপে শোভমান, যিনি অসংখ্য দৈব ও পৈত্র তীর্থের সমুদ্রস্বরূপ এবং যিনি রসের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

---

* ত্রিদণ্ডিদণ্ডিব্রহ্মচারিতাপসৈঃ—ইহা বহুসম্মত পাঠ।

† 'প্রাপ্ত'—এ স্থলে, 'প্র' অথবা 'হ্র' পরে থাকিলে পূর্ব্ব লঘুবর্ণ বিকল্পে গুরু হয়, তাই ছন্দোদোষ হয় নাই।

‡ ত্রিদণ্ডী—যিনি বাঙ্মনঃকায়সংযমসম্পন্ন।

যমাদিসংযুতো নরস্ত্রিপুষ্করং নিমজ্জতি,
পিতামহশ্চ মাধবোহপ্যুমাধবঃ প্রসন্নতাম্।
প্রয়াতি তৎপদং দদত্যযত্নতো গুণাকরং,
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি যমাদিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্করতীর্থে স্নান করে, হরি-হর-ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়া থাকেন। আমি এতাদৃশ গুণাকর স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

ইদং হি পুষ্করাষ্টকং সুনীতিনীরজাশ্রিতং,
স্থিতং মদীয়মানসে কদাপি মাহপগচ্ছতু।
ত্রিসন্ধ্যমাপঠন্তি যে ত্রিপুষ্করাষ্টকং নরাঃ,
প্রদীপ্তদেহভূষণা ভবন্তি মেশ-কিঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥

ইতি পুষ্করাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—এই পুষ্করাষ্টক সুনীতিরূপ কমলের আশ্রিত; ইহা আমার মানসে (মনন, অপর মানসসরোবরে) অধিষ্ঠিত হউক, যেন কখনও অন্যত্র গমন না করে। যাহারা ত্রিসন্ধ্যা এই ত্রিপুরাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, তাহারা দিব্য তেজঃপূর্ণ শরীররূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রমাপতির কিঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

পুষ্করাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

হনুমৎপঞ্চরত্নম্।

বীতাখিলবিষয়েচ্ছং জাতানন্দাশ্রুপুলকমত্যচ্ছম্।
সীতাপতিদূতাদ্যং বাতাত্মজমদ্য ভাবয়ে হৃদ্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—নিখিল-বিষয়-বীতস্পৃহ, আনন্দাশ্রু-পুলক-শোভিত, স্বচ্ছ-হৃদয়, সীতাপতিদূতাগ্রগণ্য হৃদ্য পবননন্দনকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

তরুণারুণ-মুখ-কমলং করুণারস-পূর-পূরিতাপাঙ্গম্ ।
সঞ্জীবনমাশাসে মঞ্জুলমহিমানমঞ্জনা-ভাগ্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি তরুণারুণ-মুখকমল অর্থাৎ যাঁহার মুখকমল বাল-সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ অথবা উদীয়মান সূর্য্য যাঁহার মুখকমলে প্রবেশ করিতেছিলেন, যাঁহার অপাঙ্গ করুণারসপ্রবাহে পূর্ণ, মনোহর-মহিম-সম্পন্ন, সেই (মূর্ত্তিমান) অঞ্জনা-সৌভাগ্যের নিকট সম্যক্ অর্থাৎ শ্রীরামভক্তিপূত জীবন প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥

শম্বর-বৈরিশরাতিগমম্বুজ-দল-বিপুল-লোচনোদারম্ ।
কম্বুগলমনিল-দিষ্টং বিম্বজ্বলিতোষ্ঠমেকমবলম্বে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি কামশরের অতীত, যাঁহার নয়ন-যুগল কমলদলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় উজ্জ্বল, পবনের (মূর্ত্তিমান) ভাগ্যরূপ সেই উদার কম্বুকণ্ঠকেই একমাত্র অবলম্বন করিতেছি ॥ ৩ ॥

দূরীকৃতসীতার্ত্তিঃ প্রকটীকৃত-রাম-বৈভব-স্ফূর্ত্তিঃ ।
দারিত-দশমুখকীর্ত্তিঃ পুরতো মম ভাতু হনুমতো মূর্ত্তিঃ॥৪॥

অনুবাদ।—যাহা হইতে সীতার ব্যথা দূর হইয়াছে, যাঁহার স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইতেই শ্রীরামের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে, দশাননের কীর্ত্তিবিনাশিনী হনুমানের সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হউক ॥ ৪ ॥

বানর-নিকরাধ্যক্ষং রাক্ষস- * কুলকুমুদরবিকর-সদৃশম্ ।
দীনজনাবনদীক্ষং পবনতপঃপাকপুঞ্জমদ্রাক্ষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি রাক্ষসকুলস্বরূপ কুমুদ-কুসুমের সূর্য্যকিরণ-তুল্য (ম্লানিহেতু), পবনদেবের তপঃফলস্বরূপ, দীনজনপালনব্রতী সেই বানরগণাধিনায়ককে আমি দেখিতে পাইয়াছি ॥ ৫ ॥

এতৎ পবনসুতস্য স্তোত্রং যঃ পঠতি পঞ্চরত্নাখ্যম্ ।
চিরমিহ নিখিলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা শ্রীরামভক্তিভাগ্ ভবতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—পবননন্দনের এই পঞ্চরত্নাখ্য স্তোত্র যে পাঠ করে,

* 'দানব' ইতি পাঠান্তর।

সে ইহজীবনে দীর্ঘকাল বিবিধ সুখভোগ করিয়া (পরিণামে) শ্রীরামভক্তি লাভ করে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ হনুমৎপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্।

গণেশভুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র।

রণৎ-ক্ষুদ্র-ঘণ্টা-নিনাদাভিরামং,
চলৎ-তাণ্ডবোদ্দণ্ডবৎ-পদ্মতালম্।
লসৎ-তুন্দিলাঙ্গোপরি-ব্যাল-হারং,
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—(শিরোমালারূপে অবস্থিত) মুখরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-নিনাদ যাঁহার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে, যিনি তাণ্ডবনৃত্যে উদ্দণ্ডবৎ শুণ্ড-সঞ্চালনে তাল প্রদান করিতেছেন, যাঁহার তুন্দিল-অঙ্গোপরি সর্পহার বিরাজমান, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ১ ॥

ধ্বনিধ্বংসবীণালয়োল্লাসি-বক্ত্রং,
স্ফুরচ্ছুণ্ডদণ্ডোল্লসদ্‌বীজপূরম্।
গলদ্দর্পসৌগন্ধ্যলোলালিমালং,
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার বদনোচ্চারিত রবে বীণাধ্বনি বিড়ম্বিত হইতেছে, তাহাতে যাঁহার বদনমণ্ডল উল্লসিত, যিনি মনোহর শুণ্ডদণ্ডে বীরপূর ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতেছেন, যাঁহার ক্ষরিত-মদ-সৌগন্ধে ভ্রমরকুল চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ২ ॥

চর্ব্বাসজ্জবারক্তরক্তপ্রসূন-
প্রবালপ্রভাতারুণজ্যোতিরেকম্।
প্রলম্বোদরং বক্রতুণ্ডৈকদন্তং,
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—প্রফুল্ল জবাপুষ্পের ন্যায় যাঁহার কান্তি লোহিতবর্ণ; যিনি রক্তপুষ্প, প্রবাল ও প্রাতঃকালীন অরুণের ন্যায় অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি লম্বোদর, বক্রতুণ্ড এবং একদন্ত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

বিচিত্রস্ফুরদ্রত্নমালাকিরীটং,
কিরীটোল্লসচ্চন্দ্ররেখাবিভূষম্।
বিভূষৈকভূষং ভবধ্বংসহেতুং
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি মস্তকে বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময়ী রত্নমালা ও কিরীট ধারণ করিতেছেন, যাঁহার ভালতটে দেদীপ্যমান শশিকলা বিভূষণরূপে সুশোভিত, যিনি ভূষণসমূহের একমাত্র ভূষণ ও ভববন্ধনবিমোচনের মূলীভূত, সেই ঈশান-তনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

উদঞ্চদ্ভুজাবল্লরীদৃশ্যমূলো-
চ্চলদ্ভ্রূলতাবিভ্রমভ্রাজিতাক্ষম্ *।
মরুৎসুন্দরীচামরৈঃ সেব্যমানং,
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—(চামরব্যজনকালে সুররমণীগণের) বাহুলতা ঊর্দ্ধভাগে সমুত্তোলিত হওয়ায় তাহার মূল দৃশ্য হয়, তৎপ্রসঙ্গে সঞ্চালিত ভ্রূলতা-বিভ্রমে যাঁহার নয়ন শোভা পাইয়া থাকে, চামরবীজন দ্বারা সুররমণীগণ-সেবিত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

স্ফুরন্নিষ্ঠুরালোলপিঙ্গাক্ষিতারং,
কৃপাকোমলোদারলীলাবতারম্।

---

* 'ভ্রাজদক্ষম্' পাঠান্তর।

কলাবিন্দুগং গীয়তে যোগিবর্য্যৈ-
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার নেত্রতারকা জ্যোতির্বিমণ্ডিত, কঠোর, চপল ও পিঙ্গবর্ণ; যিনি দয়া, মার্দ্দব ও ঔদার্য্যের লীলাবতারস্বরূপ এবং যোগিপ্রবরগণ যাঁহাকে কলা ও বিন্দুস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যমেকাক্ষরং নির্ম্মলং নির্বিকল্পং,
গুণাতীতমানন্দমাকারশূন্যম্।
পরং পারমোঙ্কারমাম্নায়গর্ভং,
বদন্তি প্রগল্ভং পুরাণং তমীড়ে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহাকে একাক্ষর, বিমল, বিকল্পরহিত, ত্রিগুণের অতীত, আনন্দময়, নিরাকার, পরম পার ও প্রণবস্বরূপ, বেদগর্ভ এবং পুরাতন পুরুষ বলিয়া (মুনিগণ) স্পর্দ্ধা-সহকারে কীর্ত্তন করেন, সেই ঈশানন্দন গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

চিদানন্দসান্দ্রায় শান্তায় তুভ্যং,
নমো বিশ্বকর্ত্রে চ হর্ত্রে চ তুভ্যম্।
নমোঽনন্তলীলায় কৈবল্যভাসে,
নমো বিশ্ববীজ প্রসীদীশসূনো ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে জগৎকারণ! তুমি চিদানন্দঘন ও শান্তমূর্ত্তি; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বিশ্বচরাচরের কর্ত্তা ও হর্ত্তা; তোমাকে প্রণাম করি; তুমি অনন্ত লীলাময়, কৈবল্যপ্রকাশ, তোমাকে প্রণাম করি। হে ঈশানসূনো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

ইমং সুস্তবং প্রাতরুত্থায় ভক্ত্যা,
পঠেদ্‌যস্তু মর্ত্ত্যো লভেৎ সর্ব্বকামান্। *

* 'লভেতেষ্টজাতম্' পাঠ সমীচীন।

গণেশপ্রসাদেন সিধ্যন্তি বাচো
গণেশে বিভৌ দুর্লভং কিং প্রসন্নে ॥ ৯ ॥

ইতি গণেশভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—প্রভাতে গাত্রোত্থান পুরঃসর ভক্তিমান্ হইয়া যে মানব এই উত্তম স্তব পাঠ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্টলাভ হয় এবং গজাননপ্রসাদে সে ব্যক্তি বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে। বিভু গণপতিদেব প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ হয়?॥ ৯ ॥

শিব-ভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্‌ভৃঙ্গখণ্ডং,
চলচ্চারুশুণ্ডম্ জগত্ত্রাণশৌণ্ডম্।
লসদ্দন্তকাণ্ডং বিপদ্‌ভঙ্গচণ্ডং,
শিব-প্রেম-পিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—(গণেশ সর্ব্বাগ্রে পূজ্য বলিয়া এই শিব-স্তবের প্রথমেই গণেশের বন্দনা করা হইয়াছে) যাঁহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত হইতেছে ও ঐ মদগন্ধে ভৃঙ্গগণ মিলিত হওয়াতে যাঁহার সুচারু শুণ্ড অনবরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্য্যে যিনি নিয়ত নিরত আছেন, যিনি কাণ্ড-তুল্য অর্থাৎ বাণের ন্যায় দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ্-বিনাশে প্রচণ্ডশক্তি এবং মহেশ্বরের পরমপ্রেমাস্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজন করি ॥ ১ ॥

অনাদ্যন্তমাদ্যং পরং তত্ত্বমর্থং,
চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্।
হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং,
মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি,

যিনি পরমতত্ত্ববস্তু, যিনি অপ্রমেয়, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, তুরীয়, হরি ও ব্রহ্মা যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত, সেই শৈবজ্যোতিঃ ভজনা করি ॥ ২ ॥

স্বশক্ত্যাদি-শক্ত্যন্ত-সিংহাসনস্থং,
মনোহারি-সর্ব্বাঙ্গরত্নাদিভূষম্ ।
জটাহীন্দুগঙ্গাগ্নিশশ্যর্কমৌলিং, *
পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি আধারশক্তি প্রভৃতি পীঠদেবতা এবং পীঠশক্তি দ্বারা রমণীয় সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মনোহর রত্নাদিভূষণে সমলঙ্কৃত ; জটাভার, সর্পময় আপীড়, ইন্দুকলা, গঙ্গা, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য (নয়নত্রয়রূপে) যাঁহার উত্তমাঙ্গে বিরাজিত, সেই আদ্যাশক্তিসহচর পরাৎপর পঞ্চবক্ত্রকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

শিবেশানতৎপূরুষাঘোরবামা-
দিভির্ব্রহ্মভির্হৃন্মুখৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।
অনৌপম্যষট্‌ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যা-
মতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—হে শিব ! ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব আদি (সদ্যোজাত) পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র এবং হৃদয়াদি ষড়ঙ্গমন্ত্রে উপলক্ষিত তোমার ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব নিরুপম, † তুমি তত্ত্ববিদ্যার অতীত পরাৎপর ; তোমাকে কিরূপে জানা যায়, কেই বা জানিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্ধং, ‡
মরুত্বন্মণিশ্রীমহঃশ্যামমর্দ্ধম্ ।

* 'গঙ্গাস্থি' ইতি পাঠান্তর ।

† (১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) শুদ্ধবিদ্যা (৬) মায়া (৭) কলা (৮) বিদ্যা, (৯) রাগ (১০) অহঙ্কার (১১) কাল (১২) নিয়তি (১৩) প্রকৃতি (১৪) পুরুষ (১৫) বুদ্ধি (১৬) মন এবং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয় ও পঞ্চভূত । এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ প্রাণতোষণীতে দ্রষ্টব্য ।

‡ তুষারপ্রবাহপ্রভাশুভ্রমর্দ্ধম্ ।—পাঠান্তর ।

গুণস্যূতমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ,

স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার শরীরের অর্দ্ধ নূতন পল্লবসমূহের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং অপর অর্দ্ধ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্রীসম্পন্ন সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এই উভয় অর্দ্ধে ঘটিত গুণনিবদ্ধ একদেহধারী, স্মরবিনাশন এবং স্মরজনক (হরিহর-রূপী) এক তত্ত্বকে অন্তরে স্মরণ করি। (শিবের চণ্ডেশ্বরমূর্ত্তি রক্তবর্ণ, হরিহরমূর্ত্তিতে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে)। পাদটীকায় লিখিত পাঠান্তরে, হরিহরমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশে শুভ্রবর্ণ হইবে। মহাদেব যে স্মরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণপ্রসিদ্ধ এবং প্রদ্যুম্নরূপী কামদেবের পিতা বলিয়া (সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া—ইহাও অনেকে বলেন) নারায়ণও স্মরজনকরূপে কথিত ॥ ৫ ॥

স্ব-সেবা-সমায়াত-দেবাসুরেন্দ্রা-

নমন্মৌলি-মন্দার-মালাভিষক্তম্ !

নমস্যামি শম্ভো ! পদাম্ভোরুহং তে,

ভবাম্ভোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে শম্ভো ! তোমার সেবার জন্য সমাগত সুরশ্রেষ্ঠ ও অসুরশ্রেষ্ঠগণের আনম্র মৌলিস্খলিত মন্দারমালাসঙ্গত, ভবসমুদ্রের পোত-স্বরূপ, ভবানীবিভাবনীয়, তোমার চরণপদ্মকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ,

প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নার্ত্তিহারিন্ ।

মহঃস্তোমমূর্ত্তে সমস্তৈকবন্ধো,

নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোঽস্তু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে গৌরীসমন্বিত শম্ভো ! তুমি জগতের নাথ, সুতরাং আমারও নাথ। তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি কৃপা করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ হরণ কর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি এবং অখিল জনের একমাত্র বন্ধু। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব,

স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি ।

ব্রুবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং,
ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে মহাদেব! হে দেবেশ, হে দেবাদিদেব, হে স্মরারে, হে পুরারে, হে মৃত্যুঞ্জয়, হে হর, এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্তি সহকারে আপনাকে স্মরণ করিব, হে দয়াময় দেব, তাহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিশ্বাদিকেশ,
ত্রয়ীমূল শম্ভো শিব ত্র্যম্বক ত্বম্।
প্রসীদ স্মরন্তো হি পশ্যাহব পুষ্য,
ক্ষমস্বাপ্নুহীতি ক্ষপা হি ক্ষিপাম ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে বিরূপাক্ষ! হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাদি কলার অধীশ্বর! হে শম্ভো! তুমি বেদ সকলের মূলীভূত; হে শিব! তুমি ত্রিনেত্র, তুমি প্রসন্ন হও, পরিত্রাণ কর; মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাকে আত্মসাৎ কর, এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যেন বহু নিশা অতিবাহিত করিতে পারি ॥ ৯ ॥

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি,
প্রসীদ স্মরত্যেব হন্যাস্তু দৈন্যম্।
ন চেত্তে ভবেদ্ভক্তবাৎসল্যহানি-
স্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে কৃপাময়! তুমি ব্যতীত প্রপন্ন ব্যক্তির আর কেহ শরণ্য নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলেই তুমি (তদবস্থিত) দৈন্য হরণ করিয়া থাক, নতুবা তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হইতে পারে, অতএব তুমি আমাকে কৃপা অর্পণ কর ॥ ১০ ॥

অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং,
ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে।
ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং,
কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোঽস্মি তস্মাৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে নাথ! ইহা দানের কাল, আমি দানের পাত্র আপনি দাতা, আপনা ব্যতীত আমি অন্য কাহার নিকট যাচ্ঞা করি না; অতএব আপনার প্রতি অচলা ভক্তিই আমাকে দান করুন। হে কৃপাময়! শম্ভো! আমি তাহাতেই অচিরে কৃতার্থ হইব ॥ ১১ ॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং তমেবাধিরূঢ়ঃ,
কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধ্নি ধৎসে তমেব।
দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোঽপি তে কণ্ঠভূষা,
ত্বদঙ্গীকৃতাঃ শর্ব্ব সর্ব্বেঽপ্যধন্যাঃ * ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—হে শর্ব্ব! আমাকে যদি পশু বিবেচনা কর, তুমি তো তাহাতে আরোহণ করিয়াই আছ অর্থাৎ পশু বলিয়া ঘৃণা করিতে পার না। যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও তাহাকে তুমি নিজ মস্তকে ধারণ করিতেছ; অর্থাৎ চন্দ্র কলঙ্কী, তাহাকে যখন উত্তমাঙ্গে স্থান দিয়াছ, তখন কলঙ্কী বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পার না। যদি আমাকে দ্বিজিহ্ব (খল ও সর্প) মনে কর, সেই দ্বিজিহ্বও তো তোমার কণ্ঠের ভূষণ, সকল অধন্যকে অর্থাৎ অধন্যকেই যে তুমি আপনার করিয়াছ, (তবে আমাকে আপনার না করিবে কেন?) পাঠান্তরের অনুবাদ—তুমি আত্মীয় করিয়া লইলে সকলেই ধন্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ন শক্নোমি কর্ত্তুং পরদ্রোহলেশং,
কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ।
তথা হি প্রসন্নোঽসি কস্যাপি কান্তা-
সুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥১৩॥

অনুবাদ।—হে গিরীশ! আমি পরদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি, অতএব তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহা জানি না। কারণ, শুনিয়াছি, তুমি কোন কোন স্ত্রীপুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ। (অধিক দুঃখীর প্রতি দয়ালুর দয়া অধিক হয়, অধিক দোষী সন্তানের প্রতি মাতার করুণা অধিক হয়, এইরূপ শিবও কৃপাপরবশ হইয়া গুরুতর পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সাধু ভক্ত ঈষৎ অভিমানভরে এবং সভয়ে এই শ্লোক দ্বারা স্তব করিয়াছেন) ॥ ১৩ ॥

* 'সর্ব্বেঽপি ধন্যাঃ' পাঠান্তর।

স্তুতিং ধ্যানমর্চ্চাং যথাবদ্‌বিধাতুং,
ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্বে।
ত্রসন্তং সুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডো-
র্যমপ্রাণনির্ব্বাপণং ত্বৎপদাজম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—হে মহেশ! আমি তোমার স্তুতি, ধ্যান ও অর্চ্চনা যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে অনভিজ্ঞ ভক্ত হইলেও ভীত মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করিতে অগ্রে আবির্ভূত শমন-জীবন-হারী ত্বদীয় পদকমলকে অবলম্বন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেঽনলাক্ষাৎ।
অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে ॥১৫॥

ইতি শ্রীশিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—যাঁহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নর-কপাল নাই, নয়নে অনল নাই, মৌলিদেশে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাঁহাকে আমি ইষ্টদেব বলিয়া স্বীকার করি না, স্বীকার করি না অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে শক্তিসমন্বিত, তিনিই আমার দেবতা ॥ ১৫ ॥

ইতি শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সমাপ্ত।

শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র।

গণেশায় নমঃ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় * ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'ন'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি

---

* 'যদা তীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেরগৌরবম্।
ন চ্ছন্দোভঙ্গ ইত্যাহুস্তদা দোষায় সূরয়ঃ ॥

এই প্রমাণানুসারে ত্রিলোচনার এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা ছন্দোভঙ্গদোষ পরিহরণীয়। কিন্তু তর্পণোকাদি ব্যতীত স্তবাদি স্থলে দ্রুত উচ্চারণপ্রযত্ন অনাবশ্যক, এই জন্য এবং 'ন' ও 'না' বর্ণভেদ হওয়ায়—'নগেন্দ্রজাপত্যযুগে ক্ষণায়' এই পাঠ সমীচীন।

পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন)। যিনি কণ্ঠে নাগেন্দ্রহার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ত্রিলোচন, যিনি ভস্ম লেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর (পরমাত্মরূপী), যিনি নিত্য, শুদ্ধ, দিগম্বর, সেই 'ন'কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায়, নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায়।
মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায়, তস্মৈ 'ম'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥ *

অনুবাদ।—যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনীবারি ও চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, যিনি নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ব্রহ্মরূপী) এবং মন্দারকুসুম প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাঁহার পূজা করেন, সেই 'ম'কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

শিবায় গৌরী-বদনারবিন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ 'শি'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি আদিত্যবৎ গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন, (সমুদ্রমন্থনকালে বিষপানে) যাঁহার কণ্ঠে কালিমা হইয়াছে এবং যিনি বৃষবাহনে গমন করেন, সেই 'শি'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য্য-মূনীন্দ্রদেবার্পিতশেখরায়। †
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ 'ব'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রমুখ মুনীন্দ্রগণ এবং দেবগণ যাঁহাকে শিরোমাল্য অর্পণ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি যাঁহার নয়ন, সেই 'ব'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যক্ষ স্বরূপায় জটাধরায়, পিনাক-হস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'য'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি যক্ষরূপী (যক্ষরাজ কুবের যাঁহার অভিন্নরূপ সখা),

* এই শ্লোকে উপজাতিচ্ছন্দঃ, প্রথম তিন চরণ 'বসন্ততিলক', শেষ চরণে 'ইন্দ্রবজ্রা'। এইরূপ উপজাতি কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† দেবার্চ্চিতশেখরায়—পাঠান্তর।

যিনি আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার করে পিনাক-নামক ধনু বিরাজিত, যিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত), যিনি দিব্য, দেব ও দিগম্বর, সেই 'য'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥

ইতি শিব-পঞ্চাক্ষর-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর স্তোত্র যিনি শিব-সন্নিধানে পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবের সহিত আনন্দ লাভ করেন ॥ ৬ ॥

শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র সমাপ্ত।

শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্রম্।

[সপ্তবিংশতি মুক্তার যে মালা, তাহার নাম নক্ষত্রমালা, এই স্তোত্রমালায় সপ্তবিংশতি শ্লোক, তাহা 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রাশ্রয়ে রচিত। নমঃ শিবায়, ইহাই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র]।

শ্রীমদাত্মনে গুণৈকসিন্ধবে নমঃ শিবায়
ধামলেশধূতকোকবন্ধবে নমঃ শিবায়।
নামা-শেষিতানমদ্ভবান্ধবে নমঃ শিবায়
পামরেতরপ্রধানবন্ধবে নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—শ্রীমদাত্মা (১—বিভূতিসম্পন্ন, এবং আত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম ; ২—শ্রীনিবাস নারায়ণের আত্মস্বরূপ ; ৩—শ্রীমান্ প্রশস্তবুদ্ধিগণের আত্মা এই ত্রিবিধ অর্থ) গুণৈকসাগর শিবকে নমস্কার, যাঁহার তেজঃকণিকার নিকট সূর্য্য নির্জ্জিত, সেই শিবকে নমস্কার, প্রণামপরায়ণ ব্যক্তিগণের সংসারকূপ-বিনাশক শিবকে নমস্কার, পামরেতরপ্রধানবন্ধু অর্থাৎ পামর ও তদিতর—নীচ ও উচ্চ সকলেরই প্রধান বন্ধু অথবা সাধুজনের প্রধান বন্ধু শিবকে নমস্কার ॥ ১ ॥

কাল-ভীত-বিপ্র-বাল-পাল তে নমঃ শিবায়
শূল-ভিন্ন-দুষ্ট-দক্ষ-ভাল তে নমঃ শিবায়।
মূলকারণায় কালকাল তে নমঃ শিবায়
পালয়াধুনা দয়ালবাল তে নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে যম-ভীত-বিপ্রবালকের (শিলাদপুত্র নন্দীর বা মৃকণ্ডুপুত্র মার্কণ্ডেয়ের) রক্ষক, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তুমি দুষ্ট দক্ষ প্রজাপতির ললাটদেশ শূল দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়', হে কালান্তক, তুমি মূলকারণ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়', হে করুণা-(তরুর) আলবাল, এক্ষণে (আমাকে) রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২ ॥

ইষ্ট-বস্তু-মুখ্যদান-হেতবে নমঃ শিবায়
দুষ্ট-দৈত্য-বংশ-ধূমকেতবে নমঃ শিবায়।
সৃষ্টিরক্ষণায় ধর্ম্ম-সেতবে নমঃ শিবায়
অষ্টমূর্ত্তয়ে বৃষেন্দ্র-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি ইষ্ট বস্তু দানের মুখ্য হেতু, সেই শিবকে নমস্কার, দুষ্ট দৈত্যকুলের যিনি ধূমকেতু (বিনাশকারণ), সেই শিবকে নমস্কার, যিনি সৃষ্টিরক্ষণার্থ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষক, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি অষ্টমূর্ত্তি এবং বৃষ-রাজধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

আপদদ্রি-ভেদ-টঙ্ক-হস্ত তে নমঃ শিবায়
পাপহারি-দিব্যসিন্ধু-মস্ত তে নমঃ শিবায়।
পাপদারিণে লসন্নমস্ত তে নমঃ শিবায়
শাপ-দোষ-খণ্ডন-প্রশস্ত তে নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে বিপৎস্বরূপ-পর্ব্বত-বিদারণ-টঙ্কপাণে, (টঙ্ক পাথর কাটিবার অস্ত্র, শিবের হস্তে সেই অস্ত্র আছে,—ভক্ত বলিতেছেন, ভক্তগণের দুর্ভেদ্য পর্ব্বতোপম বিপৎ খণ্ডন করাই তাহার উদ্দেশ্য), তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়', তুমি মস্তকে কলুষনাশিনী গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়', হে নমস্কার-সমূহের শোভন পাত্র, তুমি পাপনাশক, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়',

হে শাপ দোষ-খণ্ডনে প্রশস্ত, (অভিশপ্ত ব্যক্তি তোমার আরাধনায় শাপদোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে) তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৪ ॥

ব্যোমকেশ দিব্যভব্যরূপ তে নমঃ শিবায়
হেম-মেদিনীধরেন্দ্র-চাপ তে নমঃ শিবায়।
নাম-মাত্র-দগ্ধ-সর্ব্ব-পাপ তে নমঃ শিবায়
কামনৈক-তান-হৃদ্দুরাপ তে নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে দিব্য মঙ্গলমূর্ত্তি ব্যোমকেশ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হেমময় গিরিরাজ সুমেরু তোমার ধনুঃ (মৎস্যপুরাণাদিতে ত্রিপুরবধ উপাখ্যান দ্রষ্টব্য), তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তুমি কেবল তোমার নামোচ্চারণমাত্র, (উচ্চারণকর্ত্তার) সকল পাপ নষ্ট কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মমস্তকাবলীনিবদ্ধ তে নমঃ শিবায়
জিহ্মগেন্দ্রকুণ্ডলপ্রসিদ্ধ তে নমঃ শিবায়।
ব্রহ্মণে প্রণীতবেদপদ্ধতে নমঃ শিবায়
জিহ্মকালদেহদত্তপদ্ধতে নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মযুক্ত- (পঞ্চ-ঋক্‌মন্ত্রযুক্ত) ঈশানাদি-পঞ্চশীর্ষ-সম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে নাগরাজকুণ্ডলধারী প্রসিদ্ধ পুরুষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তুমি ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদমার্গ প্রণয়ন করিয়াছ, (তোমার উদ্দেশে) 'নমঃ শিবায়'। হে কুটিল-কৃতান্তদেহে পদাঘাত-কারিন্, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৬ ॥

কামনাশনায় শুদ্ধকর্ম্মণে নমঃ শিবায়,
সাম-গান-জায়মানশর্ম্মণে নমঃ শিবায়।
হেম-কান্তি-চাকচক্যবর্ম্মণে নমঃ শিবায়
সামজাসুরাঙ্গ-লব্ধ-চর্ম্মণে নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—কামবিনাশন শুদ্ধকর্ম্মা শিবকে নমস্কার, সামগানসুখী শিবকে নমস্কার, সুবর্ণকান্তি—চাকচক্যময় বর্ম্মধারী শিবকে নমস্কার, গজাসুরচর্ম্মধারী শিবকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

জন্ম-মৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারিণে নমঃ শিবায়
চিন্ময়ৈকরূপদেহধারিণে নমঃ শিবায়।
মন্মনোরথাবপূর্ত্তিকারিণে নমঃ শিবায়
সন্মনোগতায় কামবৈরিণে নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—জন্ম-মৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারী শিবকে নমস্কার, চিন্ময় অদ্বিতীয়-রূপদেহধারী শিবকে নমস্কার, মদীয় মনোরথপূরক শিবকে নমস্কার, সাধুগণের মনোমধ্যে বিরাজমান মদনবৈরী শিবকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যক্ষরাজ-বন্ধবে দয়ালবে নমঃ শিবায়
দক্ষ-পাণি-শোভিকাঞ্চনালবে নমঃ শিবায়।
পক্ষিরাজ-বাহ-হৃচ্ছয়ালবে নমঃ শিবায়
অক্ষিফাল-বেদপূততালবে নমঃ শিবায় ॥ ৯

অনুবাদ।—কুবেরবন্ধু দয়ালু শিবকে নমস্কার, দক্ষিণহস্তে স্বর্ণ-ভৃঙ্গার-ধারী শিবকে নমস্কার, গরুড়বাহন নারায়ণের মনোমন্দিরে শয়ান শিবকে নমস্কার, (যাঁহার অন্যান্য উচ্চারণস্থানের ন্যায়) তালব্য বর্ণের উচ্চারণস্থান বেদ-ধ্বনি-পূত, সেই ভাললোচন শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

দক্ষহস্ত-নিষ্ঠ-জাতবেদসে নমঃ শিবায়
অক্ষরাত্মনে নমদ্‌বিড়ৌজসে নমঃ শিবায়।
দীক্ষিতপ্রকাশিতাত্মতেজসে নমঃ শিবায়।
উক্ষরাজবাহ তে সতাং গতে নমঃ শিবায় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি অবস্থিত, সেই শিবকে নমস্কার, ইন্দ্র-নমস্কৃত অক্ষরাত্মা শিবকে নমস্কার, দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মতেজঃ-প্রকাশক শিবকে নমস্কার, হে সজ্জনের গতি বৃষরাজবাহন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ১০ ॥

রাজতাচলেন্দ্র-সানু-বাসিনে নমঃ শিবায়
রাজমান-নিত্যমন্দ-হাসিনে নমঃ শিবায়।

রাজ-কোরকাবতংস-ভাসিনে নমঃ শিবায়
রাজরাজ-মিত্রতা-প্রকাশিনে নমঃ শিবায় ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—রজতপর্ব্বতরাজ কৈলাসের সানুবাসী শিবকে নমস্কার, সদা মন্দ-হাস্য-সুশোভিত শিবকে নমস্কার, শশি-কলাবতংস-সমুদ্ভাসিত শিবকে নমস্কার, রাজরাজ কুবেরের প্রতি মৈত্রীপ্রকাশক শিবকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

দীন-মানবালি-কামধেনবে নমঃ শিবায়
সূন-বাণ-দাহকৃৎ-কৃশানবে নমঃ শিবায়।
স্বানুরাগ-ভক্ত-রত্নসানবে নমঃ শিবায়
দানবান্ধকার-চণ্ড-ভানবে নমঃ শিবায় ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—দীন মানবগণের কামধেনু শিবকে নমস্কার, যাঁহার নয়নাগ্নি কুসুমশরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি নিজ অনুরাগে ভক্তগণের পক্ষে রত্ন-সানু, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি দানবরূপী অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্য, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সর্ব্বমঙ্গলা-কুচাগ্রশায়িনে নমঃ শিবায়
সর্ব্বদেবতাগণাতিশায়িনে নমঃ শিবায়।
পূর্ব্বদেবনাশসংবিধায়িনে নমঃ শিবায়
সর্ব্বসন্মনোজ-* ভঙ্গদায়িনে নমঃ শিবায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—সর্ব্বমঙ্গলার স্তনাগ্রশায়ী (উরোদেশে শয়ান, অথবা শায়ী—শায়যুক্ত; শয়—কর, তদীয় ব্যাপার শায়, তদ্‌যুক্ত) শিবকে নমস্কার, যিনি সর্ব্বদেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, সেই শিবকে নমস্কার, অসুরগণের বিনাশকারী শিবকে নমস্কার, সকল সাধুর মদনভঞ্জন শিবকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

স্তোকভক্তিতোঽপি ভক্তপোষিণে নমঃ শিবায়
মাকরন্দসারবর্ষিভাষিণে নমঃ শিবায়।

* 'মন্মনোজ-ভঙ্গ' পাঠান্তর

একবিল্বদানতোঽপি তোষিণে নমঃ শিবায়
নৈক-জন্ম-পাপজাল-শোষিণে নমঃ শিবায় ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি স্বল্পমাত্র ভক্তি হইলেও তাহাকে ভক্ত বলিয়া রক্ষা করেন, সেই শিবকে নমস্কার, যাঁহার বাক্য মকরন্দসারবর্ষী, সেই শিবকে নমস্কার, একটিমাত্র বিল্বপত্র প্রদান করিলেও (দাতার প্রতি) যিনি সন্তোষযুক্ত, সেই শিবকে নমস্কার, অনেকজন্মকৃত পাপরাশিকে যিনি শোষণ করিয়া লয়েন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

সর্ব্ব-জীব-রক্ষণৈক-শীলিনে নমঃ শিবায়
পার্ব্বতী-প্রিয়ায় ভক্ত-পালিনে নমঃ শিবায়।
দুর্ব্বিদগ্ধ-দৈত্য-সৈন্য-দারিণে নমঃ শিবায়
শর্ব্বরীশ-ধারিণে কপালিনে নমঃ শিবায় ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—সর্ব্বজীবের রক্ষণ যাঁহার প্রধান স্বভাব, সেই শিবকে নমস্কার; ভক্তপালক পার্ব্বতীবল্লভ শিবকে নমস্কার; দুর্দ্দান্ত-দৈত্য সৈন্যবিদারণপটু শিবকে নমস্কার; রজনীকরধারী কপালী শিবকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

পাহি মামুমা-মনোজ্ঞ-দেহ তে নমঃ শিবায়
দেহি মে বরং সিতাদ্রি-গেহ তে নমঃ শিবায়।
মোহিতর্ষি-কামিনী-সমূহ তে নমঃ শিবায়
স্বেহিত-প্রসন্ন-কামদোহ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—হে উমামনোহর-দেহধারিন্, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,' হে শুভ্রাচলবাসিন্, আমাকে বর প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,' তুমি দারুবনে ঋষিকামিনীদিগকে মোহিতা করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,' স্বাভীষ্টগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া (তাহাদিগের) কামনাপূরণকারিন্, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল-প্রদায় গো-তুরঙ্গ তে নমঃ শিবায়
গঙ্গয়া তরঙ্গিতোত্তমাঙ্গ তে নমঃ শিবায়।
সঙ্গর-প্রবৃত্ত-বৈরি-ভঙ্গ তে নমঃ শিবায়
অঙ্গজারয়ে করে-কুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—হে গোতুরঙ্গ (বৃষবাহন)! তুমি মঙ্গলপ্রদ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,' হে গঙ্গা-তরঙ্গিত-শীর্ষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,' হে সমরপ্রবৃত্ত-বৈরি-পরাজয়দক্ষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,' হে কুরঙ্গহস্ত, (যিনি এক হস্তে মৃগ ধারণ করিয়া আছেন) তুমি মনোজ-শত্রু, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ১৭ ॥

ঈহিত-ক্ষণ-প্রদান-হেতবে নমঃ শিবায়
আহিতাগ্নি-পালকোক্ষ-কেতবে নমঃ শিবায়।
দেহ-কান্তি-ধূত-রৌপ্য-ধাতবে নমঃ শিবায়
গেহ-দুঃখ-পুঞ্জ-ধূম-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি ক্ষণমাত্রে অভিলষিত প্রদানের কারণ, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি সাগ্নিক দ্বিজগণের পালক ও বৃষধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার। যাহার শরীরকান্তি রজতধাতুকে নির্জ্জিত করিয়াছে, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি গৃহবাসজনিত দুঃখপুঞ্জবিনাশে ধূমকেতুস্বরূপ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ত্র্যক্ষ দীন-সৎ-কৃপা-কটাক্ষ তে নমঃ শিবায়
দক্ষ-সপ্ততন্তু-নাশ-দক্ষ তে নমঃ শিবায়।
ঋক্ষরাজ-ভানু-পাবকাক্ষ তে নমঃ শিবায়
রক্ষ মাং প্রপন্ন-মাত্র-রক্ষ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—হে ত্রিলোচন, দীনের প্রতি তোমার কৃপা-কটাক্ষ বর্ত্তমান, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে দক্ষযজ্ঞনাশন-দক্ষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়,'। হে চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নি-লোচন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে প্রপন্ন-মাত্রের রক্ষক, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ১৯ ॥

ন্যঙ্কু-পাণয়ে শিবঙ্করায় তে নমঃ শিবায়
সঙ্কটাব্ধি-তীর্ণ-কিঙ্করায় তে নমঃ শিবায়।
পঙ্ক-ভীষিতাভয়ঙ্করায় তে নমঃ শিবায়
পঙ্কজাননায় শঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—তুমি হস্তে মৃগ ধারণ করিয়াছ, তুমি শুভকর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তোমার, কিঙ্কর হইলেই সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়,

তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়,' কলুষরাশি যাহাকে ভয়চকিত করিয়াছে, তুমি তাহাকেও অভয় প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তুমি কমলবদন শঙ্কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২০ ॥

কর্ম্ম-পাশ নাশ নীল-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায়
শর্ম্মদায় নর্ম্ম-ভস্ম-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
নির্ম্মমর্ষি-সেবিতোপকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়
কুর্ম্মহে নতীর্নমদ্-বিকুণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—হে কর্ম্মপাশনাশন নীলকণ্ঠ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তুমি সুখদাতা, লীলা সময়ে তোমার আকণ্ঠ চিতাভস্ম অনুলেপন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। মমত্বদোষবর্জ্জিত ঋষিগণ তোমার সমীপস্থান আশ্রয় করিয়াছেন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে বিষ্ণুনমস্কৃত, আমরা বহু প্রণাম করিতেছি, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২১ ॥

বিষ্টপাধিপায় নম্র-বিষ্ণবে নমঃ শিবায়
শিষ্ট-বিপ্রহৃদ্ গুহা-চরিষ্ণবে নমঃ শিবায়।
ইষ্ট-বস্তু-নিত্য-তুষ্ট-জিষ্ণবে নমঃ শিবায়
কষ্টনাশনায় লোক-জিষ্ণবে নমঃ শিবায় ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—যিনি জগতের অধিপতি, বিষ্ণু যাঁহার নিকট নম্র, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি শিষ্ট ব্রাহ্মণগণের হৃদয়-গুহায় সঞ্চরণশীল, সেই শিবকে নমস্কার। জিষ্ণু অর্জ্জুন যাঁহার নিকট ইষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া নিত্য তুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন, সেই শিবের উদ্দেশে নমস্কার। যিনি কর্ম্মবিনাশক এবং ত্রৈলোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

অপ্রমেয়-দিব্য-সুপ্রভাব তে নমঃ শিবায়
সৎ-প্রপন্ন-রক্ষণ-স্বভাব তে নমঃ শিবায়।
স্বপ্রকাশ নিস্তুলানুভাব তে নমঃ শিবায়
বিপ্রডিম্ভদর্শিতার্দ্রভাব তে নমঃ শিবায় ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—হে অপ্রমেয়-দিব্যপ্রভাব, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে প্রপন্ন-সাধুজন-রক্ষণ-শীল, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে স্বপ্রকাশ, হে অতুল-

জ্ঞানসম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। বিপ্র-বালকের প্রতি তুমি করুণার্দ্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৩ ॥

সেবকায় মে মৃড় প্রসীদ তে নমঃ শিবায়
ভাব-লভ্য-তাবক-প্রসাদ তে নমঃ শিবায়।
পাবকাক্ষ দেব-পূজ্যপাদ তে নমঃ শিবায়
তাবকাঙ্ঘ্রি ভক্তদত্তমোদ তে নমঃ শিবায় ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—হে মৃড়, আমি সেবক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তোমার প্রসন্নতাই কেবল ভক্তিভাবলভ্যতাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে অগ্নিলোচন, তোমার চরণ-দেবগণের পূজ্য, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তোমার চরণ-কমল-ভক্তকে তুমি আনন্দ প্রদান করিয়া থাক, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৪ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-দিব্যভোগ-দায়িনে নমঃ শিবায়
শক্তি-কল্পিত-প্রপঞ্চ-ভাগিনে নমঃ শিবায়।
ভক্ত-সঙ্কটাপহার-যোগিনে নমঃ শিবায়
যুক্ত-সন্মনঃ-সরোজ-যোগিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি (ঐহিক) ভোগ, মুক্তি এবং দিব্য ভোগ দান করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি নিজশক্তিকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, সেই শিবকে নমস্কার। ভক্তগণের দুঃখাপহারী যোগরত শিবকে নমস্কার। যোগযুক্ত সাধুর হৃদয়কমলে যাঁহার সঙ্গ সতত বর্ত্তমান, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

অন্তকান্তকায় পাপহারিণে নমঃ শিবায়
শান্তমায়-দন্তি-চর্ম্ম-ধারিণে নমঃ শিবায়।
সন্ততাশ্রিত-ব্যথা-বিদারিণে নমঃ শিবায়
জন্তু-জাত-নিত্য-সৌখ্য-কারিণে নমঃ শিবায় ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি অন্তকের অন্তক ও পাপবিনাশী, সেই শিবকে নমস্কার। যাঁহার মায়া উপশান্ত হইয়াছে, পরিধানে যাঁহার করিচর্ম্ম, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি আশ্রিতগণের সতত ব্যথা বিনাশ করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি সকল প্রাণিগণকে নিত্য সুখ প্রদান করেন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

শূলিনে নমো নমঃ কপালিনে নমঃ শিবায়
পালিনে বিরিঞ্চিতুণ্ডমালিনে নমঃ শিবায়।
লীলিনে বিশেষরুণ্ডমালিনে নমঃ শিবায়
শীলিনে নমঃ প্রপুণ্যশালিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।—শূলধারীকে নমস্কার, কপালমালীকে নমস্কার, শিবকে নমস্কার। যিনি পালক, যিনি ব্রহ্মার মুণ্ডমালা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি লীলাময় হইয়া বিশেষ নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি প্রশস্তশীল এবং প্রকৃষ্ট পুণ্যশালী, তাঁহাকে নমস্কার, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥

শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রাং চতুষ্পদোল্লাসপদ্যমণিঘটিতাম্।
নক্ষত্রমালিকামিহ দধদুপকণ্ঠং নরো ভবেৎ সোমঃ ॥ ২৮ ॥

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শিবপঞ্চাক্ষরনক্ষত্রমালা-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—এই শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রা চতুষ্পদ-শোভিত পদ্য-রত্নে নির্ম্মিত। ইহা নক্ষত্রমালা। মানব ইহ-জীবনে উপকণ্ঠ অর্থাৎ কণ্ঠসমীপে ধারণ করিলে পক্ষান্তরে নিকটে রাখিলে সোম হইয়া থাকে। (সোম শিবত্বপ্রাপ্ত, পক্ষান্তরে চন্দ্র। চন্দ্র নক্ষত্রমালার নিকটে থাকেন, তাই এ স্থানে সোম শব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্তবের বিশেষত্ব—সমস্ত স্তব পাঠে ১০৮ বার নমঃ শিবায় উচ্চারণ হয়, অনুবাদে যেখানে পারিয়াছি, সেখানে নমঃ শিবায় মাত্রই রাখিয়াছি। যেখানে তেমন খাপ খায় না, সেইখানে শিবকে নমস্কার, এইরূপ অনুবাদ প্রদান করিয়াছি) ॥ ২৮ ॥

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-
ভগবানের রচনাতে শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

বেদসারশিব-স্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং,
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং,
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্ * ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি পশুদিগের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই একমাত্র স্মরারি মহাদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং,
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং,
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাতিকুল নির্ম্মূল করেন, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি দ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপাক্ষ, যাঁহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নয়নত্রয় এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্ত্র প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং,
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং,
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, যাঁহার গলদেশ নীলবর্ণ, যিনি বৃষভে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় (পরম দীপ্তি-

* 'স্মরামি স্মরামি' পাঠান্তর।

মান্), যিনি ভস্ম দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে,
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ,
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে পার্ব্বতীশ! হে শম্ভো! হে চন্দ্রার্দ্ধমৌলে! হে জটা-জূটধারিন্! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণব্রহ্ম। হে মহেশ্বর! হে শূলধারিন্! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং,
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি জগতের পালয়িতা এবং জগৎ যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই নিষ্ক্রিয় নিরাকার আদ্য জগদ্বীজ প্রণব-বাচ্য এক পরমাত্মস্বরূপ মহেশ্বরকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো * ন শীতং ন দেশো ন বেশো,
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং যাঁহার তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই ও যাঁহার মূর্ত্তি নাই অথচ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয়াত্মক, তাঁহাকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

* 'ন চোষ্মো' এই পাঠ সমীচীন, মূলস্থ পাঠে ন-গৃষ্মো এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা ছন্দোদোষ পরিহরণীয়। ইহা কেহ কেহ বলেন।

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং,
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং,
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈত-হীনম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, অদ্বিতীয়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্র-সূর্য্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে,
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য,
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে চিদানন্দময়! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি তপস্যা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ বা তপস্যাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে শিব! তুমি শ্রুতিজনিত জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ,
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে,
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে প্রভো! হে শূলপাণে! হে বিভো! হে বিশ্বনাথ! হে মহাদেব! হে শম্ভো! হে মহেশ! হে ত্রিনেত্র! হে গৌরীপতে! হে শান্ত! হে মদনরিপো! হে পুরবিজয়িন্! তোমা হইতে বরেণ্য মান্য অন্য কেহ নাই, গণ্যও নাই ॥ ৯ ॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে,
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাময়! হে শূলপাণে! হে গৌরীপতে! হে পশুপতে! হে পশুপাশবিনাশিন্! হে কাশীপতে! একমাত্র তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগৎসৃষ্টি করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥ ১০ ॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে,
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ,
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥

বেদসারশিবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—হে ভব! তোমা হইতে জগৎ সঞ্জাত হইতেছে। হে দেব! হে মদনান্তকারিন্! হে মৃড়! হে বিশ্বনাথ! তোমাতেই জগৎ অবস্থিত আছে। হে ঈশ! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। হে হর, এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১

বেদসার-শিব-স্তোত্র সমাপ্ত।

শিবনামাবল্যষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে,
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং,
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে চন্দ্রমৌলে! তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে শূলপাণে! তুমি স্থাণু। হে গিরীশ! তুমি গিরিজাপতি। হে মহেশ! শম্ভো! তুমি ভীতগণের ভয় দূর কর। হে জগদীশ্বর! তুমি অনাথ আমাকে ভব-দুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১ ॥

হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে,

ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে চন্দ্রশেখর! হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ! হে চন্দ্রমৌলে! হে ভূতাধিপ! হে প্রমথনাথ! হে গিরীশ! হে জপ্যমন্ত্রস্বরূপ অথবা হে নগেন্দ্রতনয়াপতে, হে বামদেব! হে ভব! হে রুদ্র! হে পিনাকপাণে! হে জগদীশ্বর! তুমি (আমাকে) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র,

লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।

হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ॥

অনুবাদ।—হে নীলকণ্ঠ! হে বৃষধ্বজ! হে পঞ্চবদন! হে লোকেশ! তুমি অনন্তনাগকে বলয়রূপে ধারণ করিয়াছ। হে প্রমথেশ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার কর। হে ধূর্জ্জটে! হে পশুপতে! হে গিরিজাপতে! আমাকে ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব,

গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।

বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে বিশ্বনাথ! তুমি মঙ্গলালয় এবং সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ। হে দেবদেব! তুমি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের অধিনায়ক। হে নন্দিকেশ্বর! হে বাণেশ্বর! হে অন্ধকরিপো! হে হর! হে লোকনাথ! হে জগদীশ্বর (আমাকে) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪ ॥

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ,

বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে বিভো! তুমি বারাণসী পুরীর অধীশ্বর, তুমি মণি-কর্ণিকার অধিপতি, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে গণেশ্বর! তুমি সকল জানিতেছ এবং তুমি নিরন্তর সকলের হৃদয়নিকেতনে অবস্থিতি কর। হে নাথ! হে জগদীশ! (আমাকে) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো,

হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।

ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীমন্! হে মহেশ্বর! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার কৃপাতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। হে দয়ালো! হে ব্যোমকেশ! হে শিতিকণ্ঠ! হে ভূতগণের অধিপতি! তুমি ভস্ম দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক এবং নরকপালসমূহনির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ! (আমাকে) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে,

মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে ত্রিলোচন! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, হে বৃষাকপে! হে মৃত্যুঞ্জয়! ত্রিজগৎ তোমাতে অবস্থিত, তুমি নারায়ণের অতি প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ! (আমাকে) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৭ ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ,

বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।

হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো,
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বের জন্ম তোমা হইতে, তুমিই বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপের বিনাশ করিয়াছ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। হে করুণাময়! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু। হে জগদীশ! (আমাকে) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮ ॥

গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়,
পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥
শিবনামাবল্যষ্টকং সমাপ্তম্।

অনুবাদ ।—হে বিভো! যিনি গৌরীর বিলাসভূমি, যিনি মহেশ্বর, যিনি পঞ্চবক্ত্র, যিনি শরণাগত জনের সামর্থ্যদাতা, যিনি শর্ব্ব অর্থাৎ প্রলয়-কালে জগৎ সংহার করেন, যিনি সর্ব্বজগতের অধিপতি, সেই দারিদ্র্যদুঃখদাহে অনলস্বরূপ শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

শিবনামাবল্যষ্টক সমাপ্ত।

দশশ্লোকী স্তুতি।

সাম্বো নঃ কুলদৈবতং পশুপতে সাম্ব ত্বদীয়া বয়ং
সাম্বং স্তৌমি সুরাসুরোরগগণাঃ সাম্বেন সন্তারিতাঃ।
সাম্বায়াস্তু নমো ময়া বিরচিতং সাম্বাৎ পরং নো ভজে,
সাম্বস্যানুচরোঽস্ম্যহং মম রতিঃ সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—সাম্ব অর্থাৎ অম্বিকা-সমন্বিত শিব আমাদিগের কুলদেব; হে সাম্ব-পশুপতে! আমরা তোমারই; আমি সাম্ব-তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি। (যখন সাগরমন্থনকালে কালকূট উৎপন্ন হয়, তখন) দেব, দানব ও সর্পগণ সাম্ব-তোমা কর্ত্তৃক নিস্তারিত (রক্ষিত) হইয়াছিলেন। সাম্ব-তোমার উদ্দেশে

আমার কৃত এই প্রণতি সমর্পিত হউক। সাম্ব-তোমা হইতে ভিন্ন আমি অন্য কাহারও আরাধনা করি না ; আমি সাম্ব-তোমারই কিঙ্কর ; পরব্রহ্মরূপী সাম্ব-তোমাতে আমার রতি (অনুরাগ) হউক। (পদার্থবাচক প্রথমা সম্বোধনে প্রথমা প্রভৃতি সাতটি বিভক্তি যোগে এই শ্লোকে স্তব করা হইয়াছে) ॥ ১ ॥

বিষ্ণ্বাদ্যাশ্চ পুরত্রয়ং সুরগণা জেতুং ন শক্তাঃ স্বয়ং,
যং শম্ভুং ভগবন্ বয়ং তু পশবোঽস্মাকং ত্বমেবেশ্বরঃ।
স্বস্বস্থাননিয়োজিতাঃ সুমনসঃ স্বস্থা বভূবুস্তত-
স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—বিষ্ণু প্রভৃতি সুরবৃন্দ ত্রিপুরাসুরকে স্বয়ং পরাভূত করিতে অক্ষম হইয়া যে মহেশ্বরের (শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন) "ভগবন্, আমরা পশুসদৃশ ; একমাত্র তুমিই আমাদিগের ঈশ্বর," ইহার পরে (তোমারই শক্তিতে ত্রিপুরবিজয় হইলে) সুরগণ স্বস্বস্থানে নিযোজিত হইয়া স্বস্থতা লাভ করেন, সেই পরব্রহ্ম সাম্ব-শিবে আমার মন আনন্দসহকারে রত হউক ॥ ২ ॥

ক্ষোণী যস্য রথো রথাঙ্গযুগলং চন্দ্রার্কবিম্বদ্বয়ং,
কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদ্‌বাণো বিধিঃ সারথিঃ।
তূণীরো জলধির্হয়াঃ শ্রুতিচয়ো মৌর্ব্বী ভুজঙ্গাধিপ-
স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—(যখন) ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধ ঘটে, তখন বসুমতী যাঁহার রথ, চন্দ্র-সূর্য্য রথের চক্রযুগল, কনকপর্ব্বত সুমেরু শরাসন, শ্রীহরি শর, ব্রহ্মা সারথি, সাগর তূণীর, বেদসকল অশ্ব ও অনন্তদেব মৌর্ব্বী হইয়াছিলেন, মদীয় চিত্ত সেই পরব্রহ্মরূপী সাম্ব-শঙ্করে সানন্দে রত হউক ॥ ৩ ॥

যেনাপাদিতমঙ্গজাঙ্গভসিতং দিব্যাঙ্গরাগৈঃ সমং,
যেন স্বীকৃতমব্জসম্ভবশিরঃ সৌবর্ণপাত্রৈঃ সমম্।
যেনাঙ্গীকৃতমচ্যুতস্য নয়নং পূজারবিন্দৈঃ সমং,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি অনঙ্গের অঙ্গভস্ম দিব্য অঙ্গরাগের সমান করিয়াছেন, অর্থাৎ কন্দর্পদেবকে ভস্মীভূত করিয়া সেই বিভূতি দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ

বিলিপ্ত করিয়াছেন; যিনি (রোষবশে) কমলযোনি ব্রহ্মার একটি মস্তকচ্ছেদন করিয়া কাঞ্চনপাত্রের সমান তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং (একদা শ্রীহরি সহস্রসংখ্য পদ্ম দ্বারা অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একটি পদ্ম ন্যূন দর্শন করিলে) যিনি পূজোপহার পদ্মপুষ্পগুলির সঙ্গে হরির একটি নয়নকমল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরীসমবেত সাম্ব শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৪ ॥

গোবিন্দাদধিকং ন দৈবতমিতি প্রোচ্চার্য্য হস্তাবুভা-
বুদ্ধৃত্যাথ শিবস্য সন্নিধিগতো ব্যাসো মুনীনাং বরঃ।
যস্য স্তম্ভিতপাণিরানতিকৃতা নন্দীশ্বরেণাভবৎ,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—একদা মুনিগণপ্রবর দ্বৈপায়ন "গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা অন্য কেহ নাই" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া শিবসকাশে সমাগত হইলে যদীয় সেবক নন্দিকেশ্বর তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, সেই সাম্ব পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৫ ॥

আকাশশ্চিকুরায়তে দশদিশাভোগো দুকূলায়তে,
শীতাংশুঃ প্রসবায়তে স্থিরতরানন্দঃ স্বরূপায়তে।
বেদান্তো নিলয়ায়তে সুবিনয়ো যস্য স্বভাবায়তে,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—নভোমণ্ডল যাঁহার কেশপাশরূপে বিদ্যমান, দশদিক্ যাঁহার পট্টবসনস্বরূপ, চন্দ্র যাঁহার পুষ্প-ভূষণস্বরূপ; নিত্য আনন্দ যাঁহার স্বরূপ, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎমধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত, সুবিনয় যাঁহার স্বভাব, সেই সাম্ব পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুর্যস্য সহস্রনামনিয়মাদম্ভোরুহৈরর্চ্চয়-
ন্নেকেনাপচিতেষু নেত্রকমলং নৈজং পদাব্জদ্বয়ে।
সংপূজ্যাসুরসংহতিং বিদলয়ংস্ত্রৈলোক্যপালোঽভবৎ,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার সহস্র নামের একৈক নামে এক এক পদ্ম প্রদানে কৃতসঙ্কল্প শ্রীহরি, তাহা হইতে একটি পদ্ম ন্যূন দেখিয়া নিজ নয়নকমল উৎপাটন

করস্ত চরণকমলযুগল পূজা করায় অসুরনিকরকে দলিত করিয়া ত্রিলোকপালকর্তা লাভ করেন,সেই গৌরীসমেত পরব্রহ্মরূপী শঙ্কর মদীয় চিত্তে সানন্দে রত হউন ॥৭ ॥

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুষং পাদাম্বুজাদর্শনে,
চক্রে যো দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে।
মিথ্যাবাচমপূজ্যমেব সততং হংসস্বরূপং বিধিং,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালপ্রদেশে যাঁহার বিরাট মূর্ত্তির চরণকমলের সন্ধান পান নাই, আর সেই সত্য কথা প্রকাশ করাতে যিনি বিষ্ণুকে কৃপা পূর্ব্বক সমস্ত জগতের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া (উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া) যাঁহার (বিরাটমূর্ত্তির) মস্তক-দর্শন না হইলেও দর্শন করিয়াছি, এইরূপ মিথ্যা বলাতে যিনি তাঁহাকে সতত অপূজ্য করিয়া দেন,—সাম্ব পরব্রহ্মরূপী সেই শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৮ ॥

যস্যাসন্ ধরণী জলাগ্নি-পবন-ব্যোমার্ক-চন্দ্রাদয়ো,
বিখ্যাতাস্তনবোঽষ্টধা পরিণতা নান্যত্ততো বর্ত্ততে।
ওঙ্কারার্থবিবেচনী শ্রুতিরিয়ং চাচষ্ট তূর্য্যং শিবং,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার মূর্ত্তি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, যজমান এই অষ্টধা পরিণত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই; প্রণবের অর্থবিচারিণী শ্রুতি যাঁহাকে তুরীয় পুরুষ শিব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই উমাসহচর পরব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুব্রহ্মসুরাধিপপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি দেবা যদা,
সম্ভূতাজ্জলধের্বিষাৎ পরিভবং প্রাপ্তাস্তদা সত্বরম্।
তানার্ত্তান্ শরণাগতানিতি সুরান্ যোঽরক্ষদর্দ্ধক্ষণাৎ,
তস্মিন্ মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥১০॥

ইতি দশশ্লোকী স্তুতিঃ সমাপ্তা।

অনুবাদ।—সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হইতে কালকূট সমুৎপন্ন হইলে শ্রীহরি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ যখন সেই মহাবিষ হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে কাতর ও শরণাপন্ন দর্শনে যিনি অর্দ্ধক্ষণমধ্যে (সেই কালকূট পান করিয়া) সকলের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, সেই সাম্ব পরব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ১০ ॥

দশশ্লোকী স্তুতি সম্পূর্ণ।

শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র।

গণেশায় নমঃ।

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং,
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১॥

অনুবাদ।—প্রথমতঃ কর্ম্মবন্ধ-নিবন্ধন আমি কলুষপূর্ণ জননী-জঠরে যখন নিবিষ্ট ছিলাম, তখন অপবিত্র মলমূত্রমধ্যে মাতার জঠরাগ্নি আমাকে সর্ব্বদা নানারূপ ব্যথা দিয়াছে; অথবা যে যে দুঃখ তথায় ব্যথা দিয়া থাকে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? (এই সকল দুঃখই আমার অপরাধের ফল)। হে শম্ভো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা,
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো * ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ২॥

অনুবাদ।—যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অসীম দুঃখভোগ হইয়াছে, তৎকালে আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত হইত, স্তন্যপানে তৃষ্ণা জন্মিত, (তখন ইচ্ছামত স্তনদুগ্ধ পান করিতে পারিতাম না), আমার ইন্দ্রিয়-

---

* 'নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো' পাঠান্তর।

গ্রাম সত্ত্বেও তাহাদিগের উপর আমার প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং সংসারগুণে উৎপাদিত মশকাদি জীবগণ নিয়ত আমাকে ব্যথা দিয়াছে, নানারোগে অসীম ক্লেশভোগ করিয়া নিরন্তর উদরপোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শঙ্করনাম স্মরণ করি নাই। হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব! (এই সকলই আমার অপরাধ) আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২ ॥

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ,
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৩॥

অনুবাদ।—আমি বয়োবৃদ্ধির পরে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম, পঞ্চ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বিষয়-ভুজঙ্গ আমার মর্ম্মসন্ধিতে দংশন করিল, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, ধন, পুত্র, যুবতী-সম্ভোগ ও স্বাদুভোজনে সুখজ্ঞান করিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকিতাম। আমার চিত্ত পরিণামচিন্তা-শূন্য হইয়া মান ও গর্ব্বের বশীভূত ছিল। (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩ ॥

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদি-তাপৈঃ,
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৪॥

অনুবাদ।—বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল, জ্ঞান হ্রাস প্রাপ্ত, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে পাপ, রোগ ও বিয়োগদুঃখ বৃদ্ধ হইতেছে, কিন্তু দেহের অবসান নাই, কেবল অবসাদগ্রস্ত ও ক্ষীণ, (তথাপি) আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া কতরূপ ইচ্ছা করত ভ্রমণ করিতেছে, ধূর্জ্জটির ধ্যানে প্রবৃত্ত হয় না; (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৪ ॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনংপ্রত্যবায়াকুলাখ্যং,
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে।

নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৫॥

অনুবাদ।—প্রতিপদে জটিল ও প্রত্যবায়বহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবার (যখন) শক্তি হয় নাই, (তখন) দ্বিজকুলবিহিত শ্রৌত কর্ম্মের আর সারভূত ব্রহ্মমার্গের কথা আর বলিব কিরূপে? (ফলতঃ) যখন ধর্ম্মে আস্থা হয় নাই, (তখন) শ্রবণ মনন বিচার কি? কিসের বা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ কিছুই করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৫ ॥

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং,
পূজার্থং বা কদাচিদ্‌বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে শিব, আমি প্রত্যূষে স্নান করিয়া তোমার বিধিবিহিত অভিষেকের জন্য গঙ্গাজল আনয়ন করি নাই, কখনও তোমার পূজার জন্য অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক বিল্বদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার জন্য সরোবর হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৬ ॥

দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ * পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপাহারৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা একত্র করিয়া কোন শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও চন্দনাদি অনুলিপ্ত করি নাই, (অকৃত্রিম) ধুস্তূরপুষ্প বা (স্বর্ণাদি) রচিত (কৃত্রিম) পুষ্পে তাঁহার

* 'বিরচিতঃ' পাঠান্তর।

পূজা করি নাই। ধূপ, কর্পূর-প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য উপহার দ্বারা পূজা করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার (এই সকল) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো,
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৮॥

অনুবাদ ।—হে মহেশ্বর! আমি কখন শিবনামযুক্ত তোমাকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষ বীজমন্ত্র দ্বারা তোমার উদ্দেশে হোমদ্রব্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া ব্রত জপ নিয়ম অথবা বেদপাঠ পূর্ব্বক কোন তপস্যা করি নাই এই সকলই আমার অপরাধ। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার (সেই) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৮ ॥

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভকে (১) সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তে শান্তিপ্রলীনে (২) প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরাদ্যে (৩) পরাখ্যে।
লিঙ্গং তে ব্রহ্মবাচ্যং (৪) সকলমভিমতং শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৯॥

অনুবাদ ।—(হে শম্ভো!) আমি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া প্রণবময় শ্বাসবায়ুর কুম্ভকাবস্থায় (শঙ্করকে স্মরণ করি নাই), সূক্ষ্মমার্গে, (সুষুম্নাপথে) শমপ্রলীনচিত্তে বিভবপ্রাপ্তচিত্তে জ্যোতিঃসমূহের আদি পরমতত্ত্বে (কোথাও) শঙ্করকে (নিষ্কল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করি নাই), ব্রহ্মবাচ্য অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্য অথবা প্রণববাচ্য ভবদীয় লিঙ্গপ্রতীক আলম্বনে অভীষ্ট স-কল-সগুণ ব্রহ্ম শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, (নিষ্কল ও স-কল-দ্বিবিধরূপেই শঙ্করস্মরণ না করায় আমার ঘোর অপরাধ হইয়াছে) হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯ ॥

(১) কুণ্ডলে (২) শান্তে স্বান্তে মুম্বই মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ (৩) জ্যোতিরূপে ও জ্যোতীরূপে এই প্রকার পাঠও দেখা যায়। (৪) 'লিঙ্গজ্ঞে ব্রহ্মবাক্যে' মুম্বই মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো,
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্বিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাবস্থয়া ত্বাং * বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১০॥

অনুবাদ।—হে হর! নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, (সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার), সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, অজ্ঞানরূপ-অন্ধকার-বর্জ্জিত নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি শিবমহিমাভিজ্ঞ (কোন ব্যক্তিকে) কখনই আমি দেখি নাই; হে শঙ্কর! উন্মনীনামক যোগাবস্থায় কলিমলক্ষয়কারী তোমাকে স্মরণ করিতে পারি নাই, হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব, আমার (এই) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। ১০॥

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্-কৃত-সুন্দরাম্বর-ধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলা† মন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥১১॥

অনুবাদ।—যাঁহার মৌলি চন্দ্রখণ্ডপ্রদীপ্ত, যিনি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের মঙ্গল-সাধন করেন, যিনি সর্প দ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম্ম দ্বারা সুন্দর অম্বর ধারণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই হরে চিত্ত-বৃত্তি স্থির কর, অন্য কর্ম্মে প্রয়োজন কি? ১১॥

কিং বানেন ‡ ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,
কিংবা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দ্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—এই অতুল ধন দ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে

* উন্মত্তাবস্থয়া কচিৎ পাঠ।
† 'মচলা' এই পাঠও আছে।
‡ দানেন' পাঠও দৃষ্ট হয়।

কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যে কি হইবে? পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও পশু দ্বারাই বা কি হইবে? এই দেহ বা গৃহেই বা কি হইবে? এই ধনাদি ক্ষণভঙ্গুর, ইহা জানিয়া রে মন, দূর হইতে এ সকল পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্ব্বতীবল্লভকে ভজনা কর, ভজনা কর॥ ১২॥

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥ ১৩॥

অনুবাদ।—দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, এই যৌবন (প্রতিক্ষণ) ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনর্ব্বার আগমন করিতেছে না, সর্ব্বসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলকেই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ্, ইহাও সলিলতরঙ্গের ন্যায় চপল, এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল! অতএব হে শরণদ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ১৩॥

বপুঃ প্রাদুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পুরা
পুরারে ন প্রায়ঃ ক্বচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্।
নমন্মুক্তঃ সম্প্রত্যহমতনুরগ্রেঽপ্যনতিভাঙ্,
মহেশ ক্ষন্তব্যং তমিদমপরাধদ্বয়মপি॥ ১৪॥

অনুবাদ।—হে ত্রিপুরান্তক, এই শরীর যখন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে তোমাকে কখনই প্রণাম করি নাই, ইহা অনুমান করিতেছি, সম্প্রতি তোমাকে প্রণাম করিয়া (তাহার ফলে মুক্তিলাভ করায় শরীর ধারণ করিব না; সুতরাং পরে) আর তোমাকে প্রণাম করিতে পারিব না, (অগ্র-পশ্চাতে প্রণাম না করার জন্য যে) এই দুই অপরাধ, হে মহেশ, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়॥ ১৪॥

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা,
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব,
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১৫॥

অনুবাদ।—হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার হস্তকৃত, পাদকৃত,

বাক্যকৃত, শরীরকৃত, কর্ম্মকৃত, শ্রবণকৃত, নয়নকৃত ও মানসিক যে যে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি, হে করুণাসাগর! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে শম্ভো! হে মহাদেব! তোমার জয় হউক ॥ ১৫ ॥

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং,
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি,
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥*

ইতি শিবরাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যাঁহার গাত্র ভস্মানুলেপনে শ্বেতবর্ণ, হাস্য শ্বেতবর্ণ, হস্তে শ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্টাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল শ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেনমিশ্রণে জটা শ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, সেই সর্ব্বশ্বেত শঙ্কর পাপক্ষয় সহ বিভব প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

শিবাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র।

উপাসকানাং যদুপাসনীয়-
মুপাত্তবাসং বটশাখিমূলে।
তদ্ধাম দাক্ষিণ্যজুষা স্বমূর্ত্ত্যা
জাগর্ত্তু চিত্তে মম বোধরূপম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—উপাসকগণের যিনি উপাসনীয়, বটবৃক্ষের মূলে অবস্থিত সেই জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ, দাক্ষিণ্যপূর্ণ নিজ মূর্ত্তি আশ্রয়ে আমার চিত্তে জাগরিত থাকুন ॥ ১ ॥

---

* ১৪ ও ১৬ শ্লোক মুম্বই মুদ্রিত পুস্তকে নাই। ১৪ শ্লোক পূর্ব্বে সংগৃহীত হয় নাই।

অদ্রাক্ষমক্ষীণ-দয়ানিধান-
মাচার্য্যমাদ্যং বটমূলভাগে।
মৌনেন মন্দস্মিতভূষিতেন
মহর্ষি-লোকস্য তমো নুদন্তম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পূর্ণদয়ানিধি মৃদুমন্দ ঈষৎ হাস্যযুক্ত মৌন-মুদ্রা-দ্বারা মহর্ষি-বৃন্দের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছেন, এইরূপ প্রথম আচার্য্যকে আমি বট-মূলদেশে দেখিয়াছি ॥ ২ ॥

বিদ্রাবিতাশেষতমোগুণেন
মুদ্রাবিশেষেণ মুহুর্মুনীনাম্।
নিরস্য মায়াং দয়য়া বিধত্তে
দেবো মহাংস্তত্ত্বমসীতি বোধম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—মহাদেব অশেষ তমোগুণবিনাশী মুদ্রাবিশেষ দ্বারা মুনি-গণের অবিদ্যা দূর করিয়া কৃপা পূর্ব্বক তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ-বোধ সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অপারকারুণ্য-সুধাতরঙ্গৈ-
রপাঙ্গপাতৈরবলোকয়ন্তম্।
কঠোর-সংসার-নিদাঘ-তপ্তান্
মুনীনহং নৌমি গুরুং গুরূণাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি দারুণ সংসারতাপতপ্ত মুনিগণের প্রতি অপার করুণাসুধাতরঙ্গময় অপাঙ্গদৃষ্টিপাত করিতেছেন, গুরুগণের সেই গুরুকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

মমাদ্য দেবো বটমূলবাসী
কৃপাবিশেষাৎ কৃত-সন্নিধানঃ।
ওঙ্কাররূপামুপদিশ্য বিদ্যাম্
আবিদ্যকধ্বান্তমপাকরোতু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—বটমূলবাসী অভীষ্টদেব বিশেষ কৃপাগুণে সন্নিহিত হইয়া প্রণববিদ্যা উপদেশ পূর্ব্বক অদ্য আমার অবিদ্যা-অন্ধকার দূর করুন ॥ ৫ ॥

কলাভিরিন্দোরিব কল্পিতাঙ্গং
মুক্তাকলাপৈরিব বদ্ধমূর্ত্তিম্।
আলোকয়ে দেশিকমপ্রমেয়-
মনাদ্যবিদ্যাতিমিরপ্রভাতম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার অঙ্গ-সমূহ যেন চন্দ্রকলার দ্বারা নির্ম্মিত, যাঁহার মূর্ত্তি যেন মুক্তাকলাপে রচিত, অনাদি অবিদ্যা-তিমিরের প্রভাত তুল্য সেই অতুলনীয় উপদেশককে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬ ॥

স্বদক্ষ-জানু-স্থিত-বামপাদং
পাদোদরালঙ্কৃত-যোগপট্টম্।
অপস্মৃতেরাহিতপাদমঙ্গে
প্রণৌমি দেবং প্রণিধানবন্তম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—স্বীয় দক্ষিণ জানুর উপরিভাগে যাঁহার বাম পাদ অবস্থিত, যাঁহার যোগপট্ট ভুজঙ্গে অলঙ্কৃত, মিথ্যাজ্ঞানরূপা মূর্ত্তিমতী অপস্মৃতির অঙ্গে যাঁহার পাদপদ্ম অর্পিত, সেই প্রণিধান-যোগপরায়ণ দেব-দেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

তত্ত্বার্থমন্তেবসতামৃষীণাম্
যুবাপি যঃ সন্নুপদেষ্টুমীষ্টে।
প্রণৌমি তং প্রাক্তনপুণ্য-জালৈ-
রাচার্য্যমাশ্চর্য্য-গুণাধিবাসম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি যুবা হইয়াও (বৃদ্ধ) অন্তেবাসী ঋষিদিগকে তত্ত্বার্থ উপদেশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য গুণনিকেতন আচার্য্যকে প্রাক্তন পুণ্যপুঞ্জে স্তব করিতেছি ॥ ৮ ॥

একেন মুদ্রাং পরশুং করেণ
করেণ চান্যেন মৃগং দধানঃ।
স্বজানু-বিন্যস্তকরঃ পুরস্তা-
দাচার্য্যচূড়ামণিরাবিরস্তু ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যিনি এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্তে কুঠার, অন্য হস্তে

মৃগ ধারণ করিতেছেন, নিজ জানুতে অপর হস্ত বিন্যস্ত, সেই আচার্য্যচূড়ামণি সম্মুখে আবির্ভূত হউন ॥ ৯ ॥

আলেপবন্তং মদনাঙ্গভূত্যা
শার্দ্দূলকৃত্ত্যা পরিধানবন্তম্।
আলোকয়ে কঞ্চন দেশিকেন্দ্র-
মজ্ঞানবারাকর-বাড়বাগ্নিম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :—মদনদেহভস্ম যাঁহার অনুলেপন, শার্দ্দূল-চর্ম্ম যাঁহার পরিধানবস্ত্র, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের বাড়বানলস্বরূপ কোন দেশিকেন্দ্রকে অবলোকন করি। দেশিকেন্দ্র অর্থে আচার্য্য-চূড়ামণি ॥ ১০ ॥

চারুস্থিতং সোমকলাবতংসং
বীণাধরং ব্যক্ত-জটাকলাপম্।
উপাসতে কেচন যোগিনস্ত্ব-
মুপাত্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :—যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদানুসন্ধানযোগ দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত তাঁহাকে কোন কোন (ভাগ্যবান্) যোগী উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

উপাসতে যং মুনয়ঃ শুকাদ্যা
নিরাশিষো নির্ম্মমতাধিবাসাঃ।
তং দক্ষিণামূর্ত্তিতনুং মহেশ-
মুপাস্মহে মোহ-মহার্ত্তি শান্ত্যৈ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :—শুক প্রভৃতি মমত্বদোষশূন্য নিষ্কাম মুনিগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন, মোহমহাদুঃখ-শান্তির জন্য দক্ষিণামূর্ত্তি-রূপধারী সেই মহেশ্বরকে উপাসনা করি ॥ ১২ ॥

কান্ত্যা নিন্দিত-কুন্দ-কন্দল-বপুর্ন্যগ্রোধমূলে বসন্
কারুণ্যামৃতবারিভির্নিজনং সম্ভাবয়ন্ বীক্ষিতৈঃ।

মোহ-ধ্বান্ত-বিভেদনং বিরচয়ন্ বোধেন তত্তাদৃশা
দেবস্তত্ত্বমসীতি বোধয়তু মাং মুদ্রাবতা পাণিনা ॥ ১৩॥

অনুবাদ।—যাঁহার শরীরকান্তি কুন্দকুসুমপুঞ্জকে নিন্দা প্রদান করিয়াছে, বটমূলে যিনি অবস্থিত হইয়া করুণামৃতপূর্ণ দৃষ্টিপাতে মুনি-জনকে অনুগৃহীত করিতেছেন, তাদৃশ অর্থাৎ মহাবাক্যজনিত জ্ঞানতুল্য তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা যিনি মোহান্ধকার দূর করিতেছেন, সেই দেব জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত করসঙ্কেতে আমাকে, তত্ত্বমসি এই বাক্যার্থ বোধ প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

অগৌরগাত্রৈরললাট-নেত্রৈ-
রশান্তবেষৈরভুজঙ্গভূষৈঃ।
অবোধমুদ্রৈরনপাস্তনিদ্রৈ-
রপূরকামৈরমরৈরলং নঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহাদিগের দেহ শুভ্র নহে, যাঁহাদিগের ললাটে নেত্র নাই, যাঁহাদিগের বেশ শান্ত নহে, যাঁহাদের ভুজঙ্গ-ভূষণ নাই, যাঁহাদের হস্তে তত্ত্বমুদ্রা নাই, যাঁহারা (যোগবলে) নিদ্রাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, যাঁহারা পূর্ণকাম নহেন, এরূপ দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ১৪ ॥

দৈবতানি কতি সন্তি চাবনৌ
নৈব তানি মনসো মতানি মে।
দীক্ষিতং জড়ধিয়ামনুগ্রহে
দক্ষিণাভিমুখমেব দৈবতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—ভূমণ্ডলে কত দেবতা আছেন, তাঁহারা কিন্তু আমার মনোমত নহেন, জড়মতি জনগণের অনুগ্রহে ব্রতী দক্ষিণামূর্ত্তিই (আমার মনোমত) দেবতা ॥ ১৫ ॥

মুদিতায় মুগ্ধশশিনাবতংসিনে
ভসিতাবলেপ-রমণীয়-মূর্ত্তয়ে।
জগদিন্দ্রজাল-রচনা-পটীয়সে
মহসে নমোঽস্তু বটমূলবাসিনে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—সুন্দর, শশিকলা-শিরোভূষণ, ভস্মানুলেপন-কমনীয়-কায়,

ইন্দ্রজালরূপে জগৎনির্ম্মাণ-সুপটু, বটমূলবাসী মুদিত জ্যোতির প্রতি নমস্কার (অর্পিত) হউক ॥ ১৬ ॥

ব্যালম্বিনীভিঃ পরিতো জটাভিঃ
কলাবশেষেণ কলাধরেণ।
পশ্যল্ললাটেন মুখেন্দুনা চ
প্রকাশসে চেতসি নির্ম্মলানাম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—তুমি চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত জটাকলাপশোভিত ললাট ও কলাবশেষ-শশধর-ভূষিত চন্দ্রতুল্য মুখমণ্ডলে ও ললাটে নয়নযুক্ত, তুমি নির্ম্মল পুরুষগণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাক ॥ ১৭ ॥

উপাসকানাং ত্বমুমাসহায়ঃ
পূর্ণেন্দুভাবং প্রকটীকরোষি।
যদদ্য তে দর্শনমাত্রতো মে
দ্রবত্যহো মানসচন্দ্রকান্তঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—(হে দেব!) তুমি উমা-সমন্বিত হইয়া উপাসকবর্গের পক্ষে পূর্ণচন্দ্রভাব প্রকাশ করিতেছ, (উমাললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ও তোমার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, এইরূপে পূর্ণচন্দ্র সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র ও আহ্লাদকর হইয়াছে) যে হেতু অদ্য তোমার দর্শনমাত্র আমার মানসরূপ চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হইতেছে। (পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশে চন্দ্রকান্তমণির জলক্ষরণ প্রসিদ্ধ—মানস আর্দ্র হয় ভক্তিবলে)॥১৮॥

যস্তে প্রসন্নামনুসন্দধানো
মূর্ত্তিং মুদা মুগ্ধশশাঙ্কমৌলেঃ।
ঐশ্বর্য্যমায়ুর্লভতে চ বিদ্যা-
মন্তে চ বেদান্ত-মহারহস্যম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি আনন্দ সহকারে সুন্দর শশিকলা-মৌলি তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তির ধ্যান করেন, তিনি ঐশ্বর্য্য, আয়ুঃ ও বিদ্যা লাভ করেন এবং অন্তে বেদান্তমহারহস্য বস্তু (ব্রহ্ম) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত।

দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক।*

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রিতম্।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং, †
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই নিজান্তর্গত বিশ্বকে মায়াপ্রভাবে বহিঃপ্রদেশে উদ্ভূতের ন্যায় দর্শন করত নিদ্রাবস্থাপ্রাপ্ত স্বাত্মার নিদ্রাসাক্ষিত্বের ন্যায় জাগ্রৎ সময়ে নিজ অদ্বয় আত্মাকে (দৃশ্যমান বিশ্বের) সাক্ষী করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ১ ॥

বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো ‡ জগদিদং প্রাঙ্‌নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্ম্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—বীজের মধ্যে যেমন অঙ্কুর থাকে, সেইরূপ এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্ব্বিকল্প (অব্যাকৃত) অর্থাৎ অব্যক্ত ছিল, যিনি তাহাকে মায়াকল্পিত দেশ-কাল-রূপাদি বৈচিত্র্যে বিবিধরূপী করিয়া মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) ন্যায় অথবা মহাযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ২ ॥

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে,
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার সৎস্বরূপ স্ফুরণ, অসৎকল্প বিষয়রূপে প্রকাশ পাইয়া

---

* অন্যবিধ দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র। পাঠান্তরে দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক।

† 'মেবাব্যয়ং' পাঠান্তর।

‡ 'বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরং' পাঠে 'যঃ' পদের অধ্যাহার করিতে হয় না।

থাকেন, 'তৎ ত্বমসি' এই বেদবাক্য দ্বারা যিনি আশ্রিতগণের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে, ভবসমুদ্রে পুনরাগমন হয় না, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৩ ॥

নানা-চ্ছিদ্র-ঘটোদর-স্থিত-মহাদীপ-প্রভা-ভাস্বরং,
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি যমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যেমন নানাছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের আভা ঐ ঘটস্থিত ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ যাঁহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হয়, আর 'জানামি' এই আকারে প্রকাশমান যাঁহার অনুগতোই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৪ ॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ,
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়া-শক্তি-বিলাস-কল্প্য-তদহং-ব্যামোহ-সংহারিণে *
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—স্ত্রীলোক, বালক, অন্ধ ও জড়সদৃশ ভ্রান্তবাদী সকল,—দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ক্ষণিক বিজ্ঞান ও শূন্যকে 'অহং' বলিয়া জানে, যিনি মায়াশক্তিবিলাসে কল্পনীয় সেই 'অহং'-জ্ঞানরূপ অজ্ঞানকে সংহার করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৫ ॥

রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাৎ,
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি মায়াকৃত আচ্ছাদনে রাহুগ্রস্ত সূর্য্য-চন্দ্র সদৃশ,

* 'কল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে' ইতি পাঠান্তর।

(অন্ধকার আলোকের যুগপৎ সন্নিবেশ) যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের বা ব্যাপারের বিলয় দ্বারা সন্মাত্ররূপে সুষুপ্ত ছিলেন, জাগরণসময়ে আমি সুপ্ত ছিলাম, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়েন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৬ ॥

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি,
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—বাল্যাদি বয়োঽবস্থা এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পরিবর্ত্তনেও যিনি অপরিবর্ত্তমান, 'অহং'রূপে সদা অন্তরে প্রকাশমান, যিনি ভদ্র (মঙ্গলকর) মুদ্রা দ্বারা ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৭ ॥

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ,
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যে পুরুষ মায়াচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া বিশ্বকে কার্য্যকারণ-ভাবে স্বস্বামি-সম্বন্ধে শিষ্য ও আচার্য্যভাবে এবং পিতা-পুত্রাদিভাবে ভেদদৃষ্টিতে অবলোকন করেন (অর্থাৎ যিনি জীবভাবে স্থিত), সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৮ ॥

ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলাম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারই—পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য ও পুরুষ অর্থাৎ যজমান এই অষ্ট মূর্ত্তি—চরাচর বিশ্ব, তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে, যে বিভু পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে,
তেনাস্য শ্রবণাত্তদর্থ-মননাদ্ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ,
সিধ্যেত্তৎ পুনরষ্টধাপরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যে হেতু এই স্তবে, এই ভাবে সর্ব্বাত্মত্ব স্পষ্টীকৃত, অতএব এই স্তবের সম্যক্ পাঠ, শ্রবণ, অর্থ-মনন এবং ধ্যানের ফলে, সর্ব্বাত্মত্ব মহাবিভূতি-সমন্বিত ঈশ্বরত্ব স্বতঃ হইয়া থাকে, আবার তাহারই অষ্টবিধ অব্যাহত ঐশ্বর্য্য (অণিমাদি) সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং,
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যিনি বটবৃক্ষ-সন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া সমীপগত সকল মুনিজনকে স্বীয় শিষ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি জনন-মরণ-জনিত দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই ত্রিলোকের গুরু দক্ষিণামূর্ত্তি দেবকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—বটবৃক্ষের মূলে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, গুরু যুবা, শিষ্যগণ বৃদ্ধ; মৌনযুক্ত ব্যাখ্যান আর তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় দূর হইতেছে ॥ ১২ ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, যাঁহার মূর্ত্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপ্রকার ভব-রোগীর চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত-পর-ব্রহ্ম-তত্ত্বং যুবানং,
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং কর-কলিত-চিন্মুদ্রমানন্দ-রূপং,
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—মৌনযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশক বর্ষিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বীয় ঋষিশিষ্যগণে পরিবৃত দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী আত্মারাম প্রসন্ন-বদন তরুণ আচার্য্যরাজ দক্ষিণামূর্ত্তিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

এই স্তবের ভাবার্থঃ—একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ-মিথ্যা, দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় মায়া-কল্পিত জগৎ ব্রহ্মেই প্রকাশমান হইয়া থাকে; ঐন্দ্রজালিক যেমন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, ব্রহ্ম সেইরূপ মায়াবলে জগৎ সৃষ্টি করেন, নিদ্রিত জীবের আরোপিত নিদ্রাসাক্ষিত্ব যেরূপ, জীবের বিশ্বসাক্ষিত্বও সেইরূপ। সাক্ষিত্বের অর্থ সাক্ষাৎকার; যিনি সাক্ষাৎকারের কর্ত্তা, তিনি সাক্ষী। 'সাক্ষাৎকার' কথাটার অর্থ—অব্যবহিত অপরোক্ষজ্ঞান। বাহ্যবস্তুর যে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ব্যবধান আছে, কারণ, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি ইহার মধ্যে আছে, অতএব তাহা অব্যবহিত নহে,—অন্তঃকরণবৃত্তি বা অবিদ্যাবৃত্তিবিষয়ে যে অপরোক্ষ জ্ঞান—তাহা অব্যবহিত। আত্মা ও বৃত্তি এই দু'এর মাঝে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদি অপর কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকাতেই ইহা ব্যবধান-শূন্য। সেই বৃত্তিবিষয়ে জীবের যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা অব্যবহিত, অতএব তাহা সাক্ষাৎকার। নিদ্রার সহিত নিদ্রিত জীবের এইরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। সেই জন্যই নিদ্রাভঙ্গ বা জাগরণের অবস্থায় আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। নিদ্রা অবিদ্যা-বৃত্তি। অবিদ্যা অন্তঃকরণের উপাদান, এই অবিদ্যাই সমষ্টিরূপ হইলে মায়া নামে অভিহিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব বহিঃসত্তা নাই, উহা নিদ্রার ন্যায় মায়া বা অবিদ্যারই বৃত্তি। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বাহ্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অবিদ্যা-বৃত্তি; এই কারণে ইহার সাক্ষাৎকার জীব করিয়া থাকেন, এই সাক্ষাৎকারের অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা।

ইহা 'বৃত্তি'স্বরূপ না হইয়া যথার্থ বাহ্যবস্তু হইলে, জীব ইহার সাক্ষাৎকার-কর্ত্তা অর্থাৎ 'সাক্ষী' হইতেন না। জীবকেই প্রথম শ্লোকে 'স্বাত্মা' বলা হইয়াছে। দক্ষিণামূর্ত্তি ব্রহ্মের মায়িক মূর্ত্তি—সদাশিবেরই জ্ঞানোপদেশক রূপ।

তিনিই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যস্থ 'তৎ'-পদার্থ এবং 'ত্বং'-পদার্থ। অবিদ্যাবশে ভেদ-জ্ঞান তাঁহাতেই প্রকাশিত হয়, এবং ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি তাঁহাতেই হয়। সদাশিব ব্রহ্মস্বরূপ, এই কারণে বিশ্ব তাঁহারই অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কথিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু না থাকাতেই এই উপদেশ আছে। দক্ষিণামূর্ত্তিধারী সদাশিব ত্রিভুবনের গুরু, যিনিই উপদেশক-পদে অধিষ্ঠিত হয়েন, দক্ষিণামূর্ত্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা তাঁহাতেই হইয়া থাকে। এই যে দক্ষিণামূর্ত্তি নামে আখ্যাত সদাশিবের মায়িক রূপ,—ইহা যৌবনমণ্ডিত ও মনোহর, জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা বিনা বাক্যোচ্চারণে অন্তর্য্যামিস্বরূপে বৃদ্ধ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে বটমূলে ইনি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। সেই দক্ষিণামূর্ত্তি-দেবতা-আলম্বনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্তব করিয়াছেন।

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত।

অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র। *

চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লকায়ৈ চ † জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১॥

অনুবাদ।—যিনি অর্দ্ধশরীরে চম্পক-কুসুমের ন্যায় গৌরবর্ণা ও অর্দ্ধ-শরীরে কর্পূরবৎ শুভ্রবর্ণ, যাঁহার মস্তকে (একদেশে) বদ্ধ কবরী ও (অপর একদেশে) জটাজূট, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' অর্থাৎ এই দুই শব্দে নমস্কার ॥ ১ ॥

কস্তূরিকাকুঙ্কুমচর্চ্চিতায়ৈ, ‡ চিতারজঃপুঞ্জবিচর্চ্চিতায়। ¶
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি (অর্দ্ধশরীরে) মৃগনাভি ও কুঙ্কুমে চর্চ্চিতা, (অর্দ্ধ-শরীরে) চিতাভস্মপুঞ্জে চর্চ্চিত, যাঁহার একাংশ কামদেবকে উজ্জীবিত করিয়াছেন,

---

* অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র ও হরগৌর্য্যষ্টক এই দুই নামের যে দুইটি স্তব দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র, স্তোত্রের নামভেদ, কয়েকটি স্থলে পাঠভেদ এবং শ্লোকবিন্যাসে পৌর্ব্বাপর্য্যভেদ আছে। এই স্তোত্রের হরগৌর্য্যষ্টকের পাঠ পাদটীকায় পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনতিপ্রয়োজনীয় বোধে বিন্যাসক্রম ভেদ প্রদর্শিত হইল না; অতএব হরগৌর্য্যষ্টকের পৃথক্ সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইল।

† ধম্মিল্লবত্যৈ' ইতি পাঠান্তর।

‡ 'চন্দনলেপনায়ৈ'—পাঠান্তর।

¶ শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়—পাঠান্তর।

অপর অংশ কামদেবকে ভস্ম করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ', এবং 'নমঃ শিবায়' ॥ ২ ॥

ঝনৎ-ক্বণৎ-কাঞ্চন-নূপুরায়ৈ, পাদাব্জরাজৎ-ফণিনূপুরায়। *
হেমাঙ্গদায়ৈ ভুজগাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ঝনৎকারনিক্বণযুক্ত কাঞ্চন-নূপুর যাঁহার (এক চরণে), (অপর) চরণকমলে ভুজঙ্গনূপুর বিরাজমান, যাঁহার (এক বাহুতে) সুবর্ণময় কেয়ূর, (অপর বাহুতে) ভুজঙ্গকেয়ূর, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' এবং 'নমঃ শিবায়' ॥ ৩ ॥

বিশাল-নীলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাশি † পঙ্কেরুহলোচনায়।
সমেক্ষণায়ৈ ‡ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার এক নয়ন বিশাল নীলোৎপলতুল্য ও সমসংস্থান, অপর নয়ন প্রফুল্ল (শ্বেত) কমলতুল্য ও বিষমসংস্থান, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৪ ॥

মন্দারমালাকলিতালকায়ৈ, কপালমালাঙ্কিতকন্ধরায়। ¶
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার (বামভাগের) অলকাবলী মন্দারমালা-ভূষিত, (দক্ষিণভাগে) কন্ধরায় কপালমালা বিলম্বিত, যাঁহার (বামাঙ্গে) দিব্য বস্ত্র এবং (দক্ষিণাঙ্গ) দিগম্বর, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৫ ॥

অম্ভোধর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ, তড়িৎপ্রভাতাম্রজটাধরায়। §
নিরীশ্বরায়ৈ নিখিলেশ্বরায়, ‖ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার কেশপাশ (বামভাগে) জলদকৃষ্ণ, (দক্ষিণভাগে) বিদ্যুদ্বর্ণ আতাম্র জটাজূট, সেই নিরীশ্বরা ও নিখিলেশ্বরের উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৬ ॥

---

* ঝনৎ-ক্বণৎ-কঙ্কণনূপুরায়ৈ। বিভ্রাট্‌ফণাভাস্বরনূপুরায়—পাঠান্তর।
† 'প্রফুল্ল'—পাঠান্তর।
‡ 'ত্রিলোচনায়ৈ'—অসঙ্গত পাঠান্তর।
¶ 'মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়—পাঠান্তর।
§ 'বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়'—পাঠান্তর।
‖ প্রপন্নভক্তে সুখদাশ্রয়ায়—পাঠান্তর।

প্রপঞ্চসৃষ্ট্যুন্মুখলাস্যকায়ৈ, * সমস্ত † সংহারকতাণ্ডবায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, ‡ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭॥

অনুবাদ।—যাঁহার রমণীসুলভ মৃদু নৃত্য জগৎসৃষ্টির অনুকূল এবং যাঁহার তাণ্ডব সমস্ত বিশ্বসংহারের হেতু, সেই জগজ্জননী ও জগজ্জনক উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৭ ॥

প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলায়ৈ, স্ফুরন্মহাপন্নগ-কুণ্ডলায়। ¶
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার (এক কর্ণের) কুণ্ডল প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল, (অপর কর্ণের) কুণ্ডল মনোহর মহাসর্পে রচিত, যাঁহার একাংশ শিবের সহিত মিলিত এবং অপর অংশ শিবার সহিত মিলিত, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' এবং 'নমঃ শিবায়' ॥ ৮ ॥

এতৎ পঠেদষ্টকমিষ্টদং যো, ভক্ত্যা স মান্যো ভুবি দীর্ঘজীবী।
প্রাপ্নোতি সৌভাগ্যমনন্তকালং, ভূয়াৎ§ সদা তস্য সমস্তসিদ্ধিঃ ॥৯॥

ইতি অর্দ্ধনারীশ্বরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—এই অভীষ্টপ্রদ অষ্টক-স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সে ভূতলে মান্য হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং অনন্তকাল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদা তাহার সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অর্দ্ধনারীশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত।

* পাঠান্তরে শ্লোকের তৃতীয় চরণ।
† 'ত্রৈলোক্য'—পাঠান্তর।
‡ 'কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়'—পাঠান্তর।
¶ সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়—পাঠান্তর
§ 'ভবেৎ' পাঠ সঙ্গত।

দ্বাদশলিঙ্গশিব-স্তোত্রম্

গণেশায় নমঃ।

সৌরাষ্ট্রদেশে বসুধাবকাশে জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃতাবতারং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ভূমণ্ডলের অনাবৃত অংশ সৌরাষ্ট্রদেশে ভক্তিপ্রদানার্থ অবতীর্ণ শশিকলাবতংস প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সোমনাথ শিবের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবিধ-প্রসঙ্গে শেষাদ্রিশৃঙ্গেঽপি সদা বসন্তম্।
তমর্জ্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—বিবিধপ্রসঙ্গে শ্রীশৈলশৃঙ্গে এবং সদা শেষাদ্রি শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত সেই যে মল্লিকার্জ্জুন শিব, ভবসাগরসেতুস্বরূপ—ইঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহং সুরেশম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সজ্জনগণের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা এবং মুক্তিপ্রদানের জন্য অবন্তীদেশে অবতীর্ণ দেবাদিদেব মহাকাল-শিবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কাবেরিকানর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায়।
সদৈব মান্ধাতৃ-পুরে বসন্তমোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—কাবেরী ও নর্ম্মদা নদীর পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে মান্ধাতৃপুরে সজ্জনিস্তারার্থ অবতীর্ণ অদ্বিতীয় ওঙ্কারেশ্বর শিবের স্তব করি ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোত্তরে পারলিকাভিধানে সদাশিবং তং গিরিজাসমেতম্।
সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্যনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে পারলিক-নামক স্থানে পার্ব্বতীসমন্বিত সেই সদাশিব—যিনি সুরাসুরার্চ্চিতপাদপদ্ম শ্রীবৈদ্যনাথ,—তাঁহাকে সতত নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

আমর্দ্দসংজ্ঞে নগরে চ রম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্‌ভুক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—আমর্দ্দনামক রমণীয় নগরে বিবিধভোগযুক্ত বিভূষিতদেহ, সজ্জনের ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা শ্রীনাগনাথ নামক এক মহাদেবের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৬ ॥

সানন্দমানন্দবনে বসন্তম্ আনন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—আনন্দকাননে সর্ব্বদা সানন্দে অবস্থিত, পাপরাশিবিনাশী, আনন্দমূল, অনাথনাথ বারাণসীনাথ শ্রীবিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৭ ॥

যো ডাকিনীশাকিনিকা-সমাজে নিষেব্যমাণঃ পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি ডাকিনী-শাকিনী-সমাজে এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সদা সেবিত হইয়া আসিতেছেন, 'ভীম' আদি পদপ্রসিদ্ধ (ভীমেশ্বর) ভক্তহিতকারী সেই শঙ্করকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং নিশি বিল্বপত্রৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্চ্চিতং তং রামেশ্বরাখ্যং সততং নমামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—শ্রীতাম্রপর্ণী-সাগরসঙ্গমক্ষেত্রে, সেতুবন্ধনান্তে রাত্রিকালে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত সেই রামেশ্বর শিবকে সতত নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

সিংহাদ্রিশৃঙ্গেঽপি তটে রমন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকজাতনাশঃ প্রজায়তে ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার দর্শনমাত্রে পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, গোদাবরীর পবিত্র তীরপ্রদেশে সিংহাদ্রিপার্শ্বতটে কমনীয় (অথবা অকাম) সেই ত্র্যম্বকেশ্বরের স্তব করি। [রমং তম্ অরমং তম্—ইতি বা পদদ্বয়ম্, রমশব্দঃ কান্তবাচী কামবাচী চ, অরমম্ অকামম্, কামবৈরিণম্ অত্রার্থে অকারপ্রশ্লেষঃ। প্রবযুত্তরত্র] ॥ ১০ ॥

হিমাদ্রিপার্শ্বেঽপি তটেঽরমন্তং সংপূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষ-মহোরগাদ্যৈঃ কেদারসংজ্ঞং শিবমেকমীড়ে ॥১১॥

অনুবাদ।—হিমালয়পার্শ্বতটে, মুনীন্দ্রবৃন্দ, সুরাসুর, যক্ষ ও মহোরগাদি কর্ত্তৃক পূজিত কামনাশন কেদারক নামক এক শিবকে স্তব করি॥ ১১ ॥

এলাপুরীরম্যশিবালয়েঽস্মিন্ সমুল্লসন্তং ত্রিজগদ্‌বরেণ্যম্।
বন্দে মহোদারতরস্বভাবং সদাশিবং তং ধিষণেশ্বরাখ্যম্॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—এই এলাপুরীস্থ রম্য শিবালয়ে বিরাজমান, ত্রিজগদ্বরেণ্য, মহোদার-তর-স্বভাব—অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ তুলনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামহিমপূর্ণ,—সেই প্রসিদ্ধ ধিষণেশ্বরনামক সদাশিবকে বন্দনা করি॥ ১২ ॥

এতানি লিঙ্গানি সদৈব মর্ত্ত্যাঃ প্রাতঃ পঠন্তোঽমলমানসাশ্চ।
তে পুত্রপৌত্রৈশ্চ ধনৈরুদারৈঃ সৎকীর্ত্তিভাজঃ সুখিনো ভবন্তি॥১৩

ইতি পরমহংস-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
দ্বাদশলিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যে সকল মানব প্রত্যহ প্রাতঃকালে নির্ম্মলমানসে এই সকল লিঙ্গস্তব পাঠ করে, তাহারা সৎকীর্ত্তিভাজন হইয়া পুত্র, পৌত্র, ধনসমৃদ্ধি দ্বারা সুখী হইয়া থাকে॥ ১৩ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত দ্বাদশলিঙ্গ-স্তোত্র সমাপ্ত॥

কালভৈরবাষ্টকম্‌।

গণেশায় নমঃ।

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজং,
ব্যাল-যজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্‌।
নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং দিগম্বরং,
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সুররাজ ইন্দ্র যাঁহার পাবন-পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বজীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ যাঁহার বন্দনা করেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

ভানু-কোটি-ভাস্বরং ভবাব্ধি-তারকং পরং,
নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থ-দায়কং ত্রিলোচনম্‌।
কাল-কালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং,
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরিত্রাণ-কর্ত্তা (যাঁহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না), যিনি পরব্রহ্মরূপী, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ, যাঁহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ কিংবা চন্দ্র যাঁহার নয়নরূপে বিদ্যমান আছেন, যাঁহার করে অক্ষমালা ও শূল শোভা পাইতেছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

শূল-টঙ্ক-পাশ-দণ্ডপাণিমাদি-কারণং,

শ্যাম-কায়মাদি-দেবমক্ষরং নিরাময়ম্ ।

ভীম-বিক্রমং প্রভুং বিচিত্র-তাণ্ডব-প্রিয়ং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), নরমুণ্ড ও দণ্ড বিদ্যমান, যিনি জগতের আদিকারণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি ক্ষয়োদয়শূন্য, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্ভুত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং,

ভক্তবৎসলং স্থিরং সমস্তলোকবিগ্রহম্ ।

নিক্কণন্-মনোজ্ঞ-হেম-কিঙ্কিণী-লসৎকটিং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ সুখভোগ করাইয়া অন্তিমসময়ে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, যাঁহার মুখে নিয়ত মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শব্দায়মান ক্ষুদ্র ঘন্টিকায় সমাবৃত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ধর্ম্ম-সেতু-পালকং ত্বধর্ম্ম-মার্গ-নাশকং

কর্ম্ম-পাশ-মোচকং সু-শর্ম্ম-দায়কং বিভুম্ ।

স্বর্ণবর্ণকেশপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, *

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্মমার্গ দূর করিয়া দেন, যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার সুবর্ণবর্ণ কেশ-পাশে

* 'নির্ম্মলং'—পাঠান্তর।

উত্তমাঙ্গ-মণ্ডল সমলঙ্কৃত আছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

রত্ন-পাদুকা-প্রভাভিরাম-পাদ-যুগ্মকং,
নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্ ।
মৃত্যু-দর্প-নাশনং করাল-দংষ্ট্র-মোক্ষণং, *
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার চরণদ্বয় রত্ন-পাদুকার প্রভা দ্বারা অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য (অনন্তকালস্থায়ী), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, যিনি কৃতান্তের দর্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করালদংষ্ট্র কাল হইতে মুক্তি দেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

অট্টহাস-ভিন্ন-পদ্মজাণ্ড-কোশ-সন্ততিং,
দৃষ্টি-পাত-নষ্ট-পাপ-জালমুগ্র-শাসনম্ ।
অষ্ট-সিদ্ধি-দায়কং কপালমালিকন্ধরং, †
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার অত্যুচ্চ হাস্যে ব্রহ্মাণ্ডকোশসমূহ ভগ্ন হয়, যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, যাঁহার উগ্র শাসন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

ভূত-সংঘ-নায়কং বিশাল-কীর্ত্তি-দায়কং,
কাশি-বাসি-লোক-পুণ্য-পাপ-শোধকং বিভুম্ ।
নীতি-মার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎ-পতিং,
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীর্ত্তি প্রদান করেন এবং যিনি কাশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন

---

* 'ভূষণম'—পাঠান্তর।

† 'মালিকাধরং'—পাঠান্তর।

(কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং,
জ্ঞান-মুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণ্য-বর্দ্ধনম্ ।
শোক-মোহ-দৈন্য-লোভ-কোপ-তাপ-নাশনং,
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি-সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥

কালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ।—যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই কালভৈরবাষ্টক পাঠ করে, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবর্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত কালভৈরবাষ্টক সমাপ্ত ।

শ্রীবিষ্ণুভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

চিদংশং বিভুং নির্ম্মলং নির্ব্বিকল্পং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারগম্যম্ ।
গুণাতীতমব্যক্তমেকং তুরীয়ং
পরং ব্রহ্ম যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—(যোগিগণ) যাহাকে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অথচ গুণাতীত, বিভু (সর্ব্বব্যাপক), নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প (প্রমাস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য), নিরীহ (নিষ্ক্রিয়), নিরাকার, ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য, অব্যক্ত, অদ্বিতীয়, তুরীয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত) পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সেই তোমাকে নমস্কার ।

বিশেষ ব্যাখ্যা—তুরীয় অর্থে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত বলা হইয়াছে, ইহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, বহু স্তবের মধ্যে এইরূপ তুরীয় শব্দ আছে।

দেহ ত্রিবিধ ;—কারণদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং স্থূলদেহ ; ইহাও সমষ্টি-ব্যষ্টি-ভেদে—অর্থাৎ মিলিত ও পৃথক্‌কৃতভাবে প্রথমতঃ দ্বিবিধ ;—সমষ্টিকারণ দেহ ও ব্যষ্টি-কারণ দেহ, সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহ ইত্যাদি। সমষ্টিকারণ দেহ—মায়া ; সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহ—সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদি, ; সমষ্টি স্থূলদেহ সমষ্টি স্থূলভূত। এই দেহত্রয়ের মধ্যে কারণদেহে সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থের বিলয় হয় বলিয়া ইহাকে সুষুপ্তি বা এই দেহের অবস্থাবিশেষকে সুষুপ্তি বলা হয়, স্থূলভূতের বিলয় বলিয়া সমষ্টি পঞ্চ-প্রাণাদির স্বপ্ন নাম প্রদত্ত হয়, আর স্থূলভূতসমূহের জাগ্রৎ সংজ্ঞা। এই যে দেহত্রয়, ইহা চৈতন্যেরই এক এক কল্পিত আশ্রয়, কারণদেহ যাঁহার কল্পিত আশ্রয়, সেই চৈতন্যের নাম ঈশ্বর ; সমষ্টি-সূক্ষ্ম-দেহ যাঁহার কল্পিত আশ্রয়, তাঁহার নাম 'হিরণ্য-গর্ভ', সমষ্টি-স্থূলভূত যাঁহার কল্পিত আশ্রয়, তাঁহার নাম 'বৈশ্বানর'। দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়েন, সূর্য্য বহুদূরস্থ সুবৃহৎ ও আকাশস্থিত হইলেও সূর্য্য-প্রতি-বিম্বকে ধারণ করায় দর্পণকে যেমন সূর্য্যের আশ্রয়রূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপ উক্ত দেহত্রয় সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের কল্পিত আশ্রয়, এই কল্পিত আশ্রয়ের শাস্ত্রকার-প্রদত্ত নাম 'উপাধি'। কল্পিত আশ্রয়ের সম্বন্ধ-কল্পনায় যে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎসম্বন্ধ চৈতন্যে কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ যিনি সেই তিনের বাহিরে, কল্পনার সহিত বাস্তবের সম্বন্ধ না থাকায়, দর্পণ-বহিঃস্থ সূর্য্যের ন্যায় যিনি স্বয়ং তদতীত সমুজ্জ্বল চৈতন্য, উপাধি-সম্বন্ধ-হীন, নামত্রয়ে তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, এ জন্য তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। ব্যষ্টির পক্ষেও দেখ :—অবিদ্যা ব্যষ্টি-অজ্ঞান, তাহা এৈকক জীবের কারণদেহ ; পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণসমূহ, ব্যষ্টিভাবে এৈকক জীবের সূক্ষ্মদেহ ; এবং স্থূলপঞ্চভূতোৎপন্ন মাতা-পিতৃজাত জরায়ুজ ও অণ্ডজ অথবা অযোনিজ স্বেদজ উদ্‌ভিজ্জ, ব্যষ্টিভাবে—স্থূলদেহ। কারণদেহে সুষুপ্তি, সূক্ষ্মদেহে স্বপ্ন ও স্থূলদেহে জাগ্রৎ অবস্থা হয়। এই অবস্থাত্রয় প্রসিদ্ধ, জাগ্রতের দর্শন ও ব্যবহার স্বপ্নাবস্থায় বিলীন হয়, স্বপ্নের দর্শন ও ব্যবহার সুষুপ্তিতে লীন হয়। জাগ্রৎ অবস্থাপন্ন স্থূলদেহে অধিষ্ঠাতা চৈতন্য জীব, 'বিশ্ব', স্বপ্না-বস্থাপন্ন সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য জীব, 'তৈজস' ও সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন কারণদেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য জীব 'প্রাজ্ঞ' নামে কথিত। এই সকল দেহ চৈতন্যের কল্পিত

অধিষ্ঠান, অর্থাৎ ইহাও উপাধিমাত্র, এই কল্পনা ত্যাগ করিলে এই তিন অবস্থা বা সংজ্ঞা চৈতন্যে থাকে না, সুতরাং তিনি এই তিনের বাহিরে, তাই 'তুরীয়'। জীবের দিক হইতে দেখিলেও যিনি তিনের বাহিরে 'তুরীয়', ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলেও তিনি তিনের বাহিরে 'তুরীয়' অর্থাৎ চৈতন্যের বাস্তব স্বরূপই 'তুরীয়'। কল্পনা হেতুক তাঁহার সংজ্ঞা-ভেদ। ইহা তুরীয় শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥

বিশুদ্ধং শিবং শান্তমাদ্যন্তশূন্যং
জগজ্জীবনং জ্যোতিরানন্দরূপম্।
অদিগ্‌দেশকালব্যবচ্ছেদনীয়ং,
ত্রয়ী বক্তি যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—বিশুদ্ধ, মঙ্গলময়, শান্ত, আদি-অন্তহীন, জগতের জীবনস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দবিগ্রহ, দিক্, দেশ ও কালের অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া যিনি কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বিশেষ ব্যাখ্যা—সর্ব্বদিক্ ও দেশ ব্যাপিয়া সর্ব্বকালে তিনি বর্ত্তমান,—এই জন্যই দিক্ দেশ ও কালের তিনি অপরিচ্ছেদ্য।

সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছেন, এইরূপে সূর্য্যকে এক বিশেষরূপ দিক্ উল্লেখ করিয়া নির্দ্দেশ করা হয়—এই জন্য তিনি দিক্‌পরিচ্ছেদ্য।

কাশীধাম উত্তরপশ্চিম দেশের একটি নগর,—সুতরাং দেশ উল্লেখ দ্বারা কাশীধামের নির্দ্দেশ হওয়ায় কাশীধাম দেশপরিচ্ছেদ্য, রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাপরযুগের শেষে বা কলির প্রথমে রাজ্য করিতেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির কালপরিচ্ছেদ্য, যাঁহার পরিমাণ সর্বদিগ্‌ব্যাপী নহে,—তিনি দিক্‌পরিচ্ছেদ্য, যাঁহার স্থিতি সর্ব্বদেশব্যাপক নহে, তিনি দেশপরিচ্ছেদ্য, যিনি উৎপত্তি বা বিনাশযুক্ত, তিনি কালপরিচ্ছেদ্য। ২ ॥

মহাযোগপীঠে পরিভ্রাজমানে,
ধরণ্যাদিতত্ত্বাত্মকে শক্তিযুক্তে।
গুণাহস্করে বাহ্নিবিম্বার্দ্ধমধ্যে,
সমাসীনমোঙ্কর্ণিকেঽষ্টাক্ষরাব্জে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও শক্তিযুক্ত বিভ্রাজমান মহাযোগপীঠগুণরূপ সূর্য্যমণ্ডলস্থ অর্দ্ধবহ্নিমণ্ডলে প্রণব-কর্ণিকাযুক্ত অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-পদ্মে যিনি উপবিষ্ট ॥ ৩ ॥

সমানোদিতানেক-সূর্য্যেন্দুকোটি-

প্রভাপূরতুল্যদ্যুতিং দুর্নিরীক্ষ্যম্।

ন শীতং ন চোষ্ণং সুবর্ণাবদাত-

প্রসন্নং সদানন্দসংবিৎস্বরূপম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার কান্তি এককালীন উদিত বহুকোটি সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভাপুঞ্জের ন্যায়, যাঁহার দিকে তেজের আধিক্য হেতু দৃষ্টিপাত করা যায় না, যিনি স্নিগ্ধও নহেন, উষ্ণও নহেন, কাঞ্চনবৎ যিনি স্বচ্ছ, যিনি নিরন্তর প্রসন্ন, সদানন্দপূর্ণ ও জ্ঞানময় ॥ ৪ ॥

সুনাসাপুটং সুন্দর-ভ্রূললাটং,

কিরীটোচিতাকুঞ্চিতস্নিগ্ধকেশম্।

স্ফুরৎ-পুণ্ডরীকাভিরামায়তাক্ষং,

সমুৎফুল্ল-রত্ন-প্রসূনাবতংসম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার নাসাপুট সুশোভন, ভ্রূ ও ললাটদেশ মনোহর, আকুঞ্চিত মসৃণ কেশকলাপ, কিরীটধারণে সদা শোভমান, যিনি বিকসিত পুণ্ডরীক-সুন্দর, বিশাল-লোচন এবং প্রফুল্ল রত্নপুষ্পাভরণে যাঁহার কর্ণযুগল বিভূষিত ॥ ৫ ॥

লসৎ-কুণ্ডলামৃষ্ট-গণ্ডস্থলান্তং,

জবা-রাগ-চোরাধরং চারুহাসম্।

অলি-ব্যাকুলামোদি-মন্দারমালং,

মহোরস্ফুরৎ-কৌস্তুভোদারহারম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার গণ্ডস্থলের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল কুণ্ডল সংলগ্ন, যাঁহার অধর-রাগ জবা-কুসুমের রক্তিমা অপহরণ করিয়াছে, যাঁহার হাস্য চিত্তরঞ্জন, যাঁহার গলদেশে বিলম্বিত সুগন্ধি মন্দার-পুষ্পের মালা অলিকুলে আবৃত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে দীপ্তিমান্ কৌস্তুভমণি ও অত্যুৎকৃষ্ট হার বিরাজমান ॥ ৬ ॥

সুরত্নাঙ্গদৈরন্বিতং বাহুদণ্ডৈ-

শ্চতুর্ভিশ্চলৎ-কঙ্কণালঙ্কৃতাগ্রৈঃ।

উদারোদরালঙ্কৃতং পীত-বস্ত্রং,

পদদ্বন্দ্ব-নির্ধূত-পদ্মাভিরামম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার চারিটি বাহুতে দিব্য রত্নাঙ্গদ ও অগ্র অর্থাৎ প্রকোষ্ঠে চঞ্চল কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, যাঁহার বিশাল উদরদেশ শোভাময়, যাঁহার পরিধানে পীতাম্বর এবং যাঁহার চরণযুগলের শোভা পদ্মের সৌন্দর্য্যকেও বিড়ম্বিত করিতেছে ॥ ৭ ॥

স্বভক্তেষু সন্দর্শিতাকারমেবং,

সদা ভাবয়ন্ সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়াশ্বঃ।

দুরাপং নরো যাতি সংসার-পারং,

পরস্মৈ পরেভ্যোঽপি তস্মৈ নমস্তে ॥৮॥ (কুলকম্)।

অনুবাদ।—ভক্তবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার সন্দর্শিত এই প্রকার রূপ—মানব, ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গগণকে নিরুদ্ধ করিয়া সদা চিন্তা করিলে সংসারসমুদ্রের দুর্লভ পরপারে গমন করে, সেই সর্ব্বপরাৎপর তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

শ্রিয়া শাতকুম্ভ-দ্যুতি-স্নিগ্ধ-কান্ত্যা,

ধরণ্যা চ দূর্ব্বা-দল-শ্যামলাঙ্গ্যা।

কলত্রদ্বয়েনামুনা তোষিতায়,

ত্রিলোকী-গৃহস্থায় বিষ্ণো নমস্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—কনককান্তিমতী কমলা ও দূর্ব্বাদলশ্যামলাঙ্গী বসুন্ধরা এই ভার্য্যাদ্বয় যাঁহার প্রীতিবিধান করেন এবং ত্রৈলোক্য-গৃহের যিনি গৃহস্বামী, হে বিষ্ণো! সেই তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

শরীরং কলত্রং সুতং বন্ধুবর্গং,

বয়স্যং ধনং সদ্ম ভৃত্যং ভুবঞ্চ।

সমস্তং পরিত্যজ্য হা কষ্টমেকো,

গমিষ্যামি দুঃখেন দূরং কিলাহম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—অহো! কি কষ্ট। শরীর, পুত্র, ভার্য্যা, বন্ধুবৃন্দ, বয়স্য,

ধন, গৃহ, কিঙ্কর, পৃথিবী—এই সকল পরিহার পুরঃসর একাকী আমি কোন দূর-দেশে গমন করিব ॥ ১০ ॥

জরেয়ং পিশাচীব হা জীবতো মে,
বসামত্তি রক্তং চ মাংসং বলঞ্চ।
অহো দেব সীদামি দীনানুকম্পিন্,
কিমদ্যাপি হন্ত ত্বয়োদাসিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হায়! জীবিতাবস্থাতেই জরা-পিশাচী আসিয়া আমার বসা, শোণিত, মাংস ও শক্তি কবলিত করিতেছে। অহো! হে দীনানুকম্পিন্! আমি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। এখনও তুমি উদাসীন হইয়া থাকিবে! অর্থাৎ কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১১ ॥

কফব্যাহতোষ্ণোল্বণ-শ্বাসবেগ-
ব্যথা-বিস্ফুরৎ-সর্ব্ব-মর্ম্মাস্থিবন্ধাম্।
বিচিন্ত্যাহমন্ত্যামসংখ্যামবস্থাং,
বিভেমি প্রভো কিং করোমি প্রসীদ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—কফ-প্রতিরুদ্ধ উষ্ণ তীব্র শ্বাসবেগে বেদনায় সকল মর্ম্মস্থল ও অস্থিবন্ধন উৎকম্পিত, বাক্‌শক্তিহীন (বা সংজ্ঞাহীন) অন্তিম অবস্থা চিন্তা করিয়া আমি ভীত হইয়াছি। হে প্রভো! আমি কি করি? আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১২ ॥

লপন্নচ্যুতানন্দ গোবিন্দ বিষ্ণো,
মুরারে হরে নাথ নারায়ণেতি।
যথানুস্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং,
তথা মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—আমি ভক্তিপূতভাবে 'হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ, হে বিষ্ণো, হে মুরারে, হে নাথ, হে নারায়ণ' এই সকল বাক্য উচ্চারণ সহকারে যাহাতে তোমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হই, হে কৃপাশীল দেব! তুমি সেইরূপ প্রসন্নতা অবলম্বন কর ॥ ১৩ ॥

ভুজঙ্গ-প্রয়াতং পঠেদ্ যস্তু ভক্ত্যা,
সমাধায় চিত্তে ভবন্তং মুরারে।
স মোহং বিহায়াশু যুষ্মৎ-প্রসাদাৎ,
সমাশ্রিত্য যোগং ব্রজত্যচ্যুতং ত্বাম্ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রযাতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—হে মুরারে! যে ব্যক্তি হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে এই ভুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি তোমার প্রসাদে মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যোগাবলম্বন সহকারে অচিরে অচ্যুত-স্বরূপ—তোমাকে লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সম্পূর্ণ।

বিষ্ণুপাদাদিকেশান্ত-স্তোত্রম্।

লক্ষ্মীভর্ত্তুর্ভুজাগ্রে কৃত-বসতি সিতং যস্য রূপং বিশালং
নীলাদ্রেস্তুঙ্গশৃঙ্গস্থিতমিব রজনীনাথবিম্বং বিভাতি।
পায়ান্নঃ পাঞ্চজন্যঃ স দিতিসুতকুলত্রাসনৈঃ পূরয়ন্ স্বৈ-
র্নিধ্বানৈর্নীরদোঘ-ধ্বনিপরিভবদৈরম্বরং কম্বুরাজঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার বিশাল শুভ্ররূপ শ্রীপতির ভুজাগ্রে অবস্থিত হইয়া নীলাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, সেই শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য দৈত্যকুল-বিত্রাসন ঘনঘটা-গর্জ্জনবিজয়ী স্বীয় নির্ঘোষে গগন-মণ্ডল পূর্ণ করতঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

আহুর্যস্য স্বরূপং ক্ষণমুখমখিলং সূরয়ঃ কালমেতং
ধ্বান্তস্যৈকান্তমন্তং যদপি চ পরমং সর্ব্বধাম্নাং চ ধাম।
চক্রং তচ্চক্রপাণের্দিতিজতনুগলদ্রক্তধারাক্তধারং
শশ্বন্নো বিশ্ববন্দ্যং বিতরতু বিপুলং শর্ম্ম ঘর্ম্মাংশু-শোভম্ ॥২॥

অনুবাদ।—পণ্ডিতগণ ক্ষণ প্রভৃতি নিখিল কালকে যাঁহার স্বরূপ

বলিয়া থাকেন, এবং যিনি ধ্বান্তগণের একান্ত ধ্বংসকারী, সর্ব্বতেজের পরম তেজঃ, দৈত্যগণ-তনু-বিগলিত রুধিরধারায় রঞ্জিতধার,—চক্রপাণির সেই বিশ্ববন্দ্য চক্র আমাদিগকে বারংবার বিপুল সুখ প্রদান করুন ॥ ২ ॥

অব্যান্নির্ঘাতঘোরো হরিভুজপবনামর্শনাধ্মাতমূর্ত্তে-
রস্মান্ বিস্মেরনেত্র-ত্রিদশনুতি-বচঃসাধুকারৈঃ সুতারঃ।
সর্ব্বং সংহর্ত্তুমিচ্ছোররিকুল-ভুবনং স্ফার-বিস্ফার-নাদঃ
সংযৎ-কল্পান্তসিন্ধৌ শরসলিলঘটাবার্মুচঃ কার্ম্মুকস্য ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—নারায়ণ-হস্তরূপ সমীরণের সঞ্চালনে যাঁহার মূর্ত্তি টঙ্কার-মুখর, যিনি যুদ্ধরূপ প্রলয়সাগরে শরনিকররূপ বারিধারা-বর্ষণে মেঘতুল্য, সেই কার্ম্মুক যেন নিখিল রিপুকুলস্থান-সংহারে অভিলাষী হইয়া নির্ঘাত-ঘোর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ধ্বনি করিয়াছেন, বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টি দেবগণের স্তববাক্যে ও সাধুবাদের সম্মেলনে উচ্চতর সেই ধ্বনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

জীমূতশ্যামভাসা মুহুরপি ভগবদ্বাহুনা মোহয়ন্তী
যুদ্ধেষূদ্ধূয়মানা ঝটিতি তটিদিবালক্ষ্যতে যস্য মূর্ত্তিঃ।
সোঽসিস্ত্রাসাকুলাক্ষ-ত্রিদশরিপুবপুঃ-শোণিতাস্বাদ-তৃপ্তো
নিত্যানন্দায় ভূয়ান্ মধুমথন-মনোনন্দনো নন্দকো নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার মূর্ত্তি ঘনশ্যামকান্তি নারায়ণবাহু দ্বারা যুদ্ধস্থলে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া মোহপ্রদায়িনী সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণতরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, ভয়চকিতনেত্র দেবারিগণের শরীরশোণিতাস্বাদ-পরিতৃপ্ত, মধুসূদনের হৃদয়ানন্দ-বিধায়ী সেই নন্দক নামক অসি, আমাদিগের নিত্য আনন্দের হেতু হউন ॥ ৪ ॥

কম্রাকারা মুরারেঃ করকমলতলেনানুরাগাদ্গৃহীতা
সম্যগ্বৃত্তা স্থিতাগ্রে সপদি ন সহতে দর্শনং যা পরেষাম্।
রাজন্তী দৈত্যজীবাসবমদমুদিতা লোহিতালেপনার্দ্রা
কামং দীপ্তাংশুকান্তা প্রদিশতু দয়িতেবাস্য কৌমোদকী নঃ ॥৫॥

অনুবাদ।—মুরারি, অনুরাগ সহকারে নিজ করকমলতলে যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সম্যগ্বৃত্তা (সুশীলা অথচ সুগঠিতা), অগ্রে অবস্থিতা হইয়াও যিনি ক্ষণকালের জন্যও পরপুরুষ-(পুরুষান্তর এবং শত্রু) দর্শন সহিতে পারেন না,

দৈত্যজীবন-সুরামদে আনন্দিতা (যে সুরা দৈত্যগণের জীবন, অথচ দৈত্যগণের প্রাণই যে সুরাস্থানীয়, তাহার পানজনিত মত্ততায় আনন্দিতা) লোহিতালেপনে (কুঙ্কুমলেপনে অথচ শত্রুগণের রক্তে লিপ্ত হইয়া) আর্দ্রা, দীপ্তাংশুকান্তা (উজ্জ্বল-বস্ত্রপরিধানা অথচ উজ্জ্বল কিরণে সুশোভিতা), কমনীয়াকারা শোভমানা মুরারির দয়িতা-সদৃশী সেই কৌমোদকী-নাম্নী গদা আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥

যো বিশ্বপ্রাণভূতস্তনুরপি চ হরের্যানকেতুস্বরূপো
যং সঞ্চিন্ত্যৈব সদ্যঃ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভাঃ পতন্তি ।
চঞ্চচ্চণ্ডোরু-তুণ্ড-ত্রুটিত-ফণি-বসা-রক্ত-পঙ্কাঙ্কিতাস্যং
বন্দে ছন্দোময়ং তং খগপতিমমল-স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ এবং নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপ হইয়াও তাঁহার রথের কেতুস্বরূপ, যাঁহাকে চিন্তা করিবামাত্র ভুজঙ্গরমণীগণের গর্ভ সদ্যঃ স্বয়ং পতিত হয়, প্রচণ্ড-চঞ্চল-বিশাল-তুণ্ডাঘাতে বিদীর্ণ ভুজঙ্গগণের বসারক্ত-পঙ্কে লাঞ্ছিতবদন নির্ম্মল স্বর্ণবর্ণ সেই ছন্দোময় খগরাজ সুপর্ণকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণোর্বিশ্বেশ্বরস্য প্রবরশয়নকৃৎ সর্ব্বলোকৈকধর্ত্তা
সোঽনন্তঃ সর্ব্বভূতঃ পৃথুবিমলযশাঃ সর্ব্ববেদৈশ্চ বেদ্যঃ ।
পাতা বিশ্বস্য শশ্বৎ সকলসুররিপুধ্বংসনঃ পাপহন্তা
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসাক্ষী সকলবিষভয়াৎ পাতু ভোগীশ্বরো নঃ ॥৭॥

অনুবাদ ।—বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট শয়নীয়-সম্পাদক, সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় ধারণকর্ত্তা, সর্ব্ববেদবেদ্য, বিশাল নির্ম্মল কীর্ত্তিসম্পন্ন, বিশ্বরক্ষক, বারংবার নিখিল সুরারিগণের বিনাশক, পাপহন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বস্বরূপ সেই ভুজগরাজ অনন্ত আমাদিগকে নিখিল বিষভয় হইতে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

বাগ্-ভূ-গৌর্য্যাদি-ভেদৈর্বিদুরিহ মুনয়ো যাং যদীয়ৈশ্চ পুংসাং
কারুণ্যার্দ্রৈঃ কটাক্ষৈঃ সকৃদপি পতিতৈঃ সম্পদঃ স্যুঃ সমগ্রাঃ ।
কুন্দেন্দু-স্বচ্ছমন্দ-স্মিত-মধুর-মুখাম্ভোরুহাং সুন্দরাঙ্গীং
বন্দে বন্দ্যামশেষৈরপি মুরভিদুরোমন্দিরামিন্দিরাং তাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—মুনিগণ যাঁহাকে বাগ্দেবী, ভূমি এবং গৌরী প্রভৃতি

মূর্ত্তিভেদ-সম্পন্না বলিয়া ইহ-জগতে অবগত আছেন, যদীয় করুণার্দ্র মহনীয় কটাক্ষ একবারমাত্র নিপতিত হইলেও পুরুষদিগের সমগ্র সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে, কুন্দেন্দুসুন্দর মৃদুমন্দ ঈষৎ হাস্যে মনোহর-বদনকমলা, সুন্দরাঙ্গী, অশেষজন-বন্দনীয়া মুরারিবক্ষঃস্থলবাসিনী সেই ইন্দিরা দেবীকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

যা সূতে সত্ত্বজালং সকলমপি সদা সন্নিধানেন পুংসো
ধত্তে যা তত্ত্বযোগাচ্চরমচরমিদং ভূতয়ে ভূতজাতম্ ।
ধাত্রীং স্থাত্রীং জনিত্রীং প্রকৃতিমবিকৃতিং বিশ্বশক্তিং বিধাত্রীং
বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যিনি পুরুষের (পরমাত্মার) সান্নিধ্য বশতঃ সদা নিখিল বস্তু প্রসব করেন, যিনি মহদাদি তত্ত্বযোগে এই চরাচর ভূতসমূহকে ধারণ করেন, ধাত্রী বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর বিপুলগুণময়ী প্রাণাধীশ্বরী সর্ব্ববিধানদক্ষা মাতৃস্বরূপা চিরস্থিরা সেই বিশ্বশক্তি অবিকৃতপ্রকৃতিকে সম্পদের জন্য স্তব করি ॥ ৯ ॥

যেভ্যোঽসূয়দ্ভিরুচ্চৈঃ সপদি পদমুরু ত্যজ্যতে দৈত্যবর্গৈ-
র্যেভ্যো ধর্ত্তুং চ মূর্দ্ধ্না স্পৃহয়তি সততং সর্ব্বগীর্ব্বাণবর্গঃ।
নিত্যং নির্ম্মূলয়েয়ুর্নিচিততরমমী ভক্তিনিঘ্নাত্মনাং নঃ
পদ্মাক্ষস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মদ্বয়তলনিলয়াঃ পাংসবঃ পাপপঙ্কম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—দৈত্যবর্গ যাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া হেতু অবিলম্বে নিজ নিজ স্বীয় উচ্চ মহৎ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সমস্ত দেবগণ মস্তকে ধারণ করিবার জন্য যে সকলের প্রতি সদা স্পৃহা-সম্পন্ন, পুণ্ডরীকাক্ষের চরণকমলযুগলতল-নিলীন সেই রেণুরাজি ভক্তিপরতন্ত্রচেতা আমাদিগের অতিপূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-পঙ্ককে যেন নিত্য নির্ম্মূল করেন ॥ ১০ ॥

রেখা লেখাদিবন্দ্যাশ্চরণতলগতাশ্চক্রমৎস্যাদিরূপাঃ
স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সুজাতা মৃদুললিততর-ক্ষৌম-সূত্রায়মাণাঃ।
দদ্যুর্নো মঙ্গলানি ভ্রমরপরজুষা কোমলেনাব্ধিজায়াঃ
কম্রেণাম্রেড্যমানাঃ কিসলয়-মৃদুনা পাণিনা চক্রপাণেঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—ক্ষীরোদ-সম্ভবার অলিকুল-সেবিত কিশলয়-কোমল কমনীয়-কর-সংবাহনে পুনঃ পুনঃ স্পৃষ্ট, দেবাদি-বন্দনীয়, মৃদু-ললিত-ক্ষৌম-সূত্রসদৃশ সূক্ষ্ম,

স্নিগ্ধ, সুজাত, চক্রপাণি-চরণস্থ কমনীয় চক্র-মৎস্যাদি রেখা-সমূহ যেন আমাদিগকে মঙ্গল বিতরণ করেন ॥ ১১ ॥

যস্মাদাক্রামতো দ্যাং গরুড়-মণি-শিলা-কেতু-দণ্ডায়মানা-
দাশ্চ্যোতন্তী বভাসে সুরসরিদমলা বৈজয়ন্তীব কান্তা।
ভূমিষ্ঠো যস্তথান্যো ভুবনগৃহবৃহৎ-স্তম্ভশোভাং দধৌ নঃ
পাতামেতৌ পয়োজোদরললিততলৌ পঙ্কজাক্ষস্য পাদৌ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—মরকতমণিময় ধ্বজদণ্ড সদৃশ যে চরণ স্বর্গ আক্রমণে উত্থিত হইলে, তাহা হইতে নির্ম্মলা সুরধুনী ক্ষরিত হইয়া কমনীয়া বৈজয়ন্তীর (পতাকার) ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন, আর যে অপর চরণ ভূতলব্যাপী হইয়া ভুবনমণ্ডলরূপ গৃহের স্তম্ভবৎ শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষের কমল-গর্ভ-মনোহর-তল-সম্পন্ন সেই চরণদ্বয় আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

আক্রামদ্‌ভ্যাং ত্রিলোকীমসুরসুরপতী তৎক্ষণাদেব নীতৌ
যাভ্যাং বৈরোচনীন্দ্রৌ যুগপদপি বিপৎ-সম্পদোরেকধাম।
তাভ্যাং তাম্রোদরাভ্যাং মুহুরহমজিতস্যাঞ্চিতাভ্যামুভাভ্যাং
প্রাজ্যৈশ্বর্য্যপ্রদাভ্যাং প্রণতিমুপগতঃ পাদপঙ্কেরুহাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যাহারা ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অসুররাজ বলি এবং সুররাজ ইন্দ্রকে যুগপৎ (যথাক্রমে) বিপত্তি ও সম্পত্তির একাধিকারী করিয়াছিলেন, তাম্র-তল-মনোহর প্রভূত ঐশ্বর্য্যপ্রদ সর্ব্বলোক-পূজিত সেই নারায়ণ-চরণকমলযুগলে আমি বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যেভ্যো বর্ণশ্চতুর্থশ্চরমত উদভূদাদিসর্গে প্রজানাং
সাহস্রী চাপি সংখ্যা প্রকটমভিহিতা সর্ব্ববেদেষু যেষাম্।
ব্যাপ্তা * বিশ্বম্ভরা যৈরতিবিততনোর্বিশ্বমূর্ত্তের্বিরাজো
বিষ্ণোস্তেভ্যো মহদ্ভ্যঃ সততমপি নমোঽস্ত্বঙ্ঘ্রি-পঙ্কেরুহেভ্যঃ ॥১৪॥

অনুবাদ।—প্রজাগণের আদিসৃষ্টিকালে, যে সমস্ত হইতে শেষে চতুর্থ বর্ণ উদ্ভূত, সর্ব্ববেদে যাঁহাদিগের সহস্রসংখ্যা স্পষ্টভাবে কথিত, যাঁহারা ভূমণ্ডলকে

* 'প্রাপ্তা' বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ।

ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অতি বিশালকায় বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট্ পুরুষ বিষ্ণুর সেই মহৎ শ্রীচরণকমলনিকরের উদ্দেশে আমার সতত নমস্কার ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণোঃ পাদদ্বয়াগ্রে বিমলনখরুচি * ভ্রাজিতা রাজতে যা
রাজীবস্যেব রম্যা হিমজল-কণিকালঙ্কৃতাগ্রা দলালী।
অস্মাকং বিস্ময়ার্হাণ্যখিলজন-মনঃ-প্রার্থনীয়া হি সেয়ং
দদ্যাদাদ্যানবদ্যা ততিরতিরুচিরা মঙ্গলান্যঙ্গুলীনাম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণযুগলের অগ্রভাগে, নির্ম্মল নখপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া হিমজলকণিকা-ভূষিতাগ্র রমণীয় কমলদলনিকরবৎ শোভা পাইতেছেন; অখিল-জন-মনঃ-প্রার্থনীয়, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকাশিত সেই নির্দ্দোষ অঙ্গুলিরাজি আমাদিগের বিস্ময়কর কল্যাণপরম্পরা যেন প্রদান করেন ॥ ১৫ ॥

যস্যাং দৃষ্ট্বামলায়াং প্রতিকৃতিমমরাঃ সম্ভবন্ত্যানমন্তঃ
সেন্দ্রাঃ সান্দ্রীকৃতের্ষ্যাস্ত্বপরসুরকুলাশঙ্কয়াতঙ্কবন্তঃ।
সা সদ্যঃ সাতিরেকাং সকল-সুখকরীং সম্পদং সাধয়েন্ন-
শ্চঞ্চচ্চার্ব্বংশুচক্রা চরণ-নলিনয়োশ্চক্রপাণের্নখালী ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—ইন্দ্রসমন্বিত দেবগণ প্রণাম করিবার সময়ে, নির্ম্মলতা হেতু যাহার ভিতরে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, অপর দেবতাগণের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কা হওয়ায় প্রগাঢ় ঈর্ষ্যা সহ আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়েন, মনোহর-কিরণাবলি-প্রসারিণী, চক্রপাণির পদকমলবিরাজিত সেই নখররাজি আমাদিগের সর্ব্বসুখবিধায়িনী অত্যধিক সম্পদ্ অবিলম্বে সম্পন্ন করুন ॥ ১৬ ॥

পাদাম্ভোজন্ম-সেবা-সমবনতসুর-ব্রাত-ভাস্বৎ-কিরীট-
প্রত্যুপ্তোচ্চাবচাশ্ম-প্রবরকরগণৈশ্চিত্রিতং যদ্বিভাতি।
নম্রাঙ্গাণাং হরের্নো হরিদুপল-মহাকূর্ম্ম-সৌন্দর্য্য-হারি-
চ্ছায়ং শ্রেয়ঃ-প্রদায়ি প্রপদযুগমিদং প্রাপয়েৎ পাপমন্তম্ ॥১৭॥

অনুবাদ।—চরণকমল-সেবার্থ প্রণত দেববৃন্দের উজ্জ্বল কিরীট-নিবদ্ধ বিবিধ উৎকৃষ্ট মণিময়ূখজালে বিবিধ বর্ণ ধারণ করতঃ যিনি শোভা পাইয়া থাকেন,

* 'নখ-মণি' বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

মরকতমণিময় মহাকূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সুশ্রী সুঠাম সেই শ্রেয়ঃপ্রদ শ্রীহরি-প্রপদযুগল, নম্রকায় আমাদিগের যেন পাপসমূহ বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীমত্যৌ চারুবৃত্তে করপরিমলনানন্দ-হৃষ্টে রমায়াঃ
সৌন্দর্য্যাঢ্যেন্দ্রনীলোপল-রচিত-মহাদণ্ডয়োঃ কান্তি-চোরে।
সূরীন্দ্রৈঃ স্তূয়মানে সুরকুল-সুখদে সূদিতারাতিসঙ্ঘে
জঙ্ঘে নারায়ণীয়ে মুহুরপি জয়তামস্মদংহো হরন্ত্যৌ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন, সুবৃত্ত (সুগোল) লক্ষ্মীকরকমল সম্পাদিত সংবাহন-সুখে রোমাঞ্চিত, ইন্দ্রনীল-মণিরচিত সুন্দর মহাদণ্ডযুগলের কান্তিহরণকারী, সূরিশ্রেষ্ঠগণের স্তুতিভাজন, অরাতিসঙ্ঘবিজয়ী, সুরকুলসুখদায়ী নারায়ণজঙ্ঘা-যুগল বারংবার আমাদিগের পাপহরণ করতঃ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৮ ॥

সম্যক্ সাহ্যং বিধাতুং সমমিব সততং জঙ্ঘয়োঃ খিন্নয়োর্যে
ভার-ভূতোরুদণ্ডদ্বয়ীভরণকৃতোত্তম্ভভাবং ভজেতে।
চিত্তাদর্শং নিধাতুং মহিতমিব সতাং তে সমুদ্গায়মানে
বৃত্তাকারে বিধত্তাং হৃদি মুদমজিতস্যানিশং জানুনী নঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা (উরুভারবহনে) খিন্ন জঙ্ঘাযুগলের সতত সমভাবে সম্যক্ সহায়তা করিবার জন্যই যেন উরুদণ্ডযুগলভার বহন করিয়া স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা সজ্জনগণের প্রশংসনীয় মনোদর্পণ স্থাপনের সম্পুটক তুল্য, অজিতের (নারায়ণের) সেই বৃত্তাকার জানুদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে সতত আনন্দবিধান করুন। [মণিদর্পণ বড় আকারের কৌটামধ্যে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। এখানে ভক্ত কবি, জঙ্ঘা ও উরুর মধ্যস্থিত জানুর (হাঁটুর) বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলিলেন, প্রভুর ঐ যে সুঠাম জানু, উহা জানু নহে, বড় আকারের কৌটা, উপরে তাহারাই ঢাকুনি দেখা যায়। ঐ কৌটার ভিতরে একখানি উৎকৃষ্ট গোলাকৃতি মণিদর্পণ আছে; সজ্জনগণের মনই সেই দর্পণ। ইহাই তৃতীয় চরণের ভাবার্থ] ॥১৯॥

বেধো ভীতিং বিধাতুং সপদি বিদধতো কৈটভাখ্যং মধুঞ্চা-
প্যারোপ্যারূঢ়গর্ব্বাববধিজলধি যয়োরাদিদৈত্যৌ জঘান।
বৃত্তাবন্যোন্যতুল্যৌ চতুরমুপচয়ং বিভ্রতাবভ্রনীলা-
বূরূ চারূ হরেস্তৌ মুদমতিশয়িনীং মানসে নো বিধত্তাম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—সহসা ব্রহ্মার ভীতি সম্পাদক, গর্ব্বিত আদি-দৈত্য মধু ও

কৈটভকে দেব নারায়ণ যথায় রাখিয়া জলধিমধ্যে নিহত করিয়াছিলেন, সুবৃত্ত (সুগোল) পরস্পরতুল্য উপযুক্ত উপচয়প্রাপ্ত শ্রীহরির সেই সুচারু উরুযুগল আমাদিগের হৃদয়ে অধিকতর আনন্দবিধান করুন ॥ ২০ ॥

পীতেন দ্যোততে যচ্চতুর-পরিহিতেনাম্বরেণাত্যুদারং
জাতালঙ্কার-যোগং জলমিব জলধের্বাড়বাগ্নি-প্রভাভিঃ।
এতৎ পাতিত্যদায়ো জঘনমতিঘনাদেনসো মাননীয়ং
সাতত্যেনৈব চেতো বিষয়মবতরৎ পাতু পীতাম্বরস্য ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—যিনি, নিপুণভাবে পরিহিত পীতবর্ণ অম্বর দ্বারা বাড়বাগ্নি-প্রভাভূষিত জলধিজলের ন্যায় অতি উত্তমরূপে শোভা পাইয়া থাকেন, পীতাম্বরের এই সেই মাননীয় জঘন আমাদিগের হৃদয়ে সতত উপস্থিত হইয়া পাতিত্য-প্রদ অতি নিবিড় পাপরাশি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

যস্যা দাম্না ত্রিধাম্নো জঘনকলিতয়া ভ্রাজতেঽঙ্গং যথাব্ধে-
র্মধ্যস্থো মন্দরাদ্রির্ভুজগপতি-মহাভোগ-সন্নদ্ধ-মধ্যঃ।
কাঞ্চী সা কাঞ্চনাভা মণিবর-কিরণৈরুল্লসদ্ভিঃ প্রদীপ্তা
কল্যাং কল্যাণদাত্রী মম মতিমনিশং কম্ররূপা করোতু ॥২২॥

অনুবাদ।—যদীয় দাম অর্থাৎ গোছা জঘনদেশে ধারণ করায় ত্রিধামা নারায়ণের দেহ, নাগরাজের মহাভোগে আবদ্ধ-নিতম্ব ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যস্থ মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন, উল্লসিত মণিবরকিরণজালে উদ্দীপ্ত সেই কমনীয়কান্তি কাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চী (কটিভূষণ) নিরন্তর কল্যাণদাত্রী হইয়া আমার বুদ্ধিকে নিরাময় করুন ॥ ২২ ॥

উন্নম্রং কম্রমুচ্চৈরুপচিতমুদভূদ্ যত্র পত্রৈর্বিচিত্রৈঃ
পূর্ব্বং গীর্ব্বাণ-পূজ্যং কমলজ-মধুপস্যাস্পদং তৎ পয়োজম্।
তস্মি * ন্নীলাশ্ম-নীলৈস্তরল-রুচিজলৈঃ পূরিতে কেলিবুদ্ধ্যা
নালীকাক্ষস্য নাভী-সরসি বসতু নশ্চিত্ত-হংসশ্চিরায় ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় বিচিত্র-দলপূর্ণ, কমনীয়, উন্নত, চতুরানন-মধুকরের আসন, দেবগণ-পূজ্য সেই পদ্ম, যথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, নীলকান্তমণির

---

* যস্মিন্' এই পাঠ বাণীবিলাস পুস্তকে আছে।

ন্যায় নীলবর্ণ মেখলা-মধ্যমণির কান্তি-সলিলে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীকাক্ষের সেই নাভি-সরোবরে আমাদিগের চিত্তরূপী হংস, কেলিবোধে চিরতরে বাস করুক ॥ ২৩ ॥

পাতালং যস্য নালং বলয়মপি দিশাং পত্রপংক্তির্নগেন্দ্রান্
বিদ্বাংসঃ কেসরালীর্বিদুরিহ বিপুলাং কর্ণিকাং স্বর্ণশৈলম্।
ভূয়াদ্ গায়ৎ স্বয়ম্ভূ-মধুকর-ভবনং ভূময়ং কামদং নো
নালীকং নাভি-পদ্মাকর-ভবমুরু তন্নাগশয্যস্য শৌরেঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—পাতালকে যাঁহার নাল বলিয়া, দিঙ্মণ্ডলকে দলসমূহ বলিয়া, শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতদিগকে কেসরাবলি বলিয়া এবং সুমেরু পর্ব্বতকে বিপুল কর্ণিকা বলিয়া জগতের পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন, বেদগানরত ব্রহ্মা যথায় গুঞ্জনপরায়ণ ভ্রমরবৎ নিষণ্ণ, ভুজঙ্গশয্যায় শয়ান নারায়ণের নাভিকমলসম্ভূত সেই ভূমণ্ডলরূপ মহৎপদ্ম আমাদিগের অভীষ্টসাধন করুন ॥ ২৪ ॥

আদৌ কল্পস্য যস্মাৎ প্রভবতি বিততং বিশ্বমেতদ্বিকল্পৈঃ
কল্পান্তে যস্য চান্তঃ প্রবিশতি সকলং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ।
অত্যন্তাচিন্ত্যমূর্ত্তেশ্চিরতরমজিতস্যান্তরীক্ষ-স্বরূপে
তস্মিন্নস্মাকমন্তঃকরণমতিমুদা ক্রীড়তাং ক্রোড়ভাগে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—কল্পের প্রারম্ভে এই বিকল্পপূর্ণ বিশাল বিশ্ব যাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়, আর কল্পান্তে সকল স্থাবর-জঙ্গম যাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, অত্যন্ত অচিন্ত্যমূর্ত্তি অজিতের (নারায়ণের) আকাশরূপ সেই ক্রোড়ভাগে (উদরের একাংশে) আমাদিগের অন্তঃকরণ অতি আনন্দ সহকারে চিরতরে ক্রীড়া করুক ॥ ২৫ ॥

কান্ত্যম্ভঃ পূরপূর্ণে লসদসিত-বলী-ভঙ্গ-ভাস্বত্তরঙ্গে
গম্ভীরাকারনাভী চতুরতর-মহাবর্ত্ত-শোভিন্যুদারে।
ক্রীড়ত্বানদ্ধ-হেমোদর-নহন-মহাবাড়বাগ্নিপ্রভাঢ্যে
কামং দামোদরীয়োদরসলিলনিধৌ চিত্তমৎস্যশ্চিরং নঃ ॥২৬॥

অনুবাদ।—কান্তিসলিলে পরিপূর্ণ, (মরকতমণির ন্যায়) মনোহর নীলবর্ণ ত্রিবলীতরঙ্গে শোভিত, গম্ভীরাকার অতিসুন্দর নাভিস্বরূপ বিশাল আবর্ত্তে বিরাজিত, সুবর্ণময় উদরবন্ধরূপ (উদরবৃদ্ধি নিবারণের জন্য দেশবিশেষে ব্যবহৃত

রজ্জু আকারে নির্ম্মিত অলঙ্কার উদরবন্ধ নামে কথিত) বাড়বানলপ্রভায় উদ্ভাসিত, সুচারুদর্শন, নারায়ণের উদর-রূপ-সমুদ্রে আমাদিগের চিত্ত-মৎস্য চিরকাল ক্রীড়া করুক ॥ ২৬ ॥

নাভী-নালীক-মূলাদধিক-পরিমলোন্মোহিতানামলীনাং
মালা নীলেব যান্তী স্ফুরতি রুচিমতী বক্ত্রপদ্মোন্মুখী যা।
রম্যা সা রোমরাজির্মহিতরুচিকরী মধ্যভাগস্য বিষ্ণো-
শ্চিত্তস্থা মা বিরংসীচ্চিরতরমুচিতাং সাধয়ন্তী শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।—নাভিকমল হইতে অধিক পরিমল-লোভমুগ্ধ হইয়া মুখকমলাভিমুখে উত্থিত রুচির কৃষ্ণবর্ণ-ভ্রমরপঙ্ক্তির ন্যায় যিনি শোভা পাইতেছেন, জগৎপূজিত (দেবঋষি)-গণের আকাঙ্ক্ষিত নারায়ণ-মধ্যাঙ্গ বিরাজিত সেই রমণীয় রোমাবলি আমাদিগের মনে অবস্থান করিয়া চিরতরকাল স্থায়ী উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য-সম্পাদন কার্য্য হইতে যেন বিরত না হয়েন। ভাবার্থ,—নারায়ণের নাভিস্থান হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উত্থিত যে রোমাবলি, তাহাতে কবির উৎপ্রেক্ষা এই যে, নাভিপদ্মে স্থিত অলিপুঞ্জ মুখকমলের অধিক সুগন্ধে লুব্ধ হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপরে উঠিতেছে, রোমাবলি তাহারই রূপ ॥ ২৭

সংস্তীর্ণং কৌস্তুভাংশু-প্রসর-কিসলয়ৈঃ * মুগ্ধ-মুক্তাফলাঢ্যং †
শ্রীবৎসোল্লাসি- ‡ ফুল্ল-প্রতিনব-বনমালাঙ্কি § রাজদ্ভুজান্তম্।
বক্ষঃ ¶ শ্রীবৃক্ষকান্তং ‖ মধুকর-নিকর-শ্যামলং শার্ঙ্গপাণেঃ
সংসারাধ্ব-শ্রমার্ত্তৈরুপবনমিব যৎ সেব্যতে তৎ প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—নবপল্লব সদৃশ কৌস্তুভ-মণি-কিরণ-জালে আকীর্ণ, রমণীয়

সংস্কৃত বিষমপদব্যাখ্যা।—

* কৌস্তুভাংশুপ্রসরাঃ কিসলয়ানীব। উপবনপক্ষে, প্রসরা ইব কিসলয়ানি

† মুক্তাফলানি মৌক্তিকহারঃ। উপবনপক্ষে, মুক্তা ইব ফলানি।

‡ শ্রীবৎসঃ শ্রীহরের্বক্ষোভূষণম্। উপবনপক্ষে, শ্রীঃ শোভা, বৎসা গোশিশবঃ অত্রাভ্রমন্তী-ইতি যাবৎ।

§ বনমালা অবান্তরবনশ্রেণী ইত্যুপবনপক্ষে।

¶ ভুজাবিব অন্তৌ বামদক্ষিণপ্রান্তৌ ইত্যুপবনপক্ষে।

‖ শ্রীবৃক্ষঃ অশ্বত্থঃ, লক্ষণয়া তৎপত্রগ্রহণং তদ্বৎ কান্তং, অশ্বত্থপত্রং যথা—উদ্ধতো বিস্তৃতং অধঃ ক্রমক্ষীণঞ্চ তদ্বদিতি বক্ষঃপক্ষে।

মুক্তাফল-সম্পন্ন (১) শ্রীবৎস-শোভিত (২) নব নব প্রফুল্ল বনমালা-অঙ্কিত (৩) ভুজান্ত বিরাজিত (৪) শ্রীবৃক্ষকান্ত (৫) মধুকর-নিকর-শ্যামল, (৬) যে নারায়ণ-বক্ষঃস্থলকে সংসার-কান্তার-ভ্রমণ-শ্রমার্ত্তগণ উপবনবৎ সেবা করেন, আমি তাঁহার প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২৮ ॥

কান্তং বক্ষো নিতান্তং বিদধদিব গলং কালিমা কালশত্রো-
রিন্দোর্বিম্বং যথাঙ্কো মধুপ ইব তরোর্মঞ্জরীং রাজতে যঃ।
শ্রীমান্ নিত্যং বিধেয়াদবিরলমিলিতঃ কৌস্তুভশ্রীপ্রতানৈঃ
শ্রীবৎসঃ শ্রীপতেঃ স শ্রিয় ইব দয়িতো বৎস উচ্চৈঃ শ্রিয়ং নঃ ॥২৯॥

অনুবাদ।—নীলিমা যেমন মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠদেশকে বিশেষ শোভাযুক্ত করিয়াছে, কলঙ্ক যেমন চন্দ্রবিম্বকে অধিক শোভাসম্পন্ন করিয়াছে, ভ্রমর যেমন তরুকুসুমমঞ্জরীকে অধিক শোভাযুক্ত করে, যিনি কৌস্তুভমণি-প্রভা-সমূহের সহিত নিরন্তর মিলিত থাকিয়া শ্রীপতির বক্ষঃস্থলকে সেইরূপ অধিকতর শোভান্বিত করিতেছেন, শ্রীর (সর্ব্বশোভাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর) প্রিয় পুত্রতুল্য সেই শ্রীবৎস

দুরূহ পদের অর্থ।

(১) মুক্তাফল মুক্তারচিত হার; উপবনপক্ষে, মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ ও শোভনীয় লবলী দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল-সমূহ।

(২) শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, উপবন পক্ষে, শ্রী—শোভা, ও বৎস—অজাতদন্ত গো-শিশু; শ্রীসম্পন্ন ও অজাতদন্ত গো-শিশু তথায় সোল্লাসে ছুটাছুটি করিতেছে।

(৩) বক্ষঃস্থলে প্রফুল্ল-কুসুমগ্রথিত অভিনব বনমালা দোদুল্যমান। উপবন-পক্ষে, মল্লিকাবন, যূথীবন, জাতিবন ইত্যাদি প্রফুল্ল কুসুমিত নব নব বনশ্রেণী যেন তথায় অঙ্কিত অর্থাৎ চিত্রিত রহিয়াছে।

(৪) আজানুলম্বিত ভুজযুগল, বক্ষঃস্থলকে যেন ক্রোড়ে করিয়া শোভা পাইতে-ছেন; উপবনপক্ষে, ভুজসদৃশ যে পার্শ্ব-ভাগদ্বয়, তদ্দ্বারা বিরাজিত।

(৫) শ্রীবৃক্ষ,—অশ্বত্থ, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় ঊর্দ্ধাংশে বিস্তৃত ও নিম্নভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ, এইরূপ কমনীয় আকৃতিবিশিষ্ট। অথবা শ্রী—লক্ষ্মী, বৃক্ষকান্তা—লতা; লক্ষ্মী-দেবী লতার ন্যায় যাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। উপবনপক্ষে, শ্রীবৃক্ষ—অশ্বত্থ, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষাবলির দ্বারা কমনীয়।

(৬) ভ্রমরপংক্তির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। উপবনপক্ষে, ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৮ ॥

(মণিবিশেষ, মতান্তরে রোমাবর্ত্ত, অন্যমতে ভৃগুপদচিহ্ন) আমাদিগের উচ্চ সম্পৎ সম্পাদন করুন ॥ ২৯ ॥

সম্ভূয়াম্ভোধি-মধ্যাৎ সপদি সহজয়া যঃ শ্রিয়া সন্নিধত্তে
নীলে নারায়ণোরঃস্থল-গগন-তলে হারতারোপসেব্যে।
আশাঃ সর্ব্বাঃ প্রকাশা বিদধদপি দধচ্চাত্ম-ভাসান্যতেজাং-
স্যাশ্চর্য্যস্যাকরো নো দ্যুমণিরিব মণিঃ কৌস্তুভঃ সোঽস্তু ভূত্যৈ ॥৩০॥

অনুবাদ।—যিনি সমুদ্রমধ্য হইতে (মন্থনকালে) উদ্ভূত হইয়া হার-স্বরূপ তারকামালা-মণ্ডিত নারায়ণ-বক্ষঃস্থলরূপ নীল নভস্তলে, সহজাতা লক্ষ্মীর সহিত আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, যিনি সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদিঙ্মণ্ডল-প্রকাশক ও নিজ প্রভায় অন্য তেজকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই আশ্চর্য্যাকর কৌস্তুভমণি আমাদিগের ঐশ্বর্য্যজনক হউন ॥ ৩০ ॥

যা বায়াবানুকূল্যাৎ সরতি মণিরুচা ভাসমানাসমানা
সাকং সাকম্পমংসে বসতি বিদধতী বাসুভদ্রং সুভদ্রম্।
সারং সারঙ্গসঙ্ঘৈর্ম্মুখরিতকুসুমা মেচকান্তা চ কান্তা
মালা মালালিতাস্মান্ন বিরমতু সুখৈর্যোজয়ন্তী জয়ন্তী ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার সাম্য বা উপমা অন্যত্র নাই, অনুকূল বায়ু-বহনে চঞ্চলভাবে (নারায়ণের) স্কন্ধদেশে হারমণি-কিরণসহ উজ্জ্বলমূর্ত্তিতে যিনি অবস্থিত, যিনি বাসুভদ্র অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তকে পরম মঙ্গলাস্পদ করিয়া থাকেন, যাঁহার কুসুমচয় অলিকুলে মুখরিত ও যাঁহার স্বরূপ (অলিসঙ্গে) নীলিমাপ্রাপ্ত, সেই লক্ষ্মী-লালিত জয়ন্তী অর্থাৎ বৈজয়ন্তী-নাম্নী কমনীয় মালা আমাদিগকে অবিলম্বে সুখী করিতে বিরত না হউন ॥ ৩১ ॥

সংস্কৃত টীকা।

['অসমানা' অনুপমা বায়ৌ আনুকূল্যাৎ 'সরতি' যাতি সতি 'সাকম্পং' আকম্পেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ তথা, 'মণিরুচা'—হারমণিরুচা সাকং ভাসমানা যা, অংসে শ্রীকৃষ্ণস্কন্ধদেশে বসতি, 'সারঙ্গসঙ্ঘৈঃ' ভ্রমরসমূহৈঃ, মুখরিতকুসুমা 'মেচকান্তা' শ্যামলস্বরূপা 'কান্তা' কমনীয়া চ, 'বাসুভদ্রং' বাসুর্ব্বিষ্ণুঃ তত্র ভদ্রঃ সাধুঃ বাসুভদ্রঃ বাসুঃ শ্রেষ্ঠঃ উপাস্যত্বেন প্রশস্ততমো বা যস্য স বিষ্ণুভক্ত ইত্যর্থঃ, 'সুভদ্রং' সুমঙ্গলং বিদধতী, 'মা' লক্ষ্মীঃ তয়া 'লালিতা' আদরেণ পালিতা,

সা 'জয়ন্তী' বৈজয়ন্তীমালা 'অরং' শীঘ্রং অস্মান্ সুখৈর্যোজয়ন্তী ন বিরমতু ন নিবৃত্তা ভবতু]॥ ৩১ ॥

হারস্যোরু-প্রভাভিঃ প্রতিনব-বনমালাংশুভিঃ প্রাংশুরূপৈঃ
শ্রীভিশ্চাপ্যঙ্গদানাং কবলিতরুচি যন্নিষ্কভাভিশ্চ ভাতি।
বাহুল্যেনৈব বদ্ধাঞ্জলিপুটমজিতস্যাভিয়াচামহে তদ্
বন্ধার্ত্তিং বাধতাং নো বহু-বিহৃতি-করীং বন্ধুরং বাহুমূলম্ ॥৩২॥

অনুবাদ।—হারের মহতী প্রভা, অভিনব বনমালার উচ্চদীপ্তি, কেয়ূরের আভা ও নিষ্ক-নামক স্বর্ণময় বক্ষোভূষণের দ্যুতি, যাঁহার শ্যাম কান্তিকে গ্রাস করিয়াছে; আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে বহুলভাবে প্রার্থনা করি, নারায়ণের সেই সুন্দর বাহুমূল, বহু ব্যাঘাতদায়িনী আমাদিগের ভববন্ধনবাধাকে বিনষ্ট করুন ॥ ৩২ ॥

বিশ্ব-ত্রাণৈকদীক্ষাস্তদনুগুণ-গুণ ক্ষত্র-নির্ম্মাণ-দক্ষাঃ
কর্ত্তারো দুর্নিরূপ-স্ফুটগুণ-যশসাং কর্ম্মণামদ্ভুতানাম্।
শার্ঙ্গং বাণং কৃপাণং ফলকমরিগদে পদ্ম-শঙ্খৌ সহস্রং
বিভ্রাণাঃ শস্ত্রজালং মম দধতু হরের্বাহবো মোহহানিম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা বিশ্বরক্ষায় একমাত্র ব্রতী, রক্ষাকার্য্যের অনুকূল গুণসম্পন্ন সেই ক্ষত্রিয়বর্ণের উৎপত্তি যথা হইতে হইয়াছে, অসংখ্যেয় সুপ্রকাশিত গুণকীর্ত্তির নিদান অদ্ভুত কর্ম্ম যাঁহারা করিয়াছেন, শার্ঙ্গধনু, বাণ, (নন্দক) অসি, বর্ম্ম, (সুদর্শন) চক্র, (কৌমোদকী) গদা, পদ্ম, (পাঞ্চজন্য) শঙ্খ প্রমুখ শস্ত্রসমূহধারী শ্রীহরির সহস্র বাহু আমার মোহ ধ্বংস করুন ॥ ৩৩ ॥

কণ্ঠাকল্পোদ্গতৈর্যঃ কনকময়-লসৎকুণ্ডলোত্থৈরুদারৈ-
রুদ্যোতৈঃ কৌস্তুভস্যাপ্যুরুভিরুপচিতশ্চিত্রবর্ণো বিভাতি।
কণ্ঠাশ্লেষে রমায়াঃ কর-বলয়পদৈর্মুদ্রিতে ভদ্ররূপে
বৈকুণ্ঠীয়েঽত্র কণ্ঠে বসতু মম মতিঃ কুণ্ঠভাবং বিহায় ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি, কণ্ঠভূষণ হইতে উদ্গত সুশোভিত কনক-কুণ্ডলোত্থিত উৎকৃষ্ট দ্যুতি দ্বারা, বিশেষতঃ কৌস্তুভমণির অত্যুজ্জল জ্যোতির্মণ্ডলে

সংবর্দ্ধিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছেন ; আলিঙ্গনের সময়ে লক্ষ্মী-কর-বলয়চিহ্নাঙ্কিত চারুমূর্ত্তি সেই নারায়ণ-কণ্ঠে আমার বুদ্ধি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত হউক ॥ ৩৪ ॥

পদ্মানন্দ-প্রদাতা পরিলসদরুণ-শ্রী-পরীতাগ্রভাগঃ
কালে কালে চ কম্বুপ্রবর-শশধরাপূরণে যঃ প্রবীণঃ।
বক্ত্রাকাশান্তরস্থস্তিরয়তি নিতরাং দন্ততারৌঘশোভাং
শ্রীভর্ত্তুর্দন্তবাসো-দ্যুমণিরঘতমো নাশনায়াস্ত্বসৌ নঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি পদ্মানন্দকারী (পদ্মা—লক্ষ্মী, তাঁহার আনন্দ, সূর্য্য পক্ষে পদ্মপুষ্পের প্রফুল্লতা), যাঁহার অগ্রভাগ অরুণ-শ্রীশোভিত, (ওষ্ঠ পক্ষে অগ্রভাগ-প্রান্ত ; অরুণ শ্রী, রক্ত আভা। সূর্য্যপক্ষে অগ্রভাগ সূর্য্যরথের সম্মুখভাগ, বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা, অরুণ—সূর্য্যের সারথি, বা তৎপূর্ব্বোদিত সূর্য্যকিরণ, তদীয় শ্রী—তদীয় শোভা) যিনি সময়ে সময়ে (একপক্ষে যুদ্ধ ও উৎসবসময়ে পক্ষান্তরে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত) শঙ্খরাজ-স্বরূপ চন্দ্রের আপূরণে (ওষ্ঠপক্ষে, বাদনার্থ মুখবায়ুর দ্বারা আপূরণে, সূর্য্য-পক্ষে চন্দ্রের ক্ষীণ কলাকে পূর্ণ করিতে) সুদক্ষ ; যিনি বদনাকাশাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া দন্তপংক্তিস্বরূপ নক্ষত্রাবলীর শোভা হরণ করেন, শ্রীনাথের সেই ওষ্ঠাধররূপী সূর্য্য আমাদিগের পাপরূপ অন্ধকার বিনাশের কারণ হউন। এই শ্লোকের ভাবার্থ :—সূর্য্যের কার্য্য পদ্মপুষ্পকে প্রফুল্ল করা, তাঁহার সম্মুখভাগে থাকেন অরুণদেব,—উদয়ের পূর্ব্বে সেই অরুণের দর্শন পাওয়া যায়, সূর্য্যকিরণ দ্বারাই চন্দ্রের কলা পূর্ণ হয়, চন্দ্রের যে অংশ পৃথিবীর ছায়ায় আবৃত থাকে, তাহা সূর্য্যকিরণলাভে বঞ্চিত হয়, যতটুকু ছায়ার বাহিরে থাকে, তাহাতেই সূর্য্য-কিরণপাত হয়, আর উজ্জ্বলতা লাভ করে, তিথি অনুসারে গতিভেদহেতু, চন্দ্র-কলার আবরণে ন্যূনাধিক্য হয়। সূর্য্য আকাশমণ্ডলে যে স্থানে প্রকাশিত থাকেন, তথায় নক্ষত্রপ্রভা তিরোহিত হয়, এই সকল ভাব সূর্য্যের ন্যায় নারায়ণের ওষ্ঠা-ধরে আছে, তাই তাঁহাকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—ওষ্ঠাধরের প্রান্ত-ভাগ অত্যন্ত অরুণবর্ণ, উহাই অরুণোদয়ের সহিত সমীকৃত, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধবল-তায় চন্দ্রতুল্য, মুখাভ্যন্তরস্থ বায়ুযোগে তাঁহাকেও পূর্ণ করিতে হয়, সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের পূরণে ওষ্ঠাধর প্রত্যক্ষ হেতু, আর এই ওষ্ঠাধরই মুখবিবরে থাকিয়া দন্তা-বলীকে আবৃত রাখিয়াছে, (বিবর আকাশ ব্যতীত কিছুই নহে) শুভ্রদন্তাবলী

তারকাপঙ্ক্তির ন্যায়। এই রূপকে নারায়ণের ওষ্ঠাধরকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিকটে পাপান্ধকার ধ্বংসের প্রার্থনা বড়ই শোভন ॥ ৩৫ ॥

নিত্যং স্নেহাতিরেকান্নিজকমিতুরলং বিপ্রযোগাক্ষমা যা
বক্ত্রেন্দোরন্তরালে কৃতবসতিরিবাভাতি নক্ষত্ররাজিঃ।
লক্ষ্মীকান্তস্য কান্তাকৃতিরতিবিলসন্ মুগ্ধমুক্তাবলিশ্রী-
র্দন্তালী সন্ততং সা নতি-নুতি-নিরতানক্ষতান্ রক্ষতান্নঃ ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।—প্রেমের আতিশয্যে নিজ কান্তের (চন্দ্রের) দীর্ঘ বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন নারায়ণ-মুখচন্দ্রের অভ্যন্তরে সদা অবস্থিত নক্ষত্র-রাজির ন্যায় যাঁহারা শোভা পাইয়া থাকেন, সুবিন্যস্ত সুন্দর মুক্তাপঙ্ক্তি-শোভনা লক্ষ্মীকান্তের সেই দশনপঙ্ক্তি সদা স্তুতিনতিপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং যেন আমরা অক্ষত থাকি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যজিহ্মাং মতিমপি কুরুষে দেব সম্ভাবয়ে ত্বাং
শম্ভো শক্র ত্রিলোকীমবসি কিমমরৈর্নারদাদ্যাঃ সুখং বঃ।
ইত্থং সেবাবনম্রং সুর-মুনি-নিকরং বীক্ষ্য বিষ্ণোঃ প্রসন্ন-
স্যাস্যেন্দোরাস্রবন্তী বর বচন-সুধাহ্লাদয়েন্ মানসং নঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।—"হে ব্রহ্মন্! বেদে অবক্র বুদ্ধি রাখিয়াছ ত? হে দেব শম্ভো! আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। হে ইন্দ্র! দেবগণ-সহযোগে ত্রৈলোক্য রক্ষায় রত আছ ত? নারদাদি মুনিগণ! তোমরা সুখে আছ ত?" সেবা বিনম্র দেবতা ও মুনিগণকে অবলোকন করিয়া নারায়ণের প্রসন্ন মুখচন্দ্র-নিঃসৃত (পূর্ব্বোক্ত) উৎকৃষ্ট বচনামৃত যেন আমাদিগের হৃদয়কে আপ্যায়িত করেন ॥ ৩৭ ॥

কর্ণস্থ-স্বর্ণ-কম্রোজ্জ্বল-মকর-মহাকুণ্ডল-প্রোতদীপ্যন্
মাণিক্যশ্রীপ্রতানৈঃ পরিমিলিতমলি-শ্যামলং কোমলং যৎ।
প্রোদ্যৎসূর্য্যাংশুরাজন্-মরকত-মুকুরাকারচোরং মুরারে-
র্গাঢ়ামাগামিনীং নঃ শময়তু বিপদং গণ্ডয়োর্মণ্ডলং তৎ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।—নারায়ণের ভ্রমর-কৃষ্ণ কোমল গণ্ডমণ্ডল, কর্ণস্থিত সুবর্ণ-ময় উজ্জ্বল কমনীয় মকরাকৃতি মহাকুণ্ডলনিবদ্ধ প্রদীপ্ত মাণিক্য-প্রভাপুঞ্জে

সম্মিলিত হইয়া, যিনি উদীয়মান সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত মরকতমণিদর্পণের আকার অপহরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের আগামিনী গাঢ় বিপদ শমিত করুন ॥ ৩৮ ॥

বক্ত্রাম্ভোজে লসন্তং মুহুরধরমণিং পক্কবিম্বাভিরামং
দৃষ্ট্বা দংষ্টুং * শুকস্য স্ফুটমবতরতস্তুণ্ডদণ্ডায়তে যঃ।
ঘোণঃ শোণীকৃতঃ স † শ্রবণযুগলসৎকুণ্ডলোত্থৈর্মুরারেঃ
প্রাণাখ্যস্যানিলস্য প্রসরণসরণিঃ প্রাণদানায় নঃ স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রোত্রযুগল-বিরাজিত মণিকুণ্ডলকিরণপাতে অরুণবর্ণ হওয়াতে, (নারায়ণের) মুখকমলবিরাজিত পক্ক-বিম্ব-রমণীয় অধরমণি দর্শন করিয়া দংশনার্থ অবতীর্ণ শুক পক্ষীর তুণ্ড-দণ্ড অর্থাৎ চঞ্চুপুটের সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারায়ণের প্রাণানিলসঞ্চারণমার্গ সেই নাসিকা আমাদিগের প্রাণদানের হেতু হউন ॥ ৩৯ ॥

দিক্‌কালৌ বেদয়ন্তৌ জগতি মুহুরিমৌ সঞ্চরন্তৌ রবীন্দূ
ত্রৈলোক্যালোক-দীপাবভিদধতি যয়োরেব রূপং মুনীন্দ্রাঃ।
অস্মানজপ্রভে তে প্রচুরতরকৃপানির্ভরং প্রেক্ষমাণে
পাতামাতাম্রশুক্লা সিতরুচিরুচিরে পদ্মনেত্রস্য নেত্রে ॥৪০॥

অনুবাদ।—ত্রৈলোক্যদর্শন দীপ, দিক্‌-কাল-পরিজ্ঞাপক সূর্য্য ও চন্দ্রকে যদীয় রূপ বলিয়া মুনীন্দ্রগণ নির্দ্দেশ করেন, পুণ্ডরীকাক্ষের আতাম্র-কৃষ্ণ-শুভ্রবর্ণে (প্রান্তে আতাম্র, তারকায় কৃষ্ণ এবং তৎপার্শ্বে শুভ্রবর্ণ) মনোহর সেই নয়নযুগল, প্রচুরতর কৃপাপূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করতঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪০ ॥

পাতাৎ পাতালপাতাৎ পতগপতিগতের্ভ্রূযুগং ভুগ্নমধ্যং
যেনেষচ্চালিতেন স্বপদনিয়মিতাঃ সাসুরা দেবসঙ্ঘাঃ।
নৃত্যল্লালাটরঙ্গে রজনিকরতনোরর্দ্ধখণ্ডাবদাতে
কালব্যালদ্বয়ং বা বিলসতি সময়া বালিকা মাতরং ‡ নঃ ॥৪১॥

অনুবাদ।—যাঁহার ঈষৎ সঞ্চালনে অসুর ও দেবগণ স্ব স্ব পদে স্থির

---

* "দ্রষ্টুং" এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে।
† "শোণীকৃতাত্মা" এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে।
‡ 'মাত্তরং' পাঠ সঙ্গত।

থাকেন, যিনি চন্দ্রবিম্বের অর্দ্ধখণ্ডাকার নির্ম্মল ললাটরঙ্গে নৃত্যরত (বলিয়াই যেন) ভ্রূমধ্য, এবং যিনি কৃষ্ণসর্পযুগলের ন্যায় অথবা মাতৃসমীপে বালিকার ন্যায় শোভা পাইতেছেন, গরুড়বাহন নারায়ণের সেই ভ্রূযুগল আমাদিগকে পাতালপাত অর্থাৎ অধঃপাত হইতে রক্ষা করুন। আংশিক ভাবার্থঃ—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারায়ণ-ললাটে ভ্রমরকৃষ্ণ ধনুরাকৃতি ভ্রূযুগলও ভ্রমরকৃষ্ণ, আকারে ও বর্ণে ললাটের সহিত ভ্রূযুগলের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ এই ললাট, ক্ষুদ্র ভ্রূযুগলকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ললাটকে মাতা ও ভ্রূকে বালিকা বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। গরুড় নাগলোকের অন্তকস্বরূপ; পাতাল—নাগলোক; এখানে 'গরুড়-বাহনের ভ্রূযুগল' এইরূপ নির্দ্দেশ করায় তাঁহার যে পাতালের উপর অসীম প্রভাব, তাহা সূচিত, অতএব পাতালপাত হইতে রক্ষা তাঁহার কার্য্য, আর কৃষ্ণ-ভুজঙ্গের সহিত তুলনা করায় নাগলোকে ভ্রূযুগের গার্হস্থ্য সূচিত, গৃহস্বামী গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহিরের ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই রীতিতে অন্য ব্যক্তির পাতাল-পাতে বা পাতালপ্রবেশে বাধা দিতে ভুজঙ্গের অধিকার আছে, কারণ, সে পাতালবাসী; অতএব এইরূপ প্রার্থনাবাক্যটি বড়ই শোভন হইয়াছে।

বিশেষ স্থলের সংস্কৃত টীকা।

মাতরং সময়া মাতুরন্তিকে বালিকা 'বা' বিলসতীতি পদদ্বয়মত্রাপ্যন্বেতি দেহলীদীপন্যায়াৎ। বা কার ইবার্থে, অত্র তদাবৃত্ত্যা বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বার্থঃ স্বীকার্য্যঃ। ভ্রূযুগমিত্যেকবচনানুরোধাৎ বালিকেত্যেকবচনং, প্রয়োগসাধুত্বায়, অত্র তদর্থো ন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু বালিকাত্বেন বালিকাদ্বয়স্য গ্রহণমথবা ভ্রূযুগস্যৈবৈকবালিকারূপেণ গ্রহণম্। অত্র 'বালিকামান্তরং নঃ' ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। অস্যার্থঃ—আলিকামং সেতুকামং অন্তরং অন্তরাত্মানং সময়া বা আসন্নাদেব পাতালপাতাৎ পাতালপতনাৎ পাতাদ্ রক্ষতু।

এই পাঠান্তরের অনুবাদ।

আমাদিগের অন্তর সেতু কামনা করিতেছে, আমাদিগকে আসন্নতর পাতাল-পতন হইতে (ভ্রূযুগল) রক্ষা করুন। ভাবার্থ এই—ভবসমুদ্রের সেতু কামনা যাহার আছে, সেই আমার অন্তরাত্মা সেতুলাভের পরিবর্ত্তে অচিরেই পাতালে পতিত হইবে, অতএব তাহাকে রক্ষা করুন॥ ৪১॥

লক্ষ্মাকারালকালি-স্ফুরদলিক-শশাঙ্কার্দ্ধসন্দর্শ-মীলন্-
নেত্রাম্ভোজ-প্রবোধোৎসুক-নিভৃততরালীনভৃঙ্গচ্ছটাভে।
লক্ষ্মীনাথস্য লক্ষ্যীকৃত-বিবুধগণাপাঙ্গ-বাণাসনার্দ্ধ-
চ্ছায়ে নো ভূরি-ভূতি-প্রসবকুশলতে ভ্রূলতে পালয়েতাম্ ॥৪২॥

অনুবাদ।—অলকাবলি (ঝাঁপ্‌টা চুল) যাঁহার কলঙ্ক আকারে প্রতীয়মান, সেই ললাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রদর্শনে মুদিত নয়ন-কমলের প্রবোধসময়ের অপেক্ষায় অতি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ভ্রমরকুলের সাদৃশ্য যথায় বর্ত্তমান, লক্ষ্যীকৃত-দেবসংহতির অপাঙ্গ-চাপার্দ্ধ-সমাকৃতি *, প্রভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পাদন-কুশল, লক্ষ্মীকান্তের সেই দুই ভ্রূলতা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

রূক্ষ-স্মারেক্ষু-চাপচ্যুতশর-নিকর-ক্ষীণ-লক্ষ্মী-কটাক্ষ-
প্রোৎফুল্লৎ-পদ্মমালা-বিলসিত-মহিত-স্ফাটিকৈশানলিঙ্গম্।
ভূয়াদ্ ভূয়ো বিভূত্যৈ মম ভুবনপতের্ভ্রূলতাদ্বন্দ্বমধ্যা-
দুত্থং তৎ পুণ্ড্রমূর্দ্ধ্বং জনিমরণতমঃখণ্ডনং মণ্ডনঞ্চ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।—কামদেবের ইক্ষুদণ্ড-চাপ-নিঃসৃত রূক্ষ-শরনিকরসম্পাতে ক্ষীণ (হইলেও) লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মমালার অর্পণে পূজিত, স্ফাটিক শিবলিঙ্গাকৃতি যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ভুবনপতি নারায়ণের ভ্রূযুগলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে, তিনি আমার বহুতর বিভূতির নিমিত্ত অলঙ্কারস্বরূপ হউন, এবং আমার জন্মমরণ-ধ্বান্ত বিনাশ করুন।

[এই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শ্বেতবর্ণ, মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর রক্তবর্ণরেখাচিহ্ন আছে। মধ্যে স্থূল, ঊর্দ্ধে তদপেক্ষা ক্ষীণ। বিষ্ণুভক্ত কবি নিজেও এইরূপ তিলকধারণের প্রার্থনা করিতেছেন। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, সেই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ও পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রথম চরণ দর্শনে বিবেচনা হয়,—এই পাদাদি কেশান্ত স্তোত্র, মহারাষ্ট্র দেশের সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুরঙ্গ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনে রচিত; কারণ, সেই মূর্ত্তির মস্তকে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ আছেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের ঊর্দ্ধে অন্তিমস্থানে সেই শিবলিঙ্গ বলিয়া

---

* অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত ও অনঙ্গ। দেবসংহতি—দেবগণ, নারায়ণের অপাঙ্গ লক্ষ্য, তাঁহার কৃপাকটাক্ষের দেবতারা অধিকারী, সুতরাং নারায়ণের ভ্রূ সেই অপাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং ভ্রূলতার আকৃতি ধনুকের অর্দ্ধাংশের ন্যায়;—ইহা এক অর্থ অপর অর্থ, সমস্ত দেবগণই যাঁহার বাণের লক্ষ্য, সেই অনঙ্গদেবের মোহন ধনুর অর্দ্ধভাগের ন্যায় ভ্রূলতার আকৃতি।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমার্দ্ধের ভাবার্থ নিম্নলিখিতরূপ হইবে।—মদনশরাঘাতে ক্ষীণ শিবলিঙ্গ বিষ্ণুমস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিন্যাসসময়ে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি পদ্মমালা আকারে তাহাতে নিপতিত এবং তাহাতেই তিনি অর্চ্চিত হইয়াছেন। মদনশরাঘাতে ক্ষীণতাই শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্রতার কারণ, এবং ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হইতেই বিন্যাসকারিণী লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভে তিনি সুস্থ হইয়াছেন। ইহাই কবির উৎপ্রেক্ষা] ৪৩ ॥

পীঠীভূতালকান্তে * কৃতমুকুট-মহাদেবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠে
লালাটে নাট্যরঙ্গে বিকটতরতটে কৈটভারেশ্চিরায়।
প্রোদ্ঘাট্যৈবাত্মতন্ত্রী-প্রকটপটকুটীং প্রস্ফুরন্তী স্ফুটাঙ্গং
পটীয়ং ভাবনাখ্যাং চটুলমতিনটী নাটিকাং নাটয়েন্নঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ।—যথায় অলকাগ্রভাগ পীঠস্বরূপ, ও মুকুটরূপী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, কৈটভসূদনের সেই অতিসুন্দর ললাটতলস্বরূপ নাট্যরঙ্গক্ষেত্রে আত্ম-বিষয়ে অজ্ঞানরূপ পটগৃহ উদ্ঘাটন করিয়া সুব্যক্তাবয়বে আবির্ভূতা নিপুণা এই চঞ্চল বুদ্ধিরূপা নটী, ভাবনানাম্নী (ধ্যানরূপা) নাটিকা আমাদের সমীপে অভিনয় করুন।

[বিশেষ বক্তব্য, পূর্ব্ব-শ্লোকের ন্যায় এ স্থানেও পাণ্ডুরঙ্গ-মূর্ত্তির চিত্র পরিস্ফুট, মুকুটস্থানে শিবলিঙ্গ, কাজেই অলকান্ত তাঁহার পীঠ, সপীঠ শিবলিঙ্গ ললাটেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় চরণে "নাট্যরঙ্গ" শব্দ "পাণ্ডুরঙ্গ" নামের স্মারক।] ॥ ৪৪ ॥

মালালীবালিধাম্নঃ কুবলয় কলিতা শ্রীপতেঃ কুন্তলালী
কালিন্দ্যারুহ্য মূর্দ্ধ্নো গলতি হরশিরঃ-স্বর্ধুনীস্পর্দ্ধয়া নু।
রাহুর্ব্বা যাতি বক্তুং সকলশশিকলা-ভ্রান্তিলোলান্তরাত্মা
লোকৈরালোক্যতে যা প্রদিশতু সততং সাখিলং মঙ্গলং নঃ॥৪৫॥

অনুবাদ।—ইহা কি ভ্রমরকুলের আভা—বহুমালাকারে সজ্জিত, (ইহা কি ভ্রমরবাসস্থানের শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন সজ্জে বিন্যাস) কিংবা যমুনা, শিব-মস্তক ও গঙ্গার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া (নারায়ণের) মস্তকে আরোহণ করিয়া তথা হইতে ক্ষরিত হইতেছেন, অথবা পূর্ণ শশধর ও শশিখণ্ড ভ্রমে (ললাট দর্শনে

* "পীঠীভূতালকান্তঃ" ইহা বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকপাঠ।

শশিখণ্ড ভ্রম) লুব্ধ হইয়া রাহু মুখমণ্ডলের প্রতি ধাবিত হইতেছে—লোকে এই-রূপ (বিতর্ক সহ) শ্রীপতির যে কুবলয়শোভিত কেশপাশকে অবলোকন করে, তিনি আমাদিগকে সদা অখিল কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ৪৫ ॥

সুপ্তাকারাঃ প্রসুপ্তে ভগবতি বিবুধৈরপ্যদৃষ্টস্বরূপা
ব্যাপ্তব্যোমান্তরালাস্তরল-মণিরুচা রঞ্জিতাঃ স্পষ্টভাসঃ।
দেহচ্ছায়োদ্গমাভা রিপু-বপুরগুরু-প্লোষ-রোষাগ্নি-ধূমাঃ *
কেশাঃ কেশিদ্বিষো নো বিদধতু বিপুলক্লেশপাশপ্রণাশম্ ॥৪৬॥

অনুবাদ।—যখন ভগবান্ প্রসুপ্ত থাকেন, তখন (প্রলয়াবস্থায়) দেবগণও যাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না, যাঁহারা আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত; হারমধ্যমণি-প্রভায় রঞ্জিত স্পষ্টপ্রকাশ ও সুররিপুশরীররূপী অগুরুবন-দাহক রোষানলের ধূমস্বরূপ; কেশিহন্তা নারায়ণের উদ্ভাসিত কলেবর-কান্তি সদৃশ (জলদকৃষ্ণ) সেই কেশসমূহ আমাদিগের বিপুল ক্লেশবন্ধন বিনষ্ট করুন ॥৪৬॥

যত্র প্রত্যুপ্ত-রত্ন-প্রবর-পরিলসদ্-ভূরি-রোচিষ্প্রতান-
স্ফূর্ত্ত্যাং মূর্ত্তির্মুরারের্দ্যুমণি-শত-চিতব্যোমবদ্ দুর্নিরীক্ষ্যা।
কুর্ব্বৎ পারে পয়োধি-জ্বলদকৃশ-শিখা-ভাস্বদৌর্বাগ্নিশঙ্কাং
শশ্বন্নঃ শর্ম্ম দিশ্যাৎ কলিকলুষতমঃপাটনং তৎ কিরীটম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।—যদীয় উৎকৃষ্ট রত্ন-রাজি-নিঃসৃত প্রভামণ্ডলস্ফুরণে, মুরারির মূর্ত্তি শত-সূর্য্য-সমুদ্ভাসিত গগনতলের ন্যায় দুর্দ্দর্শ হইয়া থাকেন, সমুদ্রপারে প্রজ্বলিত বিপুল শিখাভাস্বর বাড়বানল-শঙ্কা-সম্পাদনকারী কলিকলুষান্ধকার-বিধ্বংসী সেই (মুরারি-) কিরীট, আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা যদন্তস্ত্রিভুবনগুরুরপ্যব্দকোটীরনেকাঃ
গন্তুং নান্তং সমর্থো ভ্রমর ইব পুনর্নাভিনালীকনালাৎ।
উন্মজ্জন্নূর্জিতশ্রীস্ত্রিভুবনমবরং † নির্ম্মমে তৎ সদৃক্ষং
দেহাম্ভোধিঃ স দেয়ান্নিরবধিরমৃতং দৈত্যবিদ্বেষিণো নঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ।—ত্রিভুবনগুরু উর্জ্জিতশ্রী ব্রহ্মাও যাঁহার অভ্যন্তরে বহু

* 'ধূমাঃ' এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে।
† 'মপরং' বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ।

কোটি বৎসর ভ্রমণ করিয়াও অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন নাভিকমলনাল হইতে ভ্রমরবৎ উন্মগ্ন হইয়া তাহার অনুকরণে ক্ষুদ্র ত্রিভুবন নির্ম্মাণ করেন, দৈত্যারি নারায়ণের সেই অবধিহীন দেহ-সমুদ্র আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন ॥ ৪৮ ॥

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরহরিণপতির্বামনো জামদগ্ন্যঃ
কাকুৎস্থঃ কংসঘাতী মনসিজবিজয়ী যশ্চ কল্কির্ভবিষ্যন্।
বিষ্ণোরংশাবতারা ভুবনহিতকরা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থাঃ
পায়াসুর্মাং ত এতে গুরুতর-করুণাভারখিন্নাশয়া যে ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ।—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য-রাম, কাকুৎস্থ রাম, কংসঘাতী, মারজিৎ (বুদ্ধ) আর যিনি ভবিষ্যৎ অবতার কল্কি,—ইঁহারা বিষ্ণুর ভুবনহিতকর, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অংশাবতার * গুরুতর করুণাভারখিন্ন-চেতা এই সেই ইঁহারা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

যস্মাদ্ বাচো নিবৃত্তাঃ সমমপি মনসা লক্ষণামীক্ষমাণাঃ
স্বার্থালাভাৎ পরার্থব্যপগম-কথন-শ্লাঘিনো বেদ-বাদাঃ।
নিত্যানন্দং স্বসংবিন্নিরবধি বিমলস্বান্ত-সংক্রান্ত-বিম্ব-
চ্ছায়াপত্যাপি নিত্যং সুখয়তি যমিনো যত্তদব্যান্ মহো নঃ ॥৫০॥

অনুবাদ।—লক্ষণা পর্য্যালোচনা করত যাঁহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনও (নিবৃত্ত হইয়াছে), বেদবাক্য স্বার্থকে লাভ না করাতে পরার্থ-নিবৃত্তিকথন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন; যিনি নিরবধি নিত্যানন্দ ও স্বপ্রকাশ,—নির্ম্মল চিত্তে প্রতিফলিত বিম্বস্বরূপ স্বকীয় ছায়াপাতে যিনি যম-পরায়ণদিগকে সুখী করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

[দুরূহ অংশের ভাবার্থ,—"যাঁহার আকার আছে বা গুণ বা কর্ম্ম আছে, কথা দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝান যাইতে পারে,—ঘট পট পশু পক্ষী মানব—এ সকলেরই বিশেষ বিশেষ আকারাদি থাকায় সেই সব অনুসন্ধান করিয়া কথায় তাহার লক্ষণ হয়,—লক্ষণ করিবার পূর্ব্বে মনের দ্বারাও তাহাকে বুঝা যায়, আকাশের আকার না থাকিলেও শব্দগুণ ও অনাবরণতা এই সব লক্ষণ দ্বারা আকাশ বাক্য ও মনের আয়ত্তে থাকে,—কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশের ভাষা নাই, মনও তথায় পৌঁছিতে পারে না, তাই বেদ বলিয়াছেন, শরীর ব্রহ্ম নহে,

* দশাবতারস্তোত্রে এতৎসম্বন্ধে কিছু কথিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ম নহে, বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে—সমস্ত জড় পদার্থ হইতে তিনি ভিন্ন, ইহাকেই "তন্ন' 'তন্ন' করা বলে,—যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য, ব্রহ্ম যে তাহা নহেন, এইটুকু বলিবার অধিকারেই বেদ শ্লাঘান্বিত, এমন কোন পদ কি বাক্য নাই—যাহার সাক্ষাৎ অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে। এইরূপ তিনি মনেরও গম্য নহেন" এই ভাবটাই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে] ॥ ৫০ ॥

আপাদাদা চ শীর্ষাদ্ বপুরিদমনঘং বৈষ্ণবং যঃ স্বচিত্তে
ধত্তে নিত্যং নিরস্তাখিলকলিকলুষে সন্ততান্তঃপ্রমোদম্।
জুহ্বজ্জিহ্বাকৃশানৌ হরিচরিত-হবিঃ-স্তোত্র-মন্ত্রানুপাঠৈ-
স্তৎপাদাম্ভোরুহাভ্যাং সততমপি নমস্কুর্ম্মহে নির্ম্মলাভ্যাম্ ॥৫১॥

অনুবাদ।—যিনি এই স্তোত্রমন্ত্র পাঠ করতঃ জিহ্বারূপ অনলে হরিচরিতানুবাদস্বরূপ হব্য অর্পণ পূর্ব্বক পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণুর এই সততানন্দপ্রবাহজনক নির্ম্মলমূর্ত্তি, নিহত-নিখিল-কলি-কলুষ-শুদ্ধ নিজ চিত্তে ধারণ করেন, আমরা তদীয় নির্ম্মল চরণকমলযুগলে সদা প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥

মোদাৎ পাদাদি কেশস্তুতিমিতি রচিতাং কীর্ত্তয়িত্বা ত্রিধাম্নঃ
পাদাব্জ-দ্বন্দ্বসেবা-সময়নতমতির্মস্তকে না নমেদ্‌যঃ।
উন্মুচ্যৈবাত্মনৈনো-নিচয়কবচকং পঞ্চতামেত্য ভানো-
র্বিম্বান্তর্গোচরং স প্রবিশতি পরমানন্দমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্রং
সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—ত্রিধামা বিষ্ণুর পাদাদি কেশ পর্য্যন্ত বিষয় বিরচিত এই শ্রীচরণকমলযুগলসেবাসময়ে ভক্তিনম্রবুদ্ধি সহকারে কীর্ত্তন করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিবেন, তিনি স্বয়ং পাপরাশিময় বর্ম্ম উন্মোচন পূর্ব্বক মৃত্যুর পরে সূর্য্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী আত্মস্বরূপ পরমানন্দে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

দশাবতার-স্তোত্র।

চলল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীন- * স্ফুরন্নক্রচক্রাতিবক্ত্রাম্বুলীনঃ।
হতো যেন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাসুদেবঃ ॥১॥

অনুবাদ।—যিনি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাসঙ্কুল মকরকুম্ভীরাদি-জলচরসমূহের মুখব্যাদানযুক্ত সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শঙ্খাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই বসুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

ধরা নির্জ্জরারাতি-ভারাদপারা-
দকূপারনীরাতুরাধঃপতন্তী।
ধৃতা কূর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্টাৎ,
স দেবো মুদে বোঽস্তু শেষাঙ্গশায়ী † ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—বসুমতী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া সাগরজল-প্লাবনে অধোগামিনী হইলে, যিনি কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বসুমতীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন ॥ ২ ॥

উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা,
স্থিতা তস্য ষট্‌ কেতকাগ্রে ষড়ঙ্ঘ্রেঃ।
তনোতি শ্রিয়ং স শ্রিয়ং নস্তনোতু,
প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—(যাঁহার) উচ্চ দশনাগ্রে অবস্থিতা সপর্ব্বতা পৃথিবী, কেতকীকুসুমাগ্রে অবস্থিত ষট্‌পদের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কেতক-কুসুমস্থ ষট্‌পদের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীবরাহাবতার প্রভু মুরারি আমাদিগের শ্রী সম্পাদন করুন ॥ ৩ ॥

* 'কল্লোলিনীশ' ইতি পাঠান্তর।
† শেষাঙ্কশায়ী—পাঠান্তর।

উরোদারআরম্ভসংরম্ভিণো যো *

রমাসম্ভ্রমাভঙ্গুরাগ্রৈর্নখাগ্রৈঃ।

স্বভক্তাতিভক্ত্যাবিভক্ত্যা- † সদারু-

ণ্যঘৌঘং সদা বঃ স হিংস্যান্নৃসিংহঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আদিবৈরী (হিরণ্যকশিপুর) আঘাতে বিভক্ত দারুস্তম্ভে স্বভক্ত প্রহ্লাদের অতিভক্তিবলে প্রকাশিত হইয়া যিনি লক্ষ্মীদেবীর ভীতিপ্রদ অভঙ্গুরাগ্র প্রখর নখাঘাতে (সেই আদিবৈরীর) বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহ তোমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন ॥ ৪ ॥

ছলাদাকলয্য ত্রিলোকীং বলীনাং ‡

বলিং যো ববন্ধ ত্রিলোকী-বলীনাম্ §।

তনুত্বং দধানাং তনুং সন্দধানো,

বিমোহং মনো বামনো বঃ স মৃজ্যাৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি ত্রিলোকবিলয়স্থান (ত্রিলোক্যা বলীনম্ অবলয়ো যত্র তাম্) নিজ দেহ খর্ব্বরূপে পরিণত করিয়া (ত্রিপাদভূমি) উপহারচ্ছলে ত্রৈলোক্য গ্রহণ করত বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামন তোমাদিগের মনকে মোহমুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াসৃক্-প্রপান-প্রমত্ত-প্রনৃত্যৎ-পিশাচ-প্রগীত-প্রতাপঃ।

ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ॥৬॥

অনুবাদ।—যিনি সমগ্র পৃথিবীকে ব্রহ্মত্রা করিয়াছিলেন, নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধিরপানমত্ত নৃত্যপরায়ণ পিশাচগণ যাঁহার প্রতাপ কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই পরশুরাম তোমাদিগের চিত্তে বিহার করুন ॥ ৬ ॥

নতগ্রীব-সুগ্রীব-সাম্রাজ্য-হেতুর্দশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ।

ধনুর্যেন ভগ্নং মহৎ কামহন্তুঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হন্তু ॥৭॥

অনুবাদ।—যিনি নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন,

---

* 'সংরম্ভিণোঽসৌ'—পাঠান্তর।

† ভিবাক্তেন পাঠে ছন্দোভঙ্গ।

‡ 'বলীয়াম্' ইতি পাঠান্তর।

§ ত্রিলোকী বলীনাং ইতি পাঠান্তর।

যিনি রাবণকুল-সংহারে ধূমকেতুস্বরূপ ও মদনমথনের মহাধনুর্ভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমার পাপরাশি বিনষ্ট করুন ॥ ৭ ॥

ঘনাদ্ গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গো-বর্দ্ধনেন।
হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥৮॥

অনুবাদ।—যিনি গোপালরূপে স্বীয় প্রতাপে গোবর্দ্ধন-গিরি দ্বারা মেঘজালবর্ষণে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, চক্রধর পৌণ্ড্রকবাসুদেবকে যিনি সমরে নিহত করিয়াছিলেন, সর্পাকৃতি অঘাসুরকে যিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পদাঘাতে যিনি শকট ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই চক্রী আমাদিগকে রক্ষা করুন। (এখানে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে কীর্ত্তিত।) অথবা যিনি গোপনন্দন বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রধান তেজঃস্থান অর্থাৎ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় গিরি গোবর্দ্ধন দ্বারা মেঘজাল হইতে গোধন রক্ষা প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন, সেই চক্রী (বলরামরূপী) নারায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (এইপ্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয়) ॥ ৮ ॥

ধরা-বদ্ধপদ্মাসন-স্থাঙ্ঘ্রি যষ্টির্নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্ত্তী, স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নশ্চিত্তবর্ত্তী॥৯॥

অনুবাদ।—যিনি ভূতলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করতঃ উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববোধপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব, আমাদিগের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন ॥ ৯ ॥

দুরাচার-সংসারসংহারকারী, ভবত্যশ্বচারঃ কৃপাণপ্রহারী।
মুরারির্দ্দশাকারধারী হ্যকল্কী, করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ স কল্কী॥১০॥

ইতি দশাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যিনি অশ্বোপরি সমারূঢ় হইয়া স্বীয় করে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক দুর্বৃত্তগণপূর্ণ সংসার সংহার করিয়া থাকেন, দশরূপধারী মুরারি সেই বিশুদ্ধ-চরিত্র কল্কিরূপে তোমাদিগের ষড়্রিপু ক্ষয় করুন্ ॥ ১০ ॥

দশাবতার-স্তোত্র সমাপ্ত।

আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক।

প্রহ্লাদ ! প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র,—মে দর্শয়,
স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ।
বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎসল্যমাবেদয়-
ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—"হে প্রহ্লাদ ! তুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে আমায় দেখাও।" হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি স্তম্ভমধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং আশু স্বীয় তীক্ষ্ণ নখাগ্র দ্বারা দৈত্যপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং (নিজভক্তের প্রতি) বাৎসল্যভাব প্রদর্শন-করত আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১ ॥

শ্রীরামাব বিভীষণোঽয়মধুনা হ্যার্ত্তো ভয়াদাগতঃ,
সুগ্রীবানয় পালয়েয়মধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্।
এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-
বার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—(একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিলেন, "শ্রীরাম ! বিভীষণ নিতান্ত আর্ত্ত ও ভীত হইয়া আপনার শরণগ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে। ইহাকে রক্ষা করুন।" (তখন শ্রীরাম কহিলেন) "সুগ্রীব ! তুমি সেই পুলস্ত্যনন্দনকে মৎসমীপে আনয়ন কর, আমি এখনই ইঁহার রক্ষা ব্যবস্থা করিতেছি।" এই প্রকারে রামচন্দ্র বিভীষণকে অভয়দানপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য প্রদান যে করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্ধৃতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং,
পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাব-করিণং দেবেশ শক্তীশ চ।
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—গজকুম্ভীরের সংগ্রামকালে যখন কুম্ভীর গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনন্যোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, "হে ব্রহ্মেশ্! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! হে দেব, হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ কর।" (গজরাজের এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,) "করিবর! শোক করিও না।" এই বলিয়া চক্রাস্ত্রপ্রভাবে কুম্ভীরের মুখ হইতে গজরাজকে তৎক্ষণাৎ যিনি রক্ষা করেন, আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে,
ক্বাসি ক্বাসি সুযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্।
ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোঽরক্ষদাপদ্গতা-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—(যখন দুর্য্যোধনের আজ্ঞাক্রমে দুঃশাসন, সভামধ্যে কৃষ্ণার বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া,) "হা কৃষ্ণ, হা অচ্যুত, হা করুণাজলনিধে, হা পাণ্ডবগতে! তুমি কোথায় আছ, কোথায় আছ? দুর্য্যোধন আমাকে অবমানিতা করিতেছে, এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর" বলিলে দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে যিনি অক্ষয় বসন দ্বারা কৃষ্ণার তনুযষ্টি রক্ষিত করিয়া বিপন্না দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর্ত্ত-ত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎপাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং,
যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্।
পাষাণশ্চ যদঙ্ঘ্রিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার চরণ-কমল-নখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর

করে, যাঁহার নামসুধা পান করিলে নিখিল সন্তাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার পাদস্পর্শে পাষাণও (অহল্যা) মুনিবধূরূপ মানবীতনু লাভ করিয়াছিল, আর্ত্তজনের রক্ষা-কার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং,
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈবাদ্ভুতকারণস্য জগতাং নাথস্য দাসোঽস্ম্যহ-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জ্জন লোকও আশু অপার সংসারসাগর পার হইয়া নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, (যিনি অদ্ভুত কার্য্য-সাধন করিতেছেন), আমি সেই অদ্ভুতকারণ জগৎপতি জনার্দ্দনের দাস। আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে তৎপর সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয় ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং স্বং ধ্রুবং,
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং শতম্।
যোঽদাৎ তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং,
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—একদা ধ্রুব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাসনায় জনক-সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং ধ্রুবের বিমাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। বালক ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা জনার্দ্দনের আরাধনা করেন। জনার্দ্দন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্রুবকে সুমেরুশিখরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষয়স্থান প্রদান করেন। আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥

নাধীত-শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা,
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ।
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি-
র্হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুল-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যে জারভাবে সেবা করিয়াছিল, তাহাতেই

তাহারা অধ্যাত্মভাব লাভ করে। অতএব জারভাবেও যাঁহার প্রতি ভক্তি মুক্তি-দায়িনী এবং যিনি সজ্জনগণের একমাত্র গতি, আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥

ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসসং ক্ষোভিতং,
দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্।
ভুক্ত্বাতর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—ভয় ও ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে দ্রৌপদীর স্বহস্তার্পিত শাক-কণিকামাত্র ভক্ষণ করিয়া যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্ত বহু সহস্র শিষ্যসহ উপস্থিত কোপন-স্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে ভোজন-তৃপ্তি প্রদান করত স্বীয় সর্ব্বাত্মভাব জ্ঞাপন করিয়া-ছিলেন, আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আখ্যায়িকা এই;—যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দশসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে দুর্ব্বাসা ঋষি দুর্য্যোধনের প্রার্থনায় একদা পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথ্যপ্রার্থনা করত উপস্থিত হন। তখন দ্রৌপদীরও ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, ঐ দিবসে অতিথিসৎকার করিতে পারেন, এমন কোন বস্তুর সংগ্রহ নাই; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলে, দ্রৌপদী আসন্ন-বিপদুদ্ধারের অন্য উপায় নাই ভাবিয়া সেই সর্ব্ববিপদ্‌বারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপন্নিস্তারকারণ জনার্দ্দন দ্রুপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পাঞ্চালি! তোমার গৃহে আহারীয় বস্তু যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর।' তখন গৃহে আহারীয় কিছুই ছিল না, সূর্য্যদত্ত স্থালী ধৌত হইয়াছিল; দ্রৌপদী সেই স্থালীমধ্যে কণিকামাত্র শাক পাইয়া তাহা শ্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দ্দন সেই শাককণা ভক্ষণ করিবামাত্র সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের আয়োজন নষ্ট হইল, পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইবে এই ভয়েই প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥

যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজ-
স্ত্বায়াতঃ শরণং রঘূত্তম বিভো! রক্ষাতুরং মামিতি।
পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোঽথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে,
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে লঙ্কা-নগরীস্থ সভা

হইতে বিদূরিত করিলে, বিভীষণ সাগরতীরে রঘুনাথের শরণগ্রহণ করিয়া বলিলেন, '(আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন), আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' রামরূপধারী যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্ত্তকালে মহা-
লীলাক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্।
যঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধৃত্বা চ যোঽগাৎ প্রিয়া-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যখন বসুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিলেন, তখন জনার্দ্দন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিতেছিলেন এবং অচিরে আক্রমণকারী পাপিগণকে সংহার করিয়া প্রিয়া বসুমতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ ॥

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বলে,
রাধায়া অকরোদ্রতে * রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ।
যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—যিনি ত্রিলোকীতলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর, যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, যিনি মানবগণের ভরণকর্ত্তা ও বলরামের অনুরক্ত, যিনি রাধিকার রতি-বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাপন্ন পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, আর্ত্ত-ব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনি-দেশিকায় তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং,
চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমাণার্ত্তয়ে।
সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা গুর্ব্বর্থসম্পাদনা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি (গুরু সান্দীপনির) পরলোকগত পুত্রকে (পরলোক হইতে) আনয়ন করিয়া, পুত্রমরণ-শোকাচ্ছন্ন গুরু সান্দীপনির হস্তে প্রদান করত

---

* 'অকরোদ্রতে' ইতি পাঠান্তর।

সন্তোষসাধন করেন, গুরুর কার্য্যসম্পাদন দ্বারা, অমিতমহিমসম্পন্ন আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আখ্যায়িকা এই ;—শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠশেষ হইলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণারূপে আপন মৃতপুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করেন ॥ ১৩ ॥

যন্নামস্মরণাদঘৌঘরহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ,
প্রাগান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘদাবার্ত্তিযুক্।
সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি গতিং প্রাপাম্বরীষাভিধ-
শ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—পুরাকালে দাবানলসদৃশ পাপরাশিজনিত-পীড়া-ভোগ-যোগ্য বিপ্র অজামিল অন্তিমকালে যাঁহার নাম স্মরণে সমস্ত পাপবর্জ্জিত হইয়া পরিণামে শাশ্বত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অম্বরীষ, প্রধান ভগবদ্ভক্তস্বরূপ আত্মাকে সদ্যঃ জানিতে পারিয়াছিলেন, আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

যোঽরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচেলাভিধং,
দৈন্যাদ্দীনজনৈক-পালন-পরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ।
তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা ক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—দীনজনের একমাত্র পালক শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বল যে দেব, সদা বসনাদিশূন্য কুচেলনামক এক ব্রাহ্মণকে তাহার জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্তানিশং শিক্ষতে,
যস্মিন্ সৎ পততি প্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ।
যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসকৃদ্ভানুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার নির্ম্মল মঙ্গলময় গুণে রমণীয় শিক্ষা, মননশীল

সাধক সতত করিয়া থাকেন, এই বিশ্ব যাঁহাতে আবির্ভূত, প্রতিষ্ঠিত এবং লীন হয়, আগম ইহা বলেন, যিনি যোগিবৃন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে,
চন্দ্রাম্ভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে।
শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—যে পরমপুরুষ অতিমনোহর সর্ব্বকল্যাণকর পবিত্র যমুনা-পুলিনপ্রদেশে কপূর শুভ্র-প্রলয়-সাগর জলজাত বটপত্রে, বিধাতৃ-সমারাধিত পবিত্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এবং অনন্তশয্যায় সদা শয়ান, আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ,
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাধ্রুবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্ত্তত্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—বাৎসল্য, অভয়-দান, দুঃখ-নিবারণ, ঔদার্য্য, পাপধ্বংসন, এবং অসীম-মঙ্গলপদ-প্রদানের জন্য শ্রীপতিই সর্ব্বজগতের সেব্য। প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রৌপদী, অহল্যা এবং ধ্রুব (যথাক্রমে বাৎসল্যাদির) সাক্ষী। (নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছে; আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়াছিলেন; গজরাজ যখন কুম্ভীরের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ সেই সময়ে সেই গজরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি অসীম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌতমপত্নী অহল্যা পতিশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাঁহার অখিল পাপ বিনাশ করেন ও ধ্রুবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে অত্যুচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্ত্তত্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারায়ণ-গীতি-স্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ধ্রুঃ॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোবিন্দ, হরে, জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোপাল, হরে, জয়॥ ধ্রুঃ॥

করুণাপারাবারা বরুণালয়গম্ভীরাঃ *।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ১॥

অনুবাদ।—হে করুণাসাগর! হে সাগর সদৃশ অতলস্পর্শ! হে নারায়ণ নারায়ণ গোবিন্দ হরে জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ গোপাল, হরে, জয়॥ ১॥

ঘননীরদসঙ্কাশাঃ কৃতকলিকল্মষনাশাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২॥

অনুবাদ।—হে নিবিড়-জলদশ্যামল, হে কলিকল্মষ-হারিন্! হে নারায়ণ নারায়ণ⋯ইত্যাদি॥ ২॥

* বিশেষ বক্তব্য—"করুণাপারাবারা" ইত্যাদি স্থলে যে আকার আছে, তাহা প্লুত উচ্চারণের দ্যোতক। মাত্রা উচ্চারণকালবিশেষ; দ্বিমাত্র "অ" কারের নাম "আ" কার; প্লুত ত্রিমাত্র, অর্থাৎ দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর, কিন্তু তাহার জন্য পৃথক্ রূপ নির্দ্দেশ না থাকায় দীর্ঘস্বর দ্বারাই তাহার সূচনা এ স্থলে করা হইয়াছে। অন্ত্যস্বর দূর হইতে আহ্বান-স্থলে প্লুত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় মূলপদ "করুণাপারাবারা" ইত্যাদি বিসর্গহীন পাঠ হইলে, এই প্রকার উপপত্তি। কিন্তু যিনি অন্তরতম, তাঁহাকে প্লুতস্বরযুক্ত সম্বোধন তেমন সঙ্গত হয় না। অতএব হ্রস্বান্ত সম্বোধনই সঙ্গত, স্মরণার্থক "আঃ" এই অব্যয় শব্দ ঐ সকল সম্বোধন পদের অন্তে যোগ করিলে সবিসর্গ পাঠ হয়; যে স্থলে প্রথম পদে বিসর্গ লোপের সম্ভব হইয়াছে, সেখানে বিসর্গ নাই, যথা,—"করুণাপারাবারা।" ভক্ত কবি প্রত্যেক সম্বোধন পদ উচ্চারণসময়ে তাহার অর্থ ও দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতেছেন, ইহাই "আঃ" এই অব্যয় শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। বাঙ্গালা দেশের উচ্চারণে সবিসর্গ পাঠে মিত্রাক্ষর ছন্দেও দোষ হয় না, এই কারণে আমরা মূলে সবিসর্গ পাঠই প্রদান করিলাম। নির্ব্বিসর্গ পাঠ বোম্বে মুদ্রিত স্তোত্রপুস্তকে আছে।

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে পদ্মপলাশলোচন, হে জগৎসৃষ্টিরচনার মূল সূত্র, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তুভমণিহারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে যমুনাতীরবিহারিন্, হে কৌস্তুভমণিহারভূষিত, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

পীতাম্বরপরিধানাঃ সুরকল্যাণনিধানাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে পীতাম্বরপরিধান, হে দেবগণের মঙ্গলনিধান, হে নারায়ণ নারায়ণ ··ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে মনোহর গুঞ্জাফলভূষণভূষিত, হে নিজমায়ায় মানুষ-রূপধারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

মুরলীগানবিনোদা বেদশ্রুত- * ভূ-পাদাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে মুরলীগানবিনোদ, হে বেদশ্রুত-ভূমি-পাদ (অর্থাৎ তোমার চরণ হইতে যে ভূমণ্ডল উৎপন্ন, তাহা বেদে কথিত আছে), হে নারায়ণ নারায়ণ·· ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

---

* "বেদস্তুত"—পাঠান্তর।

বর্হিণবর্হাপীড়া নটনাট্যফণিক্রীড়াঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিত চূড়াধারিন্, হে কালিয়-নাগ-শীর্ষে নট সদৃশ নৃত্যক্রীড়াপ্রদর্শক, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

অঘবকবৃষ- * কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে অঘাসুর, বকাসুর, অরিষ্টাসুর ও কংস রাজার বিনাশক, হে কেশব কৃষ্ণ মুরারে, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

রাধাধর-মধু-রসিকা রজনী-কর-কুল-তিলকাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে রাধার অধর-মধু-রসে রসিক, হে চন্দ্রবংশের তিলক, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে গোবর্দ্ধনগিরির আনন্দপ্রদ, হে গোপীজন-মনোহরণ-কারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্মিণিরমণাঃ †
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—হে কমলকুসুমাভরণমণ্ডিত, হে রাধারমণ রুক্মিণীরমণ হে নারায়ণ নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

---

* "অঘবকক্ষয়" এই মাত্রাভঙ্গযুক্ত পাঠ প্রচলিত আছে।
† "রুক্মিণিরমণাঃ" নাম্নি হ্রস্বঃ বৈদেহিবদ্ধোরিতিবৎ। (সং টীঃ)

হতমুষ্টিকচাণূরা মুনিজনমনোবিহারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—হে চাণূর-মুষ্টিক-বিনাশিন্, হে মুনিজনমানসবিহারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ ...ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

অচলোদ্ধৃতচঞ্চৎকর ভক্তানুগ্রহতৎপর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—হে গিরি-উত্তোলন-ব্যগ্র-হস্ত, ভক্তানুগ্রহতৎপর, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

মাং মুরলীকর ধী-বর, পালয় পাহি (*) শ্রীধর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে মুরলীধর, হে বুদ্ধিসীমন্তিনীর নায়ক (বুদ্ধির পরিচালক), আমাকে পালন কর, হে শ্রীধর, আমাকে রক্ষা কর। হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—হে সুবর্ণবর্ণ-পীতাম্বর, মাধব, আমার ভীতি দূর কর। হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—হে দশরথরাজকুমার, হে দানবদর্পহারিন্, হে নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

* "পালয় শ্রীধর" সদোষ পাঠান্তর

সরযূতীরবিহারা সজ্জনঋষিমন্দারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—হে সরযূতীরবিহারিন্, হে সজ্জন ও ঋষিগণের মন্দারতরু (অর্থাৎ মন্দারতরুর ন্যায় আনন্দপ্রদ), হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বামিত্রমখত্রা বিবিধসুরাসুরচিত্রাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—হে বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষক, হে বহুদেবাসুরের বিস্ময়োৎপাদক (অর্থাৎ মারীচতাড়ন, তাড়কাবধ ও হরধনুর্ভঙ্গে দেবতা ও অসুরগণও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন), হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—হে গৌতমপত্নী অহল্যার সম্মানদাতা, হে করুণাপূর্ণ-নিরীক্ষণ, হে নারায়ণ, নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা. ধরণিসুতাসহমোদাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—হে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত-পাদপদ্ম, হে ধরিত্রীনন্দিনী জানকী সহযোগে আনন্দপ্রাপ্ত, হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

দশরথবাগ্‌ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—হে দশরথবাক্যরক্ষণে ধুরন্ধর, দণ্ডকারণ্যসঞ্চারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

তালীবনদলনাঢ্যা নটগুণবহুবিধনাট্যাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—হে তালীবনদলনাঢ্য (অর্থাৎ সপ্ততালতরুবিদারণসমৃদ্ধ), হে নটের ন্যায় বিবিধ নাট্যকারিন্ (অর্থাৎ অভিনেতা যেমন বিবিধ অভিনয় করে, তুমিও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া মনুষ্যবৎ শোক-দুঃখ-শত্রুতা-মিত্রতার অভিনয় করিয়াছ), হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বালিবিনিগ্রহশৌর্য্যা বরসুগ্রীবহিতার্য্যাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—হে বালিবিজয়বীর, হে সুগ্রীবহিতকর বরপ্রদ, আর্য্য, হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—হে সাগরবন্ধনবিচক্ষণ, হে রাবণ-কণ্ঠচ্ছেত্তা, হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২৫ ।

জনকসুতাপ্রতিপালা জয় জয় সংস্থিতিলীলাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—হে জনকসুতার উদ্ধারকর্ত্তা, হে সংসারলীলাময়, হে নারায়ণ নারায়ণ···ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

সম্ভ্রমসীতাহারাঃ সাকেতপুরবিহারাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।—হে অযোধ্যাপুরবিহারিন্, সম্ভ্রমে ও লোকাপবাদভয়ে সীতাপরিত্যাগিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ ··ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

পাতকরজনীচরহর, করুণালয় মামুদ্ধর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—হে পাপনিশাচরবিনাশিন্, হে করুণাময়, আমাকে উদ্ধার কর, হে নারায়ণ নারায়ণ …ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা, রক্ষাশ্রিত * প্রহ্লাদাঃ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।—হে নিগমগানে আনন্দসম্পন্ন (লবকুশের রামায়ণ-গানে আনন্দিত, অথবা সামগানে আনন্দিত), হে প্রহ্লাদ-রক্ষক, হে নারায়ণ নারায়ণ… ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

ভারতযতিবরশঙ্কর নামামৃতমখিলান্তর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥
ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—হে নিখিল জগতের অন্তর্য্যামিন্, (এই) নামামৃত ভারতীয় যতিরাজ শঙ্করের (উচ্চারিত), অথবা (এই) নামামৃত ভারতীয় যতিরাজের মঙ্গলপ্রদ, হে নারায়ণ, নারায়ণ…ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

* "রক্ষঃসুত" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কৃষ্ণাষ্টক।

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো,
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাদ্য, যে বিষ্ণু সর্ব্বদা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অন্তর্যামী, যিনি অসুরগণের হন্তা, যাঁহার নয়ন পদ্মদলের ন্যায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যিনি বিমল বনমালা ধারণ করেন, যাঁহার উজ্জ্বল দীপ্তি কখনও তিরোহিত হয় না, যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ১ ॥

যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং,
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা।
লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—(সৃষ্টিকালে) যাঁহা হইতে আকাশ ও বায়ুপ্রমুখ সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, স্থিতিকালে যিনি নিজসুখাংশ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বান্তর্নিহিত আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, যে বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ-
র্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠমতি মুনিগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করত চিত্ত বিলয় করিয়া যে ত্রিলোকপূজ্য মায়াময় বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা,
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া যিনি মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, ইত্যাদি মর্ম্মের 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্' ইত্যাদি সন্দর্ভে শ্রুতি (বৃহদারণ্যক) যাঁহার মহাত্মা কীর্ত্তন করেন, যিনি জগতে অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ যাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

মহেন্দ্রাদির্দ্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো,
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমৃতে।
কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোঽসৌ বিজয়িনঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার বলেই মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন, যাঁহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্য্যে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, যাঁহার শক্তিসাহায্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্য্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না, যিনি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের কবিত্বাদি-জনিত গর্ব্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাং
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক শূকরাদি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, যাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোক সকল কেবল জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, যাঁহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্ম কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন ॥ ৬ ॥

নরাতঙ্কোত্তঙ্কঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো,
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জ্জুনসখঃ।
স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি রক্ষকের রক্ষকত্ব সম্পাদন করেন, যিনি জগতের ভ্রান্তি হরণ করেন, যিনি নবঘনের ন্যায় শ্যামকলেবর, যিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়স্য, যিনি অর্জ্জুনের সখা, যিনি নিজে (ইচ্ছাবশে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যিনি সকলের জনক, যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ ॥

যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভণকর-
স্তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যখন যখন ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিত্রস্ত করিয়াছে, তখনই যিনি জন্মরহিত হইলেও লোকনায়করূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মমর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সৎপদার্থমাত্রের বিধানকর্ত্তা, যিনি সর্ব্ববিকার-শূন্য, নিগমাদি শাস্ত্রে যাঁহার গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর সেই ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ,
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ।
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব,
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—পরিব্রাজকবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে নিখিল জগতের আত্মা শ্রুতিবর্ণিত গুণসম্পন্ন আদিপুরুষ হরির (স্তব দ্বারা) আরাধনা করিলে, তিনি নিজগুণকৃত দেহধারণ পূর্ব্বক শঙ্খ, চক্র, (গদা) পদ্ম হস্তে শ্রীযুক্ত উদাররূপে সেই যতিরাজের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

ইতি কৃষ্ণাষ্টক সম্পূর্ণ।

গোবিন্দাষ্টকম্

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং

গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণ- * লোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।

মায়াকল্পিত-নানাকারমনাকারং ভুবনাকারং

ক্ষ্মা-মা-নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত; যিনি নিত্য, অনাকাশ (আকাশ নহেন) ও পরমাকাশ (পরমব্যোম); যিনি গোষ্ঠপ্রাঙ্গণে ধাবিত হইবার জন্য চঞ্চল, কিন্তু আয়াসহীন এবং পরম আয়াস (পরমশক্তিস্বরূপ); যিনি স্বয়ং নিরাকার, কিন্তু মায়াশক্তিযোগে অসংখ্য আকার সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ বিশ্বরূপ; যিনি পৃথিবী ও লক্ষ্মীর নাথ (লক্ষ্মী ও পৃথিবী উভয়েই বিষ্ণু-পত্নী) ও স্বয়ং অনাথ (যাঁহার নাথ কেহ নাই, যে হেতু তিনি সর্ব্বেশ্বর), সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ১ ॥

মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়ন-শৈশব-সন্ত্রাসং

ব্যাদিত-বক্ত্রালোকিত-লোকালোক-চতুর্দ্দশ-লোকালিম্ ।

লোকত্রয়-পুর-মূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—"এখানে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ" এই প্রকার যশোদাকৃত ভর্ৎসনে শৈশবে যিনি সন্ত্রস্ত হয়েন ও (তিনি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য যশোদাবাক্যে) মুখব্যাদান করিয়া (তন্মধ্যে) লোকালোক পর্ব্বতসহ চতুর্দ্দশ ভুবনশ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি ত্রৈলোক্য-রূপ প্রাসাদের মূলস্তম্ভ, লোকালোক অর্থাৎ সর্ব্বলোকপ্রকাশক অথচ অনালোক (অদৃশ্য), সেই লোকনাথ পরমেশ্বর পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর।

[ব্যাদিতপদসাধনং যথা, ব্যাদা ইতি ব্যাদানার্থকং কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্নপদম্, ব্যাদা সঞ্জাতাস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্-প্রত্যয়েন ব্যাদিতমিতি সিদ্ধম্] ২ ॥

---

* "রিঙ্গণ" এই স্থলে "রিঙ্খণ" এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে

ত্রৈবিষ্টপরিপু-বীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং
কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্।
বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তি-বিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি স্বর্গবাসিগণের বৈরি বীরদিগকে নিহত করেন, যিনি ভূভার হরণ করেন, যিনি ভবরোগবিনাশী ও সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ, যিনি নবনীতাহার (ব্রজলীলায় নবনীত-ভোজন যাঁহার বিশেষ কার্য্য), অনাহার (নিষ্ক্রিয়, নিরাকার চিন্মাত্রের আহার থাকিতে পারে না) ও ভুবনাহার (বিশ্বগ্রাসী), নৈর্ম্মল্য (বিশদ চিত্তবৃত্তিবিশেষে) যিনি প্রতিভাসিত হয়েন, অথচ যাঁহার আভাস (মিথ্যাজ্ঞান) নাই, সেই কেবল শান্ত শিবময় পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং গোকুলপালং *
গোপীখেলন-গোবর্দ্ধনধৃতি-লীলা-লালিত-গোপালম্।
গোভির্নিগদিত-গোবিন্দ-স্ফুট-নামানং বহুনামানং
গো-ধী-গোচর-দূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—(ভূভারহরণ দ্বারা) যিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছেন, প্রাভব-লীলায় যিনি গোপাল-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন (গোপাল-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন), যিনি গোকুলরক্ষক (নন্দের পূর্ব্বস্থান "গোকুল" ইহা গোকুলনগর, গোকুলপুর ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গোরক্ষক ও কুল-রক্ষক ইহা অর্থান্তর), গোপীগণের সহিত ক্রীড়া ও গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলায় গোপালদিগকে (গোপ ও গোপীগণকে) যিনি লালন করিয়াছেন, যাঁহার "গোবিন্দ" এই প্রসিদ্ধ নাম সুরভি প্রভৃতি গোবৃন্দেরই কথিত, সেই গো, অর্থাৎ বাক্য এবং ধী (বুদ্ধি) গোচরের দূরস্থ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর।

[বিশেষ কথা—বসুদেব, জন্মের পরেই শ্রীকৃষ্ণকে যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নন্দালয় "গোকুলে" ছিল। "গোকুল"গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে, উহা বৃন্দাবনের অপর পারে। পূতনা-তৃণাবর্ত্ত-বধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ এই স্থানে হইয়াছিল] ৪ ॥

* "কুলগোপালং" ইহা বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

গোপী-মণ্ডল-গোষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদ্-গোখুর-নির্ধূতোদ্‌গতধূলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :—যাঁহার এক প্রকার নৃত্যসভা গোপীমণ্ডল দ্বারা সম্পন্ন হয়, ভেদাবস্থাতেও যিনি অভেদপ্রভ, অনবরত গোখুরক্ষেপ-সমুদ্গত-ধূলি-ধূসরতা যাঁহার সৌন্দর্য্যের সহিত সম্বদ্ধ, শ্রদ্ধাভক্তিযোগে যাঁহার নিকট হইতে আনন্দ গ্রহণ করা যায়, যাঁহাকে চিন্তা করিলে সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহার মহিমাই সাক্ষাৎ চিন্তামণি, সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৫ ॥

স্নান-ব্যাকুল-যোষিদ্‌বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং
সম্প্রেপ্সন্তী * রথ দিগ্‌বস্ত্রা দাতুমুপাকর্ষন্তং তাঃ।
নির্ধূতদ্বয়-শোক-বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :—যিনি স্নানে আসক্ত রমণীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষারূঢ় হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই রমণীগণ স্ব স্ব বস্ত্রপ্রাপ্তির অভিলাষিণী হইলে তৎপ্রদানার্থ সেই দিগ্‌বসনা রমণীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব এবং শোক-মোহ যিনি দূর করিয়া দেন বা যাঁহার নাই, যিনি স্বয়ং বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানময় ও বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত, সেই সত্তামাত্রস্বরূপ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৬ ॥

কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং
কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি সুনৃত্যন্তং মুহুরত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :—যিনি কারণ-কারণ, কমনীয়-কলেবর, (সকলের) আদি, অনাদি (তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কিছুই নাই) ও নীলমেঘবর্ণ; যিনি কালিন্দী-নিলয় কালিয় নাগের মস্তকে পুনঃ পুনঃ এবং সুন্দররূপে অত্যন্ত নৃত্য করিয়াছেন, কাল যাঁহারই স্বরূপ, অথচ যিনি স্বয়ং কালসংখ্যানের অতীত, নিখিল প্রপঞ্চের

* "ব্যাদিৎসন্তী" এই পাঠ বাণীবিলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

আশ্রয় ও কলিদোষহারী, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালে একমাত্র গতিদায়ক (অথবা কালত্রয়ের ব্যবস্থা-হেতু) পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভুবি বৃন্দারকগণ-বৃন্দারাধিত-বন্দ্যায়াং
কুন্দাভামলমন্দস্মের-সুধানন্দং সুমহানন্দম্ ।
বন্দ্যাশেষ-মহামুনি-মানসবন্দ্যানন্দ-পদদ্বন্দ্বং
বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—বৃন্দা অর্থাৎ তুলসী দ্বারা বৃন্দারকগণের আরাধিত ও বন্দনীয়, বৃন্দাবনভূভাগে কুন্দকুসুমকান্তি স্বচ্ছ মন্দ হাস্যে যিনি সুধাজনিত আনন্দ সম্পাদন করেন, গোপরাজ নন্দ যাঁহার জন্য মহামহিমসম্পন্ন হইয়াছেন, বন্দনীয় নিখিল মুনিমানস যাঁহার চরণযুগলবন্দনায় একাগ্র, অভিনন্দনীয়, সকল-গুণসাগর সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৮ ॥

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো,
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।
গোবিন্দাঙ্ঘ্রি-সরোজধ্যান-সুধাজল-ধৌত-সমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তস্থং স তমভ্যেতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-
ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ
কৃতৌ গোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি "হে গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, হে বিষ্ণো, গোকুলনায়ক, কৃষ্ণ," এই বলিয়া গোবিন্দে চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক এই গোবিন্দাষ্টক পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ, গোবিন্দচরণকমলধ্যানরূপ সুধা-সলিলে ধৌত হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অন্তরে (সদা) অবস্থিত পরমানন্দামৃতস্বরূপ তৎপদার্থ গোবিন্দকে লাভ করে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত
গোবিন্দাষ্টক সম্পূর্ণ ।

জগন্নাথাষ্টকম্

কদাচিৎ কালিন্দী-তট-বিপিন-সংগীত-কবরো
মুদাভীরী- * নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিত-পদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরবিপিনে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত করিয়াছিলেন, সানন্দে গোপীগণের মুখকমল-আস্বাদ গ্রহণে যিনি মধুকর, যাঁহার চরণযুগল লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশের দ্বারা অর্চ্চিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ১ ॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং চ বিদধৎ।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি বামহস্তে বেণু, মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ, কটিতটে দুকূল (ক্ষৌম বস্ত্র বা সূক্ষ্ম বস্ত্র), এবং নয়নপ্রান্তে সহচরবর্গের প্রতি কটাক্ষ লইয়া আছেন, সর্ব্বদাই শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবাসলীলায় যাঁহার পরিচয়, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি মহাসাগরতীরে সুবর্ণমনোহর নীলাচলশিখরে বলশালী ভ্রাতা বলভদ্র সহ, মধ্যস্থলে সুভদ্রাকে রাখিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে

* "মুদা গোপী" ইহা বাণীবিলাস পুস্তকে মুদ্রিত পাঠ।

বাস করতঃ সকল দেবতার সেবা করিবার অবসর প্রদান করিতেছেন, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমা বাণী-সোম-স্ফুরদমল-পদ্মোদ্ভব-মুখৈঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতি-গণ-শিখোদ্‌গীত-চরিতো *
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি কৃপাসিন্ধু, সজলজলদাবলি-মনোহর, এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, সোম (উমাসহায় শিব, অথবা চন্দ্র) এবং উজ্জ্বল নির্ম্মলমূর্ত্তি পদ্মযোনি প্রভৃতি দেবপ্রধানগণের আরাধ্য, যাঁহার চরিত্র বেদান্তবর্ণিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্ব্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি রথারোহণে গমন করিবার সময়ে পথে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উচ্চারিত স্তোত্র প্রতিপদে শ্রবণ করিয়া সদয় হয়েন, অর্থাৎ গমনবিঘ্ন বিধ্বস্ত করেন, সেই লক্ষ্মী-সম্মিলিত দয়াসিন্ধু সর্ব্বজগদ্বন্ধু স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৫ ॥

পরো বর্হাপীড়ঃ ‡ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসো নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যে পরাৎপর, বর্হাপীড় অর্থাৎ শেখররূপে ময়ূরপিচ্ছকে ধারণ করেন, যাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়ন পদ্মপলাশসদৃশ; যাঁহার নিবাস নীলাচলে, এবং চরণযুগল অনন্তমস্তকে স্থাপিত; যিনি রস ও আনন্দস্বরূপ;

* 'শিখাগীতচরিতো' পাঠান্তর।
‡ "পর ব্রহ্মাপীড়ঃ" ইতি বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

রাধিকার সরস দেহ আলিঙ্গনেই যাঁহার সুখ; সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৬ ॥

ন বৈ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকতা-ভোগবিভবে
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।
সদা যাচে * কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—রাজ্য আমার প্রার্থনীয় নহে, সুবর্ণময় ভোগ্য বৈভবও প্রার্থনীয় নহে, আমি নিখিলজনস্পৃহণীয়া রমণীরূ বরস্ত্রীও যাজ্ঞা করি না; শিবগীতচরিত স্বামী জগন্নাথ যেন সময়ে আমার নয়নপথে পতিত হয়েন, ইহাই সদা যাজ্ঞা করি ॥ ৭ ॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।
অহো দীনানাথং নিহিতমচলং ‡ পাতুমনিশং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
জগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ । †

অনুবাদ।—হে দেবপ্রধান! (আমার) অসার সংসার দ্রুত হরণ কর, হে যাদবপতে! (আমার) পাপরাশি অত্যধিক (হইলেও) তাহা হরণ কর; আহা! আত্ম-সমর্পিত দীন ও অনাথ জনকে সতত রক্ষা করিবার জন্য অচল ভাবে স্থিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ-শঙ্করাচার্য্যকৃত জগন্নাথাষ্টক সম্পূর্ণ।

* "সদা কালে কালে" এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে।
‡ "নিহিতমচলং" এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে।
† এই জগন্নাথাষ্টক শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ইহা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ।

অচ্যুতাষ্টকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্, রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো ।
বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! তুমি অব্যয়, হে হরে! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো! তুমিই সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। হে বাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে শ্রীপতে! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর॥ ১ ॥

বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে বিভো! তুমি জগতের কল্যাণ-সাধন কর, হে জগদীশ! হে নন্দনন্দন। হে নৃসিংহরূপিন্। হে নরেন্দ্র! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর। হে মুকুন্দ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি-বিধান করিয়া দেও॥ ২ ॥

রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব, দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্ ।
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে দেব! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, (অতএব) তুমিই রঘুবংশের অধিনায়ক, তুমি দীনব্যক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের দুষ্কৃতি ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের ইন্দ্রস্বরূপ, যদুবংশের অলঙ্কার এবং তুমি যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছ। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর॥ ৩ ॥

দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য-সুমূর্ত্তে ।
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে দেব! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখকাননের অগ্নিস্বরূপ। হে রাধিকারমণ! তোমার মূর্ত্তি অতি

মনোহর। হে নাথ! তুমি সকলের দুঃখমোচন কর, তুমি কৃপাসাগর। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর, নিত্য নির্গুণ নিরঞ্জন জিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ব্ব, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—হে দেব! তুমি গোপিকা-মুখশশধরের চকোরস্বরূপ। তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নিরঞ্জন; তুমি জয়শীল, পূর্ণব্রহ্ম; তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর; তুমি সংহারকর্ত্তা, তোমার জয় হউক, হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

গোকুলেশ গিরিধারণ-ধীর, যামুনাচ্ছতটখেলন বীর।
নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার নির্ম্মল তটভূমে ক্রীড়া করিয়া থাক এবং তুমিই জগতের অদ্বিতীয় বীর। নারদাদি মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমার পাদ-পদ্ম সেবা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৬ ॥

দ্বারকাধিপ দুরূহ গুণাব্ধে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে।
জ্ঞানগম্য গুণসাগর ভূমন্, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি তর্কপথে অজ্ঞেয়, তুমি গুণের সাগর, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্ব্বব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মানবের সংসার বিনাশ কর। হে ভূমন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি ত্রিগুণনদীর তিরোধানস্থান, হে শ্রীপতে, তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥

দুষ্টনির্দ্দমন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমন্।
রাবণান্তক রমেশ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—হে দেব! তুমি দুষ্টগণের নিঃশেষদলন কর, তুমি অতিশয় কৃপালু, হে পদ্মনাভ! তুমি অনন্তরূপে বসুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ব্ববুদ্ধির আধার, তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৮ ॥

অচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং নির্ম্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্।
যঃ পঠেদ্ বিষয়-বৃত্তি-নিবৃত্তি-জন্ম-দুঃখমখিলং স জহাতি ॥৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাব-
চ্যুতাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—(ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য) সংসারদুঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়-ভোগবাসনায় নিবৃত্ত হইয়া অখিল জন্মদুঃখ পরিহারে সমর্থ হয়েন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত।

অন্যবিধ অচ্যুতাষ্টক।*

অচ্যুতং কেশবং রাম-নারায়ণং
কৃষ্ণ-দামোদরং বাসুদেবং হরিম্।
শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং
জানকী-নায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—(যিনি) অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব হরি; (যিনি) শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ, জানকীনায়ক, শ্রীরামচন্দ্র; (তাঁহাকে) ভজনা করি ॥ ১ ॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামা-ধবং
মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্।
ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং
দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি কখনই চ্যুত হয়েন না,—যিনি ক (ব্রহ্মা), ঈশ (শিব)

---

* অন্তিম শ্লোকে 'কর্ত্তৃ বিশ্বম্ভরম্ং' পাঠ বহু দেশে প্রচলিত, তাহা হইলে এই অচ্যুতাষ্টক বিশ্বম্ভররচিত, শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে, শ্রীবিষ্ণু নাম-প্রাচুর্য্য দর্শনে এ বিশ্বম্ভর শচীনন্দন বিশ্বম্ভর, ইহাই মনে হয়। কিন্তু শঙ্কররচিতরূপে প্রসিদ্ধ বিধায় ইহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

এবং ব (বায়ু-বরুণ-স্বরূপ), যিনি সত্যভামা-পতি, মধুবংশে যাঁহার জন্ম, অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য যাঁহাতে বর্ত্তমান, রাধিকা যাঁহাকে আরাধনা করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নিকেতন, সেই দেবকীগর্ভজাত সুন্দর নন্দ-নন্দনকে হৃদয়ে মিলিত করি ॥ ২ ॥

বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে
রুক্মিণী-রাগিণে জানকী-জানয়ে ।
বল্লবী-বল্লভায়ার্চ্চিতায়াত্মনে
কংস-বিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—(যিনি) বিষ্ণু, জিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-ধারী, রুক্মিণীর অনুরক্ত, জানকীপতি, গোপীবল্লভ ; (যিনি) অর্চ্চিত (সর্ব্বলোকপূজিত), আত্মা (পরমাত্মা), সেই কংসবিধ্বংসী মুরলীধর তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম-নারায়ণ
শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে ।
অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ
দ্বারকা-নায়ক দ্রৌপদী-রক্ষক ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হে রাম-নারায়ণ, হে শ্রীপতে, বাসুদেব, হে অজিত, হে শ্রীনিধে, হে অচ্যুত, অনন্ত, মাধব, অধোক্ষজ, হে দ্বারকানায়ক, তুমিই দ্রৌপদীকে (কৌরব-সভায় লজ্জা হইতে) রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥

রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো
দণ্ডকারণ্য-ভূ-পুণ্যতা-কারণম্ ।
লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতো-
ঽগস্ত্যসংপূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করত সীতাবিবাহের পর সীতা ও লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন, রাক্ষসকৃত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া বানরগণের সেবায় সীতাসহ শোভা প্রাপ্ত হয়েন, অগস্ত্য-সম্পূজিত তিনি আমাকে রক্ষা করুন।

[এই শ্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণকথা বর্ণিত হইয়াছে। 'রাক্ষসক্ষোভিত' ইহাতে অবতার-হেতুও সূচিত, এ জন্য প্রথমেই এই বিশেষণ, তৎপরেই 'সীতয়া

শোভিতঃ' থাকায় রাক্ষসক্ষোভের পরেই যে সীতা উদ্ধার, ইহা সূচিত,—সুতরাং 'রাক্ষসক্ষোভিতঃ' শব্দের পুনরাবৃত্তি ও দ্বিবিধ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য হইতে সীতা-বিচ্ছেদ হওয়াতে দণ্ডকারণ্যগমন উল্লেখের পর 'লক্ষ্মণেনান্বিতঃ' আছে, ইহাতেই সীতাহরণ সূচিত। 'দণ্ডকারণ্য-ভূপুণ্যতা-কারণম্' এই বিশেষণের পূর্ব্বে 'সীতয়া শোভিতঃ' থাকায় তৎপূর্ব্বে সীতা-বিবাহ-প্রসঙ্গ সূচিত, এই কারণে ঐ পদেরও আবৃত্তি দুইবার করিয়া অর্থদ্বয় গৃহীত। জন্ম হইতে লীলাসমাপ্তি পর্য্যন্ত রাঘবত্ব থাকায় উহা শেষাংশে। আর 'অগস্ত্য-সংপূজিতঃ' উত্তরকাণ্ডের অগস্ত্য-সংবর্দ্ধনা অভিব্যক্ত। তদ্দ্বারা রাজ্যাভিষেক সূচিত হইয়াছে] ॥ ৫ ॥

ধেনুকারিষ্টহানিষ্টকৃদ্ দ্বেষিণাম্
কেশিহা কংসহৃদ্ বংশিকানাদকঃ।
পূতনাকোপকঃ সূরজা-খেলনো
বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্ব্বদা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি পূতনা-বৈরী, ধেনুক ও অরিষ্ট অসুরের হন্তা, যিনি কেশী দৈত্যকে হনন করিয়াছেন, যিনি শত্রুগণের অনর্থসম্পাদনে দক্ষ, সেই যমুনাবিহারী বংশীবদন বালগোপাল সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। [এই স্থলে বিশেষ কথা এই যে, ধেনুকাসুরবধ বলরাম করিলেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরণায় তাহা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে ধেনুকাসুরহন্তা বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আছে "হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ।" ১০। ২৬। ১০। এই রাসভ দৈত্যই ধেনুকাসুর। ভাগবত ১০। ১০। ১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এই শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে] ॥ ৬ ॥

বিদ্যুদুদ্যোতবৎ-প্রস্ফুরদ্-বাসসং
প্রাবৃড়ম্ভোদবৎ প্রোল্লসদ্-বিগ্রহম্।
বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং
লোহিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং বারিজাক্ষং ভজে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার পরিধানবস্ত্র বিদ্যুৎপ্রকাশবৎ উজ্জ্বল, যাঁহার শরীর বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান, বন-মালা-শোভিত-বক্ষঃস্থল অরুণ-চরণ-যুগল সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

কুঞ্চিতৈঃ কুন্তলৈর্ভ্রাজমানাননং
রত্নমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ।
হার-কেয়ূরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং
কিঙ্কিণীমঞ্জুলং শ্যামলং তং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—কুঞ্চিত কুন্তলজালে যাঁহার মুখমণ্ডল শোভাসম্পন্ন, যাঁহার রত্নময় কিরীট ও গণ্ডযুগলে কুণ্ডল দোদুল্যমান, (যিনি) হার ও কেয়ূর ধারণে (ভক্তগণের) সুখ-সম্পাদক, কঙ্কণে ভূষিত কিঙ্কিণী-শোভিত সেই শ্যামকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

অচ্যুতস্যাষ্টকং যঃ পঠেদিষ্টদং
প্রেমতঃ প্রত্যহং পূরুষঃ সস্পৃহম্।
বৃত্ততঃ সুন্দরং বেদ্যবিশ্বম্ভরং *
তস্য বশ্যো হরির্জ্জায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-
ভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ
কৃতাবচ্যুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—সুললিত বৃত্তে নিবদ্ধ জগদীশ্বরবোধক অভীষ্টপ্রদ এই অচ্যুতাষ্টক যে পুরুষ প্রত্যহ প্রেম পূর্ব্বক সাগ্রহে পাঠ করিবে, হরি তাহার সত্বর বশীভূত হইবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-রচিত অচ্যুতাষ্টক সমাপ্ত।

* 'কর্ত্তৃ বিশ্বম্ভরং" পাঠান্তর।

সঙ্কষ্টনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্।

(অথবা করাবলম্ব-স্তোত্র)

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীমৎপয়োনিধি-নিকেতন-চক্রপাণে,
ভোগীন্দ্র-ভোগমণি-রঞ্জিত-পুণ্যমূর্ত্তে।
যোগীশ-শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১॥

অনুবাদ।—হে শ্রীপতে! ক্ষীরোদসমুদ্র তোমার অবস্থান। হে চক্রপাণে! নাগরাজ অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্ত্তি সুরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের ঈশ্বর, তুমি সনাতন, শরণ্য, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের পোতস্বরূপ। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ১॥

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-
সঙ্ঘট্টিতাঙ্ঘ্রি-কমলামলকান্তিকান্ত।
লক্ষ্মীলসৎকুচ-সরোরুহরাজহংস,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ২॥

অনুবাদ।—হে বিভো! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ ও আদিত্য ইঁহারা নিরন্তর ত্বদীয় পাদপদ্মে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পাদাব্জ সংঘট্টিত হইতেছে বলিয়া তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে। তুমি কমলার কুচকমলে রাজহংস। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! তুমি আমাকে করাবলম্বন দাও॥ ২॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে,
* মারোগ্র-ভীকর-মৃগপ্রবরার্দ্দিতস্য।
আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৩॥

অনুবাদ।—হে মুরারে! আমি সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিভ্রমণ

* 'আরোগ' ইতি পাঠান্তর।

করিতেছি, কামরূপ উগ্র ও ভীষণ মৃগরাজ সর্ব্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি মাৎসর্য্যরূপ গ্রীষ্মপীড়নে পীড়িত, অতএব আর্ত্ত। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩ ॥

সংসার-কূপমতিঘোরমগাধমূলং,
সংপ্রাপ্য দুঃখশত-সর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণা * পদমাগতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে দেব! আমি অতি ভীষণ অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন রহিয়াছি, শত শত দুঃখরূপ ভুজঙ্গ আমাকে নিয়ত ব্যাকুল করিতেছে, আমি অতি দীন এবং কদর্য্য আপদে পতিত। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! কৃপা করিয়া আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৪ ॥

সংসার-সাগরবিশালকরালকাল-
নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মি-নিপীড়িতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে দেব! ভবসাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুম্ভীরের আক্রমণ ও গ্রাসে আমার দেহ নিপীড়িত, কাম ও লোভরূপ উর্ম্মিজালে তাড়িত হইয়া আমি (উদ্ধারলাভের জন্য) ব্যাকুল, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৫ ॥

সংসার-বৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্ম-
শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে কৃপালো! পাপসমূহ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম্ম যাহার শত শত শাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ যাহার কুসুম এবং দুঃখ

* 'কৃপণা' স্থলে 'কৃপয়া' পাঠ উৎকৃষ্ট।

যাহার ফল, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আরূঢ় হইয়া এখন পতিত হইতেছি, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

সংসার-সর্পঘনবক্ত্র-ভয়োগ্রতীব্র-
দংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তেঃ।
নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে গরুড়বাহন! সংসাররূপ ভুজঙ্গ বদন-ব্যাদান করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিষে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে আমি বিনষ্ট হইতেছি। হে সুধাসাগরশায়িন্! হে শৌরে! হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর। ভাবার্থ,—গরুড় সর্পভোজী, এবং সুধা বিষবিনাশক, এই দুই-ই যাঁহার আয়ত্ত, সর্প-ভয়ে ও বিষ-দাহে তাঁহার কৃপাভিক্ষাই করণীয়, তাহাই করা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সংসার-দাবদহনাতুর-ভীকরোরু-
জ্বালাবলীভিরভিদগ্ধতনূরুহস্য।
ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে দেব! আমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছি, সেই দাবানলের ভয়ঙ্করী মহতী শিখাবলী মদীয় গাত্ররোমসকল দগ্ধ করিতেছে, আমি আপনার পাদদ্বয়কমলসরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

সংসার-জালপতিতস্য জগন্নিবাস,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থ-বড়িশার্ত্ত * ঝষোপমস্য।
প্রোৎখণ্ডিতপ্রতত † তালুকমস্তকস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে জগন্নিবাস! আমি সংসারজালে মীনবৎ পতিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল বড়িশের ন্যায় আমাকে বিদ্ধ করিয়া বিস্তৃত তালুপ্রদেশ খণ্ড

* 'বড়িশার্থ' পাঠান্তর নিকৃষ্ট। † 'প্রচুর'—পাঠান্তর।

খণ্ড করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত বিদারণে উদ্যত। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

সংসার-ভীকরকরীন্দ্র-করাভিঘাত-
নিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ।
প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দ্র স্বীয় শুণ্ডাভিঘাতে আমার দেহের মর্ম্মস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে, হে সর্ব্বার্ত্তিহারিন্! আমি প্রাণপ্রয়াণভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

অন্ধস্য মে হৃতবিবেক-মহাধনস্য,
চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে প্রভো! আমি অন্ধ, ইন্দ্রিয়-নামক বলী চৌরগণ মদীয় বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহান্ধকূপের গভীর-বিবরে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো,
বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব,
দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—হে লক্ষ্মীপতে! হে পদ্মনাভ! হে বিষ্ণু! হে বৈকুণ্ঠ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! হে দেবপ্রধান ব্রহ্মরূপিন্! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এ দীনকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১২ ॥

যন্মায়য়োর্জ্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহ-
মগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন,
স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥

ইতি সঙ্কষ্টনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—এই ভূমণ্ডল-সুখকর করাবলম্ব স্তোত্র, যাঁহার মায়াবলে সম্পাদিত অনাদি সুপ্রচুর জন্মপ্রবাহে নিমগ্ন জীবগণের যত প্রকার বিষয় আছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব-পূর্ণ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেই লক্ষ্মীনৃসিংহচরণকমলে ভ্রমরস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য তাহা রচনা করিলেন।

—(আংশিক ভাবার্থ এই—মূলে যে অর্থ শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিষয়; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয়। এতন্মধ্যে এই স্তব শব্দস্বরূপ, অপর যত কিছু শব্দাদি বিষয় আছে, এই স্তব-শব্দ তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহা দ্বারা পরম সুখলাভ করা যায়) ॥ ১৩ ॥

সঙ্কষ্টনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্র সমাপ্ত।

লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্নম্।

ত্বৎপ্রভুজীবপ্রিয়মিচ্ছসি চেন্নরহরিপূজাং কুরু সততং
প্রতিবিম্বালঙ্কৃতিধৃতিকুশলো বিম্বালঙ্কৃতিমাতনুতে।
চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—(হে চিত্ত) যদি তুমি নিজ প্রভু জীবের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছা কর তো সতত নরহরি-পূজা কর, (দর্পণাদিস্থিত মুখাদি) প্রতিবিম্বে অলঙ্কার-ধারণ-কার্য্যে কুশল হইতে হইলে বিম্বকে অলঙ্কৃত করিতে হয়। তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর! নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্ম্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ১ ॥

শুক্তৌ রজতপ্রতিভা জাতা কটকদ্যর্থসমর্থা চেদ্
দুঃখময়ী তে সংসৃতিরেষা নির্বৃতিদানে নিপুণা স্যাৎ।
চেতোভৃঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—শুক্তিতে রজতবুদ্ধি হইলে (ঐ রজত) যদি বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারের উপযুক্ত হয়, তবেই এই দুঃখময় সংসার সুখপ্রদানে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত রজতে যেমন অলঙ্কারাদি গঠন হয় না, মিথ্যা কল্পিত সংসারেও সেইরূপ সুখের কারণ হইতে পারে না, (তাই বলি) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসারমরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্ম্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ২ ॥

আকৃতিসাম্যাচ্ছাল্মলিকুসুমে স্থলনলিনত্বভ্রমমকরো-
র্গন্ধরসাবিহ কিমু বিদ্যেতে বিফলং ভ্রাম্যসি ভৃশবিরসেঽস্মিন্।
চেতোভৃঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে চিত্তভ্রমর, আকার-সাদৃশ্যে তুমি শিমুলফুলে স্থলপদ্ম-ভ্রম করিয়াছ, ইহাতে (স্থলপদ্মের) গন্ধরস আছে কি? এই গন্ধরসহীন শিমুলফুলে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ। তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্ম্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৩ ॥

স্রক্চন্দন-বনিতাদীন্ বিষয়ান্ সুখদান্ মত্বা তত্র বিহরসে
গন্ধফলীসদৃশা ননু তেঽমী ভোগানন্তরদুঃখকৃতঃ স্যুঃ।
চেতোভৃঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং
লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—(হে চিত্ত) স্রক্চন্দন-বনিতাদি বিষয়-সমূহকে সুখজনক মনে করিয়া [illegible] বিহার করিতেছ, ওহে (জান না) তাহারা যে চম্পক-কলিকার তুল্য, [illegible] হইয়া থাকে, অর্থাৎ মধুলোভে স্বাদগ্রহণের পরেই [illegible] তিক্তাস্বাদ চম্পককলিকা যেমন দুঃখ হেতু হয়,

সুখলোভে ভোগ করিবার পরেই সুখের পরিবর্ত্তে সংসারও সেইরূপ দুঃখকর হইয়া থাকে। (তাই বলি) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্ম্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৪ ॥

তব হিতমেকং বচনং বক্ষ্যে শৃণু সুখকামো যদি সততং
স্বপ্নে দৃষ্টং সকলং হি মৃষা জাগ্রতি চ স্মর তদ্বদিতি।
চেতোভৃঙ্গ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-
পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—হে চিত্তভৃঙ্গ, যদি সদা সুখাভিলাষী হইয়া থাক তবে তোমাকে একটি হিতকথা বলিব, শুন। যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট সকল বস্তুই জাগ্রদবস্থা মিথ্যা বলিয়া স্মরণ করিয়া থাক, জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তুও সেইরূপ মিথ্যা স্মরণ করিবে। (তাই বলি) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্ম্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্ন সম্পূর্ণ।

হরিস্তুতিঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

স্তোষ্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং,
যস্মিন্নেতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যতি তৎ সংসৃতিচক্রং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার আদি নাই, যিনি জগতের আদি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসারচক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ১॥

যস্মৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ,

প্রাদুর্ভূতং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্থম্।

যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং সুখদুঃখং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এই অশেষজগৎ যাঁহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের সুখদুঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ যাঁহার সান্নিধ্যবশতই জীব সুখ-দুঃখাদি বোধ করিতে পারে, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ২ ॥

সর্ব্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্ব্বঃ সকলো যো,

যশ্চানন্দোঽনন্তগুণো যোঽগুণধামা।

যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তং সদসদ্য-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বময় হইয়াও কলাযুক্ত অর্থাৎ অংশ-বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি আনন্দস্বরূপ, যাঁহার গুণের অন্ত নাই অথচ ধাম অর্থাৎ প্রকাশসত্ত্বাদি গুণশূন্য, যিনি অব্যক্তভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি সদসৎ সমুদয় পদার্থ-স্বরূপ, যিনি এই বিশ্বস্থ পদার্থের পূর্ণসমষ্টি হইয়াও অংশে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥৩॥

যস্মাদন্যন্ নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং

দৃশ্যাদন্যো নির্ব্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোঽপি সদাজ্ঞ-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—এই ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহা ভিন্ন কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্ব্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দৃশ্য হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন হইয়াও সর্ব্বদা জ্ঞানময়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যেভ্যো লব্ধসুসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বাদ্-

বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চ দ্রঢ়িমাঢ্যাৎ *।

ভক্ত্যৈকাগ্রধ্যানপরা যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আচার্য্যগণের নিকট সূক্ষ্ম অচ্যুততত্ত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসবশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

প্রাণায়ামোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধ্বা,

নান্যৎ স্মৃত্বা তৎ পুনরত্রৈব বিলাপ্য।

ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদুর্যং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—প্রাণায়াম করিয়া প্রণবযোগে হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক অন্যস্মরণ পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন যাঁহাকে 'জ্ঞানজ্যোতিঃ'স্বরূপে 'আমি' (আমি) এই ভাব জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্যং পরিপূর্ণং,

হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্।

ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, যাঁহা হইতে অন্য দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, সূক্ষ্ম, ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমানস্বরূপে লভ্য, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি সূক্ষ্ম (স্থূল-দর্শীর অতি অজ্ঞেয়) এবং অতর্কনীয়, ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

* 'চৈব দ্রঢ়িমা' পাঠ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়।

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং,
জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যুপলভ্যম্। *
ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্যং চ বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি মাত্রাতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যিনি জ্ঞেয় হইতে অতীত জ্ঞানময় ও হৃদয়ে অনুভবনীয়, যাঁহাকে কেবল সত্তা দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, যিনি আনন্দময় এবং যাঁহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যদ্ যদ্ বেদ্যং বস্তু সতত্ত্বং বিষয়াখ্যং,
তত্তদ্‌ব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ।
ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাদ্যা মুনয়োঽজং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয়-নামক (ব্যাবহারিক) বাস্তব পদার্থ যাহা যাহা, সেই সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি জন্মরহিত, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

যদ্‌যদ্ বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়,
স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দমবাপ্য।
তস্মিন্নস্মীত্যাত্মবিদো যং বিদুরীশং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যে যে জ্ঞেয় বস্তু আছে, সেইরূপে তাহার কিছুই আমি নহি, এই প্রকারে তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দ লাভ করত যাঁহাতে 'আমি' এই ভাবে যে ঈশ্বরকে জানেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

* 'হৃদ্যাপলভ্য' ইতি বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ

হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং,

মত্বা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্।

ত্যক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তা-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—নাম রূপাদি বিকল্পযুক্ত দৃশ্য পদার্থ সকল তন্ন তন্নরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতির্মাত্র এবং আকাশবৎ থাকেন, অচ্যুতভক্তগণ দেহত্যাগান্তে যাঁহাতে প্রবেশ করেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১১ ॥

সর্ব্বত্রাস্তে সর্ব্বশরীরী ন চ সর্ব্বঃ,

সর্ব্বং বেত্ত্যেবেহ ন যং বেত্তি চ সর্ব্বঃ।

সর্ব্বত্রান্তর্যামিতয়েত্থং যময়ন্ য-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে জীবদেহে বর্ত্তমান থাকিলেও যিনি সেই সকল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে যাঁহাকে জানিতে পারে না, এই প্রকারে যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে পরিচালনা করিতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১২ ॥

সর্ব্বং দৃষ্ট্বা স্বাত্মনি যুক্ত্যা জগদেতদ্-

দৃষ্ট্বাত্মানং চৈবমজং সর্ব্বজনেষু।

সর্ব্বাত্মৈকোঽস্মীতি বিদুর্যং জনহৃৎস্থং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—স্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়া ও সর্ব্ব-জীবে জন্ম-রহিত আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বহৃদয়েই অধিষ্ঠিত যাঁহাকে 'এক আমিই সর্ব্বাত্মা' এই ভাবে (তত্ত্বজ্ঞগণ) জানিয়া থাকেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিঘ্রত্যথ ভুঙ্‌ক্তে,

স্প্রষ্টা শ্রোতা বোধতি * চেত্যাহুরিমং যম্।

সাক্ষী চাস্তে কর্ত্তৃষু পশ্যন্নিতি চান্যে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—একই পুরুষ সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও বুঝিতেছেন, উপনিষদে কোথাও এইরূপে যাঁহার স্বরূপ কথিত হইয়াছে এবং যাঁহাকে কর্ত্তৃস্থ দ্রষ্টা ও সাক্ষিরূপে অন্যচ বলা হইয়াছে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪ ॥

পশ্যন্ শৃণ্বন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্,

জিঘ্রন্ বিভ্রদ্দেহমিমং জীবতয়েত্থম্।

ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা, জ্ঞানকর্ত্তা, রসাস্বাদনকর্ত্তা, ঘ্রাণকর্ত্তা এই ভাবে জীবরূপে যিনি এই দেহ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন, এইরূপে যে ঈশ্বরকে বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা বলিয়া (বেদান্তের অন্য স্থান হইতে) জানা যায়, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

জাগ্রদ্দৃষ্ট্বা স্থূলপদার্থানথ মায়াং,

দৃষ্ট্বা স্বপ্নেঽথাপি সুষুপ্তৌ সুখনিদ্রাম্।

ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি জাগরণকালে স্থূলপদার্থ দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মায়া দর্শন করেন, সুষুপ্তিকালে সুখনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি বিভিন্নাবস্থাদর্শী আপনাকে দর্শন করিয়া সানন্দে তুরীয়ভাবে অবস্থিত, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৬ ॥

* 'বুধ্যতি' এই পাঠ বহু স্থলে দেখা যায়।

পশ্যন্ শুদ্ধোঽপ্যক্ষর একো গুণভেদা-

ন্নানাকারান্ স্ফটিকবদ্ভাতি বিচিত্রঃ।

ভিন্নশ্ছিন্নশ্চায়মজঃ কর্ম্মফলৈর্য-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও শাশ্বত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও নিগূঢ় থাকিয়া কর্ম্ম-ফলানুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রা-

বিন্দ্রো বায়ুর্যজ্ঞ ইতীত্থং পরিকল্প্য।

একং সন্তং যং বহুধাহুর্ম্মতিভেদা-

ত্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে যাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যজ্ঞ ইত্যাদি কল্পনা করিয়া বহু প্রকার স্বরূপসম্পন্ন বলিয়া থাকে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৮ ॥

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনন্তং ব্যতিরিক্তং,

শান্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনন্যম্।

ইত্যাহাদৌ যং বরুণোঽসৌ ভৃগবেঽজং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—যিনি সত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শান্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময় এবং আত্মা হইতে অভিন্ন ইত্যাদিরূপে বরুণ পূর্ব্বে ভৃগুকে যে অজ অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ১৯ ॥

কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়,

ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চত্য দৃশিস্থঃ।

পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্যং যজুরন্তে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—যজুর্ব্বেদের উপানিষদ্‌ভাগে কথিত আছে, বরুণতনয় ভৃগু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিতৃকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিজ আত্মাতেই যাঁহাকে জানিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশক সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২০ ॥

যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্যা যদধীনঃ

ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং কারয়িতা জন্তুষু কর্ত্তুঃ।

কর্ত্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার আবেশে, যাঁহার শক্তিবলে, যদীয় অধীন জীব, প্রাণিমধ্যে কর্ত্তার প্রযোজক, এবং স্বয়ং কর্ত্তা ও চিৎশক্তিসংস্থিত হইয়া আত্মা ও ভোক্তা, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২১ ॥

সৃষ্ট্বা সর্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেত্থমতর্ক্যং,

ব্যাপ্যাথান্তঃ কৃৎস্নমিদং সৃষ্টমশেষম্।

সচ্চ ত্যচ্চাভূৎ পরমাত্মা স য এক-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ সকলের অতর্ক্য; যিনি সৎ, ত্যৎ, অর্থাৎ অসৎ বস্তু, পরমাত্মা ও অদ্বিতীয় পুরুষ, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২২ ॥

বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাণৈঃ,
শাস্ত্রৈশ্চান্যৈঃ সাত্বত- * তন্ত্রৈশ্চ যমীশম্।
দৃষ্ট্বাথান্তশ্চেতসি বুদ্ধ্বা বিবিশুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—বেদান্ত-শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, আগমাদি অপর শাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র দ্বারা যে ঈশ্বরকে শ্রবণ-মননাদি-যোগে অন্তরে দর্শন করিয়া যাঁহাতে (যোগিগণ) প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সংসার-অন্ধকার-বিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানশমাদ্যৈর্যতমানৈ-
র্জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাশু য ঈশঃ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈ-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—যে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদিসাধন দ্বারা বিশেষ যত্ন সহকারে ইহজন্মে শীঘ্র পরিজ্ঞাত হয়েন, শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও যাঁহাকে জানা যাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥

যস্যাতর্ক্যং স্বাত্মবিভূতেঃ পরতত্ত্বং †
সর্ব্বং খল্বিত্যত্র নিরুক্তং শ্রুতিবিদ্ভিঃ।
তজ্জাদিত্বাদব্ধিতরঙ্গাভমভিন্নং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার স্বাত্মবিভূতির পরম তত্ত্ব অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ মুনিগণ "সর্ব্বং খল্বিদং" এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সমুদয় পদার্থ তজ্জাত, তৎ-পালিত ও তল্লীন বলিয়া সাগর ও তদীয় তরঙ্গের ন্যায় যাঁহা হইতে অভিন্ন, সংসার-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৫ ॥

* 'শাশ্বত' পাঠান্তর।
† 'পরমার্থং' পাঠও আছে।

দৃষ্ট্বা গীতাস্বক্ষরতত্ত্বং বিধিনাজং
ভক্ত্যা গুর্ব্ব্যালভ্য হৃদিস্থং দৃশিমাত্রম্।
ধ্যাত্বা তস্মিন্নস্ম্যহমিত্যত্র বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—গীতাতে যথাবিধি অক্ষরতত্ত্ব দর্শন (জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণপূর্ব্বক) মহাভক্তিযোগে শুদ্ধ হৃদয়স্থিত জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি অর্থাৎ মনন ও ধ্যান করিয়া যাঁহাকে 'অহমস্মি' আমিই ইনি এই ভাবে (মুনিগণ) জ্ঞাত হয়েন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্যো,
ভুঙ্‌ক্তেঽজস্রং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেঽপ্সিন্দুবদেকো বহুধাস্তে,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিভু জীবাত্মভাব প্রাপ্তিপূর্ব্বক পঞ্চমুখে (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে) অনবরত ভোগ্য পদার্থসকল ভোগ করিতেছেন, আর যেমন একই চন্দ্র জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেকবৎ প্রতীয়মান হয়েন, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও নানাদেহে বিদ্যমান থাকায় বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥

যুক্ত্যালোড্য ব্যাসবচাংস্যত্র হি লভ্যঃ,
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান্তরবিদ্ভিঃ পুরুষাখ্যঃ।
যোঽহং সোঽসৌ সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—ইহাতেই (গীতাতেই) ব্যাসদেবের বাক্যসমূহ যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (দেহত্রয় এবং জীবের) ভেদতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অহংরূপে যে পুরুষনামক ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে পারেন, তিনি ইনি, আমিই তিনি, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৮ ॥

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং,
যং বিজ্ঞায়েহৈব স এবাশু ভবন্তি।
যস্মিঁল্লীনা নেহ পুনর্জ্জন্ম লভন্তে,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।—অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ইহকালেই আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া যায়, (অন্তে) যাঁহাতে লীন হওয়াতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৯ ॥

দ্বন্দ্বৈকত্বং যচ্চ মধুব্রাহ্মণবাক্যৈঃ,
কৃত্বা শক্রোপাসনমাসাদ্য বিভূত্যা।
যোঽসৌ সোঽহং সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।—(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ) মধুব্রাহ্মণের বচনানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যনিশ্চয়পূর্ব্বক 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ' ইত্যাদি প্রকারে বিভূতি (দশশত অশ্ব) সহ ইন্দ্রের উপাসনা অর্থাৎ স্বরূপাবধারণ করত যিনি তিনি, তিনি আমি, তিনি আমিই, এইরূপে যাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩০ ॥

যোঽহং দেহে চেষ্টয়িতান্তঃকরণস্থঃ,
সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোঽস্ম্যহমেব।
ইত্যাত্মৈক্যোপাসনয়া যং বিদুরীশং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—যে আমি অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহে চেষ্টা উৎপাদন করি, যিনি সূর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করাইতেছেন, সেই আমিই সেই আত্মা ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্) বাক্য-বোধিত একাত্মভাবে উপাসনা দ্বারা যে ঈশ্বরকে জানা যায় সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞানাংশো যস্য সতঃ শক্ত্যধিরূঢ়ো,
বুদ্ধির্ব্বোধত্যত্র * বহির্বোধ্য পদার্থান্‌।
নৈবান্তঃস্থং বোধতি † যং বোধয়িতারং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ।—যে সৎ অর্থাৎ সত্যবস্তুর শক্তিসমাশ্রিত বিজ্ঞানাংশ, বুদ্ধি-রূপে বাহ্য-বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে অন্তঃস্থ বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩২ ॥

কোঽয়ং দেহে দেব ইতীত্থং সুবিচার্য্য,
জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈষ হি দেবঃ।
ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ।—এই দেহে কোন্‌ দেব আছেন? এইরূপ বিচারে যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহে অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপ আলোচনা দ্বারা আমিই সেই পরমাত্মা দেব, এই প্রকারে যাঁহাকে জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৩ ॥

কো হ্যেবান্যাদাত্মনি ন স্যাদয়মেষ,
হ্যেবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি।
ইত্যস্তিত্বং বক্ত্যুপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।—(আনন্দময় আত্মা) ইনি না থাকিলে, কে শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য করিতে পারিত, আনন্দময় আত্মা আছেন বলিয়াই জীব শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

---

* 'বুদ্ধির্বুধ্যত্যত্র' এই পাঠও দৃষ্ট হয়।
† 'বুধ্যতি' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

প্রাণো বাহং বাক্‌শ্রবণাদীনি মনো বা,
বুদ্ধির্ব্বাহং ব্যস্ত উতাহোঽপি সমস্তঃ।
ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরিহাস্মীতি বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।—আমি প্রাণ, আমি বাক্য, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি অথবা এই প্রাণাদি পৃথক্‌রূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিদ্যমান আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে যাঁহাকে "আমি ফলস্বরূপ" এইরূপ জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোঽহং,
নাহং বুদ্ধির্নাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ।
যোঽত্র জ্ঞাংশঃ সোঽস্ম্যহমেতি বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।—আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিত্তবৃত্তি নহি, (যেহেতু, ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থও দৃশ্য সাবয়ব ঘটাদির ন্যায় উপচয়াপচয়শালী। বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়।) যিনি (দৃশ্যত্বাদি-ধর্ম্মরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী) জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ,
সূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাত্মসুতায়।
সাম্নামন্তে প্রাহ পিতা যং বিভুমাদ্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।—"সত্তামাত্র অদ্বিতীয়, জ্ঞানময়, উৎপত্তিরহিত, সৎস্বরূপ, সূক্ষ্ম ও নিত্য, তিনিই তুমি"—"তৎ ত্বমসি—" এইরূপে সামবেদের অন্তভাগে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পিতা (উদ্দালক) নিজ পুত্রকে (শ্বেতকেতুকে) যে সর্ব্বকারণ বিভুবিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তে পূর্ব্বমপোহ্যাথ সমাধৌ,
দৃশ্যং সর্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহায়।
চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সন্তঞ্চ বিদুর্যং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩৮॥

অনুবাদ।—(আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী যোগিগণ) অগ্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে নিরাস পূর্ব্বক অবশিষ্ট চৈতন্যস্বরূপ স্বীয় আত্মায় সদাস্থিত বলিয়া যাঁহাকে জানিয়াছেন, সংসার-রূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩৮॥

ওতং প্রোতং যত্র চ সর্ব্বং গগনান্তং,
যোঽস্থূলানণ্বাদিষু সিদ্ধোঽক্ষরসংজ্ঞঃ।
জ্ঞাতাতোঽন্যো নেত্যুপলভ্যো ন চ বেদ্য-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩৯॥

অনুবাদ।—যাঁহাতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, যিনি "স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন"—"অস্থূলম্ অনণু"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন কালেও যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ জ্ঞাতা নহেন, যাঁহাকে এই ভাবেই কেবল বুঝিতে হয়, (প্রকারান্তরে) যিনি জ্ঞেয় নহেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩৯॥

তাবৎ সর্ব্বং সত্যমিবাভাতি যদেতদ্-
যাবৎ সোঽস্মীত্যাত্মনি যো জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ।
দৃষ্টে তস্মিন্ সর্ব্বমসত্যং ভবতীদং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৪০॥

অনুবাদ।—যাবৎ,—আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে যে পরমাত্মার পরমার্থদর্শন না হয়, তাবৎ—সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে। যে পরমাত্মরূপী হরির দর্শনে সমস্তই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, সংসার-রূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি॥ ৪০॥

রাগামুক্তং লোহযুতং হেম যথাগ্নৌ,

যোগাষ্টাঙ্গৈরুজ্জ্বলিতজ্ঞানময়াগ্নৌ।

দগ্ধ্বাত্মানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদুর্যং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।—যেমন লৌহযুক্ত সুবর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই লৌহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল সুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন দ্বারা সমুজ্জ্বল জ্ঞানাগ্নিতে রাগরঞ্জিত আপনাকে দগ্ধ করিলে (রাগ—বিষয়স্পৃহ বিনষ্ট হয়) কেবল একমাত্র যে জ্ঞানস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, বলিয়া (জ্ঞানীরা) অবগত হয়েন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাদ্যং সুবিভাতং,

হৃদ্যর্কেন্দ্বগ্ন্যোকসমীড্যং তড়িদাভম্।

ভক্ত্যারাধ্যেহৈব বিশন্ত্যাত্মনি সন্তং,

তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।—যে আদ্য বিজ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়মধ্যে সুপ্রকাশ, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময়, যাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিলে আত্মস্থিত যাঁহাতে ইহলোকেই প্রবেশ করা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪২ ॥

পায়াদ্ভক্তং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো,

ভক্ত্যা স্তৌতীত্যাঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাম্।

ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহৃত্য সদৈক-

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।—স্বাত্মস্থ পুরুষকে "আমি ভক্ত আঙ্গিরসস্বরূপ, এই আমাকে বিষ্ণু রক্ষা করুন" যিনি ভক্তরূপে, এইপ্রকার স্তব করেন, অথচ নিজ আত্মাতে সর্ব্বাত্মা লীন করিয়া সদা একরূপে স্থিত, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং স্তোত্রং ভক্তজনেড্যং ভবভীতি-

ধ্বান্তার্কাভং ভগবৎপাদীয়মিদং যঃ।

বিষ্ণোর্লোকং বক্তি * শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো,

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি মনুষ্যঃ † ॥ ৪৪ ॥

ইতি হরিস্তুতিঃ।

অনুবাদ।—যে মানব উক্তপ্রকার ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ভগবদ্ভক্তজনের পূজ্য, সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্করস্বরূপ এই স্তব উচ্চারণ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং সেই জ্ঞাতা আত্মাতেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত হয়েন॥ ৪৪ ॥

হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীরামভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বিশুদ্ধং পরং সচ্চিদানন্দরূপং

গুণাধারমাধারহীনং বরেণ্যম্।

মহান্তং বিভান্তং গুহান্তং গুণান্তং

সুখান্তং স্বয়ং ধাম রামং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি নিখিল গুণের আধার অথচ গুণাতীত, যিনি হৃদয়-গুহায় অধিষ্ঠিত অথচ নিরাধার, বিষয়-সুখের পরপারে স্থিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই স্বপ্রকাশ সর্ব্বকারণ বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপ শ্রীরামের প্রপন্ন হইতেছি॥ ১ ॥

* 'পঠতি' পাঠান্তর, কিন্তু ছন্দোভঙ্গ।

† এই শ্লোকটি বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে নাই

শিবং নিত্যমেকং বিভুং তারকাখ্যং

সুখাকারমাকারশূন্যং সুমান্যম্।

মহেশং কলেশং সুরেশং পরেশং

নরেশং নিরীশং মহীশং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি মঙ্গলময়, অদ্বিতীয় বিভু, যাঁহার নাম তারকব্রহ্ম, যিনি নিরাকার, নিত্যসুখস্বরূপ, সর্ব্বকলার (অগ্নির দশ কলা, সূর্য্যের দ্বাদশ কলা, চন্দ্রের ষোড়শ কলা, এবং সৃষ্ট্যাদি পঞ্চাশৎ কলার) অধীশ্বর ও জগন্মান্য, যাঁহার প্রভু কেহ নাই, যিনি মহেশ্বর, সুরেশ্বর ও পরমেশ্বর, সেই নরনাথ ভূপালের প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২ ॥

যদাবর্ণয়ৎ কর্ণমূলেঽন্তকালে

শিবো রাম রামেতি রামেতি কাশ্যাম্।

তদেকং পরং তারকব্রহ্মরূপং

ভজেঽহং ভজেঽহং ভজেঽহং ভজেঽহম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—শিব কাশীতে মৃত্যুকালে জীবের কর্ণমূলে যে 'রাম রাম রাম' এই বর্ণ প্রদান করেন, তারকব্রহ্মস্বরূপ সেই এক সর্ব্বপ্রধান বস্তুকে আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি। (আনন্দের আতিশয্যে ও একান্ত নিশ্চয়দ্যোতনের জন্য পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন হইয়াছে) ॥ ৩ ॥

মহারত্নপীঠে শুভে কল্পমূলে

সুখাসীনমাদিত্যকোটিপ্রকাশম্।

সদা জানকীলক্ষ্মণোপেতমেকং

সদা রামচন্দ্রং ভজেঽহং ভজেঽহম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—শুভ কল্পবৃক্ষমূলে মহারত্নময় পীঠে সুখে আসীন, সতত জানকী এবং লক্ষ্মণ-সমন্বিত, কোটিসূর্য্যসমতেজা, অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি, আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ক্বণদ্রত্নমঞ্জীর-পাদারবিন্দং
লসন্মেখলা-চারু-পীতাম্বরাঢ্যম্।
মহারত্ন-হারোল্লসৎ-কৌস্তুভাঙ্গং
নদচ্চঞ্চরীমঞ্জরীলোলমালম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার চরণকমলে রত্ন-নূপুর বাজিতেছে, সুশোভিত-কটি-হার-মনোহর পীতাম্বর যাঁহার পরিধানে আছে, বক্ষঃস্থলে মহারত্নহার-শোভিত কৌস্তুভমণি বিরাজমান, যাঁহার দোদুল্যমান মালায় কুসুমমঞ্জরী, গুঞ্জনরত ভ্রমরী শোভিত ॥ ৫ ॥

লসচ্চন্দ্রিকা-স্মের-শোণাধরাভং
সমুদ্যৎ-পতঙ্গেন্দু-কোটিপ্রকাশম্।
নমদ্‌ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-কোটীর-রত্ন-
স্ফুরৎ-কান্তি-নীরাজনারাধিতাঙ্ঘ্রিম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার অরুণ অধরের আভা, জ্যোৎস্না সদৃশ ঈষৎ হাস্য-শোভিত হইয়া বিরাজমান, যাঁহার জ্যোতি উদীয়মান কোটিসূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায়, যাঁহার চরণযুগল প্রণত ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রমুখ দেবগণের কিরীটরত্ন-নিঃসৃত কিরণজাল-নীরাজনায় আরাধিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

পুরঃ প্রাঞ্জলীনাঞ্জনেয়াদিভক্তান্
স্ব-চিন্মুদ্রয়া ভদ্রয়া বোধয়ন্তম্।
ভজেঽহং ভজেঽহং সদা রামচন্দ্রং
তদন্যং ন মন্যে ন মন্যে ন মন্যে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত অঞ্জনানন্দন প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে কল্যাণদায়িনী স্বীয়জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা জ্ঞানোপদেশ-প্রদানে তৎপর, আমি সেই রামচন্দ্রকে সদা ভজনা করি, সদা ভজনা করি। আমি তাঁহা ব্যতীত কাহাকেও মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে চাহি না ॥ ৭ ॥

যদা মৎসমীপং কৃতান্তঃ সমেত্য
প্রচণ্ড-প্রকোপৈর্ভটৈর্ভীষয়েন্মাম্।
তদাবিষ্করোষি ত্বদীয়ং স্বরূপং
সদাপৎপ্রণাশং স-কোদণ্ডবাণম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যখন আমার কাছে কৃতান্ত আসিয়া প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত নিজ যোদ্ধৃগণ দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইবে, তখন সদা-বিপত্তি-ভঞ্জন ধনুর্ব্বাণধারী তোমার মূর্ত্তি (নিশ্চয়ই আমার সমক্ষে) প্রাদুর্ভূত করিবে ॥ ৮ ॥

নিজে মানসে মন্দিরে সন্নিধেহি
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র।
স-সৌমিত্রিণা কৈকয়ী-নন্দনেন
স্বশক্ত্যানুভক্ত্যা চ সংসেব্যমান ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে প্রভো, রামচন্দ্র! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও; লক্ষ্মণসহ কৈকেয়ীনন্দন নিজ শক্তি আর অনুগত ভক্তিসহকারে তোমার সেবা করিতেছেন, এইরূপে আমার মানসমন্দিরে উপস্থিত হও ॥ ৯ ॥

স্বভক্তাগ্রগণ্যৈঃ কপীশৈর্মহীশৈ-
রনীকৈরনেকৈশ্চ রাম প্রসীদ।
নমস্তে নমোঽস্ত্বীশ রাম প্রসীদ
প্রশাধি প্রশাধি প্রকাশং প্রভো মাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—নিজভক্তাগ্রগণ্য কপিরাজ-সমূহ, ভূপালসমূহ এবং বহুসৈন্য-সমন্বিত হে রাম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও; হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি (আমার) পুনঃ পুনঃ নমস্কার (অর্পিত) হউক। হে রাম, প্রসন্ন হও, হে প্রভো, আমাকে প্রকাশ্যরূপে উপদেশ প্রদান কর, উপদেশ প্রদান কর ॥ ১০ ॥

ত্বমেবাসি দৈবং পরং মে যদেকং
সুচৈতন্যমেতৎ ত্বদন্যন্ন মন্যে।
যতোঽভূদমেয়ং বিয়দ্-বায়ু-তেজো-
জলোর্ব্ব্যাদিকার্য্যং চরঞ্চাচরঞ্চ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যাহা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী প্রভৃতি

অপরিমিত চরাচরকার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি এক নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, সেই তুমিই আমার পরম দেবতা হইতেছ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমা ভিন্ন মনে করি না ॥ ১১ ॥

নমঃ সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ

নমো দেবদেবায় রামায় তুভ্যম্ ।

নমো জানকী-জীবিতেশায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্ডরীকায়তাক্ষায় তুভ্যম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—সেই সচ্চিদানন্দরূপকে নমস্কার, হে দেবদেব রাম, তুমিই সেই, তোমাকে নমস্কার, জানকী-জীবিতেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, হে পুণ্ডরীক-বিশাললোচন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

নমো ভক্তিযুক্তানুরক্তায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্যপুঞ্জৈকলভ্যায় তুভ্যম্ ।

নমো বেদবেদ্যায় চাদ্যায় পুংসে

নমঃ সুন্দরায়েন্দিরাবল্লভায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—নিজ ভক্তগণের প্রতি অনুরক্ত তোমাকে নমস্কার, একমাত্র পুণ্যপুঞ্জলভ্য তোমাকে নমস্কার, বেদবেদ্য আদ্য পুরুষ (তোমাকে) নমস্কার, সুন্দরমূর্ত্তি (শ্রীবল্লভ) তোমাকে) নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে

নমো বিশ্বভোক্ত্রে নমো বিশ্বমাত্রে ।

নমো বিশ্বনেত্রে নমো বিশ্বজেত্রে

নমো বিশ্বপিত্রে নমো বিশ্বধাত্রে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—বিশ্বকর্ত্তাকে নমস্কার, বিশ্বহর্ত্তাকে নমস্কার, বিশ্বভোক্তাকে নমস্কার, বিশ্বমাতাকে নমস্কার, বিশ্বনেতাকে নমস্কার, বিশ্বজেতাকে নমস্কার, বিশ্বপিতাকে নমস্কার, বিশ্বধাতাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

নমস্তে নমস্তে সমস্তপ্রপঞ্চ-
প্রভোগ-প্রয়োগ-প্রমাণ-প্রবীণ।
মদীয়ং মনস্ত্বৎ-পদদ্বন্দ্বসেবাং
বিধাতুং প্রবৃত্তং সুচৈতন্যসিদ্ধ্যৈ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের অব্যাহত ভোগ, প্রয়োগ এবং যাথার্থ্য-নির্ণয়ে প্রবীণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আমার মন সুচৈতন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তোমার চরণযুগল সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥১৫॥

শিলাপি ত্বদঙ্ঘ্রিক্ষমাসঙ্গিরেণু-
প্রসাদাদ্ধি চৈতন্যমাধত্ত রাম।
নরস্ত্বৎপদদ্বন্দ্ব-সেবাবিধানাৎ
সুচৈতন্যমেতীতি কিং চিত্রমত্র ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—হে রাম! তোমার চরণসঙ্গত পার্থিব রেণুর প্রসাদে শিলাও চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানুষ তোমার চরণযুগল সেবা করিলে যে সুচৈতন্য লাভ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ১৬ ॥

পবিত্রং চরিত্রং বিচিত্রং ত্বদীয়ং
নরা যে স্মরন্ত্যন্বহং রামচন্দ্র।
ভবন্তং ভবান্তং ভরন্তং ভজন্তো
লভন্তে কৃতান্তং ন পশ্যন্ত্যতোঽন্তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—হে রামচন্দ্র! যাহারা জগৎপালক তোমাকে ভজনা করত প্রত্যহ তোমার পবিত্র বিচিত্র চরিত্র স্মরণ করে, তাহারা সংসারের পারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব অন্তে আর কৃতান্তদর্শন করে না ॥ ১৭ ॥

স পুণ্যঃ স গণ্যঃ শরণ্যো মমায়ং
নরো বেদ যো দেব-চূড়ামণিং ত্বাম্।
সদাকারমেকং চিদানন্দরূপং
মনোবাগগম্যং পরং ধাম রাম ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—হে রাম, তুমি দেব-চূড়ামণি, নিত্যমূর্ত্তি, বাক্য-মনের অতীত,

চিদানন্দস্বরূপ, পরমজ্যোতিঃ, যে মানব তোমাকে 'ইনি আমার শরণ্য' ইহা উপলব্ধি করেন, তিনি পুণ্যবান্ এবং তিনি গণনীয় ॥ ১৮ ॥

প্রচণ্ড-প্রতাপ-প্রভাবাভিভূত-
প্রভূতারিবীর প্রভো রামচন্দ্র।
বলং তে কথং বর্ণ্যতেঽতীববাল্যে
যতোঽখণ্ডি চণ্ডীশকোদণ্ড-দণ্ডম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—হে প্রভো রামচন্দ্র, তোমার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে অগণিত অরাতি বীরগণ অভিভূত হইয়াছে, তোমার এই অতীব বল কিরূপে বর্ণনা করিব, যে হেতু তুমি অল্পবয়সে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলে ॥ ১৯ ॥

দশগ্রীবমুগ্রং সপুত্রং সমিত্রং
সরিদ্দুর্গ-মধ্যস্থ-রক্ষো-গণেশম্।
ভবন্তং বিনা রাম বীরো নরো বা-
সুরো বামরো বা জয়েৎ কস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—হে রাম! সাগর-দুর্গমধ্যস্থ রাক্ষসবৃন্দের অধিপতি সপুত্র সমিত্র উগ্র দশগ্রীবকে জয় করিতে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে তোমা ব্যতীত কোন্ সুরাসুর-মানব-বীর সমর্থ? ॥ ২০ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে
সদারামমানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্।
পিবন্তং নমন্তং সুদন্তং হসন্তং
হনূমন্তমন্তর্ভজে তং নিতান্তম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—হে রাম, সজ্জনের আরামপ্রদ আনন্দ-প্রস্রবণের মূল উৎস তোমার 'রাম' এই নামামৃত যিনি সদা পান করিতেছেন, তোমায় প্রণাম করিতেছেন, শুভ্র দশনপঙ্ক্তি বাহির করিয়া হাস্য করিতেছেন, সেই হনুমানকে আমি অন্তরে একান্ত ভজনা করি ॥ ২১ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে
সদারামমানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্।
পিবন্নন্বহং নন্বহং নৈব মৃত্যো-
র্বিভেমি প্রসাদাদসাদাত্তবৈব ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—হে রাম! সজ্জনগণের সতত আরামপ্রদ আনন্দ-প্রস্রবণের মূল উৎস তোমার 'রাম' এই নামামৃত আমি প্রতিদিন পান করত তোমারই অব্যাহত প্রসাদে মৃত্যুকেও ভয় করি না ॥ ২২ ॥

অ-সীতা-সমেতৈরকোদণ্ড-ভূষৈ-
রসৌমিত্রি-বন্দ্যৈরচণ্ড-প্রতাপৈঃ।
অলঙ্কেশ-কালৈরসুগ্রীব-মিত্রৈ-
ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—(হে রাম) যাঁহারা সীতা-সমন্বিত নহেন, কোদণ্ডভূষণ যাঁহাদের নাই, যাঁহারা সৌমিত্রির বন্দনীয় নহেন, যাঁহারা প্রচণ্ড-প্রতাপশালী নহেন, লঙ্কেশ্বরের মৃত্যু যাঁহারা করিতে পারেন নাই, সুগ্রীব যাঁহাদের মিত্র নহেন, রাম যাঁহাদের নাম নহে, এমন দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৩ ॥

অ-বীরাসনস্থৈর-চিন্মুদ্রিকাঢ্যৈ-
রভক্তাঞ্জনেয়াদিতত্ত্বপ্রকাশৈঃ।
অমন্দারমূলৈরমন্দারমালৈ-
ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা বীরাসনে আসীন নহেন, জ্ঞানময়ী মুদ্রা যাঁহাদের হস্তে নাই, অঞ্জনানন্দন প্রভৃতি ভক্ত-সমক্ষে যাঁহারা তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই, মন্দারমূলে যাঁহাদের স্থিতি নহে, মন্দারমালা যাঁহাদের নাই, রাম যাঁহাদিগের নাম নহে, এইরূপ দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪ ॥

অ-সিন্ধু-প্রকোপৈর-বন্দ্যপ্রতাপৈ-
র-বন্ধু-প্রযাণৈর-মন্দ-স্মিতাঢ্যৈঃ।
অ-দণ্ড-প্রবাসৈর-খণ্ডপ্রবোধৈ-
র-রামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—সমুদ্রের প্রতি যাঁহারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, যাঁহাদের প্রতাপ বন্দনীয় হয় নাই, যাঁহাদিগের বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই, যাঁহাদিগের মুখে মৃদুমন্দ ঈষৎ হাস্য নাই, দণ্ডকারণ্যে যাঁহারা প্রবাস করেন নাই, যাঁহারা আত্মবিস্মৃত নহেন, রাম যাঁহাদিগের নাম নহে,' এইরূপ দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৫ ॥

হরে রাম সীতাপতে রাবণারে
খরারে মুরারেঽসুরারে পরেতি।
লপন্তং নয়ন্তং সদাকালমেবং
সমালোকয়ালোকয়াশেষবন্ধো ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—হে হরে, হে রাম, হে সীতাপতে, হে রাবণারে, হে খরবিনাশন, হে মুরারে, হে অসুররিপো, হে পরাৎপর, এইরূপ কথায় সকলকাল যাপন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে হে অখিলবন্ধো, অবলোকন কর, অবলোকন কর ॥ ২৬ ॥

নমস্তে সুমিত্রা-সুপুত্রাভিবন্দ্য
নমস্তে সদা কৈকয়ী-নন্দনেড্য।
নমস্তে সদা বানরাধীশবন্দ্য
নমস্তে নমস্তে সদা রামচন্দ্র ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।—হে সুমিত্রা-তনয়ের অভিবাদনীয়, তোমাকে নমস্কার, হে কৈকেয়ী-নন্দনের স্তবপাত্র, সর্ব্বদা তোমাকে নমস্কার, হে বানরপতি সুগ্রীবের বন্দনীয়, তোমাকে নিরন্তর নমস্কার, হে রামচন্দ্র, সতত তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার ॥ ২৭ ॥

প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডপ্রতাপ
প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডারিকাল।
প্রসীদ প্রসীদ প্রপন্নানুকম্পিন্
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—হে প্রচণ্ড-প্রতাপ, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও; হে প্রচণ্ড-শত্রুর কৃতান্ত, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও; হে প্রপন্নজনে সদা অনুকম্পাপরায়ণ, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও; হে প্রভো রামচন্দ্র, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥ ২৮ ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতং পরং বেদসারং
মুদা রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা চ নিত্যম্।
পঠন্ সন্ততং চিন্তয়ন্ স্বান্তরঙ্গে
স এব স্বয়ং রামচন্দ্রঃ স ধন্যঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
শ্রীরামভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

অনুবাদ।—(যে ব্যক্তি) ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দে নির্ম্মিত রামচন্দ্রের বেদ-সার পরম স্তব সানন্দে ভক্তি সহকারে পাঠ করেন এবং অন্তঃকরণে সদা চিন্তা করেন, তিনি ধন্য এবং তিনিই স্বয়ং রামচন্দ্র ॥ ২৯ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শ্রীরাম-ভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

পাণ্ডুরঙ্গাষ্টকম্।

মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা,
বরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রৈঃ।
সমাগত্য তিষ্ঠন্তমানন্দকন্দং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—[পুণ্ডরীক নামে এক সাধক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে শিরোদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গনামক কটিতটন্যস্তহস্ত সুঠাম মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে সেই ভীমরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন।] যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনিগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতীরে মহাযোগপীঠে বিদ্যমান আছেন, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

তড়িদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং,
রমামন্দিরং সুন্দরং চিৎপ্রকাশম্।
বরন্ত্বিষ্টকায়াং সমন্যস্তপাদং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার পরিধেয়বস্ত্র বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যাঁহার দেহ নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, যাঁহার কলেবর অতি সুন্দর, যাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদবিন্যাস করিয়া বিদ্যমান আছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রমাণং ভবাব্ধেরিদং মামকানাং,
নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো যেন তস্মাৎ।
বিধাতুর্ব্বসত্যৈ ধৃতো নাভিকোষঃ,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আমার ভক্তগণের পক্ষে ভবসাগরের পরিমাণ (গভীরতা)

এইমাত্র (কটিদেশ পর্য্যন্ত), ইহা জ্ঞাপনের জন্য (যে ভবসাগর অন্যের পক্ষে দুস্তর, তাহা আমার ভক্তগণের পক্ষে অনায়াসে পার হইবার যোগ্য—মাত্র কোমর-জল, ইহা দেখাইবার জন্য) দুই হাত যিনি নিজ কটিদেশে স্থাপন করিয়াছেন, এবং যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভিকোষ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

স্ফুরৎ-কৌস্তুভালঙ্কৃতং কণ্ঠদেশে,
শ্রিয়া জুষ্ট-কেয়ূরকং শ্রীনিবাসম্ ।
শিবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী যাঁহার কেয়ূরযুগল সর্ব্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্ব্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের স্তুত্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

শরচ্চন্দ্র-বিম্বাননং চারু-হাসং,
লসৎ-কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ড-স্থলান্তম্ ।
জবারাগবিম্বাধরং কঞ্জনেত্রং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভমান, যাঁহার বদনে অতি মনোহর হাস্য প্রকাশ পায়, যাঁহার গণ্ডপ্রান্তভাগ কুণ্ডল-মণ্ডিত, যাঁহার অধর জবা-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কিরীটোজ্জ্বলৎসর্ব্বদিক্প্রান্তভাগং,
সুরৈরর্চ্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্ঘ্যৈঃ ।
ত্রিভঙ্গাকৃতিং বর্হমাল্যাবতংসং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার মৌলিস্থিত কিরীটের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ যাঁহাকে অমূল্য দিব্যরত্ন দ্বারা অর্চ্চনা করেন, যিনি

ত্রিভঙ্গাকারে বিদ্যমান আছেন, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

বিভুং বেণুনাদং চরন্তং দুরন্তং,
স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্ ।
গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বদা বেণুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, যিনি সকলের দুষ্প্রাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলাপ্রকাশ করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি গো-গণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্যবদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

অজং রুক্মিণী-প্রাণসঞ্জীবনং তং,
পরং ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্ ।
প্রসন্নং প্রপন্নার্ত্তিহং দেবদেবং,
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি রুক্মিণীর প্রাণ-সঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম অর্থাৎ যাঁহাতে লীন হইলে আর পতন হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ নিবারিত হয়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥৮॥

স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে,
পঠন্ত্যেকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।
ভবাম্ভোনিধিং তেঽপি তীর্ত্বান্তকালে,
হরেরালয়ং শাশ্বতং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গাষ্টক-
স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ।—যাঁহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাপুণ্যপ্রদ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণের স্তব করেন, তাঁহারা অন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥

পাণ্ডুরঙ্গস্তব সম্পূর্ণ।

ভগবন্মানসপূজা

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হৃদম্ভোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্যামলতনুঃ,
সরোজাক্ষঃ স্রগ্বী মুকুটকটকাদ্যাভরণবান্।
শরদ্রাকা-নাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং,
বহন্ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ॥১॥

অনুবাদ।—যে কৃষ্ণ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামকলেবর, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, যিনি মুকুট, মাল্য, কেয়ূর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, যিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন, সেই গোপীগণ-পরিবৃত কুঙ্কুমাঞ্চিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি॥১॥

পয়োঽম্ভোধের্দ্বীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব-
ন্মণিব্রাতভ্রাজৎ * কনকবরপীঠং ভজ হরে।
সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজ! নেনেজ্মি সুজলৈ-
র্গৃহাণেদং দূর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো॥২॥

অনুবাদ।—হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার হৃদয়ে আগমন কর। হে হরে! তথায় মণি-খচিত কনকময় পীঠে আসন গ্রহণ কর। হে যদুকুলজ! তোমার সুচিহ্নিত পাদযুগল সুনির্ম্মল জল দ্বারা আমি ধৌত করিতেছি অর্থাৎ পাদ্য প্রদান করিতেছি। হে মুরারে! আমি তোমাকে দূর্ব্বাদল, ফল ও জলসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর॥২॥

ত্বমাচামোপেন্দ্র! ত্রিদশসরিদম্ভোঽতি-শিশিরং,
ভজস্বেমং পঞ্চামৃতফলরসাপ্লাবমঘহন্ †।
দ্যুনদ্যাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুম্ভস্থিতমিদং,
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষ্বাচমনকম্॥৩॥

অনুবাদ।—হে উপেন্দ্র! আমি তোমাকে সুশীতল গঙ্গাজল আচমনীয়-

---

* ভ্রাজদিতি পরস্মৈপদ প্রয়োগ কথঞ্চিৎ বোধনীয়। 'ভ্রাতৈর্ভ্রাজৎ' বিশুদ্ধ পাঠঃ।
† 'পঞ্চামৃতরচিতমাপ্লাব'—পাঠান্তর।

রূপে প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা আচমন কর। হে পাপহারিন্! তুমি (মৎপ্রদত্ত) ফলরসাপ্লুত পঞ্চামৃত (মধুপর্করূপে) গ্রহণ কর। এই স্বর্ণকুম্ভস্থ গঙ্গা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি মৎপ্রদত্ত সেই জল দ্বারা স্নান কর এবং পুনরায় আচমন কর ॥ ৩ ॥

তড়িদ্‌বর্ণে বস্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাধিহরণ *
প্রলম্বারিভ্রাতর্ম্মৃদুলমুপবীতং কুরু গলে।
ললাটে পাটীরং মৃগমদযুতং ধারয় হরে,
গৃহাণেদং মাল্যং শতদল-তুলস্যাদি-রচিতম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে অভীষ্টজনমনঃপীড়ানাশন বিজয়িন্! আমার প্রদত্ত এই বিদ্যুদ্বর্ণ যুগ্মবস্ত্র গ্রহণ কর, হে বলানুজ, (মৎপ্রদত্ত) যজ্ঞোপবীত গলদেশে ধারণ কর। হে হরে! ললাটে কস্তূরীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর, এবং পদ্ম ও তুলসীনির্ম্মিত মালা প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥

দশাঙ্গং ধূপং সদ্-বরদচরণাগ্রেঽর্পিতময়ে,
মুখং দীপেনেন্দু-প্রভব-রজসা † দেব! কলয়ে।
ইমৌ পাণী বাণীপতিনুত স-কর্পূর-রজসা,
বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নৃহরে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে সদ্‌বরদপাদপদ্ম! আমি তোমার সম্মুখে দশাঙ্গ-ধূপ অর্পণ করিতেছি, তোমার মুখসমীপে কর্পূররেণুপূর্ণ দীপ প্রদান করিলাম, তদ্দ্বারা তোমার মুখ দর্শন করিতেছি। হে ব্রহ্মাদিবন্দ্য, তোমাকে কর্পূর-বাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা এই নিজ করদ্বয় শোধন করিয়া আচমন অর্থাৎ গণ্ডূষ গ্রহণ কর ॥ ৫ ॥

সদা তৃপ্তান্নং ষড়্‌রসবদখিলব্যঞ্জনযুতং,
সুবর্ণপাত্রে গো-ঘৃত-চষক-যুক্তে স্থিতমিদম্।
যশোদাসূনো! তৎপরমদয়য়াশান সখিভিঃ,
প্রসাদং বাঞ্ছদ্ভিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভো ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে যশোদানন্দন! আমি গব্যঘৃত ও পানপাত্র-সমন্বিত

---

* 'দিহরণ' পাঠান্তর।
† 'প্রভবিরজসং' বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ।

সুবর্ণপাত্র স্থাপিত করিয়া ষড়্‌রসসমন্বিত ব্যঞ্জনসহিত সতত তৃপ্তিপ্রদ অন্ন প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি পরম দয়া প্রকাশ করিয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সখাগণের সহিত এই অন্ন ভোজন কর। হে বিভো! তৎপরে জল পান কর ॥ ৬ ॥

সচন্দ্রং * তাম্বূলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে,
ফলং স্বাদু প্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্।
সপর্য্যা-পর্য্যাপ্ত্যৈ কনকমণিজাতং স্থিতমিদং,
প্রদীপৈরারাত্রিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট! রচয়ে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে হরে! আমি মুখরুচিকর সকর্পূর তাম্বূল প্রদান করিতেছি, অনুকম্পাপুরঃসর তুমি সেই তাম্বূল ভক্ষণ কর, আর এই সুগন্ধি ও সুস্বাদু ফল—প্রীতিপূর্ব্বক ইহা আস্বাদন কর। হে লক্ষ্মীসমালিঙ্গিত-কলেবর! তোমার পূজাসিদ্ধ্যর্থ এই কনকমণি সকল স্থাপিত, (তাহা গ্রহণ কর) আর প্রদীপ দ্বারা আরতি করিতেছি, আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥

বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরতি-সুরভিভির্ব্বিল্ব-তুলসী-
যুতৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলিমজিত! তে মূর্দ্ধ্নি নিদধে।
তব প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমণমঘবিধ্বংসি রচিতং,
চতুর্ব্বারং বিষ্ণো! জনিপথগতিশ্রান্তবিদুষা † ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে অজিত! আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও তুলসী একত্র করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। হে বিষ্ণো! আমি অভিজ্ঞ ও জন্ম-পথগমনাগমনশ্রান্ত (সেই ক্লেশের পরিহারার্থ) চারিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক ॥ ৮ ॥

নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিতধ্বংসনপটুঃ,
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপি রমাকান্ত ত ইয়ম্।
তব প্রীত্যৈ ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো,
কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তু ভগবন্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে রমাপ্রীতিভাজন প্রভো! আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ-নমস্কার

* 'সচূর্ণং' বাণীবিলাস পাঠ।
† 'গতেস্চান্তবিদুষা' পাঠান্তর।

করিতেছি, আমার সকল দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তোমার দাস, আমার কৃত কর্ম্মচ্ছিদ্র পূর্ণ কর, অর্থাৎ আমার কর্ম্ম অচ্ছিদ্র হউক—ত্রুটি-শূন্য হউক, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি॥ ৯॥

সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ স-জল-ঘন নীলঃ করতলে,
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্।
কদাচিৎ কান্তানাং কুচ-কলস-পত্রালি-রচনা-
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্॥ ১০॥

অনুবাদ।—যিনি করতলে দধ্যন্ন, তৎপরে নবনীত ও মুরলী ধারণ করিয়াছেন, যিনি প্রিয়বয়স্যদিগের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনী-গণের কুচকলসোপরি পত্রাবলি-রচনায় সমাসক্ত, সেই কৃষ্ণ সদা সকলের সেব্য॥ ১০॥

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্।
যঃ কুর্ব্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥ ১১॥ *

ইতি ভগবন্মানসপূজনং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—এই মানসপূজা মণিকর্ণীর ইচ্ছায় উদ্ভূত। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যূষসময়ে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানসপূজা করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন॥ ১১॥

ভগবন্মানসপূজা সম্পূর্ণ।

* এই শ্লোক বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

কনকধারা-স্তোত্রম্।

শ্রীগুরবে নমঃ।

অঙ্গং হরেঃ পুলক-ভূষণমাশ্রয়ন্তী
ভৃঙ্গাঙ্গনেব মুকুলাভরণং তমালম্।
অঙ্গীকৃতাখিল-বিভূতিরপাঙ্গলীলা
মাঙ্গল্যদাস্তু মম মঙ্গলদেবতায়াঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মুকুলাবৃত-তমালতরু-আশ্রিতা ভ্রমরীর ন্যায় যাহা, পুলক-ভূষিত-নারায়ণ-অঙ্গে নিবদ্ধ, অখিল বিভূতির আধার মঙ্গলদেবতা লক্ষ্মীর সেই অপাঙ্গলীলা আমার মঙ্গলদাত্রী হউন ॥ ১ ॥

মুগ্ধা মুহুর্বিদধতী বদনে মুরারেঃ,
প্রেমত্রপাপ্রণিহিতানি গতাগতানি।
মালা দৃশোর্মধুকরীব মহোৎপলে যা,
সা মে শ্রিয়ং দিশতু সাগর-সম্ভবায়াঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—কমলে মধুকরীর ন্যায় যিনি মুরারিবদনে প্রেম ও লজ্জার প্রেরণায় বারংবার গতায়াত করিতেছেন, ক্ষীরোদতনয়ার সেই মুগ্ধ দৃষ্টিধারা আমার সম্পৎপ্রদা হউন ॥ ২ ॥

বিশ্বামরেন্দ্র-পদ-বিভ্রম-দান-দক্ষ-
মানন্দ-হেতুরধিকং মুরবিদ্বিষোঽপি।
ঈষন্নিষীদতু ময়ি ক্ষণমীক্ষণার্দ্ধ-
মিন্দীবরোদর-সহোদরমিন্দিরায়াঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি ইঙ্গিতমাত্রে সর্ব্বদেবরাজ-ইন্দ্র-পদ প্রদান করিতে সমর্থ, যিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথেরও অধিক আনন্দহেতু, ইন্দিরাদেবীর সেই নীল-কমল-গর্ভ-সুন্দর অর্দ্ধদৃষ্টি আমাতে ঈষৎ নিপতিত হউন ॥ ৩ ॥

আমীলিতাক্ষমধিগম্য মুদা মুকুন্দ-

মানন্দ-কন্দমনিমেষমনঙ্গতন্ত্রম্ ।

আকেকর-স্থিত-কনীনিক-পক্ষ্ম-নেত্রং,

ভূত্যৈ ভবেন্মম ভুজঙ্গশয়াঙ্গনায়াঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আনন্দে অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন, আনন্দ-মূল, মদনাবেশ-মুগ্ধ নারায়ণকে লাভ করিয়া যিনি নিমেষশূন্য হইয়াছেন, যাঁহার তারা বক্রভাবে অবস্থিত, শেষশায়ি-দয়িতার সেই পক্ষ্মল নয়ন আমার যেন ঐশ্বর্য্যসম্পাদন করেন ॥ ৪ ॥

বাহ্বন্তরে মধুজিতঃ শ্রিতকৌস্তুভে যা,

হারাবলীব হরি-নীলময়ী বিভাতি ।

কামপ্রদা ভগবতোঽপি কটাক্ষমালা,

কল্যাণমাবহতু মে কমলালয়ায়াঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি কৌস্তুভমণি-মণ্ডিত মধুসূদন-বক্ষঃস্থলে, তাঁহারই কাল রংএ রঞ্জিত হারাবলীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন, ভগবানেরও মদন-সম্পাদিনী কমলালয়ার সেই কটাক্ষমালা আমার কল্যাণবহা হউন ॥ ৫ ॥

কালাম্বুদালি-ললিতোরসি কৈটভারে-

র্ধারাধরে স্ফুরতি যা তড়িদঙ্গনেব । *

মাতুঃ সমস্তজগতাং মহনীয়-মূর্ত্তি-

র্ভদ্রাণি মে দিশতু ভার্গবনন্দনায়াঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি জলধরমধ্যে সৌদামিনী-কমলিনীর ন্যায়, কালাম্বুদ-রমণীয় নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে বিরাজ করেন, সমস্ত জগজ্জননী ভার্গবতনয়া লক্ষ্মীর সেই অর্হণীয় মূর্ত্তি আমার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৬ ॥

* "ঘনাটদঙ্গনেব" ইতি বুম্বই মুদ্রিত পুস্তক পাঠ

প্রাপ্তং পদং প্রথমতঃ খলু যৎ-প্রভাবা-
ন্মাঙ্গল্যভাজি মধুমাথিনি মন্মথেন।
ময্যাপতেত্তদিহ মন্থরমীক্ষণার্দ্ধং,
মন্দালসং চ মকরালয়কন্যকায়াঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার প্রভাবে পঞ্চশর, মঙ্গলালয় মধুসূদনে প্রথমতঃ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, বারিধি-তনয়ার সেই মন্দালস অর্দ্ধদৃষ্টি মন্থরভাবে (স্থিরভাবে) ইহজীবনে আমাতে নিপতিত হয়। (প্রণয়ীর প্রতি দৃষ্টি চঞ্চল, পুত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির,—কবি স্বয়ং পুত্রভাবে মাতৃদৃষ্টির প্রার্থী) ॥ ৭ ॥

দদ্যাদ্দয়ানুপবনো দ্রবিণাম্বুধারা-
মস্মিন্ন কিঞ্চন বিহঙ্গশিশৌ বিষণ্ণে।
দুষ্কর্ম্মঘর্ম্মমপনীয় চিরায় দূরং
নারায়ণ-প্রণয়িনী-নয়নাম্বু-বাহঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—করুণারূপ অনুকূল পবন-মিলিত, হরিপ্রিয়া-দৃষ্টিপাতরূপী মেঘ, চিরসঞ্চিত দুষ্কর্ম্মতাপ দূরে অপনীত করিয়া বিহঙ্গ-(চাতক) শিশুরূপী যেন এই বিষণ্ণ অকিঞ্চনকে ধন-জলধারা প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

ইষ্টা বিশিষ্টমতয়োঽপি যয়া দয়ার্দ্র-
দৃষ্ট্যা ত্রিবিষ্টপপদং সুলভং লভন্তে।
দৃষ্টিঃ প্রহৃষ্টকমলোদরদীপ্তিরিষ্টাং,
পুষ্টিং কৃষীষ্ট মম পুষ্করবিষ্টরায়াঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও যাঁহার প্রীতিপাত্র হইয়াই তদীয় করুণার্দ্র দৃষ্টিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গপদ লাভ করেন, সেই পদ্মাসনা লক্ষ্মীর প্রফুল্লকমলগর্ভ-কমনীয়া দৃষ্টি আমার অভিলষিত পুষ্টি সম্পাদন করুন ॥ ৯ ॥

গীর্দ্দেবতেতি গরুড়ধ্বজসুন্দরীতি,
শাকম্ভরীতি শশিশেখরবল্লভেতি।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কেলিষু সংস্থিতায়ৈ,
তস্যৈ নমস্ত্রিভুবনৈকগুরোস্তরুণ্যৈ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যিনি সৃষ্টিলীলায় বাগ্‌দেবতা (ব্রাহ্মী শক্তি) এইরূপে,

স্থিতিলীলায় গরুড়ধ্বজসুন্দরী অর্থাৎ বৈষ্ণবী শক্তি, এইরূপে বা শাকম্ভরী এই-রূপে, এবং প্রলয়লীলায় শশিশেখরবল্লভা অর্থাৎ রুদ্রাণী এইরূপে অবস্থিতা, ত্রিভুবনৈকগুরু নারায়ণের সেই তরুণীকে (লক্ষ্মীকে) প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

শ্রুত্যৈ নমোঽস্তু শুভকর্ম্মফলপ্রসূত্যৈ,
রত্যৈ নমোঽস্তু রমণীয়গুণার্ণবায়ৈ।
শক্ত্যৈ নমোঽস্তু শতপত্রনিকেতনায়ৈ,
পুষ্ট্যৈ নমোঽস্তু পুরুষোত্তমবল্লভায়ৈ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যিনি শুভকর্ম্মফলপ্রসবিনী শ্রুতিস্বরূপা, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি রমণীয়-গুণ-সাগরায়মাণারূপা, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কমল-বাসিনী শক্তিরূপা, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি পুরুষোত্তমদয়িতা পুষ্টিরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

নমোঽস্তু নালীক-নিভাননায়ৈ,
নমোঽস্তু দুগ্ধোদধি-জন্ম-ভূত্যৈ।
নমোঽস্তু সোমামৃতসোদরায়ৈ,
নমোঽস্তু নারায়ণবল্লভায়ৈ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—(সেই) কমলাননাকে নমস্কার, ক্ষীরোদসম্ভবাকে নমস্কার, চন্দ্র ও অমৃতের সহোদরাকে নমস্কার, নারায়ণবল্লভাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সম্পৎ-করাণি সকলেন্দ্রিয়-নন্দনানি,
সাম্রাজ্য দান-বিভবানি সরোরুহাক্ষি।
ত্বদ্বন্দনানি দুরিতাহরণোদ্যতানি
মামেব, মাতরনিশং কলয়ন্তু মান্যে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—হে কমলনয়নে, মান্যে, তোমার বন্দনা সম্পত্তিসম্পাদক, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক, সাম্রাজ্যদানে সমর্থ এবং পাপ-অপনয়নে সফল-উদ্যম-সম্পন্ন; মাতঃ, ঐ সকল বন্দনা সর্ব্বদা যেন (কর্ত্তৃরূপে) আমাকেই আশ্রয় করে ॥ ১৩ ॥

যৎকটাক্ষসমুপাসনা-বিধিঃ,

সেবকস্য সকলার্থসম্পদঃ।

সন্তনোতি বচনাঙ্গমানসৈ-

স্ত্বাং মুরারিহৃদয়েশ্বরীং ভজে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার কটাক্ষলাভের জন্য উপাসনাবিধি সেবকের সর্ব্ববিধ অর্থসম্পদ্ সম্পাদন করিয়া থাকে, নারায়ণ-হৃদয়েশ্বরী সেই তোমাকে কায়-মনোবাক্যে ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

সরসিজ-নিলয়ে সরোজ-হস্তে,

ধবলতমাংশুক-গন্ধ-মাল্য-শোভে।

ভগবতি হরি-বল্লভে মনোজ্ঞে,

ত্রিভুবন-ভূতিকরি প্রসীদ মহ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হে কমলবাসিনি, হে কমলধারিণি, অতি শুভ্রগন্ধমাল্য-বস্ত্রসুশোভিতে, ভগবতি, ত্রিলোকৈশ্বর্য্যবিধায়িনি, মনোরমে, শ্রীহরিবল্লভে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৫ ॥

দিগ্ঘস্তিভিঃ কনক-কুম্ভমুখাবসৃষ্ট-

স্বর্ব্বাহিনী-বিমল-চারু-জল-প্লুতাঙ্গীম্।

প্রাতর্নমামি জগতাং জননীমশেষ-

লোকাধিনাথগৃহিণীমমৃতাব্ধিপুত্ত্রীম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—দিগ্গজগণ, স্বর্ণকুম্ভমুখবিগলিত নির্ম্মল স্বর্গগঙ্গা-রমণীয়-সলিলে যাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করে, অশেষলোকনাথগৃহিণী সুধা-সিন্ধুনন্দিনী সেই ত্রিজগজ্জননীকে প্রভাতে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কমলে কমলাক্ষবল্লভে ত্বং করুণাপূরতরঙ্গিতৈরপাঙ্গৈঃ।

অবলোকয় মামকিঞ্চনানাং প্রথমং পাত্রমকৃত্রিমং দয়ায়াঃ ॥১৭॥

অনুবাদ।—হে পুণ্ডরীকাক্ষদয়িতে, কমলে, আমি অকিঞ্চনগণের প্রধান এবং দয়ার অকৃত্রিম পাত্র, করুণাপ্রবাহতরঙ্গিত অপাঙ্গে তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ১৭ ॥

স্তুবন্তি যে স্তুতিভিরমীভিরন্বহং
ত্রয়ীময়ীং ত্রিভুবনমাতরং রমাম্।
গুণাধিকা গুরুতরভাগ্যভাগিনো *
ভবন্তি তে ভুবি বুধভাবিতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-
পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
কনকধারাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যাঁহারা ত্রয়ীময়ী ত্রিভুবনজননী রমাকে এই সকল স্তুতি-পদ্যে প্রত্যহ স্তব করেন, ভূতলে তাঁহারা গুণাধিক এবং গুরুতর ভাগ্যের অধি-কারী হয়েন এবং তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য বোদ্ধা ব্যক্তিরও চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ভগবান্ গোবিন্দের শিষ্য
শ্রীমৎশঙ্কর-ভগবানের রচনাতে কনকধারাস্তোত্র সমাপ্ত।

ত্রিপুরসুন্দরী-স্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ

কদম্ববনচারিণীং মুনি-কদম্ব-কাদম্বিনীং
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্।
নবাম্বুরুহ-লোচনামভিনবাম্বুদশ্যামলাং
ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুর-সুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি কদম্ববনমধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেঘমালাস্বরূপা, যাঁহার নিতম্ব পর্ব্বতকে জয় করিয়াছে, সুর-নিতম্বিনীগণ যাঁহার সেবা করেন, যাঁহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি নবীন-নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুর-সুন্দরীর (ভক্তি সহকারে) আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ ॥

* 'ভাজিনো' পাঠ বাণীবিলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

কদম্ব-বন-বাসিনীং কনক-বল্লকী-ধারিণীং,
মহার্হ-মণি-হারিণীং মুখ-সমুল্লসদ্-বারুণীম্ ।
দয়া-বিভব-কারিণীং বিশদ-লোচনীং চারিণীং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবীণা ধারণ করিতেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহের হার পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মুখকমলে বারুণী উল্লসিত থাকে, যিনি দয়াবিভবকারিণী বিশদলোচনী অর্থাৎ নির্ম্মল-জ্ঞানদায়িনী এবং সুন্দরগমনা ত্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ২ ॥

কদম্ব-বন-শালয়া কুচ ভরোল্লসন্মালয়া,
কুচোপমিত-শৈলয়া গুরু-কৃপা-লসদ্-বেলয়া ।
মদারুণ-কপোলয়া মধুর-গীত-বাচালয়া,
কয়াপি ঘনশীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি কদম্ববনে গৃহ স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার স্তনযুগলে মণিময় হার বিরাজমান আছে, যাঁহার কুচযুগল গিরিবরের ন্যায়, যাঁহার মহতী কৃপা সর্ব্বকালে বিরাজমান, যাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত, যিনি সর্ব্বদা মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণা, সেই প্রকার দেহ লীলাবশে আমাদিগের রক্ষাকবচ হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

কদম্ববনমধ্যগাং কনক-মণ্ডলোপস্থিতাং,
ষড়ম্বুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্ ।
বিড়ম্বিত-জবারুচিং বিকচ-চন্দ্রচূড়ামণিং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি কদম্ববনমধ্যবর্ত্তিনী, যিনি সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা আছেন, যিনি মূলাধারাদি ষট্‌চক্রপথে বাস করেন, যিনি সর্ব্বদা সিদ্ধিবিকাশে সৌদামিনীতুল্যা, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে, যাঁহার চূড়াতে পূর্ণচন্দ্র মণিস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, আমি সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

কুচাঞ্চিত-বিপঞ্চিকাং কুটিল-কুন্তলালঙ্কৃতাং,
কুশেশয়-নিবাসিনীং কুটিলচিত্ত-বিদ্বেষিণীম্।
মদারুণ-বিলোচনাং মনসিজারি-সম্মোহিনীং,
মতঙ্গ-মুনি-কন্যকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া থাকেন, যিনি কুটিল কুন্তলে অলঙ্কৃতা, যিনি কমলাসনা, যিনি কুটিলহৃদয় লোকদিগের দ্বেষ করেন, যাঁহার লোচনযুগল সর্ব্বদা মদবশে আরক্ত, যিনি মদনান্তক মহাদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মতঙ্গমুনির কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আমি সেই মধুরভাষিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দু-নীলাম্বরাং,
গৃহীত-মধুপাত্রিকাং মধুবিঘূর্ণ-নেত্রাঞ্চলাম্।
ঘন-স্তন-ভরোন্নতাং গলিত-কুন্তলাং * শ্যামলাং,
ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যাঁহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করা বিহিত, যাঁহার নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে যাঁহার লোচন সর্ব্বদা ঘূর্ণমান এবং স্তনদ্বয় অতি ঘন ও উন্নত, যাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৬ ॥

সকুঙ্কুম-বিলেপনামলকচুম্বি-কস্তূরিকাং,
সমন্দ হসিতেক্ষণাং সশর-চাপ-পাশাঙ্কুশাম্।
অশেষ-জন-মোহিনীমরুণ-মাল্যভূষাম্বরাং,
জবাকুসুমভাসুরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার অঙ্গে কুঙ্কুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, যাঁহার অলকপ্রান্ত কস্তূরচূর্ণে সজ্জিত, যিনি মন্দ হাস্যসহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যিনি চারি হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে মোহিত করেন, যিনি রক্তমালা, রক্তবর্ণ অলঙ্কার ও রক্তবসনে বিভূষিতা, যাঁহার

---

* 'কুন্তলাং' এই স্থলে 'কুলিকাং' পাঠও আছে।

দেহকান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় অতিশয় সমুজ্জ্বল, সেই জগজ্জননীকে জপকার্য্যে আমি স্মরণ করি ॥ ৭ ॥

পুরন্দর-পুরন্ধ্রিকাং চিকুর-বন্ধ সৈরিন্ধ্রিকাং
পিতামহ-পতিব্রতাং পটুপটীর-চর্চ্চারতাম্ ।
মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ্‌ক্রিয়াকারিণীং,
ভজামি ভুবনাম্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।--যিনি পুরন্দরপুরের পুরন্ধ্রীস্বরূপা (ইন্দ্রাণী), যিনি কেশবন্ধনে সৈরিন্ধ্রী, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি (ব্রহ্মাণী), যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি উত্তম চন্দনে অনুলিপ্তা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা (বৈষ্ণবী), যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ যাঁহার দাসীকার্য্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা করি ॥৮॥

ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সমাপ্ত ।

ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি ললিতা-বদনারবিন্দং,
বিম্বাধরং পৃথুল-মৌক্তিক-শোভি-নাসম্ ।
আকর্ণ-দীর্ঘ-নয়নং মণি-কুণ্ডলাঢ্যং,
মন্দ-স্মিতং মৃগমদোজ্জ্বল-ভাল-দেশম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—ওষ্ঠাধর বিম্বফল সদৃশ, সুবৃহৎ মুক্তামণ্ডিত নাসা, ললাটে মৃগনাভির তিলক ও (কর্ণে) মণিকুণ্ডলযুক্ত, ঈষদ্‌হাস্য-শোভিত ললিতা-দেবীর (ত্রিপুরসুন্দরীর) মুখকমল আমি প্রভাতে স্মরণ করি ॥ ১ ॥

প্রাতর্ভজামি ললিতা-ভুজ-কল্প-বল্লীং,
রত্নাঙ্গুলীয়-লসদঙ্গুলি-পল্লবাঢ্যাম্ ।
মাণিক্য-হেম-বলয়াঙ্গদ-শোভমানাং,
পুণ্ড্রেক্ষু-চাপ-কুসুমেষু-সৃণীর্দধানাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—রত্নময় অঙ্গুরীয়যোগে রঞ্জিত অঙ্গুলিপল্লবসম্পন্ন, মাণিক্য

ও স্বর্ণময় বলয় ও কেয়ূরে বিরাজিত, পুণ্ড্র নামক (পুঁড়ি আক) ইক্ষুদণ্ড, পুষ্পবাণ ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশের ধারণস্থান ললিতাদেবীর বাহু-কল্প-লতাকে প্রাতঃকালে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নমামি ললিতা-চরণারবিন্দং,
ভক্তেষ্টদান-নিরতং ভব-সিন্ধু-পোতম্।
পদ্মাসনাদি-সুরনায়ক-পূজনীয়ং,
পদ্মাঙ্কুশ-ধ্বজ-সুদর্শনলাঞ্ছনাঢ্যম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতদানে নিরত, সংসারসমুদ্রের পোতস্বরূপ, পদ্ম, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও সুদর্শনচিহ্নে অঙ্কিত, ব্রহ্মপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণের পূজনীয় ললিতাদেবীর চরণকমলে আমি প্রভাতে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ * স্তুবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং,
ত্রয্যন্তবেদ্য-বিভবাং করুণানবদ্যাম্।
বিশ্বস্য সৃষ্টি-বিলয়-স্থিতি-হেতুভূতাং
বিদ্যেশ্বরীং নিগম-বাঙ্মনসাতিদূরাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—বেদান্ত-বিজ্ঞেয়-বিভূতি, করুণাগুণে প্রশংসিতা, শাস্ত্র, বাক্য ও মনের অগোচর, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, সর্ব্ববিদ্যার ঈশ্বরী, পরমশিবা ভবানী ললিতাদেবীকে আমি প্রভাতসময়ে স্তব করি ॥ ৪ ॥

প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম,
কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি।
শ্রীশাম্ভবীতি জগতাং জননী পরেতি,
বাগ্‌দেবতেতি বচসা ত্রিপুরেশ্বরীতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে ললিতে! আমি প্রভাতকালে তোমার কামেশ্বরী, কমলা, মহেশ্বরী, শ্রীশাম্ভবী, জগজ্জননী, পরা, বাগ্‌দেবী ও ত্রিপুরেশ্বরী, এই সমস্ত নাম বাক্‌-ইন্দ্রিয়-যোগে, উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

* আত্মনেপদমিচ্ছতি পরস্মৈপদিনাং কচিৎ। "প্রাতস্তু নৌমি শিবদাং" শুদ্ধ পাঠ

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতাম্বিকায়াঃ,
সৌভাগ্যদং সুললিতং পঠতি প্রভাতে।
তস্মৈ দদাতি ললিতা ঝটিতি প্রসন্না,
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিম্ ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীভগবৎ-গোবিন্দ-
পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
শ্রীললিতাপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রভাতে জননী ললিতাদেবীর এই মনোহর পঞ্চশ্লোকগ্রথিত সৌভাগ্যপ্রদ স্তব পাঠ করে, ললিতাদেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তাহাকে বিদ্যা, শ্রী, বিমল আনন্দ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্র সমাপ্ত।

মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্।

উদ্যদ্ভানু-সহস্র-কোটিসদৃশীং কেয়ূর-হারোজ্জ্বলাং,
বিম্বোষ্ঠীং স্মিত-দন্তপঙ্‌ক্তি-রুচিরাং পীতাম্বরালঙ্কৃতাম্।
বিষ্ণু-ব্রহ্ম-সুরেন্দ্র-সেবিতপদাং তত্ত্বস্বরূপাং শিবাং,
মীনাক্ষীং প্রণতোঽস্মি সন্ততমহং কারুণ্যবারাং নিধিম্ ॥১॥

অনুবাদ।—যাঁহার কান্তি যুগপদুদিত কোটিসহস্র সূর্য্যের ন্যায়, কেয়ূর ও হারে যিনি বিভূষিত, যাঁহার ওষ্ঠ বিম্বফল সদৃশ লোহিতবর্ণ, যিনি ঈষদ্ হাস্যসমন্বিত দন্তরাজিতে রমণীয়া, যিনি পীতাম্বরে শোভিত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও দেবরাজ যাঁহার পদসেবা করেন, যিনি তত্ত্বরূপা (ব্রহ্মস্বরূপা) ও কল্যাণময়ী, আমি সেই করুণা-বারিধি মীনাক্ষীদেবীকে সতত প্রণাম করি ॥ ১ ॥

মুক্তাহার-লসৎ-কিরীট-রুচিরাং পূর্ণেন্দু-বক্ত্র-প্রভাং,
শিঞ্জন্নূপুর-কিঙ্কিণী-মণিধরাং পদ্মপ্রভা-ভাস্বরাম্।
সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদাং গিরিসুতাং * বাণী-রমা-সেবিতাং,
মীনাক্ষীং প্রণতোঽস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥২॥

অনুবাদ।—যিনি মুক্তাহার ও উজ্জ্বল কিরীটে সুশোভিতা, যাঁহার বদন-শোভা পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ, চরণধৃত মণিময় নূপুর ও কিঙ্কিণী রুণু রুণু ধ্বনি করিতেছে এবং উজ্জ্বল লাবণ্য কমলতুল্য; লক্ষ্মী-সরস্বতী-সেবিতা সর্ব্বাভীষ্টফলদায়িনী সেই করুণাবারিধি পার্ব্বতী মীনাক্ষী দেবীকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ২ ॥

শ্রীবিদ্যাং শিব-বামভাগ-নিলয়াং হ্রীঙ্কার-মন্ত্রোজ্জ্বলাং,
শ্রীচক্রাঙ্কিত-বিন্দু-মধ্য-বসতিং শ্রীমৎ-সভা-নায়কীম্।
শ্রীমৎ-ষণ্মুখ-বিঘ্নরাজ-জননীং শ্রীমজ্জগন্মোহিনীং,
মীনাক্ষীং প্রণতোঽস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৩॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রীবিদ্যারূপা, শিবের বামভাগে যাঁহার অবস্থান, যিনি হ্রীং-মন্ত্রে সমুদ্ভাসিত অর্থাৎ হ্রীঁ যাঁহার বীজমন্ত্র, শ্রীচক্রান্তর্গত বিন্দুমধ্যে যিনি অধিষ্ঠিতা, শ্রীমৎ সভানায়ক মহেশ্বরের মহাশক্তি এবং শ্রীমৎ কার্ত্তিকেয় ও বিঘ্নেশ্বর গণপতির জননী, সেই বিশ্ববিমোহিনী করুণাবারিধি শ্রীমতী মীনাক্ষী দেবীকে আমি সতত প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শ্রীমৎ-সুন্দর-নায়কীং ভয়-হরাং জ্ঞান-প্রদাং নির্ম্মলাং,
শ্যামাভাং কমলাসনার্চ্চিত-পদাং নারায়ণস্যানুজাম্।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-বাদ্য-রসিকাং নানাবিধাড়ম্বিকাং,
মীনাক্ষীং প্রণতোঽস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৪॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রীমৎ সুন্দরেশ্বর শিবের পত্নী, ভয়হারিণী, জ্ঞানপ্রদা,

* বিশেষ কথা,—এখানে 'গিরিসুতাং' পদটি লক্ষ্য করিতে হইবে। গিরিসুতা-বাণী-রমা-সেবিতাং পাঠ হইলে পরবর্ত্তী মীনাক্ষী-স্তোত্রের সহিত একার্থ হয়, নতুবা কিঞ্চিৎ বিরোধ হয়। সেই স্তোত্রে কথিত আছে, 'তিনি পার্ব্বতী-পূজিতা এবং মলয়ধ্বজের কন্যা' এই যে আপাত-বিরোধ, তাহার মীমাংসা এই যে, কুমারী অবস্থায় পার্ব্বতী আদ্যাশক্তির পূজা করেন তখন তিনি অংশস্বরূপা ছিলেন, শিববিবাহান্তে তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেন, তখন পূর্ণ আদ্যাশক্তি মীনাক্ষী ও পার্ব্বতী একই হওয়ায় এখানে তাঁহাকে গিরিসুতা অর্থাৎ পার্ব্বতী বলা হইয়াছে।

নির্ম্মলা ও শ্রীকৃষ্ণভগিনী, ব্রহ্মা যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করেন, যিনি শ্যামকান্তি, বীণা-বেণু-মৃদঙ্গবাদ্যপ্রিয়া, বিবিধ কর্ম্মপ্রবর্ত্তিকা করুণাবারিধি সেই মীনাক্ষী-দেবীকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নানাযোগি-মুনীন্দ্র-হৃন্নিবসতিং নানার্থসিদ্ধিপ্রদাং,
নানাপুষ্পবিরাজিতাঙ্ঘ্রি-যুগলাং নারায়ণেনার্চ্চিতাম্ ।
নাদ-ব্রহ্মময়ীং পরাৎ পরতরাং নানার্থ-তত্ত্বাত্মিকাং,
মীনাক্ষীং প্রণতোঽস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৫॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-
পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
মীনাক্ষীপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ।—বহু যোগী ও মুনিপ্রবরগণের হৃদয়-মন্দিরে যাঁহার অবস্থান, যিনি নানাপ্রকার অর্থসিদ্ধিপ্রদাত্রী, যাঁহার পদযুগলে নানারূপ পুষ্প বিরাজিত, নারায়ণ-পূজিতা নাদ-ব্রহ্মময়ী, পরাৎপরতরা নানা পদার্থতত্ত্বস্বরূপা করুণা-বারিধি সেই মীনাক্ষী দেবীকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

মীনাক্ষীপঞ্চরত্ন স্তোত্র সম্পূর্ণ।

মীনাক্ষী-স্তোত্রম্ । *

শ্রীবিদ্যে শিব-বামভাগ-নিলয়ে শ্রীরাজরাজার্চ্চিতে
শ্রীনাথাদি-গুরুস্বরূপ-বিভবে চিন্তামণীপীঠিকে ।
শ্রী-বাণী-গিরিজা-নুতাঙ্ঘ্রি-কমলে শ্রীশাম্ভবি শ্রীশিবে
মধ্যাহ্নে মলয়ধ্বজাধিপ-সুতে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীবিদ্যে, শিবের বামভাগে তোমার স্থান; হে কুবের-পূজিতে, তোমারই বিভূতি শ্রীনাথাদি গুরুস্বরূপ; চিন্তামণিপীঠে তুমি অধিষ্ঠিতা;

---

* ত্রিপুরসুন্দরী আদ্যাশক্তি, তাঁহার তিন অংশ;—লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কুমারী পার্ব্বতী। স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরীই গৌড়মগধাধিপতি মলয়ধ্বজ-রাজের দুহিতা রাজরাজেশ্বরীরূপে অবতীর্ণা হয়েন; তাঁহার যৌগিক নাম মীনাক্ষী, সংক্ষিপ্ত নাম মীনা। স্বয়ং পরব্রহ্ম সুন্দরেশ্বর শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়া মীনাক্ষীকে বিবাহ করেন। এই যে আদ্যাশক্তি, ও পরব্রহ্মের লীলা, ইহার বিস্তৃত বিবরণ মীনাক্ষী-মাহাত্ম্যে আছে। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মাদুরা সহরে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। পার্ব্বতী শিবপরিণীতা হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন; সেই ভবানীমূর্ত্তিও ত্রিপুর-সুন্দরীর লীলা-মূর্ত্তি।

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং পার্ব্বতী তোমার চরণ-কমলের স্তব করিয়াছেন। হে শ্রীশাম্ভবি, হে শ্রীশিবে, হে রাজা মলয়ধ্বজের তনয়ারূপে অবতীর্ণা 'মীনাম্বিকে', অর্থাৎ জননি মীনাক্ষি, মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

আবশ্যক ব্যাখ্যা।—এই স্তোত্রমধ্যে প্রত্যেক শ্লোকেই কর্ম্মপদ ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পদই সম্বোধনরূপে প্রযুক্ত, শেষ শ্লোকে কেবল অসম্বোধন বহু পদ আছে, সম্বোধন পদের অর্থানুসারে বাক্য-বিন্যাস, ভাষা-সরসতার জন্য অনুবাদে করা হইয়াছে, সর্ব্বত্র সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই.।

মধ্যাহ্নকালে রক্ষার অর্থ, আহারশুদ্ধি সম্পাদন কর। আহারের কাল মধ্যাহ্ন,—এই সময়ে আদ্যাশক্তির কৃপাকটাক্ষপাত না হইলে আহারশুদ্ধি-লাভ অসম্ভব। আহারশুদ্ধি না থাকিলে সত্ত্বশুদ্ধি হয় না, অশুদ্ধ আহারে পাতিত্য পর্য্যন্ত হয়। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই যে ভোজনাপেক্ষী, সেই ভোজন যদি আদ্যাশক্তির কৃপায় সত্ত্বশুদ্ধির অনুকূল হয়, তাহা হইলে ধ্যান-ধারণাদি সকলই সুচারু সম্পন্ন হয়। এই কারণে মধ্যাহ্নে রক্ষার প্রার্থনা হইয়াছে ॥ ১ ॥

চক্রস্থেঽচপলে চরাচর-জগন্নাথে জগৎপূজিতে
আর্ত্তালীবরদে নতাভয়করে বক্ষোজ-ভারান্বিতে।
বিদ্যে বেদকলাপ-মৌলি-বিদিতে বিদ্যুল্লতাবিগ্রহে
মাতঃ পূর্ণ-সুধারসার্দ্র-হৃদয়ে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীচক্রস্থিতে, তুমি স্থিরা, চরাচর জগতের তুমিই অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বপূজিতা, হে আর্ত্তজনে বরদায়িনি, প্রণত-জন-ভয়হারিণি, হে স্তনভারবিনম্রে বিদ্যে, শ্রুতি-সমূহের শিরোভাগ (উপনিষৎ শাস্ত্র) কেবল তোমাকে জ্ঞাত আছেন, তোমার মূর্ত্তি বিদ্যুল্লতা-সদৃশ, হে পূর্ণ-সুধা-রসার্দ্র-হৃদয়ে মাতঃ মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

বিশেষ কথা।—অঙ্কিত শ্রীচক্রবিদ্যা বাহ্যপূজার যন্ত্র, অন্তর্যাগে শ্রীচক্র পৃথক্, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে বিস্তৃত। মূলে বক্ষোজভারান্বিতে আর অনুবাদে স্তনভারবিনম্রে আছে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, স্তবের মধ্যে এই বিশেষণ কি জন্য? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিজগজ্জননীর সকল সন্তানের পানোপযোগী স্তন্য সেই স্তনযুগলে আছে, এই মাতৃভাবটা মনে আনিবার জন্যই স্তনভারের কথা এই স্থানে এবং অন্যত্রও আছে ॥ ২ ॥

কোটীরাঙ্গদ-রত্ন-কুণ্ডলধরে কোদণ্ড-বাণাঞ্চিতে
কোকাকার-কুচদ্বয়োপরি-লসৎ-প্রালম্ব-হারাঞ্চিতে।
শিঞ্জন্নূপুর-পাদ-সারস-মণি-শ্রী-পাদুকালঙ্কৃতে
মদ্দারিদ্র্য-ভুজঙ্গ-গারুড়-খগে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ;—হে কিরীট-কেয়ূর-রত্ন-কুণ্ডলভূষণে, ধনুর্ব্বাণ-ধারিণি, তোমার চক্রবাক-যুগলাকৃতি স্তন-যুগলের উপর 'প্রালম্ব' (কণ্ঠদেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত) হার শোভা পাইতেছে, নূপুর-ধ্বনি-যুক্ত-চরণকমল-বিন্যস্ত মণিময় শ্রীপাদুকার দ্বারা তুমি অলঙ্কৃতা এবং আমার দারিদ্র্য-ভুজঙ্গ-বিনাশে তুমি গরুড়-বংশজাতা পক্ষিণী সদৃশী, (তাই) হে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মেশাচ্যুত-গীয়মান-চরিতে প্রেতাসনান্তস্থিতে
পাশোদঙ্কুশ-চাপ-বাণ-কলিতে বালেন্দু-চূড়াঞ্চিতে।
বালে বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়নে বালার্ককোট্যুজ্জ্বলে
মুদ্রারাধিত-দেবতে* মুনি-নুতে† মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥৪॥

অনুবাদ ;—(জননি!) ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু তোমার চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন, তুমি শবাসনে আসীনা, পাশ, ঊর্দ্ধীকৃত অঙ্কুশ, ধনুঃ ও বাণ, তোমার হস্তে বর্ত্তমান, নবীন শশিখণ্ড তোমার শিরোভাগে শোভমান, হে বালে, তোমার নয়ন কুরঙ্গ-শাবকনয়নবৎ চঞ্চল, উদীয়মান কোটি দিবাকরের ন্যায় তোমার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আর তুমি মুদ্রা দ্বারা আরাধিতা দেবতা; হে মুনিগণস্তুতে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

বিশেষ কথা।—ত্রিপুরার ভেদত্রয় তন্ত্রশাস্ত্রে আছে;—বালা, ভৈরবী ও সুন্দরী। এই স্তুতি-পদ্যে তাঁহাকে 'বালা' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। মুনিসুতে পাঠ হইলে তাহার অর্থ—হে কাত্যায়নি, অপর লীলায় কাত্যমুনির কন্যারূপে পরিচিতা কাত্যায়নী—আদ্যাশক্তি মীনাক্ষী ॥ ৪ ॥

* দৈবতে—পাঠান্তর।

† মুনি-সুতে—পাঠান্তর।

গন্ধর্ব্বামর-যক্ষ-পন্নগ-নুতে গঙ্গাধরালিঙ্গিতে
গায়ত্রী গরুড়াসনে কমলজে সুশ্যামলে সুস্থিতে।
খাতীতে খলদারু-পাবকশিখে খদ্যোতকোট্যুজ্জ্বলে
মন্ত্রারাধিত-দেবতে মুনিনুতে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥৫॥

অনুবাদ।—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ তোমাকে স্তব করিয়া থাকে, তুমি গঙ্গাধরের আলিঙ্গনে অবস্থিতা অর্থাৎ রুদ্রাণী, তুমিই গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, তুমিই গরুড়াসনা ক্ষীরোদসম্ভবা অর্থাৎ বৈষ্ণবী, তুমিই সুস্থিতা শ্যামা, তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীতা (বা গগনমণ্ডলের অতীতা), তুমিই খলস্বরূপ দারুচয়ের পক্ষে বহ্নিশিখা-স্বরূপা, কোটিখদ্যোতবৎ সমুজ্জ্বলা ও মন্ত্র সহযোগে আরাধিতা দেবতা ; হে মুনিগণ-স্তুতে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

নাদে নারদ-তুম্বুরাদ্যবিনুতে নাদান্তনাদাত্মিকে
নিত্যে নীললতাত্মিকে নিরুপমে নীবারশূকোপমে।
কান্তে কামকলে কদম্ব-নিলয়ে কামেশ্বরাঙ্ক-স্থিতে
মদ্‌বিদ্যে মদভীষ্ট-কল্প-লতিকে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে নিত্যে! নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি (নাদজ্ঞগণ) নাদমধ্যে তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, তুমি নাদান্ত অর্থাৎ বিন্দু এবং নাদস্বরূপা, হে নীললতারূপিণি! অর্থাৎ তারারূপিণি! তোমার উপমা নাই, তুমি নীবার-শূকের ন্যায় সূক্ষ্মা, তুমি কমনীয়া কামকলা (কামশক্তি রতিদেবী), কদম্ববনে তোমার আলয়, তুমি কামেশ্বর শিব-অঙ্গে অবস্থিত, তুমি আমার বিদ্যা এবং আমার অভীষ্ট-দানে কল্পলতা, (তাই প্রার্থনা) হে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

বিশেষ কথা।—নাদ ধ্বনিবিশেষ, স্বর, রাগ এবং সঙ্গীত নাদ ব্যতীত হইতেই পারে না। সঙ্গীতদামোদরে উক্ত আছে—"আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্। মুখেঽভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ॥ ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ। ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥" অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশ, অগ্নি ও বায়ুযোগে এই নাদ উৎপন্ন, নাভি হইতে ইহার আরম্ভ, মুখে অভিব্যক্ত, এইরূপ ধ্বনিই নাদনামে অভিহিত। নাদ ব্যতীত গীত, স্বর ও রাগ হয় না. অতএব জগৎ নাদময়।

দেবর্ষি নারদ ও তুম্বুরু-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সঙ্গীতগুরুগণ নাদের সাধক। এই নাদ

বহু বীজমন্ত্রের উপান্ত্য অবয়বরূপে কথিত, ইহার চিহ্ন অর্দ্ধচন্দ্র, ইহার পরই বিন্দু যোজিত হয়। সগুণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি, ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত, এই নাদ অনুচ্চার্য্য বর্ণ, বিন্দুযোগে অনুস্বারবৎ উচ্চারণীয়।

জগৎ দ্বিবিধ ;—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্র জগৎ মানব-দেহ। ক্ষুদ্র জগতে নাদের উদ্ভব এবং তাহার স্বরূপ ও মহিমা সঙ্গীতদামোদরে কথিত। বৃহৎ জগৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; ইহার মূলে যে নাদের সম্বন্ধ আছে, তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে :—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু। এই বিন্দু হইতে বর্ণক্রমে জগৎসৃষ্টি কথিত হইয়াছে। জগৎ যে নাদসম্ভূত, তাহা বেদসম্মত। ব্রহ্মসূত্র দেবতাধিকরণ ১।৩।২৮ শারীরক ভাষ্যে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। সেই নাদ ও বিন্দু বীজমন্ত্রে অভিব্যক্ত, নাদ অনুচ্চার্য্য, বিন্দুযোগে অনুস্বারবৎ উচ্চার্য্য। শক্তিসম্ভূত প্রথম নাদ ও নাদপরবর্ত্তী প্রথম বিন্দুর যোগে মন্ত্রসকল দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন, দেবী মীনাক্ষী সেই নাদবিন্দুস্বরূপা॥ ৬॥

বীণা-নাদ-নিমীলিতার্দ্ধ-নয়নে বিস্রস্ত-চূলী-ভরে
তাম্বূলারুণ-পল্লবাধর-যুতে তাড়ঙ্ক-* হারান্বিতে।
শ্যামে চন্দ্র-কলাবতংস-কলিতে কস্তূরিকা-ফালিতে
পূর্ণে পূর্ণ-কলাভিরাম-বদনে মাং পাহি মীনাম্বিকে॥ ৭॥

অনুবাদ।—হে শ্যামে! বীণানাদ-শ্রবণসুখে তোমার অর্দ্ধনয়ন নিমীলিত, কেশপাশ বিস্রস্ত, তোমার অধরপল্লব তাম্বূলরাগে রঞ্জিত, (কর্ণে) তাড়ঙ্ক, (কণ্ঠে) হার, শিরোদেশে চন্দ্রকলা, ললাটে মৃগনাভি-তিলক ; হে পূর্ণচন্দ্রবদনে! পূর্ণে! মীনাম্বিকে! আমাকে রক্ষা কর॥ ৭॥

বিশেষ কথা।—ত্রিপুরসুন্দরীর মূলবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যসদৃশ, লীলামূর্ত্তির বর্ণ বিবিধ, শ্যামবর্ণ অন্যতম, তাই 'শ্যামে' সম্বোধন। তাড়ঙ্ক কর্ণভূষণ এখন নারীমণ্ডলীতে প্রচলিত নাই ; ইহার নাম "কাণ-তড়্কা", প্রতিমার সাজে এই অলঙ্কার এখনও ব্যবহৃত হয়॥ ৭॥

* "তাটঙ্ক" পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

শব্দব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী বাঙ্ময়ী
নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী তত্ত্বংময়ী চিন্ময়ী।
তত্ত্বাতীতময়ী পরাৎপরময়ী মায়াময়ী শ্রীময়ী
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সদাশিবময়ী মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-
ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
মীনাক্ষীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—মাতঃ মীনাক্ষি! তুমি শব্দব্রহ্মময়ী-স্থাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু, সে সমস্তই তোমা হইতে অতিরিক্ত নহে, তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী, তুমি বাঙ্‌ময়ী, তুমি নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, "তত্ত্বং"-পদার্থ, তুমিই চিন্ময়ী, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত তত্ত্বও তুমি, তুমিই মায়াময়ী এবং শ্রীময়ী, তুমিই সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপা ও সদাশিবস্বরূপা (অতএব বিদ্যাদি সর্ব্ববিষয় রক্ষা করিবার শক্তি তোমারই আছে, তাই প্রার্থনা করিতেছি) আমাকে রক্ষা কর।

বিশেষ কথা।—মূলে "তুমি" কথা নাই, কিন্তু অর্থে তাহার যোজনা আবশ্যক; সংস্কৃতে একবার "ত্বং" অধ্যাহারেই তাহা সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনুবাদে তাহাতে দুরূহতা হইবে মনে করিয়া বহুবার "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। মূলের "ময়ী" অনেক, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদে কিছু কমাইয়াছি ॥৮॥

ইতি মীনাক্ষী-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

ভ্রমরাম্বাষ্টক-স্তোত্রম্।

চাঞ্চল্যারুণ-লোচনাঞ্চিত-কৃপা-চন্দ্রার্দ্ধ-* চূড়ামণিং
চারুস্মের-মুখাং চরাচরজগৎ-সংরক্ষণীং তৎপদাম্।
চঞ্চচ্চম্পক-নাসিকাগ্র-বিলসন্মুক্তামণী-রঞ্জিতাং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার আরক্ত নয়নে চঞ্চলতা দ্বারা কৃপা অভিব্যক্ত, অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার চূড়ামণি, দোদুল্যমান চম্পকাকৃতি স্বর্ণভূষণভূষিত নাসিকার অগ্রভাগ দিব্যমুক্তা-বিরাজিত হইয়া যাঁহার শ্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে, সেই স্মের-চারু-বদনা, চরাচরজগৎ-পালিনী, তৎপদপ্রতিপাদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপা শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

কস্তূরী-তিলকাঞ্চিতেন্দু-বিলসৎ-প্রোদ্-ভাসি-ভাল-স্থলীং
কর্পূর-দ্রব-মিশ্র-চূর্ণ-খদিরামোদোল্লসদ্-বীটিকাম্।
লোলাপাঙ্গ-তরঙ্গিতৈরধিকৃপা-সারৈর্নতানন্দিনীং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার কস্তূরীতিলকযোগে শোভমান শশিকলা-সমুদ্ভাসিত স্বভাবসুন্দর ললাট, মুখে কর্পূরদ্রবসংযুক্ত স-চূর্ণ খদির-সুরভি তাম্বূল, করুণা-পূরিত অচল অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রণত জনগণের আনন্দবিধায়িনী সেই শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী মাতাকে ভাবনা করি ॥ ২ ॥

রাজন্মত্ত-মরাল মন্দগমনাং রাজীব-পত্রেক্ষণাং
রাজীব-প্রভবাদি দেব-মুকুটৈরজ্যৎ- † পদাম্ভোরুহাম্।
রাজীবায়তমণ্ড- ‡ মণ্ডিত-কুচাং রাজাধিরাজেশ্বরীং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার সুঠাম ধীরগমন মত্তমরালগমনতুল্য, নয়ন পদ্মপলাশ-সদৃশ, পাদপদ্ম পদ্মযোনিপ্রমুখ দেবতাগণের মুকুটনিচয়ে রঞ্জিত এবং স্তনযুগল

* 'কৃপা-চন্দ্রার্ক' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

† 'রাজৎ' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

‡ রাজীবায়তমণ্ড ইতি পাঠান্তর।

প্রফুল্লকমলবৎ আয়ত ও ময়ূরপুচ্ছে ভূষিত, সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী শ্রীমাতা ভগবতী রাজরাজেশ্বরীকে ভাবনা করি ॥ ৩ ॥

ষট্-তারাং গণ-দীপিকাং শিব-সতীং ষড়্-বৈরি-বর্গাপহাং,
ষট্‌চক্রান্তর-সংস্থিতাং বরসুধাং ষড়্-যোগিনী-বেষ্টিতাম্।
ষট্-চক্রাঞ্চিত-পাদুকাঞ্চিত-পদাং ষড়্-ভাবগাং ষোড়শীং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি ষট্‌তারা ও গণদীপিকা নামে কথিত, যিনি মহাদেবের সহধর্ম্মিণী, যিনি কামাদি ষড়্‌রিপুকে সংহার করেন, (জীবশরীরস্থিত) ষট্‌চক্রাভ্যন্তরে যাঁহার অধিষ্ঠান, যিনি পরমামৃতরূপিণী, (ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, সাকিনী, শাকিনী, ও হাকিনী) এই ছয়টি যোগিনী যাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, (ষোড়শদল চক্র, অষ্টদল চক্র, চতুর্দ্দশার চক্র, বহির্দ্দশার চক্র, অন্তর্দ্দশার চক্র এবং অষ্টার চক্র) এই ষট্‌চক্রস্থিত পাদুকাতে যাঁহার পদদ্বয় বিদ্যমান, যিনি ষড়্‌ভাবের (জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও ধ্বংস এই ছয় অবস্থায়) অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ষোড়শীরূপা, সেই শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে আমি ভাবনা করি ॥ ৪ ॥

বিশেষ কথা।—ষট্‌তারা—ছয়টি তার অর্থাৎ প্রণব যাঁহার মন্ত্রমূর্ত্তিতে বিদ্যমান, তিনি ষট্‌তারা। তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—

শ্রীপরা বাগ্‌ভবাদ্যৈশ্চ ঈশ্বরী তারমন্মথৈঃ।
আদ্যভূতৈর্ভিদ্যমানা সুন্দরী ষড়্‌বিধা ভবেৎ ॥

ত্রিপুরসুন্দরীর বীজমন্ত্রপূর্ণ এই তান্ত্রিক বচনের ব্যাখ্যা করিব না, কেবল 'ষট্' আর 'তার' এই দুইটি পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

গণদীপিকা।—গণ এবং কূট একার্থক শব্দ; ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্র ত্রিকূট, 'দীপনী' বিদ্যা প্রত্যেক কূটেই আছে। মন্ত্রসমূহের দীপ্তি [illegible] বলিয়া এই বিদ্যার নাম 'দীপনী,' মন্ত্রের বীর্য্যই দীপ্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

'এষা তু দীপনী বিদ্যা অজপা প্রাণরূপিণী

* * * *

দীপনেনৈব যুক্তাঃ সর্ব্বে মন্ত্রা বীর্য্যবন্তো ভবন্তি।' ত্রিকূটমন্ত্রের পূর্ব্বে উচ্চারণীয় পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র দীপনী বিদ্যা। মন্ত্রগণের দীপ্তিবিধায়িনী বলিয়া দীপনীই গণদীপিকা নামে গৃহীত হইয়াছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সকল মঠ স্থাপন করেন, তৎসমুদায়ের বৈশিষ্ট্য—চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব এবং শ্রীচক্র। শ্রীচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা হয়। ললিতা-পঞ্চরত্ন, সারদা-ভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র, ভ্রমরাম্বাষ্টক, মীনাক্ষী-স্তোত্র, মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন সমস্তই ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব; এতদ্ভিন্ন 'আনন্দলহরী' এতদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান স্তব। ত্রিপুরসুন্দরী,—শ্রীবিদ্যা, রাজরাজেশ্বরী, ষোড়শী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আর একটি নাম বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই নামটি হইতেছে—'ললিতা'। ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্য ভগবান্ আচার্য্যেরই রচিত। প্রথমোক্ত পাঁচখানি ক্ষুদ্র স্তোত্র-গ্রন্থে সেই ভাষ্যোক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ, ধ্যান, মন্ত্ররহস্য ও চক্রের সূচনা আছে। সেই সূচনা বা সূত্রের যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহার স্পষ্ট আভাস আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরীমূলে আছে।

জীবের যে ষড়্ভাব বা ছয় অবস্থা—জন্ম, বিদ্যমানতা প্রভৃতি, তাহা শক্তির অধিষ্ঠানেই সামর্থ্যযুক্ত, চেতন জীবকে সেই অচেতন অবস্থা যেন অধীন করিয়া রাখে, ইহা কি কম সামর্থ্যের কথা। ৪।

'ষট্-চক্রান্তর-সংস্থিতাং' মূল পদ্যের দ্বিতীয়পাদস্থ বাক্যের অনুবাদ—'(জীব-শরীরস্থিত) ষট্চক্রাভ্যন্তরে যাহার অধিষ্ঠান' এই ষট্চক্রের নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শরীরাভ্যন্তরে বায়ুগ্রন্থি এবং বায়ুর উৎপত্তিস্থিতিস্থান আছে, নির্গম ও প্রবেশের জন্য বিভিন্ন নাড়ী আছে, উৎপত্তিস্থান গুহ্যদেশস্থ মূলাধার, তাহার পর ক্রমে লিঙ্গমূল, নাভিমণ্ডল, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ভ্রূমধ্য,—স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটি চক্রের স্থান; চক্রসমূহ বায়ুগ্রন্থি বা বায়ুর আবর্ত্ত, বায়ুর মধ্যেই সূক্ষ্ম তেজ থাকায় শাস্ত্রে ঐ সকল চক্রের বর্ণ-নির্দ্দেশ আছে। আদ্যাশক্তি ঐ সকল চক্রে আছেন, কারণ, জগতে যে কিছু শক্তি দেখা যায়, তাহার মূলপ্রস্রবণ আদ্যাশক্তি। বায়ু যে আবর্ত্ত-কৃত-সন্নিবেশ-বলে দেহকে জীবিত রাখিয়াছে, সেই বল বা শক্তির মূল শক্তি সেখানে আছেন, তিনিই মাতা আদ্যাশক্তি। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল বিবৃতি আনন্দলহরী ৯ শ্লোকের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। এই পদ্যের ৩য় পাদে আর একটি ষট্চক্র শব্দ আছে, অনুবাদে বেষ্টনীমধ্যে তাহার উল্লেখ আছে, সেগুলি কি এবং কোথায়, তাহা এই স্থানে বলিতেছি:—শ্রীচক্রের উল্লেখ স্তবমধ্যে অনেক স্থানে আছে, সেই শ্রীচক্র বহিঃপূজার যন্ত্র, তাহার অঙ্কনপ্রণালী আনন্দ-লহরীতে সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তাহাই নামমাত্রে জ্ঞাপিত। সেই যন্ত্রে বাহিরে ষোড়শদল-পদ্ম আর অভ্যন্তরে অষ্টদলপদ্ম ও মধ্যে ঊর্দ্ধ ও অধোমুখ ৯টি ত্রিকোণ রেখায়

৪৩টি কোণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধ্যস্থ কোণ বাদ দিয়া অপর ৪২ কোণই চতুর্দ্দশার চক্র ইত্যাদিরূপে সংগৃহীত;—মধ্য কোণ ও বিন্দু, মহাশক্তির স্থান, অন্য ৪২ স্থানে তাঁহার পাদুকাশক্তি। আনন্দলহরী ১১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ৪।

শ্রীনাথাদৃত-পালিত-ত্রিভুবনাং শ্রীচক্রসঞ্চারিণীং
জ্ঞানাসক্ত-মনোজ-যৌবন-লসদ্-গন্ধর্ব্বকন্যার্চ্চিতাম্। *
দীনানামতিবেল-ভাগ্য-জননীং দিব্যাম্বরালঙ্কৃতাং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—শ্রীশব্দযোগে 'নাথ'সমূহস্বরূপ স্থানে যিনি আদৃত, (সংহারপ্রাপ্ত) ত্রিভুবনকে যিনি (মূর্ত্তিপ্রদান করিয়া) পালন করেন, শ্রীচক্রে যাঁহার সঞ্চার, জ্ঞান-রত কামদেব এবং যুবতী গন্ধর্ব্বকন্যাগণ যাঁহার অর্চ্চনা করেন, যিনি দরিদ্রগণেরও অত্যন্ত সৌভাগ্য-সম্পাদন করেন, দিব্য-বসনভূষণ-সজ্জিতা সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৫ ॥

বিশেষ কথা।—ত্রিপুরসুন্দরীর আন্তরপীঠন্যাসে চারিটি পীঠের পারিভাষিক নাম,—কামগিরি, জালন্ধর, পূর্ণগিরি এবং উড্ডীয়ানপীঠ। এই চারিটি পীঠই চারি নাথস্বরূপ—মিত্রীশনাথ, ষষ্ঠীশনাথ, উড্ডীশনাথ, শ্রীচর্য্যানাথ। নাথস্বরূপ এই পীঠচতুষ্টয়ে 'শ্রী' শব্দযোগে পাদুকা-নমস্কার-বাক্য উচ্চারণ ও স্মরণ করিতে হয়, ইহাই আদর। যথা—কামগির্য্যালয়ে মিত্রীশনাথাত্মকে কামেশ্বরী-রুদ্রাত্মশক্তি-শ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। এই পীঠন্যাসপ্রসঙ্গ 'শ্রী' 'নাথ' ও 'আদৃত' এই তিনটি পদ দ্বারা সংক্ষেপে উপদিষ্ট। নাথ শব্দ দ্বারা নাথ-চতুষ্টয়স্বরূপ পীঠচতুষ্টয়, শ্রী শব্দ দ্বারা শ্রীপাদুকা ও আদৃত শব্দ দ্বারা তাঁহার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। ('শ্রী' ইত্যাকারক-শব্দঃ, তেন করণেন নাথেষু নাথাত্মকেষু আদৃতা সৎকৃতা,—শ্রীশব্দমুচ্চার্য্য পাদুকাশব্দোপাদানাৎ সৎকারবিশেষসূচনং, তথা নম ইত্যনেনাপি। উত্তরপদেন কর্ম্মধারয়সমাসাৎ, আদৃতেত্যত্র পুংবদ্ভাবঃ ইতি সংস্কৃতটীকা)

পালিত-ত্রিভুবনা।—ইহার অনুবাদ—ভুবনকে যিনি পালন করেন, কিন্তু বেষ্টনীচিহ্নমধ্যে 'সংহারপ্রাপ্ত' ও 'মূর্ত্তিপ্রদান করিয়া' এই দুইটি শব্দ যোজিত হইয়াছে। ঐরূপ স্থলেই 'পালনই' প্রকৃত পালন, কোন মৃত্যুমুখ-প্রবিষ্ট মূর্চ্ছাপন্ন

* 'কন্যাদৃতাম্' পাঠান্তর।

কঙ্কালসার অনাথশিশুকে যদি প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার পোষণ করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ পালন,—প্রমাণে এইরূপ পালনের কথাই আছে, তাই সংক্ষিপ্ত স্তোত্রের বাক্যানুবাদে মর্ম্মকথা প্রকাশের জন্য ঐ পদদ্বয়ের যোজনা করা হইয়াছে। প্রমাণ এই—

"লয়ে ত্রিলোক্যামপি পূরণত্বাৎ
প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম।" প্রপঞ্চসার। (তন্ত্রসার)

প্রলয় হইলেও ত্রিলোকীর পূরণ যিনি করেন, প্রলয়ে যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহার যোজনা এবং তৎপরে পোষণ, ইহাই প্রকৃত পূরণ। ত্রি + (ত্রিভুবন) পুরা (পূরণকর্ত্রী)

কামদেব ইঁহার মন্ত্রসাধনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েন। সাধনা জ্ঞান ব্যতীত হয় না, তাই 'জ্ঞানাসক্ত মনোজ' মূলে আছে। প্রমাণ—

"এতামুপাস্য দেবেশি কামঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।"
তন্ত্রসারধৃত জ্ঞানার্ণব।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ দেবীর সাধনপ্রভাবে যোগিনী হইয়াছেন। এই যোগিনী-পূজা শ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতিতে উল্লিখিত আছে।

শ্রীচক্রদেবীকে পূজা যিনি করিবেন, তিনি অচিরে সৌভাগ্য ও অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির আধিপত্য লাভ করেন। যথা :—

"চক্রেঽস্মিন্ পূজয়েদ্ যো হি স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনামধিপো জায়তেঽচিরাৎ॥"
তন্ত্রসারধৃত স্বচ্ছন্দভৈরববচন ॥ ৫ ॥

লাবণ্যাধিক-ভূষিতাঙ্গ-লতিকাং লাক্ষা-লসদ্‌রাগিণীং
সেবায়াত-সমস্ত-দেব-বনিতা-সীমন্ত-ভূষান্বিতাম্।
ভাবোল্লাসবশীকৃতপ্রিয়তমাং ভণ্ডাসুরচ্ছেদিনীং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :—যাঁহার অঙ্গলতিকা অসামান্য লাবণ্যে বিমণ্ডিত, সেবার্থ সমাগত সমস্ত দেববনিতাগণের সীমন্তভূষণে রঞ্জিত হওয়াতে যাঁহার চরণস্থ লাক্ষারাগ অধিকতর উজ্জ্বল, ভাবাবেশে প্রিয়তম মহাদেবকে যিনি একান্ত বশীভূত করিয়াছেন, সেই ভণ্ডাসুরবিমর্দ্দিনী শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৬ ॥

ধন্যাং সোম-বিভাবনীয়-চরিতাং ধারাধর-শ্যামলাং
মুন্যারাধন-মেধিনীং সুযুবতীং মুক্তি-প্রদান-ব্রতাম্।
কন্যা-পূজন-সুপ্রসন্ন-হৃদয়াং কাঞ্চী-লসন্মধ্যমাং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি ধন্যা, যাঁহার চরিত্র সোম-বিভাবনীয়, যিনি মেঘসদৃশ শ্যামকান্তি, মুনিগণের আরাধনা-সামর্থ্যের বৃদ্ধিদায়িনী, পূর্ণযুবতী ও মুক্তিদান-পরায়ণা ; কুমারী পূজা করিলে যাঁহার হৃদয় প্রসন্ন হয়, যাঁহার মধ্যভাগ কাঞ্চী-ভূষণশোভিত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৭ ॥

বিশেষ কথা।—ধন্যা শ্লাঘ্যা, সকলেই যাঁহার উৎকর্ষ খ্যাপন করে, তিনিই শ্লাঘ্য। 'সোমবিভাবনীয়' কথাটির নানা অর্থ (১) সোম চন্দ্র, চন্দ্রবৎ নির্ম্মল, (২) চন্দ্রের ধ্যেয়, (৩) সোমস্থানে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে যাঁহার ধ্যান করিতে হয়, ইড়া নাড়ী শক্তিরূপা, (৪) সোমযাগে যাঁহার ভাবনা করিতে হয়, (৫) সোম উমাসহচর শিব যে আদ্যাশক্তির চরিত্র ধ্যান করিয়া থাকেন। মূলের 'ধারাধরশ্যামলা' আর অনুবাদের মেঘবৎ শ্যামকান্তি ত্রিপুরসুন্দরীর স্বরূপের বর্ণ নহে, কিন্তু কালী প্রভৃতি মূর্ত্তিও তাঁহারই, তাই তিনি মেঘবৎ শ্যাম-কান্তি, আদ্যাশক্তি ত্রিপুরসুন্দরী ধ্যানমন্ত্রে যে বর্ণে এবং রূপে বর্ণিত হউন না, কিন্তু সেই রূপই তাঁহার একমাত্র নহে, তিনি নানারূপধারিণী, এই কারণে পরবর্ত্তী শ্লোকে তাঁহাকে 'কর্পূর-বর্ণ-স্থিতা' বলা হইয়াছে। তাঁহার সরস্বতী প্রভৃতি মূর্ত্তি কর্পূরবৎ শুভ্র। তবে ঐ পদের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে,কর্পূরবর্ণ সদাশিব তদুপরিস্থিতা বলিয়া তাঁহাকে 'কর্পূর-বর্ণ-স্থিতা' বলা হইয়াছে। তবে এই অর্থটি কষ্টকল্পিত। সুযুবতী পূর্ণযুবতী,—অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে মাতা হইয়াও—বহুকাল-স্থায়িনী হইয়াও—কালধর্ম্ম জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, এইরূপ কাল-বিজয়শক্তি এই বিশেষণ দ্বারা জ্ঞাপিত। ত্রিপুরসুন্দরীধ্যানে, অনর্ঘরত্নঘটিত কাঞ্চী-যুক্তনিতম্বিনীং থাকাতে এ স্থানেও 'কাঞ্চীলসন্মধ্যমা' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

কর্পূরাগুরু-কুঙ্কুমাঙ্কিত-কুচাং কর্পূর-বর্ণ-স্থিতাং,
কৃষ্টোৎকৃষ্ট-সুকৃষ্ট-কর্ম্ম-দহনাং কামেশ্বরীং কামিনীম্।
কামাক্ষীং করুণা-রসার্দ্র-হৃদয়াং কল্পান্তর স্থায়িনীং,
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার স্তনদ্বয় কর্পূর, অগুরু ও কুঙ্কুমে লিপ্ত, যিনি

কর্পূরবর্ণস্থিতা, কৃষ্ট (বিপ্রকৃষ্ট সঞ্চিত), উৎকৃষ্ট (প্রারব্ধ) এবং সুকৃষ্ট (সন্নিহিত ক্রিয়মাণ) ত্রিবিধকর্ম্ম যাঁহার কৃপায় দগ্ধ হইয়া যায়, যিনি কামেশ্বরী এবং কামিনী-শক্তি, যিনি কামাক্ষী, যাঁহার হৃদয় করুণারসে আর্দ্র, কল্পান্তরেও যাঁহার স্থিতি অব্যাহত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৮ ॥

বিশেষ কথা।—কর্পূর, অগুরু ও কুঙ্কুম, বিহিত পূজার উপকরণ-মধ্যে বিশেষ আদরণীয়, ইহা প্রথম বাক্য দ্বারা প্রকাশিত। কর্পূরবর্ণস্থিতা অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থিতা, অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা। প্রারব্ধ কর্ম্মের দাহ অর্থাৎ নাশ জগদম্বার আরাধনা দ্বারা হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন। কেহ কেহ বলেন, দাহ শব্দের অর্থ নাশ নহে, ব্যর্থতাবিধান। প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেও যে সুখ-দুঃখ, তাহা জগদম্বার কৃপা হইলে মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না, ইহাই তাহার ব্যর্থতা। যে কাম লোকের চিত্তকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সৎপথের সহায় করিবার বিধান ত্রিপুরসুন্দরীই করিয়া দেন, এই জন্য তিনি কামেশ্বরী, কামের যে শক্তি বিশ্ববিজয়িনী, তাহার মূল তিনি, এই জন্যই তিনি কামিনী। শিবকোপানলে ভস্মীভূত কাম তাঁহারই কৃপা-কটাক্ষে পুনর্জ্জীবিত হয়, এই কারণে তিনি কামাক্ষী ॥ ৮ ॥

গায়ত্রীং গরুড়-ধ্বজাং গগনগাং গান্ধর্ব্ব-গান-প্রিয়াং
গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিসুতাং গন্ধাক্ষতালঙ্কৃতাম্।
গঙ্গা-গৌতম-গর্গ-সন্নুতপদাং গাং গৌতমীং গোমতীং
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-
পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
ভ্রমরাম্বাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—যিনি গায়ত্রীস্বরূপা (ব্রাহ্মীশক্তি), গরুড়ধ্বজা (বৈষ্ণবী-শক্তি), যিনি শূন্যচারিণী ও গন্ধর্ব্বকৃত গানে প্রীতিমতী, যাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, গতি গজেন্দ্রের ন্যায়, যিনি পর্ব্বতরাজের কন্যা (শৈবীশক্তি) ও চন্দনাক্ষতে বিমণ্ডিতা, গঙ্গা, গৌতম ও গর্গ যাঁহার চরণ বন্দনা করেন এবং যিনি বসুমতী, গোদাবরী ও গোমতীরূপিণী, আমি সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৯ ॥

বিশেষ কথা।—ভ্রমরাম্বাষ্টক নামের কারণ সুদৃঢ়রূপে নির্ণয় করা যায় না, তবে বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য আপনাকে বা নিজচিত্তকে ভ্রমররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত অম্বাষ্টক বা মাতৃ-অষ্টক স্তোত্র বলিয়া ইহা ভ্রমরাম্বাষ্টক নামে খ্যাত।

ভ্রমর যেমন মধুলুব্ধ, সংসারী জীব বা তদীয় মন সেইরূপ বিষয়রস-লুব্ধ, তাই তাহার 'ভ্রমর' আখ্যা অসঙ্গত নহে। 'ভ্রমরাম্বাষ্টক' নামটি বহু পুস্তকসম্মত। 'ভ্রমরাষ্টক' নামও আছে। বসুমতীর পূর্ব্বমুদ্রিত পুস্তকে এই স্তোত্রটি ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

ভ্রমরাম্বাষ্টক সমাপ্ত।

শারদাভুজঙ্গ-প্রয়াতাষ্টক-স্তোত্র

সুবক্ষোজকুম্ভাং সুধাপূর্ণকুম্ভাং,
প্রসাদাবলম্বাং প্রপুণ্যাবলম্বাম্।
সদাস্যেন্দুবিম্বাং সদানোষ্ঠবিম্বাং,
ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি রমণীয় কুচকলসদ্বয়ে বিরাজমানা, যাঁহার হস্তে সুধা-পূরিত কুম্ভ শোভা পায়, যিনি প্রসন্নভাবেই সদা অবস্থিতা, যাঁহাকে অবলম্বন করিলে পরম পুণ্যলাভ হয়, যাঁহার উত্তম মুখমণ্ডল শশাঙ্কবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাঁহার বরদানস্ফুরিত ওষ্ঠপুট পক্কবিম্ববৎ সুদৃশ্য, আমার জননীরূপা সেই জগজ্জননী শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ১ ॥

কটাক্ষে দয়ার্দ্রাং করে জ্ঞানমুদ্রাং,
কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ সুভদ্রাম্।
পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তুঙ্গভদ্রাং,
ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি কটাক্ষে দয়ার্দ্রা, অর্থাৎ যিনি কৃপাকটাক্ষে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি (নিরন্তর) নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি

কলা-বিস্তায় জাগরিত (ব্যাপৃত) রহিয়াছেন, যিনি বিশুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পুরস্ত্রী, যিনি আলস্যবিহীনা ও তুঙ্গভদ্রা-নাম্নী নদী যাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥ ২ ॥

ললামাঙ্ক-ফালাং * লসদ্-গান-লোলাং,
স্বভক্তৈকপালাং যশঃশ্রীকপোলাম্।
করে ত্বক্ষমালাং কনৎ-† প্রত্নলীলাং,
ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার ললাট কস্তূরী-তিলকে অঙ্কিত, উত্তম সঙ্গীতে যিনি আকৃষ্টা হয়েন, যিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, যাঁহার (স্বচ্ছ) কপোল-স্থল মূর্ত্তিমতী যশঃশ্রী, যাঁহার হস্তে অক্ষমালা, যাঁহার প্রাচীন লীলাবলি সমুজ্জ্বল, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৩ ॥

সুসীমন্তবেণীং দৃশা নির্জ্জিতৈণীং,
রণৎকীরবাণীং নমদ্বজ্রপাণিম্।
সুধামন্থরাস্যাং মুদা চিন্ত্যবেণীং,
ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার সীমন্ত-বেণী মনোরম, যাঁহার নয়নশোভায় মৃগী পরাজিত, শুক-পক্ষিকুলের মুখে যাঁহার কথা ধ্বনিত হইতেছে, বজ্রধারী দেবেন্দ্র যাঁহাকে প্রণাম করেন, যাঁহার বদন অমৃতে পরিপূর্ণ, ভক্তবৃন্দ যাঁহার বেণীকে হর্ষসহকারে ধ্যান করে, আমার জননী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৪ ॥

বিশেষ কথা।—'মুদা চিন্ত্যবেণীং ইহার অনুবাদে বেণী শব্দেই ব্যবহৃত হইয়াছে, দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ধ্যানের বিধি থাকায় বেণীধ্যান অসঙ্গত নহে।

অথবা "অচিন্ত্য বেণীং" এইরূপ পদচ্ছেদ হইবে, বেণী শব্দের অর্থ নদীর ধারা বা প্রবাহ। যে পবিত্র প্রবাহ মানবের চিন্তার অতীত, তিনি সেই মন্দাকিনী-প্রবাহরূপা এবং আনন্দময়ী।

---

* 'ললামাঙ্কফালাং'—পাঠান্তরম্।
† 'কণৎ'—পাঠান্তর।

সুশান্তাং সুদেহাং দৃগন্তে কচান্তাং,

লসৎসল্লতাঙ্গীমনন্তামচিন্ত্যাম্‌।

স্মরৎ-তাপসৈঃ সঙ্গপূর্ব্বস্থিতান্তাং, *

ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্‌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি সুশান্ত-প্রকৃতি, যাঁহার কলেবর কমনীয়, যাঁহার নেত্রপ্রান্ত কেশান্তস্পর্শী, অলকদাম-সংলগ্ন যাঁহার সত্যস্বরূপ, অঙ্গবল্লী শোভাসম্পন্ন, যাঁহার অন্ত নাই, যিনি স্মরণপরায়ণ তাপসগণেরও অচিন্তনীয়া, সৃষ্টির পূর্ব্বেও যিনি স্বরূপে অবস্থিতা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কুরঙ্গে তুরঙ্গে মৃগেন্দ্রে খগেন্দ্রে,

মরালে মদেভে মহোক্ষেঽধিরূঢ়াম্‌।

মহত্যাং নবম্যাং সদাসামরূপাং,

ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্‌ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি (বায়ুরূপে) মৃগে, (সূর্য্যরূপে) অশ্বে, (দুর্গারূপে) সিংহে, (বিষ্ণুরূপে) গরুড়ে, (ব্রহ্মারূপে) হংসে, (ইন্দ্ররূপে) মত্তহস্তীতে এবং শিবরূপে মহাবৃষে আরোহণ করেন, অথচ যিনি অরূপা (নিরাকারা) এবং মহা-নবমীতে নিত্য আসীনা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৬ ॥

জ্বলৎকান্তিভঙ্গিং জগন্মোহনাঙ্গীং,

ভজে মানসাম্ভোজসুভ্রান্তভৃঙ্গীম্‌।

নিজস্তোত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভাঙ্গীং,

ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্‌ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার কান্তি-লহরী উজ্জ্বল, দেহযষ্টি যাঁহার বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমোহিত করে, যিনি মানসকমলচারিণী ভৃঙ্গরূপিণী, নিজস্তুতি, সঙ্গীত ও নৃত্য যাঁহার প্রকাশের অঙ্গ, আমার জননী বিশ্বমাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৭ ॥

---

* [illegible] অসঙ্গবহানি,—মায়াসম্বন্ধ ইতি যাবৎ তেন সৃষ্টিরূপলক্ষ্যতে। সর্গ ইতি পাঠ [illegible]। (সংস্কৃতটীকা)

ভবাম্ভোজনেত্রাজসংপূজ্যমানাং,
লসম্মন্দহাসপ্রভাবক্ত্রচিহ্নাম্।
চলচ্চঞ্চলাচারুতাটঙ্ককর্ণাং,
ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্॥ ৮॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-
পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
শ্রীশারদাভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—মহেশ্বর, পদ্মপলাশলোচন হরি ও ব্রহ্মা যাঁহার অর্চনা করেন, যাঁহার বদনমণ্ডল মৃদু মৃদু হাস্যচ্ছটায় সদা লক্ষিত, সৌদামিনী-রমণীয় তাটঙ্ক-ভূষণ যাঁহার কর্ণে দোদুল্যমান, আমার জননীরূপা বিশ্বজননী সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি॥ ৮॥

শারদাভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত।

অম্বাষ্টকম্

চেটী-ভবন্-নিখিল-খেটী-কদম্ব-তরু-বাটীষু নাকি-পটলী-
কোটীর-চারুতর-কোটী-মণী-কিরণ-কোটী-করম্বিত-পদা।
পাটীর-গন্ধ-কুচ-শাটী কবিত্ব-পরিপাটীমগাধিপসুতা
ঘোটী-কুলাদধিক-ধাটী মুদার-মুখ-বীটী-রসেন তনুতাম্॥ ১॥

সংস্কৃত-বিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—চেটী—দাসী। খেটী—খেচরী সুরললনা ইত্যর্থঃ। নাকিপটলী—দেবসমূহঃ। কোটীরঃ—কিরীটম্। কোটী—অগ্রম্, উৎকর্ষো বা। দ্বিতীয়কোটীশব্দঃ শতলক্ষসংখ্যাবাচকঃ। করম্বিতং—খচিতম্। পাটীরশ্চন্দনম্। ধাটী—শত্রুসম্মুখগমনম্ ত্বরিতং প্রতিদ্বন্দ্বিনং—প্রত্যাসাদনমিতি যাবৎ। বীটী—তাম্বূলম্॥ ১॥

অনুবাদ।—যে কদম্ব-বৃক্ষবাটিকায় নিখিল খেচরললনা (দেবাদি-রমণী) দাসীরূপে নিযুক্তা, তথায় অমরবৃন্দ-কিরীট-নিচয়ের কমনীয়াগ্রভাগস্থিত

অসংখ্য মণিকিরণে যাঁহার চরণ খচিত, যাঁহার স্তনাচ্ছাদনবস্ত্র চন্দন-গন্ধযুক্ত, সেই গিরিরাজনন্দিনী নিজ-মুখ-(চর্ব্বিত) তাম্বূল-রস-প্রসাদ প্রদান দ্বারা (সত্বরতায়) বড়বাকুলের অপেক্ষা অধিক প্রতিপক্ষ-আক্রমণ-সমর্থ (মদীয়) কবিত্বশক্তি সম্পাদন করুন, অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে আমি যেন দ্রুত কবিতা-রচনায় সমর্থ হই, এবং সেই দ্রুত রচনায় আমার তুল্য কেহ না থাকে ॥ ১ ॥

কূলাতিগামি-ভয়-তূলা-বলি-জ্বলন-কীলা নিজ-স্তুতি-বিধা
কোলাহল-ক্ষপিত-কালামরী-কুশল-কীলাল-পোষণনভাঃ।
স্থূলা কুচে জলদনীলা কচে কলিত-লীলা কদম্ব-বিপিনে
শূলায়ুধ-প্রণতি-শীলা বিভাতু হৃদি শৈলাধিরাজ-তনয়া ॥ ২ ॥

সংস্কৃত বিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—কূলেতি।—'কূলাতিগামি' দুস্তরং ভয়মেব তূলাবলিঃ তূলরাশিঃ; তত্র জ্বলনকীলা অগ্নিশিখাস্বরূপা। নিজস্তুতীত্যাদি। স্তুতি-পরায়ণ-সুরললনা-কুশলরূপ-সলিলবর্ষণে নভোমাসতুল্যা। নভা ইতি শ্রাবণ-মাস-নাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি অপার-ভয় (সংসার-সাগর-ভীতি) স্বরূপ-তূলরাশির দাহে অগ্নিশিখা, যিনি নিজস্তুতি-কোলাহলে কালযাপনকারিণী অমররমণীগণের কল্যাণবারিবর্ষণে শ্রাবণমাসতুল্যা, পীনস্তনী, ঘননীলকুন্তলা, কদম্ববন-বিহারিণী, শঙ্করপ্রীতিপরায়ণা সেই গিরিরাজনন্দিনী (আমার) হৃদয়ে বিরাজমানা হউন্ ॥২॥

যত্রাশয়ো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তুল-শুকা
সুত্রাম-কাল-মুখ-সত্রাশন-প্রকর-সুত্রাণকারি-চরণা।
ছত্রানিলাতিরয়-পত্রাভিরাম-গুণ-মিত্রামরী-সম-বধূঃ
কুত্রাসদৃগ্মণি-* বিচিত্রাকৃতিঃ স্ফুরিত-পুত্রাদি-দান-নিপুণা ॥৩॥

সংস্কৃত বিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—শুকং—বস্ত্রম্। সুত্রামা—ইন্দ্রঃ, কালঃ—যমঃ। সত্রাশনাঃ—দেবাঃ। সুত্রাণং—সুখেন শোভনং বা রক্ষণম্। ছত্রম্—আতপত্রম্। অনিলাতিরয়ঃ—অনিলবদ্ বেগাতিশয়ঃ পত্রং বাহনং তেষু অভিরাম-গুণাঃ অমরীসমাঃ বধ্বো মিত্রাণি যস্যাঃ। অথবা ছত্রযুক্তা অতিবেগ-বিবিধবাহন-শোভিতা যোগিন্যো যস্যাঃ সহচর্য্যঃ। অমর্য্যঃ—দেব্যঃ, সমাঃ—সর্ব্বাঃ বধ্বঃ ইতি

* "কুত্রাসহস্মণি"—এই পাঠ বোম্বে মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

বা বহুব্রীহৌ পদার্থঃ। কুত্র—পর্ব্বতঃ তস্য অসদৃক্ অনুপমো যো মণিঃ তদ্বদ্বিচিত্রা আকৃতির্যস্যা, ইতি বহুব্রীহিঃ সা চাসৌ বিচিত্রাকৃতিশ্চেতি বা কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার শ্রীচরণ, ইন্দ্র যম প্রমুখ দেবগণের সুরক্ষণ করিয়া থাকেন, অমরীসদৃশী যদীয় সহচরী ডাকিনী-যোগিনীগণ, ছত্রধারণে, বায়ুবেগ-সদৃশ গমনে এবং বাহনচালনে পরম গুণ-সম্পন্না; অথবা ছত্রযুক্তা, বায়ুবেগগামি-বাহনা, রূপ ও অভিরামগুণসম্পন্না; যিনি গিরিরাজের অতুলনীয় রত্নস্বরূপা ও অপরূপরূপশালিনী অথবা নানাবর্ণা, সুন্দর পুত্রাদিদানদক্ষা, সেই পার্ব্বতী আমার মনোমত স্থানে অধিষ্ঠিতা হউন ॥ ৩ ॥

দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি-শাপায়ুধ-ত্রিদিব-সোপান-ধূলি-চরণা
পাপাপহ-স্বমনু-জাপানুলীন-জন-তাপাপনোদ-নিপুণা।
নীপালয়া সুরভি-ধূপালকা দুরিত-কূপাদুদঞ্চয়তু মাং
রূপাধিকা শিখরি-ভূপাল-বংশ-মণি-দীপায়িকা ভগবতী ॥ ৪ ॥

সংস্কৃত-বিষম-পদ ব্যাখ্যা।—'শাপায়ুধাঃ'—ঋষয়ঃ। 'ত্রিদিব—সোপানং' স্বর্গারোহণসাধনং 'ধূলিঃ' রেণুর্যয়োঃ তৌ 'চরণৌ' দ্বৈপায়নপ্রভৃতিষু ঋষিষু যস্যাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের সেবিত যদীয় চরণের ধূলি স্বর্গারোহণের সোপান; যিনি পাপবিনাশন নিজমন্ত্রজপে নিরত জনগণের ত্রিতাপ-নাশে নিপুণা, কদম্ববননিলয়া ধূপ-সুরভি-অলক-বিরাজিতা রূপাতিশয়শালিনী, সেই গিরিরাজকুলের রত্নদীপসদৃশী ভগবতী আমাকে দুরিত-কূপ হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৪ ॥

যালীভিরাত্মতনুতালী-সকৃৎ-প্রিয়-কপালীষু খেলতি ভয়-
ব্যালী-নকুল্যসিত-চূলীভরা চরণধূলীলসন্-মুনিবরা। *
বালীভৃতি শ্রবসি তালীদলং বহতি যালীক-শোভি-তিলকা
সালীকরোতু মম কালী মনঃ স্বপদ-নালীক-সেবন-বিধৌ ॥৫॥

সংস্কৃত-বিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—আত্মনস্তন্বী মৃদ্বী যা তালী করতলসংযোগঃ তয়া সকৃৎ প্রিয়াসু কপালীষু খর্পরখণ্ডেষু আলীভিঃ সখীভিঃ সহ যা খেলতি। এতেন বাল্যলীলা সূচিতা। ভয়ব্যালী নকুলী, ভয়নাশিনীত্যর্থঃ।

* 'লসন্মুনিবরা' পাঠান্তরম্।

বালীভূতি—ভূষণবতি, তালীদলং—তালপত্রম্। অলীকং—ললাটম্। অলীকরোতু—ভ্রমরীকরোতু। নালীকং পদ্মম্॥ ৫॥

অনুবাদ।—যিনি আপনার ক্ষুদ্র করতলতালীর সকৃৎ প্রীতিসংযোগ-প্রাপ্ত খর্পরখণ্ডে সখীগণসহ খেলা করেন, (অথচ ভক্তগণের) ভয়স্বরূপভুজগী-বিনাশে যিনি নকুলী, মুনিগণ যাঁহার পদধূলির অভিলাষী, যাঁহার (শৈশবের) অদীর্ঘ কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ, অলঙ্কৃত কর্ণে তালীপত্র দোদুল্যমান, ললাট-পট্টে তিলক শোভিত, সেই কালী আমার মনকে নিজ চরণকমল-সেবন-কার্য্যে ভ্রমর সদৃশ করুন॥ ৫॥

ন্যঙ্কাক রে বপুষি কঙ্কাল-* রক্ত-পুষি কঙ্কাদি-পক্ষিবিষয়ে
ত্বঙ্কামনাময়সি কিঙ্কারণং হৃদয়-পঙ্কারিমেহি গিরিজাম্।
শঙ্কা-শিলা-নিশিত-টঙ্কায়মান-পদ-সংকাশমান-সুমনো-
ঝঙ্কার-মান-তাতমঙ্কানুপেত-শশি-সঙ্কাশিবক্ত্র-কমলাম্॥ ৬॥

সংস্কৃত-বিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—ন্যঙ্, কাক, রে ইতি ছেদঃ। ন্যঙ্ নীচঃ, কাকঃ অতিধৃষ্টঃ, সম্বোধনপদদ্বয়ম্; তচ্চ স্বং প্রতি বা সংসারিণং প্রপন্নং প্রতি বা প্রযুক্তম্। রে ইতি নীচ-সম্বোধন-দ্যোতকমব্যয়-পদম্। কঙ্কাদি-পক্ষি-ভক্ষ্যেঽস্থিরক্তযুক্তে বপুষি কথং ত্বং কামনাম্ অয়সি প্রাপ্নোষীতি তদর্থঃ। শঙ্কা ভয়ং শিলেব। টঙ্কঃ পাষাণভেদি শস্ত্রম্। তৎস্বরূপে পদে সঙ্কাশমানাঃ বিরাজমানাঃ সুমনসো দেবাঃ। সকলভয়-বিনাশনযদীয়-চরণ-শরণ-দেবানাং স্তবধ্বনিবহুলা সিংহ-নাদযুক্তা বা .মান-ততি-মহিমাবলিঃ পূজাপর্য্যায়ো বা যস্যাস্তামকলঙ্কচন্দ্রমুখীং অন্তঃপাপনাশিনীং গিরিজাং প্রপদ্যস্বেতি কেষাঞ্চিৎ পদানাং কৃতান্বয়ানাং প্রতিশব্দা-খ্যানম্॥ ৬॥

অনুবাদ।—রে (আমার) অতিধৃষ্ট নীচ (মন), অস্থি ও রক্তযুক্ত কঙ্ক-প্রভৃতি পক্ষিগণের লোভনীয় দেহে কি কারণে অনুরাগযুক্ত হইতেছ? ভীতিপাষাণচ্ছেদনে, শাণিত টঙ্কতুল্য, যদ্দীয় চরণসমীপে বিরাজিত দেববৃন্দ-কণ্ঠঝঙ্কারে যাঁহার মান বিস্তৃত, সেই অকলঙ্কশশিবদনা অন্তরের পাপনাশিনী গিরিজার আশ্রয় গ্রহণ কর॥ ৬॥

* 'কঙ্কাদি'—এই পাঠ বোম্বে পুস্তকে আছে

কম্বা * বতীব সম-বিড়ম্বা গলেন নবতুম্বাভ-বীণ-সবিধা
শম্বাহুলেয়-শশি-বিম্বাভিরাম-মুখ-সম্বাধিত-স্তন-ভরা।
অম্বা কুরঙ্গমদজম্বাল-রোচিরিহ লম্বালকা দিশতু মে
বিম্বাধরা বিনত-শম্বায়ুধাদি-নিকরম্বা কদম্ব-বিপিনে ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতবিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—গলেন—কণ্ঠেন, কম্বৌ—শঙ্খে, অতীব সমঃ বিড়ম্বঃ অনুকরণং সংস্থানং বা যস্যাঃ, কম্বুঃ যস্যাঃ কণ্ঠদেশমালম্ব্য অনুকরণমতিসাম্যেন করোতি ইতি ভাবঃ। তুম্বশোভিতা বীণা যস্য ইতি শিবপক্ষে। যন্ত্রেতি স্থানপক্ষে। তুম্বাভবীণঃ শিবঃ স সবিধঃ সমীপবর্ত্তী যস্যাঃ, অথবা তুম্বাভবীণং সবিধং সমীপস্থানং যস্যাঃ। বাহুলেয়ঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। মে মহ্যং মম বা শং দিশতু। কুরঙ্গমদঃ—কস্তুরিকা। জম্বালঃ পঙ্কঃ পঙ্কতাপন্ন-কস্তুরিকা-চর্চ্চিতা ইত্যর্থঃ। শম্বঃ—বজ্রম্। শম্বায়ুধ—ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার গলদেশের সুসদৃশ গঠন শঙ্খে বর্ত্তমান, নবতুম্ব-বিরাজিত বীণাধারী শিব যাঁহার সমীপে অবস্থিত, (অথবা যাঁহার সমীপস্থানই ঐরূপ বীণাশোভিত), যাঁহার স্তনমণ্ডল কার্ত্তিকেয়ের শশিবিম্বকমনীয় ষড়্‌বদনচুম্বনে ব্যথাপ্রাপ্ত, ঘৃষ্ট মৃগনাভি-রচিততিলকালঙ্কৃতা, কদম্ববনে প্রণতইন্দ্রাদি-দেবগণ-পরিবৃতা সেই জননী লম্বিতালকা, বিম্বাধরা আমার কল্যাণদায়িনী হউন ॥ ৭ ॥

ইন্ধান-কীর-মণিবন্ধা ভবে হৃদয়বন্ধাবতীব রসিকা
সন্ধাবতী ভুবন-সন্ধারণেঽপ্যমৃত-সিন্ধাবুদার-নিলয়া।
গন্ধানুভান-মুহুরন্ধালি-বীত-কচ-বন্ধা সমর্পয়তু মে
শন্ধাম ভানুমপিসন্ধানমাশুপদ-সন্ধানমপ্যগসুতা ॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্ অম্বাষ্টকং সমাপ্তম্।

সংস্কৃতবিষম-পদ-ব্যাখ্যা।—ইন্ধানেতি। কীরাঃ—কাশ্মীর-প্রদেশঃ—মণিবন্ধঃ—মণিবন্ধপাতস্থানং তন্নাম্না প্রসিদ্ধম্। ইন্ধানাঃ প্রভাবন্তঃ কীরাঃ কাশ্মীরপ্রদেশঃ মণিবন্ধঃ মণিবন্ধপাতস্থানং চ যয়া যস্যা বা কাশ্মীরপ্রদেশে মণিবন্ধ-নাম্নি তৎপাতস্থানে চ সতীরূপায়া দেব্যা অঙ্গবিশেষপতনেন একপঞ্চাশৎপীঠান্তর্গ-তত্বম্ ইতি তেষাং মহিমোজ্জ্বলত্বম্। 'সন্ধাবতী' স্থিতিমতী সততযুক্তা ইত্যর্থঃ। গন্ধানুভানেতি। গন্ধানুভবেন বারংবারং অন্ধীভূতৈরলিকুলৈঃ যস্যাঃ কবরীবন্ধঃ

* 'কুম্বা, এই পাঠ বোম্বে মুদ্রিত।

ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। সন্ধানমাশ্বিতি।—সন্ধা—সন্ধ্যা তত্র যে নমন্তি তে সন্ধানমাঃ তৈরাপ্তপদসন্ধানং পদস্মরণম্ পদমেলনং বা যস্য এবম্ভূতং ধামস্বরূপং ভানুমপি প্রাপয়তু ; সূর্য্যদ্বারেণ হি সগুণব্রহ্মোপাসকা মুচ্যন্তে ইতি শ্রুত্যর্থাঽত্রানুসন্ধেয়ঃ। ভানুমপি ইত্যপিকারঃ শমিতি কল্যাণমিত্যনেনান্বেতি, সন্ধানমপি ইত্যপিকারঃ ভানুমিত্যনেন, অপিকারৌ চার্থে। ঐহিকং কল্যাণঞ্চ প্রাপয়তু মোক্ষার্থং সূর্য্যঞ্চ প্রাপয়তু, উভয়োঃ কালভেদদ্যোতনার্থমিদমপিকারদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি কাশ্মীরপ্রদেশকে (কণ্ঠপীঠ করিয়া সারদারূপে) ও মণিবন্ধ নামক স্থানকে (মণিবন্ধপীঠ করিয়া গায়ত্রীরূপে) উজ্জ্বল করিয়াছেন, যিনি হৃদয়বন্ধু শিবের অতীব অনুরক্তা, ভুবনধারণে সতত যুক্তা এবং সুধাসিন্ধু-মধ্যে মহানিলয়ে অবস্থিতা ; যাঁহার কবরীবন্ধকে গন্ধানুভবে (পুষ্পভ্রমে) বারংবার মুগ্ধ অলিকুল আবৃত করিতেছে, সেই নগনন্দিনী, আমাকে (ঐহিক) মঙ্গলও অর্পণ করুন এবং সন্ধ্যাসময়ে প্রণতগণের সংস্মরণীয়-পদ সূর্য্যকে (অন্তে) প্রবেশ-স্থানরূপে অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত অম্বাষ্টক সমাপ্ত।

ভবান্যষ্টক-স্তোত্রম্।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমাস্তে,
তদেকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি *॥ ১ ॥

অনুবাদ।—আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, দাতা নাই, পুত্র নাই, পুত্রী নাই, ভৃত্য নাই, ভর্ত্তা নাই, জায়া নাই, বিদ্যা নাই, বৃত্তিও নাই ; তাই হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ১ ॥

* 'মমৈব, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি'—পাঠান্তর।

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখ-ভীরুঃ,

পপাত * প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।

কুসংসারপাশ-প্রবদ্ধঃ সদাহং,

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আমি অতীব কামার্ত্ত, প্রলুব্ধ, নিরন্তর কুসংসারজালে সংবদ্ধ, মহাদুঃখে ভীরু; (কিন্তু) প্রমত্ত হইয়া অপার ভবসাগরে (জানি না কতকাল) পতিত হইয়াছি। (এখন) হে ভবানি! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥২॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং,

ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্।

ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং,

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—আমি দান (অর্পণবিধি বা শুদ্ধি) জানি না, ধ্যানযোগ জানি না, তন্ত্র জানি না, স্তোত্রমন্ত্র জানি না, অর্চ্চনা জানি না, ন্যাসযোগও অবগত নহি; হে ভবানি! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৩ ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,

ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।

ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-

র্মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি † ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আমি কোন কালেই পুণ্য অবগত নহি, তীর্থ অবগত নহি, মুক্তি অবগত নহি, লয়যোগ অবগত নহি, ভক্তি অবগত নহি, ব্রতও অবগত নহি। হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৪ ॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ,

কুলাচার-হীনঃ কদাচার-লীনঃ।

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আমি কুকর্ম্মে লিপ্ত, কুসংসর্গী, কুমতি, কুভৃত্য, কুলাচার-

* 'প্রপাতঃ' পাঠ কচিৎ দেখা যায়।

† 'গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি' এই পাঠান্তর পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে আছে।

বর্জ্জিত, কদাচারপরায়ণ, কুদৃষ্টিযুক্ত ও কুবাক্যরচনায় নিরত। হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৫ ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে,
মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হে শরণ্যে! হর, হরি, ব্রহ্মা, দেবেন্দ্র, দিবাকর, নিশাকর বা অন্য কাহাকেও আমি কদাচ অবগত নহি। হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৬ ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,
মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে শরণ্যে! কি বিবাদক্ষেত্রে, কি বিষাদসময়ে, কি প্রমাদে, কি বিদেশে, কি জলগর্ভে, কি অগ্নিতে, কি পর্ব্বতে, কি অরিমধ্যে, কি অরণ্যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি আমার রক্ষাবিধান কর। হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৭ ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগ-যুক্তো,
মহাক্ষীণ-দীনঃ সদা-জাড্যবক্তুঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং,
মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—আমি অনাথ, দরিদ্র, জরারোগী, অতিক্ষীণ ও দীন; আমার মুখ সদা জড়তাপূর্ণ; আমি নিরন্তর বিপদে নিপতিত হইয়া প্রণষ্ট অবস্থায় আছি। হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য্যকৃত ভবান্যষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

ভবানীভুজঙ্গ-স্তোত্রম্।

ষড়াধারপঙ্কেরুহান্তর্বিরাজৎ-
সুষুম্নান্তরালেঽতিতেজোলসন্তীম্ *।
সুধামণ্ডলং দ্রাবয়ন্তীং পিবন্তীং,
সুধামূর্ত্তিমীড়ে চিদানন্দরূপাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি মূলাধারাদি ষট্‌চক্রস্থিত পদ্মমধ্যে শোভমানা সুষুম্না-নাম্নী নাড়ীর অন্তরালে বিপুলতেজে সমুদ্ভাসিতা, যিনি সহস্রদলকমলগত সুধামণ্ডল দ্রাবিত করিয়া সেই সুধাপানে নিরত আছেন, সেই সুধাময় মূর্ত্তিধারিণী চিদানন্দরূপা † (ব্রহ্মময়ী) ভবানীকে স্তব করি ॥ ১ ॥

জ্বলৎ-কোটি-বালার্ক-ভাসারুণাঙ্গীং,
সুলাবণ্য-শৃঙ্গার-শোভাভিরামাম্।
মহাপদ্ম-কিঞ্জল্ক-মধ্যে বিরাজৎ-
ত্রিকোণে নিষণ্ণাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—নবোদিত কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল-আভায় যাঁহার অঙ্গসমূহ অরুণ-বর্ণ, অপূর্ব্ব লাবণ্য ও বেশ-বিন্যাস-শোভায় যিনি পরমরমণীয়া, মূলাধারমহাপদ্মে ত্রিকোণমণ্ডলে যিনি বিরাজমানা, সেই দেবী শ্রীভবানীকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

ক্বণৎ-কিঙ্কিণী-নূপুরোদ্ভাসি-রত্ন-
প্রভালীঢ়-লাক্ষাদ্র্র-পাদাব্জ-যুগ্মম্।
অজেশাচ্যুতাদ্যৈঃ সুরৈঃ সেব্যমানং,
মহাদেবি মন্মূর্দ্ধ্নি তে ভাবয়ামি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে মহাদেবি! শব্দায়মান কিঙ্কিণী ও নূপুরে বিরাজিত রত্ন-প্রভায় রঞ্জিত ও লাক্ষারস-সিক্ত এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরবৃন্দ-সেবিত তোমার চরণকমলযুগল মদীয় মস্তকে ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

---

* 'তেজোজ্জ্বলসন্তীম্' বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ।

† চিদানন্দরূপা—ব্রহ্মানন্দ বা জ্ঞানানন্দকেই চিদানন্দ বলে। একমাত্র জ্ঞানময় ব্রহ্মই ঐ আনন্দ।

সুশোণাম্বরাবদ্ধ-নীবী-বিরাজন্-
মহারত্ন-কাঞ্চী-কলাপং নিতম্বম্।
স্ফুরদ্দক্ষিণাবর্ত্তনাভিং চ তিস্রো
বলীরম্ব তে রোমরাজিং ভজেঽহম্ ॥ ৪ ॥ *

অনুবাদ।—হে জননি! তোমার সুরক্ত দুকূল-সংবৃত কটিদেশে বিরাজিত মহারত্নময় কাঞ্চীকলাপে (চন্দ্রহার) শোভিত নিতম্বদেশ, দক্ষিণাবর্ত্ত-বিরাজিত নাভি, ত্রিবলি এবং রোমাবলিকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

লসদ্‌বৃত্তমুত্তুঙ্গ-মাণিক্য-কুম্ভো-
পমশ্রি স্তনদ্বন্দ্বমম্বাম্বুজাক্ষি।
ভজে দুগ্ধপূর্ণাভিরামং তবেদং,
মহাহার-দীপ্তং সদা প্রস্নুতাস্যম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—হে কমল-নয়নে জননি, (আমি তোমার তনয়) তোমার সুবৃত্ত, উচ্চ ও রত্নময় ঘটদৃশ শ্রীসম্পন্ন উৎকৃষ্ট হার-বিরাজিত (সন্তানবাৎসল্যে) দুগ্ধস্রাবী অফুরন্ত দুগ্ধের আধার ঐ স্তনযুগল ভজনা করি ॥ ৫ ॥

শিরীষ-প্রসূনোল্লসদ্-বাহুদণ্ডৈ-
র্জ্বলদ্-বাণ-কোদণ্ড-পাশাঙ্কুশৈশ্চ।
চলৎ-কঙ্কণোদার-কেয়ূর-ভূষো-
জ্জ্বলদ্ভির্লসন্তীং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—ভাস্বর ধনুর্ব্বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ-যুক্ত, চঞ্চল কঙ্কণে ও দিব্য কেয়ূরভূষণে উজ্জ্বল, শিরীষ-কুসুম-কোমল বাহুলতা-চতুষ্টয় দ্বারা শোভমানা শ্রীভবানীকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

শরৎ-পূর্ণচন্দ্র-প্রভা-পূর্ণ-বিম্বা-
ধর-স্মের-বক্ত্রারবিন্দাং সুশান্তাম্।
সুরত্নাবলী-হার-তাটঙ্ক-শোভাং,
মহাসুপ্রসন্নাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার সহাস্য বিম্বাধর-যুক্ত মুখারবিন্দ শরৎকালীন-পূর্ণচন্দ্র

* 'বলীরম্ব রোমাবলিং তে ভজেঽহং' শুদ্ধপাঠ।

সদৃশ সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত, যিনি পরমা শান্তির আস্পদ, দিব্যরত্নরাজিখচিত হার ও তাটঙ্কবিভূষণে যিনি শোভমানা এবং অতীব সুপ্রসন্না, সেই শ্রীভবানীদেবীকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

সুনাসাপুটং সুন্দর-ভ্রূ-ললাটং,
তবৌষ্ঠশ্রিয়ং দান-দক্ষং কটাক্ষম্ ।
ললাটে লসদ্‌গন্ধ-কস্তূরিভূষং,
স্ফুরচ্ছ্রীমুখাম্ভোজমীড়েঽহমম্ব ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ! তোমার অতীব রমণীয় নাসাপুট, সুন্দর ভ্রূ, ললাট, ওষ্ঠের শ্রী, অভীষ্টদানে সুদক্ষ কটাক্ষ এবং চন্দন ও কস্তূরিকা-ভূষিত ললাটদেশ-সমুদ্ভাসিত শ্রীমুখকমলের স্তব করি ॥ ৮ ॥

চলৎ-কুন্তলান্তর্ভ্রমদ্-ভৃঙ্গ-বৃন্দং
ঘন-স্নিগ্ধ-ধম্মিল্ল ভূষোজ্জ্বলং তে ।
স্ফুরন্মৌলি-মাণিক্য-বদ্ধেন্দুরেখা-
বিলাসোল্লসদ্দিব্যমূর্দ্ধানমীড়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।—(জননি) সৌরভলোভ-বিভ্রান্ত ভ্রমরকুলে অন্তঃশোভিত চঞ্চল কুন্তলে বিরাজিত, মসৃণ-বেণী-অলঙ্কারে সমুদ্ভাসিত, কিরীটস্থিত উজ্জ্বল মাণিক্যসংসৃষ্ট শশিকলা-বিলাসোল্লসিত তোমার ঐ দিব্য মস্তকপ্রদেশের স্তব করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভবানি স্বরূপং তবেদং,
প্রপঞ্চাৎ পরং চাতিসূক্ষ্মং প্রসন্নম্ ।
স্ফুরত্বম্ব ডিম্ভস্য মে হৃৎসরোজে,
সদা বাঙ্ময়ং সর্ব্বতেজোময়ং চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—হে জননি ভবানি! ত্বদীয় এই স্বরূপ—বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, অতীব দুর্জ্ঞেয়, প্রসন্ন, পঞ্চাশদ্‌বর্ণময় ও নিরন্তর অসীম তেজোরাশিতে সমুদ্ভাসিত; আমি তোমার বালক, আমার হৃদয়পদ্মে ইহা স্ফুরিত হউক ॥ ১০ ॥

গণেশাভিমুখ্যাখিলৈঃ শক্তিবৃন্দৈ-

র্বৃতাং বৈ স্ফুরচ্চক্ররাজোল্লসন্তীম্।

পরাং রাজরাজেশ্বরি ত্রৈপুরি ত্বাং,

শিবাঙ্কোপরিস্থাং শিবাং ভাবয়ামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—হে রাজরাজেশ্বরি ত্রৈপুরি-দেবি ! তুমি গণেশাভিমুখী নিখিল শক্তিসমূহে পরিবৃতা, সমুজ্জ্বল 'শ্রীচক্র' নামে প্রসিদ্ধ চক্ররাজে বিরাজমানা, ও মহেশ্বরের অঙ্কদেশে অবস্থিতা পরমা শিবা, তোমাকে আমি ধ্যান করি ॥ ১১॥

ত্বমর্কস্ত্বমিন্দুস্ত্বমগ্নিস্ত্বমাপ-

স্ত্বমাকাশভূ-বায়বস্ত্বং-মহত্ত্বম্।

ত্বদন্যো ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চোঽস্তি সর্ব্বং,

ত্বমানন্দসংবিৎ সদা ত্বাং * ভজেঽহম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—তুমিই সূর্য্য,তুমিই চন্দ্র,তুমিই বহ্নি,তুমিই জল,তুমিই আকাশ, তুমিই ভূ, তুমিই অনিল এবং তুমিই মহত্তত্ত্ব, তুমি অখিলরূপিণী, তুমি ভিন্ন কোন-রূপ প্রপঞ্চ নাই, তুমি আনন্দরূপিণী ও চিৎস্বরূপা,তোমাকে আমি ভজনা করি ॥১২॥

শ্রুতীনামগম্যে সুবেদাগমজ্ঞা

মহিম্নো ন জানন্তি পারং তবাম্ব।

স্তুতিং কর্ত্তুমিচ্ছামি তে ত্বং ভবানি,

ক্ষমস্বেদমত্র প্রমুগ্ধঃ কিলাহম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ! তুমি শ্রুতিসমূহের অজ্ঞেয়, বেদ ও আগমে অভিজ্ঞ-(মুনি)গণ তোমার মহিমার সীমা অবগত নহেন, হে ভবানি, আমি মূঢ়মতি, আমি যে তোমার স্তুতিবাদে অভিলাষী হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর ॥ ১৩ ॥

গুরুস্ত্বং শিবস্ত্বং চ শক্তিস্ত্বমেব,

ত্বমেবাসি মাতা পিতা চ ত্বমেব।

ত্বমেবাসি বিদ্যা ত্বমেবাসি বন্ধু-

র্গতির্মে মতির্দেবি সর্ব্বং ত্বমেব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—দেবি ! তুমি গুরু, তুমি শিব, তুমিই শক্তি, তুমিই জননী,

* 'স্বরূপাং'—পাঠও দৃষ্ট হয়।

তুমিই জনক, তুমিই বিদ্যা, তুমিই বন্ধু, আমার গতি ও মতিও তুমি, তুমিই (আমার) সব ॥ ১৪ ॥

শরণ্যে বরেণ্যে সুকারুণ্যমূর্ত্তে,
হিরণ্যোদরাদ্যৈরগম্যে সুপুণ্যে।
ভবারণ্যভীতেশ্চ মাং পাহি ভদ্রে,
নমস্তে নমস্তে নমস্তে ভবানি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হে শরণ্যে ! হে বরেণ্যে ! হে পরমকরুণাময়মূর্ত্তে ! হিরণ্যগর্ভাদি কেহই তোমাকে বুঝিতে সমর্থ নহেন। হে সুপবিত্ররূপে, হে মঙ্গলময়ি ! সংসারারণ্য-সন্ত্রাস হইতে আমাকে রক্ষা কর, হে ভবানি ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ (তিনবার) নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

ইতীমাং মহাশ্রীভবানীভুজঙ্গ-
স্তুতিং যঃ পঠেদ্‌ভক্তিযুক্তশ্চ তস্মৈ।
স্বকীয়ং পদং শাশ্বতং বেদসারং,
শ্রিয়ং চাষ্টসিদ্ধিং ভবানী দদাতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ভক্তি-সমন্বিত হইয়া এই মহাশ্রীযুক্ত ভবানীভুজঙ্গস্তোত্র পাঠ করে, দেবী ভবানী তাহাকে বেদসারভূত নিজ নিত্যপদ, অষ্টসিদ্ধিযুক্ত শ্রী প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার-
মুদারং মুদা সর্ব্বদা যে জপন্তি।
ন শোকো ন মোহো ন পাপং ন ভীতিঃ,
কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিজ্জনানাম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-
পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ
শ্রীভবানীভুজঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—যাহারা নিরন্তর আনন্দ সহকারে 'ভবানী, ভবানী, ভবানী' এই নাম বারত্রয় উদারভাবে জপ করে, কখনও কোনও স্থানে তাহাদিগকে কিছুমাত্র শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহাদিগের মোহ বিদ্যমান থাকে না, পাপ থাকিতে পারে না এবং তাহাদিগের ভীতিও বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৭ ॥

ভবানীভুজঙ্গ-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্দ্ধূতাখিলদোষ- * পাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচল-বংশ-পাবন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি নিরন্তর সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, হস্তে বর ও অভয়-মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার শরীর সৌন্দর্য্যরত্নাকর যিনি, (ভক্তবৃন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরীশক্তি, যিনি (জন্মদ্বারা) হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছেন, সেই তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ ॥

বিষম-পদ-ব্যাখ্যা—বরাভয়করী—ভরাভয়ে করে যস্যাঃ সা, স্বাঙ্গাদিত্যাদি সূত্রেণ বৈকল্পিকঙীবিধানাৎ, বরাভয়করী, অথবা বরা অভয়করী চেতি চ্ছেদঃ, বরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভয়করী ভক্তানামভয়কারিণী। অশব্দাদেঃ কৃঞঃ শীলার্থে টপ্রত্যয়েন সিদ্ধম্। টিত্বাদ্ ঙী। এবমন্যত্র।

সৌন্দর্য্যরত্নাকরী—সৌন্দর্য্যস্য রত্নাকরঃ সাগরঃ,—রত্নাকর ইত্যনেন সৌন্দর্য্যে রত্নত্বমর্থাদারোপিতম্। স চ দেব্যাঃ কায়ঃ, তস্যেয়মিত্যণ্প্রত্যয়াৎ স্ত্রীত্বে ঙী। সৌন্দর্য্যরত্নাকরঃ খলু দেব্যাঃ শরীরং তৎসম্বন্ধিনী তদধিষ্ঠাত্রী চিদ্রূপা দেবতা। অতএব আত্মা দেহীত্যুচ্যতে। অণ্প্রত্যয়ং বিনা রত্নাকরীতি প্রয়োগো নোপপদ্যতে। এবং যথাশ্রুতার্থাঙ্গীকারে অন্যত্রাপি যত্র পদসাধুতা ন ভবতি তত্র তৎ সাধুত্বোপপাদনায়েদৃশো মে প্রযত্ন ইতি বোধ্যম্।

নানা-রত্ন-বিচিত্র-ভূষণ-করী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তা-হার-বিলম্ব মান-বিলসদ্-বক্ষোজ-কুম্ভান্তরা।
কাশ্মীরাগুরু-বাসিতা রুচিকরী † কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি নানা প্রকার বিচিত্র রত্ন দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ভূষিত

---

* 'ঘোর' পাঠান্তর। † 'কাশ্মীরাগরুবাসিতাঙ্গরুচিরে' এই পাঠ বাণীবিলাস পুস্তকে আছে।

করিয়াছেন, স্বর্ণময় বসন সদা যাঁহার প্রিয়, যাঁহার উচ্চপীন কুচকুম্ভে মুক্তাহার বিলম্বিত, এবং যিনি অন্তর্য্যামিণী, কুঙ্কুম ও অগুরু-সৌরভে আমোদিনী ও দীপ্তি-কারিণী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

বিষম-পদ-ব্যাখ্যা—নানা·· করী,—নানারত্নবিচিত্রাণি ভূষণানি কঙ্কণ-কেয়ূরাদীনি করে যস্যাঃ সা, অথবা নানরত্নবিচিত্রভূষণসম্পাদিনী, স্বস্য বা ভক্তানাং বেতি শেষঃ।

হেমাম্বরাড়ম্বরী—হেমাম্বরাড়ম্বরানুরাগিণী, আত্মনঃ হেমাম্বরাড়ম্বরমিচ্ছতি ইতি ক্যচি হেমাম্বরাড়ম্বরীয়ধাতোঃ কর্ত্তরি ক্বিপি হেমাম্বরাড়ম্বরীরিতি তেন চ পদেন পরপদস্য বিশেষণেন চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। সমাসপূর্ব্বপদত্বাদ্ বিভক্তিলোপঃ।

মুক্তা···বক্ষোজকুম্ভান্তরী—মুক্তেত্যাদি বক্ষোজকুম্ভা ইত্যন্তমুত্তরপদম্, আন্ত-রীতি পৃথগসমস্তপদম্। মুক্তাহারস্য বিলম্বো লম্বনং যয়োস্তৌ—মানবিলসন্তৌ, মানেন পরিমাণেন পরিণাহতুঙ্গত্বরূপেণ বিলসন্তৌ বিরাজমানৌ বক্ষোজকুম্ভৌ কুচকলসৌ যস্যাঃ সা, আন্তরী অন্তরম্ অন্তরাত্মা তস্যেয়ম্, ষষ্ঠ্যর্থঃ স্বামিত্বম্, অন্তর্য্যামিণীত্যর্থঃ। কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্।

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমান-লহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী * কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি যোগানন্দবিধায়িনী, শত্রুধ্বংসকরী, ধর্ম্মার্থপূরণকারিণী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আভা যাঁহার (প্রভা-সমুদ্রের) ছোট বড় তরঙ্গমাত্র, ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্রী, ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতকরী ও ঐশ্বর্য্যদাত্রী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৩ ॥

বিষম-পদ-ব্যাখ্যা—চন্দ্রার্কানল-ভাসমান-লহরী,—চন্দ্রার্কানলভা অস-মানা উচ্চাবচা নিরুপমা বা লহর্য্যো যস্যাঃ, তেন দেব্যাঃ প্রভা-সমুদ্রত্বং ব্যঞ্জিতম্। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিপ্রভাঃ খলু—প্রভা-সমুদ্ররূপায়াঃ যস্যাঃ বিবিধাকারতরঙ্গবৎ ক্ষুদ্রাংশ-ভূতাঃ। ইতি ভাবঃ।

* 'সর্ব্বৈশ্বর্য্যকরী তপঃফলকরী'—পাঠান্তর।

কৈলাসাচল-কন্দরালয়-করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থ-গোচর-করী * ওঙ্কার-বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাট † পাটন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী ‡ মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি কৈলাস-পর্ব্বতের কন্দরমধ্যে বাস করেন, যিনি গৌরী, উমা ও শঙ্করী এবং কৌমারীরূপা, যিনি উপযুক্ত সাধককে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা করেন, প্রণব যাঁহার বীজ, যিনি ব্রহ্মশক্তি, এবং মোক্ষধামের দ্বারস্থ কবাট যিনি উদ্ঘাটন করেন, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা দাও ॥ ৪ ॥

বিষম-পদ-ব্যাখ্যা—নিগমার্থগোচরকরী,—নিগমার্থগোচরঃ নিগমার্থ-বিষয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যো বিষয়ো মোক্ষঃ তং করোতি সাধয়তি ভাক্তনামিতি শেষঃ। অথবা নিগমার্থাঃ। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যানি গোচরাঃ প্রত্যক্ষরূপা যেষাম্—তথা-বিধান্, অতীন্দ্রিয়দর্শিনঃ করোতি যা সার্ব্বজ্ঞ্যসম্পাদিকেত্যর্থঃ।

ওঙ্কারবীজাক্ষরী,—ওঙ্কারবীজেত্যেকমাক্ষরীত্যপরং পদম্। ওঙ্কারঃ প্রণবো বীজং সাধনমন্ত্রো যস্যাঃ সা, আক্ষরী,—অক্ষরং ব্রহ্ম তস্যেয়ম্, ব্রহ্মশক্তিরিত্যর্থঃ। অক্ষরীতিচ্ছেদো বা, অক্ষরো·মৃত্যুঞ্জয়ঃ তস্য পত্নী পুংযোগে ঙীবিধানাৎ। মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী, মোক্ষদ্বারস্য যৎ কপাটং রোধককাষ্ঠফলকতুল্যাম্ অজ্ঞানমিতি যাবৎ তস্য পাটনকরী ভেদনকরী বিঘটিকা ইত্যর্থঃ।

দৃশ্যাদৃশ্য-বিভূতি-বাহন-করী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,
লীলা-নাটক-সূত্র-খেলন-করী বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরা।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি দৃশ্যাদৃশ্য সম্পৎসম্পাদিনী, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার জঠরমধ্যে নিহিত আছে, যিনি বিজ্ঞানরূপা, যিনি সংসারলীলা-নাটকাভিনয়ে সূত্রধাররূপা ও যিনি বিজ্ঞানদীপকে অঙ্কুরিত করেন, শ্রীবিশ্বনাথ-হৃদয়-প্রসন্নতাবিধায়িনী সেই

---

* 'হোঙ্কারবীজাক্ষরী' পাঠ—বাণীবিলাস পুস্তকে আছে।
† 'কপাট' স্থলে 'কবাট'—পাঠান্তর।
‡ 'ভেদনকরী'—পাঠান্তর।

তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—দৃশ্যাদৃশ্যবিভূতিবাহনকরী,—দৃশ্যা ইহ ভূমণ্ডলে লভ্যাঃ অদৃশ্যা মনুষ্যদর্শনাতীতাঃ স্বর্গাদৌ লভ্যাঃ যা বিভূতয়ঃ তাসাং বাহনং প্রাপণং তৎকর্ত্রী তৎসাধিনী। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমুদরয়তি উদরং করোতি ইতি ণিজন্তনামধাতোঃ কর্ম্মণোহণ্‌ ইতি অণ্‌প্রত্যয়েন স্ত্রীত্বাৎ সিদ্ধম্। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডমেব তস্যা উদরতুল্যম্, উদরং যথা দেহস্যৈকদেশঃ তথা ব্রহ্মাণ্ডমপি তস্যাস্তথা। উদরং যথা ভুক্তবস্তূনাং স্থানং ব্রহ্মাণ্ডমপি কালস্বরূপয়া তয়া ভুক্তানাং সর্ব্বেষামেব স্থানম্। মৃতানাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং তত্রৈব স্থিতেঃ। অথবা ব্রহ্মাণ্ডম্ উদরবৎ উদরসম্বদ্ধম্ উদরস্থমিতি যাবৎ করোতি সম্পাদয়তি,—ব্রহ্মাণ্ডমেব তদুদরস্থমিতি ভাবঃ। ণিচি মতোর্লুকি পূর্ব্ববৎ সাধনীয়ম্। লীলানাটকসূত্রখেলনকরী—লীলৈব নাটকং তস্য সূত্রম্ আরম্ভঃ তেন খেলনং করোতি,—লীলানাটকস্য সূত্রধারস্বরূপা প্রথমপ্রবর্ত্তিনীতি তাৎপর্য্যম্। বিজ্ঞানদীপম্ অঙ্কুরয়তি অঙ্কুরবন্তং করোতি—বীজরূপেণ স্থিতং অব্যক্তভাবেন স্থিতং তম্ অঙ্কুরবন্তং করোতি। অজ্ঞানজবনি-কারতো হি জ্ঞানদীপঃ, যয়া অজ্ঞানাপসারণাৎ প্রকাশ্যতে ইতি তদাশয়ঃ।

উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী জয়করী * মাতান্নপূর্ণেশ্বরী, †
বেণী- ‡ নীল-সমানকুন্তল-হরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি মহীরূপা, জনসমূহের ঈশ্বরী, সাকারভাবে পরিমাণ-কারীদিগের নিকট যিনি পূর্ণা নহেন, কিন্তু—শিবসীমন্তিনী শিবজায়া, নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট যাঁহার কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, যিনি বিষ্ণুতুল্য পালন-পরায়ণা, সুতরাং অন্নদানে অব্যাহত সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছেন, মহাদেবের আনন্দবিধায়িনী বাল্যাদি দশ দশা ও মঙ্গল উভয়দাত্রী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—উর্ব্বী মহতী পৃথিবীরূপা যা "মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ইত্যুক্তেঃ।

---

* 'জয়করী' স্থলে 'ভগবতী'—পাঠান্তর।

† 'মাতা কৃপাসাগরী'—পাঠান্তর। ‡ 'নারী'—পাঠান্তর আছে।

মাতান্নপূর্ণেশ্বরীতি প্রথমচরণস্থবাক্যে মাতাং ন পূর্ণেশ্বরী ইতি, মাতাং ন পূর্ণে অশ্বরী ইতি বা চ্ছেদঃ, তত্র প্রথমকল্পস্যার্থস্তু মাতাং [মা-ধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়ঃ ততঃ ষষ্ঠ্যা বহুবচনম্] সাকারত্বেন পরিচ্ছিন্দতাং মন্দাধিকারিণাং (পক্ষে) ন পূর্ণা অব্যাপকত্বাৎ, ঈশ্বরী ঈশ্বরস্য শিবস্য জায়া, অয়ং ভাবঃ যা বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্না পূর্ণা চিন্মাত্রস্বরূপা সৈব পরিমাণং কুর্ব্বতাম্ ইয়দাকারবতীয়ম্ ইতি ধারয়তাং সমীপে ন পূর্ণা, কিন্তু, শিবপত্নীত্বেনৈব খণ্ডরূপা প্রতীয়তে, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ইতি গীতোক্তেঃ, অত্র পুংযোগে ঙী। অন্যত্র ঔণাদিক বরট্প্রত্যয়েন তৎসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়কল্পস্যার্থশ্চ—হে পূর্ণে যা ত্বং মাতাং পরিচ্ছিন্দতাং পক্ষে ন অশ্বরী ন ব্যাপিকা সাকারত্বাৎ, অশ্বরীতি অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ ইত্যশধাতোর্ব্বন্প্রত্যয়ে স্ত্রিয়াং রূপম্ এবং চ ন চতুর্থচরণান্তিমভাগেন পৌনরুক্ত্যম্।

বেণী-নীল-সমান-কুন্তল-হরী নিত্যান্নদানেশ্বরী,—নীলং নীলীবৃক্ষঃ তৎসমানাঃ তৎসবর্ণাঃ, যদ্বা নীলাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সমানাঃ অন্যোন্যসদৃশাঃ মসৃণত্বাদিগুণেন পরস্পরং তুল্যাঃ মানেন পরিমাণবিশেষেণ দৈর্ঘ্যেণেতি যাবৎ সহ বর্ত্তমানা ইতি বা, মানঃ পূজা প্রশংসা তেন সহ বর্ত্তমানা উৎকৃষ্টত্বেন সর্ব্বৈরাদৃতা ইতি কল্পান্তরঃ কুন্তলা ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, বেণীভূতা নীলসমানকুন্তলা যস্যাঃ সা চাসৌ হরী-নিত্যান্নদানেশ্বরী চেতি বিশেষণকর্ম্মধারয়ঃ, হরিঃ বিষ্ণুঃ তদ্বদাচরন্তীতি কর্ত্তুরূপমানাচারে ক্যঙি হরীয় ধাতোঃ কর্ত্তরি ক্বিপি হরীতি সিদ্ধম্। পালনং বিষ্ণুকার্য্যং তৎকরণেন হরিতুল্যাচরণমুক্তম্ অতএব নিত্যম্ অন্নদানে ঈশ্বরী। অব্যাহতসামর্থ্যা, স্বাতন্ত্র্যেণ তৎ সাধয়িত্রীত্যর্থঃ, হরীশ্চাসৌ নিত্যান্নদানেশ্বরী চেতি বিশেষণে কর্ম্মধারয়ঃ।

দশাশুভানি, দশাশ্চ শুভানি চ তৎকর্ত্রী বাল্যাদিরূপাঃ, অবস্থাঃ কলা-কাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনীতি সপ্তশত্যুক্তেঃ বাল্যাদিকর্ত্তৃত্বং দেব্যাঃ সিদ্ধম্।

আদি-ক্ষান্ত-সমস্তবর্ণন-করী শম্ভুপ্রিয়া শাঙ্করী *
কাশ্মীরত্রিপুরেশ্বরী ত্রিনয়নী-বিশ্বেশ্বরী † শর্ব্বরী।
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শুভকরী ‡ কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি (কুলকুণ্ডলিনীরূপে) অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ প্রকাশ করেন, যিনি শম্ভুদয়িতা মাহেশ্বরী, যিনি কাশ্মীরেশ্বরী

---

* 'শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী'—পাঠান্তর। † 'নিত্যাঙ্কুরা' এই পাঠও দৃষ্ট হয়।
‡ 'কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী' পাঠান্তর।

সারদা ও ত্রিপুরেশ্বরী, যিনি নয়নত্রয়-শক্তি দ্বারা বিশ্বের অধীশ্বরী এবং সংহারকারিণী ; সাক্ষাৎ মোক্ষবিধায়িনী, সতত শুভকারিণী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥৭॥

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—আদি-ক্ষান্ত-সমস্ত-বর্ণন-করী,—অকারাদি ক্ষকারান্তাঃ সমস্তবর্ণাঃ তেষামাখ্যানং বর্ণনং পরাদিভাবেন প্রকাশঃ, তৎকারিণী ; বর্ণশব্দস্য ণিজন্তস্য বর্ণনমিতিরূপম্। কুণ্ডলিনীরূপা হি দেবী বর্ণান্ প্রকাশয়তি, তদুক্তং প্রপঞ্চসারে—'অবৈষম্যাস্মুখশ্রোত্রমার্গস্থাবিষদাক্ষরম্। অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা কুণ্ডলী তদা। মূলাধারে বিষণতি সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহুঃ।' ইতি। এতদ্বিবরণং পদার্থাদর্শে, "সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রাস্বরূপিণী। আশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদগচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী। স্বয়ংপ্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ। সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী। অন্তঃ সংজল্পমাত্রা স্যাদবিভক্তোর্দ্ধগামিনী। সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোঘ্রাণরদস্থিতা। জিহ্বামূলৌষ্ঠনির্দ্ধৃত-সর্ব্ববর্ণপরিগ্রহা। শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী।" ত্রিনয়নী-বিশ্বেশ্বরী ত্রয়াণাং নয়নানাং সমাহারঃ ত্রিনয়নী, তয়া বিশ্বস্য ঈষ্টে (ঔণাদিকো বরট্) সোমসূর্য্যাগ্নিরূপনয়নত্রয়েণ সর্ব্বাতিশায়িনী বিশ্বনিয়ন্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

দেবী সর্ব্ব-বিচিত্র-রত্ন-খচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,
বামা স্বাদু-পয়োধরা প্রিয়করী সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী সদা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র রত্নে অলঙ্কৃতা, যিনি সুন্দরী দাক্ষায়ণী, যিনি বামা, মধুর স্তন্যশালিনী, সদাপ্রীতিদায়িনী এবং সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী, অর্থাৎ সকলকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা, ভক্ত-সাধারণের অভীষ্টপ্রদায়িনী, সদা কল্যাণ-সম্পাদিনী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

চন্দ্রার্কানল-কোটি-কোটি-সদৃশী চন্দ্রাংশু-বিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নি-সমান-কুণ্ডল-ধরী চন্দ্রার্ক-বর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তক-পাশসাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যিনি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায়

সমুজ্জ্বলপ্রভাশালিনী, জ্যোৎস্নাচুম্বিত বিম্বফলের ন্যায় যাঁহার (স্মিত-শোভিত) অধর, যাঁহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল, যিনি মালা অক্ষপুস্তক পাশধারিণী অঙ্কুশ-সমন্বিতা ও গিরিবৎসলা, সেই তুমি কাশীর অধীশ্বরী, ঈশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা ; আমাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,—চন্দ্রাংশুবিম্বম্ চন্দ্রস্যাংশবো যস্মিন্ তৎ চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতমিত্যর্থঃ, বিম্বং বিম্বফলং, তৎ অধরয়তি অধরং করোতি ইতি নামধাতোঃ কর্ম্মণোঽণি স্ত্রীত্বে চন্দ্রাংশুবিম্বাধরীতি। সদা মন্দস্মিতোদ্ভাসিতঃ খলু দেব্যাঃ অধরশ্চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতবিম্বফলসদৃশ ইতি ভাবঃ।

চন্দ্রার্কবর্ণা ঈশ্বরীতি শ্ছেদঃ যস্যা বর্ণঃ চন্দ্রবৎ স্নিগ্ধঃ সূর্য্যবদ্দীপ্রশ্চ,—ঈশ্বরী অষ্টৈশ্বর্য্যবতী। চতুর্থচরণে অন্নপূর্ণেশ্বরীত্যত্র ঈশ্বরীপদং জগৎস্রষ্ট্রাদিকর্ত্রীবাচকম্, ইত্যর্থভেদান্নাস্য পৌনরুক্ত্যম্। ভক্তিবাহুল্যদ্যোতকতয়া পুনরুক্তিরত্র ন দোষায়েতি বা সর্ব্বত্র সমাধানম্।

অথবা চন্দ্রশ্চন্দ্রনাড়ী—ইড়া, সূর্য্যঃ সূর্য্যনাড়ী—পিঙ্গলা, বর্ণেশ্বরী বর্ণাভিব্যঞ্জনসমর্থা সুষুম্নানাড়ী। 'সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহুঃ' ইত্যুক্তেঃ। নাড়ীত্রয়রূপা। ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ীত্যুক্তেঃ। মালা-পুস্তক-পাশ-সাঙ্কুশ-ধরী—মালা-পুস্তক-পাশা চাসৌ সাঙ্কুশা চেতীতি বিশেষণে কর্ম্মধারয়ঃ। অত্র চ মালা-পুস্তক-পাশা অস্যাঃ সন্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্ মালা-পুস্তকসহিতঃ পাশো যস্যাম্ ইতি মধ্যপদলোপী বা বহুব্রীহিঃ। সাঙ্কুশা অঙ্কুশেন সহ বর্ত্তমানা। ততো মালা-পুস্তক-পাশা-সাঙ্কুশা চাসৌ ধরীশ্চেতি সমাসঃ।

ধরং পর্ব্বতম্ ইচ্ছতি, ইতি ধরশব্দাৎ ক্যচি কর্ত্তরি ক্বিপি রূপম্। হিমালয়দুহিতৃত্বেন কৈলাসাবস্থিত্যা বা ইষ্টপর্ব্বতা ইত্যর্থঃ সা চাসৌ কাশীপুরাধীশ্বরী চেতি সমাসঃ ॥ ৯ ॥

> ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,
> সর্ব্বানন্দকরী * সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী † ।
> দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
> ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যিনি ক্ষত্রিয়কুল পরিত্রাণ করিয়াছেন, উৎসবে অভয় প্রদান করেন, যিনি মূর্ত্তিমতী করুণা এবং সুধাস্বরূপা, শিবের আনন্দবিধায়িনী, সতত

* 'সাক্ষান্মোক্ষকরী' এই পাঠও আছে।

† 'বিশ্বেশ্বর-শ্রীধরী' পাঠান্তর।

শিবসম্পাদনী বিশ্বেশ্বরী; যিনি লক্ষ্মীরূপা, দক্ষদুঃখবিধায়িনী ও নিরাময়করী, সেই তুমি কাশীপুরের অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ১০ ॥

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—মহাভয়করী,—মহস্য উৎসবস্য অভয়করী উৎসব-ভঙ্গভয়নিবারণী, শত্রূণাং মহতীং ভীতিং জনয়ন্তী ইতি বা, মহৎ অব্যাহতম্ অভয়ং কুর্ব্বতী ভক্তানাম্ ইতি কল্পান্তরম্।

কৃপাসাগরী, সাগরস্যেয়ং ইতি সাগরী শক্তির্গম্যতে, কৃপা সাগরী সাগরশক্তি-রিব যস্যাং, সাগরশক্তির্যথা নিরবধিঃ তথা যস্যাং কৃপা নিরবধিঃ, সাগরী সাগরসম্ভবা সুধা ইত্যর্থঃ, কৃপৈব সাগরী যস্যাং ইতি বা, অথবা কৃপাসাগরীতি চ পৃথক্ পদদ্বয়ং, কৃপা মূর্ত্তিমতী করুণা, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা" ইত্যুক্তেঃ। সাগরী সুধারূপা চ "সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে" ইত্যুক্তেঃ। শ্রীধরী শ্রীধরস্য পত্নী লক্ষ্মীঃ, হে মাতঃ লক্ষ্মীস্বত্তো নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পর্ব্বতি॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুল্য প্রিয়পত্নী। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥ ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—পার্ব্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বান্ধব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ॥ ১২ ॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্র সম্পূর্ণ।

আনন্দলহরী-স্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ,
প্রজানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্‌ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ভবানি! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্মুখে, ত্রিপুরবিজয়ী (পঞ্চানন) পঞ্চমুখে দেবসেনাপতি (ষড়ানন) ষণ্মুখে এবং ফণিপতি অনন্ত সহস্রমুখেও তোমার স্তব করিতে যখন সমর্থ নহেন, তখন বল, অন্য কাহার এ বিষয়ে সম্ভব হইতে পারে ॥ ১ ॥

ঘৃত-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধু-মধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্‌মাত্রবিষয়ঃ,
কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—ঘৃত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য্য যেরূপ কোন কথা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসানামাত্রেরই বিষয় অর্থাৎ ঘৃতাদির আস্বাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাহা অপরকে বুঝাইতে পারা যায় না, তদ্রূপ তোমার সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের দৃষ্টিগোচর, হে সর্ব্বশাস্ত্রের অগোচর-গুণ-সম্পন্নে! (তাহা) আমরা বাক্য দ্বারা কিরূপে প্রকাশ করি ॥ ২ ॥

মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা,
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী,
ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতি-কিশোরীমবিরতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।--মাতঃ! তোমার মুখে তাম্বূল, নয়নদ্বয়ে কজ্জল, ললাটে

কুঙ্কুমবিন্দু, গলে মৌক্তিক-হার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জ্বল কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ও কটিদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে; তুমি পর্ব্বত-রাজকুমারী গৌরী, আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ৩ ॥

বিরাজন্মন্দার-দ্রুম-কুসুম-হার-স্তন-তটী,
নদদ্-বীণা-নাদ-শ্রবণ-বিলসৎ-কুণ্ডল-গুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গী-রুচির-গতি-ভঙ্গী ভগবতী,
সতী শম্ভোরম্ভোরুহ-চটুল-চক্ষুর্ব্বিজয়তে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার স্তনদ্বয়োপরি মন্দারপুষ্পের হার শোভা পাইতেছে, ঝঙ্কারিণী বীণার ঝঙ্কার যাঁহার শ্রবণযুগলে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়ের গুণস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা কর্ণার্দ্ধদেশাবধি সংশ্লিষ্ট থাকাতে ঐ মধুর ঝঙ্কার যেন কুণ্ডল হইতেই উত্থিত হইতেছে এইরূপ মনে হয়, যাঁহার অঙ্গসকল সন্নত, করিণীর ন্যায় যাঁহার গতিভঙ্গী অতি মনোহর, কমলচারুলোচনা শিবের সেই সতী বিজয়যুক্তা হইয়া আছেন ॥ ৪ ॥

নবীনার্ক-ভ্রাজন্মণি-কনক-ভূষা-পরিকরৈ-
র্ব্বৃতাঙ্গী সারঙ্গী-রুচির-নয়নাঙ্গীকৃত-শিবা।
তড়িৎপীতা পীতাম্বর-ললিত-মঞ্জীর-সুভগা,
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি সুখৈরস্তু সুমুখী ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—নবোদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল মণিখচিত বিবিধ কাঞ্চনবিভূষণে যাঁহার অঙ্গসকল পরিবৃত, হরিণীনয়নসদৃশ নয়নের দৃষ্টিপাতে শিবকে যিনি আপনার জন করিয়া লইয়াছেন, যিনি সৌদামিনীর ন্যায় পীতবর্ণা এবং পীতাম্বর ও মনোহর নূপুরে শোভিতা, নিরবধি সুখপূর্ণা সেই অপর্ণা আমার প্রতি সুমুখী (প্রসন্না) হউন ॥ ৫ ॥

হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিত-করৈঃ পল্লবযুতা,
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমর-কলিতা চালক-ভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচ-ভর-নতা সূক্তি-সরসা,
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্না এই জঙ্গম চিদানন্দলতা

অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন, মনোহরকরচতুষ্টয় ইঁহার পল্লব, মুক্তাসমূহ ইঁহার কুসুম, অলকাবলি ভ্রমরনিকর, স্থাণু (দেবী পক্ষে—শিব; লতাপক্ষে—শাখাহীন বৃক্ষ) আশ্রয়ে ইঁহার অবস্থিতি, কুচভারে ইঁহার নম্রভাব সম্পাদিত, সুমধুর বচনই ইঁহার (মধুর ফল)-রস, ইনি রোগহারিণী। (দেবী পক্ষে রোগ ভবরোগ, লতা পক্ষে ব্যাধি) ॥ ৬ ॥

স-পর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অ-পর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ-পরিবৃতঃ,
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্য-পদবীম্ ॥৭॥

অনুবাদ।—অপরাপর লোকে, সপর্ণা (পত্রে মণ্ডিতা,) কতিপয় গুণ-শালিনী লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার কিন্তু মত এই যে, জগতে এক-মাত্র অপর্ণারই সেবা করা সকলেরই উচিত, (তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত) যাঁহার আলিঙ্গনে পুরাতন স্থাণুও মোক্ষফল প্রসব করিতেছেন। (পুরাতন স্থাণু জীর্ণ শাখাহীন বৃক্ষ, অথচ জগতের আদি শিব) ॥ ৭ ॥

বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী,
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদ-নমনীয়াঙ্ঘ্রি-কমলে।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,
সতাং মুক্তের্ব্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তুমিই সকল ধর্ম্মের বিধানকর্ত্রী, (কারণ) তুমিই বেদ ও তন্ত্রসমূহের জননী-স্বরূপা; তুমিই অর্থের মূল কারণ, (কারণ) ধনপতি কুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। জননি! তুমিই কামনা সকলের আদি, (কারণ) কন্দর্পবিজয়—কন্দর্পের পুনর্জ্জীবন, তোমার দ্বারাই সম্পাদিত, তুমিই সাধুবৃন্দের মুক্তিপ্রাপ্তির আদি কারণ, (কারণ) তুমিই পরব্রহ্মের মহিষী ॥ ৮ ॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—জননি! আমি চঞ্চলমতি, তোমার প্রতি যদিও আমার

প্রচুর ভক্তি না থাকুক, তথাপি (মা!) আমার প্রতি তোমার সদয়-দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, চাতক জলদের প্রতি কোনরূপ ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে সুমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে। কোন্ কর্ম্মফলে আমার বুদ্ধি এভাবে চালিত হইল, এই শঙ্কা আমি বিশেষভাবে করিতেছি ॥ ৯ ॥

কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে,
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণ-দীক্ষামুপগতে।
নচেদিষ্টং দত্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা,
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে সাধুচরিতে! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রতি উপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। কল্পলতিকা যদি ত্বরায় অভিলষিত প্রদান না করে, তাহা হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ॥ ১০ ॥

মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,
নিধায়ান্যন্নৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুমে।
তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে উমে! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। মাতঃ! তথাপি যদি মৎপ্রতি তোমার চিত্তে করুণা না জন্মে, হে গণেশজননি, তাহা হইলে অবলম্বন-শূন্য আমি কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ১১ ॥

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং
যথা রথ্যা-পাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘ-মিলিতম্।
তথা তত্তৎ-পাপৈরতিমলিনমন্তর্ম্মম যদি,
ত্বয়ি প্রেম্নাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আশু সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন রথ্যা-জলও গঙ্গাপ্রবাহে মিলিত হইলে আশু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসত্ত্বেও যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি

ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অন্তঃকরণও সেইরূপ বিশুদ্ধ হইবে না কেন ? ॥ ১২ ॥

ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভে ন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্ত্বদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—দেবি ! তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই, এমন নিয়ম নাই,(অধিক ফলপ্রাপ্তি দূরের কথা) আর তুমি ইচ্ছার অতিরিক্ত অর্থদানেও সমর্থা,—পদ্মযোনি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি ! যাহাতে আমার চিত্ত রাত্রিদিন তোমাতে সমাসক্ত থাকে, সেই উচিত কার্য্য কর ॥ ১৩ ॥

স্ফুরন্নানা-রত্ন-স্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-
ত্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধর-বিলাসৌঘ-শিখরম্।
মুকুন্দ-ব্রহ্মেন্দ্র-প্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে,
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—জননি ! যিনি ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার গৃহিণী। তোমার আলয়-ভিত্তি সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নরাজিতে পরিনির্ম্মিত, তাহাতে তোমার আকার সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চঞ্চল চন্দ্রপ্রতিবিম্ব-মণ্ডিত জলপ্রবাহ তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ যথায় পরিজনরূপে অবস্থিত, তোমার সেই রমণীয় ভবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥ ১৪ ॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ,
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনি-ধরাধীশ-তনয়ে,
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ ! কৈলাসপর্ব্বতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার স্তুতিপাঠক, ত্রিলোক তোমার কুটুম্ব, অণিমাদি

অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিদ্যমান, মহেশ্বর তোমার পতি, যিনি ধরাধরসমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয় তোমার পিতা। সুতরাং তোমার সৌভাগ্যের ঈষৎ তুলনাও কোথাও নাই ॥ ১৫ ॥

বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং,
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—বৃদ্ধ বৃষ, বাহন; হলাহল আহারীয় দ্রব্য; দিঙ্মণ্ডল বস্ত্র; শ্মশান ক্রীড়াভূমি; ভুজঙ্গগণ ভূষণ; ইহাই স্মরারি-শিবের সমগ্র সম্পত্তি সকলেরই পরিজ্ঞাত; তবে যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, (তিনি যে সকলের ঈশ্বর) ইহা তোমারই সৌভাগ্যের মহিমা ॥ ১৬ ॥

অশেষ-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়-বিধি-নৈসর্গিক-মতিঃ,
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া,
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—হে কল্যাণকারিণি! পশুপতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়-কার্য্যেই স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে থাকেন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন অর্থাৎ মরণ, মরণ স্থান ও মরণ-চিহ্নই যাঁহার প্রিয়, তাঁহার দয়া কি থাকিতে পারে; (তথাপি) তিনি যে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়াছেন, মাতঃ! ইহা তোমারই সহবাসের ফল ॥ ১৭ ॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,
ভিয়ৈবাসীদ্-গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে।
তদেতস্যাস্তাম্যদ্-বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া,
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—হে গিরিনন্দিনি! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই গঙ্গাদেবী ভয়েই জলময় (ঘর্ম্মাক্ত) কলেবরা হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মুখপদ্ম ম্লান দেখিয়া গিরিশদেব দয়াবশে তাঁহাকে স্বীয় মস্তকে স্থান দান দ্বারা গৌরব করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বিশাল-শ্রীখণ্ড-দ্রবমৃগমদাকীর্ণ-ঘুসৃণ-
প্রসূন-ব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গ-সলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিত-পদ-পাংশূন্নিজকরৈঃ,
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধ-পুর-পঙ্কেরুহ-দৃশাম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—প্রভূত চন্দনদ্রব, মৃগনাভিযুক্ত কুঙ্কুম ও কুসুম-মিশ্রিত তোমার অভ্যঙ্গ-জল ও তোমার গমন-চঞ্চল চরণ-রেণু নিজ করচতুষ্টয়ে সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা (তদ্দ্বারা) সুরপুরভূষণ কমলনয়নাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥১৯॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিত-লতাভিঃ পরিবৃতে,
স্ফুরন্নানাপদ্মে সরসি কলহংসালি-সুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়-পবনান্দোলিত-জলে,
স্মরেদ্ যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিত-পীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—ফুল্ল বিবিধ-কমল-শোভিত, কলহংস ও ভ্রমরকুলের সঞ্চারে সুদৃশ্য, মলয়-পবন-চঞ্চল-সলিল-সরোবরে সখীগণ সহ ক্রীড়া-নিরত তোমাকে যে স্মরণ করে, তাহার জ্বরজনিত পীড়া বিদূরিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দ-লহরী-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো,
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং,
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! আমি তোমার মন্ত্র জানি না, প্রসিদ্ধ যন্ত্রও জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চ্চনাতে যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য

প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দৈন্য প্রকাশ করিয়া জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে; তোমার অনুসরণই নিখিল ক্লেশবিনাশক ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া,
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পূজা করিতে হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরন্তর আলস্যের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল ত্রুটি,—সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। জননি! কুসন্তান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
পরং তেষাং মধ্যেঽবিরল-তরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে জননি! বসুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরল, কিন্তু আমি তোমার সন্তানগণের মধ্যে নিরন্তর চাঞ্চল্য-যুক্ত, হে শিবে! তাই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। হে মাতঃ! কুপুত্র হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা হয়েন না ॥ ৩ ॥

জগন্মাতর্ম্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে জগজ্জননি! হে মাতঃ! আমি কদাচ তোমার

চরণদ্বয়ের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই, তথাপি তুমি মৎপ্রতি অসীম স্নেহ করিতেছ, (জননি! অতএব জানিলাম) কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ কুমাতা হন না ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, বিবিধ বিধিপালনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত, (বিবিধ বিধিসেব্য) দেবগণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, হে লম্বোদরজননি! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ৫ ॥

শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং,
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—শ্বপাক অর্থাৎ মূর্খ (রূক্ষভাষী) চণ্ডাল, মধুর বচনবিন্যাসে বাগ্মী হইয়া থাকে, নির্ধন ব্যক্তি বহুকোটিসুবর্ণ লইয়া বিহার করিয়া থাকে। হে অপর্ণে! তোমার মন্ত্রবর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক তোমার মন্ত্রজপ করিলে যে ফল হয়, তাহা কে জানিতে পারে? ॥ ৬ ॥

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো,
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,
ভবানি ত্বৎ-পাণিগ্রহণ-পরিপাটী-ফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—অঙ্গে চিতাভস্ম লেপন, খাদ্য বিষ, বস্ত্র দিঙ্‌মণ্ডল, অর্থাৎ উলঙ্গ, মাথায় জটা, ভুজঙ্গের হার, বৃষ বাহন, নরকপাল হস্তে, ভূতপ্রেত ভৃত্য, এমন যিনি, তিনিও যে একমাত্র জগদীশ্বরপদ লাভ করিয়াছেন, হে ভবানি,

তাহা তোমারই পাণিগ্রহণের ফল, অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াই সেই হত দরিদ্র শিবের এই অসামান্য ঐশ্বর্য্য ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা নব-বিভব-বাঞ্ছাপি ন চ মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! মুক্তি ইচ্ছা নাই, অলব্ধ-সম্পত্তি-লাভেও ইচ্ছা নাই, আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি না। হে চন্দ্রাননে! আমি সুখভোগ করিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না। জননি! আমি তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মৃড়ানী, রুদ্রাণী, শিব শিব ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবন-যাপন হয় ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিং * রূক্ষ চিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা ত করিই নাই, (অধিকন্তু) রূক্ষ ও বিষয়ভাবনা প্রকাশক বাক্য দ্বারা তোমার কি (অপ্রিয়) করি নাই? হে কালি! অনাথ আমি, আমার প্রতি যদি তুমিই কিঞ্চিৎ কৃপা কর, মা, তাহাই তোমার পক্ষে উচিত, (আর কেহ কি এরূপ অধমের প্রতি কৃপা করেন?) ॥ ৯ ॥

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে কৃপাসাগরেশ্বরি! হে দুর্গতিনাশিনি! আমি অধুনা আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি। মাতঃ! ইহা আমার শঠতা মনে করিও না। কারণ, সন্তান যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখন মাতাকেই স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

---

* 'কিং ব্রহ্ম' পাঠান্তর।

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধশতৈঃ পরাবৃতং, ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—হে জগন্মাতঃ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ দেব্যপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অনুবাদ।—হে জননি! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার ন্যায় পাপহারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা উচিত বোধ কর, তাহাই কর ॥ ১২ ॥

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী

শ্রীমদচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকয়া

তথা

শ্রীমল্লক্ষ্মীধরকৃত-টীকয়া চ সমেতা

মহিশূররাষ্ট্রীয়-
প্রথম-মুদ্রাপকপণ্ডিতস্য পীঠিকা

ইয়ং খলু দেবীস্তুতিঃ শ্লোকশতীমিতা সময়াগমরহস্যগর্ভিতা সৌন্দর্য্যলহরী আনন্দলহরীতি চ প্রথতে। কো নু এতস্যা রচয়িতা কিমভিধান ইতি নাদ্যাপি নিশ্চেতুং পারয়ামঃ, যতঃ প্রাক্তনা অপি ব্যাখ্যাতারঃ বিষয়েঽস্মিন্ সন্দিহানা এব স্তুতিমেতাং ব্যাচক্রুঃ। তথা চ ডিণ্ডিমাখ্যায়াং সৌন্দর্য্যলহরীব্যাখ্যায়াম্ আদৌ—

স্তোত্রমেতদ্বদন্ত্যেকে শিবেন পরিভাষিতম্।
তস্যৈবাংশাবতারেণ শঙ্করেণেতি কেচন॥

কেচিদ্বদন্ত্যাদ্যশক্তের্ল লিতায়া মহৌজসঃ।
দশনেভ্যঃ সমুদ্ভূতমিতি নানাবিধশ্রুতিঃ॥ ইতি॥

সুধাবিদ্যোতিনীনামিকায়াং তু টীকায়াং ক্ষত্রবংশশিখামণেঃ দ্রমিড়দেশাধিপতেঃ দ্রমিড়াভিধানস্য বেদবতীসহধর্ম্মচারিণীকস্য নৃপস্য সুতঃ প্রবরসেনো নাম্না স্তনন্ধয়ঃ স্তুতিমেতাং চকারেত্যভ্যধায়ি। যথা—

অথ পূর্ব্বজন্মসময়োপাসনাহ্লাদিতমত্যা ভগবত্যাঃ স্তন্যামৃতপান-সমুল্লাসিতচিত্তবৃত্তিঃ প্রবরসেনাভিধঃ স্তোত্ররাজং রচয়াঞ্চকার—

আসীৎ প্রবরসেনাখ্যঃ ক্ষত্রবংশশিখামণিঃ।
যস্য বাল্যং চ বার্দ্ধক্যং বিনা যৌবনবৃদ্ধতা॥
দ্রমিড়ো নাম তস্যাসীদ্দ্রমিড়েষু পিতা নৃপঃ।
তস্যামাত্যঃ শুকো বিদ্বান্ যো ধর্ম্মনিরতো দ্বিজঃ॥
তদধীনমতিঃ সোঽথ পুত্রোৎপত্তৌ সমুৎসুকঃ।
কৃত্বা শুভানি কর্ম্মাণি বেদোক্তানি পরন্তপঃ॥
তস্য ভার্য্যা বেদবতী পরমামিতলোচনা।
পুত্রং প্রবরসেনাখ্যং প্রাপ হস্তযুগাত্মকে॥
সিংহে লগ্নে নবমচরমং দেবতাদেশিকেঽজং
যাতে সূর্য্যে মিথুনভবনং বোধনে মীনযাতে।
শুক্রে কুম্ভং তপনতনয়ে গোপতৌ নাগভুক্তে
জাতো রাজ্ঞাং বিজয়মকুটো বেদমার্গার্থবেদী॥

কিঞ্চিদ্ধ্যাত্বা শুকো বিপ্রঃ কুজান্মৃগগতাদয়ম্।
ভবিষ্যত্যরিহীনো হি কুশলং তস্য কিং ভবেৎ ॥
•প্রোবাচ দ্রমিড়ং সোঽথ তে সুতো যদি জীবতি।
নৃপাসনাচ্চ্যুতং নূনং ভবিষ্যতি কুলং তব।
ইত্যুক্তঃ স নৃপঃ পুত্রং তত্যাজ গিরিমূর্দ্ধনি।
অত্তুং তমাগতো ব্যাঘ্রস্তদা তত্র ন দৃষ্টবান্ ॥
মত্বা তং রত্নসংঘাতমাদায় গতবান্বিলম্।
• পূর্ব্বজন্মন্যয়ং বিপ্রঃ কুলীন ইতি বিশ্রুতঃ ॥
গঙ্গাসাগরয়োস্তীরে কামরাজং চিরং ভজন্।
• কদাচিৎ সলিলে গাঙ্গে মৃতো হি ন্যপতদ্বুধঃ ॥
স এব বেদবত্যাস্ত জাতোঽয়ং দ্রমিড়ান্নৃপঃ।
স বুদ্ধা পূর্বকর্ম্মাণি যৌগিকানি পরন্তপঃ ॥
আধারমাদৌ সস্মার চতুর্দ্দলসমন্বিতম্।
* * * * ॥
তদানীং তস্য বদনকুহরাদ্ভারতী শিবা।
সমুদ্গতা তদ্বিষয়া বিচিত্রপদশোভিতা ॥
ক্লিন্নাস্য পদ্যসংতুষ্টা গৌরী দর্শনমাগতা।
স্নেহার্দ্রমনসা তোকমাদায় পরমেশ্বরী ॥
দদৌ * * ।
পাদয়োঃ পতিতস্তস্যা মুকুটাগ্রেণ সংস্পৃশন্ ॥
অস্য দত্বা বরান্দেবী জগাম বনিতোত্তমা।
বিলোপরি স্থিতস্তস্য জিজ্ঞাসুঃ পুলহো মুনিঃ ॥
ধ্যাত্বা বহুবিধৈর্যোগৈঃ * * * ।
* * যস্য সন্ধ্যয়োর্নিয়মায় বৈ ॥
মন্ত্রা বিনষ্টা অভবন্ কিমেতদিতি চাকুলঃ।
দ্রষ্টুং তদা স্তোত্রকৃতং বিচিন্বন্ প্রযযৌ বনে ॥
বিলদ্বারে স্থিতং দিব্যং মুক্তামণি-বিভূষিতম্।
কিরীট-রত্ন-সংঘাত-সমুল্লসিত-কাননম্ ॥
দদর্শ মুনিবর্য্যস্তং প্রণিপত্য পুরঃ স্থিতম্।
তদা মন্ত্রান্ বুবোধাথ গতোঽয়ং নিয়মায় বৈ ॥

তদানীং মৃগয়াং জগ্মুর্ভ্রমিলাস্তত্র মানবাঃ।
হয়মারোপ্য নৃপতিং তে রাষ্ট্রং পুনরাগতাঃ॥
* * ধন্যা কন্যা রূপবতী শুভা।
তস্যাঃ পুত্রোঽহমন্বিচ্ছন্ স্তুতিব্যাখ্যাং করোমি তাম্।
সুধাবিদ্যোতিনীং নাম্না পিত্রা সম্যক্ প্রবোধিতঃ॥ ইতি॥

লক্ষ্মীধরস্তু শঙ্করভগবৎপাদকৃতামিমাং স্তুতিমভিদধে। পরন্তু সোঽপি শৈশব এব শঙ্করাচার্য্যকৃতেয়ং স্তুতিরিত্যনুমনুতে। যতস্তেন পঞ্চসপ্ততিতমস্য পদ্যস্য ব্যাখ্যায়াং "দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়-জাতিসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্ত্তা" ইতি ব্যাখ্যাতম্।

সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী-নামকটীকাকর্ত্তাঽপি "দ্রবিড়শিশুঃ মল্লক্ষণঃ" ইতি বিবৃণ্বন্নেব-মাখ্যায়িকামাহ—

অত্রেয়ং চিরন্তনাখ্যায়িকা—ভগবতঃ শঙ্করাবতারস্য পিতা সংততং পরমেশ্বরী-ভক্তঃ গ্রামাদ্বহিঃ পরমেশ্বর্য্যা আয়তনং গত্বা দুগ্ধেন পরমেশ্বরীং সংস্নাপ্য পূজাং বিধায় নমস্কৃত্য অবশিষ্টং কিঞ্চিদ্দুগ্ধং সঙ্গে গতায় সূনবে শঙ্করাচার্য্যায় প্রযচ্ছতি। বালকস্য মনসি প্রত্যহং পরমেশ্বরী স্বয়ং পিবতি পীতশেষং মহ্যং পিতা দদাতীতি মতির্জাগর্ত্তি। কদাচিদ্‌গ্রামান্তরং গচ্ছন্ পিতা বালকস্য মাতরং প্রত্যুক্ত্বা গতঃ প্রত্যহং মদাগমনং যাবত্তাবত্ত্বয়া দুগ্ধেন স্নপনীয়া ভগবতী পূজনীয়া সম্যগিতি। সা তথা কুর্বাণা কদাচিৎ স্ত্রীধর্ম্মিণী জাতা। গৃহে কোঽপি নাস্তি। তদা পুত্রং প্রেষিতবতী। দুগ্ধেন ভগবতীং সংস্নাপ্য পূজাং বিধায়াগচ্ছেতি। বালকো গত্বা পূজাং বিধায় দুগ্ধং পুরো নিধায় পরমেশ্বরীদং পিবেতি গদিতবান্। যদা বিলম্বো জাতঃ ভগবতী চ ন পিবতি তদা রোদিতু-মারব্ধবান্। তদা পরমেশ্বরী দয়য়া আবির্ভূয় দুগ্ধং পীতবতী। পুনঃ পাত্রং রিক্তং বিলোক্য সর্ব্বং ত্বয়া পীতং মদর্থে ন স্থাপিতং কিমপীতি রোদিতুং প্রবৃত্তঃ। ততো বিহস্য বালকমঙ্কে সমারোপ্য স্তন্যং দত্তবতী জগদম্বিকা। স্তন্যপানেন সর্ব্বা বিদ্যাঃ তদানীমেব পুরতঃ-স্ফূর্ত্তিকা জাতাঃ। কবয়ন্নেব গৃহং গতঃ। এতস্মিন্নন্তরে পিতা সমাগতঃ। বালকস্যাকৃতিং বাগ্‌বিজৃম্ভিতং চালোক্য সাশ্চর্য্যোঽভূৎ। স্বপ্নে আগত্য পরমেশ্বর্য্যুক্তবতী—"অনেন লোকোদ্ধারো ভবিষ্যতি, ত্বয়া চিন্তা ন কার্য্যা, মম বালকোঽয়মিতি"। ইতি॥

অন্যে তু ডিণ্ডিমাদিব্যাখ্যাকর্ত্তারঃ "পুরা কাঞ্চিকানগরে স্বকার্য্যাসক্ত্যা পিত্রোর্গতবতোঃ কশ্চন সংবন্ধনামধেয়ঃ স্তনন্ধয়ঃ ষণ্মাসবয়াঃ পরম্ অম্ব অম্বেত্যা-

ক্রোশনপ্রবীণঃ স্তন্যপিপাসয়া পার্ব্বত্যা করুণয়া দত্তং স্তন্যমাস্বাদ্য অতিশৈশব এব কবিরভূদিতি গাথাঽনুসংধেয়া” ইতি বিলিখন্তঃ সৌন্দর্য্যলহরীকর্ত্তুরন্যমেব দ্রমিলশিশুমত্র বিবক্ষিতং মন্যন্তে। যথা তথা বাঽস্ত্বেতং। স্তুতিরিয়ং সুললিত-পদগুম্ফমধুরা গূঢ়তরাগমার্থগভীরা দেবীং শক্তিমুপাসীনৈরবশ্যং হৃদয়ে নিধেয়েত্যত্র তু ন কস্যচিদ্বিস্ময়ঃ।

সন্তি চাস্যাঃ স্তুতেঃ ভূয়স্যষ্টীকাঃ তাসু চ লক্ষ্মীধরবিরচিতৈব গূঢ়তমানাগ-মার্থানিশদয়িতুমলমিতি সৈবাস্মাভিরিহ নিবেশিতা, অস্যাং চ ব্যাখ্যায়ামন্তে ব্যাখ্যাতা স্বস্য গজপতিবীরপ্রতাপরুদ্রাশ্রিততাং সরস্বতীবিলাসাদ্যনেকস্মৃতিনিবন্ধন-লক্ষ্মী-ধরাদ্যনেকসাহিত্যনিবন্ধননির্মাতৃতাং চ স্বয়মেব প্রাচীকশং। তেন প্রতীমঃ প্রতাপ-রুদ্রযশোভূষণাভিধালঙ্কারনিবন্ধস্য সরস্বতী-বিলাসাভিধানধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধনস্য চ কর্ত্তা বিদ্যানাথ এব লক্ষ্মীধরোঽসাবিতি। সম্ভাব্যতে চ লক্ষ্মীধর ইতি চাস্য স্বষষ্ঠপুরুষ-নামসমানং নামকর্ম্মণি পিত্রা সংকেতিতং নাম। বিদ্যানাথ ইতি চ শ্রীনাথ ইতিবৎ পূর্ণাভিষেকানুবন্ধি অভিধানমিতি। যদ্যপি সরস্বতীবিলাসঃ প্রতাপরুদ্রনৃপতি-বিরচিত ইত্যেব তন্নিবন্ধান্তে দৃশ্যতে। যথা—

“ইতি বরগজপতিগৌড়েশ্বরনবকোটি-কর্ণাটককলুবুরি (গুম্বরগারী) গেশ্বর-জমুনাপুরাধীশ্বরহুশনসাহিত্ত-ত্রাণশরণ-রক্ষণ-শ্রীদুর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্রচরিত-রাজাধি-রাজ-পরমেশ্বরশ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিত-স্মৃতি-সংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে” ইতি। তথাঽপি স্বাশ্রয়রাজযশোঽনুবৃত্তয়ে স্বকৃতগ্রন্থং প্রতাপরুদ্রকৃতত্বেন ব্যালি-খদ্গ্রন্থকার ইতি নিশ্চীয়তে। প্রসিদ্ধং হি আশ্রিতবিবুধৈঃ স্বকৃতপ্রবন্ধানাং রাজার্পণম্। প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ প্রাক্ ষষ্ঠস্য বর্ষশতকস্যাদিভাগে উষিতবান্ ইতি লক্ষ্মীধরস্যাপি স এব কাল ইত্যুন্নীয়তে ইত্যলম্।

দ্বিতীয়-মুদ্রাপণপ্রবর্ত্তকস্য সমালোচনম্

অত্র ক্রমঃ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুভক্তস্য দক্ষিণ-দেশাধিরাজ-শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবস্য গৌড়েশ্বর-হুশন-সাহেন যুদ্ধং সন্ধিশ্চ কাদাচিৎকো জাত ইতি পুরাবৃত্তম্। অত্র গৌড়েশ্বরেত্যাদি বিশেষণং যদি হুশনসাহি-পদার্থস্য স্যাৎ তদা লক্ষ্মীধরোঽয়ং সার্দ্ধ-চতুঃশতী-বৎসরেভ্যঃ প্রাক্ পঞ্চশততম-বৎসরাদর্বাক্ চ জাত ইতি নিশ্চীয়তে। তৎকালস্যৈব সমুল্লিখিতপ্রতাপরুদ্রীয়ত্বেন নিঃসংশয়ং নিরূপণাৎ। অথ কশ্চিদ-পরঃ প্রতাপরুদ্রো ভবেৎ তদ্বার্ত্তাদিকং বিশেষতো মৃগ্যম্। তত্র চ জমুনা-পুরাধীশ্বর ইত্যেতাবন্মাত্রং হুশনসাহিবিশেষণং তদ্বিবরণমপ্যনুসন্ধাতব্যং ভবতি। যদি কৃততন্নিশ্চয়ঃ পীঠিকাকৃৎ স্যাৎ, প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ (১৮৮০ খৃঃ বৎসরাৎ) প্রাক্ ষষ্ঠস্য বর্ষশতকস্যাদিভাগ উষিতবানিতি বদন্নুপাদেয়বচনঃ স্যান্ন ত্বন্যথেতি গৌড়দেশপ্রসিদ্ধা আনন্দলহরীরচনায়া জনশ্রুতিশ্চেত্থম্—শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ শক্তিং ন মেনে, একদা চ স্নানার্থং গচ্ছন্ মধ্যে-মার্গমা-বক্ষো মায়াপঙ্কেন্যমাঙ্ক্ষীৎ। যদাচ বিফলোত্তরণপ্রযত্নো যাবদাকুলনয়নমিতস্ততো ন্যপাতয়ৎ তাবদেকামবলম্বিত-যষ্টিং জরতী মপশ্যৎ। সা চ দৃষ্টমাত্রা ব্যথিতেবোবাচ, উত্তিষ্ঠ বৎস উত্তিষ্ঠ, মা তাব-দিতোঽধিকং নিমাঙ্ক্ষীরিতি আচার্য্যেণোক্তং মাতঃ সাম্প্রতং মে শক্তির্নাস্ত্যুত্থানস্য। তদা জরত্যা প্রত্যুক্তং বৎস শ্রূয়তে ত্বয়া শক্তিরেব নাঙ্গীক্রিয়তে। আচার্য্যবর্য্যেণ তদা তামেব শক্তিং মন্যমানস্তুষ্টাব। সাকমেব তয়া জরত্যা মায়াপঙ্কমপ্যন্তর্হিতম্। সৈব স্তুতিরানন্দহেতুত্বেনানন্দলহরীতি ভণ্যতে। যথা ভবতু শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবাস্য রচয়িতেত্যত্র এতদ্দেশীয়ানাং প্রাগং বিদুষামৈকমত্যমেব। ইতি শুভম্

আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি *
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥

লক্ষ্মীধর-কৃত-ব্যাখ্যান-প্রারম্ভঃ।

বন্দামহে মহীয়াংসমংসলম্বিজটাভরম্।
যৎকঙ্কণ-ঝণৎকাররবঃ শব্দানুশাসনম্ ॥
শেষাশেষোক্তিভূষাঃ কণচরণচণগ্রন্থসৌগন্ধ্য-জিঘ্রাঃ
ভট্টোক্তি-প্রৌঢ়ি-সীঢ়া গুরুগুরুতরগীর্গুম্ফগুম্ফদ্বিজৃম্ভাঃ।
নিঃশঙ্কাঃ শঙ্করোক্তৌ পশুপতিমতনির্বাহকাঃ সাংখ্যসংখ্যাঃ
যস্য শ্রীলোল্ললক্ষ্মীধর-বিবুধমণের্ভান্তি বাচাং নিগুম্ভাঃ ॥
সোহং লক্ষ্মীধরঃ প্রাহ টীকাং লক্ষ্মীধরাভিধাম্।
এনাং সমাহিতস্বান্তাঃ সেবন্তাং সততং বুধাঃ ॥
স্যাদেব মেহলসতয়া মতিমান্দ্যতো বা
দোষঃ ক্বচিৎ ক্বচিদথাপি ন কাহপি শঙ্কা।
নৈসর্গিকী খলু গুণীকরণপ্রবীণা
শক্তিঃ সদা বিজয়তে ভুবি সজ্জনানাম্ ॥

ইহ খলু শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদাঃ সময়মততত্ত্ববেদিনঃ সময়াখ্যাং চন্দ্রকলাং শ্লোকশতেন প্রস্তুবন্তি—

শিবঃ সর্ব্বমঙ্গলোপেতঃ সদাশিবতত্ত্বম্। বশ কান্তৌ ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ শিবশব্দো নিষ্পন্নঃ। যথোক্তম্—

হিসিধাতোঃ সিংহশব্দো বশকান্তৌ শিবঃ স্মৃতঃ।
বর্ণব্যত্যয়তঃ সিদ্ধৌ পশ্যকঃ কশ্যপো যথা ॥

* বিরিঞ্চ্যাদিভিরপীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ

ইতি। বশ কান্তৌ, ইত্যয়ং ধাতুঃ তুদাদিঃ অদাদিশ্চ সংগৃহীতঃ। তুদাদের্বশতেঃ দীপ্তিরর্থঃ। কান্তির্দীপ্তিঃ। অদাদের্বষ্টিরিতি কামনা অর্থঃ। ইচ্ছাশক্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ ঈশ্বরস্য শিবত্বম্। বশতি প্রকাশতে স্বয়ংপ্রকাশ ইতি। যদ্বা স্বস্মিন্ প্রপঞ্চং প্রকাশয়তীতি, শিবঃ। যদ্বা—শীঙ্ স্বপ্নে ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ শিবশব্দো নিষ্পন্নঃ। স্বপ্নং বাতি ক্ষিপতীতি শিবঃ, জাড্যরহিতঃ, অবিদ্যানির্ম্মুক্তঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্বপ্নম্ অবিদ্যাং বাতি গচ্ছতীতি শিবঃ, সাদাখ্যকলাসংবলিত ইতি যাবৎ। তস্যৈব শিবশব্দবাচ্যত্বং বক্ষ্যতে। তাদৃশঃ শিবঃ শক্ত্যা জগন্নির্ম্মাণশক্ত্যা যুক্তঃ অবচ্ছিন্নঃ—অবিদ্যাবচ্ছিন্নচৈতন্যস্যৈব ব্রহ্মণঃ জগন্নির্ম্মাণশক্তত্বাৎ—যদি চেৎ, ভবতি শক্তঃ সমর্থঃ প্রভবিতুং প্রপঞ্চং নির্ম্মাতুম্। ন চেদেবং, শক্ত্যা যুক্তো ন চেদিত্যর্থঃ। দীব্যতীতি দেবঃ পূর্ব্বোক্তঃ সদাশিবঃ। ন খলু নিষেধসম্ভাবনায়াম্। স্পন্দিতুমপি চলিতুমপি কুশলঃ সমর্থঃ। নিরাকারস্য বিভোরাকাশতুল্যস্য স্পন্দনাযোগাৎ ইতি হৃদ্গতোঽর্থঃ।

বাচ্যার্থস্তু—শিবশক্ত্যোঃ জায়াপতিন্যায়েন জায়য়া শক্ত্যা যুক্তশ্চেৎ প্রপঞ্চরূপসন্তানং নির্ম্মাতুং শক্নোতি, তয়া বিযুক্তশ্চেৎ ন শক্নোতীতি।

আগমরহস্যার্থস্তু—শিবশব্দেন নবযোনিচক্রমধ্যে চতুর্যোন্যাত্মকমর্দ্ধচক্রমুচ্যতে। শক্তিশব্দেন অবশিষ্টং পঞ্চযোন্যাত্মকমর্দ্ধচক্রমুচ্যতে। এবং অর্দ্ধদ্বয়মিলিতং নবযোন্যাত্মকং চক্রং ভবতি। এতস্মাচ্চক্রাদেব জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়া ভবন্তীতি পুরস্তান্নিবেদয়িষ্যতে। উক্তং চ—

> চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
> শিবশক্ত্যাত্মকং জ্ঞেয়ং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ॥

ইতি। শিবশক্ত্যোর্মেলনং ষড়্বিংশং সর্বতত্ত্বাতীতং তত্ত্বান্তরমিতি পুরস্তান্নিবেদয়িষ্যতে। তস্মান্মেলনাদেব জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, ন কেবলাদেব ইতি চ বক্ষ্যতে। যথোক্তং বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে চতুঃশত্যাম্—

> পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি।
> সৃষ্টিস্থিতিলয়ান্ কর্ত্তুমশক্তঃ শক্ত এব হি॥

ইতি। এতচ্চ "চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ।

অতঃ তস্মাদ্ধেতোঃ ত্বাং ভগবতীং আরাধ্যাং আরাধয়িতুং পূজয়িতুমর্হাং হরিহরবিরিঞ্চাদিভিঃ, হরির্বিষ্ণুঃ, হরো রুদ্রঃ, বিরিঞ্চো ব্রহ্মা, আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে। তে চ অধিকারপুরুষাঃ প্রপঞ্চান্তঃপাতিনঃ। তৈর্নমস্কার্য্যত্বং প্রপঞ্চ-

* ১১ শ্লোকঃ।

জনয়িত্র্যাঃ ভগবত্যাঃ যুক্তমেবেত্যুক্তম্ "অতস্ত্বামারাধ্যাম্" ইতি, ন তু আরোপ-স্তুতিরিতি ধ্যেয়ম্। যদ্বা—নিগমা বা আদিশব্দেন সংগৃহ্যন্তে, নিগমসেব্যত্বাৎ ভগবত্যাঃ। তদুক্তমত্র "শ্রুতীনাং মূর্দ্ধানঃ" * ইত্যাদৌ স্ফোর্য্যতে। বিরিঞ্চ-শব্দঃ অকারান্তঃ। অপিশব্দঃ কথংশব্দার্থমুপস্করোতি। প্রণন্তুং নমস্কর্ত্তুম্। প্রশব্দঃ কায়িকং বাচিকং মানসিকং ত্রিবিধং নমস্কারমাহ। স্তোতুং বা, কেবলং স্তুতিমাত্রমপি কর্ত্তুং বেতি। অকৃতপুণ্যঃ—পূর্ব্বজন্মার্জিতপুণ্যনিচয়ঃ কৃতপুণ্যঃ, তদন্যঃ অকৃত-পুণ্যঃ। প্রভবতি ঈষ্টে শক্তঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি, শিবো দেবঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবতি যদি, তদা প্রভবিতুং শক্তঃ। এবং ন চেৎ, স্পন্দিতুমপি কুশলো ন খলু। অতঃ হরিহরবিরিঞ্চাদি-ভিরপি আরাধ্যাং ত্বাম্ অকৃতপুণ্যঃ প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথং প্রভবতি॥ ১॥

লক্ষ্মীধরকৃত ব্যাখ্যার মর্ম্মানুবাদ।—শিব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপক, তিনি শক্তি অর্থাৎ মায়াযুক্ত হইয়া ঈশ্বর—সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা হয়েন, নতুবা শক্তিরহিত হইলে তিনি স্পন্দনেও অসমর্থ; [আকাশতুল্য নিরাকার সর্ব্বব্যাপকের স্পন্দনাদি ক্রিয়া হইতে পারে না।] এই অংশের আগমসম্মত অর্থ এই,—

শিব—ঊর্দ্ধমুখ চারিটি ত্রিকোণ রেখা,—শক্তি অধোমুখ পাঁচটি ত্রিকোণ রেখা-সহ মিলিত হইলে অর্থাৎ শিব-শক্তিময় শ্রীচক্র হইলে, তাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকার্য্য সম্পন্ন হয়। (কেবল শিব হইতে হয় না, ইহার ব্যাখ্যা ১১ শ্লোকে বিস্তৃতভাবে হইবে।) কেবল শিব স্পন্দনেও অশক্ত। (হে ভগবতি) অতএব তোমাকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক নমস্কার করিতে অথবা স্তব করিতে প্রাক্তন পুণ্যহীন (মাদৃশ) ব্যক্তির সামর্থ্য কিরূপে হইতে পারে?

অচ্যুতানন্দ-টীকা।—ওঁ নমঃ শিবায়। নত্বা পিত্রোঃ পদাম্ভোজং ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া। আনন্দলহরীস্তোত্রস্যাচ্যুতানন্দশর্ম্মণা॥ কদাচিদ্ভগবতা, শঙ্করাচার্য্যেণ শঙ্করমূর্ত্তিনাপি বিবিধশাস্ত্রানুশীলনতয়া 'সর্ব্বং বৈ পরং ব্রহ্মেতি' মতমাশ্রিত্য হরেরন্যদেবং ন জান ইত্যনুশাসতা প্রত্যক্ষীভূতয়া শক্ত্যানুগৃহীতেন তস্যা এব প্রাধান্যমনুভবতা স্তোত্রমারব্ধম্। শিব ইতি। শিবো ব্রহ্মস্বরূপঃ যদি ইচ্ছাজ্ঞান-ক্রিয়াদিশক্ত্যা যুক্তো ভবতি, তদা প্রভবিতুং অধিকর্ত্তুং শক্তঃ; ন চেদেবং স্পন্দিতুং চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো হেতোস্ত্বাং প্রণন্তুং স্তোতুং বা অকৃতপুণ্যো জনঃ কথং প্রভবতি? প্রাক্তনপুণ্যং বিনা স্তুতিনত্যাদিকং ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। ত্বাং কিম্ভূতাম্?

* ৮৪ শ্লোকঃ।

হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্তুতস্ত স্থষ্ট্যাদীনাং শক্তিঃ কারণম্। তদুক্তং গীতায়াম্,—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা দেবানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" সারদায়ামপি,—"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥" তত্র সকলাদিতি কলাযুক্তশক্তিমত ইত্যর্থঃ। বামকেশ্বরতন্ত্রেঽপি,—"পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন। শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥" অত্র মন্ত্রমপ্যুদ্ধরতি। শিবো হকারঃ যদি শক্ত্যা সংকারেণ যুক্তো ভবতি তদা প্রভবিতুং সমস্ততন্ত্রাণামাদির্ভবিতুং শক্তঃ। হংসমন্ত্রঃ সোঽহঞ্চ। অথবা শিবঃ কাদিক্ষকারপর্য্যন্তবর্ণসমূহঃ। শক্তিঃ ষোড়শস্বরাঃ। তয়া যুক্তো যদি ভবতি তদা বেদাদিকং স্পষ্টীকর্ত্তুং শক্তো ভবতি; নচেৎ স্পন্দিতুং উচ্চারণবিষয়ীভবিতুমপি ন কুশলঃ। তদুক্তং সারদায়াম্,—"বিনা স্বরৈস্তু নান্যেষাং জায়তে ব্যক্তিরঞ্জসা। শিবশক্তিময়াস্তস্মাদ্বর্ণা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥" ব্যাখ্যানঞ্চ—শিবশব্দ ইকারেণ যুক্তশ্চেৎ ঈশ্বরবাচকঃ, অন্যথা শব ইতি শব্দচ্ছলঃ। তন্ত্রে দৃষ্টং যথা,—"সংকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংসো হংস ইমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥" অথবা ত্বাং কিম্ভূতাম্? প্রণবাদিবেদমন্ত্রৈরারাধ্যাম্। প্রণবস্তু হরিহরবিরিঞ্চিবাচকৈঃ অকার-উকার-মকারবাচকৈঃ। তথা চ গোরক্ষসংহিতায়াম্—"অকারো হরিরিত্যাহুরুকারো হর উচ্যতে। মকারো ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা জায়তে প্রণবস্তু তৈঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। এই হেতু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতা সকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঈদৃশী অবস্থায় মাদৃশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ১ ॥

তাৎপর্য্য।—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা "সমস্তই পরমব্রহ্ম" এইরূপ মতের বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র ব্রহ্মেরই আরাধনা করিতেন; 'হরি (ব্রহ্ম) ভিন্ন দেবতা জানি না' এরূপ উপদেশও দিয়াছিলেন। শক্তি মানিতেন না। পরে প্রত্যক্ষরূপে শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিলাভ-প্রত্যাশায় শক্তিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এই আনন্দলহরী স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মশক্তি-স্বীকার শারীরক ভাষ্যে থাকায় তাহার সহিত ও আচার্য্যের দিগ্‌বিজয়কালে শক্তিপূজার শ্রৌত ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তন, শ্রীচক্রস্থাপন প্রভৃতির সহিত এই প্রবাদের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, বলিতে হয়, শারীরক ভাষ্য-রচনাদির পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের ঐরূপ ভাব ছিল ও ফলতঃ পঞ্চোপাসকগণ উপাস্যে যেরূপ দৃষ্টি করিবেন, তৎশিক্ষাপ্রদর্শন ভগবান্ শঙ্কর করিয়া গিয়াছেন, নানা দেবতাকৃত স্তুতির ন্যায় দেবীস্তুতিও অনেক আছে, আনন্দলহরী তন্মধ্যে অন্যতম। এই অনন্দলহরীর মাধবাচার্য্য-সম্মত নাম 'সৌন্দর্য্যলহরী'।

অথবা শিবশব্দে ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ। শক্তিশব্দে অকারাদি স্বরবর্ণ। শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই বেদ প্রভৃতি বাক্য করিতে পারে; অন্যথা (স্বরবর্ণ-যুক্ত না হইলে) ব্যঞ্জনবর্ণ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না। অথবা শিবশব্দে ইকার যোগ না থাকিলে শব হয়, শবে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাচক হইয়া থাকে। কিংবা শিবশব্দে হং, শক্তি শব্দে সঃ। শিব শক্তিযুক্ত হইলে অর্থাৎ হংসঃ এই বর্ণদ্বয় একত্র মিলিত হইলে তন্ত্রোক্ত প্রধান মন্ত্র হইয়া থাকে। জীব নিশ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। নিশ্বাস আকর্ষণে হং, নিশ্বাস-পরিত্যাগে সঃ উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অজপা মন্ত্র। অথবা হে মাতঃ! তুমি 'ওঁ' প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা আরাধ্যা। প্রণব হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাচক অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-বাচক। প্রণবে যেরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ ঐ তিন দেবতাতেও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় অবস্থিত রহিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিতেছেন; জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন; ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠান করিয়া সংহার করিতেছেন; ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের সামর্থ্যের তুমিই মূল ॥ ১ ॥

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং,
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং,
হরঃ সংক্ষুদ্যৈনং * ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্ ॥২॥

লক্ষ্মীধর-টীকা।—তনীয়াংসং অতিসূক্ষ্মং পাংসুং রজঃকণং তব ভবত্যাঃ দেব্যাঃ চরণপঙ্কেরুহভবং চরণৌ পঙ্কেরুহে ইব তাভ্যাং ভবং বিরিঞ্চিঃ

* সংক্ষুদ্যৈনমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ব্রহ্মা—বিরিঞ্চিশব্দ ইকারান্তঃ, "বিরিঞ্চিশ্চ বিরিঞ্চনঃ" ইতি অমরকোষে অভি-ধানাৎ, (সঞ্চিন্বন্) সংপাদয়ন্, ভাণ্ডীকুর্বন্নিত্যর্থঃ, বিরচয়তি বিবিধান্ করোতি, লোকান্ লোক্যন্ত ইতি লোকাঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকপ্রপঞ্চঃ ইত্যর্থঃ তান্। যদ্বা ঊর্দ্ধলোকাঃ সপ্ত ভূরাদয়ঃ, অধোলোকাঃ সপ্ত অতলাদয়ঃ, এবং চতুর্দশলোকান্। অবিকলং পরস্পরাসংকীর্ণং যথা ভবতি তথা। যদ্বা—যাবৎপ্রলয়মেষাং বৈকল্যং যথা ন ভবতি তথা, বহতি প্রাপয়তি রক্ষতি, এনং পাংসুকণং চতুর্দ্দশ-লোকাত্মকতয়া অবস্থিতম্। শৌরিঃ শূরস্য যদোরপত্যং শৌরিঃ বলভদ্রঃ, তেন শেষো লক্ষ্যতে, শেষাবতারত্বাৎ বলভদ্রস্য। যদ্বা—শৃণাতি হিনস্তি দশতীতি শৌরিঃ সর্পরাজঃ, শেষ ইতি যাবৎ। যদ্বা—শৌরিঃ বিষ্ণুঃ। তথোক্তং চতুঃশত্যাম্—

শিশুমারাত্মনা বিষ্ণুঃ সপ্তলোকানধঃ স্থিতান্।
দধ্রে শেষতয়া লোকান্ ভূরাদীনূর্দ্ধতঃ স্থিতান্॥

ইতি। শেষপক্ষেপি শেষ এব বিষ্ণুঃ, রক্ষণে বিষ্ণোরেবাধিকারাৎ। কথ-মপি কথংচিৎ সহস্রেণ শিরসাম্। হরঃ অন্তকালে প্রপঞ্চং হরতীতি হরঃ সংক্ষুদ্য সম্যক্ মর্দয়িত্বা এনং চতুর্দশভুবনাত্মকতয়া অবস্থিতং পাদরজঃকণং, ভজতি সেবতে, উপদিহতীত্যর্থঃ। ভসিতোদ্ধূলনবিধিং ভসিতেন যদুদ্ধূলনং উপদেহনং অঙ্গরাগকরণং, তস্য বিধিঃ অনুষ্ঠানং, তং তথোক্তম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি, বিরিঞ্চিঃ তব চরণপঙ্কেরুহভবং তনীয়াংসং পাংসুং সংচিন্বন্ লোকান্ অবিকলং বিরচয়তি। হে ভগবতি, শৌরিরেনং শিরসাং সহস্রেণ কথমপি বহতি। হে ভগবতি, এনং সংক্ষুদ্য হরঃ ভসিতোদ্ধূলনবিধিং ভজতি।

অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাণাং প্রপঞ্চবিষয়সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃত্বং ভগবত্যাঃ পদাব্জরেণুমহিমায়ত্তমিতি॥ ২॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—পরমাণু হইতে ভূরাদি লোক-সৃষ্টি, উহা প্রসিদ্ধই আছে,—হে মাতঃ, সে পরমাণু তোমারই চরণরজঃকণা। ব্রহ্মা তাহাই সঞ্চয় করিয়া অব্যাহতভাবে চতুর্দ্দশ লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা—লোকরূপে পরিণত সেই পাদপদ্মরেণু কোন প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। আর হর অন্তকালে তাহাকে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা ভস্ম মাখিবার কার্য্য সম্পন্ন করেন॥ ২॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—দেব্যাশ্চরণরেণূনাং মহিমানমাহ তনীয়াং-সমিতি। হে মাতস্তব পাদপদ্মভবম্ অল্পতরং পাংশুং ধূলিং ব্রহ্মা রাশীকুর্ব্বন্

স্বচ্ছন্দং লোকান্ সৃজতি। তব মহিম্না তনীয়সোঽপি বহুলীকরণসামর্থ্যমিতি ভাবঃ। এনং চরণরেণুং জগত্ত্বেন সম্পন্নমপরিমেয়পরাক্রমোঽপি নারায়ণঃ অনন্তরূপেণ কষ্টসৃষ্ট্যা সহস্রেণ শিরসাং বহতি। তনীয়সোঽপি এবম্ভূতং গরীয়স্ত্বমিতি ভাবঃ। হর এনং অন্তকালে স্বতেজসা, দগ্ধং সংক্ষুদ্য চূর্ণীকৃত্য বিভূতিব্রক্ষণবিধিং ভস্মলেপনবিধিং ভজতি। তদাত্মকত্বাৎ ভস্মনি পুনস্তনীয়স্ত্বমিতি ভাবঃ। তব পাদরেণবঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাং হেতব ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র ভূতশুদ্ধিবীজান্যুদ্ধরন্তি; তনীয়াংসং-শব্দাৎ যংকারঃ। চরণশব্দাদ্রেফঃ। পাংশুশব্দাৎ বিন্দুঃ। অবিকলং-শব্দাৎ লঙ্কারঃ। ভবং-শব্দাৎ বঙ্কারঃ। এতেন যং রং লং বং ইতি ভূতশুদ্ধিবীজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—জননি! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্মস্থিত অল্পমাত্র ধূলি সংগ্রহ করিয়া (অর্থাৎ পরমাণু লইয়া) তদ্দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা ত্বদীয় (পাদপদ্ম-পরাগবিনির্ম্মিত) সেই জগৎ ধারণ করিতেছেন। প্রলয়কালে হর স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ (দগ্ধ ও ভস্মাবশিষ্ট) বিচূর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গে সেই ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতীর স্বল্পমাত্র চরণরেণুই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। এই শ্লোক দ্বারা টীকাকার অচ্যুতানন্দ ভূতশুদ্ধির বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—তনীয়াংসং শব্দে যং, চরণশব্দে রং, পাংশুশব্দে বিন্দু, অবিকলং শব্দে লং, ভবং শব্দে বং। ইহা দ্বারা যং রং লং বং এই বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইল ॥ ২ ॥

অবিদ্যানামন্তস্তিমির-মিহিরোদ্দীপ-নগরী, *
জড়ানাং চৈতন্য-স্তবক-মকরন্দ-স্রুতি-শিরা। †
দরিদ্রাণাং চিন্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ,
নিমগ্নানাং দংষ্ট্রা মুররিপুবরাহস্য ভবতী ‡ ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকা।—তমেব পাংসুং প্রস্তৌতি—এষঃ পাংসুঃ অবিদ্যানাং অবিদ্যাবিষ্টচিত্তানাং অজ্ঞানিনামিত্যর্থঃ, ন তু অবিদ্যমানবিদ্যানাম্, অবিদ্যায়াঃ ভাবরূপত্বাৎ। অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্ প্রত্যয়ঃ। অবিদ্যাবন্তঃ অবিদ্যা ইতি। যদ্বা—অবিদ্যাবিষ্টচিত্তা অপি উপচারেণ অবিদ্যা ইতি। তেষাং অন্তস্তিমিরমিহিরদ্বীপনগরী—অন্তস্তিমিরং

* মিহিরদ্বীপনগরীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ।
† ঝরীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ।
‡ ভবতি ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ।

অন্তস্থিতাজ্ঞানম্। অজ্ঞানস্য তিমিরত্বারোপণম্ আবরকত্বসাম্যাৎ—যথা বাহ্যপদার্থা-নাবৃণোতি তমঃ, তথা আন্তরপদার্থম্ আত্মানম্ আবৃণোতি অবিদ্যা। তস্য তিমিরস্য মিহির-দ্বীপনগরী, মিহিরস্য সূর্য্যস্য দ্বীপঃ সমুদ্রমধ্যে উদয়প্রদেশঃ, তত্র নগরীপত্তনং বাসগৃহমিতি যাবৎ। জড়ানাং মন্দানাং দুর্ম্মেধসাং, চৈতন্যস্তবকমকরন্দস্রুতিঝরী চেতনৈব চৈতন্যম্, স্বার্থে ষ্যঞ্, চেতনা নাম আত্মগতপদার্থপ্রবোধকারিণী চিত্ত-বিস্তাররূপা কাচন শক্তিঃ, তদেব স্তবকঃ কল্পবৃক্ষগুচ্ছঃ তস্য মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ, তস্য স্রুতিঃ স্রবণং নিষ্যন্দঃ তস্য ঝরী প্রবাহঃ। দরিদ্রাণাং দীনানাং চিন্তামণিগুণ-নিকা চিন্তামণেঃ রত্নবিশেষস্য গুণনিকা গুণনা আম্রেড়নং, সমূহ ইতি যাবৎ। জন্মজলধৌ জন্মৈব সংসার এব জলধিঃ সমুদ্রঃ—সংসারে সমুদ্রত্বারোপণং অপারত্ব-সাম্যাৎ—তত্র নিমগ্নানাং নিতরাম্ উন্মজ্জনরাহিত্যেন মগ্নানাং দংষ্ট্রা—দ্রংষ্ট্রম্—মুররিপু-বরাহস্য, মুরো নাম দৈত্যঃ, তস্য রিপুঃ বিষ্ণুঃ অয়ং মুররিপুশব্দঃ বিশেষণ-বাচ্যপি বিশেষ্যং বিষ্ণুমেব কথয়তি, শব্দস্বভাবাৎ; ন চাত্র পঙ্কজাদিপদবৎ শক্তি-সংকোচঃ, দ্রব্যবাচকত্বাদস্যেতি—স এব বরাহঃ তস্য বরাহঃ অবতারবিশেষঃ, তস্য তথোক্তস্য ভবতি বর্ত্ততে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি, তব পাদাব্জরেণুঃ এষঃ অবিদ্যানাং অন্তস্তিমির-মিহিরদ্বীপনগরী, জড়ানাং চৈতন্যস্তবকমকরন্দস্রুতিঝরী, দরিদ্রাণাং চিন্তামণি-গুণনিকা, জন্মজলধৌ নিমগ্নানাং মুররিপুবরাহস্য দংষ্ট্রা ভবতি।

অত্র পরিণামালঙ্কারঃ, আরোপ্যমাণস্য আরোপণবিষয়াত্মতয়া স্থিতেঃ। তথাচ মঙ্খকসূত্রম্—"আরোপ্যমাণস্য প্রকৃতোপযোগিত্বে পরিণামঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—আরোপ্যমাণস্য প্রকৃতোপযোগিত্বং আরোপবিষয়াত্মতয়া স্থিতিনিবন্ধনমেবেতি কলাভিপ্রায়েণোক্তমিতি। যদ্বা—উল্লেখালঙ্কারঃ, নগর্য্যাদিরূপেণ পাংসোরুল্লেখনাৎ। রূপকং বা ভবতু—প্রকৃতোপযোগো ন বিবক্ষ্যত ইতি ॥ ৩ ॥

• **লক্ষ্মী-অনুবাদ** ।—ভগবতি! আপনার চরণরেণু অবিদ্যাগ্রস্ত মানব-গণের আন্তরিক অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্যোদয়-দ্বীপনগরী তুল্য, অজ্ঞদিগের চৈতন্য-কল্পবৃক্ষের কুসুম-মকরন্দক্ষরণ নির্ঝরস্বরূপ, দরিদ্রগণের চিন্তামণিহারস্বরূপ এবং সংসারসাগরনিমগ্নদিগের পক্ষে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দন্তস্বরূপ হইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, বেদে আছে, সূর্য্য জল হইতে উত্থিত হয়েন, কবি তদনুসারে কল্পনা করিলেন, সমুদ্রস্থ এক তেজোময় দ্বীপের নগরীতে সূর্য্যের রথ, সে নগরীতে অন্ধকারের একেবারেই সম্পর্ক নাই। ভগবতীর চরণরেণুও সেইরূপ, সেই রেণু-সম্বন্ধ যথায় ঘটে, তথায় অন্তরের অন্ধকার—অজ্ঞান থাকিতেই পারে না ॥ ৩ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ভক্তেষ্বনুকম্পামাহ অবিদ্যা ইতি। অবিদ্যানামজ্ঞানিনাং যদন্তস্তিমিরং অহঙ্কাররূপং তত্র রবিপ্রকাশনগরী দ্বাদশাদিত্যোদয়স্থলরূপা নগরীত্যর্থঃ শ্রীভগবতী। ভগবত্যা অনুকম্পা চেৎ মূর্খোঽপি প্রসন্নচেতা ভবতীত্যর্থঃ। মিহিরোদ্দীপনকরীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র রবিপ্রকাশনকরী ত্বমিত্যর্থঃ। জড়ানাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ়ানাং নানাজাতীয়জ্ঞানরূপং যৎ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরন্দস্রুতিশিরা। অন্তঃ-প্রবোধমধুস্রবাণাং সম্পাদয়িত্রী ত্বং, জড়ানামপি বিশিষ্টজ্ঞানদাত্রী ত্বম্ ইত্যর্থঃ। দরিদ্রাণাং চিন্তামণিঃ অভীষ্টফলদো মণিবিশেষঃ। তস্য গুণনিকা গুণরূপা ত্বং দরিদ্রাণাং সম্বন্ধে দানশক্তিরূপা ত্বং যয়া দারিদ্র্যভঞ্জনং ভবতি সা ত্বমিত্যর্থঃ। তথা সংসারসমুদ্রমগ্নানাং পৃথিব্যুদ্ধারকস্য বরাহরূপস্য বিষ্ণোর্দংষ্ট্ররূপা ভবতী। বিষয়-ব্যাপারিণামপি মোক্ষদাত্রীত্যর্থঃ। অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিদ্র্যবিদারণ-সংসার-তারণ-বীজান্যুদ্ধরন্তি। চৈতন্যশব্দাদৈকারঃ। জড়ানাং শব্দাদ্‌বিন্দুঃ। মিহির-শব্দাৎ হকাররেফৌ। নগরীশব্দাদীকারঃ। অবিদ্যানাং-শব্দাদ্‌বিন্দুঃ। এতেন ঐং হ্রীং ইতি বীজদ্বয়ং প্রকাশকং বোধকঞ্চ। বরাহশব্দাৎ বকাররেফৌ। জলধৌ-শব্দাদৌকারঃ। নিমগ্নানাং শব্দাৎ বিন্দুঃ। অবিদ্যানাং-শব্দাৎ বকারম্। তিমির-শব্দাদ্রেফঃ। ভবতীশব্দাদীকারঃ। দংষ্ট্রাশব্দাদ্‌বিন্দুঃ। এতেন ব্রৌং ব্রীং ইতি বীজদ্বয়ং দারিদ্র্যদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণস্থ অহঙ্কার-রূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে তুমি দ্বাদশাদিত্যের উদয়-নগরীস্বরূপা, নির্ব্বোধ-দিগের জ্ঞান-কুসুম-স্তবক-মকরন্দ-ক্ষরণে তুমিই শিরা-স্বরূপা, অর্থাৎ তুমি নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকেও বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক। তুমি দরিদ্র জনগণের অভীষ্ট-ফলপ্রদ চিন্তামণিশক্তি এবং সংসারসাগরনিমগ্নগণের উদ্ধারে বরাহরূপী বিষ্ণুর দংষ্ট্রা-স্বরূপ,—অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্রী ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোক দ্বারা অচ্যুতানন্দ টীকাকার প্রকাশক, বোধক, দারিদ্র্যনাশক ও সংসারতারক, এই বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিতেছেন; চৈতন্য শব্দে ঐকার, জড়ানাং শব্দে বিন্দু, মিহির শব্দে হকার ও রেফ, নগরী শব্দে ঈকার, অবিদ্যানাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ঐং হ্রীং এই প্রকাশক ও বোধক বীজদ্বয় উদ্ধৃত হইল। বরাহ শব্দে বকার ও রেফ, জলধৌ শব্দে ঔকার, নিমগ্নানাং শব্দে বিন্দু, অবিদ্যানাং শব্দে বকার, তিমির শব্দে রেফ, ভবতী শব্দে ঈকার, দংষ্ট্রা শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ব্রৌঁ ব্রীঁ এই বীজদ্বয় উদ্ধৃত হইল। উক্ত বীজদ্বয় দারিদ্র্যনাশক ও সংসারতারক ॥ ৩ ॥

ত্বদন্যঃ পাণিভ্যামভয়বরদো দৈবতগণ-
স্ত্বমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া।
ভয়াৎ ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঞ্ছাসমধিকং,
শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণৌ ॥ ৪ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকা।—ত্বৎ ভবত্যাঃ সকাশাৎ অন্যঃ ইতরঃ পাণিভ্যাং হস্তাভ্যাং অভয়বরদঃ অভয়ং ভয়রাহিত্যং, ভয়াত্রাণমিতি যাবৎ, বরঃ ইষ্টার্থঃ, তৌ দদাতীতি অভয়বরদঃ, একেন হস্তেন অভয়দঃ, অন্যেন বরদ ইত্যর্থঃ। দৈবতগণঃ দেবতা এব দৈবতানি, বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্, "স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়াঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্ত্তন্তে", যথা চেতনৈব চৈতন্যমিতি। তেষাং গণঃ ইন্দ্রাদয়ঃ আদিত্যাদয়শ্চ গণদেবতাঃ। ত্বং ভবতী একা মুখ্যা, একসংখ্যাসংখ্যেয়া বা, নৈবাসি ন ভবস্যেব। প্রকটিতঃ প্রকাশিতঃ, "হস্তাভ্যাং" ইতি শেষঃ, বরঃ ইষ্টার্থঃ, অভীতিঃ অভয়ং ভয়াৎ ত্রাণং, তয়োরভিনয়ঃ অভিব্যঞ্জনং যস্যাঃ সা তথোক্তা। হস্তাভ্যাম্ অভয়বরপ্রদানং সর্ব্ব-দৈবতসাধারণমিতি সর্ব্বেষাম্ অসাধারণম্ অভয়বরপ্রদানপ্রকারমাহ—ভয়াৎ ত্রাতুং সংসারাদ্রক্ষিতুং দাতুং ফলং বাঞ্ছিতার্থানুরূপম্, অপি চঃ সমুচ্চয়ে, বাঞ্ছাসমধিকং বাঞ্ছায়াঃ কামনায়াঃ সম্যগধিকং কামিতার্থাদধিকমিত্যর্থঃ। শরণ্যে শরণার্হে লোকানাং চতুর্দ্দশভুবনানাম্। তব ভবত্যাঃ। হিশব্দঃ ইত্যর্থে, ইতি সংচিন্ত্যে-ত্যর্থঃ। চরণৌ পাদৌ। এবকারঃ অবধারণে নিপুণৌ সমর্থৌ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! লোকানাং শরণ্যে! ত্বদন্যো দৈবতগণঃ পাণিভ্যামভয়বরদঃ। একা ত্বং পাণিভ্যাং প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া নৈবাসি, হি ইতি সংচিন্ত্য তব চরণাবেব ভয়াৎ ত্রাতুং বাঞ্ছাসমধিকং ফলমপি চ দাতুং নিপুণৌ।

অয়ং ভাবঃ—হস্তাভ্যামভয়বরদানং সর্ব্বসাধারণমিতি কৃত্বা ত্বচ্চরণাবেব তাদৃশাভয়বরপ্রদানে স্বয়মেব ব্যাপৃতৌ। অতস্তব ন কর্ত্তব্যং হস্তাভ্যাম্ অভয়বর-প্রদানং, প্রয়োজনাভাবাৎ, সর্ব্বসাধারণ্যপ্রসঙ্গাৎ, লোকৈকশরণ্যত্বব্যাঘাতাচ্চেত্যু-পদেশ ইতি।

অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ। বাক্যলিঙ্গকঃ কাব্যলিঙ্গালঙ্কারোঽপি স্পষ্টঃ। তয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৪ ॥

ভাষা-অনুবাদ।—মা, হস্তযুগল দ্বারা বর ও অভয়দানের অভিনয়-প্রদর্শন একা তুমিই যে কর, তাহা নহে,—তোমা ব্যতীত, দেবতারা হস্তযুগল

দ্বারা বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন, হে শরণ্যে, এই চিন্তা করিয়া লোকসমূহকে ভয় হইতে রক্ষা, এ আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত ফলদান করিতে তোমার চরণযুগলই নিরত হইয়াছেন। (অপর দেবতা হইতে ইহাই আপনার বিশেষত্ব) ॥৪॥

ভগবত্যা অন্যদৈবতাভ্যোঽসাধারণ্যমাহ ত্বদন্য ইত্যাদি। হে লোকানাং শরণ্যে লোকানাং রক্ষিত্রি। তথাচ,—শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরঃ। ত্বদন্যো দৈবতগণঃ দৈবতসমূহঃ পাণিভ্যামেব অভিনয়ং কৃত্বা বরাভয়মুদ্রাং ধৃত্বা বরঞ্চ অভয়ঞ্চ দদাতি। একা ত্বং তথা ন করোষি। কিম্ভূতা? প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া প্রকটিতং স্ফুটং বরাভীতিমুদ্রারহিতং বরাভীত্যভিনয়ং বরাভীতিদানং যস্যাঃ। হি যস্মাৎ ভয়াৎ ত্রাতুং বাঞ্ছাসমধিকঞ্চ ইষ্টতোঽপ্যধিকং ফলঞ্চ দাতুং তব চরণৌ এব নিপুণৌ। অন্যেষাং হস্তকৃত্যং যত্নসাধ্যং, শ্রীমত্যা অযত্নেন চরণাভ্যামেব সম্পাদ্যত ইতি ধ্বনিঃ। অত্র বালামন্ত্রমপ্যুদ্ধরন্তি। দৈবতশব্দাদৈকারঃ। পাণিভ্যাং-শব্দাদ্ বিন্দুঃ। এতেন ঐঁ। লোকানাং-শব্দাৎ ককারলকারানুস্বারাঃ। বরাভীত্যভিনয়েতিশব্দাদীকারঃ। এতেন ক্লীঁ। সমধিকশব্দাৎ সকারঃ। চরণৌ-শব্দাদৌকারঃ ত্বদন্যঃশব্দাদ্‌বিসর্গঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে লোকশরণ্যে, হস্তযুগলে অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা প্রদর্শনাভিনয় তোমা ব্যতীত অপর দেবতাগণ করিয়া থাকেন। কেবল এক তুমিই সমপ্রত্যক্ষীকৃত বর ও অভয়দান করায় অন্য দেবতার বর ও অভয় মুদ্রার অভিনয়-কারিণী নহ। যে হেতু তোমার চরণযুগলই ভয় হইতে রক্ষা এবং কামনার অধিক ফল দান করিতে সুদক্ষ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার অচ্যুতানন্দ বালামন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন। —দৈবত শব্দে ঐকার, পাণিভ্যাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ঐঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। লোকানাং শব্দে ককার, লকার ও অনুস্বার। 'বরাভীত্যভিনয়া' শব্দে ঈকার। ইহা দ্বারা ক্লীঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। সমধিক শব্দে সকার, চরণৌ শব্দে ঔকার, 'ত্বদন্যঃ' শব্দে বিসর্গ। ইহা দ্বারা সৌঃ এই বীজ উদ্ধৃত হইল অর্থাৎ 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ' এই বীজত্রয় যোগ করিয়া ত্রিপুরাবালার মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ৪ ॥

হরিস্ত্বামারাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং,
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ।
স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা,
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্ ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকা।—হরিঃ বিষ্ণুঃ, ত্বাং ভবতীং, চক্ররূপিণী

বিদ্যারূপিণীং চ, আরাধ্য পূজয়িত্বা জপিত্বা ধ্যাত্বা চ। অতএব ত্রিপুরসুন্দরী-প্রস্তারভেদেষু একস্য প্রস্তাবস্য ঋষিঃ বিষ্ণুঃ। ঋষিনাম বেদস্থিতো মন্ত্রো যেন দৃষ্টঃ স ইতি। অত এবাহুঃ "দর্শনাদৃষিঃ" ইতি। ইয়ং পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা ঋগ্বেদে আম্নাতা "চত্বার ঈং বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তঃ" * ইত্যাদৌ। ন চ অত্র ঈংকারত্রয়ং, হৃল্লেখাত্রয়স্যৈব শ্রুতত্বাৎ, ইতি বাচ্যম্। ষোড়শকলাত্মকস্য শ্রীবীজস্য গুরুসম্প্রদায়বশাদ্বিজ্ঞেয়স্য স্থিতত্বাৎ চতুর্ণামীংকারাণাং সিদ্ধেঃ মূলবিদ্যায়াঃ বেদস্থিতত্বং সিদ্ধম্।

অত্র কেচিত্তু কুলসময়াচারানভিজ্ঞাঃ "চত্বার ঈং বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তঃ" † ইত্যাদি শ্রুতিবোধিতাশ্চত্বার ঈংকারাঃ ঈকারেণ সার্দ্ধং হৃল্লেখাত্রয়মিত্যাহুঃ। তন্ন, ঈকারস্য ঈংকারত্বোক্তেরযুক্তত্বাৎ, মূলবিদ্যায়াঃ ষোড়শবর্ণাত্মকত্বাৎ—ষোড়শ-বর্ণাত্মকত্বং চ ষোড়শনিত্যাপ্রকৃতিভূতত্বাৎ মূলবিদ্যায়াঃ। এতচ্চ "চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ" ‡ ইতি "শিবঃ শক্তিঃ কামঃ" § ইতি চ শ্লোকদ্বয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। কিঞ্চাস্য মন্ত্রস্য বেদমূলত্বং সংজ্ঞানানুবাকেন ¶ "ইয়ং বাবসরা" ‖ ইত্যনুবাকেন চ প্রতিপাদ্যত ইতি বক্ষ্যতে।

প্রকৃতমনুসরামঃ—প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং, প্রকর্ষেণ নতাঃ প্রণতাঃ কায়িক-বাচিকমানসিকনমস্কারবন্তঃ জনাঃ ভক্তলোকাঃ, তেষাং সৌভাগ্যস্য জননী প্রসবিত্রী, ত্বাং পুরা পূর্ব্বং নারী কান্তা ভূত্বা নারীরূপং ধৃত্বা পুররিপুং ত্রিপুরান্তকক্—অপিশব্দো জিতেন্দ্রিয়ত্বং সম্ভাবয়তি—ক্ষোভং মনোবিকারং অনয়ৎ নয়তিস্ম। "গতিবুদ্ধি" ইত্যাদি-সূত্রেণ দ্বিকর্ম্মকত্বম্। স্মরোঽপি মন্মথোঽপি। অপিশব্দঃ পূর্ব্বোক্ত-বিষ্ণুধর্ম্মং সমুচ্চিনোতি—যথা বিষ্ণুর্ভবন্মন্ত্রস্য ঋষিঃ, এবং স্মরোঽপি। ত্বাং ভবতীং নত্বা শরণ-মুপগম্য, শ্রীচক্রং সম্যগভ্যর্চ্য, তন্মূলবিদ্যাং সম্যগভ্যস্য, তৎপ্রভাবাপন্নসত্ত্বঃ রতিনয়ন-লেহ্যেন, রতেঃ স্বপত্ন্যাঃ নয়নাভ্যাং লেহ্যেন লেহনার্হেণ, রতিনয়নৈক-দৃশ্যেনে-ত্যর্থঃ। যদ্বা—রতির্নাম অতিসুন্দরী, তস্যাঃ নয়নপেয়েন ইত্যতিসৌন্দর্য্যং কাম-দেহস্যেতি। বপুষা দেহেন। মুনীনাং জিতেন্দ্রিয়াণাম্। অপিশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্। অন্তঃ অন্তরঙ্গে চিত্তবৃত্তৌ। প্রভবতি সমর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। মোহায় শব্দাদি-বিষয়বাঞ্ছোৎপাদনায়। মহতাং মহাত্মনাম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং ত্বাং হরিরারাধ্য পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ। স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা মহতাং মুনীনামপ্যন্তর্মোহায় প্রভবতি হি।

* ঋ ৫।৪৭।৪। † ঋ ৫।৪৭।৪। ‡ শ্লো ৩১। § শ্লো ৩২।
¶ তৈ, ব্রা, ৩।১০।১। ‖ তৈ, ব্রা, ৩।১০।১০।

পুরা কিল নারায়ণঃ স্ত্রীরূপধারী কনকশ্যামিনং প্রলোভ্য অবধীৎ। তাদৃশং স্ত্রীরূপং শম্ভুনা প্রার্থিতঃ সন্ তস্মৈ দর্শয়িত্বা তং ব্যামোহয়ামাসেতি কথা অনুসন্ধেয়া। মন্মথোঽপি সকলমুনিমনঃসংক্ষোভং কুর্বাণঃ প্রবর্ত্ততে। এতচ্চ বামকেশ্বর-মহাতন্ত্রে চতুঃশত্যাং নিরূপিতম্—

এতামেব পুরাঽরাধ্য বিদ্যাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
ত্রৈলোক্যং মোহয়ামাস কামারিং ভগবান্ হরিঃ॥
কামদেবোঽপি দেবেশীং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্।
সম্যগারাধ্যাভবল্লোকে সর্বসৌভাগ্যসুন্দরঃ॥

ইতি। অতশ্চ যত্র যত্র রতিমূলকং মনঃসংক্ষোভকরণং ভবতি তদ্ভগবতীপ্রসাদ-লভ্যমিতি বক্তুং কবেরয়মারম্ভঃ॥ ৫॥

লক্ষ্মী-মর্ম্মানুবাদ।—বিষ্ণু প্রণতজন-সৌভাগ্যপ্রদায়িনী তোমাকে (শ্রীচক্ররূপিণী ও বিদ্যারূপিণীকে) আরাধনা (পূজা, জপ ও ধ্যান) করিয়া, নারীরূপে ত্রিপুরারিকেও মনোবিকারযুক্ত করিয়াছিলেন, কামদেবও তোমাকে প্রণাম করিয়া রতিনয়নলেহনীয় (কোমল) শরীরের দ্বারা মুনিদিগেরও মনঃক্ষোভসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। (বিষ্ণু এবং কাম শ্রীবিদ্যার দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের ঋষি, বিষ্ণুদৃষ্টমন্ত্রের বিবরণ ঋগ্বেদে আছে, তাহার উল্লেখ টীকাতে এবং পাদটীকায় স্থাননির্দ্দেশ করা আছে)॥ ৫॥

যদ্যপি পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে ভগবতীপ্রসাদাসাদিতং মন্মথস্য প্রাগল্‌ভ্যমুক্তং, তথাঽপি মন্মথস্য অনঙ্গবিদ্যায়াং মন্মথপ্রস্তারস্য ঋষিত্বাৎ তদায়ত্তমতিপ্রাগল্‌ভ্যমাহ।

অচ্যুতানন্দ-কৃত টীকা।—সর্ব্বত্র শ্রীমত্যাশ্চরণারাধনস্য কারণ-তামাহ হরিস্ত্বামিত্যাদি। পুরা হরির্নারায়ণঃ প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং প্রণতানাং সৌভাগ্যকরীং ত্বামারাধ্য নারী ভূত্বা মোহিনীরূপমাস্থায় পুররিপুমপি যস্য যোগ-বলেন ত্রিপুরং দগ্ধং অর্থাৎ তং মহাযোগীন্দ্রমপি ক্ষোভং অনয়ৎ অস্থৈর্য্যং প্রাপয়ৎ। স তু ভবদ্গুণাজ্জাত ইতি তস্মিন্ কদাচিদেতৎ কার্য্যং সম্ভাব্যতে। অপি তু স্মরো যঃ কামুকৈঃ স্মরণীয়তাং প্রাপ্তঃ সোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা স্ত্রিয়াশ্চক্ষুঃপ্রীতিকরেণ দেহেন অর্থাৎ স্ত্রীবশ্যেন শরীরেণাপি মহতাং মুনীনাং মননশীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনামপি অন্তর্মোহায় মনসোঽস্থৈর্য্যায় প্রভবতি। যদ্বা হে প্রণতজনসৌভাগ্যজননি! ঈমিতি চতুর্থবীজাত্মককাম-কলারূপাং ধ্যাত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ। শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতিকামদেবৌ পূজ্যাবিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সাধ্যসিদ্ধাসনবিদ্যামপ্যাহুরস্তি। হরিশব্দাৎ

হকাররেফৌ, জননীং-শব্দাৎ ঈকারানুস্বারৌ। এতেন হ্রীঁ। স্মরঃ কামবীজম্। লেহেন-শব্দাৎ লেকারঃ। বপুঃ-শব্দাৎ বকারঃ। মুনীনাং- শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেং॥ ৫॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সৌভাগ্যসম্পৎ- প্রদাত্রী। বিষ্ণু তোমার আরাধনা করত পূর্ব্বকালে নারীরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরারি মহাদেবকেও বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন। তোমার চরণরেণুবলে মদন রতি-নয়নের অস্বাদনীয় স্বীয় শরীর দ্বারা মহাত্মা মুনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ৫॥

তাৎপর্য্য।—অথবা হে প্রণত-জন-সৌভাগ্যজননি! নারায়ণ তোমাকে ঈং এই চতুর্থবীজাত্মিকা কামকলারূপা ধ্যান করিয়া স্বয়ং নারীরূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবকেও বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতী ত্রিপুরাদেবীর পূজার সময় প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতি ও কামদেবের পূজা করিতে হইবে। এই স্থলে সাধ্যসিদ্ধাসন-বিদ্যা উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—হরি শব্দে হকার ও রেফ, জননীং শব্দে ঈকার ও অনুস্বার। ইহা দ্বারা হ্রীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল। স্মরশব্দে ক্লীং, লেহেন শব্দে লেকার, বপুঃ শব্দে বকার, মুনীনাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা হ্রীং ক্লীং ব্লেং এই বীজত্রয় উদ্ধৃত হইল॥ ৫॥

> ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা
> বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়োধনরথঃ।
> তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমগিরিসুতে কামপি কৃপা-
> মপাঙ্গাত্তে লব্ধ্বা জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে॥ ৬॥

লক্ষ্মীধর-টীকা।—অত্র পদ্যে যত্তদোরধ্যাহারঃ। উভয়াধ্যাহারঃ সকলকবিসময়সিদ্ধঃ। রঘুবংশে—"বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ" ইত্যত্র যৌ সংপৃক্তৌ তৌ বন্দে ইতি। তথা "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্" * ইত্যাদৌ য উৎপৎস্যতে তং প্রত্যেষ যত্ন ইতি। ধনুঃ আয়োধনসাধনং চাপঃ পৌষ্পং পুষ্পময়ম্। পুষ্পাণামতিমৃদুলত্বাৎ স্পর্শসহত্বাৎ নমনাকর্ষণাদি—চাপকার্য্যানর্হত্বমিতি তাৎপর্য্যম্। মৌর্ব্বী শিঞ্জিনী মধুকরময়ী মধুকরৈঃ ভ্রমরৈঃ প্রচুরা, ভ্রমরপঙ্‌ক্তিনির্ম্মিতেত্যর্থঃ। পরস্পরাসম্বদ্ধানাং শিঞ্জিনীত্বং ন সঙ্গচ্ছত ইতি তাৎপর্য্যম্। পঞ্চ পঞ্চসংখ্যা-সংখ্যেয়াঃ বিশিখাঃ বাণাঃ। পঞ্চানাং বিক্ষেপণে তূষ্ণীম্ভাব এব শরণমিতি তাৎপর্য্যম্।

* মালতীমাধবে।

কিঞ্চ—"পঞ্চবিশিখাঃ ইত্যনেন, তদ্বিশিখানাং প্রসূনাত্মকত্বপ্রসিদ্ধেঃ বিশিখ-কার্য্যকারিত্বাভাব ইতি তাৎপর্য্যম্। বসন্তঃ কালবিশেষঃ, "বসন্তো মধুমাধবৌ" ইত্যভিধানাৎ। সামন্তঃ সচিবঃ। তস্য কালাত্মকত্বাৎ সাচিব্যকারিত্বং ন সঙ্গচ্ছত ইতি তাৎপর্য্যম্। মলয়মরুৎ দক্ষিণানিলঃ আয়োধনরথঃ আয়োধনস্য যুদ্ধস্য সাধনং স্যন্দনঃ। মলয়মরুতো মলয়ে স্থিতত্বাৎ ন সার্ব্বত্রিকত্বম্, সার্ব্বত্রিকত্বেঽপি ন সর্ব্বদা সম্ভাবঃ, সর্ব্বদা সম্ভাবেঽপি নীরূপত্বাদ্রথকার্য্যকারিত্বাভাবঃ ইতি তাৎপর্য্যম্। তথাঽপি উক্তপ্রকারে সার্ব্বজনীনে সিদ্ধেঽপি একঃ অসহায়শূরঃ সর্ব্বং সকলং প্রপঞ্চম্। হিমগিরিসুতে, হিমপ্রধানো গিরিঃ হিমগিরিঃ, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সাধুঃ, তস্য সুতা নন্দিনী, তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। কাম্ অনির্বাচ্যাম্। অপিশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্। কৃপাং অনুকম্পাম্। অপাঙ্গাৎ কটাক্ষাৎ তে তব লব্ধ্বা প্রাপ্য। জগৎ জঙ্গমাত্মকং লোকং—স্থাবরাত্মকস্যাপ্রসক্তেঃ। ইদং পরিদৃশ্যমানম্। অনঙ্গঃ অঙ্গরহিতঃ। অত্র সাধকস্যাপি দৌর্ব্বল্যং সূচিতম্। হস্তাভাবাদেব চাপাকর্ষণশরসন্ধানে অপ্যসম্ভাবিতে। পাদাভাবাচ্চ রথাদৌ স্থিতিরপ্যসম্ভাবিতা। বক্ত্রনয়নাদ্যভাবাৎ বয়স্যেন মধুনা সার্দ্ধং সম্ভাষণসন্নিরীক্ষণসহাসনাদয়ঃ অসম্ভাব্যা ইতি তাৎপর্য্যম্। বিজয়তে "বিপরাভ্যাং জেঃ" ইত্যাত্মনেপদম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে হিমগিরিসুতে! যস্যানঙ্গস্য ধনুঃ পৌষ্পং, মৌর্বী মধুকরময়ী, বিশিখাঃ পঞ্চ, সামন্তো বসন্তঃ, আয়োধনরথঃ মলয়মরুৎ, তথাঽপি সোঽনঙ্গঃ একঃ তে অপাঙ্গাৎ কামপি কৃপাং লব্ধ্বা সর্ব্বমিদং জগৎ বিজয়তে।

অত্র বিভাবনালঙ্কারঃ, বিজয়সাধনাভাবেঽপি বিজয়োৎপত্তেঃ। ∵ "কারণেন বিনা কার্য্যোৎপত্তির্বিভাবনা" ইতি লক্ষণম্॥ ৬॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—যাঁহার পুষ্পময় ধনু, ভ্রমর-নির্ম্মিত জ্যা (ছিলা), বাণ পাঁচটি মাত্র, সচিব (মন্ত্রী) বসন্ত, যুদ্ধের রথ মলয়পবন,—অর্থাৎ এ সমস্তই অকিঞ্চিৎকর, দৃঢ়ধনুই যুদ্ধোপযুক্ত, কোমল ধনু নহে, জ্যা ছিলাও খুব দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, ভ্রমরের ছিলা দৃশ্য মাত্র পরস্পর জোড় ত নাই, পাঁচটি বাণে কি যুদ্ধ করা যায়, অসংখ্যবাণ আবশ্যক, বসন্ত কালমাত্র—জড় পদার্থ সে কি মন্ত্রী হইতে পারে? আর ফুরফুরে হাওয়া কি রথ হইতে পারে, এই সব খেলা-ঘরের উপকরণ লইয়াও অনঙ্গ (যাহার হস্তপদাদি নাই) তোমার (আরাধনা-ফলে) কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া সমস্ত-লোকবিজয়ী॥ ৬॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যা অনুকম্পয়া অযোগ্যোঽপি মহৎ কর্ম্ম সাধয়তীত্যাহ ধনুরিত্যাদি। হে হিমগিরিসুতে! তে অপাঙ্গাৎ নয়নকোণাৎ

কামপি অনির্ব্বচনীয়াং কৃপাং লব্ধ্বা অনঙ্গোঽপি অনঙ্গত্বেঽপি কর্ম্মযোগ্যতা সূচিতা। একোঽসহায়ো জগদ্‌বিজয়তে চরাচরং বশীকরোতি। জগদ্‌বশীকরণে সামগ্রীষাড়্-গুণ্যং দর্শয়িতুমাহ।—পুষ্পরচিতং ধনুঃ অতি কোমলং, গুণঃ ভ্রমরসমূহঃ চঞ্চলঃ, পঞ্চ বাণা নাধিকাঃ, বসন্ত-ঋতুঃ সারথিঃ, স অনিয়তঃ, মলয়বায়ুর্যুদ্ধরথঃ স মন্দগামী। এতেন সর্ব্ব এব যুদ্ধাযোগ্যাঃ। অত্র কন্দর্পবীজমপ্যুদ্ধরন্তি। কামপি-শব্দাৎ ককারঃ। মলয়-শব্দাৎ লকারঃ। মৌর্ব্বীশব্দাদীকারঃ। পৌষ্পং-শব্দাদ্‌বিন্দুঃ। এতেন ক্লীঁ॥ ৬॥

অনুবাদ।—হে হিমগিরিসুতে! মদন স্বয়ং অনঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গহীন। তাঁহার ধনু পুষ্পময়, মৌর্ব্বী (ধনুকের গুণ) মধুকরময়ী, পুষ্পময় পাঁচটিমাত্র বাণ, বসন্ত-ঋতু সারথি এবং মন্দগামী মলয়পবন যুদ্ধরথ; মদন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও তোমার অনির্ব্বচনীয় কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া একাকীই সমুদায় জগৎ জয় করিতেছেন॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থানে টীকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন।—কামপি শব্দে ককার, মলয় শব্দে লকার, মৌর্ব্বী শব্দে ঈকার, পৌষ্প শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ক্লীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল। কামদেব ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসক, ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে॥ ৬॥

কণৎকাঞ্চীদামা করিকরভকুম্ভস্তনভরা, *
পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা।
ধনুর্ব্বাণান্ পাশং সৃণিমপি দধানা করতলৈঃ,
পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরুষিকা॥ ৭॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—"সুধাসিন্ধোর্মধ্যে" ইত্যুত্তরশ্লোকোপযোগিতয়া সময়িনাং চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানমহিম্না মণিপূরে ভগবত্যা যাদৃশং স্ফুরতি রূপং তাদৃশং প্রস্তৌতি। কণৎকাঞ্চীদামা শিঞ্জন্মণিমেখলা। করিকলভকুম্ভস্তননতা করিকলভকুম্ভতুল্যাভ্যাং স্তনাভ্যামীষন্নম্রমধ্যেত্যর্থঃ। পরিক্ষীণা কৃশা মধ্যে অবলগ্নে, তনুমধ্যেত্যর্থঃ। পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা পরিণতঃ সম্পূর্ণকলঃ শরদি শরৎকালে চন্দ্র ইন্দুঃ তদ্বদ্বদনং যস্যাঃ সা। ধনুঃ চাপং, বাণান্ পুষ্পময়ান্, পাশং দাম, সৃণিম্ অঙ্কুশম্। অপিশব্দঃ উক্তমেব সমুচ্চিনোতি। দধানা বিভ্রতী করতলৈঃ চতুর্ভিঃ হস্তাম্বুজৈঃ। পুরস্তাৎ হৃদয়কমলে, মণিপূরান্নির্গত্যেতি শেষঃ।

* করিকলভকুম্ভস্তননতা ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ।

আস্তাম্ উপবিশতু। নঃ অস্মাকম্। পুরমথিতুঃ ত্রিপুরান্তকস্য। যদ্বা—পুরাণি ত্রীণি বর্ণানি ত্রিপুরাবীজানি মথ্নাতি, মথিত্বা নবনীতং করোতি রুদ্রযামলে, যঃ স রুদ্রঃ পুরমথিতেত্যুচ্যতে। আহোপুরুষিকা অহোশব্দ আশ্চর্য্যবাচী; পুরুষশব্দস্য প্রত্যগাত্মবাচিনঃ অহংশব্দবাচ্যত্বং লক্ষ্যতে; অতঃ আহো অহম্ভাবঃ আহো-পুরুষিকা, অহঙ্কার ইতি যাবৎ। রুদ্রস্যাহঙ্কাররূপিত্বং ভগবত্যাঃ "শিবঃ শক্ত্যা" * ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানে প্রপঞ্চিতম্; প্রপঞ্চয়িষ্যতে চ॥

অত্রেত্থং পদযোজনা—কণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্ভস্তনভরনতা মধ্যে পরিক্ষীণা পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা ধনুঃ বাণান্ পাশং শৃণিমপি করতলৈঃ দধানা পুরমথিতুরাহো-পুরুষিকা নঃ পুরস্তাদাস্তাম্।

অত্র যদ্বক্তব্যম্ তত্তু "তবাজ্ঞাচক্রস্থম্" † ইত্যাদি শ্লোকষট্কব্যাখ্যানান্তে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে। তত্তত এবাবধার্য্যম্॥ ৭॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—('সুধাসিন্ধো-র্মধ্যে' ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকের উপযোগী সময়াচারীদিগের আবশ্যক মণিপুরচক্র-বাসিনীর ধ্যান এই শ্লোকে কথিত হইতেছে) মণিমেখলা-শিঞ্জিতা করিকলভ-কুম্ভসদৃশ স্তনভারে ঈষৎ নম্রা, ক্ষীণমধ্যা শারদপূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনা, চারিকরকমলে ধনুঃ বাণ পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া অবস্থিতা, পুরমথনকর্ত্তা রুদ্রের গর্ব্বগরিমা-রূপিণী দেবী আমাদিগের হৃদয়কমলে (মণিপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া) আবির্ভূতা হউন॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অস্যা ধ্যানমাহ কণদিতি। পুরমথিতুঃ শিবস্য আহোপুরুষিকা অহঙ্কাররূপা নোঽস্মাকং পুরস্তাদগ্রতঃ আস্তাং প্রত্যক্ষীভবতু। সা কিম্ভূতা? কণৎ শব্দায়মানং কাঞ্চীদাম যস্যাঃ। পুনঃ করি-করভকুম্ভস্তনভরা প্রকৃষ্টকরিশাবকস্য কুম্ভ ইব স্তনয়োর্ভরো যস্যাঃ। করীব করভঃ করিকরভঃ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ। মধ্যে ক্ষীণা। পূর্ণশরচ্চন্দ্র ইব বদনং যস্যাঃ। করতলৈঃ ধনুর্ব্বাণান্ পাশম্ অঙ্কুশমপি দধানা। অত্র বশিনীবীজমুদ্ধরন্তি। বাণ-শব্দাৎ বকারঃ। করতলশব্দাৎ লকারঃ। পুরমথনশব্দাদূকারঃ। আস্তাং শব্দাদ্ বিন্দুঃ। এতেন ব্লুং॥ ৭॥

অনুবাদ।—যাঁহার কটিদেশে শব্দায়মান কাঞ্চীদাম, যাঁহার স্তনমণ্ডল হস্তিশাবক-কুম্ভের সদৃশ, যাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণতর, যাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণ-শশধরের তুল্য, যিনি করতলচতুষ্টয়ে ধনু, বাণ, পাশ, অঙ্কুশ ধারণ করিয়া

* ১মঃ শ্লোকঃ। † ৩৬মঃ শ্লোকঃ

আছেন, ভগবান্ ভূতনাথের অহঙ্কারস্বরূপা এই প্রকার মূর্ত্তিতে দেবী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হউন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার বশিনীবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—বাণ শব্দে বকার, করতল শব্দে লকার, পুরমথন শব্দে উকার, আস্তাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ব্লুং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৭ ॥

সুধাসিন্ধোর্ম্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে,
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং,
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্ ॥ ৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—সুধাসিন্ধোঃ অমৃতসমুদ্রস্য মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে সুরবিটপিনাং কল্পবৃক্ষাণাং বাটীভিঃ ঝম্পাভিঃ পরিবৃতে মণিদ্বীপে মণিময়ে অন্তরীপে নীপোপবনবতি নীপৈঃ কদম্বৈঃ উপবনবতি, চিন্তামণিগৃহে চিন্তামণিবিরচিতে মন্দিরে শিবাকারে শিবাত্মকে শক্তিরূপে * ত্রিকোণে ইতি যাবৎ, মঞ্চে খট্বায়াং পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং পরমশিব এব পর্য্যঙ্কঃ তল্পং, তত্র নিলয়ঃ অবস্থিতির্যস্যাঃ তাং ভজন্তি সেবন্তে ত্বাং ভবতীং ধন্যাঃ ত্বৎপ্রসাদবশাৎ কৃতার্থাঃ কতিচন বিরলাঃ চিদানন্দলহরীং চিৎ জ্ঞানং, তদাকারঃ আনন্দঃ নিরতিশয়সুখং, তস্য লহরীং উৎসেকরূপাম্।

অত্র ইত্থং পদযোজনা।—হে ভগবতি! সুধাসিন্ধোঃ মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং ত্বাং চিদানন্দলহরীং কতিচন ধন্যাঃ ভজন্তি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—ভগবৎপাদাচার্য্যাঃ সময়মতপারদৃশ্বানঃ সময়াচারপ্রবণাঃ সময়রূপাং ভগবতীং স্তুবন্তি। সময়াচারো নাম আন্তরপূজারতিঃ। কুলাচারো নাম বাহ্যরতিরিতি রহস্যম্। এতচ্চ "তবাধারে মূলে সহ সময়য়া" † ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। শ্রীচক্রস্য বিয়চ্চক্রমিতি নামান্তরমস্তি। বিয়চ্চক্রত্বং তু বিয়ৎপূজ্যত্বাৎ। বিয়ৎপূজ্যত্বং দ্বিবিধম্;—দহরাকাশজং বাহ্যাকাশজং চেতি। বাহ্যাকাশজং নাম বাহ্যাকাশাবকাশে পীঠাদৌ ভূর্জপত্রশুদ্ধপটহেমরজতাদিপট্টতলে লিখিত্বা সমারাধনম্। এতদেব কৌলপূজেত্যাহুঃ বৃদ্ধাঃ। তদুত্তরত্র স্ফোর্যাতে। দহরাকাশজং নাম হৃদয়াকাশাবকাশে চক্রস্য পূজনম্। ইদমেব

* ৩৬ শ্লোকঃ। † ৪১ শ্লোকঃ।

সময়পূজেত্যাহুঃ সময়িনঃ। এতদপ্যত্রৈব স্ফোর্য্যতে। তত্র নবযোনিষধঃস্থিত-শিবাত্মকযোনিচতুষ্কস্যোপরি ঊর্দ্ধস্থিতশক্ত্যাত্মকযোনিপঞ্চকাদধঃপ্রদেশস্য বৈন্দব-স্থানস্য নাম সুধাসিন্ধুরিতি।

বিন্দুস্থানং সুধাসিন্ধুঃ পঞ্চযোন্যঃ সুরদ্রুমাঃ।
তত্রৈব নীপশ্রেণী চ তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্॥
তত্র চিন্তামণিকৃতং দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্।
শিবাত্মকে মহামঞ্চে মহেশানোপবর্হণে॥
অতিরম্যতরে তত্র কশিপশ্চ সদাশিবঃ।
ভৃতকাশ্চ চতুষ্পাদা মহেন্দ্রশ্চ পতদ্গ্রহঃ॥
তত্রাস্তে পরমেশানি মহাত্রিপুরসুন্দরী।
শিবার্কমণ্ডলং ভিত্ত্বা দ্রাবয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্॥
তদ্ভূতামৃতস্যন্দি পরমানন্দনন্দিতা।
কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পরং বর্ষণমেত্য সা॥

ইতি ভৈরবযামলে বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে বহুরূপাষ্টকবিদ্যায়াং কথিতম্। "দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্" ইত্যস্যার্থঃ—দেবীমন্দিরং ত্রয়শ্চত্বারিংশত্ত্রিকোণাত্মকং শ্রীচক্রমুচ্যতে। অত উক্তং—"শিবাকারে মঞ্চে" ইতি। ত্রিকোণাত্মক-শ্রীচক্রস্য বৈন্দবস্থানং প্রত্যঙ্গত্বাৎ, বৈন্দবস্থানস্য প্রধানত্বাৎ, প্রধানে গুণস্যান্তর্ভাবাৎ তদন্তর্ভাব উক্ত ইতি রহস্যম্। "ভৃতকাঃ" ইত্যস্যার্থঃ—ভৃতকাঃ ভৃত্যাঃ দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরাঃ। এতচ্চ "গতাস্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণ * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে। শিবার্ক-মণ্ডলং ভিত্ত্বা" ইত্যস্যায়মর্থঃ—শিবা নাম শক্তিঃ কুণ্ডলিনী অর্কমণ্ডলং হৃৎকমলো-পরি-স্থিতং ব্রহ্মদ্বারং পিধায় সহস্রকমলান্তঃস্থিতমিন্দুমণ্ডলং দশতি দ্রাবয়তি। অতএব কুলযোষিৎ কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কুলং কুলমার্গং সুষুম্নামার্গং ত্যক্ত্বা তত্রৈবেন্দুমণ্ডলে আস্থায় পরং বর্ষণং উৎকৃষ্টবর্ষণং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীষু প্রবর্ষণং কৃত্বেতি শেষঃ। সা কুণ্ডলিনী পুনঃ স্বস্থানমেত্য স্বাধিষ্ঠানং প্রাপ্য স্বপিতীতি তাৎপর্য্যম্। শিবা-দীনাং মঞ্চত্বোপধানত্বপতদ্গ্রহত্বাবস্থাপন্নত্বং কামরূপত্বাদ্দেবানাং অত্যন্তাসন্নসেবার্থং ঘটতে। ইমমেবার্থং সংক্ষেপেণোক্তবান্ সদাশিবঃ—

সুধাব্ধৌ নন্দনোদ্যানে রত্নমণ্ডপমধ্যগাম্।
বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্॥

---

* ৯২ শ্লোকঃ।

পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং প্রিয়ম্।
ধ্যাত্বা চ হৃদগতং চক্রং ব্রতস্থঃ পরমেশ্বরীম্॥
পূর্ব্বোক্তধ্যানযোগেন সঞ্চিন্ত্য জপমাচরেৎ॥

ইতি। অনেন "কণৎকাঞ্চীদামা" ইতি "সুধাসিন্ধোর্মধ্যে" ইতি শ্লোকদ্বয়মেকীকৃত্য ব্যাখ্যাতমিত্যবগন্তব্যম্॥ ৮॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(সময়াচার—যোগমার্গ, অন্তর্যাগরতি—তাহাতে অনুষ্ঠেয়, আর কুলাচার বাহ্যপূজারতি, যন্ত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়, এই শ্লোকে তদুভয়পূজারই প্রণালী বর্ণিত) যন্ত্রের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীচক্র, ইহার নামান্তর বিয়চ্চক্র, সময়াচারিগণের বিয়চ্চক্র হৃদয়াকাশে কল্পিত, কৌলদিগের বিয়চ্চক্র বহিরাকাশে রচিত। সুধাসিন্ধু শ্রীচক্রের বিন্দুস্থান, তাহার পঞ্চ ত্রিকোণ রেখা সুরতরু-পঞ্চক, ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণরেখা-চতুষ্টয়, কদম্ব-উপবন, বিন্দুস্থানমধ্যে মণিদ্বীপ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ কোণযুক্ত বিয়চ্চক্র (শ্রীচক্র) চিন্তামণি-গৃহ। শিবা অর্থাৎ শক্তি তৎস্বরূপ ত্রিকোণ মঞ্চে পরম শিব শয্যায় (ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র এবং ঈশ্বর, এই পাদচতুষ্টয়যুক্ত পর্য্যঙ্ক—সদাশিব পিক্দান,—ইন্দ্র, মহেশ্বর শয্যার আস্তরণ, এইরূপ শয্যায়) চিদানন্দলহরী (নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দরূপা তোমাকে কয়েকটি ধন্যপুরুষ ভজনা (অন্তর্যাগ বা বাহ্যে আরাধনা) করিয়া থাকেন। (রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব মহেশ্বর—শিবেরই বিবিধ রূপ॥ ৮॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ সুধেতি। কতিচন ধন্যা জনাঃ চিদানন্দলহরীং পরাং ব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং ভজন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—"নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি।" কুত্র? শিবাকারে মঞ্চে। ত্বাং কিম্ভূতাম্। পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াম্। তদুক্তং যামলে,—"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ সিংহাসনপরিস্থিতিঃ। এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ।" তত্র চতুর্ভিঃ শিবৈর্ম্মঞ্চং বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্রচ্ছদীকৃত্য তত্রস্থামিত্যর্থঃ। অথবা শিবো হকারঃ তদাকারঃ ওকারঃ গজকুম্ভাকৃতিত্বাৎ। এতেন ওকাররূপে মঞ্চে পরমশিবো বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্য্যঙ্কং আসনস্থানং নাদঃ স এব নিলয়ো যস্যাঃ। এতেন প্রণবস্থাং পরমশিবসংযুক্তামিত্যর্থঃ। অতএব চিদানন্দলহরীতি বিশেষণং সম্পদ্যতে। যতঃ শিবশক্তিসমাযোগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি। অথবা, শিবাকারে হকারাবয়বে হকারার্দ্ধে মঞ্চে ইত্যর্থঃ। পরশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং বিন্দুস্থানরূপাং কামকলারূপামিত্যর্থঃ। পীঠস্থানমাহ। সুধাসিন্ধোর্ম্মধ্যে অমৃতার্ণবস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ কুলামৃতং কারণমিতি শিবসঙ্কেতঃ। কল্পবৃক্ষবাটিকাবৃতে মণিময়দ্বীপে

কদম্বোপবনযুক্তে চিন্তামণিবিরচিত-মণ্ডপে। এতেন আধারাধেয়ক্রমেণ ষট্পীঠানন্তরং পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং দেবীং ধ্যায়েৎ। অত্র কামেশ্বরীবীজং প্রেতবীজ-ঞ্চোদ্ধরন্তি। কতিচনশব্দাৎ ককারঃ। লহরীং-শব্দাৎ লকার-ঈকারানুস্বারাঃ। এতেন ক্লীং ইতি কামেশ্বরী। শিবশব্দেন হকারঃ। সুধাসিন্ধোঃ-শব্দাৎ সকার-ঔকার-বিসর্গাঃ। এতেন হে্সৌঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! সুধাসিন্ধু-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত মণিময়-দ্বীপে কদম্ববৃক্ষসমূহ-সুশোভিত উপবনমধ্যে চিন্তামণিগৃহে শিবদ্বয়, রুদ্র ও ঈশ্বর অ—বিষ্ণু, ক—ব্রহ্মা, এই চারি দেবতা যাহার চতুষ্কোণে পাদ-(পায়া) স্বরূপে বর্ত্ত-মান, এইরূপ মঞ্চে উপরি পরমশিবময় পর্য্যঙ্কফলকে উপবিষ্টা চিদানন্দলহরী-স্বরূপা তোমাকে কোন কোন ধন্য ব্যক্তি ভজনা করেন॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে সুধাসিন্ধু, কল্পবৃক্ষবাটিকা, মণিদ্বয়-দ্বীপ, নীপোপ-বন, চিন্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ এই ষট্পীঠের ধ্যান হইতেছে। অথবা এ স্থলে শিবশব্দে হকার, তদাকার অর্থাৎ গজকুম্ভাকৃতি প্রযুক্ত ওকার। ইহা দ্বারা ওকাররূপ পর্য্যঙ্কে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা। কিংবা শিবাকার অর্থাৎ হকারার্দ্ধরূপ-মঞ্চে কামকলাস্বরূপা। টীকাকার এই স্থলে কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধার করিতেছেন। কতিচন শব্দে ককার, লহরীং শব্দে লকার, ঈকার ও অনুস্বার। ইহা দ্বারা ক্লীঁ এই কামেশ্বরী-বীজ উদ্ধৃত হইল। শিবশব্দে হকার; সুধাসিন্ধোঃ শব্দে সকার, ঔকার ও বিসর্গ। ইহা দ্বারা হে্সৌঃ এই প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৮ ॥

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হুতবহং,
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং,
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরহসি * ॥ ৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—মহীং পৃথিবীতত্ত্বং মূলাধারে মূলে গুদস্থানে সর্ব্বাধারভূতং চক্রং মূলাধারভূতমিতি, তস্মিন্ মূলাধারে।

সর্ব্বাধারা মহী যস্মাৎ মূলাধারতয়া স্থিতা।
তদভাবে তু দেহস্থ পাতঃ স্যাদ্গগমোঽপি বা ॥

† বিহরসে ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ইতি রুদ্রযামলে। পৃথিবীতত্ত্বাত্মকস্য মূলাধারস্যাভাবে দেহ ঊর্দ্ধং বা গচ্ছেৎ, অধো বা পতেদিত্যর্থঃ। কম্ উদকতত্ত্বম্। অপিশব্দঃ স্বাধিষ্ঠানোক্তবহ্নিং সমুচ্চিনোতি। মণিপূরচক্রে। যত্র স্থিতা ভগবতী মণিভিঃ তৎপ্রদেশং পূরয়তি, স দেশো মণিপূরঃ। সময়িনাম্ আন্তরপূজাবসরে তৃতীয়কমলে নানাবিধমণিগণখচিত-ভূষণার্পণং দেব্যাঃ কর্ত্তব্যমিতি রহস্যম্। হুতবহং অগ্নিতত্ত্বম্। স্থিতং প্রতিষ্ঠিতং। স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠাননামকে চক্রে। কুণ্ডলিন্যাঃ ভগবত্যাঃ স্বয়মধিষ্ঠায় গ্রন্থিং কৃত্বা অবস্থানং স্বাধিষ্ঠানম্। যথোক্তং যোগদীপিকায়াম্ :—

রুদ্রগ্রন্থিরয়ং শক্তেঃ স্বাধিষ্ঠানাগ্রসীমনি। ইতি। যদ্যপি আধারচক্রস্যোপরি স্বাধিষ্ঠানং বর্ণনীয়ং, তথাঽপি আকাশাদিতত্ত্বোৎপত্তিক্রমমবলম্ব্য ব্যুৎক্রমেণ মণিপূর-চক্রবর্ণনং কৃতমিত্যনুসন্ধেয়ম্। এতচ্চ "তবাজ্ঞাচক্রস্থম্" * ইত্যাদিশ্লোকষট্ক-ব্যাখ্যানাবসরে সম্যগুপবর্ণয়িষ্যতে। হৃদি হৃদয়াকাশে অনাহতনামনি চক্রে। অনাহতনাদস্থানত্বাৎ অনাহতং নামাস্য। মরুতং মরুত্তত্ত্বম্। আকাশং আকাশতত্ত্বম্। উপরি পূর্ব্বোক্তানামুপরি বিশুদ্ধচক্রে। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশত্বাৎ বিশুদ্ধির্নামাস্য। মনঃ মনস্তত্ত্বম্। অপিশব্দঃ উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। ভ্রূমধ্যে ভ্রুবোরন্তরালে আজ্ঞাচক্রে। অত্র আঙ্ ঈষদর্থঃ, জ্ঞা জ্ঞানম্, ঈষৎ জ্ঞানং যত্র জায়তে সাধকানাং ভগবতী-বিষয়ম্। ব্রহ্মগ্রন্থিভেদনাতিব্যগ্রতয়া ভগবত্যাঃ আজ্ঞাচক্রে ক্ষণমাত্রাবস্থানাৎ সাধকানাং তড়িল্লেখারূপেণ অবভাসনাৎ আজ্ঞাচক্রং নামাস্য। স্থিতমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন সর্বত্রানুষজ্যতে। সকলং সর্ব্বম্। অপি সমুচ্চয়ে ভিত্ত্বা কুলপথং সুষুম্নামার্গম্। সহস্রারে সহস্রদলে পদ্মে কমলে সহ মিলিত্বা রহসি একান্তে পত্যা সদাশিবেন বিহরসে (সি) ক্রীড়সে (সি)।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! মূলাধারে মহীং, কং মণিপূরে হুতবহমপি, স্বাধিষ্ঠানে হুতবহ-মেব, হৃদি মরুতং, আকাশমুপরি, মনোঽপি ভ্রূমধ্যে আকাশমপি—স্থিতমিতি বিভক্তিব্যত্যয়েন সর্বত্রানুষজ্যতে—সকলং কুলপথমপি ভিত্ত্বা সহস্রারে পদ্মে রহসি পত্যা সহ বিহরসে (সি) ॥

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিশুদ্ধ্যাজ্ঞাত্মকানি ষট্-চক্রাণি। এতানি পৃথিব্যগ্নিজলপবনাকাশ-মনস্তত্ত্বাত্মকানি। তানি তত্ত্বানি তেষু চক্রেষু তন্মাত্রতয়াঽবস্থিতানি। তন্মাত্রাস্তু গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাত্মকাঃ। আজ্ঞাচক্র-স্থিতেন মনস্তত্ত্বেন একাদশেন্দ্রিয়গণঃ সংগৃহীতঃ। এবমেকবিংশতিতত্ত্বানি প্রতি-পাদিতানি। পত্যা সহ রহসি সহস্রপত্রে বিহরসে ইত্যনেন তত্ত্বচতুষ্টয়ং সূচিতম

* ৩৬ শ্লোকে

তচ্চ মায়াশুদ্ধবিদ্যামহেশ্বরসদাশিবাত্মকং তত্ত্বচতুষ্টয়ম্। এবং মিলিত্বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি মায়াপর্য্যন্তানি মায়য়া যুক্তত্বাৎ প্রাকৃতানি। মায়া মহেশ্বরেণ সংযুক্তা সতী তস্য জীবভাবমাপাদয়তি। স জীবঃ প্রাকৃত এব। শুদ্ধবিদ্যা তু সদাশিবেন যুক্তা সতী সাদাখ্যা কলেতি ব্যবহ্রিয়তে। অতো ভগবতী চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্যতিক্রান্তা সদাশিবেন পঞ্চবিংশেন সার্দ্ধং বিহরমাণা ষড়্‌বিংশতত্ত্বত্বমাপন্না পরমাত্মেতি গীয়তে। এতদুক্তং ভবতি—সাদাখ্যা কলা পঞ্চবিংশেন সদাশিবেন মিলিত্বা ষড়্‌বিংশা ভবতি, মেলনস্য তত্ত্বান্তরত্বাৎ। ন চোভয়োর্মেলনমুভয়াত্মকম্। তস্য তাদাত্ম্যরূপত্বাৎ তত্ত্বান্তরমেবেতি রহস্যম্। যত্তু শ্রুতিবাক্যং "পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি" * ইতি তত্তু সদাশিবতত্ত্বপ্রতিপাদনপরং, ন মেলনপরমিতি ধ্যেয়ম্।

নমু (কথং) বৈন্দবস্থানং শ্রীচক্রস্য মধ্যস্থিতং, শিবচক্রাণাং চতুর্ণামুপরি শক্তিচক্রাণাং পঞ্চানামধস্তাদবস্থিতত্বাৎ। সহস্রারপদ্মস্য তু শিরঃস্থিতত্বাৎ সর্ব্বেষামুপরি বর্ত্তমানত্বাৎ, তস্য বৈন্দবস্থানত্বং নোপপদ্যত ইতি চেৎ—

নিশম্যতাং ভাগবতমতরহস্যম্—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
শিবশক্তিময়ং জ্ঞেয়ং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ॥

ইত্যাদৌ শক্তিচক্রাণি ত্রিকোণাষ্টকোণদশারদ্বিতয়চতুর্দ্দশ-কোণাত্মকানি পঞ্চচক্রাণি। শিবচক্রাণি তু অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রিতয়ভূপুরত্রয়াত্মকানীতি। অতঃ শক্তিচক্রাণাং বাহ্যতঃ শিবচক্রাণি। শিবস্য শক্তিবাহ্যত্বাযোগাৎ তানি শিবচক্রাণি বিন্দুরূপেণাকৃষ্য শক্তিচক্রান্তরে স্থাপিতানি। অতএব বিন্দুঃ শিবচক্রচতুষ্টয়াত্মকঃ শক্তিচক্রেষু পঞ্চসু ব্যপ্নুবানঃ সমাপ্ত ইতি শিবশক্ত্যোরৈক্যমিতি কেচিৎ।

অন্যে তু—বিন্দুত্রিকোণয়োরৈক্যং, অষ্টকোণাষ্টদলাম্বুজয়োঃ, দশারযুগ্মষোড়শদলাম্বুজয়োঃ চতুর্দশারভূপুরয়োরৈক্যম্। অনেন প্রকারেণ শিবশক্ত্যোরৈক্যমিত্যাহুঃ। অত্র বিন্দুশব্দেন শিবচক্রচতুষ্টয়প্রতিনিধিভূতো বর্ত্তুলাকারো লক্ষ্যতে, ন তু চতুষ্কোণমধ্যবর্ত্তী বিন্দুঃ। স তু সহস্রকমলান্তর্গতঃ আধারস্বাধিষ্ঠানদশদলপ্রকৃতিভূতঃ শিবশক্তিমেলনাবিষ্টতনুঃ সাদাখ্যং ষড়্‌বিংশং তত্ত্বম্। তেন সহ নাদবিন্দুকলানাং ঐক্যং নাস্তি, তস্য নাদবিন্দুকলাতীতত্বাৎ। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চয়িষ্যতে। অতএব সহস্রকমলান্তর্গতচন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুধাসিন্ধুরেব ভগবত্যা বিহরণ-স্থানমিতি "সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে" ইতি "সুধাসিন্ধোর্মধ্যে"

* তৈ, ব্রা ১।২।৬

ইতি শ্লোকদ্বয়স্যৈক এবার্থ ইতি রহস্যম্। ইমমেবার্থং ভৈরবযামলে চন্দ্রজ্ঞান-বিদ্যায়াং শিব আহ পার্বতীম্ :—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা।
চতুর্দ্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ ॥
বিন্দুশ্চাষ্টদলং পদ্মং পদ্মং ষোড়শপত্রকম্।
চতুরস্রং চ চত্বারি শিবচক্রাণ্যনুক্রমাৎ ॥
ত্রিকোণে বৈন্দবং শ্লিষ্টম্ অষ্টারেঽষ্টদলাম্বুজম্।
দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাশ্রকে ॥
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণাং চ পরস্পরম্।
অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা।
মনুকোণং চতুষ্কোণং কোণচক্রাণি ষট্ ক্রমাৎ ॥
মূলাধারং তথা স্বাধিষ্ঠানং চ মণিপূরকম্।
অনাহতং বিশুদ্ধাখ্যমাজ্ঞাচক্রং বিদুর্বুধাঃ ॥
তবাধারস্বরূপাণি কোণচক্রাণি পার্ব্বতি।
ত্রিকোণরূপিণী শক্তির্বিন্দুরূপঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥
অবিনাভাবাবসম্বন্ধস্তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥

ইতি। ইতঃ পূর্ব্বম্—

অধোমুখং চতুষ্কোণং শিবচক্রাত্মকং বিদুঃ ॥

ইত্যনুসারেণ "অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাত্মকানি" ইত্যুক্তিঃ "শিব-চক্রাণি বাহ্যানি তদ্রূপেণাবস্থিতানি" ইত্যেবংপরেতি ধ্যেয়ম্।

যদ্বা—কৌলমতানুসারেণ অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাত্মকানি, ঊর্দ্ধ-মুখানি পঞ্চ ত্রিকোণানি শক্ত্যাত্মকানি। কৌলমতে সংহারক্রমেণ লেখনে নবত্রি-কোণাত্মকম্ শ্রীচক্রম্। এতৎসর্ব্বং "চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে বক্তব্যমপি "সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে" ইত্যত্রাবশ্যং বক্তব্যত্বাৎ উভয়োপযোগিতয়া অত্রৈব কিঞ্চিৎ কথিতম্। বিস্তরস্তু তত্রৈবাবধার্য্যঃ ॥ ৯ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—মহীমিত্যাদি। হে দেবি! ত্বং সকলং

---

* ৩১ শ্লোকঃ।

কুলপথং ভিত্বা অর্থাং কুণ্ডলিনীরূপেণ সহস্রারে পদ্মে রহসি নির্জ্জনে অর্থাৎ অকুল-স্থানে নাদেনৈকীভূয় পত্যা বিন্দুরূপেণ বিহরসি আনন্দামৃতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ। অমৃতাপ্লাবনং পরশ্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি। তৎ কিং কুলপথমিত্যাহ—মহীং মূলাধার ইত্যাদি। মহীং পৃথ্বীং, কং জলং, হুতবহং অগ্নিং, মরুতং বায়ুং, উপরিশব্দস্য সাপেক্ষত্বাৎ হৃদয়োপরি কণ্ঠচ্ছদে আকাশং, ভ্রূমধ্যে মনঃ এতদেব সকলং কুলপথং ভিত্বেত্যন্বয়ঃ। তথা হি,—মূলং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্। বিশুদ্ধমাজ্ঞা-চক্রঞ্চ গুদমেঢ্রক্রমাদ্বিদুঃ। অন্যত্র,—গুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ বক্ষঃকণ্ঠে ভ্রুবো-রপি। মহী বহ্নির্জ্জলং বায়ুঃ খং মনশ্চ ক্রমাদ্বিশেৎ। এতৎ কুলপথং বিদ্যাদকুলঞ্চ ততঃ পরম্। ষট্চক্রাণ্যেব ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনস্তপঃ সত্যং সজ্ঞাঃ। তথাচ,—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরয়োর্ব্যতি-ক্রমেণান্বয়ঃ মহাভূতক্রমানুরোধাৎ। অত্র স্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরমিতি। অত্র মেদিনীবীজমপ্যুদ্ধরন্তি। মহীং-শব্দাৎ মকারানুস্বারৌ, কুলপথশব্দাদুকারলকারৌ। এতেন ম্লুঁ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি কুলকুণ্ডলিনীস্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল এবং ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রস্থিত মনস্তত্ত্ব এই সমস্ত কুলপথ (ষট্চক্র) ভেদ করিয়া গমন করত, সহস্রারপদ্মে পতির সহিত একান্তে বিহার করিয়া থাক ॥ ৯ ॥ *

তাৎপর্য্য।—এই শরীরে মূলাধার ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোক, মণি-পূর স্বর্লোক, অনাহতচক্র মহর্লোক, বিশুদ্ধচক্র জনলোক, আজ্ঞাচক্র তপোলোক ও সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদয় ঘটনা হইতেছে, এই দেহেও সেই সমুদয় ঘটনা হইয়া থাকে। এ স্থলে টীকাকার মেদিনী-বীজ উদ্ধার করিতেছেন।—মহীং-শব্দে মকার ও অনুস্বার, কুলপথ-শব্দে উকার ও লকার। ইহা দ্বারা ম্লুঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল।

* পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই স্থলে ষট্চক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে। জীব-গণের দেহস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে সুষুম্নানাম্নী নাড়ী। সুষুম্না নাড়ী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপে বহুবর্ণধারিণী এবং বিকসিত ধুস্তূর-কুসুম-সদৃশী। এই সুষুম্না নাড়ীতেই ষট্চক্র অবস্থিত। ইড়ানাড়ী শুক্লবর্ণা, চন্দ্রস্বরূপা ও অমৃতময়ী; পিঙ্গলা-নাড়ী রক্তবর্ণা, সূর্য্যস্বরূপা ও বিষস্রাবিণী। সুষুম্না-নাড়ী মূলাধার-পদ্মের মধ্য হইতে সহস্রদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শিব-লিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সুষুম্নার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়া বজ্রাখ্যা

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ,
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসা *।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—সুধায়া অমৃতস্য ধারাণামাসারৈঃ সম্পাতৈঃ। অত্রাসারশব্দ এব ধারাসম্পাতবচন ইতি ধারাশব্দসাহচর্য্যাৎ আসারশব্দঃ সম্পাতমাত্রপর ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। যদ্বা সুধায়া আধারভূতা আসারা ধারাসম্পাতাঃ, তৈঃ চরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ চরণযুগলস্য পাদারবিন্দদ্বিতয়স্য অন্তর্ব্বিগলিতৈঃ মধ্যপ্রদেশাৎ স্রবদ্ভিঃ, প্রপঞ্চং দ্বিসপ্ততিসহস্রসংখ্যাকনাডীমার্গং সিঞ্চন্তী সেক্ত্রী পুনরপি সেচনানন্তরমপি রসাম্নায়মহসঃ চন্দ্রসকাশাৎ। রসাম্নায়মহঃশব্দো যামলেষু কলানিধৌ

নাড়ী মেঢ়্রদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। বজ্রানাড়ীর মধ্যভাগে চিত্রিণী-নাম্নী আর একটি নাড়ী বিরাজিতা আছে; এই নাড়ী লূতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ও কুলকুণ্ডলিনী দ্বারা প্রদীপ্তা। সুষুম্না-নাড়ীতে যে ছয়টি কমল অঙ্কিত আছে, চিত্রিণী নাড়ী মধ্যগত ছিদ্রপথযোগে সেই পদ্মসমূহকে ভেদ করত শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত চিত্রিণী নাড়ীর বিষয় জ্ঞাত হওয়ার অন্য উপায় নাই। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজ করিতেছে; উহা মূলাধারপদ্মস্থ হরের মুখবিবর হইতে মস্তকোপরিস্থিত সহস্রদলকমল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুল্লতাবৎ সমুদ্ভাসিতা, মুনিগণের হৃদয়ে যজ্ঞসূত্রের ন্যায় প্রকাশমানা, অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপা, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-গম্যা, নিত্যসুখস্বরূপিণী এবং বিমলজ্ঞানস্বভাব-বিশিষ্টা। এই নাড়ীর মুখেই ব্রহ্মদ্বার (মূলাধারপদ্ম) বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা স্রাবিত হইতেছে, সুতরাং ঐ স্থান অতীব রমণীয়, ঐ স্থানই পদ্মের গ্রন্থিস্বরূপ। যোগিগণ ঐ দ্বারকেই সুষুম্না নাড়ীর মুখস্বরূপে কীর্ত্তন করেন।

গুহ্যের ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গের অধোভাগে, অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ এই উভয়ের ঠিক মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত। সুষুম্না নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে। ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার, এই হেতুই উহাকে মূলাধারপদ্ম কহে। এই পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দ্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত। উক্ত দলচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে ব শ ষ স চারিটি বর্ণ বিন্যস্ত আছে; ঐ চারিটি বর্ণ তপ্তস্বর্ণবৎ সমুদ্ভাসিত। মূলাধারপদ্মের মধ্যস্থলে পরমদীপ্তিমান্ চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে, উহা শূলাষ্টক দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের ন্যায় কোমলাঙ্গ। এই চক্রের মধ্যভাগে পৃথ্বীবীজ লং শোভা পাইতেছে। উপরিকথিত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরাবীজ চতুর্ভুজ, নানারূপ ভূষণে বিভূষিত ও ঐরাবতারূঢ়। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে নবীনার্কসদৃশ লোহিতবর্ণ শিশুরূপী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিদ্যমান আছেন। এই পৃথ্বীচক্রের মধ্যে ডাকিনীনাম্নী এক দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন। তিনি মনোরম বাহুচতুষ্টয়ে অলঙ্কৃতা, রক্তবর্ণ-নেত্রবতী, যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশার্কবৎ তেজঃপুঞ্জশালিনী এবং শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির

---

* 'মহসঃ' ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ।

প্রসিদ্ধঃ—রহস্যসুধায়া আম্নায়ো গুণানামাধিক্যমিতি যাবৎ, তদাত্মকং মহঃ কান্তির্যস্য সঃ রসাম্নায়মহা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অবাপ্য প্রাপ্য স্বাং স্বকীয়াং ভূমিং আধারচক্রং ভুজগনিভং সর্পসদৃশং অধ্যুষ্টবলয়ং অধিষ্ঠিতকুণ্ডলনাবিশেষং স্বং নিজং আত্মানং কৃত্বা ধৃত্বা স্বস্বরূপমবলম্ব্য উষিত্বা স্বপিষি নিদ্রাসি কুলকুণ্ডে কুঃ পৃথিবী-তত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎকুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়া সুষুম্নামার্গঃ কুলমিত্যুচ্যতে। অতএব কৌলাঃ কুলপূজকাঃ আধারসেবকা ইতি কৌলত্বং তেষামিতি রহস্যম্। এতদুত্তরত্র প্রস্ফোর্য্যতে। কুলমার্গস্য সুষুম্নায়া মূলে যৎ কুণ্ডং কমলকন্দমধ্যস্থিত-ছিদ্রতুল্যং ছিদ্রং যস্য কুণ্ডস্য তত্তথোক্তম্। আধারকন্দমধ্যস্থিতসুষিরমধ্যে বিসতন্তুনিভা তত্র কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বর্ত্তত ইতি তাৎপর্য্যম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ সুধাধারাসারৈঃ প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী রসাম্নায়মহসঃ সকাশাৎ স্বাং ভূমিং পুনরপ্যবাপ্য ভুজগনিভমধ্যুষ্ট-বলয়ং স্বমাত্মানং কৃত্বা কুহরিণি কুলকুণ্ডে স্বপিষি।

জ্ঞানদাত্রী। বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখপ্রদেশে মূলাধারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিদ্যুদাভ ত্রৈপুরনামক একটি ত্রিকোণযন্ত্র বিরাজমান রহিয়াছে; কন্দর্পনামা বায়ু ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ঐ যন্ত্রের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থিত আছেন।—তিনি সমুদ্ভাসিত এবং রক্তবর্ণ জবাপুষ্পাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূপী শম্ভু ত্রিকোণ-যন্ত্রের মধ্যে অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দ্রবীভূত স্বর্ণবৎ কোমল, নবপল্লববর্ণ, শারদীয় পূর্ণশশধরবৎ সমুজ্জ্বল কান্তিমান্, কাশীবাসরত, বিলাসী এবং নদীর আবর্ত্তবৎ বর্ত্তুলাকার। উক্ত স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে মৃণালতন্তুবৎ অতিসূক্ষ্ম জগন্মোহিনী কুলকুণ্ডলিনী অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি নিজ বদনব্যাদান পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বারের মুখদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় বেষ্টনবেষ্টিতা এবং নবীন চপলামালা-সদৃশী। তিনি সুপ্ত ভুজঙ্গবৎ সার্দ্ধত্রয়বেষ্টনে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গের মস্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। এই তেজোময়ী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্মে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক কোমলকাব্যরূপ প্রবন্ধ-রচনায় ভেদাভেদক্রম দ্বারা মত্ত ভ্রমরপংক্তির কূজনের ন্যায় সতত অব্যক্ত মধুর নিনাদ করিতেছেন এবং ইনিই শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তন দ্বারা জীবগণের প্রাণরক্ষা করিয়া মূলাধারপদ্মের গহ্বরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদায়িনী, অতিসূক্ষ্মা, নিত্যানন্দরূপিণী, তড়িৎ-রাশির ন্যায় দেদীপ্যমানা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সমুদ্ভাসিত দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন

লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্যে চিত্রিণীনাম্নী যে নাড়ী বিদ্যমানা আছে, তাহাতে সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ষড়্দলযুক্ত একটি পদ্ম সুশোভিত আছে। ঐ পদ্ম বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ঐ ষড়্দল বিন্দুযুক্ত ব ভ ম য র ল এই ছয়টি বর্ণ-সমন্বিত। ইহাকেই স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলে। এই স্বাধিষ্ঠানকমলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রবর্ণ বরুণচক্র এবং চক্রমধ্যে নির্ম্মল শারদীয় চন্দ্রমাবৎ শুভ্র মকরবাহন বরুণবীজ 'বং' সংস্থিত আছে। ঐ বরুণবীজের ক্রোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর শ্রীসম্পন্ন, পীতবাসা.

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—শিরঃস্থিতং চন্দ্রমণ্ডলং সর্ব্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্। তত্তু সময়িনাং মতে শ্রীচক্রমেব চন্দ্রমণ্ডলম্, ষোড়শকলাত্মকত্বাৎ। শ্রীবিদ্যায়াঃ প্রতিপদাদিষোড়শ-দিনেষু কলাবৃদ্ধিক্ষয়য়োঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ, চন্দ্রমণ্ডলমেতদেব। বাহ্যস্থিতমপি চন্দ্র-মণ্ডলং শ্রীচক্রমেবেতি সুভগোদয়ব্যাখ্যানে নিদর্শিতম্। তত্তু মহারহস্যম্। অতশ্চ শিরঃস্থিতসহস্রদলকমলান্তর্গত-শ্রীচক্রাত্মকশশিবিম্বমধ্যস্থিতায়া ভগবত্যাশ্চরণকমল-নির্গেজনজলৈঃ সুধাময়ৈঃ সাধকস্য সকলশরীরং সংপ্লাব্য পুনঃ ভুজঙ্গরূপেণ আধার-কুণ্ডং প্রবিশ্য সুষুম্নামবষ্টভ্য সা ভগবতী স্বপিতীতি। যথোক্তং বামকেশ্বর-মহাতন্ত্রে—

নবযৌবনবিশিষ্ট, শ্রীবৎস ও কৌস্তভালঙ্কৃত, চতুর্ভুজ, দেবদেব নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন এবং ঐ বরুণচক্রে নীলেন্দীবর তুল্য কান্তিমতী, নানা অস্ত্রধারিণী, দিব্য বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিতা, উন্মত্তচিত্তা রাকিণী-নাম্নী শক্তি বিদ্যমানা আছেন। স্বাধিষ্ঠা-নাখ্য পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপূরসংজ্ঞক একটি পদ্ম বিরাজমান রহিয়াছে। উহা গাঢ় মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের শতদলে ক্রমান্বয়ে অনুস্বারযুক্ত ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই কয়েকটি বর্ণ বিদ্যমান আছে; ঐ পদ্মে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহা অরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট। এই ত্রিকোণের বাহ্যে তিনটি দ্বার আছে। এই ত্রিকোণ-মণ্ডলে বহ্নিবীজ 'রং' বিদ্যমান রহিয়াছে; উক্ত বহ্নিবীজকে মেষাধিরূঢ়, নবোদিত সূর্য্যসন্নিভ ও চতুর্ব্বাহুযুক্ত ধ্যান করিবে। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধ সিন্দূরবৎ অরুণবর্ণ, ভস্মবিলিপ্তাঙ্গ, সৃষ্টিসংহর্ত্তা বৃদ্ধরূপী, ত্রিলোচন, জীবগণের ইষ্টপ্রদ, রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন; ইঁহার হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা বিরাজ করিতেছে। এই মণিপূরাখ্য পদ্মস্থ ত্রিকোণে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী চতুর্ভুজা লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ইনি শ্যামা, পীতবস্ত্রধারিণী, বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা (তপ্তকাঞ্চনবর্ণা) এবং সতত প্রফুল্লচিত্তা।

মণিপূর-সংজ্ঞক নাভিপদ্মের ঊর্দ্ধভাগে হৃৎস্থলে বন্ধূক-পুষ্পবৎ সমুজ্জ্বল অনাহতাখ্য দ্বাদশদল পদ্ম বিদ্যমান আছে। এই পদ্মের দ্বাদশ দলে ক হইতে ঠ এই দ্বাদশটি বর্ণ বিন্যস্ত রহিয়াছে, এই বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ। এই পদ্মের মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ-বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে; ঐ ষট্‌কোণাভ্যন্তরে যং-কারাত্মক বায়ুবীজ চিন্তা করিবে। ঐ বীজ ধূম্রবর্ণ, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারারূঢ় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ বীজের মধ্যে করুণাময়, নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ ঈশান নামক শিবের চিন্তা করিতে হয়। এই অনাহতপদ্মে বিমল তড়িতের ন্যায় পীতবর্ণা, কল্যাণজননী, ত্রিনেত্রা, কাকিনীনাম্নী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি চতুর্ভুজা, আনন্দোন্মত্তা, বিবিধ ভূষণে সমলঙ্কৃতা এবং অস্থিমাল্য-ধারিণী; তদীয় হস্তচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান আছে, তাঁহার হৃদয় সতত সুধারসে আর্দ্রীকৃত। এই অনাহত-পদ্মের কর্ণিকামধ্যে তড়িৎ-কোটিসদৃশ কোমলাঙ্গ ত্রিকোণ বিদ্যমান আছে। ইহার শক্তি কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে। সেই শক্তিমধ্যে বাণ-নামক শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তদীয় শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। এই অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্য দীপশিখার ন্যায় জীবাত্মা দ্বারা সুশো-ভিত। আদিত্যমণ্ডল দ্বারা অভ্যন্তর সমুদ্দীপ্ত হওয়ায় ইহার কেশর সকল সুশোভিত হইতেছে।

ভুজঙ্গাকাররূপেণ মূলাধারং সমাশ্রিতা।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী নাম বিসতন্তুনিভাশুভা॥

আশুভা ক্ষণপ্রভা বিদ্যুন্নিভা ইত্যর্থঃ।

মূলকন্দং ফণাগ্রেণ দষ্ট্বা কমলকন্দবৎ।
মুখেন পুচ্ছং সংগৃহ্য ব্রহ্মরন্ধ্রং সমাশ্রিতা॥
পদ্মাসনগতঃ স্বস্থো গুদমাকুঞ্চ্য সাধকঃ।
বায়ুমূর্দ্ধগতিং কুর্ব্বন্ কুম্ভকাবিষ্টমানসঃ॥
বায়্বাঘাতবশাদগ্নিঃ স্বাধিষ্ঠানগতো জ্বলন্।
জ্বলনাঘাতপবনাঘাতৈরুন্নিদ্রিতোঽহিরাট্॥
রুদ্রগ্রন্থিং ততো ভিত্ত্বা বিষ্ণুগ্রন্থিং ভিনত্ত্যতঃ।
ব্রহ্মগ্রন্থিং চ ভিত্ত্বৈব কমলানি ভিনত্তি ষট্॥
সহস্রকমলে শক্তিঃ শিবেন সহ মোদতে।
সা চাবস্থা পরা জ্ঞেয়া সৈব নির্ব্বৃতিকারণম্॥ ইতি।

কণ্ঠপ্রদেশে বিশুদ্ধ-সংজ্ঞক ষোড়শদলসংযুক্ত পদ্ম সুশোভিত আছে। উহা ধূম্রবর্ণ এবং উহার ষোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পদ্মে পূর্ণ-শশধরবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত আছে। হিমচ্ছায়াতুল্য শুক্ল গজোপরি আরূঢ়, শ্বেতবর্ণ, পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী হংসবীজের ক্রোড়দেশে সদাশিব বাস করিতেছেন। তিনি গিরিজার সহিত অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বররূপী, শুক্লবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী। এই বিশুদ্ধপদ্মে পীতবর্ণা শাকিনী-নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন; তিনি অমৃতার্ণব হইতেও বিশুদ্ধা ও চতুর্ভুজা এবং তাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে শর, শরাসন, পদ্ম ও অঙ্কুশ বিদ্যমান আছে। ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে।

ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা-চক্র, উহা দ্বিদলযুক্ত পদ্ম; উহা চন্দ্রবৎ শুভ্র, দুইটি দলে হ ক্ষ এই দুইটি বর্ণ। এই আজ্ঞানামক পদ্মের মধ্যে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালা-ধারিণী, চতুর্ভুজা, বিমলমানসা, ষড়াননা, হাকিনীনাম্নী শক্তি বিরাজিতা। উক্ত পদ্মের মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপী মন অবস্থিত এবং যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে। এই স্থানে বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুদ্ভাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রহ্মনাড়ী প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে। যোগী ব্যক্তিরা একান্তমনে প্রথমে হাকিনীশক্তি, পরে মন, তদনন্তর কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন। এই আজ্ঞাকমলের অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রূর ঈষৎ ঊর্দ্ধভাগে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, ঐ ওঙ্কারের ঊর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত এবং তাহার ঊর্দ্ধে বিন্দুরূপী মকার সুশোভিত আছে; ঐ মকারের আদিভাগে বলরামের সদৃশ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রতুল্য নাদ শোভা পাইতেছে। আজ্ঞাসংজ্ঞক দ্বিদলকমলে বায়ুর লয়স্থান জানিবে। ঐ স্থানোপরি অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট বায়ুবীজ আছে। এই বায়ুবীজের উপরি শান্ত, বর ও অভয়প্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক শিববিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মক ত্রিকোণ বিদ্যমান।

শ্রুতিরপি ভগবত্যাঃ চরণাম্বুজসুধাধারাসারৈঃ প্রপঞ্চসেবনং প্রতিপাদয়তি। তথা হি—

লোকস্য দ্বারমর্চিমৎ পবিত্রম্।
জ্যোতিষ্মদ্ভ্রাজমানং মহস্বৎ।
অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানম্।
চরণং নো লোকে সুধিতান্ দধাতু॥ *

অস্যার্থঃ—লোকস্য স্বনিবাসস্থানস্য সাযুজ্যস্য বা সার্ষ্ট্যাদের্বা ব্রহ্মলোকাদের্বা দ্বারং, তৎপ্রাপকমিত্যর্থঃ। অর্চিমৎ অর্চীংষি ময়ূখাঃ অস্য সন্তীতি অর্চিমৎ, অর্চিষ্মদিত্যর্থঃ। ছান্দসঃ সকারলোপঃ। ময়ূখাঃ কিরণাঃ। পবিত্রং স্বয়ম তিশুদ্ধম্, অন্যশুদ্ধিহেতুশ্চ। "জ্যোতিষ্মদ্ভ্রাজমানং মহস্বৎ" ইত্যাম্রেড়নং অর্চিষ্মৎ স্তত্যর্থম্। যদ্বা—

ত্রিখণ্ডং মাতৃকাচক্রং সোমসূর্য্যানলাত্মকম্। ইতি বক্ষ্যতে। "অর্চিষ্মৎ" ইত্যনেন আগ্নেয়ান্যর্চীংষ্যষ্টোত্তরশতং কথ্যন্তে। "জ্যোতিষ্মৎ" ইত্যনেন ঐন্দবানি ষট্‌ত্রিংশদুত্তরশতং জ্যোতীংষি নির্দ্দিশ্যন্তে। "মহস্বৎ" ইত্যনেন ভানবীয়ানি ষোড়শোত্তরশতং মহাংসি কিরণাঃ সংগৃহ্যন্তে। এতচ্চ "ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ" † ইতি

আজ্ঞানামক চক্রের উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শূন্যাকার স্থান আছে, সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, ঐ শক্তির নিম্নপ্রদেশে প্রকাশমান সহস্রদলপদ্ম সুশোভিত রহিয়াছে। উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোহর এবং উহার কেশর সকল প্রাতঃকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান্। এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদ্‌বর্ণাত্মক ও নিতানন্দস্বরূপ। এই সহস্রদল-কমলের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা প্রকাশিত আছেন; তাঁহার জ্যোৎস্নারাশি পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ত্রিকোণ-যন্ত্র এবং তন্মধ্যে দেবগণের গুরুস্বরূপ পরম গোপনীয় শূন্যস্থান চিন্তা করিবে। ঐ শূন্যস্থান পরম আনন্দ-ভোগের মূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্। গগনরূপী পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব এই স্থলে বিরাজিত আছেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ ও জীবগণের মোহতিমির-ধ্বংসের একমাত্র হেতু। নিখিল সুখের আশ্রয়স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর সেই পরমশিব ঐ সহস্রার-কমলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিরন্তর বিমলমতি যোগিগণকে অমৃতধারা প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। শিবপরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহস্রার-পদ্মকে শিবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবেরা উহাকে পরমপুরুষ হরির স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরের পদ, দেবীর চরণপদ্ম-ভক্তেরা শক্তিস্থান এবং অপর কতিপয় ঋষি উহাকে প্রকৃতিপুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সহস্রদলকমলাভ্যন্তরে অমা-নাম্নী ষোড়শী চন্দ্রকলা বিদ্যমান আছে। ঐ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্তা, নির্ম্মলা, পদ্মতন্তুর শতাংশের একাংশের ন্যায় সূক্ষ্মা ও পরম শ্রেষ্ঠা; উহা তড়িতের ন্যায় কোমলা, নিত্য প্রকাশমানা ও অধোমুখী। উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম

* ত, ব্রা, ৩।১২।৩ † ৪১ শ্লোকঃ।

শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। অমৃতস্য ধারাঃ সুধাপ্রবাহান্ বহুধা বহুপ্রকারেণ দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেষু দোহমানং কিরৎ, চন্দ্রমণ্ডলগতসুধা-ধারাপ্রবাহাৎ স্বনির্ণেজনপবিত্রিতান্ বর্ষদিত্যর্থঃ। তচ্চরণং, চরণশব্দো নপুংসকঃ, "পদস্ত্রিশ্চরণোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ। নঃ অস্মান্ সাধকান্ লোকে প্রপঞ্চে সুখিতান্ তৃপ্তান্, যদ্বা—সঞ্জাতবুদ্ধিপ্রকাশান্ সুধিয়ঃ, কৃত্বা দধাতু পুষ্ণাতু।

নম্বয়ং মন্ত্রঃ অপাবাম্বিষ্টিষু যাজ্যাত্বেনাম্নাতঃ। মন্ত্রাণাং সমবেতার্থপ্রকাশন-শীলত্বাৎ, "চরণায় স্বাহা" ইতি চতুর্থ্যর্থোপহিতশব্দস্যৈব দেবতাত্বাৎ, এতদ্ব্যাখ্যানং ন সংগচ্ছত ইতি চেৎ—

উচ্যতে—অত্রাহুঃ ভগবৎপাদাঃ—

সিদ্ধমন্নং পরিত্যজ্য ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ।

ইতি। অয়মাশয়ঃ—বেদস্য সকর্তৃকত্বাসিদ্ধেঃ ফলদানসমর্থত্বেন সর্ব্ববিদ্বদভিমতং বৃদ্ধব্যবহারাবসিতশক্তিকং "লোকস্য দ্বারম্" ইত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টত্বার্হং ভগবত্যা-শ্চরণমেব "চরণায় স্বাহা" ইত্যত্র চরণশব্দেনাভিধীয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ইন্দুমণ্ডলাত্মকং শ্রীচক্রমিত্যুক্তম্। তদেব শ্রীচক্রমুপদিশতি—

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কুণ্ডলিন্যা আরোহণমুক্ত্বা অবরোহণ-মাহ সুধাধারাসারৈরিত্যাদি। হে দেবি! পুনরপি রসাম্নায়মহসা ষট্চক্রতেজসা উপলক্ষিতা সতী অর্থাত্তেনৈব পথা স্বাং ভূমিং নিজবসতিস্থানং মূলাধারং অবাপ্য। তথা চ শ্রুতিঃ,—"পার্থিবাপস্তৈজসবায়ব্য-নভসনামানি ষট্চক্রাণি শাম্ভবাম্নায়মি"তি। স্বং আত্মানং স্বশরীরং ভুজগনিভং সর্পাকারং অধ্যুষ্টবলয়ং সার্দ্ধত্রিবলয়ং কৃত্বা কুলকুণ্ডে আধারপদ্মাধস্ত্রিকোণে স্বপিষি নিদ্রাসি। কুলকুণ্ডে কিন্তুতে? কুহরিণি সচ্ছিদ্রে। এতেন কুণ্ডলিন্যাঃ সর্পাকৃতিত্বাৎ কুলকুণ্ডলস্য সর্পশয়নযোগ্যতা সূচিতা। কিং কুর্ব্বতী? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ অমৃতবৃষ্টিসম্পাতৈঃ প্রপঞ্চং

অমাকলার মধ্যস্থলে নির্ব্বাণ-সংজ্ঞক একটি কলা বিরাজিতা আছে। ঐ কলা কেশাগ্রের সহস্রাংশের একাংশবৎ সূক্ষ্মা, দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, চন্দ্রকলাকারা, জীবগণের জ্ঞানলাভের একমাত্র কারণ, ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও মাহাত্ম্যবতী। ইহাকেই মহাকুণ্ডলিনী বলে; এই কলা ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়। ঐ নির্ব্বাণকলার মধ্যে পরমনির্ব্বাণশক্তি অবস্থিতা। তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, ত্রিভুবনের জননী, কেশাগ্র হইতে সূক্ষ্মা, পরম গুহ্যা, জীবকুলের জীবনস্বরূপা, নিরন্তর শিবসঙ্গম হেতু প্রণয়গর্ব্বা। ঐ নির্ব্বাণশক্তির মধ্যস্থলে নির্ম্মল, নিত্যানন্দ-স্বরূপ, পরম আনন্দাস্পদ, যোগিজনগম্য এক শিবস্থান আছে। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রহ্মপদ, কোন কোন ব্যক্তি বৈষ্ণব-পদ, কোন কোন সুধী হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মোক্ষ-পদের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ষট্‌চক্রাত্মকং দেহং সিঞ্চন্তী। তথা চ—শ্রীমত্যাশ্চতুশ্চরণং বর্ণয়তি। শুক্ররক্ত-মিশ্রনির্ব্বাণসংজ্ঞঃ সত্ত্বরজস্তমোঽতীতগুণপ্রধানম্। তত্র শুক্ররক্তয়োরাজ্ঞাচক্রং স্থানং মিশ্রস্য হৃৎকমলং নির্ব্বাণস্য সহস্রারম্। তদুক্তং ভগবতা দত্তাত্রেয়েণ ;—ভ্রমধ্যগৌ বিধিহরী তব রক্ত-শুক্লৌ, পাদৌ রজোঽমলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। সৃষ্টিস্থিতী বিতনুতে হৃদয়ে তৃতীয়মঙ্ঘ্রিং ভজন্ হরতি বিশ্বমুদগ্রবীর্য্যঃ। তুর্য্যং তবাঙ্ঘ্রি-কমলং নিরুপাধিবোধং, সান্দ্রামৃতং শিবপদে সততং নমামি ॥ শ্লোকদ্বয়েন শ্রীমত্যাঃ কুণ্ডলিন্যাঃ রোহাবরোহৌ লিখিতৌ। তথা চ গৌতমীয়ে,—"মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্র-যন্ত্রার্চ্চনাদিকম্।" শ্রীমাধ-বাচার্য্যপাদাঃ,—"প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিণী। আধারশক্তিঃ সা জ্ঞেয়া ত্বগাদিধাতুনির্ম্মিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়েদ্দ্বাদশারং বিকস্বরম্। যোনি-স্তৎকর্ণিকামধ্যে কুলমাতৃময়ী স্থিতা। বামকোষ্ঠাদিড়া নাড়ী তস্যাং গচ্ছতি চন্দ্রমাঃ। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তস্যাং গচ্ছতি ভাস্করঃ। ঊর্দ্ধকোষ্ঠাৎ সুষুম্নাখ্যা ধুস্তূর-কুসুমাকৃতিঃ। তন্মধ্যে চিত্রিণী ধ্যেয়া পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপিণী ॥ তদ্‌বর্ণব্রহ্মপদবী বিসতন্তু-তনীয়সী। মধ্যমেরুগতা নিত্যং সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রকম্। যোনৌ ভ্রমতি রক্তাভো বিন্দুঃ কন্দর্পসংজ্ঞকঃ। তস্মাচ্ছিখা সমুদ্ভূতা স্থিরবিদ্যুল্লতাসমা। তদূর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিঃ স্বয়ম্ভু-মুখবোধিনী। মূলাব্জকর্ণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতম্। ধ্যায়েল্লিঙ্গমধোবক্ত্রং লোহিতং বন্ধুজীববৎ ॥" শারদায়ান্তু,—"আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্। জ্যোতিষাং মন্দিরং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ। অত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পরি-স্ফুরতি সর্ব্বাত্মা সুষুপ্তভুজগাকৃতিঃ ॥" গৌতমীয়ে,—"গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং ক্রমাত্তাঞ্চ প্রবর্দ্ধয়েৎ। লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ। শম্ভুনা তাং পরাং শক্তি-মেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ। তত্রোত্থিতামৃতং যত্তদ্দ্রুতলাক্ষারসোপমম্। পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্। ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃত ধারয়া। আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ ॥" অত্র বিমলাবীজমুদ্ধরন্তি।—অবাপ্যশব্দাৎ মকারঃ। যুগলশব্দাৎ লকারঃ। ভূমিং-শব্দাদূকারানুস্বারৌ। এতেন ম্লূঁ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ পূর্ব্বক * সহস্রারে গমন করিয়া যখন পরমশিবের সহিত সংমিলিতা হও, তখন তোমার পাদ-পদ্মযুগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণ দ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতা-গণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তর্পিত করিতে করিতে পুনর্ব্বার তুমি সেই কুলপথ

---

* পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থ এই স্থলে ষট্‌চক্র-ভেদের প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। ষট্‌চক্র ভেদ করত কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া পরমশিবের

দ্বারাই মূলাধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি সর্পরূপিণী করিয়া মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গে নিদ্রিত হইয়া থাক ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার বিমলাবীজ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—অবাপ্য-শব্দে মকার, যুগলশব্দে লকার, ভূমিং শব্দে উকার ও অনুস্বার। ইহা দ্বারা ম্লূং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥

চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি,
প্রভিন্নাভিঃ শম্ভোর্নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ।
* ত্রয়শ্চত্বারিংশদ্‌বসুদলকলাশ্ব†-ত্রিবলয়-
ত্রিরেখাভিঃ সার্দ্ধং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥১১॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—চতুর্ভিঃ চতুঃসংখ্যাসংখ্যেয়ৈঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ—শৃণাতি হিনস্তীতি শ্রীঃ বিষং কণ্ঠে যস্যাসৌ শ্রীকণ্ঠঃ হরঃ। তে কোণা অপি শ্রীকণ্ঠাঃ। তাদাত্ম্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ। অতএব বহুবচনসিদ্ধিঃ। শ্রীকণ্ঠাত্মকৈরিত্যর্থঃ। শিবযুবতিভিঃ শক্তিভিঃ পূর্ব্ববদ্বহুবচনসিদ্ধিঃ। শক্ত্যাত্মকৈরিত্যর্থঃ। পঞ্চভিঃ। অপি-শব্দো ভেদে। প্রভিন্নাভিঃ প্রকর্ষেণ ভিন্নাভিঃ—প্রকর্ষস্তু শিবশক্তিচক্রমধ্যে বৈন্দবস্থানস্য বিদ্যমানত্বাৎ। এতচ্চ সময়মতেন সৃষ্টিক্রমেণ পঞ্চচক্রলেখনে জ্ঞেয়ম্।

সহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুবীজ (যং) উচ্চারণ পূর্ব্বক বামনাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করত মূলাধারস্থিত কন্দর্পবায়ু উদ্দীপিত করিয়া, পরে বহ্নিবীজ (রং) উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিকৃস্থিত অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। তৎপরে বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং হূঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিত হইয়া উঠিবেন। পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচিত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে যিনি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মমার্গ রোধ করিয়া নিদ্রিতা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন এবং আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা দ্বারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে কুলকুণ্ডলিনী প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবেন।

যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধগমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় মূলাধারস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। মহীমণ্ডল লয়প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং-বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শুভ্র মূলাধারপদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখ ও মুদ্রিত অবস্থায় আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া যখন যে পদ্মে গমন

---

* চতুরিতি। † কলাশ্র।

কৌলমতেন সংহারক্রমেণ নবযোনিচক্রলেখনে ঊর্দ্ধাধোমুখতয়া অবস্থিতেঃ প্রভিন্নত্বং জ্ঞেয়ম্। তেনোভয়ং পৃথক্ পৃথক্ স্থিতমিত্যর্থঃ। শম্ভোঃ ইতি পঞ্চমী। শম্ভু-শব্দেন চত্বারঃ শ্রীকণ্ঠাঃ উচ্যন্তে। নবভিঃ নবসংখ্যৈঃ। অপিশব্দো বক্ষ্যমাণ-বাহুল্যং সমুচ্চিনোতি। মূলপ্রকৃতিভিঃ প্রপঞ্চস্য মূলকারণৈঃ। অতএব তেষাং যোনিশব্দেন ব্যবহারঃ। নবযোনয়ো নবধাত্বাত্মকাঃ। তথা চোক্তম্ কামি-কায়াম্ :—

> ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিধাতবঃ শক্তিমূলকাঃ।
> মজ্জাশুক্র(ক্ল)প্রাণজীবধাতবঃ শিবমূলকাঃ॥
> নবধাতুরয়ং দেহো নবযোনিসমুদ্ভবঃ। *
> দশমী যোনিরেকৈব † পরা শক্তিস্তদীশ্বরী॥

ইতি দশমী যোনিঃ বৈন্দবস্থানম্। তদীশ্বরী তস্য দেহস্যেত্যর্থঃ।

করিবেন, তখন সেই পদ্মই ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদায় পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হয়। অতঃপর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণ কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথ্বীবীজ জলমণ্ডলে লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিতে থাকিবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণিপূরে উত্থিত হইবেন। সেই সময় চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং বংবীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে, বহ্নিও রং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিতে প্রথমতঃ সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক কৃশ হইয়া পড়েন এবং সাধকের উদরাময় রোগ জন্মে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। রং-বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও যংবীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি, ইহা ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধচক্রে উত্থিত হইবেন। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং যং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশও হং এই বীজে পরিণত হইবে।

---

* "জীবধাতুর্নাম জীবাধিষ্ঠানত্বাৎ ওজোধাতুরেব জীবধাতুরিত্যুচ্যতে। তদুক্তং বাগ্‌ভটেন—রসাদিশুক্রান্তানাং ধাতূনাং প্রসাদশ্রেষ্ঠো জীবাধারভূতো ধাতুঃ ওজ ইতি" ইত্যয়মধিকো ব্যাখ্যানরূপঃ পাঠঃ তৎ-পুস্তকে দৃশ্যতে।

† "দশমো ধাতুরেকৈব" ইতি পাঠান্তরম্।

এবং পিণ্ডাণ্ডমুৎপন্নং তদ্বদ্‌ব্রহ্মাণ্ডমুদ্ভবৌ।
পঞ্চ ভূতানি শাক্তানি মায়াদীনি শিবস্ত তু॥
মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ।
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি তত্রৈবান্তর্ভবন্তি তে॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিতন্মাত্রাঃ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যন্তে।

শিবশক্ত্যাত্মকং বিদ্ধি জগদেতচ্চরাচরম।

চরং পিণ্ডান্তং, অচরং ব্রহ্মাণ্ডং ইত্যর্থঃ।

কেচিত্তু একপঞ্চাশত্তত্ত্বান্যাহুঃ। তথাহি—

পঞ্চ ভূতানি তন্মাত্রপঞ্চকং চেন্দ্রিয়াণি চ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥
ত্বগাদিধাতবঃ সপ্ত পঞ্চ প্রাণাদিবায়বঃ।
মনশ্চাহংকৃতিঃ খ্যাতির্গুণাঃ প্রকৃতিপূরুষৌ॥
রাগো বিদ্যা কলা চৈব নিয়তিঃ কাল এব চ।
মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ॥
শক্তিশ্চ শিবতত্ত্বং চ তত্ত্বানি ক্রমশো বিদুঃ॥

অনন্তর কুণ্ডলিনী যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন চক্রস্থ দেবতা সকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং আকাশবীজ মনশ্চক্রে লয় পাইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরমশিবে সংমিলিতা হয়েন।

পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদলপদ্ম ভেদ করত যেমন উত্থিত হইতে থাকিবেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়া থাকেন।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইবেন, তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপস্থিতা হইবেন, তখন শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন এবং তৎকালে মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধচক্রে উপনীতা হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনীশক্তি ও বর্ণ প্রভৃতি

ইতি। এতান্যেকপঞ্চাশত্তত্ত্বানি বায়ব্যসংহিতাদিশৈব-পুরাণেষু সর্ব্বেষু প্রতিপাদিতানি। অস্যার্থঃ—পঞ্চ ভূতানি পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মকানি কার্য্যকারণরূপেণাবস্থিতানি। গন্ধাদিতন্মাত্রপঞ্চকং পৃথিব্যাদীনাং কারণভূতম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাত্মকানি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মকানি। ধাতবঃ ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোহস্থিমজ্জাশুক্রাণি। বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। মনঃ মননাত্মিকা শক্তিঃ। অহঙ্কৃতিঃ অহঙ্কারজনিকা শক্তিঃ। খ্যাতিঃ জ্ঞানম্। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। প্রকৃতিঃ মূলপ্রকৃতিঃ। পুরুষো জীবঃ। রাগঃ ইচ্ছা। বিদ্যা জনিতবিকল্পজ্ঞানম্। কলাঃ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসঙ্খ্যাকাঃ। নিয়তিঃ নিয়ামিকা শক্তিঃ। কালঃ সংহরণশক্তিঃ। মায়া ঐন্দ্রজালিকাদিজ্ঞানম্ *। শুদ্ধবিদ্যা মোচকজ্ঞানম্। মহেশ্বরঃ রজোগুণাবিষ্টঃ সৃষ্টিকর্ত্তা। সদাশিবঃ সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা। শক্তিঃ মহেশ্বরসদাশিবয়োঃ রক্ষণসর্জ্জনশক্তিঃ। চকারাৎ কালাত্মিকা † সংহারিণী শক্তিশ্চ। শিবতত্ত্বং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপম্। এতেষু সর্ব্বেষু তত্ত্বেষু কতিচন তত্ত্বানি কুত্রচিদন্তর্ভবন্তি। ত্বগাদিসপ্তধাতবঃ ভূতেষ্বন্তর্ভবন্তি। প্রাণাদিবায়বঃ বায়াবন্তর্ভবন্তি। অতো ভূতেষ্বেব

আবির্ভূত হইতে থাকিবে। হং-বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে এবং আকাশ হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এইরূপে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা প্রভৃতি সৃষ্টিপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া অনাহতচক্রে উপস্থিতা হইবেন। এই সময় চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। যং-বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে রং এই বহ্নিবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূরে প্রতিগমন করিবেন। তৎকালে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। পরে রং-বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই বরুণবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। তৎপরে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতা-সকল ও বর্ণাদি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে এবং বং-বীজ হইতে জল ও জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতাসকল ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে এবং লং এই বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে। অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার অবরোধপূর্ব্বক নিদ্রিতা হইয়া থাকিবেন। তৎকালে জীবাত্মাও পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন।

* "কাম্যজ্ঞানং" ইতি চ পাঠঃ।

† "কালস্য সংহারিণী—" ইতি পাঠান্তরম্।

তেষামন্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারস্য মনস্যন্তর্ভাবঃ। খ্যাতের্বিদ্যায়ামন্তর্ভাবঃ। গুণানাং প্রকৃতাবন্তর্ভাবঃ। প্রকৃতেস্তু শক্তাবন্তর্ভাবঃ। পুরুষস্য মহেশ্বরেঽন্তর্ভাবঃ। কলায়াঃ শুদ্ধবিদ্যায়ামন্তর্ভাবঃ। নিয়তেস্তু শক্তাবেবান্তর্ভাবঃ। কালস্য মহেশ্বরে সদাশিবে চান্তর্ভাবঃ। শক্তেস্তু শুদ্ধবিদ্যায়ামন্তর্ভাবঃ। শিবতত্ত্বস্য সদাশিব-তত্ত্বেঽন্তর্ভাবঃ। ইতি তত্ত্বানি পঞ্চবিংশতিরেব—পঞ্চভূতানি তন্মাত্রপঞ্চকং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনস্তত্ত্বং, মায়াবিশুদ্ধবিদ্যামহেশ্বরসদাশিবাত্মকানি চত্বারি। এতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি সর্ব্বসম্মতানি; শ্রুত্যনুগৃহীতত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি" * ইতি। অতশ্চ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানীত্যাদিতত্ত্ব-বিকল্পঃ শ্রুত্যনুসারেণ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপর ইত্যনুসন্ধেয়ম্। অতশ্চ সর্ব্বতত্ত্বাতীতং শিবশক্তিসম্পুটম্। তস্মাদেব জগদুৎপত্তিঃ। তদুক্তম্ সুভগোদয়ে—

পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তঃ স্যাৎ পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্‌যদি॥

ইতি। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি। তত্তু সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপ-পাদিতমস্মাভিরিতি অলমতিবিস্তরেণ। প্রকৃতমনুসরামঃ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ এতৎসংখ্যাভিঃ বসুদলকলাশ্রত্রিবলয়ত্রিরেখাভিঃ। বসবোঽষ্টৌ, তেন বসুশব্দেন অষ্টসংখ্যা লক্ষ্যতে। বসুদলং অষ্টদলম্। কলাশ্রং—কলাঃ ষোড়শ। তেন কলাশব্দেন ষোড়শসংখ্যা লক্ষ্যতে। অশ্রশব্দেন দলং লক্ষ্যতে। অতঃ কলাশ্রং ষোড়শদলমিত্যর্থঃ। ত্রিবলয়ং ত্রয়াণাং বলয়ানাং সমাহারঃ ত্রিবলয়ং, ত্রিমেখলমিত্যর্থঃ। ত্রিরেখাঃ প্রাকারবলয়াকাররেখাঃ, ভূপুরত্রয়মিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভূপুরত্রয়ং চতুর্দিক্ষু দ্বারযুক্তম্। তথা চোক্তম্—

বিন্দুত্রিকোণবসুকোণদশারযুগ্মমন্বশ্রনাগদলসংযুতষোড়শারম্।
বৃত্তত্রিভূপুরযুতং পরিতশ্চতুর্দ্বাঃ শ্রীচক্রমেতদুদিতং পরদেবতায়াঃ॥

ইতি। শ্রুতিরপি—

সতদ্বাঽট্টারগমং তা। সংহার্যং নগরং তব॥ †

ইতি। অস্যার্থঃ—সতদ্বা, চতুর্দ্বারমিত্যর্থঃ ছান্দসো বর্ণলোপশ্চ। অট্টারগমং অট্টারৈঃ প্রাকারবলয়ৈঃ ত্রিভিঃ অগমং দুর্গমম্। তা তানীমানি ভূতানি। ভগ-বতি! তব নগরং পুরং শ্রীচক্রাত্মকং সংহার্যং সংহারকমিত্যর্থঃ। পৃথিব্যাদি-মহেশ্বরান্তানি তত্ত্বানি তত্রৈব লীয়ন্ত ইতি তাৎপর্য্যম্।

* তৈ, আ, ১।২।৬ † তৈ, আ, ১।৩১

কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে—সংহার্যং সংহারক্রমেণ লেখনীয়মিতি। তন্ন, কৌলমত এব সংহারক্রমেণ চক্রস্য লেখনীয়ত্বাদিতি। প্রকৃতমনুসরামঃ—

তাভিঃ সার্দ্ধং সহ তব ভবত্যাঃ শরণকোণাঃ শরণং গৃহং বৈন্দবং মন্দিরং, তচ্চ কোণাশ্চেতি দ্বন্দ্বসমাসঃ। ততঃ কোণাশ্চতুশ্চত্বারিংশদিত্যর্থঃ।

নন্থ বিন্দুত্রিকোণেত্যাদিক্রমেণ ত্রিকোণবিন্দুভ্যাং যোগে ষট্‌চত্বারিংশৎকোণাঃ বিন্দুপরিত্যাগে পঞ্চচত্বারিংশৎকোণা ইতি চেৎ—

সত্যং, প্রস্তারবশাৎ ত্রিকোণস্যাধঃস্থিতং কোণদ্বয়মষ্টকোণে অন্তর্গতম্। ততশ্চ কোণাঃ ত্রিচত্বারিংশদেবেতি।

শরণেন সার্দ্ধং কোণা ইতি দ্বন্দ্বসমাসগত্যা ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা—ত্রয়শ্চত্বারিংশদিতি পাঠান্তরম্। তত্র স্পষ্ট এবার্থঃ। পরিণতাঃ পরিণামং প্রাপ্তাঃ। অয়মর্থঃ—ত্রিকোণাষ্টকোণদশকোণ-যুগল-চতুর্দশকোণাত্মকানি শক্তিচক্রাণি। অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রয়ভূপুরত্রয়াত্মকানি চত্বারি শিবচক্রাণি। ত্রিকোণে বসুদলং বসুকোণে ষোড়শদলং দশারযুগ্মে মেখলাত্রিতয়ং ভুবনাশ্রকে ভূগৃহং অন্তর্ভূতমিতি পরিণতমিত্যুচ্যতে। এতচ্চ পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ শম্ভোঃ সকাশাৎ প্রভিন্নাভিঃ পঞ্চভিঃ শিবযুবতিভিঃ নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ তব শরণকোণাঃ বসুদলকলাশ্রত্রিবলয়ত্রিরেখাভিঃ সার্দ্ধং পরিণতাঃ সন্তঃ চতুশ্চত্বারিংশদিতি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—অস্মিন্ চক্রে অষ্টাবিংশতির্ম্মর্ম্মস্থানানি। সন্ধয়স্ত চতুর্বিংশতিঃ।

নন্থ মর্ম্মাণি চতুর্বিংশতিরেব, কথং অষ্টাবিংশতিঃ?

দ্বিরেখাসঙ্গমস্থানং সন্ধিরিত্যভিধীয়তে।
ত্রিরেখাসঙ্গমস্থানং মর্ম্ম মর্ম্মবিদো বিদুঃ॥

ইতি।

উচ্যতে—অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রয়ভূপুরত্রয়াণাং শিবচক্রাণাং ত্রিরেখাসঙ্গমস্থানাভাবেঽপি বাচনিকী মর্ম্মসংজ্ঞা। যথোক্তং চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যায়াম্ঃ—

মন্বশ্রদ্বিদশারাষ্টকোণবৃত্তচতুষ্টয়ম্।
অষ্টাবিংশতিমর্ম্মাণি চতুর্ব্বিংশতিসন্ধয়ঃ॥

ইতি। অস্যার্থঃ—চতুর্দ্দশকোণে দশারযুগ্মে অষ্টকোণে চ ত্রিরেখাসঙ্গমস্থানগণনায়াং চতুর্বিংশতিমর্ম্মস্থানানি বৃত্তচতুষ্টয়েন শিবচক্রাত্মকেন সার্দ্ধং অষ্টাবিংশতিরিতি।

এতৎসর্ব্বং চক্রলেখনাপরিজ্ঞানে জ্ঞাতুং দুঃশকমিতি চক্রলেখনপ্রকারো

নিরূপ্যতে। স চ দ্বিপ্রকারঃ, সৃষ্টিক্রমেণ সংহারক্রমেণ চেতি। সংহারক্রমেণ লেখনং কৌলমার্গ এব। তথাঽপি নবযোনিপরিজ্ঞানার্থং স প্রকারো নিরূপ্যতে।

সংহারক্রমেণ তাবৎ—পুরতো বৃত্তমালিখ্য, বৃত্তমধ্যে নব রেখাঃ লিখিত্বা, পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য, স্বাপেক্ষয়া ষষ্ঠ্যা রেখয়া যোজয়েৎ। এবং প্রাগ্রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া সপ্তম্যা রেখয়া যোজয়েৎ। পশ্চিমদ্বিতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ। প্রাগ্দ্বিতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ। ততঃ প্রাক্পশ্চিমতৃতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্কোণ * মালিখেৎ। ষট্কোণমধ্যস্থিতহ্রস্বরেখাত্রিতয়ে পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ। এবং প্রাগ্রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ। মধ্যস্থিতাতিহ্রস্বরেখপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া তৃতীয়রেখয়া যোজয়েৎ। এবং চতুর্বিংশতিমর্ম্মাণি, চতুর্বিংশতিসন্ধয়ঃ, নবযোনিচক্রম্। এতৎ কৌলমতরহস্যম্।

সৃষ্টিক্রমস্তু সময়মার্গঃ। স চ নিরূপ্যতে—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য, মধ্যে বিন্দুং নিক্ষিপ্য, বিন্দোরুপরি ত্রিকোণং ভিত্ত্বা ত্রিকোণান্তরং প্রাগগ্রং বিলিখ্য, প্রথমত্রিকোণাগ্রাৎ ত্রিকোণান্তরং পশ্চিমাভিমুখং বিলিখেৎ। এবং অষ্টকোণচক্রমুৎপন্নম্। এতস্মাদেব দশারমুৎপাদয়েৎ। তদ্যথা—অষ্টকোণপ্রাক্পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্কোণমুৎপাদ্য বিদিগ্গতমর্ম্মস্থানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ চতুরস্ত্রিকোণামুৎপাদ্য অষ্টকোণগতযোনেরুপরি দক্ষিণোত্তরায়তরেখা ঈশানাগ্নিকোণত্রিকোণেষু যোজয়েৎ। এবং পশ্চিমতো যোজয়েৎ। দশারং ভবতি। এতস্মাদেব দশারাৎ পুনঃ দশারান্তরং উক্তরীত্যা উৎপাদয়েৎ। এতস্মাদেব দশারাচ্চ চতুর্দ্দশারমুৎপাদয়েৎ। তদ্যথা—প্রথমদশারপূর্ব্বপশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্কোণমুৎপাদয়েৎ। ষট্কোণগতমর্ম্মস্থানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদয়েৎ। ততঃ উপরিস্থিতমর্ম্মচতুষ্টয়াৎ দশারন্যায়েন ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদ্য প্রাক্পশ্চিমরেখা মেলয়েৎ। এবং ত্রয়শ্চত্বারিংশৎকোণাঃ, চতুর্বিংশতিসন্ধয়ঃ, চতুর্বিংশতিমর্ম্মাণি ইতি। এতৎ সময়মতরহস্যম্। অস্মিন্ চক্রে ত্রিকোণমূর্দ্ধমুখং লেখনীয়ম্। কৌলচক্রে ত্রিকোণমধ্যগতো বিন্দুঃ। সময়চক্রে চতুষ্কোণমধ্যগতো † বিন্দুঃ। কৌলচক্রে কোণসংখ্যা নাস্তি, নবত্রিকোণাত্মকত্বাৎ। নবানাং ত্রিকোণানাং মেলনে মর্ম্মসন্ধয় এবোৎপন্নস্ত ইতি মহদ্রহস্যম্।

---

* "পমুৎপাদ্য বৃত্তেন যোজয়েৎ" ইতি কচিৎ পুস্তকে।
† "ষট্কোণ" ইতি কচিৎ পাঠঃ।

উভয়চক্রসাধারণমতঃ ঊর্দ্ধম্—অষ্টদলপদ্মং, ততঃ ষোড়শদলপদ্মং, ততঃ মেখলাত্রিতয়ম্, ততশ্চতুর্দ্বারযুক্তং ভূপুরত্রিতয়ম্। ইতি শ্রীচক্রোদ্ধারো বিজ্ঞাতব্যঃ।

অত্র মেরুপ্রস্তারকৈলাসপ্রস্তারভূপ্রস্তারাঃ ত্রয়ঃ সম্ভবন্তি। মেরুপ্রস্তারো নাম,—নিত্যাষোড়শতাদাত্ম্যম্। কৈলাসপ্রস্তারো নাম,—মাতৃকাতাদাত্ম্যম্। ভূপ্রস্তারো নাম—বশিন্যাদিতাদাত্ম্যম্। এতৎসর্ব্বং "চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ।

অত্র চন্দ্রযামলে বিশেষ উক্তঃ—

পৃশ্নয়ো নাম মুনয়ঃ সর্ব্বে চক্রসমাশ্রয়াঃ।
সেবমানাশ্চক্রবিদ্যাং দেবগন্ধর্ব্বপূজিতাম্॥
অগ্নীষোমাত্মকং চক্রমগ্নীষোমময়ং জগৎ।
অগ্নাবন্তর্বভৌ ভানুরগ্নীষোমময়ং স্মৃতম্॥
ত্রিখণ্ডং মাতৃকাচক্রং সোমসূর্য্যানলাত্মকম্।
ত্রিকোণং বৈন্দবং সৌম্যমষ্টকোণং চ মিশ্রকম্॥
চক্রং চন্দ্রময়ং চৈব দশারদ্বিতয়ং তথা।
চতুর্দশারং বহ্নেস্তু চতুশ্চক্রং চ ভানুমৎ॥
এতৎপ্রসাদাদিন্দ্রাদ্যা বসবোষ্টৌ মরুদ্গণাঃ।
যে যে সমৃদ্ধা লোকেঽস্মিন্ ত্রিপুরাচক্রসেবকাঃ॥
পুরত্রয়ং চ চক্রস্য সোমসূর্য্যানলাত্মকম্।
মহালক্ষ্ম্যাঃ পুরং চক্রং তত্রৈবাস্তে সদাশিবঃ॥

ইতি। ইমমেবার্থং শ্রুতিরপ্যাহ তৈত্তিরীয়কে অরুণোপনিষৎ—"ইমা নুকং ভুবনা সীষধেম" ইত্যারভ্য "ঋষিভিরদাৎ পৃশ্নিভিঃ" † ইত্যন্তা। অরুণোপনিষন্নাম—অরুণায়াঃ ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিকা উপনিষৎ। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যারভ্য "তপস্বী পুণ্যো ভবতি" ‡ ইত্যন্তা অরুণোপনিষৎ অরুণামেব প্রতিপাদয়তি। ইমমর্থং দৃষ্টবান্ অরুণকেতুঃ ঋষিঃ। শ্রুত্যর্থস্তাবৎ :—

ইমা নুকং ভুবনা সীষধেম॥

অস্যার্থঃ—পৃশ্নয়ো নাম মুনয়ঃ পরস্পরং সঙ্গিরন্তে। ইমাং চক্রবিদ্যাম্। নুকং বিতর্কে। ভুবনা ভুবনানি। সীষধেম অবগচ্ছাম। চক্রবিদ্যামুপাশ্রিত্যৈব

* ৩১ শ্লোকঃ। † তৈ আঃ ১।২৭ ‡ তৈ আ ১ প্রশ্নঃ

ভুবনান্তবর্ত্তিষ্ঠন্ত ইতি বিতর্কয়াম ইত্যর্থঃ। যদ্বা—ইমাং চক্রবিদ্যাং ভুবনা ভুবনাত্মতয়া সীষধেম। নু কং পৃচ্ছায়াম্। "নু পৃচ্ছায়াং বিতর্কে চ" ইত্যমরঃ * ॥

ইন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ।

অস্য বাক্যস্যার্থঃ স্পষ্ট এব। চক্রবিদ্যামুপাশ্রিত্যৈব আসত ইতি শেষঃ।

যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চ। আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ সীষধাতু।

অস্যার্থঃ—যজ্ঞমগ্নিষ্টোমাদিকং নঃ অস্মাকং তন্বং তনুং শরীরার্দ্ধং পত্নীমিতি যাবৎ প্রজাং সন্তানম্। চকারাৎ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ। আদিত্যৈঃ মরুদ্গণৈঃ ইন্দ্রঃ সহ চক্রবিদ্যোপাসনাৎ প্রাপ্তপরমৈশ্বর্য্যঃ ইন্দ্রশ্চক্রবিদ্যামস্মাকং উপদিশ্য সীষধাতু সম্পাদিতবান্। প্রাপ্তকালে লোট্।

আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিঃ। অস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্॥

মন্ত্রদ্বয়স্যার্থঃ—তনূনাং পুত্রমিত্রকলত্রাদীনাং অবিতা রক্ষকঃ ভূতু ভবতীত্যর্থঃ। ইন্দ্র এবাস্মাকং যোগক্ষেমসম্পাদক ইতি ভাবঃ।

আপ্লবস্ব প্রপ্লবস্ব।

পৃশ্নয়শ্চক্রবিদ্যাং প্রস্তুবন্তি। আপাদমস্তকং প্লবনং অমৃতনিষ্যন্দসেচনং কুরু। প্রকর্ষেণ প্লবনং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেষু আসেচনং কুরু।

আণ্ডী ভব জ মা মুহুঃ।

আণ্ডী—পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং চ, দ্বিপ্রত্যয়ান্তঃ—ভব, পিণ্ডাণ্ডরূপেণাস্মদীয়েন ব্রহ্মাণ্ডরূপেণ বাহ্যেন ভবদীয়েন প্রাপ্নুহি, ভবৎসাযুজ্যং দেহীত্যর্থঃ। অজ অবগচ্ছ। মুহুর্মামবগচ্ছ, অনুগৃহাণেত্যর্থঃ। "অজ গতৌ" ইতি ধাতোঃ অকারলোপশ্ছান্দসঃ।

সুখাদীন্দুঃ খনিধনাম্।

অস্যার্থঃ—সুখমত্তি আদয়তীতি সুখাদী সুখসম্পাদকঃ ইন্দুঃ চন্দ্রঃ বৈন্দবস্থানগতঃ। খনিধনাং—খং বৈন্দবস্থানমেব নিতরাং ধনং যস্যাঃ সা তাম্। যদ্বা—সুখাদীং সুখপ্রথমাং সুখাত্মিকাম্। দুঃখস্য নিধনং নাশো যত্রেতি দুঃখনিধনাং, অবিজ্ঞাতদুঃখগন্ধামিত্যর্থঃ। যদ্বা—সুখাদীং শোভনেন খেন ইন্দ্রিয়েণ মনসা আদীং আদ্যাং, মনোবেদ্যামিত্যর্থঃ। দুঃখনিধনাং দুঃখানাং দুষ্টেন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাং অগোচরামিতি।

---

* নুঃ পৃচ্ছায়াম্। ভুবনাত্মতয়া কং পৃষ্টং অবগচ্ছাম ইতার্থঃ।
"নু পৃচ্ছায়াং বিতর্কে চ" ইত্যমরঃ—ইতি কার্বেটিনগরমুদ্রিতকোশে।

প্রতিমুঞ্চস্ব স্বাং পুরম্।

স্বাং ভগবতীং পুরং দেহং প্রতিমুঞ্চস্ব অধিতিষ্ঠ।

মরীচয়ঃ স্বায়ংভুবাঃ।

অন্বার্থঃ—স্বয়ং ভগবত্যাঃ সকাশাৎ ভবা উৎপন্নাঃ মরীচয়ো ময়ূখাঃ। সর্ব্বাণি ভুবনানি আবৃত্য বর্ত্তন্ত ইতি বাক্যশেষঃ। সূর্যচন্দ্রাগ্নীনাং প্রকাশকত্বং স্বায়ংভুবমরীচিপ্রসাদাদেবেতি উত্তরত্র বক্ষ্যতে।

যে শরীরাণ্যকল্পয়ন্।

অন্বার্থঃ—যে ময়ূখাঃ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসঙ্খ্যাকাঃ শরীরাণি কালাত্মকানি ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকানি দিনানি, তান্যেব সংবৎসরঃ, সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ * ইতি শ্রুতেঃ।

তে তে দেহং কল্পয়ন্তু।

তে মরীচয়ঃ তে তব ভগবত্যাঃ দেহং কল্পয়ন্তু দেহমাশ্রয়ন্তু।

দেহশব্দেন দেহাবয়বশ্চরণমুচ্যতে। ভবচ্চরণোৎপন্না ইত্যর্থঃ।

মা চ তে খ্যা স্ম তীরিষৎ।

তে তব খ্যা খ্যাতিঃ জ্ঞানং মা চ তীরিষৎ অস্মান্ ন জহাতু, ভবদ্বিষয়জ্ঞানম্ অস্মাকং সদা সিধ্যত্বিত্যর্থঃ।

ইতঃ পরং পূর্ণয়শ্চক্রবিদ্যানুষ্ঠানে ত্বরমাণাঃ পরস্পরং সঙ্গিরন্তে—

উত্তিষ্ঠত মা স্বপ্ত। অগ্নিমিচ্ছধ্বং ভারতাঃ।

(রাজ্ঞঃ সোমস্য তৃপ্তাসঃ। সূর্য্যেণ সযুজোষসঃ॥

ঋচোয়মর্থঃ—হে ভারতাঃ ভায়াং ভারূপায়াং জ্যোতীরূপায়াং চক্রবিদ্যায়ামিতি যাবৎ, রতাঃ উপাসনারতাঃ। যদ্বা—ভারত্যাঃ সরস্বত্যাঃ শ্রীবিদ্যায়াঃ উপাসকাঃ। সামান্যবিহিতপ্রত্যয়স্য বিশেষবাচিত্বাৎ ভারতা ইতি। উত্তিষ্ঠত উপাসনোপক্রমং কুরুত।—মা স্বপ্ত অপ্রমত্তা ভবত। অগ্নিমিচ্ছধ্বং স্বাধিষ্ঠানগতাগ্নিং প্রজ্বলয়ত। রাজ্ঞশ্চন্দ্রস্য। উময়া সহিতঃ সোমঃ। চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত-বৈন্দবস্থানগতত্বাৎ দেব্যাঃ, চন্দ্রস্য সোমশব্দবাচ্যত্বসিদ্ধিঃ। তস্য চন্দ্রস্য নিষ্যন্দৈঃ তৃপ্তাসঃ তৃপ্তাঃ। সূর্য্যেণ অনাহতচক্রবিশুদ্ধিচক্রয়োর্মধ্যে স্থিতেন সূর্য্যেণ সযুজা, অগ্নিচন্দ্রয়োর্মধ্যবর্ত্তিনা ইত্যর্থঃ। যদ্বা—সূর্য্যেণ সযুজা রাজ্ঞা তৃপ্তাস ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশাঃ? উষসঃ প্লুষ্টমায়াময়ক্লেশাঃ। যদ্বা—উষসঃ উষঃকালে ধ্যানরতাঃ, তস্মিন্ কালে ভগবতীনিদিধ্যাসনাদের্বিহিতত্বাৎ।

ইতঃ পরং পূজাসামগ্রীমুপদিশন্তি পৃশ্নয়ঃ—

যুবা সুবাসাঃ।

যুবা দৃঢ়াঙ্গঃ স্বস্থঃ। সুবাসাঃ শুভ্রবস্ত্রঃ। ইদং শুভ্রাভরণ-শুভ্রমাল্যাদীনামুপলক্ষকম্। এবংবিধঃ সন্ পূজয়েদিতি শেষঃ।

শ্রীচক্রস্য স্বরূপং তাবদাহুঃ—

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা।

অষ্টকোণ-দশকোণ-দ্বিতয়-চতুর্দ্দশকোণ-অষ্টপত্র-ষোড়শপত্র-ত্রিবলয়-ত্রিরেখাত্মকানি অষ্টাচক্রাণি যস্যাঃ সা অষ্টাচক্রা। অতএব নবদ্বারা নবানি দ্বারাণি ত্রিকোণরূপাণি যস্যাঃ সা নবদ্বারা।

দেবানাং পূরযোধ্যা।

দেবানামিন্দ্রাদীনাং পূজ্যত্বেন সম্বন্ধিনী পূঃ শ্রীবিদ্যানগরম্। যদ্বা—দীব্যন্তীতি দেবাঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি, তেষাং পুরাধিষ্ঠানম্। যদ্বা—সূর্য্যচন্দ্রাগ্নীনাং পূঃ, সোমসূর্য্যানলাত্মকত্বাৎ শ্রীচক্রস্য। তস্য পুরত্রয়সমষ্টিরূপত্বাৎ পূরিত্যেকবচনসিদ্ধিরিতি ধ্যেয়ম্। অযোধ্যা অসাধ্যা, মন্দভাগ্যানামিতি শেষঃ।

তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ। স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাহবৃতঃ।

অস্যার্থঃ।—তস্যাং পুরি শ্রীচক্রমধ্যে হিরণ্ময়ঃ কোশঃ, সহস্রদলকমলকোশ ইত্যর্থঃ, বৈন্দবস্থানে সহস্রদলকমলকোশস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তস্য কোশস্য জ্যোতিষা স্বর্গো লোকঃ আবৃতঃ। জ্যোতির্লোকঃ স্বর্গলোক ইত্যর্থঃ।

অথ পৃশ্নয়ঃ চক্রবিদ্যোপাসনায়াঃ ফলমাহুঃ—

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদ। অমৃতেনাবৃতাং পুরীম্।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মা চ। আয়ুঃ কীর্ত্তিং প্রজাং দদুঃ।

অয়মর্থঃ।—ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মস্বরূপায়াঃ ভগবত্যাঃ তাং পূর্ব্বোক্তাং অমৃতেন আবৃতাং চন্দ্রমণ্ডলগলৎপীযূষধারাবৃতাং পুরীং শ্রীচক্ররূপাং ত্রিপুরায়াঃ পুরং যো বেদ জ্ঞানপূর্ব্বকমর্চ্চনং করোতি তস্মৈ বিদুষে অর্চকায়, ব্রহ্ম চ ব্রহ্মস্বরূপা ভগবতী, ব্রহ্মা চ ব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্। চকারদ্বয়ং উভয়োর্মেলনং সমুচ্চিনোতি, মিলিতয়োরেব বৈন্দবস্থানে সহস্রারে সুধাসিন্ধুমধ্যে মণিদ্বীপে চিন্তামণিগৃহে নিবাসাৎ। এতৌ উভৌ আয়ুঃ জীবিতং কীর্ত্তিং যশঃ প্রজাং সন্তানং দদুঃ দদ্যাতাং ইত্যর্থঃ। "ব্যত্যয়ো বহুলম্" ইতি বচনব্যত্যয়ঃ।

শিবশক্ত্যোঃ তত্রৈব নিবাসমাহুঃ—

বিভ্রাজমানাং হরিণীম্। যশসা সংপরীবৃতাম্।
পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্মা। বিবেশাপরাজিতা।

ঋচোয়মর্থঃ।—বিভ্রাজমানাং—অনন্তকোটিসংখ্যাককিরণৈরিতি শেষঃ—প্রকাশমানাম্। হরিণীং হিরণ্যবর্ণাং, "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্ * ইতি শ্রুতেঃ। যশসা কীর্ত্ত্যা সম্যক্ পরিবৃতাম্, যে যে লোকে কীর্ত্তিমন্তঃ তে সর্ব্বে ভগবতী-প্রসাদসমাসাদিতকীর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ। তাং বৈন্দবীং পুরং চিন্তামণিগৃহং ব্রহ্মা সদাশিবঃ, "ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্।" † ইতি শ্রুতেঃ, পুংলিঙ্গব্রহ্মশব্দ-সদাশিবশব্দয়োঃ এক এবার্থঃ প্রতীতঃ। বিবেশ অপরাজিতা সাদাখ্যা চন্দ্রকলা বিবেশ। বাক্যদ্বয়েন উভয়োঃ প্রবেশভেদপ্রতিপাদনং "বৈন্দবে চিন্তামণিগৃহে সদাশিবঃ সর্ব্বদা সন্নিহিতঃ; অপরাজিতা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ ষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা ভূয়ো ভূয়ঃ প্রবিশতি" ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্।

শিবশক্ত্যোঃ তস্মিন্ চক্রে অবস্থিতিপ্রকারমাহুঃ—

পরাঙেত্যজ্যাময়ী। পরাঙেত্যনাশকী।

অস্যার্থঃ।—পরাঙ্ অধোমুখী চক্ররূপিণী। শিবশক্ত্যোর্মধ্যে শক্তিঃ অজ্যাময়ী জ্যানিরহিতা নাশরহিতা নিত্যা দুঃখরহিতা আনন্দময়ী বা ইত্যর্থঃ। এতি বর্ত্ততে। যদ্বা—অজ্যাময়ী, জ্যা ভূমিঃ, তেন পঞ্চভূতানি লক্ষ্যন্তে, তন্ময়ী ন ভবতীত্যজ্যাময়ী, মনস্তত্ত্বাদিময়ী, শিবচক্রাত্মকচতুর্যোন্যাত্মিকেতি যাবৎ, শিব-যোনীনাং বৈন্দবস্থানাদধঃ অবাঙ্মুখতয়া অবস্থানাৎ। অনাশকী নাশরহিতা শক্তি-চক্রাত্মকপঞ্চযোন্যাত্মিকা। পরাঙ্ অধোমুখী এতি, শক্তিযোনীনামপি শিবযোন্য-পেক্ষয়া অবাঙ্মুখত্বাৎ। এবং শিবযোনি-শক্তিযোন্যোঃ পরস্পরমবাঙ্মুখত্বং চক্র-লেখনক্রমাদবগম্যতে।

বিদুষঃ ফলমাহুঃ—

ইহ চামুত্র চান্বেতি। বিদ্বান্ দেবাসুরানুভয়ান্।

দীব্যন্তীতি দেবাঃ একাদশেন্দ্রিয়াণি। অসুরাঃ অসবঃ প্রাণাঃ প্রাণাদিপঞ্চ বায়বঃ তান্ রান্তি আদদত ইতি পঞ্চতন্মাত্রা ‡ উচ্যন্তে। উভয়ান্ উভয়ত্র দেবা-সুরেষু অন্বিতান্ মায়াশুদ্ধবিদ্যামহেশ্বরসদাশিবান্। যো বিদ্বান্ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-জাতং বিদিত্বা শিবশক্তি-সংপুটাত্মকং পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববিলক্ষণং ষড়্‌বিংশতত্ত্বং মন্ত্র বেত্তি স বিদ্বান্ ইহ চ ইহ লোকে পূজাতারতম্যবশাৎ অমুত্র চ পরলোকে

* শ্রীসূক্তে। † তৈঃ, উঃ ৪।২১

‡ "মহদাদয়ঃ" ইত্যধিকপাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে।

সার্ষ্টি-সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্যাত্মিকয়া পঞ্চবিধয়া মুক্ত্যা অন্বেতি যুজ্যতে। সার্ষ্ট্যাদিস্বরূপং সপ্রপঞ্চং পুরস্তাৎ (১০০ শ্লোকব্যাখ্যানে) প্রপঞ্চয়িষ্যতে।

অথ (শ্রুতয়ঃ) দেবাসুরোভয়জ্ঞানোপায়মাহুঃ—

যৎ কুমারী মন্দ্রয়তে যদ্যোষিদ্ যৎ পতিব্রতা।
অরিষ্টং যৎকিঞ্চ ক্রিয়তে। অগ্নিস্তদনুবেধতি।

অয়মর্থঃ।—কুণ্ডলিনীশক্তেরবস্থাত্রয়ং বিদ্যতে যস্মিন্ চক্রে কুমারী কুমারাবস্থামাপন্না প্রথমং সুপ্তোত্থিতা মন্দ্রয়তে মন্দ্রস্বরং করোতি—কুণ্ডলিন্যাঃ সর্বাত্মকত্বাৎ। সর্ব্বো হি সুপ্তোত্থানে মন্দ্রস্বরং করোতি, তদ্বদিত্যর্থঃ যদ্ যোষিৎ যস্মিন্ চক্রে কুলযোষিৎ বিষ্ণুগ্রন্থিপর্য্যন্তং গত্বা, রাতীতি শেষঃ।

— কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা রাতি বিষ্ণোঃ প্রভেদনে।

ইতি সনৎকুমারবচনাৎ। যৎ যস্মিন্ চক্রে পতিব্রতা পত্যা সদাশিবেন সার্দ্ধং সহস্রদলকমলে বিহরমাণা। রিষ্টং শুভাভাবং, "রিষ্টং ক্ষেমে শুভাভাবে" ইত্যভিধানাৎ, তদন্যদরিষ্টং শুভং, অমৃতাস্বাদমিত্যর্থঃ, যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তৎ স্বাধিষ্ঠানগতোঽগ্নিঃ অনুবেধতি সহায়ং করোতি। অতশ্চ অভ্যাসবশাৎ বায়ুনা অগ্নিং প্রজ্বাল্য অগ্নিশিখানুবিদ্ধবিলীনচন্দ্রমণ্ডলগলৎপীযূষধারানুভবে। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীতা পরমেশ্বরী ইতি জ্ঞাতুং সুশকমিত্যুপদেশঃ।

চক্রবিদ্যোপাসনং বর্ণিনাম্ আশ্রমিণাং জ্ঞানিনামজ্ঞানিনাং চ ফলদায়কমিত্যভিসন্ধায়াহুঃ (শ্রুতয়ঃ)—অশৃতাসঃ শৃতাসশ্চ। যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ।
স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্তে।

অয়মর্থঃ।—অশৃতাসঃ অপক্বাঃ অক্ষপিতান্তঃকরণকল্মষা ইত্যর্থঃ। শৃতাসশ্চ পক্বাশ্চ—"আজ্জসেরসুক্" ইত্যসুগাগমঃ ক্ষপিতান্তঃকরণকল্মষা ইত্যর্থঃ। যজ্বানঃ যজনশীলাঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ আশ্রমিণশ্চ। অযজ্বনঃ অযজ্বানঃ যাগরহিতাঃ শূদ্রাদয়ঃ। "তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ "* ইতি শ্রুতিঃ ত্রৈবর্ণিকৈকনিয়তাধিকারযজ্ঞশব্দবাচ্যাগ্নিষ্টোমাদিপরা। চক্রবিদ্যোপাসনে শূদ্রাণামপি অধিকারচোদনাৎ, নিষাদস্থপতিবৎ বৈদিকে কর্ম্মণ্যধিকারসিদ্ধেঃ ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। যন্তঃ, ইন্ গতৌ, চক্রবিদ্যামবগচ্ছন্তঃ স্বঃ স্বর্গং নাপেক্ষন্তে।

চক্রবিদ্যোপাসনাব্যতিরেকেণ দেবতান্তরোপাসনায়ামনিষ্টমাহুঃ—

ইন্দ্রমগ্নিং চ যে বিদুঃ সিকতা ইব সংযন্তি।
রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চ।

* তৈ সং ৭।১।১

অয়মর্থঃ।—সুরাসুরমুখ্যবন্দিতচরণারবিন্দায়াঃ সর্ব্বভূতান্তর্যামিণ্যাঃ সর্ব্ব-ব্যাপিন্যাঃ জগদুৎপত্তি-স্থিতিলয়হেতোশ্চক্রবিদ্যায়া অন্যত্বেন ইন্দ্রমগ্নিং, চকারাৎ যমাদিলোকপালান্ পৃথিব্যাদিসদাশিবান্ততত্ত্বানি চ উপাস্যত্বেন যে বিদুঃ তে সিকতা ইব বালুককণা ইব সংযন্তি, পরস্পরং বিরলাঃ ভ্রষ্টা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ রশ্মিভিঃ যমপাশৈঃ, উত্তরপ্রবন্ধে "অপেত-বীত" ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতৈঃ, সমুদীরিতাঃ সংযতা বদ্ধা ভবেয়ুঃ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অস্মাল্লোকাৎ অমুষ্মাল্লোকাচ্চ ভ্রষ্টা ভবেয়ুরিতি শেষঃ। অতএব শ্রুত্যন্তরম্—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। *

অয়মর্থঃ।—অবিদ্যাং বিদ্যাবিরুদ্ধাং জ্ঞানমার্গবিরুদ্ধাম্ ইন্দ্রাদিসেবাং "বাচং ধেনুমুপাসীত"† ইত্যেবমধ্যারোপিতসেবাং চ যে কুর্ব্বতে তে অবিদ্বাংসঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি অন্ধতামিস্রং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। চকারঃ প্রকরণসমাপ্তিদ্যোতকঃ।

'ঋষিভিরদাৎ পৃশ্নিভিঃ।' পৃশ্নিনামভিঃ ঋষিভিঃ এতৎসর্ব্বমদাৎ, অদায়ি। কর্ম্মণি লুঙ্; ছান্দসঃ কর্ম্মণি প্রত্যয়লোপঃ, কর্ত্তৃপ্রত্যয়ব্যত্যয়শ্চ। ঋষিভিঃ পৃশ্নিভিরেব-মুক্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা পৃশ্নিভিঃ সহিত ঋষিসঙ্ঘএবমদাৎ, বাচমিতি শেষঃ, উক্ত-বানিত্যর্থঃ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—চক্রবিদ্যা কৌলমতে এবং সময়াচারমতে এই স্থলে উপদিষ্ট। কৌলমতে সংহারক্রমে এবং সময়াচারমতে সৃষ্টিক্রমে। সংহারক্রমে চক্রলেখনরীতিতে,—প্রথমে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া নব-রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে পশ্চাদ্বর্ত্তি-রেখাগুলির প্রান্তভাগ হইতে ত্রিকোণ উৎপন্ন করিবে ইত্যাদি ক্রম। সৃষ্টিক্রমের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া মধ্যে বিন্দু, বিন্দুর উপরে ত্রিকোণ ভেদ করিয়া অপর ত্রিকোণ এইরূপ ক্রমে চলিবে। শ্রীকণ্ঠ শব্দে ঊর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ-রেখা এবং শিবযুবতিশব্দে অধোমুখী ত্রিকোণ-রেখা। গৃহ (বিন্দুস্থল) ও কোণ—এতদুভয়ের সমষ্টি সংখ্যা—চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪); শ্রীচক্রের (শ্রীবিদ্যাযন্ত্রের) চিত্রদর্শন কর্ত্তব্য। স্বধিষ্ঠানচক্র অগ্নিস্থান এবং মণিপূরচক্র জলস্থান, ইহা লক্ষ্মীধরের ব্যাখ্যায় আছে। তদ্ব্যতীত ৯।১০।১১ শ্লোকের মর্ম্ম অত্রস্থ অনুবাদ সাহায্যে জ্ঞাতব্য; চক্রবিদ্যার প্রমাণ শ্রুতি-সমূহ সংস্কৃত লক্ষ্মীধরকৃত:টীকায় দ্রষ্টব্য। ৯।১০।১১।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ বাহ্যপূজার্থং শ্রীমত্যা যন্ত্রমাহ—চতুর্ভিরিতি। হেমাভৈশ্চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ ঊর্দ্ধমুখীভিঃ, পঞ্চভিঃ শিবযুবতিভিরধোমুখীভিঃ ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রভিন্নাভির্নবভিরূর্দ্ধমুখাধোমুখভেদেন ভেদিতাভিঃ শম্ভোর্ব্বিন্দু-

---

* ঈঃ উঃ ৯। † বৃ ৭।৮।১

রূপস্য মূলপ্রকৃতিভিরাধারভূতাভিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ নিষ্পন্নাঃ। তে কতি-সংখ্যাঃ ইত্যাহ—ত্রয়শ্চত্বারিংশদিতি সংখ্যাঃ। ন হি কেবলং কোণমাত্রেণ চক্র-নিষ্পত্তির্ভবতীত্যাহ—বসুদল(অষ্টদল)-কলাব্জ-(ষোড়শদলাব্জ)-ত্রিবলয়ৈঃ(ত্রিবৃত্তৈঃ)-ভূপূরৈঃ ত্রিভিঃ সার্দ্ধং নিষ্পন্নত্বাদিত্যন্বয়ঃ। এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্রিকোণং ততোঽষ্ট-কোণং ততো দশকোণদ্বয়ং ততশ্চতুর্দ্দশকোণম্। তত্র প্রথমত্রিকোণস্য অষ্টকোণে কোণদ্বয়প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্চত্বারিংশৎকোণাঃ। ততো বৃত্তাষ্টদলং বৃত্ত-ষোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্তং ভূপূরত্রয়মিতি শ্রীচক্রম্। ততোঽন্যত্রাপি স্তোত্রোপ-দেশেন যন্ত্রোদ্ধারঃ।—শ্রীমত্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহ্য-দিকোণযুক্পরচতুর্দ্দশকোণ-যুক্তম্। বৃত্তাষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্ম্মুখমিতি প্রণমামি চক্রম্॥ অত্র বিন্দুশব্দাভাবেঽপি শম্ভুশব্দাদেব বিন্দুর্লভ্যতে। ঊর্দ্ধমুখস্য বহ্ন্যাত্মকতয়া শম্ভো-স্তদাত্মকত্বাৎ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞা। অধোমুখস্য শক্ত্যাত্মকত্বাৎ যুবতিসংজ্ঞা। তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতৌ,—পঞ্চশক্তিচতুর্ব্বহ্নিসংযোগাচ্চক্রসম্ভবঃ। নির্ম্মাণস্তু গুরুমুখাৎ। অত্রাপ্যরুণাবীজমুদ্ধরন্তি। কলাব্জশব্দাজ্জকারঃ। শম্ভোঃ-শব্দাৎ শকারঃ। রেখা-শব্দাদ্রেফঃ। প্রকৃতিশব্দাদীকারঃ। সার্দ্ধংশব্দাদ্বিন্দুঃ এতেন জশ্রীং॥ ১১॥

অনুবাদ।—জননি! চারিটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমুখ ত্রিকোণ, এই নয়টি মূল প্রকৃতি (তাহার বহির্ভাগে ক্রমে) অষ্টদল পদ্ম, ষোড়শদল পদ্ম ত্রিবৃত্ত ভূপূরত্রয় রেখা সহ,—তোমার ভবনের (শ্রীচক্রের) ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ (৪৩) কোণে * পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বহির্ভাগে বৃত্ত অষ্টদল, তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত ষোড়শদল, তাহার বহির্দ্দেশে তিনটি বৃত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে তিনটি ভূপূর অঙ্কিত করিলে শ্রীচক্র নিষ্পন্ন হয় †॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—টীকাকার এ স্থলে অরুণাবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। কলাব্জ শব্দে জকার, শম্ভোঃ শব্দে শকার, রেখা শব্দে রেফ, প্রকৃতি শব্দে ঈকার ও সার্দ্ধং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা জশ্রীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল॥ ১১॥

---

* অগ্রে বিন্দু, পরে ত্রিকোণ, তৎপর অষ্টকোণ, অনন্তর দশকোণদ্বয় এবং তৎপর চতুর্দ্দশকোণ অঙ্কিত করিলে ত্রিচত্বারিংশৎ কোণ হইবে।

† ১১ শ্লোকে 'ত্রয়শ্চত্বা' স্থলে 'চতুশ্চত্বা' 'কলাব্জ' স্থলে 'কলাশ্র' 'ভবন' স্থলে 'শরণ' পাঠ—লক্ষ্মীধরের উল্লিখিত।

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে তুলয়িতুং,
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ।
যদালোকৌ(ক্যৌ)ৎসুক্যাদমরললনা যান্তি মনসা,
তপোভির্দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীম্ ॥ ১২ ॥

সত্ত-টীকা।—ত্বদীয়ং তব সম্বন্ধি ত্বদ্দেহগতমিত্যর্থঃ। সৌন্দর্য্যং লাবণ্যম্। তুহিনগিরিকন্যে তুহিনপ্রধানো গিরিঃ হিমাদ্রিঃ, তস্য কন্যা পুত্রী, তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। তুলয়িতুং তুলয়া সমীকর্ত্তুম্। কবীন্দ্রাঃ বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠাঃ কল্পন্তে শক্নুবন্তি কথমপি কথঞ্চিদপি, ন কল্পন্ত ইত্যর্থঃ। বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা প্রভৃতির্যেষাং তে হরীন্দ্রাদয়ঃ। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ আলোকৌৎসুক্যাৎ আলোকে ভবৎসৌন্দর্য্যালোকে যদৌৎসুক্যং তস্মাৎ, ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, ঔৎসুক্যমবলম্ব্য। যদ্বা—নিমিত্তপঞ্চমী। অমরললনাঃ দেবযোষিতঃ যান্তি প্রাপ্নুবন্তি মনসা অন্তঃকরণেন তপোভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ দুষ্প্রাপাং প্রাপ্তুমশক্যাং, অপির্বিরোধে, গিরিশসাযুজ্যপদবীম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে তুহিনগিরিকন্যে। ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পন্তে। যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ, অমরললনাঃ আলোকৌৎসুক্যাৎ তপোভিঃ দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীং মনসা যান্তি।

অয়মর্থঃ—বাণীপতি-বাচস্পতিপ্রভৃতীনামপি ত্বৎসৌন্দর্য্যং সদৃশান্তরং পরিকল্প্য বর্ণয়িতুমশক্যম্, ত্বৎসদৃশসুন্দরবস্বন্তরাভাবাৎ। উর্ব্বশীতিলোত্তমাদীনামপ্সরসাং ত্বৎসৌন্দর্য্যলেশতুলায়ামপি তৎকোটিপ্রবেশো দূরত এবাপাস্তম্। যতশ্চাপ্সরসঃ ত্বৎসৌন্দর্যদর্শনে পুম্ভাবং প্রার্থয়মানাঃ পুরুষান্তরস্থরধিগমে ত্বৎসৌন্দর্য্যবস্তুনি সদাশিবৈকগম্যে দুর্লভসদাশিবসাযুজ্যমনোরথা বর্ত্তন্তে ইতি। স্বয়মেবাপ্সরসঃ স্বসৌন্দর্য্যে জুগুপ্সিতবত্য ইতি ভাবঃ।

• অত্র অনন্বয়ালঙ্কারো ধ্বন্যতে, লোকে ক্বাপি তুল্যবস্তুনঃ অসম্ভাবাৎ স্বস্য স্বয়মেব তুল্যমিতি প্রতীতেঃ ॥ ১২ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে হৈমবতি! ব্রহ্মা প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে অসমর্থ; কেন না—তোমার সদৃশ সুন্দর বস্তুর সত্তাই নাই। উর্ব্বশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরারাও তোমার রূপের তুলনায় ন-গণ্য, যেহেতু তাহারা অন্যের দুর্লভ তোমার রূপদর্শন আশায় বিবিধতপস্যায় দুর্লভ শিবত্বপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যা ধ্যানফলমাহ ত্বদীয়মিতি। হে তুহিনগিরিকন্যে! হিমালয়কন্যে! ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পন্তে। তব সৌন্দর্য্যস্য উপমারহিতত্বাৎ। তথা হি ব্রহ্মাদয়ো যদ্বর্ণনে অশক্তাঃ, তত্রাস্মাকং কুতোঽধিকারঃ ইতি ভাবঃ। যৎ সৌন্দ · ঔৎসুক্যাৎ নিত্যানুরাগতয়া মনসা আলোক্য ধ্যাত্বা অমরললনা দেবস্ত্রিয়ঃ তপোভি · দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীং যান্তি। শ্রীমত্যা ধ্যানমাত্রেণ সাযুজ্যমুক্তির্ভবতীতি ভাবঃ। পশূনাং দুষ্প্রাপামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র তন্ত্রাচাররহিতানামিত্যর্থঃ। যান্তি সহসেতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র সাযুজ্যেন সম্বন্ধঃ। যদালোক্য শিবসাযুজ্যপদবীং সহসা যান্তি। তত্র বীজমপ্যুদ্ধরন্তি। তুহিনশব্দাৎ হকারঃ। সৌন্দর্য্যশব্দাৎ সকার-যকারৌ। বিরিঞ্চিশব্দেন প্রজেশো লক্ষ্যতে। তেন উকারঃ। ষষ্ঠস্বরস্তথোকারঃ, প্রজেশো নবভৈরব ইতি কোষঃ। ত্বদীয়ং-শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন হসযূঁ॥ ১২॥

অনুবাদ।—হে হিমালয়কন্যে! বিরিঞ্চি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ অতিকষ্টে তোমার সৌন্দর্য্য তুলনা করিতে সমর্থ হয়েন। অমরললনাগণ তোমার ঔৎসুক্যবশতঃ তোমার সৌন্দর্য্য মনে মনে দর্শন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য শিবসাযুজ্য পাইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ 'জানি, শিবসাযুজ্য, তপস্যা দ্বারাও দুর্লভ, কিন্তু কোন উপায়ে যদি শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হই ত', আমরা সর্ব্বদাই দেবীর রূপ দর্শন করিতে পারি,'—সুরসুন্দরীগণও এইরূপ মনে করেন।—সুন্দরীদিগের স্বভাব এই যে, অপরের সৌন্দর্য্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে,—কিন্তু দেবীর সৌন্দর্য্য এত অধিক যে, তাহা দেখিবার জন্যই সুরসুন্দরীগণ লালায়িত, ঈর্ষ্যা করিবে কি? ॥১২॥

তাৎপর্য্য।—টীকাকার এই স্থলে মন্ত্রোদ্ধার করিতেছেন—তুহিন শব্দে হকার, সৌন্দর্য্য শব্দে সকার ও যকার। বিরিঞ্চি শব্দে উকার এবং ত্বদীয়ং-শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা হসযূঁ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল॥ ১২॥

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং,
তবাপাঙ্গালোকে পতিতমনুধাবন্তি শতশঃ।
গলদ্বেণীবন্ধাঃ কুচকলশবিস্রস্তশি(সি)চয়া,
হঠাৎ ত্রুট্যৎকাঞ্চ্যো বিগলিতদুকূলা যুবতয়ঃ॥ ১৩॥

লক্ষ্মীধর-টীকা।—নরং মনুষ্যমাত্রং, বর্ষীয়াংসং অতিবৃদ্ধং, নয়নবিরসং নয়নাভ্যাং বিরসং কাচকামলপটলাদিনেত্রদোষযুক্তম্, নর্ম্মসু জড়ং নর্ম্মসু রতিকলাসু জড়ম্ অতিমূঢ়ম্, তব ভবত্যাঃ অপাঙ্গালোকে কটাক্ষবীক্ষণে পতিতং,

কটাক্ষৈকগোচরমিত্যর্থঃ, অনুধাবন্তি অনুধাবমানাঃ শতশঃ শতসংখ্যাকাঃ—শত-শব্দঃ সংখ্যাতীতোপলক্ষকঃ, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকস্থিতাঃ সর্ব্বা ইত্যর্থঃ। গলদ্বেণীবন্ধাঃ, গলন্তো বেণীবন্ধা যাসাং তাঃ, কুচকলশবিস্রস্তসিচয়াঃ কুচকলশাভ্যাং বিস্রস্তাঃ শিথিলাঃ সিচয়াঃ চেলাঞ্চলা যাসাং তাঃ হঠাত্রুট্যৎকাঞ্চ্যঃ হঠাৎ শীঘ্রং ত্রুট্যন্ত্যঃ গলন্ত্যঃ কাঞ্চ্যো রশনাকলাপাঃ যাসাং তাঃ, বিগলিতদুকূলাঃ স্রস্তনীবীবন্ধাঃ, যুবতয়ঃ তরুণ্যঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং তবাপাঙ্গালোকে পতিতং নরং শতশঃ যুবতয়ঃ গলদ্বেণীবন্ধাঃ কুচকলশবিস্রস্তসিচয়াঃ হঠাত্রুট্যৎকাঞ্চ্যঃ বিগলিতদুকূলাঃ সত্যঃ—তাদৃশং নরং মদনমিতি মত্বেতি শেষঃ—অনুধাবন্তি।

এতাদৃশান্ মাদনপ্রয়োগান্ "মুখং বিন্দুং কৃত্বা" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—নিম্নলিখিত অনুবাদের তুল্য। যে সাধনবিশেষের কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—তাহা মুখং বিন্দু কৃত্বা ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যা অনুকম্পাফলমাহ নরং বর্ষীয়াং-সমিত্যাদি। হে মাতস্তবাপাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনবিষয়ীভূতং নরং শতশো যুবতয়োঽনুধাবন্তি ত্বরয়া গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। কিম্ভূতম্? বর্ষীয়াংসং বৃদ্ধম্। নয়ন-বিরসং চক্ষুঃসত্তারহিতম্। নর্ম্মসু জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম্। যুবতয়ঃ কিম্ভূতাঃ? গলদ্বেণীবন্ধাঃ পতৎকেশবন্ধাঃ। কুচকলশাৎ বিস্রস্তঃ পতিতঃ শিচয়ো বস্ত্রখণ্ডো যাসাম্। হঠাৎ তৎক্ষণাৎ ত্রুট্যৎ পতৎপ্রায়াঃ কাঞ্চ্যো রশনা যাসাম্। বিগলিতং দুকূলং কৌষেয়ং যাসাম্। এতেন শ্রীমত্যাঃ কৃপাবলোকনমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমোঽপি সদ্ভির্ম্মহাপুরুষত্বেনানুমীয়তে ইতি চ সূচিতম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! তুমি যাহাকে কৃপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, কর্ম্মাক্ষম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণীসম্ভোগে অশক্ত হয়, তথাপি যুবতী রমণীগণ (মন্মথবশবর্ত্তিনী হইয়া) তাহার প্রতি ধাবমানা হইয়া থাকে। তৎকালে রমণীদিগের কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া বিগলিতপ্রায় হইতে থাকে, স্তন-মণ্ডল হইতে বসন স্খলিত হয়, কটিভূষণ মেখলা পতিতপ্রায় হইতে থাকে এবং পরিধেয় কৌষেয় বসন বিগলিতপ্রায় হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

---

* ১৯ শ্লোক।

ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিকপঞ্চাশদুদকে,
হুতাশে দ্বাষষ্টিশ্চতুরধিকপঞ্চাশদনিলে।
দিবি দ্বিঃষট্‌ত্রিংশন্মনসি চ চতুঃষষ্টিরিতি যে,
ময়ূখাস্তেষামপ্যুপরি তব পাদাম্বুজযুগম্ ॥ ১৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ক্ষিতৌ পৃথিবীতত্ত্বযুক্তে মূলাধারে ষট্‌পঞ্চাশৎ ষড়ুত্তরপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ, দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ দ্বাভ্যাং সমধিকা পঞ্চাশৎ উদকে উদকতত্ত্বযুক্তে মণিপূরস্থানে, হুতাশে বহ্নিতত্ত্বযুক্তে স্বাধিষ্ঠানচক্রে দ্বাষষ্টিঃ দ্বৌ চ ষষ্টিশ্চ দ্বাষষ্টিঃ। "বিভাষা চত্বারিংশৎপ্রভৃতৌ সর্ব্বেষাম্" ইতি সূত্রেণ দ্বিশব্দাদি-কারস্য আকারঃ। চতুরধিকপঞ্চাশৎ চতুঃসংখ্যয়া অধিকা পঞ্চাশৎ অনিলে বায়ুতত্ত্বযুক্তে অনাহতচক্রে, দিবি আকাশতত্ত্বযুক্তে বিশুদ্ধিচক্রে দ্বিঃষট্‌ত্রিংশৎ দ্বিরাবৃত্তষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যাকাঃ দ্বিসপ্ততিসংখ্যাকা ইত্যর্থঃ, মনসি মনস্তত্ত্বযুক্তে আজ্ঞা-চক্রে চতুঃষষ্টিঃ। ইতি এবম্প্রকারেণ যে প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রেষু আগমেষু, স্বসংবেদ্য-ত্বেন চ যোগিনাং প্রসিদ্ধাঃ ময়ূখাঃ সন্তি তেষাং ময়ূখানাং অপ্যুপরি সহস্রদল-মধ্যবর্ত্তিচন্দ্রবিম্বাত্মকে বৈন্দবাপরনামকে সুধাসন্ধৌ তব ভগবত্যাঃ পাদাম্বুজযুগং বর্ত্ততে বিদ্যতে। এবং সময়সম্প্রদায়ঃ ইতি শেষঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! যে ময়ূখাঃ ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ, উদকে দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ, হুতাশে দ্বাষষ্টিঃ, অনিলে চতুরধিকপঞ্চাশৎ, দিবি দ্বিঃষট্‌-ত্রিংশৎ, মনসি চতুঃষষ্টিঃ, ইতি তেষামুপরি তব পাদাম্বুজযুগং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ।

অত্র ষট্‌পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যাশব্দানাং সংখ্যেয়পরত্বাৎ সংখ্যেয়ানাং ময়ূখানাং বহুত্বেঽপি একবচনান্তত্বমেব। যথা—

বিংশত্যাদ্যাঃ সদৈকত্বে সর্ব্বাঃ সংখ্যেয়সংখ্যয়োঃ।
সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্বে স্তঃ .... ॥

ন তু সংখ্যেয়ে ইতি নিয়মাৎ। সংখ্যেয়ানাং ময়ূখানাং নিয়মাপ্রসক্তেঃ বহু-বচনত্বং সিদ্ধম্। অত্রেদং তত্ত্বম্—ষট্‌পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যানাং সংখ্যেয়বিশেষণত্বেঽপি ন শুক্লাদিগুণতৌল্যং, যথাহ পদমঞ্জরীকারঃ—"বিংশত্যাদয়ো গুণাঃ ন শুক্লাদিভিঃ গুণৈঃ সমানধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি। বিংশত্যাদয়ো হি তাবৎ পৃথক্‌যোগিষু দ্রব্যেষু যুগপদ্ বর্ত্তন্ত ইতি ব্যাসজ্যবৃত্তয়ঃ, শুক্লাদয়স্তু প্রত্যেকপর্য্যবসায়িনঃ" ইতি। অত্রেদমতিরহস্যম্—সংখ্যেয়পরাণাং সংখ্যাশব্দানাং বহুবচনে ষট্‌পঞ্চাশতো ময়ূখা

ইতি প্রাপ্তৌ ষট্‌ত্রিংশদুত্তরশতোত্তরত্রিসহস্রসংখ্যাকাঃ ভবেয়ুঃ। অতো ন বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরিতি নিয়মফলমিতি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিশুদ্ধ্যাজ্ঞাচক্রাত্মকং শ্রীচক্রং ত্রিখণ্ডং সোমসূর্য্যানলাত্মকম্। মূলাধারস্বাধিষ্ঠানচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। মণিপূরানাহতচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। বিশুদ্ধ্যাজ্ঞাচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। অত্র প্রথমখণ্ডোপরি অগ্নিস্থানম্। তদেব রুদ্রগ্রান্থিরিত্যুচ্যতে। দ্বিতীয়খণ্ডোপরি সূর্য্যস্থানম্। তদেব বিষ্ণুগ্রন্থিরিত্যুচ্যতে। তৃতীয়খণ্ডোপরি চন্দ্রস্থানম্। তদেব ব্রহ্মগ্রন্থিরিত্যুচ্যতে। "সোমসূর্য্যানলাত্মকম্" ইতি অবরোহণক্রমেণাবগন্তব্যম্। তত্র প্রথমখণ্ডোপরি স্থিতো বহ্নিঃ স্বজ্বালাদিভিঃ প্রথমখণ্ডমাবৃণোতি। দ্বিতীয়খণ্ডোপরি স্থিতঃ সূর্য্যঃ স্বকীয়ৈঃ কিরণৈঃ দ্বিতীয়খণ্ডমাবৃণোতি। তৃতীয়খণ্ডোপরি স্থিতঃ চন্দ্রঃ স্বকলাভিঃ তৃতীয়খণ্ডমাবৃণোত। মূলাধারচক্রে মহীতত্ত্বাত্মকে বহ্নেঃ ষট্‌পঞ্চাশজ্জ্বালাঃ, মণিপূরকে উদকতত্ত্বাত্মকে স্বোপরিস্থিতে দ্বিপঞ্চাশজ্জ্বালাঃ। এবমষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ জ্বালাঃ। সূর্য্যস্য অগ্নিতত্ত্বাত্মকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বাষষ্টিকিরণাঃ, অনিলতত্ত্বাত্মকে অনাহতচক্রে চতুঃপঞ্চাশৎকিরণাঃ। সূর্য্যকিরণানাং মণিপূরং বিহায় স্বাধিষ্ঠানপ্রবেশঃ সূর্য্যাগ্ন্যোরেকত্বাৎ, সূর্য্যান্তর্ভাবাদগ্নেশ্চ। স্বাধিষ্ঠানমণিপূরয়োস্তু সূর্য্যাগ্নিস্থানয়োঃ মধ্যে অগ্নিস্থানে সূর্য্যপ্রবেশঃ সূর্য্যস্থানে অগ্নিপ্রবেশঃ জগদ্দহনাগ্নিশামক- * সংবর্ত্তমেঘাত্মকসূর্য্যকিরণজনিতবর্ষোৎপত্ত্যর্থম্। এতত্তু "তটিত্বন্তং শক্ত্যা" † ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। এবং সূর্য্যস্য ষোড়শোত্তরশতং কিরণা ভবন্তি। চন্দ্রস্য কলাঃ বিয়ত্তত্ত্বাত্মকে বিশুদ্ধিচক্রে দ্বিসপ্ততিঃ মনস্তত্ত্বাত্মকে আজ্ঞাচক্রে চতুঃষষ্টিঃ। এবং চন্দ্রস্য ষট্‌ত্রিংশদুত্তরশতং কলাঃ ভবন্তি। যথোক্তং ভৈরবযামলে ভৈরবাষ্টকপ্রস্তাবে :—

অষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ ষোড়শোত্তরকং রবেঃ।
ষট্‌ত্রিংশদুত্তরশতং চন্দ্রস্য চ বিনির্ণয়ঃ॥

ইতি। এবং সোমসূর্য্যানলাঃ পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডে আবৃত্য বর্ত্তন্তে। পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যাৎ পিণ্ডাণ্ডাবৃতিরেব ব্রহ্মাণ্ডাবৃতিরিতি রহস্যম্। এবং পিণ্ডাণ্ডমতীত্য ‡ বর্ত্ততে সহস্রকমলম্। তচ্চ জ্যোৎস্নাময়ো লোকঃ। তত্রত্যশ্চন্দ্রমা নিত্যকলঃ। এতচ্চ "তবাজ্ঞাচক্রস্থম্" § ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। "আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতশ্চন্দ্রঃ" ইতি যদুক্তং তত্তু চন্দ্রকলা-

* "নামক" ইত্যপি পাঠঃ।
† ৩৮ শ্লোকঃ।
‡ "মাবৃত্য" ইত্যপি পাঠঃ।
§ ৪১ শ্লোকঃ।

বস্থানমাত্রম্, ন তু চন্দ্রস্য স্থানমিতি। যত্নক্তং সুভগোদয়ে—ষোড়শকলানাং ষোড়শনিত্যাত্মকত্বাৎ, তাসাং প্রতিপদাদিশুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষতিথ্যাত্মকতয়া বৃদ্ধিক্ষয়-সম্ভাবাৎ, চন্দ্রস্যাপি সহস্রকমলগতস্য বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ভবত এবেতি, তত্তু চন্দ্রমসঃ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ন ভবতঃ, কিন্তু ষোড়শনিত্যাত্মকাঃ ষোড়শচন্দ্রকলাঃ * প্রতিপদাদি-পৌর্ণমাস্যন্ততিথিপ্রবর্ত্তিকাঃ, তথৈব কৃষ্ণপ্রতিপদমারভ্য অমাবস্যান্ততিথি-প্রবর্ত্তিকাঃ স্বাত্মতিরোধানাতিরোধানাভ্যামিতি মন্ত্রবিদ্রহস্যম্।

ইদমত্রানুসন্ধেয়ম্—শ্রীবিদ্যায়াঃ চন্দ্রকলাবিদ্যাপরনামধেয়ায়াঃ পঞ্চদশতিথিরূপত্বাৎ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতং ময়ূখাঃ দিবসাত্মকাঃ, তেন সংবৎসরো লক্ষ্যতে। তস্য কালশক্ত্যা-ত্মকস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতিরূপত্বাৎ, প্রজাপতেঃ জগৎকর্ত্তৃত্বাৎ, মরীচীনাং জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়করত্বম্। তে চ মরীচয়ঃ অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডাণ্ডে চ ষষ্ট্যুত্তর-ত্রিশতসংখ্যাকাঃ। এবং অনন্তকোটিপিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডেষু। এবমেব প্রতিব্রহ্মাণ্ডং প্রতিপিণ্ডাণ্ডং ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ ময়ূখাঃ। অতশ্চানন্তময়ূখাঃ। তে চ ময়ূখাঃ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিসম্পৃক্তাঃ ভগবতীপাদারবিন্দজন্মানঃ তান্ তান্ লোকান্ প্রকাশয়ন্তি। অয়ং চ "লোকস্য দ্বারমর্চিমৎপবিত্রম্" † ইতি শ্রুত্যা ময়ূখানাং ভগবতীপাদারবিন্দসম্ভব উক্তঃ। তথৈব চ "মরীচয়ঃ স্বায়ম্ভুবাঃ" ‡ ইতি শ্রুত্যা তেষাং মরীচীনাং সৃষ্টিস্থিতিলয়করত্বমুক্তম্। এতদুক্তং ভবতি—সূর্য্যচন্দ্রাগ্নয়ঃ ভগবতীপাদারবিন্দোদ্ভূতানন্তকোটিকিরণমধ্যে কতিপয়ান্ কিরণানাহৃত্য ভগবতী-প্রসাদসমাসাদিতজগৎপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ জগন্তি প্রকাশয়ন্তীতি। অতশ্চ সর্ব্ব-লোকাতিক্রান্তং চন্দ্রকলাচক্রং বৈন্দবস্থানমিতি। তত্র বর্ত্তমানং চরণাম্বুজম্। অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডাণ্ডাবচ্ছিন্নময়ূখানাং উপর্য্যেব বর্ত্তমানত্বাৎ "তেষামপ্যুপরি তব পাদাম্বুজং বর্ত্ততে" ইতি সিদ্ধানুবাদঃ, ন ত্বারোপস্তুতিরিত্যনুসন্ধেয়ম্। যথোক্তং ভৈরবযামলে চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যায়াং গৌরীং প্রতি মহেশ্বরেণ :—

সাধু সাধু মহাভাগে পৃষ্টং ত্রৈলোক্যসুন্দরি।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং জ্ঞানং ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্॥
কলাবিদ্যা পরাশক্তেঃ § শ্রীচক্রাকাররূপিণী।
তন্মধ্যে বৈন্দবস্থানং তত্রাস্তে পরমেশ্বরী॥
সদাশিবেন সম্পৃক্তা সর্ব্বতত্ত্বাতিগা সতী।
চক্রং ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ ব্রহ্মাণ্ডাকারমীশ্বরি॥

* "চন্দ্রাঃ" ইত্যেব কচিৎপাঠঃ।

† তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৩ ‡ তৈঃ আঃ ১২৭ § শক্তিঃ ইতি বা পাঠঃ

পঞ্চভূতাত্মকং চৈব তন্মাত্রাত্মকমেব চ।
ইন্দ্রিয়াত্মকমেবং চ মনস্তত্ত্বাত্মকং তথা ॥
মায়াদিতত্ত্বরূপং চ তত্ত্বাতীতং চ বৈন্দবম্।
বৈন্দবে জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী ॥
সদাশিবেন সম্পৃক্তা তত্ত্বাতীতা মহেশ্বরী।
জ্যোতীরূপা পরাকারা যস্যা দেহোদ্ভবাঃ শিবে ॥
কিরণাশ্চ সহস্রং চ দ্বিসহস্রং চ লক্ষকম্।
কোটিরর্ব্বুদমেতেষাং পরা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥
তামেবানুপ্রবিশ্যৈব ভাতি লোকং চরাচরম্।
যস্যা দেব্যা মহেশানি ভাসা সর্ব্বং বিভাসতে ॥
তদ্ভাসা রহিতং কিঞ্চিৎ ন চ যচ্চ প্রকাশতে।
তস্যাশ্চ শিবশক্তেশ্চ চিদ্রূপায়াশ্চিতিং বিনা ॥
আন্ধ্যমাপদ্যতে নূনং জগদেতচ্চরাচরম্।
তেষামনন্তকোটীনাং ময়ূখানাং মহেশ্বরি ॥
মধ্যে ষষ্ট্যুত্তরং তেহমী ত্রিশতং কিরণাঃ শিবে।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্যপ্নুবানাস্তে সোমসূর্য্যানলাত্মনা ॥
অগ্নেরষ্টোত্তরশতং ষোড়শোত্তরকং রবেঃ।
ষট্‌ত্রিংশদুত্তরশতং চন্দ্রস্য কিরণাঃ শিবে ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ভাসয়ন্তস্তে পিণ্ডাণ্ডমপি শঙ্করি।
দিবা সূর্য্যস্তথা রাত্রৌ সোমো বহ্নিশ্চ সন্ধ্যয়োঃ ॥
প্রকাশয়ন্তঃ কালাংস্তে তস্মাৎ কালাত্মকাস্ত্রয়ঃ।
ষষ্ট্যুত্তরং চ ত্রিশতং দিনান্যেব চ হায়নম্ ॥
হায়নাত্মা মহাদেবঃ প্রজাপতিরিতি শ্রুতিঃ।
প্রজাপতির্লোককর্ত্তা মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ॥
সৃজত্যেতে লোকপালান্ তে সর্ব্বে লোকরক্ষকাঃ।
সংহারশ্চ হরায়ত্ত উৎপত্তির্ভবনির্ম্মিতা ॥
রক্ষা তু মৃড়সংলগ্না সৃষ্টিস্থিতিলয়ে শিবঃ।
নিযুক্তঃ পরমেশাজ্ঞা জগদেবং প্রবর্ত্ততে ॥

ইতি।

"তামেবানুপ্রবিশ্য" ইত্যাদিনা—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা

সর্ব্বমিদং বিভাতি" * ইতি শ্রুত্যর্থোঽনূদিতঃ। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি, তত্তুত্তরত্র সম্যগ্‌ নিরূপয়িষ্যামঃ ॥ ১৪ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর অনাহত এবং আজ্ঞা এই ষট্‌চক্র। এই ষট্‌চক্রের দুই দুই চক্র লইয়া এক এক খণ্ড। প্রথম খণ্ডের উপরিভাগে অগ্নিস্থান। দ্বিতীয় খণ্ডের উপরিভাগে সূর্য্যের স্থান। তৃতীয় খণ্ডের উপরিভাগে চন্দ্রস্থান। প্রথম খণ্ডস্থিত অগ্নির কিরণ-সংখ্যা অষ্টোত্তরশত। তাহার মধ্যে ক্ষিতি অর্থাৎ মূলাধারচক্রে ৫৬ এবং জল অর্থাৎ মণিপূরকে ৫২ আর হুতাশন অর্থাৎ বহ্নিস্থানের অন্তর্গত স্বাধিষ্ঠানচক্রে সূর্য্যের কিরণ ৫৪। সূর্য্যকিরণ মোট ১১৬। আকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধিচক্রে চন্দ্রকিরণ ৭২ এবং আজ্ঞাচক্রে চন্দ্রকিরণ ৬৪ চন্দ্রকিরণ মোট—১৩৬। হে ভগবতি, এই সমস্তের উপর তোমার চরণযুগল অবস্থিত। আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রদলপদ্মে তোমার স্থিতি। গূঢ় অর্থ এই যে শ্রীবিদ্যার নামান্তর চন্দ্রকলাবিদ্যা—৩৬০ তিথিতে একবৎসর। এই ৩৬০ তিথিই হইল সর্ব্বসমেত ৩৬০ কিরণস্বরূপ। ইহা সংবৎসর। প্রজাপতিমাথে কথিত। সেই সকল কিরণও আপনার পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত, অতএব সেই সকল কিরণের উপরে আপনার পাদপদ্ম বিরাজিত।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথান্তর্ম্মাতৃকাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি। হে মাতঃ! পৃথিব্যাদিষু ব্রহ্মাদিশক্তিষু ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়সংখ্যা যে ময়ূখাঃ কিরণা বর্ণরূপিণঃ সন্তি তেষামুপরি তব পাদাম্বুজযুগং হংস ইত্যক্ষরদ্বয়রূপং ভাতীত্যন্বয়ঃ। তথাচ রুদ্রযামলে,—"পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জ্জলং নারায়ণস্য চ। বহ্নী রুদ্রস্য রুদ্রাণী বায়ুরীশস্য চেশ্বরী। মহেশ্বরস্য চাকাশং শক্তির্ম্মাহেশ্বরীতি চ। এতৎ পঞ্চাত্মকং প্রোক্তং ষষ্ঠচক্রে ব্যবস্থিতম্ ॥" কুত্র কতি ময়ূখা ইত্যাহ,—ক্ষিতৌ মূলাধারে ষট্‌পঞ্চাশৎ পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ। ইতি ষট্‌-পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ পৃথ্বীময়ূখাঃ। উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎপঞ্চাশন্মাতৃকাঃ সৌঁ শ্রীং ইতি দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ জলময়ূখাঃ। হুতাশে মণিপূরে দ্বাষষ্টিঃ, ককারাদি-বর্ণচতুষ্টয়া চতুর্দ্দশস্বরাণাং চতুরাবৃত্ত্যাৎ হ, স, ইত্যক্ষরদ্বয়াৎ (অকারাদিবর্ণাচ্চতু-র্দ্দশস্বরাণাং চতুরাবৃত্ত্যা হ স ইত্যক্ষরদ্বয়াৎ—পাঠান্তরম্) দ্বাষষ্টিবর্ণরূপা ময়ূখাঃ। অনিলে অনাহতচক্রে পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ যঁ রঁ লঁ বঁ ইতি মিলিতাঃ চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ণরূপা বায়ুকিরণাঃ। দিবি বিশুদ্ধচক্রে ষট্‌ত্রিংশদ্‌ দ্বিগুণিতা অকারাদিচতুর্দ্দশস্বরস্য পঞ্চাবৃত্ত্যা ঐঁ হ্রীঁ ইতি দ্বিসপ্ততিবর্ণরূপাঃ আকাশকিরণাঃ। মনসি আজ্ঞাচক্রে

* কঠঃ ৫।১৫

অকারাদি-ষোড়শস্বরস্ত চতুরাবৃত্ত্যা চতুঃষষ্টিবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ। ইত্যেভিঃ প্রণবস্থ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ৈর্ব্বর্ণৈঃ সহ হ স ইত্যক্ষরদ্বয়ং ষট্চক্রেষু বিন্যসেদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অথবা ষট্চক্রাণি বসন্তাদিষড়্তবঃ। ময়ূখাঃ অহোরাত্রাণি। তেন ষট্চক্র-সমুদায়ো বৎসরপরিমিতঃ কালঃ। তব পাদাম্বুজযুগং ব্রহ্মপরমব্রহ্মস্বরূপং নাদবিন্দ্বাত্মকং তদুপরি কালাগোচর ইত্যর্থঃ। ষট্পঞ্চাশদ্দিবসাত্মকো বসন্তঃ। দ্বিপঞ্চাশদ্দিবসাত্মকো গ্রীষ্মঃ। ইত্যাদিক্রমেণ তান্ত্রিকা ঋতবো জ্ঞাতব্যা ইতি কশ্চিৎ। কেচিত্তু পার্থিবানি অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি। এবম্ আপ্যাদি ষড়্বিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজসানি একবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, নভোভাগানীতি ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি। এতেন ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়াণি তত্ত্বানি তান্যেব ময়ূখাস্তেষামুপরি তব পাদাম্বুজং সর্ব্বতত্ত্বাতীত-পরত্বেন ভাতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অনুবাদ।—হে জননি! মূলাধারচক্রে পৃথিবীর যে ষট্পঞ্চাশৎ কিরণ আছে, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, মণিপূরচক্রে তেজের যে দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুর যে চতুঃপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, বিশুদ্ধচক্রে আকাশে যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে এবং আজ্ঞাচক্রে মনের যে চতুঃষষ্টিসংখ্যক কিরণ বিদ্যমান, তদুপরি হংস এই অক্ষরদ্বয়রূপ তোমার পাদপদ্ম শোভা পাইতেছে॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—মূলাধার নামক চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ, এই ষট্পঞ্চাশৎ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রহ্মার শক্তি গায়ত্রী হইতে অভিন্ন। স্বাধিষ্ঠানাখ্য চক্রে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ ও সৌঃ শ্রীঁ এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং এই কিরণ বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্ন। মণিপূর-সংজ্ঞক চক্রে ককারাদি চারি বর্ণ ক, এ, ঈ, ল, এবং চারি-গুণিত চতুর্দ্দশ স্বর ও হ স অক্ষরদ্বয় এই বর্ণদ্বয় (পাঠান্তরে অনুবাদ।—অ আ ই ঈ এই চারিবর্ণ চতুরাবৃত্ত অকারাদি চতুর্দ্দশস্বর এবং 'হ' 'স' এই বর্ণদ্বয়) সমুদায়ে এই দ্বাষষ্টি (৬২) তেজের কিরণ এবং এই কিরণ রুদ্রশক্তি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন। অনাহত-চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ ও 'যং রং লং বং, এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণই বায়ুর কিরণ এবং এই কিরণ নারায়ণশক্তি নারায়ণী হইতে অভিন্ন। বিশুদ্ধাখ্যচক্রে অকারাদি চতুর্দ্দশ স্বরকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত 'ঐঁ হ্রীঁ' এই বর্ণদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের কিরণ এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী হইতে অভিন্ন। আজ্ঞানামক

চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে চারি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হয়, তাহাই মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবের শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন। প্রণবের এই ত্রিশতষষ্টিসংখ্যক (৩৬০) রশ্মিবৃন্দের উপর হংস এই অক্ষরদ্বয় রক্ষিয়াছে। কিংবা ষট্‌চক্র—বসন্তাদি ছয় ঋতু, ময়ূখ অহোরাত্র। তিন শত ষাইট অহো-রাত্র, ছয় ঋতুর ময়ূখ অর্থাৎ রশ্মি। সমুদায় চক্র এই এক বৎসর। তদুপরি অর্থাৎ এই কালচক্রের অতীত, তোমার নাদবিন্দুরূপ চরণযুগল পরব্রহ্মই স্বরূপ। কেহ বলেন, ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-ঋতু, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে গ্রীষ্ম ঋতু, দ্বিষষ্টি দিবসে বর্ষা-ঋতু; চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎঋতু, দ্বিসপ্ততি দিবসে হিম-ঋতু, চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির-ঋতু হয়। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ঋতুগণনা এইরূপ বিভিন্ন ঋতুর যে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাযুক্ত দিন, তাহাই ময়ূখ বা রশ্মি। এই মিলিত রশ্মিতে অর্থাৎ তিন শত ষাইট দিনে এক বৎসর।

আবার কেহ কেহ বলেন, পার্থিব অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে। জলীয় ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাশৎ রশ্মি, তেজের একত্রিংশৎ তত্ত্ব শিবশক্তি-ভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতত্ত্ব দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি, আকাশের ষটত্রিংশৎ তত্ত্ব দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং মনের দ্বাত্রিংশৎ তত্ত্ব ঐরূপ শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরূপ ষষ্ট্যধিকশতত্রয় তত্ত্বস্বরূপ রশ্মিবৃন্দের উপর তোমার চরণযুগল অর্থাৎ তুমি সমুদায় তত্ত্বের অতীত ॥ ১৪ ॥

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং * শশিযুতজটাজূটমু(ম)কুটাং,
বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিক গুণিকা-† পুস্তককরাম্।
সকৃন্নত্বা ন ত্বাং § কথমিব সতাং সন্নিদধতে,
মধু-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধুরিম-ধুরীণা ভ(ঃফ)ণিতয়ঃ ॥ ১৫ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—সারস্বত প্রয়োগমাহ—শরজ্জ্যোৎস্নাশুদ্ধাং—শরদি শরৎকালে জ্যোৎস্না চন্দ্রিকা তদ্বচ্ছুদ্ধাং অতিশুভ্রাম্। শশিযুতজটাজূটমকুটাং শশিনা চন্দ্রেণ যুতো যুক্তঃ জটাজূটো মকুটো যস্যাস্তাং চন্দ্রকলাবতংসামিত্যর্থঃ।

---

* 'শুদ্ধাং' ল-পাঠঃ।
* "বটিকা' ইতি ল। ঘুটিকা ইতি চ কশ্চিৎ। 'গুলিকা' ইত্যপি পাঠঃ।
† 'ত্বা' ইতি ল।

বরত্রাসত্রাণস্ফটিকঘটিকাপুস্তককরাম্—বরঃ ইষ্টদানমুদ্রা, ত্রাসত্রাণং অভয়-দানমুদ্রা, স্ফটিকঘটিকা স্ফটিকপানপাত্রম্। স্ফটিকাক্ষমালেতি কেচিৎ,—তৎপক্ষে স্ফটিকগুলিকেতি পাঠঃ। পুস্তকং বিদ্যামুদ্রা, পুস্তকং বা। এতৈর্যুক্তকরাম্। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ মধ্যমপদলোপঃ। ন তু স্ফটিকঘটিকাপুস্তকানি করেষু যস্যাঃ ইতি সপ্তমীবহুব্রীহিঃ। "প্রহরণাদিভ্য উপসংখ্যানম্" ইতি তস্য প্রহরণাদিভ্য এবেতি নিয়তত্বাৎ। সকৃৎ একবারম্। নকারো নিষেধার্থঃ। ত্বা ত্বামিত্যর্থঃ। নত্বা নমস্কারং কৃত্বা। কথং কথঞ্চিৎ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। সতাং কবীশ্বরাণাম্। সংনিদধতে সংনিধানং প্রাপ্নুবন্তি। মধুক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিমধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ মধু ক্ষৌদ্রং, ক্ষীরং পয়ঃ, দ্রাক্ষা মৃদ্বীকা, এতেষাং মধুরিমা মাধুর্য্যং, তত্র ধুরীণাঃ ধুরং বহন্তীতি ধুরীণাঃ অগ্রেসরাঃ তদ্বন্মধুরা ইত্যর্থঃ। ফণিতয়ঃ বাগৈশ্বর্য্যঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! শরজ্জ্যোৎস্নাশুদ্ধাং শশিযুতজটাজূটমকুটাং বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিক-ঘটিকা-পুস্তককরাং ত্বা সকৃন্নত্বা সতাং মধুক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিম-ধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ কথমিব ন সন্নিদধতে ॥

অয়মর্থঃ—অত্র ব্যতিরেকমুখেন সকৃন্নমস্কারোঽপি কবিত্ববীজভূতসংস্কারোৎ-পাদকঃ। তদভাবে প্রকারান্তরেণ যেন কেনাপি তদ্বীজোৎপত্তির্নাস্তীতি সূচিতম্॥১৫॥

লক্ষ্মীধরটীকার মর্ম্মানুবাদ।—(সারস্বত প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে ভগবতি, শরচ্চন্দ্রিকার ন্যায় অতিশুভ্রবর্ণা চন্দ্রকলাবতংসা, বর, অভয়, স্ফটিকপানপাত্র, এবং পুস্তক-যুক্তহস্তা তোমাকে একবার নমস্কার না করিলে কবীশ্বরগণেরও মধুক্ষীর দ্রাক্ষাতুল্য মধুরতম বাণী কিরূপে সন্নিহিত হয়? অর্থাৎ ব্রহ্মাদি কবীশ্বরগণ তোমার ঐ রূপের নমস্কারফলেই কবিত্বলাভ করিয়াছেন, তাহা না করিলে, কোনমতেই কবিত্বলাভ কাহারও হয় না ॥ ১৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বীজত্রয়াধিষ্ঠাতৃ-জ্ঞান-ক্রিয়েচ্ছা-শক্তীনাং শ্লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষুঃ প্রথমং বাগ্‌ভবরূপক্রিয়াশক্ত্যা ধ্যানমাহ শর-দিতি। হে মাতঃ! সকৃদপি ত্বাং ন নত্বা পণ্ডিতানাং ভণিতয়ঃ কবিত্বরূপাঃ শব্দাঃ কথং সন্নিদধতে সন্নিধীভবন্তি। ন ত্বাং নত্বা পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন সন্নিধী-ভবতীত্যর্থঃ। ভণিতয়ঃ কিম্ভূতাঃ? মধুক্ষীরদ্রাক্ষা-মাধুর্য্যেণ ধুরীণা ভারযুক্তা নানারসগভীরা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ত্বাং কিম্ভূতাম্? শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং জ্যোৎস্নায়া ব্যাপকত্বাৎ বিশ্বব্যাপককান্তিমিতি ভাবঃ। শশিযুতো জটাসমূহো মুকুটো যস্যাঃ। বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিক-গুলিকা-পুস্তককরাং বরাভয়মুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি করেষু যস্যাঃ। চতুর্ভুজামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—(হে বাগ্‌ভবকূটাধিষ্ঠাত্রি! বা বাগ্‌ভবাধিষ্ঠাত্রি জননি!) তোমার কান্তি শরৎকালীন চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল ও দিগন্তব্যাপিনী, তোমার শিরোদেশে চন্দ্রকলারূপ মুকুট ও সুরম্য জটাকলাপ শোভা পাইতেছে, তোমার হস্তচতুষ্টয়ে বর, অভয়, অক্ষমালা ও পুস্তক রহিয়াছে। মাত! এই প্রকার মূর্ত্তিযুক্তা তোমাকে যাঁহারা একবারমাত্রও নমস্কার না করেন, মধু, ক্ষীর ও দ্রাক্ষার ন্যায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যসম্পন্ন নানারসগভীর কবিতারচনা তাঁহাদিগের নিকটে আসিবে কিরূপে? অর্থাৎ বাগ্‌ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী তোমায় একবার নমস্কার করিলেও কবিত্বসম্পন্ন হওয়া যায়॥ ১৫॥ *

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং,
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরী-
গভীরাভির্ব্বাগ্‌ভির্ব্বিদধতি সভারঞ্জনমমী॥ ১৬॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কবীন্দ্রাণাং—কবীশ্বরাণাম্। চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং—চেতাংস্যেব কমলানি পদ্মানি, তেষাং বনং ষণ্ডং, তস্য বালাতপরুচিঃ প্রাভাতিকারুণকান্তিঃ, তাং, ভজন্তে সেবন্তে যে সন্তঃ সৎপুরুষাঃ কতিচিৎ বিরলাঃ অরুণামেব অরুণাখ্যাম্ অরুণবর্ণাং চ ভবতীং ত্বাং বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাঃ বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা, তস্য প্রেয়স্যাঃ প্রিয়ায়াঃ সরস্বত্যাঃ তরুণতর-শৃঙ্গার-লহরী-গভীরাভিঃ তরুণতরে অতিযৌবনে। যদ্বা—তরুণতরশ্চাসৌ শৃঙ্গারশ্চ তস্য লহরী উদ্রিক্তপ্রবাহঃ। যদ্বা—লহরীশব্দেন সমুদ্রস্য চন্দ্রোদয়ে যাদৃশ উৎসেকঃ সঃ উচ্যতে। লহরীযুক্তগভীরাভিঃ অতিগম্ভীরাভিরিত্যর্থঃ। বাগ্‌ভিঃ বাগ্বিলাসৈঃ বিদধতি কুর্ব্বন্তি সতাং সভাসদাং রঞ্জনং হৃদয়ানুরঞ্জনম্। অমী সন্তঃ পরামৃশ্যন্তে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিম্ অরুণামেব ভবতীং কতিচিৎ যে সন্তঃ ভজন্তে, অমী সন্তঃ বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাঃ তরুণতরশৃঙ্গারলহরীগভীরাভিঃ বাগ্‌ভিঃ সতাং রঞ্জনং বিদধতি।

* ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই বীজত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ধ্যানফল বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়াশক্তির ধ্যান বলা হইল। ইহা টীকাকার অচ্যুতানন্দের মত। সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রিপুরাসুন্দরীর ত্রিকূট মন্ত্র,—বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তি-কূট! বাগ্‌ভবকূটাধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান এই স্থলে বলা হইল, ইহার পর শ্লোক দ্বারা যথাক্রমে কামরাজকূট ও শক্তিকূটের অধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান কথিত হইবে।

অয়মর্থঃ—হৃদয়কমলে ভগবতীমরুণাং ধ্যায়ন্তঃ পুম্ভাবমাপন্না সরস্বতীব শৃঙ্গার-রসপ্রধানৈঃ বাগ্‌বিলাসৈঃ সভারঞ্জনং কুর্ব্বন্তি। ভগবত্যাঃ মাতৃকাত্মকত্বাৎ সরস্বতী-রূপত্বেনৈব সারস্বতপ্রদত্বম্। অরুণবর্ণাধ্যানমহিম্না শৃঙ্গাররসপ্রাধান্যেন বাগ্বিলাস প্রবৃত্তিরিতি। যথোক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে :—

অরুণাখ্যাং ভগবতীম্ অরুণাভাং বিচিন্তয়েৎ।
পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং ধনুর্ব্বাণধরাং শিবাম্॥
বরদাভয়হস্তাং চ পুস্তকাক্ষস্রগন্বিতাম্।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নাং খেলন্তীমমৃতাম্বুধৌ॥
স করোত্যেব শৃঙ্গাররসাস্বাদনলম্পটান্।
সভাসদঃ সদা সর্ব্বান্ সাধকেন্দ্রঃ সভাস্থলে॥ ইতি॥

অত্র পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ, বালাতপরুচিত্বারোপণস্য চেতসি কমলত্বা-রোপণস্য নিমিত্তত্বাৎ, "রূপকহেতুরূপকং পরম্পরিতং" ইতি লক্ষণাৎ॥ ১৬॥

লক্ষ্মীধর-টীকার-মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি! যে কয়টি সৎ-পুরুষ, কবীশ্বর-চিত্ত-কমলবনে প্রাভাতিকাতপারুণকান্তি 'অরুণা'রূপা তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা পুরুষরূপপ্রাপ্ত সরস্বতীর ন্যায় শৃঙ্গাররসপ্রধান কলা-বৈভবে সভারঞ্জন করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কামাধিষ্ঠাতৃ-ইচ্ছাশক্ত্যা ধ্যানমাহ কবীতি। যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণামেব ভবতীং ভজন্তে ধ্যায়ন্তি। অমী বাগ্‌ভিঃ সভারঞ্জনং বিদধতি কুর্ব্বন্তি। কিম্ভূতাম্? কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনেষু বাল-সূর্য্যকিরণবৎ রুচির্যস্যাঃ তাম্। বাগ্‌ভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাঃ সরস্বত্যা গদ্যপদ্যরূপায়াঃ অভিনবশৃঙ্গাররসবাহুল্যেন গভীরাভিঃ সভাসদাং শৃঙ্গার-রসেন যথা সুখমুৎপদ্যতে ন তথান্যরসেনেতি ভাবঃ॥ ১৬॥

অনুবাদ।—(হে কামরাজকূটাধিষ্ঠাত্রি বা কামবীজাধিষ্ঠাত্রি জননি!) তুমি মহাকবিদিগের চিত্তরূপ কমলবনে নবোদিত সূর্য্যকিরণরূপে বিরাজিতা রহিয়াছ। তোমার অরুণবর্ণ। যে সকল সাধু ব্যক্তি এইপ্রকার মূর্ত্তিধারিণী তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা গদ্য-পদ্যময়ী সরস্বতীর অভিনব শৃঙ্গার-রস-তরঙ্গ-নিস্যন্দিনী গভীরার্থ রচনা দ্বারা সভাস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন॥ ১৬॥ *

---

* এই স্থলে ক্লীং এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইচ্ছাশক্তিরূপা গৌরীর ধ্যান বিবৃত হইল।

সবিত্রীভির্ব্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-
র্ব্বশিন্যাদ্যাভিস্ত্বাং সহ জননি সঞ্চিন্তয়তি যঃ।
স কর্ত্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিসুভগৈ-*
র্ব্বচোভির্ব্বাগ্দেবী-বদন-কমলামোদ-মধুরৈঃ ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—সবিত্রীভিঃ জনয়িত্রীভিঃ বাচাং গিরাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চন্দ্রকান্তমণিশকলতুল্যকান্তিভিঃ। দলিতচন্দ্রকান্তমণেঃ অতিধাবল্যং লোকসিদ্ধম্। বশিন্যাদ্যাভিঃ বশিনীপ্রমুখাভিঃ। তদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ—বশিনী আদ্যা যাসাং তাঃ শক্তয়োঽষ্টৌ বশিন্যাদ্যাঃ। যোগিন্যো দ্বাদশ, গন্ধাকর্ষিণ্যাদয়শ্চতস্র ইতি বশিন্যাদ্যাঃ। অত্র একস্য আদ্যাশব্দস্য লোপঃ বশিন্যাদ্যাদ্যা ইত্যর্থঃ। বশিন্যষ্টকং—বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্ব্বেশ্বরী, কৌলিনী। (যোগিন্যাদীনাং নামানি বক্ষ্যন্তে) এতাভিঃ ত্বাং ভবতীং সহ সাকং জননি! হে মাতঃ! সংচিন্তয়তি যঃ, সঃ সাধকঃ কর্ত্তা রচয়িতা কাব্যানাং প্রবন্ধানাং ভবতি সমর্থঃ প্রভবতি মহতাং মহাত্মনাং কালিদাসপ্রভৃতীনাং ভঙ্গিরুচিভিঃ ভঙ্গীনাং রেখাণাং রুচিভিঃ স্বাদুভিঃ বচোভিঃ বাগ্বিলাসৈঃ বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ বাগ্দেব্যাঃ ভারত্যাঃ বদনকমলে য আমোদঃ পরিমলঃ তেন মধুরৈঃ অব্যক্তৈঃ পুম্ভাবমাপন্নায়াঃ ভারত্যাঃ বাগ্বিলাসাঃ ইমে ইত্যেবং ভ্রমজনকৈরিত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! বাচাং সবিত্রীভিঃ শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ বশিন্যাদ্যাভিঃ সহ ত্বাং যঃ সঞ্চিন্তয়তি, স মহতাং ভঙ্গিরুচিভিঃ বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ বচোভিঃ কাব্যানাং কর্ত্তা ভবতি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—"বশিন্যাদ্যাভিঃ ত্বাম্" ইত্যত্র ত্বামিত্যনেন ভগবত্যাঃ স্বরূপমুক্তম্। ভগবত্যাঃ স্বরূপং তু পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকৈব। এতত্তু "শিবঃ শক্তিঃ কামঃ" † ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে প্রপঞ্চয়িষ্যতে। সেয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকা অষ্টবর্গাত্মিকা ভবতি। তে চাষ্টবর্গাঃ অকচটতপযশাদয়ঃ। অকারাদয়ঃ ষোড়শ স্বরাঃ প্রথমো বর্গঃ। কাদয়ঃ পঞ্চ দ্বিতীয়ঃ। চাদয়ঃ পঞ্চ তৃতীয়ঃ। টাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্থঃ। তাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চমঃ। পাদয়ঃ পঞ্চ ষষ্ঠঃ। যাদয়শ্চত্বারঃ সপ্তমঃ। শাদয়ঃ পঞ্চ অষ্টমঃ। এবং অষ্টবর্গাত্মিকা ভগবতী মাতৃকা ত্রিপুরসুন্দরী অকচটতপযশবর্গেষু যথাক্রমং বশিন্যাদিশক্তিভির্যোজিতা বিন্দুত্রিকোণাত্মকশিব-

* 'ভঙ্গিরুচিভিঃ' ইতি ল। † ৩২ শ্লোকঃ।

চক্রচতুষ্টয়বসুকোণদশারদ্বিতয়চতুর্দ্দশকোণাত্মকেষু অষ্টসু চক্রেষু যোজিতা ধ্যাতা সতী কাব্যকর্ত্তৃত্বসম্পাদিকা। বশিন্যাদ্যাভিরিতি আদিশব্দেন কামেশ্বরীপ্রভৃতীনাং সমস্তানাং সংগ্রহণং বিদ্যাদিদ্বাদশযোগিনীসংগ্রহণং গন্ধাকর্ষিণ্যাদিচতুষ্টয়সংগ্রহণং কৃতমিত্যুক্তং ভবতি। বশিন্যাদ্যষ্টকমুক্তম্। যোগিনীদ্বাদশকং তু ;—বিদ্যাযোগিনী, রোচিকাযোগিনী, মোচিকাযোগিনী, অমৃতাযোগিনী, দীপিকাযোগিনী, জ্ঞান-যোগিনী, আপ্যায়নীযোগিনী, ব্যাপিনীযোগিনী, মেধাযোগিনী, ব্যোমরূপাযোগিনী, সিদ্ধিরূপাযোগিনী, লক্ষ্মীযোগিনী। এবং দ্বাদশযোগিনীভিঃ সার্দ্ধং বশিন্যাদ্যষ্টকং মিলিত্বা বিংশতিকলাঃ ভবন্তি। তাঃ বিংশতিকলাঃ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাঃ দশার-যুগ্মকোণেষু নিক্ষিপ্তনীয়াঃ উক্তফলদাঃ। অয়ং চ ভূপ্রস্তারভেদঃ। ভূপ্রস্তারঃ "চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরং নিরূপয়িষ্যতে। গন্ধা-কর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, চ চতুর্দ্বারেষু যোজিতাঃ উক্তফলদাঃ। তথা চ শ্রুতিঃ :—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ †

অস্যা অর্থঃ—গন্ধদ্বারাং গন্ধরসরূপস্পর্শাঃ গন্ধশব্দেন সংগৃহীতাঃ, তেন গন্ধা-কর্ষিণ্যাদয়ঃ অধিদেবতাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি—গন্ধাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী চেতি। তাভির্যুক্তানি চতুর্দ্বারাণি যস্যাং সা গন্ধদ্বারা, তাং গন্ধদ্বারাম্। দুরাধর্ষাং দুষ্প্রধর্ষাং, মন্দভাগ্যানামিতি শেষঃ। নিত্যপুষ্টাং নিত্যানন্দস্বরূপিণীম্। করীষিণীং গন্ধাদ্যাকর্ষিণীমিত্যর্থঃ। যদ্বা—করিভিঃ গজৈঃ ঈষিণীং পরিবৃতাম্। ঈশ্বরীং অধিদেবতাং সর্ব্বভূতানাম্। তাং ইহ চক্রে উপহ্বয়ে শ্রিয়ং শ্রীবিদ্যাম্। গন্ধদ্বারামিতি গন্ধাকর্ষিণীচতুষ্কং বশিন্যাদ্যষ্টকং যোগিনীদ্বাদশকং সংগৃহীতম্। তথা চ শম্ভুবচনম্ :—

মাতৃকাং বশিনীযুক্তাং যোগিনীভিঃ সমন্বিতাম্।
গন্ধাদ্যাকর্ষিণীযুক্তাং সংস্মরেত্রিপুরাম্বিকাম্॥

ইতি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ং—বশিন্যাদয়ঃ শক্তয়ঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা ইত্যুক্তম্। তত্র বশিনীশক্তিঃ স্বরাত্মিকা। স্বরাঃ ষোড়শ অকারাদয়ঃ। তেষাং স্বরূপং সনৎকুমার-সংহিতায়াং পঞ্চশত্যামুক্তং সংক্ষেপেণ কথ্যতে—অকারাত্মিকা শক্তিঃ অষ্টভুজা পাশাঙ্কুশবরাভয়পুস্তকাক্ষমালাকমণ্ডলুব্যাখ্যামুদ্রাকরা। এবং আকারাদ্যাত্মিকাঃ শক্তয়ঃ শুভ্রবর্ণাঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—অকারাত্মিকায়াঃ শক্তেঃ মণ্ডলং অশীতি-

* ৩১ শ্লোকঃ।　　　　† যাজ্ঞিকী উঃ।

লক্ষযোজনায়তম্। আকারস্য তদ্দ্বিগুণম্। ইকারস্য নবতিলক্ষযোজনায়তম্। ঈকারস্য তদ্দ্বিগুণম্। উকারস্য কোটিযোজনপরিমিত-পরিণাহং মণ্ডলম্। ঊকারস্য তদ্দ্বিগুণম্। ঋকারস্য পঞ্চাশল্লক্ষযোজনপরিমিতং মণ্ডলম্। তদ্দ্বিগুণম্ ৠকারস্য। তদ্দ্বিগুণং ঌকারৡকারয়োরপি। এবং একারস্য সার্দ্ধকোটিপরিণাহং মণ্ডলম্। ঐকার-ওকার-ঔকারাণাং সমমেব একারেণ। বিন্দুবিসর্গয়োস্তু অকার-দ্বিগুণং মণ্ডলম্। ব্যঞ্জনশক্তীনাং অকারমণ্ডলাদর্দ্ধং মণ্ডলম্। তাঃ শক্তয়ঃ পাশাঙ্কুশাক্ষমালাকমণ্ডলুধরাঃ। অন্তস্থাস্তু পাশাঙ্কুশাভয়বরকরাঃ। উষ্মাণস্তু পাশা-ঙ্কুশাক্ষমালাবরকরাঃ। লকারক্ষকারৌ পাশাঙ্কুশৈক্ষবশরাসনপুষ্পবাণযুক্তকরৌ। এতাঃ শক্তয়ঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকাঃ। কেচিত্তু—স্বরাত্মিকাঃ শক্তয়ঃ স্ফটিকাভাঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ বিদ্রুমাভাঃ, যাদয়ো নব পীতবর্ণাঃ ক্ষকারঃ অরুণবর্ণঃ ইতি।

অপরে তু—অকারাদয়ো ধূম্রবর্ণাঃ, ককারাদয়ঃ ঠান্তাঃ সিন্দূরবর্ণাঃ, ডাদিফান্তা গৌরবর্ণাঃ, বাদিলান্তা অরুণবর্ণাঃ, বাদিশান্তাঃ কনকবর্ণাঃ *; হক্ষৌ তটিদাভৌ, অন্ত্যলকারস্তু লকার এবান্তর্ভূতঃ, ইতি বদন্তি। ইদমেবাস্মন্মতং ভগবৎপাদা-চার্য্যাণামপি সম্মতম্। এতৎসর্বং সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে চন্দ্রকলায়াং সম্যঙ্‌ নিরূপিতমস্মাভিঃ ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃত টীকার মর্ম্মানুবাদ।—মাতঃ, (পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ অষ্টবর্গে বিভক্ত, (১) স্বর, (২) ককারাদি পঞ্চবর্ণ, (৩) চকারাদি পঞ্চ (৪) টকারাদি পঞ্চ (৫) তকারাদি পঞ্চ (৬) পকারাদি পঞ্চ (৭) চকারাদি চারিবর্ণ (৮) শকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ—এই অষ্টবর্গে বিভক্ত বর্ণমালার প্রসূতি চন্দ্রকান্তমণি-খণ্ড-শুভ্রা বশিনী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির এবং দ্বাদশ যোগিনী ও গন্ধাকর্ষিণী প্রভৃতি চতু-র্দ্বার-দেবতার সহিত তোমার ধ্যান যে ব্যক্তি করেন, সরস্বতী-মুখকমল-সৌরভ-মধুর, কালিদাসাদি মহাকবি রচনা-সদৃশ মনোহর পদদ্বারা কাব্য নির্ম্মাণে তিনি সমর্থ হয়েন।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ শক্তিবীজাধিষ্ঠাতৃরূপায়াঃ জনন-শক্তেধ্যানফলমাহ সবিত্রীতি। হে জননি! হে শক্তিবীজস্বরূপে! বশিন্যাদ্যষ্ট-শক্তিভিঃ সহ ত্বাং যঃ সঞ্চিন্তয়তি স বচোভিঃ বাঙ্‌মাত্রেণাপি মহতাং কাব্যানাং কর্ত্তা ভবতি, তস্য সামান্যং বাক্যমপি কাব্যার্থং ব্যঞ্জয়তীতি ভাবঃ। বশিন্যাদ্যাভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? বাচাং সবিত্রীভিঃ বাক্যপ্রসবকর্ত্রীভিঃ। বশিন্যাদীনাং বর্ণং মুক্তাবর্ণং বর্ণয়ন্নাহ পুনঃ কিম্ভূতাভিঃ? শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চন্দ্রকান্তমণীনাং ভঙ্গে সতি যথা রুচির্ভবতি তথা রুচির্যাসাং অতিশুভ্রবর্ণাভিরিত্যর্থঃ। বচোভিঃ কিম্ভূতৈঃ? ভঙ্গি-

* "হকরোস্তু কাদৌ বাদৌ বা অন্তর্ভাবঃ" ইত্যাধিকঃ পাঠঃ কচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে।

সুভগৈঃ ভঙ্গ্যা বক্রোক্ত্যা শ্রবণসুখজনকৈঃ। বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিত্যলঙ্কারঃ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ? সরস্বতীমুখপদ্মসৌরভমধুরৈঃ। ওজঃপ্রসাদমাধুর্য্যগুণবিশিষ্টৈরিতি ভাবঃ। ওজঃ প্রসাদো মাধুর্য্যমিতি কাব্যগুণা মতা ইত্যলঙ্কারঃ। বশিন্যাদ্যাভিঃ সহ যস্তাং ধ্যায়তি, তস্য মুখে স্থিতা স্বয়ং বাগ্দেবীতি ভাবঃ। বশিন্যাদ্যাশ্চ বশিনী কামেশ্বরী মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্ব্বেশ্বরী কৌলিনী চ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—(হে শক্তিকূটাধিষ্ঠাত্রি বা শক্তিবীজাধিষ্ঠাত্রি মাতঃ!) যাঁহাদের প্রসাদে সুমধুর বাক্যবিন্যাস করিবার শক্তি জন্মে, যাঁহাদের শরীরকান্তি চন্দ্রকান্তমণিখণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত অর্থাৎ অতি শুভ্র, ঈদৃশী বশিনী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির সহিত তোমাকে যে ব্যক্তি চিন্তা করেন, তিনি সরস্বতীর মুখপদ্ম-সৌরভ-মধুর অর্থাৎ ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট শ্রবণ-সুখকর বক্রোক্তি অলঙ্কার-সম্পন্ন বাক্যসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্যসমূহ রচনা করিতে সমর্থ হয়েন * ॥ ১৭ ॥

> তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরণি-শ্রীধরণিভি-†
> র্দ্দিবং সর্ব্বামুর্ব্বীমরুণঞ্চমণিমগ্নাং স্মরতি যঃ।
> ভবন্ত্যস্য ত্রস্যদ্-বন-হরিণ-শালীন-নয়নাঃ,
> সহোর্ব্বশ্যা বশ্যাঃ কতি কতি ন গীর্ব্বাণগণিকাঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তনুচ্ছায়াভিঃ তনোঃ দেহস্য ছায়াভিঃ কান্তিভিঃ তে ভবত্যাঃ তরুণতরণিশ্রীসরণিভিঃ তরুণতরণিঃ বালসূর্য্যঃ, তস্য শ্রীঃ শোভা, তস্যা ইব সরণিঃ মার্গঃ-সৌভাগ্যমিতি যাবৎ যাসাং তাভিঃ দিবম্ আকাশং সর্ব্বাং উর্ব্বীং কৃৎস্নাং ভূমিং, রোদঃপ্রদেশমিত্যর্থঃ। অরুণিমনি আরুণ্যে মগ্নাং, অত্যরুণামিতি যাবৎ। যদ্বা অরুণিমনিমগ্নাং নিতরাং মগ্নাম্। যথোক্তং শম্ভুনা:—

> যাবকাব্ধৌ নিমগ্নাং যে দিবং ভূমিং বিচিন্তয়েৎ।
> তস্য সর্ব্বা বশং যাতাঃ ত্রৈলোক্যবনিতা ধ্রুবম্ ॥ §

ইতি। অতশ্চ অরুণিমশব্দেন যাবকাব্ধির্লক্ষ্যতে, যাবকাব্ধিমধ্যস্থিতামিত্যর্থঃ। স্মরতি চিন্তয়তি যঃ সাধকঃ, ভবন্তি অস্য সাধকস্য ত্রস্যদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ,

---

* এই স্থলে সৌঃ এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানশক্তির ধ্যান কথিত হইল। বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তি যথা—বশিনী, কামেশ্বরী, মোহিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্ব্বেশ্বরী ও কৌলিনী।

† 'সরণিভিঃ' ইতি ল ‡ 'অরুণিমনি' ইতি ল § "ধ্রুবম্" ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রস্যন্তো বনহরিণাঃ,—বনশব্দঃ সচ্ছন্দচারিত্বলক্ষণয়া অতিত্রাসং লক্ষয়তি—তেষামিব শালীনে হ্রীণে, অতিসুন্দরে ইতি যাবৎ, নয়নে যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ সহ সাকম্, উর্ব্বশী নাম দেবগণিকা তয়া, বশ্যাঃ বশংগতাঃ। কতিকতি আভীক্ষ্ণ্যে দ্বিরুক্তিঃ। ন নিষেধে। গীর্ব্বাণগণিকাঃ দেববারাঙ্গনাঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তরুণতরণিশ্রীসরণিভিঃ তে তনুচ্ছায়াভিঃ সর্ব্বাং দিবং উর্ব্বীং চ অরুণিমনি মগ্নাং যঃ স্মরতি অস্য ত্রস্যদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ গীর্ব্বাণগণিকাঃ উর্ব্বশ্যা সহ কতিকতি ন বশ্যা ভবন্তি? সর্ব্বা অপ্সরসো বশ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকার-মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, যে সাধক নবোদিত দিনকরকান্তি-সদৃশ শ্রীমতী ভবদীয় দেহপ্রভায় সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমমণ্ডলকে অলক্তক-রাগ-সাগরে-নিমগ্ন বলিয়া ধ্যান করেন, ভয়চকিত বনহরিণ-চারু-নয়না কত শত অমরগণিকা উর্ব্বশীসহ তাঁহার বশীভূতা না হয়েন? ॥ ১৮ ॥

অচ্যুতানন্দ-কৃতটীকা।—অথ শক্ত্যধিষ্ঠাতৃরূপায়াঃ জ্ঞানশক্তের্ধ্যান-ফলমাহ তনুচ্ছায়েতি। হে মাতঃ! তব দেহকান্তিকিরণৈঃ অরুণ-মণিমগ্নাং সূর্য্যকান্তমণিবর্ণৈর্ব্যাপ্তাং সর্ব্বাং উর্ব্বীং দিবঞ্চ তদ্বর্ণব্যাপ্তাং যঃ স্মরতি, তস্য উর্ব্বশ্যা প্রধানাপ্সরসা সহ কতি কতি গীর্ব্বাণগণিকাঃ অপরিমিতদেবাঙ্গনা বশ্যা ন ভবন্তি? ভবন্ত্যেব। তনুচ্ছায়াভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? তরুণতরণি-শ্রীধরণিভিঃ মধ্যাহ্নসূর্য্যশোভাং প্রাপ্তাভিঃ। গীর্ব্বাণগণিকাঃ কিম্ভূতাঃ? ত্রস্যদ্বনহরিণানামিব সচকিতং নয়নং যাসাং তাঃ। ত্রস্যদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি নয়নচাঞ্চল্যং ব্যঞ্জিতম্॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তোমার দেহকান্তি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল; যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সূর্য্যকান্ত-মণি-কিরণ-নিমগ্ন এইরূপ ভাবনা করেন, ভীতা বনহরিণীর ন্যায় চকিতনয়না উর্ব্বশী সহ কত কত অপ্সরা তাঁহার বশীভূত না হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥*

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো,
হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ † হরমহিষি তে মন্মথকলাম্।
স সদ্যঃ সংক্ষোভং নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু,
ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাম্ ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—মুখং বক্ত্রং বিন্দুং বিন্দুরূপং কৃত্বা, বিন্দু-

* এই স্থলে শক্ত্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপা জ্ঞানশক্তির ধ্যানফল বিবৃত হইল।

† 'হরার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ যো' ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ।

স্থানে মুখং ধ্যাত্বেত্যর্থঃ। কুচযুগং স্তনদ্বয়ং অধঃ অধস্তাৎ তস্য মুখস্য। তদধঃ তস্য কুচযুগস্য অধঃপ্রদেশে হরার্দ্ধং হরস্য অর্দ্ধং শক্তিং ত্রিকোণং যোনিমিতি যাবৎ। ধ্যায়েৎ চিন্তয়েৎ যঃ সাধকঃ। "তত্র" ইত্যধ্যাহার্য্যম্। হরমহিষি! হরস্য সদাশিবস্য মহিষি জায়ে তে ভবত্যাঃ মন্মথকলাং কামরাজবীজম্। সঃ সাধকঃ সদ্যঃ তদানীমেব সংক্ষোভং চিত্তবিকারং নয়তি প্রাপয়তি বনিতাঃ স্ত্রিয়ঃ। ইতিশব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণদ্যোতকঃ। অতিলঘু অতিতুচ্ছম্। ত্রিলোকীমপি ত্রিভুবনমপি আশু শীঘ্রং ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাং—রবীন্দূ সূর্যচন্দ্রৌ, তাবেব স্তনৌ, তয়োঃ যুগং যুগ্মং যস্যাঃ সা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে হরমহিষি! মুখং বিন্দুং কৃত্বা, তস্যাধঃ কুচযুগং কৃত্বা, তদধঃ হরার্দ্ধং কৃত্বা, তত্র তে মন্মথকলাং যঃ ধ্যায়েৎ সঃ সদ্যঃ বনিতাঃ সংক্ষোভং নয়তীতি যৎ তৎ অতিলঘু, কিন্তু রবীন্দুস্তনযুগাং ত্রিলোকীমপি আশু ভ্রময়তি। অত্র ত্রিলোক্যাঃ রবীন্দুস্তনযুগত্ববিশেষণেন স্ত্রীত্বারোপণম্ অয়ং মাদনপ্রয়োগো বনিতাস্বেব প্রযোক্তব্যইতি জ্ঞাপয়িতুম্।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—সাধকঃ ত্রিকোণে বিন্দুস্থানে সাধ্যায়াঃ কান্তায়াঃ বক্ত্রং ধ্যাত্বা, তদধস্তাৎ তস্যাঃ কুচযুগং ধ্যাত্বা, তৎ কুচদ্বয়স্যাধস্তাৎ তস্যাঃ যোনিং বিচিন্ত্য তত্র বক্ত্রকুচদ্বয়যোনিষু প্রধানাঙ্গেষু মারবীজং সঞ্চিন্ত্য তয়া কান্তয়া আত্মনস্তাদাত্ম্যং সম্পাদয়েৎ। যথোক্তং চতুঃশত্যাম্ ঃ—

বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রং তু তদধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্।
তদধশ্চ হরার্দ্ধং তু চিন্তয়েত্তদধোমুখম্॥
তত্র কামকলারূপামরুণাং চিন্তয়েদিহ।
ততস্তেনৈব রূপেণ নিজরূপং বিচিন্তয়েৎ॥

ইতি। এবং মাদন-প্রয়োগাঃ অনেকে সনৎকুমারসংহিতায়াং সপ্তশত্যামুক্তাঃ। অত্র কতিচন নিরূপ্যন্তে ঃ—

বিন্দৌ তদ্বক্ত্রমারোপ্য তদধো বাহুযুগ্মকম্।
তদধঃ কুচযুগ্মং তু তদধো যোনিমেব চ॥
এতেষু পঞ্চস্থানেষু পঞ্চবাণান্বিচিন্তয়েৎ॥

পঞ্চবাণবীজানি মুখে বাহুযুগ্মে কুচমধ্যে যোনিমধ্যে যথাক্রমং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লূং স ইতি চিন্তয়েৎ ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রয়োগঃ কামরাজপ্রয়োগসমম এব।

ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে অধোবক্ত্রং বিচিন্তয়েৎ।
বিন্দোরূপরিভাগে তু বক্ত্রং সঞ্চিন্ত্য সাধকঃ॥

তদুপর্য্যেব বক্ষোজদ্বিতয়ং সংস্মরেদ্বুধঃ।
তদুপর্য্যেব যোনিং চ ক্রমশো ভুবনেশ্বরীম্॥
শ্রীবিদ্যাং কামরাজং চ বিন্যস্যাশু বিমোহয়েৎ॥

অয়ং প্রয়োগঃ—"মুখং বিন্দুং কৃত্বা" ইতি প্রয়োগাদ্ অতিশীঘ্রকরঃ। অত্রাপি পঞ্চবাণপ্রয়োগঃ পূর্ব্ববৎ। এবমেতাদৃশমাদনপ্রয়োগাঃ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ অবগন্তব্যাঃ গ্রন্থবিস্তারভয়ান্নোক্তাঃ॥ ১৯॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকার মর্ম্মানুবাদ।—('মাদন' নামক প্রয়োগ কথিত হইতেছে।) হে হরমহিষি, যে (সকাম) সাধক, শ্রীচক্রের বিন্দুস্থানে (কামিনীর) মুখ, তাহার অধোদেশে স্তনযুগল, তাহার অধোদেশে বরাঙ্গ ধ্যান এবং তাহাতে আপনার কামরাজবীজ ভাবনা করত নিজকে তন্ময় চিন্তা করিবে, সে ব্যক্তি যে কামিনীদিগকেই সংক্ষোভযুক্ত করিবে, ইহা অতি সামান্য, সূর্য্যচন্দ্র-স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকে বিঘূর্ণিত সংক্ষুভিত করিতে তাহার সামর্থ্য হয়॥১৯॥

অচ্যুতানন্দ-টীকা।—অথ পঞ্চমযাগে অভেদবুদ্ধ্যা আত্মানং শিবরূপমেকাত্মানং বিভাব্য আধারাৎ পরমশিবান্তং সূত্ররূপাং সূক্ষ্মাং কুণ্ডলিনীং সর্ব্বশক্তিরূপাং বিভাব্য সত্ত্বরজস্তমোগুণসূচকং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্ত্যাত্মকং সূর্য্যাগ্নিচন্দ্ররূপং বিন্দুত্রয়ং তস্যা অঙ্গে বিভাব্য অধশ্চিৎকলাং ভাবয়েদিতি কামকলাং ধ্যায়েৎ। তদেব কামকলাধ্যানমাহ মুখমিতি। স্বকলয়া বিশ্বং হরতীতি হরঃ। হে হরমহিষি! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপে! তব মন্মথকলাং ত্রিগুণাত্মকবিভূতিং যো ধ্যায়েৎ, স সদ্যস্তৎক্ষণাৎ বনিতা হস্তপদাদিঘটিতদেহাঃ স্ত্রিয়ঃ সঙ্ক্ষোভং নয়তি ইতি অতিতুচ্ছম্, আশু শীঘ্রং ত্রৈলোক্যভূতাং নায়িকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমযুক্তং করোতি। নায়িকাত্বে কারণমাহ,—রবীন্দুস্তনযুগাং চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলস্তনদ্বন্দ্বাম্। ত্রৈলোক্যনায়কঃ স ভবতীত্যর্থঃ, কথঙ্কারং ধ্যায়েদিত্যাহ,—মুখং বিন্দুং কৃত্বা রজোগুণসূচকং বিরিঞ্চ্যাত্মকং বিন্দুং মুখং কৃত্বা তস্যাধো হৃদয়স্থানে সত্ত্বতমোগুণসূচকং হরিহরাত্মকং বিন্দুদ্বয়ং কুচযুগং কৃত্বা তস্যাধঃ যোনিং গুণত্রয়সূচিকাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাত্মিকাং সূক্ষ্মাং চিৎকলাং হকারার্দ্ধং কৃত্বা যোন্যন্তর্গতত্রিকোণাকৃতিং কৃত্বা ধ্যায়েদিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তথাচ শ্রীক্রমে,—"বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি প্রথমং দেবি বক্ত্রকম্। বিন্দুদ্বয়ং স্তনদ্বন্দ্বং হৃদিস্থানে নিযোজয়েৎ। হকারার্দ্ধং কলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েদিতি॥" তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ,—"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সুপরিষ্কৃতমণ্ডলম্" ইতি॥ ১৯॥

অনুবাদ।—হে হরমহিষি! যে সাধক ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে তোমার

বদনস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে তোমার স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার নিম্নভাগে সূক্ষ্ম চিৎকলাকে হকারার্দ্ধ অর্থাৎ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে কামকলা-রূপা চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে কামিনীগণকে সন্তঃ উদ্‌ভ্রান্ত করা ত অতি তুচ্ছ কথা, তিনি চন্দ্রসূর্য্যরূপস্তনযুগলশোভিতা ত্রিলোকীরূপা নায়িকাকেও অতি শীঘ্র বিভ্রান্ত (মুগ্ধ বা অস্থির) করিতে সমর্থ হন। অপর অনুবাদ এই,—নিম্নে (শ্রীচক্রের) বিন্দুস্থানে (সাধ্যা রমণীর) মুখ, তাহার অধস্থানে স্তনদ্বয়, তাহার ত্রিকোণ-অঙ্গ চিন্তা করিবে, হে হরমহিষি! (এই অঙ্গত্রয়ে) যে সাধক, তোমার কামরাজবীজ ধ্যান করেন,—(অর্থাৎ এইরূপে বশীকরণ প্রয়োগ করেন) তাঁহার পক্ষে সাধারণ রমণীগণের মনঃক্ষোভ অর্থাৎ কামভাব উদ্দীপনে বশীভূত করা ত সামান্য কথা, রবি-শশি-মণ্ডলস্বরূপ স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকেও তিনি বিভ্রান্ত (মুগ্ধ) করিতে পারেন (ইহা স্ত্রী-বশীকরণ প্রয়োগ) ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পঞ্চমযাগের সময় স্বীয় আত্মাকে শিব হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করত মূলাধারচক্র হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত তড়িৎসদৃশ তেজোময়ী মৃণাল-সূত্রের ন্যায় অতীবসূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনীকে সর্ব্বশক্তিরূপা চিন্তা করিয়া রজঃসত্ত্ব-তমোগুণসূচক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ এবং সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রস্বরূপ বিন্দুত্রয়কে সেই কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গে চিন্তা করত তাহার অধঃস্থলে চিৎকলা ধ্যান করিবে অর্থাৎ উপরিস্থিত বিন্দু রজোগুণসূচক ও ব্রহ্মাত্মক; ইহাকে দেবীর মুখস্বরূপে ভাবনা করিতে হইবে। তাহার অধঃস্থানে হৃদয়প্রদেশে সত্ত্বতমোগুণসূচক হরি-হরাত্মক যে বিন্দুদ্বয় আছে, উহাকে কামকলাদেবীর কুচযুগলরূপে কল্পনা করিবে। তাহার নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপা সূক্ষ্মা চিৎকলাকে হকারার্দ্ধ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীক্রমে কথিত আছে যে, দেবি! বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে স্তনযুগলরূপ বিন্দুদ্বয় স্থাপন করিবে। ইহার নিম্নে সূক্ষ্মা চিৎকলাকে হকারার্দ্ধ অঙ্গরূপ ভাবনা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

> কিরন্তীমঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং,
> হৃদি ত্বামাধত্তে হিমকরশিলামূর্ত্তিমিব যঃ।
> স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপ ইব,
> জ্বরপ্লুষ্টং * দৃষ্ট্যা সুখয়তি সুধাসার † শি(স)রয়া ॥২০॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কিরন্তীং বর্ষন্তীং অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যঃ কিরণ-

* জ্বরুষ্টান্ ইতি ল।

† 'সুধাধার' ইতি ল।

নিকুরম্বামৃতরসং—কিরণানাং মরীচীনাং নিকুরম্বং সমূহঃ, তস্মাদুৎপন্নঃ অমৃতরসঃ, তম্। হৃদি হৃদয়ে ত্বাং ভবতীম্ আধত্তে স্মরতীতি যাবৎ। হিমকরশিলামূর্ত্তিং হিমকরশিলায়াঃ চন্দ্রকান্তমণেঃ মূর্ত্তিং পুত্তলিকাং সালভঞ্জিকাং চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিতদেহাম্ ইব যঃ সাধকঃ, সঃ সাধকঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপঃ শকুন্তানাং পক্ষিণাম্ অধিপো গরুত্মান্ ইব। ইবেতি সম্ভাবনায়াম্—গরুত্মদাকারাকারিত্বমাত্রং ন ভবতি, তৎকার্য্যকারিত্বমপি সম্ভাবিতমিতি, গরুত্মান্ ভূত্বা, প্রত্যক্ষো গরুত্মানিবেত্যর্থঃ। জ্বরপ্লুষ্টান্ জ্বরেণ প্লুষ্টান্ সন্তপ্তান্ দৃষ্ট্যা বীক্ষণেন। অত্র দৃষ্টিপ্রয়োগঃ কথিতঃ। সুখয়তি সুখিনঃ করোতি। "তৎ করোতি" ইতি ণিচি "ণাবিষ্ঠবৎ প্রাতিপদিকস্য" ইতি টিলোপঃ। এবং সুখয়তীতি রূপং সিদ্ধম্। সুধাধারসিরয়া সুধায়াঃ অধারভূতা সিরা অমৃতস্যন্দিনী নাড়ী। যদ্বা—সুধা ধারাত্মিকা যস্যাং সিরায়ামিতি বহুব্রীহিঃ। "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ ভাষিতপুংস্কাৎ" ইত্যাদিনা পুংবদ্ভাবঃ। সুধাধারা চাসৌ সিরা চ তয়া। সুধাসারসিরয়েতি বা পাঠঃ—সুধাসারাত্মিকা সিরা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে দেবি! যঃ সাধকঃ অঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং কিরন্তীং হিমকরশিলামূর্ত্তিমিব ত্বাম্ হৃদি আধত্তে, সঃ শকুন্তাধিপ ইব দৃষ্ট্যা সর্পাণাং দর্পং শময়তি। সুধাধারসিরয়া দৃষ্ট্যা জ্বরপ্লুষ্টান্ সুখয়তি।

অনেন শ্লোকেন গারুড়প্রয়োগঃ উক্তঃ। তদুক্তং চতুঃশত্যাম্—

ষণ্মাসধ্যানযোগেন জায়তে গরুড়োপমঃ।
দৃষ্ট্যাকর্ষয়তে লোকং দৃষ্ট্যৈব কুরুতে বশম্॥
দৃষ্ট্যা সংক্ষোভয়েন্নারীং দৃষ্ট্যৈব হরতে বিষম্।
দৃষ্ট্যা চাতুর্থিকাদীংশ্চ জ্বরান্ নাশয়তে ক্ষণাৎ॥
চন্দ্রকান্তশিলামূর্ত্তিং চিন্তয়িত্বা বিনাশয়েৎ।
তাপজ্বরানশেষাংশ্চ শীঘ্রং তার্ক্ষ্য ইবাপরঃ॥
গরুড়ধ্যানযোগেন স্মরণান্নাশয়েদ্বিষম্॥

ইতি। অতশ্চ প্রাতীতিকমন্বয়ং—'যথা শকুন্তাধিপঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি এবং সাধকেন্দ্রঃ জ্বরপ্লুষ্টান্ সুখয়তীতি' তিরস্কৃত্য, সাধকেন্দ্রো জ্বরপ্লুষ্টান্ সুখয়তি সর্পাণাং দর্পমপি শকুন্তাধিপ ইব শময়তীত্যাশ্রিতমিত্যনুসন্ধেয়ম্॥ ২০॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(গারুড় প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে দেবি! যে সাধক, সকল অঙ্গ হইতে কিরণ-নিকর-সুধাবর্ষিণী চন্দ্রকান্তমণি-প্রতিমার ন্যায় আপনাকে (ছয় মাস) ধ্যান করেন, তিনি খগরাজ গরুড়ের

ন্যায় দৃষ্টিমাত্রে সর্পগণের দর্পনাশ করেন ; তিনি সুধানিষ্যন্দিনী শিরা তুল্য দৃষ্টি দ্বারা জ্বরসন্তপ্তদিগকে সুস্থ করেন ॥ ২০।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ কামকলা-ধ্যানমাহ কিরন্তীমিতি। হিমগিরিশিলামূর্ত্তিমিব অর্থাৎ অতি স্নিগ্ধতরাং ত্বাং যো হৃদি আধত্তে অর্পয়তি শকুন্তাধিপ ইব স সর্পাণাং দর্পং বিষং শময়তি। ত্বাং কিম্ভূতাম্? অঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং কিরণসমূহামৃতরসং কিরন্তীং বিস্তারয়ন্তীম্। সুধাসারসিরিয়া সুধাস্রবণনাড়ীরূপয়া দৃষ্ট্যা জ্বরপ্লুষ্টং জনং সুখয়তি। সুধাধারসিতয়েতি ক্বচিৎ পাঠঃ। চন্দ্রমণ্ডলবৎ স্নিগ্ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—জননি! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরস বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার মূর্ত্তি হিমাচলশিলার ন্যায় অতীব স্নিগ্ধতরা, তুমিই সেই কুলকুণ্ডলিনী কামকলা। যে সাধক তোমার এবংবিধ স্থূলরূপ ধ্যান করেন, তিনি দৃষ্টিমাত্র গরুড়ের ন্যায় সর্পবিষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় স্নিগ্ধতমা সুধাক্ষরণনাড়ীস্বরূপা দৃষ্টি দ্বারা জ্বরাভিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ২০ ॥ *

তড়িল্লেখা † তন্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ীং,
নিষণ্ণাং ষণ্ণামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্।
মহাপদ্মাটব্যাং মৃদুতমমমায়েন ‡ মনসা,
মহান্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্ ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তটিল্লেখা বিদ্যুল্লেখা তদ্বৎ তন্বী দীর্ঘসূক্ষ্মা জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণপ্রভা চ তাম্। স্থিরসৌদামিন্যাঃ ক্ষণপ্রভাত্বম্ আজ্ঞাচক্রে ক্ষণমাত্রদর্শনাৎ। এতচ্চ আজ্ঞাশব্দার্থ-নিরূপণাবসরে পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্। তপনশশিবৈশ্বানরময়ীং সূর্য্য-চন্দ্রানলাত্মিকাম্। এতচ্চ ত্রিখণ্ডনিরূপণাবসরে সম্যঙ্ নিরূপিতম্। নিষণ্ণাম্ আসীনাম্। ষণ্ণাং ষট্‌সঙ্খ্যাকানাম্। অপিঃ সমুচ্চয়ে—গ্রন্থিত্রয়ং সমুচ্চিনোতি। গ্রন্থিত্রয়স্যাপি উপরি কমলানাং পদ্মানাম্। ষট্‌চক্রাণাম্ আধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিশুদ্ধ্যাজ্ঞাত্মকানাং কমলস্বরূপত্বং পূর্ব্বমেব নিরূপিতম্। তব ভবত্যাঃ কলাং সাদাখ্যাং বৈন্দবীকলাম্। মহাপদ্মাটব্যাং মহান্তি বহূনি পদ্মানি পদ্মদলানি সহস্রসংখ্যাকানি, তান্যেব অটবী, তস্যাং সহস্রদলকমলকর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ। যদ্বা—মহাপদ্মং সহস্রদলকমলং, তদেব অটবী, তস্যাম্।

* ইহা দ্বারা কামকলার স্থূলধ্যান কীর্ত্তিত হইল।
† 'তটিল্লেখা' ল।
‡ 'মুদিতমলমায়েন' ল।

মৃদিতমলমায়েন মৃদিতা ক্ষপিতাঃ মলাঃ কামাদয়ঃ মায়াঽবিদ্যাঽস্মিতাঽহঙ্কারাদয়ঃ যস্য তৎ তেন মনসা অন্তঃকরণেন মহান্তঃ যোগীশ্বরাঃ পশ্যন্তঃ সাদাখ্য-কলাসুধাধারানিষ্যন্দম্ অনুভবন্তঃ দধতি অবরুন্ধতে পরমাহ্লাদলহরীং পরমঃ নিরতিশয়ঃ, আহ্লাদঃ সুখবিশেষঃ, তস্য লহরীং উদ্রেকম্ উদ্রিক্তপরমানন্দং সাদাখ্য-কলামৃতানুভবজনিতং, সর্ব্বদা সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তটিল্লেখাতন্বীং তপনশশিবৈশ্বানরময়ীং যণ্ণাং কমলানামপ্যুপরি মহাপদ্মাটব্যাং নিষণ্ণাং তব কলাং মৃদিতমলমায়েন মনসা পশ্যন্তো মহান্তঃ পরমাহ্লাদলহরীং দধতি ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকার মর্ম্মানুবাদ।—ভগবতি, বিদ্যুল্লতার ন্যায় দীর্ঘসূক্ষ্মা আজ্ঞাচক্রে ক্ষণমাত্র দৃশ্যা সূর্য্যচন্দ্র-বহ্নি-স্বরূপা ষট্‌চক্রপদ্মের ঊর্দ্ধে, সহস্রদলকমলবনে সাদা-নাম্নী ভবদীয় কলার মৃতধারা-নিষ্যন্দ, যে মহাপুরুষেরা মলমায়াবিহীন হৃদয়ে অনুভব করেন, তাঁহারা পরমানন্দলহরী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কামকলায়াঃ স্থূলধ্যানমুক্ত্বা সূক্ষ্মধ্যান-মাহ তড়িদিত্যাদি। হে মাতঃ! মহান্তো যোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মৃদুতমং সুসুখং যথা স্যাৎ তথা মনসা পশ্যন্তঃ পরমাহ্লাদলহরীং ব্রহ্মসুখানুভবং দধতি প্রাপ্নু-বন্তি।—মনসা কিম্ভূতেন? অমায়েন মায়ারহিতেন। কিম্ভূতাম্? তড়িল্লেখা-তন্বীং সুসূক্ষ্মতেজঃস্বরূপাং তপনশশি-বৈশ্বানরময়ীং বিন্দুত্রয়কারণভূতাং যণ্ণাং কমলা-নাম্ উপরি নিষণ্ণাং ষট্‌চক্রোপরি স্থিতাম্। কুত্র? মহাপদ্মাটব্যাং সহস্রদল-রূপারণ্যে পত্রাণাং বাহুল্যাদরণ্যত্বম্। তথা চ যামলে—"মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণা-নন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি॥" ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! যে সমুদায় মহাত্মা যোগী প্রশান্তহৃদয়ে মায়া-পরিশূন্যচিত্তে ষট্‌চক্রের উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল-পদ্মমধ্যে তড়িল্লেখার ন্যায় সূক্ষ্মতমা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপ বিন্দুত্রয়ের কারণভূতা কামকলারূপা ত্বদীয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহারাই পরম আনন্দলহরী ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তৎকালে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দসুখানুভব করেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে কামকলা-তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই কামকলা মহাত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপা অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ তিনি ত্রিপুরসুন্দরী নামে খ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতাতে কথিত আছে যে, "বিন্দুত্রয়সমা-যোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা স্থিতা। বিন্দুং সংকল্পয়েদ্‌বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্॥ তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ চিন্তয়েত্তদধোগতম্। এবং কামকলারূপা সাক্ষাদক্ষররূপিণী॥"—

অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরাদেবী অবস্থিতা রহিয়াছেন। ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধস্থ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। ইহার নীচে হকারার্দ্ধ চিন্তা করিতে হইবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রহ্মস্বরূপা। কামশব্দের অর্থ কমনীয়া, কলাশব্দের অর্থ চন্দ্র ও সূর্য্য-স্বরূপা। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে,—"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্‌বিভবপ্রদম্। সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু সুপরিষ্কৃতমণ্ডলম্। সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। সর্ব্বাহ্লাদনসম্পূর্ণং সর্ব্ববর্ণপ্রবর্দ্ধকম্। এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥"—ঊর্দ্ধস্থিত এক বিন্দুকে মুখরূপে ভাবনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় সর্ব্ববিদ্যারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তিপ্রদায়ক ও সর্ব্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্দ্ধ বিন্যাস করত তাহার চতুর্দ্দিকে বরাঙ্গমণ্ডল চিন্তা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদিস্বরূপ, সর্ব্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণ কামকলার এই সূক্ষ্মধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেন।

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিগণ সর্ব্বদাই ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার ঊর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নস্থ চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্দ্ধ আছে, তাহা শক্তিস্বরূপা পৃথিবী। এই কামকলাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে জাগরূক রহিয়াছেন।

এই কামকলা-বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই কামকলার ধ্যান করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তত্তত্তেজে বিলয়প্রাপ্ত করিতে হইবে। পরে কামকলার উত্তরার্দ্ধে সমুদায় বিলয় করিয়া যদি সাধক বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি ত্যাগ করতঃ মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অনুভব পূর্ব্বক সহস্রদলকমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তবে তিনিই যোগী, তিনিই কৌল এবং তিনিই সেব্য। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে গুরুর নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আগমকল্পক্রম—পঞ্চমশাখাতে উক্ত হইয়াছে,—"অখিলজনজীবকমলিনী বামেক্ষণা ত্রিবিন্দোর্মুখাস্তেন অন্তেন কুচদ্বন্দ্বং শেষাঙ্গেনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ।"—অর্থাৎ যিনি অখিলজীবের ষট্‌চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুলকুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা বলিয়া বিখ্যাতা। ত্রিবিন্দু দ্বারা এই মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে। উর্দ্ধস্থিত একবিন্দু মুখস্বরূপ এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তন-যুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পনা করিতে হইবে। এই বিন্দুত্রয় দ্বারা ভগবতীর দেহের উত্তরার্দ্ধ কল্পনা করিয়া হকারার্দ্ধ দ্বারা তাঁহার চরণ প্রভৃতি কল্পনা করিবে। এই ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী, তারা, গৌরী প্রভৃতি শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

বৃহৎশ্রীক্রমে বর্ণিত আছে,—"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বনাবয়বসুন্দরী। বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যাগাগ্নেয়মাত্রগা। জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছা দক্ষসমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু। তস্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। আধারং পুনরাগত্য ত্রি-গিতং গ্রন্থিসংযুতম্। দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরার্দ্ধস্বরূপিণী। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অঙ্কুরভাবে পদ্মবন-বিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিক্‌স্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থ বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটি রেখা হইবে। এই রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঐ রেখা পুনর্ব্বার ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যেষ্ঠা-শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। এই রেখা পুনর্ব্বার বায়ুকোণস্থিত বিন্দু হইতে অঙ্কুরিত পূর্ব্বোক্ত প্রথমাঙ্কুরে দক্ষিণদিক্‌স্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই রেখাকেই রৌদ্রী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হয়েন। এই কামকলাই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। পূর্ব্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণ দিকে যে আর একটি অঙ্কুর হইবে, তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবাকারে পরিণত হইবে। প্রণব হইতে পুনর্ব্বার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া মৃণালসূত্রের আকারে মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিবে। তৎপরে ঐ রেখা মূলাধারে গমন করত ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাকিবেন।

এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ প্রকাশিত হইবে। এই কামকলাই পরব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী ॥ ২১ ॥

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং,
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমু(ম)কুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—হে ভবানি! ভবস্য পত্নি! ত্বং ভবতী দাসে ময়ি দাসভূতে কিঙ্করে ময়ি বিতর দেহি দৃষ্টিং কটাক্ষং সকরুণাং করুণাযুক্তাম্ ইতি এবংপ্রকারেণ স্তোতুং স্তোত্রং কর্ত্তুং বাঞ্ছন্ ইচ্ছন্ কথয়তি বদতি ভবানি ত্বমিতি। "ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণাম্" ইতি বাক্যপ্রতীকং "ভবানি ত্বম্" ইত্যেবং যঃ সাধকঃ, তদৈব "ভবানি ত্বম্" ইতি বাক্যৈকদেশোচ্চারণসময় এব ত্বং ভবতী তস্মৈ বাক্যৈকদেশোচ্চারকায় দিশসি দদাসি নিজসাযুজ্যপদবীং নিজস্য আত্মনঃ সাযুজ্যপদবীং তাদাত্ম্যম্। মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমকুটনীরাজিতপদাং—মুকুন্দো বিষ্ণুঃ, ব্রহ্মা দ্রুহিণঃ, ইন্দ্রঃ আখণ্ডলঃ, তেষাং স্ফুটং যথা ভবতি তথা মকুটৈঃ নীরাজিতে নীরাজনবিধিক্রিয়াঙ্কিতে পদে পাদাম্বুজে যস্যাস্তাম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভবানি! ত্বং দাসে ময়ি সকরুণাং দৃষ্টিং বিতরেতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ ভবানি ত্বমিতি যঃ কথয়তি তস্মৈ তদৈব ত্বং মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমকুট-নীরাজিতপদাং নিজসাযুজ্যপদবীং দিশসি।

অয়মর্থঃ—"ভবানি ত্বং দাসে ময়ি" ইত্যাদি বাক্যপ্রতীকে "ভবানি ত্বম্" ইতি পদদ্বয়ে "ভবানি" ইতিপদস্য লোড়ুত্তমপুরুষৈকবচনান্তত্বমবগম্য তৎসামানাধিকরণ্যেন ত্বংপদস্যান্বয়ে মহাবাক্যপ্রয়োগোঽনেন সাধকেন প্রযুক্ত ইতি মত্বা মহাবাক্যফলং তাদাত্ম্যং দিশতি ভগবতী; জপহোমাদ্যুপাসনাবিধিভ্যঃ তাদাত্ম্যোপাসনায়াঃ সদ্যঃ ফলদায়িত্বাৎ।

অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। ইতি ন্যায়েন অবিবক্ষয়া প্রযুক্তমপি মহাবাক্যং ফলদায়কমিতি, নাপি অবিমৃশ্যকারিত্বং দেব্যা ইতি রহস্যম্ ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—"হে ভবানি, আমি দাস, আমাতে আপনি করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন,—"এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া "ভবানি ত্বং"—এই অংশ উচ্চারণ করিবামাত্র (তুমিই আমি হইতেছি—এই) মহাবাক্যার্থ নিশ্চায়ক সাধকের বাক্যশ্রবণে শব্দমাহাত্ম্যেই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি

দেবগণের মণিমুকুটে চরণনীরাজনাযুক্ত নিজ সাযুজ্যপদ আপনি তাহাকে দান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ স্তোত্রমহিমানমাহ ভবানীতি। হে ভবানি! দাসে ময়ি সকরুণাং দৃষ্টিং কৃপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোতুং স্তুতিং কর্ত্তুং বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুর্ব্বন্ পুরুষঃ ভবানি ত্বম্ ইতি কথয়তি উচ্চারয়তি তদৈব উচ্চারণকাল এব তস্মৈ ভবানি ত্বমিতি উচ্চারণকর্ত্রে অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধনপদাৎ লোড়ুত্তমপুরুষস্য শ্রবণাৎ অহং ত্বং ভবানি ইতি অভেদো ময়ি যাচিত ইতি বুদ্ধ্যা নিজসাযুজ্যপদবীং দিশসি আত্মনোঽভেদং দদাসি। সাযুজ্যপদবীং কিন্তুতাম্? মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাং হরিবিরিঞ্চীন্দ্রনানারত্নপ্রকাশযুক্তমুকুটনির্ম্মিতপদাম্ ইতি প্রাঞ্চঃ। কশ্চিত্তু কুতর্কবুদ্ধিবাহুল্যাৎ যথাসুখং ব্যাখ্যাং করোতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—"ভবানি! আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর।"—এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি, 'ভবানি তুমি' এই পর্য্যন্ত বলে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ দুই পদের 'আমি তুমি হইতেছি'—এই অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের মুকুটরত্ন দ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ২২ ॥

ত্বয়া হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা,
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ।
তথা হি * ত্বদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমু(ম)কুটম্ ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ত্বয়া ভবত্যা হৃত্বা অপহৃত্য বামং বামার্দ্ধং বপুঃ শরীরং অপরিতৃপ্তেন অসন্তুষ্টেন মনসা অন্তঃকরণেন শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি দক্ষিণমপি শঙ্কে মন্যে হৃতং গৃহীতম্ অভূৎ। যৎ যস্মাৎ এতৎ হৃদয়কমলান্তঃপ্রতিভাসি ত্বদ্রূপং তব শরীরং সকলং কৃৎস্নং বামদক্ষিণভাগাত্মকং অরুণাভং অরুণস্য প্রাতঃকালসূর্য্যস্যাভেবাভা যস্য তৎ। যদ্বা—অরুণা রক্তবর্ণা আভা প্রভা যস্য তৎ অরুণাভম্। ত্রিনয়নং নয়নত্রয়যুক্তং কুচাভ্যামানম্রং স্তনাভ্যামীষন্নম্রং কুটিলশশিচূড়ালমকুটং কুটিলশশিনা বক্রচন্দ্রকলয়া চূড়ালং চূড়াবৎ মকুটং যস্য তৎ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! শম্ভোর্ব্বামং বপুঃ ত্বয়া হৃত্বা অপরিতৃপ্তেন

* 'যদেতৎ' ইতি ল।

মনসা অপরমপি শরীরার্দ্ধং হৃতমভূদিতি শঙ্কে; যৎ এতৎ ত্বদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্।

অয়মর্থঃ—ভগবত্যা শম্ভোঃ একস্মিন্নর্দ্ধে অপহৃতে অপরার্দ্ধস্যাপহার উৎপ্রেক্ষ্যতে। যদ্বা—উত্তরকৌলসিদ্ধান্তপ্রতিপাদকোঽয়ং শ্লোকঃ। উত্তরকৌলসিদ্ধান্তে শক্তিতত্ত্বাৎ অন্যৎ শিবতত্ত্বং নাস্তি। অতশ্চ শিবতত্ত্বং শক্তিতত্ত্বে অন্তর্ভূতমিতি তদেব উপাস্যমিতি প্রস্তুতম্। এতচ্চ "মনস্ত্বং ব্যোম ত্বম্" * ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে তবাধারে মূলে" † ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে চ নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(হে ভগবতি!) আপনি শিবের বামার্দ্ধ আত্মসাৎ করিয়াও মন পরিতুষ্ট না হওয়ায় অপর অর্দ্ধও হরণ করিয়াছেন, ইহা আমি বিবেচনা করি। তাই—আপনার সম্পূর্ণশরীর অরুণাভ, ত্রিনয়ন, স্তনভারনম্র ও বক্র শশিকলা মৌলিদেশে অবস্থিত। অর্থাৎ ত্রিনয়ন ও শশিকলা শিবের প্রসিদ্ধ চিহ্ন, তাহা আপনার শরীরে থাকিলেও বর্ণ ও স্তনভারে নিশ্চয় হইতেছে, শিব আপনার এই মাতৃমূর্ত্তিতে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। শিবতত্ত্ব যে শক্তিতত্ত্ব হইতে অভিন্ন, তাহা ৩৫।৪১ শ্লোক-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ॥ ২৩ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ শিবশক্ত্যোরভেদমাহ ত্বয়েতি। হে মাতঃ! ত্বয়া শম্ভোর্ব্বামং বপুর্হৃত্বা আত্মনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবস্য বামাঙ্গং মিশ্রীকৃত্য অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিং বিধায়াপি মনসা অপরিতৃপ্তেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপরং দক্ষিণার্দ্ধমপি ত্বয়া হৃতমভূৎ ইতি শঙ্কে তর্কয়ামি; সর্ব্বং শম্ভোঃ শরীরং ত্বয্যেব মিশ্রীভূতং তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুং দর্শয়তি তথাহীত্যাদি। ইদানীং ত্বদ্রূপং সকলম্ অরুণাভং অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ পূর্ব্বম্ অর্দ্ধং পাণ্ডরমাসীদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বং সার্দ্ধদ্বয়-নয়নমাসীৎ, ইদানীং ত্রিনয়নম্। পূর্ব্বং কুচৈকেন নম্রতা আসীৎ, ইদানীং কুচদ্বয়েনানম্রম্। কুটিলশশিযুক্তচূড়াচ্ছাদকং মুকুটং যস্মিন্। পূর্ব্বং মুকুটশশিখণ্ডয়োরর্দ্ধার্দ্ধেন ভূষিতং বপুরাসীৎ, ইদানীং মুকুট-শশিখণ্ডাভ্যাং ভূষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—জননি! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণাঙ্গ দ্বারা মহেশের বাম অঙ্গ হরণ পূর্ব্বক অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি হইয়াও পরিতৃপ্তহৃদয়া হইতে না পারিয়া তুমি মহেশের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গও হরণ পূর্ব্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত করিয়াছ। আমার ঈদৃশ অনুমানের প্রতি কারণ এই যে, তুমি পূর্ব্বে যখন অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি ছিলে, তখন তোমার অর্দ্ধশরীর পাণ্ডরবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্ব্বশরীরই অরুণবর্ণ দেখিতেছি। তৎকালে তোমায় সার্দ্ধদ্বয় নয়ন ছিল, এক্ষণে নয়নত্রয় দৃষ্ট

---

* ৩৫ শ্লোকঃ। † ৪১ শ্লোকঃ।

হইতেছে। পূর্ব্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনযুগল দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোভা পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

জগৎ সূতে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে,
তিরস্কুর্ব্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ * স্থগয়তি।
সদাপূর্ব্বঃ সর্ব্বং তদিদমনুগৃহ্লাতি চ শিব-
স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োঃ ॥ ২৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—জগৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ সূতে সৃজতি ধাতা স্রষ্টা। হরিঃ বিষ্ণুঃ অবতি রক্ষতি। রুদ্রঃ ক্ষপয়তে সংহরতি। ধাতৃহরিরুদ্রাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াধিকারিণঃ। তিরস্কুর্ব্বন্ উপসংহরন্ এতৎ ধাতৃহরি-রুদ্রাত্মকং ত্রিতয়ং স্বমপি স্বকীয়মপি বপুঃ দেহম্ ঈশঃ মহেশ্বরতত্ত্বং তিরয়তি অন্ত-র্হিতং করোতি। ঈশ্বরঃ ধাতৃহরিরুদ্রান্ আত্মন্যারোপ্য স্বয়মপি সদাশিবতত্ত্বে অন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়ঃ উক্তঃ। তদনন্তরং ব্রহ্মাণ্ডোৎপিপাদয়িষা সদাশিবস্য জায়তে। তদানীমাহ—সদাপূর্ব্ব ইতি। সদাশব্দঃ পূর্ব্বঃ যস্য শিব-শব্দস্য সঃ সদাপূর্ব্বঃ শিবশব্দঃ। তেন সদাশিবশব্দেন বাচ্যবাচকয়োঃ অভেদোপচারাৎ সদাশিবরূপং তত্ত্বম্ উপচর্য্যতে। সর্ব্বং তদিদং পূর্ব্বোক্তং ধাতৃহরিরুদ্রেশানাত্মকং তত্ত্বচতুষ্টয়ং অনুগৃহ্লাতি। চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে। শিবঃ সদাশিবঃ। কথমনু-গৃহ্লাতীত্যাশঙ্কায়ামাহ—তবাজ্ঞামালম্ব্য ইতি। তব ভবত্যাঃ ক্ষণচলিতয়োঃ ভ্রূলতিকয়োঃ ক্ষণমাত্রং চলিতয়োঃ। ভ্রূলতিকাচলনেন বিজ্ঞেয়ামাজ্ঞামালম্ব্যেত্যর্থঃ। ভবদ্ভ্রূবিক্ষেপমাত্রেণ ধাতৃহরিরুদ্রেশানাত্মকং তত্ত্বচতুষ্টয়মুৎপন্নং, ভ্রূকুটীকরণমাত্রেণ তদ্বিনষ্টমিতি অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডানামুৎপাদনে সংহরণে চ ত্বদ্ভ্রূবিক্ষেপমাত্ররূপা শক্তিঃ সাচিব্যং সদাশিবস্য করোতীতি তাৎপর্য্যম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—ভগবতি! ধাতা জগৎ সূতে। হরিঃ জগৎ অবতি। রুদ্রঃ জগৎ ক্ষপয়তে। ঈশঃ এতৎ তিরস্কুর্ব্বন্ স্বমপি বপুঃ তিরয়তি। সদাপূর্ব্বঃ শিবঃ সর্ব্বং তদিদং তব ক্ষণচলিতয়োঃ ভ্রূলতিকয়োঃ আজ্ঞামালম্ব্য অনুগৃহ্লাতি ॥২৪॥

---

* 'তিরয়তি' ইতি ল।

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণু জগৎ পালন, রুদ্র জগৎ সংহার করেন, ঈশান,—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রকে স্বরূপে লীন করিয়া—নিজ তত্ত্বকেও সদাশিবতত্ত্বে অন্তর্হিত করেন (ইহা প্রলয়াবস্থা)। অনন্তর সদাশিব আপনার ক্ষণসঞ্চালিত ভ্রূলতিকাযুগলের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরতত্ত্বকে অনুগৃহীত করেন অর্থাৎ আপনার ইঙ্গিতেই সদাশিবের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, ঈশ্বরতত্ত্বাদি সৃষ্টি ও তদ্দ্বারা জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হয় ॥ ২৪ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ জগদিতি। তব কিঞ্চিচ্চলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োরাজ্ঞামালম্ব্য তব কটাক্ষমাসাদ্য ধাতা সৃতে নির্ম্মাতি, বিষ্ণুঃ রক্ষতি, রুদ্রো নাশয়তি, ঈশ এতৎ সৃষ্ট্যাদিকং কর্ম্ম তিরস্কুর্ব্বন্ নিন্দন্ স্বং বপুঃ স্থগয়তি বিষয়ব্যাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আত্মনো দেহং স্থিরীকৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। সদাপূর্ব্বঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ সৃষ্ট্যাদিকং কর্ম্ম ইদং যোগাভ্যাসং কর্ম্ম সর্ব্বং অনুগৃহ্লাতি আত্মসাৎ করোতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! তোমার ঈষচ্চলিত ভ্রূলতা দ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতেছেন এবং যথাসময়ে রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন এবং সদাশিব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যোগযুক্ত হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে,
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা।
তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহন-মণিপীঠস্য নিকটে,
স্থিতা হ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমু(ম)কুটাঃ ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ত্রয়াণাং দেবানাং ধাতৃহরিরুদ্রাণামিত্যর্থঃ। ত্রিগুণজনিতানাং সত্ত্বরজস্তমঃপ্রভবাণাম্। তব ভবত্যাঃ। হে শিবে! শিবমহিষি! ভবেৎ ভবত্যেব। প্রাপ্তকালে লিঙ্। পূজা সপর্য্যা। সৈব পূজা নান্যেতি। দ্বিতীয়পূজাশব্দস্যার্থঃ। তব চরণয়োঃ যা পূজা বিরচিতা নির্ম্মিতা। যুক্তং চৈতদিত্যাহ—তথাহীত্যাদিনা। তথাহি যুক্তমেতৎ। ত্বৎপাদোদ্বহন-

মণিপীঠস্য তব পাদয়োঃ উদ্বহনার্থং যন্মণিপীঠং পরিকল্পিতং তস্য নিকটে উপসিংহাসনসমীপে স্থিতাঃ বর্ত্তন্তে স্ম। হি যস্মাৎ এতে ধাতৃহরিরুদ্রাঃ অধিকারপুরুষাঃ শশ্বৎ অনবরতং মুকুলিতকরোত্তংসমকুটাঃ মুকুলিতাঃ কৃতাঞ্জলয়ঃ করা এব উত্তংসাঃ, তদ্‌যুক্তাঃ মকুটাঃ যেষাং তে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে শিবে! তব ত্রিগুণজনিতানাং ত্রয়াণামপি দেবানাং তব চরণয়োঃ যা পূজা বিরচিতা ভবেৎ সৈব পূজা। তথাহি তৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে হি যস্মাৎ মুকুলিতকরোত্তংসমকুটাঃ শশ্বদেতে স্থিতাঃ।

অয়ং ভাবঃ—ভগবত্যাঃ পাদপীঠসেবা পূজামাত্রেণ ন লভ্যতে, অপি তু ভগবত্যাঃ প্রসাদবশাদেবেতি॥ ২৫॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে শিবে, আপনার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণজনিত ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র—এই দেবত্রয়ের সম্পাদিত যে আপনার চরণযুগলপূজা, তাহাই প্রকৃত পূজা, তাই ইঁহারা আপনার পাদপীঠসমীপে অঞ্জলিবদ্ধকরপুট শিরোভূষণরূপে মুকুটে রাখিয়া নিরন্তর থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ পূজায় এ অধিকার লাভ হয় না। ব্রহ্মাদির প্রতি আপনার অসীম কৃপাবশতঃ, ইঁহাদিগের এই অধিকারলাভ॥ ২৫॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং দেবতান্তর-পূজা নিষেধমাহ ত্রয়াণামিতি। হে শিবে! তব চরণয়োঃ কৃতা পূজা যা সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবানাং পূজা ভবেৎ। ত্রিগুণজনিতানামিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্। যতস্তে ভবদ্‌গুণজাতাঃ। তথাচ প্রকৃতেগু´ণাস্ত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তেষু ব্রহ্মাদয়ো জায়ন্ত ইতি অর্থাৎ সর্ব্বেষাং কারণং যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেনেতি ভাবঃ। হেত্বন্তরমাহ, তথাহি এতে ব্রহ্মাদয়ঃ মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ ত্বৎপাদোদ্‌বহনমণিপীঠস্য নিকটে শশ্বদনবরতং স্থিতাঃ। মুকুলিতৌ পুটীকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং যেষাম্। ত্বৎপাদাবেব উহ্যেতে যেন রত্নসিংহাসনেন তস্য নিকটে অর্থাত্তস্মিন্ননবরতং স্থিতাঃ। ত্বৎসেবয়া সর্ব্বেষাং সেবা জায়ত ইতি ভাবঃ॥২৫॥

অনুবাদ।—হে শিবে! তোমার চরণকমল অর্চ্চনা করিলে ত্রিগুণজনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়, তাঁহাদিগের আর স্বতন্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না। কারণ, তোমার চরণকমলের আধার মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর করপুটে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক তোমার পাদ-পদ্মদ্বয় নিজ নিজ মুকুটের ভূষণস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন॥ ২৫॥

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং,
বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্ !
বিতন্দ্রা মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলতি দৃশাং, *
মহাসংহারেঽস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ ॥২৬॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা পঞ্চত্বং পঞ্চভূতানাং ব্যষ্টিরূপতাং, মরণমিতি যাবৎ, ব্রজতি যাতি। হরিঃ বিষ্ণুঃ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি বিরতিম্ উপরতিং, মরণমিতি যাবৎ। বিনাশং মৃতিং কীনাশঃ যমঃ ভজতি। ধনদঃ কুবেরঃ নিধনং মরণং যাতি প্রাপ্নোতি। বিতন্দ্রী বিশেষেণ তন্দ্রী প্রমীলা জাড্যং যস্যাঃ সা, নিদ্রাণেত্যর্থঃ, মাহেন্দ্রী চতুর্দ্দশানাং মনূনাম্ ইন্দ্রাণাং বিততিরপি সন্ততিরপি সম্মীলিতদৃশা সম্মীলিতা দৃশা দৃষ্টির্যস্যাঃ সা। "হলন্তাদপি টাবিষ্যতে" ইতি টাপ্। যদ্বা, সম্মীলিতদৃশা করণেন—বিতন্দ্রী মাহেন্দ্রী। মহাসংহারে কল্পান্তে অস্মিন্ বিহরতি বিশৃঙ্খলতয়া বর্ত্ততে, হে সতি! পতিব্রতে! ত্বৎপতিঃ সদাশিবঃ হরঃ অসৌ সহস্রদলকমলে পরিদৃশ্যমানঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি। হরিঃ বিরতিং আপ্নোতি। কীনাশঃ বিনাশং ভজতি। ধনদঃ নিধনং যাতি। মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলিতদৃশা বিতন্দ্রী। হে সতি! অস্মিন্ মহাসংহারে অসৌ ত্বৎপতিঃ হরঃ বিহরতি।

অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং অধিকারপুরুষাণাং চ সংহারে ব্রহ্মাণ্ডভঙ্গসময়ে তব পত্যুর্যৎ বিহরণং তৎ তব পাতিব্রত্যমহিমায়ত্তমিতি ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃতটীকার মর্ম্মানুবাদ।—ব্রহ্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, বিষ্ণু উপরত, যম বিনাশপ্রাপ্ত, কুবের নিধনপ্রাপ্ত এবং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিভিন্ন ইন্দ্রসমূহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন,—এইরূপ মহাসংহার অবস্থাতেও হে সতি, আপনার পতি সদাশিব ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা আপনারই পাতিব্রত্যফল ॥ ২৬ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ বিরিঞ্চিরিতি। হে সতি! অস্মিন্ মহাসংহারে প্রহাপ্রলয়ে অসৌ ত্বৎপতিঃ সদাশিবো বিহরতি নান্যঃ তব সতীত্বাদিতি ভাবঃ। যস্মিন্ সংহারে বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা পঞ্চত্বং ব্রজতীত্যাদি। পঞ্চত্বং মৃতিম্। বিরতিং মৃতিম্। বিনাশং কীনাশো যমঃ। মহেন্দ্রসম্বন্ধিনী দৃশাং বিততির্বিতন্দ্রাপি তন্দ্রারহিতাপি সম্মীলতি মহানিদ্রাং

* সম্মীলিতদৃশা, ল।

প্রাপ্নোতি। অনিমেষা দৃষ্টিরপি অমুন্মেষা ভবতি, যস্মিন্ মহেন্দ্রোঽপি নিধনং যাতীত্যর্থঃ। বিহরসীতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—হে সতি! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বিষ্ণুরও শরীর ধ্বংস হয়, কালান্তক যমও বিনষ্ট হইয়া থাকেন, ধনাধ্যক্ষ নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং মহেন্দ্রের তন্দ্রারহিত সদা উন্মীলিত নয়নসমূহও নিমীলিত হইয়া যায় অর্থাৎ মহেন্দ্রও মহানিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এই মহাসংহারসময়ে একমাত্র তোমার পতি সদাশিবই বিহার করিতে থাকেন ॥ ২৬ ॥

সুধামপ্যাস্বাদ্য প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং,
বিপদ্যন্তে বিশ্বে বিধিশতমখাদ্যা দিবিষদঃ।
করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা,
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি তব তাড়(ট)ঙ্কমহিমা ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা।—"বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বম্" ইতি শ্লোকেন যদুক্তং তদেব সোপস্করমাহ:—সুধাম্ অমৃতম্। অপিঃ বিরোধে। আস্বাদ্য পীত্বা। প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং প্রতিভয়ৌ ভয়ঙ্করৌ জরামৃত্যূ জরামরণে হরতীতি প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণী তাম্। বিপদ্যন্তে ম্রিয়ন্তে বিশ্বে অখিলাঃ বিধিশতমখাদ্যাঃ বিধিঃ ব্রহ্মা শতমখো দেবেন্দ্রঃ তৌ আদ্যৌ প্রভৃতিভূতৌ যেষাং তে দিবিষদঃ সুরাঃ। করালং অত্যুগ্রং যৎ ক্ষ্বেড়ং বিষং কালকূটং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ কালকলনা কালেন অবসানকালেন কলনা অবচ্ছেদঃ, মরণমিতি যাবৎ, ন শম্ভোঃ তন্মূলং তস্য কালকলনাঽভাবস্য মূলং কারণং তব ভবত্যাঃ জননি! হে মাতঃ! তাটঙ্কমহিমা তাটঙ্কস্য (সধবোচিত-কর্ণভূষণস্য) সামর্থ্যম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! বিশ্বে বিধিশতমখাদ্যাঃ দিবিষদঃ প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং সুধাং আস্বাদ্যাপি বিপদ্যন্তে। করালং ক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ শম্ভোঃ কালকলনা নাস্তীতি যৎ তন্মূলং তব তাটঙ্কমহিমা।

অয়ং ভাবঃ—যদি শম্ভোরপি বিপত্তিঃ স্যাৎ তাটঙ্কচ্যুতিঃ তর্হি স্যাৎ। তাটঙ্কচ্যাবকত্বং কালস্য নাস্তি, কালোৎপত্তিস্থিতিলয়ানাং তাটঙ্কৈকনিয়তত্বাদিতি দেব্যাঃ পাতিব্রত্যমহিমা সর্ব্বাতিশায়ী ইতি ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভীষণ জরামৃত্যুনিবারক অমৃত পান করিয়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

থাকেন, আর শিব করাল কালকূট সেবন করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়,—মাতঃ, ইহার মূল তোমার (সধবাচিহ্ন) কর্ণভূষণের মাহাত্ম্য ॥ ২৭ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ সুধামিতি। হে জননি! প্রতিভয়ং প্রতিপক্ষভয়ং প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং সুধাম্ অমৃতম্ অপ্যাস্বাদ্য ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সর্ব্বে দিবিষদো দেবাঃ বিপদ্যন্তে বিপন্না ভবন্তীত্যর্থঃ। ভয়ানকং বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শম্ভোর্যন্ন কালকলনা কালবশ্যতা মরণং, তন্মূলং তস্য মূলং তব তাড়ঙ্কমহিমা তব প্রকাশত্বং তবাত্মপ্রকাশাদেব শম্ভোর্মৃত্যুঞ্জয়ত্বমিতি ভাবঃ। টঙ্কঃ স্বপ্রকাশে স্যাত্তাড়ঙ্কং কর্ণভূষণম্॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।—হে জননি! জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষভয়-বিদূরণকারী অমৃত পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কাল-কবলিত হইয়া থাকেন; কিন্তু নীলকণ্ঠ সদ্যোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকূট ভক্ষণ করিয়াও কালের বশীভূত হয়েন নাই। তোমার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ শম্ভু-শরীরে তোমার অনুপ্রবেশের এবং মহিমাই তৎপ্রতি কারণ ॥ ২৭ ॥

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং,
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতবিধিঃ। *
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা,
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৮ ॥ †

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—জপঃ মন্ত্রজপঃ "উপাংশূচ্চৈর্ব্বা ক্রিয়তে" ইত্যাদিভিশ্চোদিতঃ সঃ জল্পঃ যাদৃচ্ছিকসল্লাপঃ। শিল্পং সকলমপি হস্তবিন্যাসাদিক্রিয়ানিচয়ঃ মুদ্রাবিরচনা মুদ্রাণাং সংক্ষোভ-দ্রাবণাকর্ষণ-বশ্যোন্মাদ-মহাঙ্কুশ-খেচরী-বীজ-যোনিত্রিখণ্ডাত্মকানাং বিরচনা করণম্। গতিঃ যাদৃচ্ছিকগমনং প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং প্রদক্ষিণক্রিয়া। অশনাদি ওদনাদি যৎকিঞ্চিৎ পদার্থচর্ব্বণং আহুতিবিধিঃ আহুতীনাং দেবতোদ্দেশেন হবিঃপ্রক্ষেপণাত্মকানাং বিধিঃ করণম্। প্রণামঃ নমস্কারঃ সংবেশঃ যাদৃচ্ছিকদণ্ডবল্লুণ্ঠনম্। সুখং সুখকরং বস্তু জল্পশিল্পব্যতিরেকেণ অঙ্গভঙ্গ-নয়নোন্মীলন-নিমীলনাদিকম্ অখিলং সমস্তং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদিকং আত্মার্পণদৃশা আত্মার্পণবুদ্ধ্যা সপর্য্যাপর্য্যায়ঃ সপর্য্যা পূজা তস্যাঃ পর্য্যায়ঃ রূপান্তরং, সপর্য্যৈবেত্যর্থঃ, তব তে ভবতু ভূয়াৎ যৎ প্রসিদ্ধমেব মে মম বিলসিতং বিলাসঃ।

---

* প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ। ইতি ল,

† সপ্তবিংশাষ্টাবিংশয়োরুভয়োঃ সংখ্যাব্যত্যয়ো লক্ষ্মীধরটীকাযুক্তপুস্তকে দৃশ্যতে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! আত্মার্পণদৃশা জল্পঃ জপঃ, সকলমপি শিল্পং মুদ্রাবিরচনা, গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং, অশনাদি আহুতিবিধিঃ, সংবেশঃ প্রণামঃ, অখিলং সুখং মে মদ্বিলসিতং চ তব সপর্য্যাপর্য্যায়ঃ ভবতু।

অয়মর্থঃ—জল্পাদীনাং জপাদিরূপতা যথার্হং কল্পিতা। এবং নয়নোন্মীলিত-নিমেষোন্মেষাঙ্গভঙ্গজম্ভাদীনাং যথার্হং সপর্য্যাপর্য্যায়তা উহ্যা। শব্দাদেঃ সুখকরস্য বস্তুনঃ ষোড়শোপচারব্যতিরেকেণ আত্মার্পণবুদ্ধ্যা ত্যাগ এব সপর্য্যাপর্য্যায়ঃ, ন তু স্বীকৃতানাম্। যদ্বা—শব্দাদীনাং যাদৃচ্ছিকসম্ভবেন সুখপ্রাদুর্ভাবে তৎসুখং মচ্ছেষং ন ভবতি কিন্তু সদাশিবায়েত্যর্পণং সপর্য্যাপর্য্যায়ঃ।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—সময়িনাং মতে সময়স্য সাদাখ্যতত্ত্বস্য সপর্য্যা সহস্রদলকমল এব, ন তু বাহ্যে পীঠাদৌ। যে যে সময়িনো যোগীশ্বরা জীবন্মুক্তাঃ সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তমানাঃ সাদাখ্যতত্ত্বমনুচিন্তয়ন্তঃ আত্মৈকপ্রবণাঃ বর্ত্তন্তে, তেষাং "জপো জল্পঃ শিল্পম্" ইত্যাদিনা সপর্য্যাপ্রকারো নিরূপিতঃ। যে তু সময়িনো যোগীশ্বরাঃ বিজনে গুহান্তরে বা বদ্ধপদ্মাসনাঃ নিগৃহীতেন্দ্রিয়াঃ সাদাখ্যতত্ত্বধ্যানৈকনিষ্ঠাঃ বর্ত্তন্তে, তেষাং বক্ষ্যমাণচতুর্বিধষড়্বিধৈক্যানুসন্ধানমেব ভগবত্যাঃ সপর্য্যেতি অর্থাদুক্তং ভবতি। অতশ্চ পক্ষদ্বয়েঽপি বাহ্যপূজায়াং তৎক্রিয়াকলাপে চ তৎসম্পাদনায়াস-ক্লেশো নাস্তি সময়িনামিতি রহস্যম্। যত্তু চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যায়ামুক্তম্ :—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্।
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণান্ ধারয়ন্তীং প্রপূজয়েৎ॥

ইতি বাহ্যপূজাপ্রকারকথনং, তত্তু সময়ৈকদেশিমতমিতি পুরস্তাৎ প্রপঞ্চ্যতে॥ ২৮॥ *

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, আত্ম-সমর্পণ-বুদ্ধি-অনুসারে শব্দোচ্চারণমাত্রই জপ, শিল্পমাত্রই মুদ্রা (খেচরী দ্রাবণ প্রভৃতি) রচনা, গমনমাত্রই প্রদক্ষিণ, ভোজনমাত্রই আহুতি, শয়নমাত্রই প্রণাম এবং অন্যান্য যে সকল সুখবিলাস আমার আছে, তৎসমস্তই আপনার পূজা-স্বরূপে পরিগণিত হউক। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত সময়াচারী গৃহস্থ, সাদনাম্নী কলায় নিবিষ্টচিত্ত এবং আত্মধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগের যাদৃচ্ছিক শব্দোচ্চারণাদিই জপাদি-স্থানীয়। সাধক সেই ভাব প্রার্থনা করিতেছেন॥ ২৮॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ জ্ঞানযোগং প্রকটীকরোতি জপ ইতি। যন্মে বিলসিতং যচ্চেষ্টিতং তৎ সপর্য্যায়ো ভবতু তব পূজাক্রমো ভবতু।

* লক্ষ্মীধরমতে সপ্তবিংশশ্লোকঃ জপো জল্পমিতি, ২৮ শ্লোকশ্চ সুধামপীতি

তৎ কিমিত্যাহ। মম সকলং জল্পো বচনমাত্রং জপো ভবতু। মম সকলং অঙ্গুলিক্রিয়ামাত্রং মুদ্রাবিরচনং ভবতু। সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং ভবতু। মম অদনাদি মম ভোজনপানমাত্রং হোমকর্ম্ম ভবতু। মম সংবেশং শয়নমাত্রং অষ্টাঙ্গপ্রণামোঽস্তু। মম অখিলং সুখং শক্তিসংযোগসুখমাত্রং আত্মার্পণদৃশা আত্মনি পরদেবতায়াং অভেদভাবেনার্পণমস্তু। সকলমিত্যজহল্লিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্য্য করিব, তৎসমস্তই যেন তোমার অর্চ্চনাস্বরূপ হয় এবং আমার বাক্যসমূহ তোমার জপস্বরূপ হউক। আর আমি যখন যেরূপ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিব, তৎসমুদয় তোমার মুদ্রা-রচনস্বরূপ, আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা স্বরূপ, আমার পান-ভোজনাদি তোমার উদ্দেশে আহুতিপ্রদানস্বরূপ, আমি যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণামস্বরূপ, এবং আমার নিখিল-শক্তিসংযোগজনিত-সুখ আত্মার্পণস্বরূপ হউক ॥ ২৮ ॥

দদানে দীনেভ্যঃ শ্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী-
মমন্দং সৌন্দর্য্যস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি।
তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকসুভগে যাতু চরণে,
নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ষট্‌চরণতাম্ ॥ ২৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—দদানে দদতি দীনেভ্যো দরিদ্রেভ্যঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীম্ অনিশম্ আশানুসদৃশীং বাঞ্ছানুরূপাম্ অমন্দম্ অধিকং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং সৌন্দর্য্যস্য লাবণ্যস্য প্রকরঃ সমূহঃ এব মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ তং বিকিরতি তব ভবত্যাঃ অস্মিন্ দৃশ্যমানে মন্দার-স্তবকসুভগে কল্পবৃক্ষগুচ্ছ-সৌভাগ্যবতি যাতু প্রাপ্নুয়াৎ। চরণে পাদাব্জে নিমজ্জন্ নিতরাং মজ্জনং কুর্ব্বন্ মজ্জীবঃ অহং চাসৌ জীবশ্চ মজ্জীবঃ করণচরণঃ করণানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি তান্যেব চরণা যস্য সঃ তস্য ভাবঃ ষট্‌চরণতাং ভ্রমরত্বম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! দীনেভ্যঃ আশানুসদৃশীং শ্রিয়ম্ অনিশং দদানে অমন্দং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং বিকিরতি মন্দারস্তবকসুভগে অস্মিন্ তব চরণে করণচরণঃ মজ্জীবঃ নিমজ্জন্ ষট্‌চরণতাং যাতু।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, চরণস্য কমলত্বেন নিগীর্য্যাধ্যবসানাৎ। মন্দারস্তবকসুভগ ইত্যর্থ উপমালঙ্কারঃ। অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। করণচরণ ইত্যত্র রূপকং, করণানাং চরণত্বেন রূপণাৎ। মজ্জীবঃ ষট্‌চরণতাং যাত্বিত্যত্র পরিণামালঙ্কারঃ

স্পষ্টঃ। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং বিকিরতীত্যত্র রূপকং নিগীর্য্যাধ্যবসানে নিমিত্তম্। অতএব নৈকদেশরূপকম্, অবয়বানাং প্রতিপাদনাৎ। করণচরণঃ ষট্‌চরণতাং যান্ত্বিতি ফলত্বেনোদ্দেশাৎ অবয়বত্বং তস্য। অতোঽস্মিন্ চরণ ইতি আরোপবিষয়তয়া চরণমুপাদায় কমলমারোপ্যমাণবুদ্ধ্যা নিগীর্ণমিতি সম্যক্। এবং পরিণামাতিশয়য়োঃ সঙ্কর এব ন তু সংসৃষ্টিরিতি ধ্যেয়ম্ *॥ ৩০॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, দীনজনগণে আশানুরূপ সমৃদ্ধিদানতৎপর, অসীম সৌন্দর্য্যস্বরূপ মকরন্দবর্ষী মন্দারকুসুমস্তবক-মনোহর, আপনার এই চরণকমলে নিমগ্ন ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্ ও মনঃ এই ষড়িন্দ্রিয়) রূপ চরণযুক্ত মৎ-স্বরূপ জীব ষট্‌পদভাব প্রাপ্ত হউক।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথৈকান্তিকীং ভক্তিমাহ দদানে ইতি। হে মাতঃ! অস্মিন্মন্দারস্তবকসুভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ ষড়িন্দ্রিয়রূপৈশ্চরণৈঃ ষট্‌চরণতাং ভ্রমররূপত্বং যাতু। কিম্ভূতে? দীনেভ্যঃ অনিশং নিরন্তরম্ আত্মানুসদৃশীং স্বাভিন্নাং শ্রিয়ম্ আত্ম-সদৃশমৈশ্বর্য্যং দদানে। তথাচ মুক্তিশ্চতুর্ব্বিধা,—সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সাযুজ্য-মিতি। পুনঃ কিম্ভূতে? সৌন্দর্য্যসমূহরূপং মকরন্দম্ অমন্দং যথা স্যাত্তথা বিকিরতি বিক্ষিপতি॥ ২৯॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! তোমার যে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্ব্বদা আত্মসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা হইতে নিরন্তর সৌন্দর্য্যসমূহরূপ মকরন্দ ক্ষরিত হইয়া থাকে, যাহা পারিজাতকুসুম-স্তবকের ন্যায় সুমনোহর, তোমার সেই চরণ-সরোজে আমার জীবাত্মা নিমগ্ন হইয়া ছয়-ইন্দ্রিয় দ্বারা ষট্‌পদরূপ ধারণ করুক॥ ২৯॥

কিরীটং বৈরিঞ্চং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ,
কঠোরে কোটীরে স্খলসি জহি জম্ভারি(ম)মুকুটম্।
প্রণম্রেম্বেতেষু প্রসভমুপযাতস্য ভবনং,
ভবস্যাভ্যুত্থানে তব পরিজনোক্তির্ব্বিজয়তে॥ ৩০॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কিরীটং মকুটং বৈরিঞ্চং বিরিঞ্চিসম্বন্ধি পরিহর দূরত এব কুরু। পুরঃ অগ্রভাগে কৈটভভিদঃ কৈটভাসুরং ভিনত্তীতি

* অত্র শ্লোকস্য লক্ষ্মীধরটীকাযুক্ত-মুদ্রিত-পুস্তকানুসারিণী সংখ্যা ৯০।

কৈটভভিৎ তস্য বিষ্ণোঃ কঠোরে কোটীরে মকুটাঞ্চলে স্খলসি। অত্র কাকুঃ অনুসন্ধেয়া। জহি ত্যজ জম্ভারিমকুটং জম্ভারেঃ ইন্দ্রস্য মকুটম্ কিরীটম্। প্রণম্রেষু প্রকর্ষেণ দণ্ডবৎ নতেষু এতেষু বিরিঞ্চিকৈটভভিজ্জম্ভারিষু প্রসভম্ অতিশীঘ্রং সসম্ভ্রমমিত্যর্থঃ, উপযাতস্য সমাগতস্য ভবনং মন্দিরং ভবস্য পরমেশ্বরস্য অভ্যুত্থানে অভিমুখোত্থিতৌ তব পরিজনোক্তিঃ সেবকানাং বচনং বিজয়তে সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! পুরঃ বৈরিঞ্চং কিরীটং পরিহর, কৈটভভিদঃ কঠোরে কোটীরে স্খলসি, জম্ভারিমকুটং জহি, ইত্যেবংরূপা এতেষু প্রণম্রেষু সৎসু ভবনমুপযাতস্য ভবস্য প্রসভং তবাভ্যুত্থানে পরিজনোক্তির্বিজয়তে।

অত্র উদাত্তালঙ্কারঃ, "সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনমুদাত্তম্" ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৩০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র যখন (আপনার চরণসমীপে) দণ্ডবৎ প্রণত, তখন মহাদেব আপনার ভবনে আগমন করাতে আপনি সহসা তাঁহার অভ্যুত্থান করিলে, (সম্ভ্রম-প্রচলিত) পরিজনগণের যে একজনকে আর একজন বলিয়া থাকে—'সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট, পা দিও না, (ওদিকে) বিষ্ণুর (ভূপতিত) কঠোর মুকুটে পড়িয়া যাইবে, ইন্দ্রের মুকুট সরাইয়া দেও'—সেই উক্তির জয় জয়কার ॥ ৩০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ব্রহ্মাদীনাং শ্রীমত্যা আরাধ্যত্বমাহ কিরীটমিতি। হে মাতঃ! এতেষু ব্রহ্মাদিষু সৎসু অকস্মাত্তব ভবনং উপযাতস্য শিবস্য অভ্যুত্থানে সতি পরিজনানামুক্তির্ব্বচনং বিজয়তে জয়েনাভিনন্দিতো ভবতি। তৎ কিমিত্যাহ—অগ্রতো বৈরিঞ্চম্ বিরিঞ্চেঃ ইদং পরিহর পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ। কৈটভভিদো বিষ্ণোঃ কোটীরং মুকুটং কঠোরং অস্মিন্ স্খলসি পতসি অত্র সাবধানা ভব ইতি ভাবঃ। জম্ভারিমুকুটং জহি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ হনধাতুস্ত্যাগার্থে। পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! ব্রহ্মাদি যখন তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত, তদবস্থায় শিব সহসা তোমার ভবনে উপস্থিত হইলে—তোমাকে সসম্ভ্রমে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে দেখিয়া তোমার পরিজনবর্গ সতর্কতার জন্য বলিতে থাকেন যে, 'দেবি! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহা দ্বারা যেন তোমার চরণে আঘাত লাগে না; এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও, যেন ইহাতে পদস্খলন হয় না। এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা অতিক্রম করিয়া আইস।' দেবি! তোমার পরিজনগণের এই সমস্ত বাক্য জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥

চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমতি- * সন্ধায় ভুবনং,
স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্রৈঃ † পশুপতিঃ।
পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনাৎ(না-)
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্ ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—চতুঃষষ্ট্যা চতুঃষষ্টিসংখ্যাকৈঃ মহামায়া-শম্বরাদিভিঃ তন্ত্রৈঃ সিদ্ধান্তৈঃ। অত্র চতুঃষষ্টিশব্দস্য সঙ্খ্যেয়পরত্বাৎ একবচনান্তত্বম্। সকলং সমস্তং অতিসন্ধায় অপবাহ্য বঞ্চয়িত্বা ভুবনং প্রপঞ্চং স্থিতঃ নিবৃত্তব্যাপারঃ তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রৈঃ তাশ্চ তাশ্চ সিদ্ধয়ঃ তত্তৎসিদ্ধয়ঃ চতুঃষষ্টিতন্ত্রেষু একস্মিন্ একস্মিন্ তন্ত্রে প্রয়োজনভূতাঃ একৈকসিদ্ধয় ইত্যর্থঃ, তাসাং প্রসবঃ উৎপত্তিঃ, তত্র পরতন্ত্রৈঃ। যদ্বা—তেষাং তেষাং সিদ্ধয়ঃ তত্তৎসিদ্ধয়ঃ যেষাং যেষাং সাধকানাং স্বস্বাভিমতাঃ সিদ্ধয়ঃ তত্তৎসিদ্ধয়ঃ, তাসাং প্রসবপরতন্ত্রৈঃ উৎপাদনৈকনিয়তৈঃ। পশু-পতিঃ পশূনাং প্রাণিনাং পতিঃ, পশ্যন্তীতি পশবঃ। যদ্বা—ইন্দ্রিয়াণ্যেব পশ্যন্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা পশবঃ ইন্দ্রিয়াণি, তান্ পশূন্ পাতি রক্ষতীতি পশুপতিঃ জীবঃ, শিব এব জীব ইতি পশুপতিঃ শিবঃ, পুনঃ ভূয়ঃ ত্বন্নির্ব্বন্ধাৎ ত্বয়া নির্ব্বন্ধঃ তস্মাৎ। চতুঃষষ্টিতন্ত্র-প্রতিপাদিত-সর্ব্বসিদ্ধান্তরূপ-সকল-পুরুষার্থ- সাধন- ভূত- তন্ত্রান্তরোপদেশ-স্বীকারব্যগ্রয়া দেব্যা ভগবত্যা কৃতো নির্ব্বন্ধ ইতি যাবৎ। যদ্বা—ত্বদিতি ভিন্নং পদং পঞ্চম্যন্তম্। অখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্রম্ অখিলানাং পুরুষার্থানাং মুখ্যত্বেন ঘটনায়াং স্বতন্ত্রং স্বয়মেব প্রধানং তে ভবত্যাঃ তন্ত্রং ক্ষিতিতলং ভূতলং অবাতীতরৎ। তরতের্ণৌ চঙি রূপম্। গত্যর্থত্বাৎ "গতিবুদ্ধি" ইত্যাদিসূত্রেণ দ্বিকর্ম্মকত্বম্। ইদং বক্ষ্যমাণম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! পশুপতিঃ সকলং ভুবনং তত্তৎসিদ্ধিপ্রসব-পরতন্ত্রৈঃ চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ অতিসন্ধায় স্থিতঃ। পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাৎ অখিলপুরুষার্থৈক-ঘটনাস্বতন্ত্রম্ তে তন্ত্রমিদং ক্ষিতিতলমবাতীতরৎ।

চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি চতুঃশত্যাম্—

চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৃণামুক্তমানি চ।
মহামায়াশম্বরং চ যোগিনীজালশম্বরম্ ॥
তত্ত্বশম্বরকং চৈব ভৈরবাষ্টকমেব চ।
বহুরূপাষ্টকং চৈব যামলাষ্টকমেব চ ॥

---

* রতি ইতি ল। † পরতন্ত্রৈঃ ইতি ল।

চন্দ্রজ্ঞানং মালিনী চ মহাসম্মোহনং তথা।
বামজুষ্টং মহাদেবং বাতুলং বাতুলোত্তরম্॥
হৃদ্ভেদং তন্ত্রভেদং চ গুহ্যতন্ত্রং চ কামিকম্।
কলাবাদং কলাসারং তথাঽন্যৎ কুণ্ডিকামতম্॥
মতোত্তরং চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তরম্।
পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোড্ডামরমেব চ॥
কুলসারং কুলোড্ডীশং কুলচূড়ামণিস্তথা।
সর্ব্বজ্ঞানোত্তরং চৈব মহাকালীমতং তথা॥
অরুণেশং মোদিনীশং বিকুণ্ঠেশ্বরমেব চ।
পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষং চ উত্তরং চ নিরুত্তরম্॥
বিমলং বিমলোক্তং চ দেবীমতমতঃ পরম্॥

ইত্যেবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পার্ব্বতীং প্রতি কথিতানি। এতানি তন্ত্রাণি জগতাম্ অতিসন্ধানকারণানি, বিনাশহেতুভূতানি, বৈদিকমার্গদূরবর্ত্তিত্বাৎ। অতএবোক্তং ভগবৎপাদৈঃ "চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমতিসন্ধায় ভুবনম্"—সকলাবিদ্বল্লোক-প্রতারকাণি ইমানি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি—ইতি। তথাহি—

মহামায়াশম্বরতন্ত্রং মায়াপ্রপঞ্চনির্ম্মাণফলম্। মায়াপ্রপঞ্চনির্ম্মাণং নাম সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনাং অন্যথাপদার্থগ্রহণকারণং, যথা ঘটস্য পটাকারেণ প্রতিভাসনম্।

যোগিনীজালশম্বরম্—মায়াপ্রধানতন্ত্রং শম্বরমিত্যুচ্যতে। তত্র তন্ত্রে যোগিনীনাং জালদর্শনম্। তচ্চ শ্মশানাদিকুমার্গেণ সাধ্যতে।

তত্ত্বশম্বরম্—তত্ত্বানাং পৃথিব্যাদীনাং শম্বরং মহেন্দ্রজালবিদ্যা। মহেন্দ্রজাল-বিদ্যায়াং পৃথিবীতত্ত্বে উদকতত্ত্বাদীনি উদকতত্ত্বে, পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি এবম্ অন্যোন্যং প্রতিভাসন্তে।

ভৈরবাষ্টকং নাম—সিদ্ধভৈরব—বটুকভৈরব—কঙ্কালভৈরব—কালভৈরব—কালাগ্নিভৈরব—যোগিনীভৈরব—মহাভৈরব—শক্তিভৈরবপ্রধানানি অষ্টতন্ত্রাণি নিধ্যাস্ত্বৈহিকফলসাধনান্যপি কাপালিকমতত্বাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি।

বহুরূপাষ্টকম্—শক্তেঃ সমুদ্ভূতানি রূপাণি ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা শিবদূতী চেত্যষ্টৌ রূপাণি। এতান্যবলম্ব্য প্রবৃত্তানি তন্ত্রাণি অষ্টৌ, তেষাং গণঃ অষ্টকম্। এতদপি বেদমার্গ-দূরত্বাৎ হেয়ম্। অত্র শ্রীবিদ্যায়াঃ প্রসঙ্গঃ বহু-রূপাষ্টকপ্রস্তাবে প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা পাতিত ইতি ন কশ্চিদ্দোষঃ।

যমলাষ্টকম্—যমলা নাম কামসিদ্ধাম্বা তৎপ্রতিপাদকানি তন্ত্রাণি যামলান্যষ্টৌ।

তেষাং গণঃ যামলাষ্টকম্। তদপি বৈদিকমার্গদূরম্। যদ্যপি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণাং যামলত্বং লোকব্যবহারসিদ্ধং ; তত্তু অবৈদিকত্বসাম্যাৎ উপচারাদিতি ধ্যেয়ম্।

চন্দ্রজ্ঞানম্—চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যায়াং ষোড়শনিত্যাপ্রতিপাদনম্। নিত্যপ্রতিপাদকত্বেঽপি কাপালিকমতান্তঃপাতিত্বাৎ হেয়মেব। উপাদেয়চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যা চতুঃষষ্টিতন্ত্রাতীতা।

মালিনীবিদ্যা—সমুদ্রযানোপায়হেতুঃ। সাপি বৈদিকমার্গদূরবর্ত্তিনী।

মহাসম্মোহনম্—জাগ্রতামপি নিদ্রাহেতুঃ। তদপি বালজিহ্বাচ্ছেদনাদিকুমার্গেণ সাধ্যমিতি নিষিদ্ধম্।

বামজুষ্ট-মহাদেবতন্ত্রে বামাচারপ্রবর্ত্তকে ইতি হেয়ে।

বাতুলং, বাতুলোত্তরং, কামিকং চ তন্ত্রত্রয়ং কর্ষণাদিপ্রতিষ্ঠান্তবিধিপ্রতিপাদকম্। তস্মিন্ তন্ত্রত্রয়ে কর্ষণাদি-প্রতিষ্ঠান্তা বিষয়ঃ একদেশে প্রতিপাদিতাঃ। স চৈকদেশো বৈদিকমার্গ এব। অবশিষ্টস্তু অবৈদিকঃ।

হৃদ্ভেদতন্ত্রং কাপালিকমেব। যদ্যপি হৃদ্ভেদতন্ত্রে ষট্‌কমলভেদসহস্রারপ্রবেশৌ প্রতিপাদিতৌ। তথাপি তস্মিন্ তন্ত্রে বামাচার এব প্রবৃত্ত ইতি কাপালিকমেব তন্ত্রম্।

তন্ত্রভেদগুহ্যতন্ত্রয়োঃ প্রকাশেন রহস্যেন চ পরকৃততন্ত্রাণাং ভেদ ইতি তদ্বিদ্যানুষ্ঠানে বহুহিংসাপ্রসক্তেঃ তত্তন্ত্রদ্বয়ং বৈদিকমার্গদূরম্।

কলাবাদং—কলানাং চন্দ্রকলানাং বাদঃ প্রতিপাদনং যস্মিন্ তন্ত্রে তৎকলাবাদং বাৎস্যায়নাদিকম্। যদ্যপি কামপুরুষার্থত্বেঽপি কলাগ্রহণ-মোক্ষণ-দশস্থানগ্রহণ-চন্দ্রকলারোপণাদীনাং কামপুরুষার্থে অনুপযোগাৎ পরদারগমনাদিনিষিদ্ধাচারোপদেশাচ্চ একদেশে নিষিদ্ধম্। যদ্যপি নিষিদ্ধাংশঃ কাপালিকতন্ত্রং ন ভবতি ; তথাপি তত্র প্রবর্ত্তমানঃ পুরুষঃ অবশ্যং কাপালিকাচারো ভবতীতি কাপালিকত্বেন গণনা তত্তন্ত্রস্য।

কলাসারম্—বর্ণোৎকর্ষবিধির্যত্র প্রবর্ত্ততে তৎ কলাসারং প্রধানম্।

কুণ্ডিকামতম্—ঘুটিকাসিদ্ধিহেতুঃ। তদপি বামাচারপ্রধানমেব।

মতোত্তরমতে—রসসিদ্ধিঃ।

বীণাখ্যে—বীণা নাম যোগিনী। সা সিধ্যতীতি বীণাখ্যম্। সা বীণা সম্ভোগযক্ষিণীতি কেচিদাহুঃ।

ত্রোতলে—ঘুটিকাঞ্জনপাদুকাসিদ্ধিঃ। ঘুটিকা পানপাত্রম্।

ত্রোতলোত্তরে—চতুঃষষ্টিসহস্রসংখ্যাকযক্ষিণীনাং দর্শনম্।

সর্ব্বমেতদ্ বামাচারপ্রধানম্।

পঞ্চামৃতম্—পঞ্চানাম্ পৃথিব্যাদীনাং পিণ্ডাণ্ডে যত্র মরণাভাবঃ প্রতিপাদিতঃ তৎ পঞ্চামৃতং তন্ত্রম্। তদপি কাপালিকমেব।

রূপভেদাদিতন্ত্রপঞ্চকং মারণহেতুরিতি অবৈদিকম্।

সর্ব্বজ্ঞানাদিতন্ত্রপঞ্চকং কাপালিকসিদ্ধান্তৈকদেশিদিগম্বরমতমিতি দূরত এব হেয়ম্।

পূর্ব্বাদিদেবীমতপর্য্যন্তং দিগম্বরৈকদেশক্ষপণকমতমিতি তত্ততোঽপি দূরত এব হেয়ম্।

এবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পরিজ্ঞাতৃণামপি বঞ্চকানি। ঐহিকসিদ্ধিমাত্রপরত্বাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি। পরিজ্ঞাতারোঽপি ঐহিকফলাপেক্ষয়া তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ প্রতারিতা এবেতি রহস্যম্।

নন্থ বিপ্রলিপ্সাদ্যাশয়দোষরহিতস্য ভগবতঃ পরমেশ্বরস্য পশুপতেঃ কাংশ্চিৎ প্রতি বিপ্রলম্ভকত্বং কথমিতি চেৎ—

মৈবম্—পরমেশ্বরে পরমকারুণিকে বিপ্রলিপ্সাদ্যাশয়দোষাঃ ন সন্ত্যেব। কিন্তু পরমেশ্বরঃ পশুপতিঃ ব্রহ্মক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রজান্ মূর্দ্ধাবসিক্তাদ্যনুলোমপ্রতিলোমজাতীয়ানধিকৃত্য তন্ত্রাণি নির্ম্মিতবান্। তত্র ত্রৈবর্ণিকানাং চন্দ্রকলাবিদ্যাসু বক্ষ্যমাণস্বধিকারঃ, শূদ্রাদীনাং চতুঃষষ্টিতন্ত্রেষ্বধিকারঃ। এবমধিকারভেদমজানানাঃ অমীমাংসকাঃ ব্যামুহ্যন্তি। তেষামেবায়ং দোষঃ, ন পশুপতেঃ পরমেশ্বরস্যেতি ধ্যেয়ম্।

চন্দ্রকলাবিদ্যাষ্টকং শ্রীবিদ্যাপ্রতিপাদকতন্ত্রম্—চন্দ্রকলা, জ্যোৎস্নাবতী, কলানিধিঃ, কুলার্ণবম্, কুলেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বার্হস্পত্যং, দুর্ব্বাসমতং চেতি। অস্মিন্ তন্ত্রাষ্টকে ত্রৈবর্ণিকানাং শূদ্রাদীনাং চ অধিকারোঽস্তি। তত্র ব্রাহ্মণাদীনধিকৃত্য সব্যমার্গেণ প্রাদক্ষিণ্যেন সর্ব্বোঽপ্যনুষ্ঠানকলাপঃ প্রতিপাদিতঃ। শূদ্রাদীনধিকৃত্য অপসব্যমার্গেণ বামাচারো নিরূপিতঃ।

শুভাগম-তন্ত্রপঞ্চকে বৈদিকমার্গেণৈব অনুষ্ঠানকলাপো নিরূপিতঃ। অয়ং শুভাগমপঞ্চকনিরূপিতো মার্গঃ বসিষ্ঠ-সনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভিঃ মুনিভিঃ প্রদর্শিতঃ। অয়মেব সময়াচার ইতি ব্যবহ্রিয়তে। তথৈবাস্মাভিরপি শুভাগমপঞ্চকানুসারেণ সময়মতমবলম্ব্যৈব ভগবৎপাদমতমনুসৃত্য ব্যাখ্যা রচিতা। চন্দ্রকলাবিদ্যাষ্টকস্তু কুলসময়ানুসারিত্বেন মিশ্রকমিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি কুলমার্গ এব।

মিশ্রকং কৌলমার্গং চ পরিত্যাজ্যং হি শাঙ্করি ইতি ঈশ্বরবচনাৎ মিশ্রকমতং কৌলমার্গং চ পরিত্যাজ্যম্। কৌলৈঃ মৃগ্যতে অবলম্ব্যতে ইতি কৌলমার্গঃ

কৌলমতম্। কর্ম্মণি ঘঞ্। অতশ্চ শুভাগমপঞ্চকমেব বৈদিকৈরাদরণীয়ম্, কেবল-সময়মার্গপ্রদর্শনপরত্বাৎ। সময়মার্গস্বরূপং তু "তবাধারে মূলে সহ সময়য়া" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ।

তত্র শুভাগমপঞ্চকে ষোড়শনিত্যানাং প্রতিপাদনং মূলবিদ্যায়ামন্তর্ভাবমঙ্গীকৃত্য অঙ্গতয়া। চক্রবিদ্যায়াং অঙ্গতয়ৈবান্তর্ভাবঃ কথিতঃ। অতএব চতুঃষষ্টিবিদ্যান্ত-র্ভূতায়াং চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যায়াং ষোড়শনিত্যাঃ প্রধানত্বেন প্রতিপাদিতা ইতি, তৎপ্রতি-পাদকং তন্ত্রং কৌলমার্গঃ, অয়ং তু সময়মার্গ ইতি ভেদঃ।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—শুভাগমপঞ্চকং নাম বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুক-সংহিতা, সনন্দনসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা, ইতি পঞ্চসংহিতাঃ শুভাগমপঞ্চকম্। তত্র বসিষ্ঠসংহিতায়াং দেবীং প্রতি ঈশ্বরবচনং বসিষ্ঠেন শক্তির্বোধিতঃ। যথা :—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যাষোড়শকং তব। †
ন কস্যচিন্ময়াখ্যাতং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্॥
তত্রাদৌ প্রথমা নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ততঃ কামেশ্বরী নিত্যা নিত্যা চ ভগমালিনী॥
নিত্যক্লিন্না তথা চৈব ভেরুণ্ডা বহ্নিবাসিনী।
মহাবিদ্যে-(বজ্রে) শ্বরী রৌদ্রী ত্বরিতা কুলসুন্দরী॥
নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
জ্বালামালিনীচিদ্রূপাঃ এতা নিত্যাস্তু ষোড়শ॥
প্রতিপৎপ্রভৃতৌ দেব্যাঃ পৌর্ণমাস্যন্তমর্চ্চয়েৎ।
একাদিবৃদ্ধ্যা হান্যা চ দর্শান্তং দেবি বিগ্রহম্॥

এতচ্চ ষোড়শনিত্যানাং ষোড়শতিথ্যাত্মকত্বম্ উত্তরশ্লোকে নিরূপ্যতে।

ইদানীং ষোড়শনিত্যানাং শ্রীচক্রে অঙ্গতয়া অন্তর্ভাবো নিরূপ্যতে,—ষোড়শনিত্যাস্তু অষ্টবর্গাত্মকতয়া অষ্টদলপদ্মে অষ্টপত্রেষু স্থিতাঃ যথাক্রমং অষ্টকোণচক্রে প্রাগাদি-কোণমারভ্য একৈকস্মিন্ কোণে দ্বিকং দ্বিকমন্তর্ভূতম্। এবম্ অষ্টদ্বিকানি অষ্টকোণেষু অন্তর্ভূতানি। এতা এব নিত্যাঃ ষোড়শস্বরাত্মকতয়া ষোড়শদলপদ্মে স্থিতাঃ দ্বিদশারেঽন্তর্ভূতাঃ। এতাসাং নিত্যানাং মধ্যে প্রথমং নিত্যাদ্বয়ং ত্রিকোণ-বিন্দুরূপেণ স্থিতম্। অবশিষ্টাস্তু চতুর্দ্দশ নিত্যাঃ মন্বস্রে অন্তর্ভূতাঃ। মেখলা-ত্রয়ভূপুরত্রয়ে বৈন্দবত্রিকোণয়োরন্তর্ভূতে। এবং নিত্যানাং চক্রে অন্তর্ভাবঃ।

* শ্লোঃ ৪১।

† "ষোড়শকম্ নবম্", "ষোড়শিকার্ণবং", ইত্যপি পাঠান্তরে

ইমমেবান্তর্ভাবং মেরুপ্রস্তারমাহুঃ। অতএব চন্দ্রকলাবিদ্যায়াঃ চক্রবিদ্যায়াঃ অঙ্গত্বং নিত্যানাং সিদ্ধম্।

সনন্দনসংহিতায়াম্ ঋষীন্ প্রতি সনন্দনবচনম্—এতাস্তু ষোড়শনিত্যাঃ চন্দ্রকলায়াঃ চক্রবিদ্যায়া অঙ্গভূতাঃ। এতাশ্চ ষোড়শনিত্যাঃ স্বরাত্মিকাঃ পঞ্চদশাক্ষরীমন্ত্রগত "এ"কারাদিভূত "অ"কার-বিসর্গাত্মক "স"কারাভ্যাং সঙ্গৃহীতাঃ জীবকলারূপাঃ বৈন্দবস্থানে স্থাপিতাঃ তত্রৈব অন্তর্ভূতাঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ পাশাঙ্কুশবীজযুক্তাঃ সন্তঃ অষ্টারে দশকোণদ্বয়ে চ অন্তর্ভূতাঃ। শিষ্টাস্তু যকারাদয়ো নববর্ণাঃ দ্বিরাবৃত্ত্যা, মন্বস্রে চতুর্দ্দশকোণেষু চতুর্দ্দশ অন্তর্ভূতাঃ, শিষ্টং বর্ণচতুষ্টয়ং শিবচক্রচতুষ্টয়েঽন্তর্ভূতম্। ইমমেব কৈলাসপ্রস্তারমাহুঃ। এবং নিত্যানাম্ চন্দ্রবিদ্যায়াম্ অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্।

সনৎকুমারসংহিতায়ামপি চক্রবিদ্যায়াং ষোড়শনিত্যানাম্ অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্। যথা সনৎকুমারবচনম্—শ্রীচক্রস্যাঙ্গভূতাঃ নিত্যাঃ বশিন্যাদিভিঃ দ্বিকং দ্বিকং মেলয়িত্বা বৈন্দবং ত্রিকোণং বিহায় অষ্টসু কোণেষ্বন্তর্ভাব্যাঃ। মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরী অন্তর্ভাব্যা অষ্টবর্গাস্তু অষ্ট বশিন্যাদয়ঃ, ষোড়শ নিত্যাঃ, দ্বাদশ যোগিন্যঃ,—এবং চতুশ্চত্বারিংশৎ। অত্র একাং শক্তিং বিহায় ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ-কোণেষু ত্রয়শ্চত্বারিংশদ্দেবতা অন্তর্ভাব্যাঃ, একাং ত্রিপুরসুন্দরীং বৈন্দবস্থানাদধস্তাৎ, গন্ধাকর্ষিণ্যাদয়স্তু চতুর্দ্বারেষু, ইতি নিত্যানাম্ অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্। ইমমেব ভূপ্রস্তারমাহুঃ। অষ্টানাং বশিন্যাদীনাং দ্বাদশযোগিনীনাং গন্ধাকর্ষিণ্যাদীনাং নামধেয়ানি "সবিত্রীভির্বাচাম্" * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতানি ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, মানবের সেই সেই একৈক লৌকিক অভীষ্টসিদ্ধিসম্পাদনসমর্থ চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা নিখিল ভুবনকে বঞ্চিত করিয়া অবস্থিত পশুপতি, আপনারই আগ্রহে, নিখিল পুরুষার্থ-সম্পাদনে স্বয়মেব সমর্থ—আপনারই বক্ষ্যমাণ তন্ত্র ভূতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহামায়া শম্বর প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্র বেদ-বাহ্য ও মায়া ইন্দ্রজাল প্রভৃতি একৈক ক্ষুদ্রসিদ্ধিসম্পাদক, তাহা অনুলোমসঙ্কর এবং বেদানধিকারী ও ঐরূপ সিদ্ধি-অভিলাষী জনগণের সাধনার্থ শিব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা উচ্চসাধনার অধিকারযুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতিমধ্যে জন্মিয়াছে, তাহারাও ক্ষুদ্রসিদ্ধিলাভের আশায় এবং অপর সাধনা অপ্রকাশ থাকায় ঐ সকল মার্গ অবলম্বন করাতে বঞ্চিত হইয়াছে। আপনি করুণাময়ী, ব্রাহ্মণাদি সকল

---

* ১৭ শ্লোকঃ।

বর্ণের কল্যাণার্থ বেদমার্গানুগত আপনার সাধনোপদেশক তন্ত্র-প্রকাশ শিবমুখ হইতে আপনিই করাইয়াছেন। এই শিবমুখনিঃসৃত তন্ত্র বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎ-কুমার দ্বারা ভূতলে প্রচারিত ও শুভাগম-পঞ্চক নামে খ্যাত। এই মতোক্ত আচার সময়াচার নামে খ্যাত; ইহা বৈদিক মার্গ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতে শ্রীবিদ্যা-সাধনার আদর করিয়াছেন। চন্দ্রকলাবিদ্যাদি তন্ত্র সময়ামতানুসারী হইলেও কৌলভাব-মিশ্রিত বলিয়া মিশ্রক এবং অপর তন্ত্রসমূহ কৌলমার্গ নামেই খ্যাত, তাহা ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে। শুভাগম-পঞ্চক ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানে স্বাধীনভাবে সক্ষম। এই মত লক্ষ্মীধরের, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যামধ্যে চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম ও কোন্ তন্ত্র কি কারণে বেদবহির্ভূত, তাহা দেখাইয়াছেন। সময়ামত পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে॥৩১॥

অথ নিখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্রং ভগবত্যাস্তন্ত্রং পশুপতিঃ ক্ষিতিতলমবাতীতর-দিত্যুক্তং পূর্ব্বশ্লোকে। তদেব তন্ত্রং প্রস্তৌতি—

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যা নিজতন্ত্রমহিমানমাহ চতুরিতি। পশুপতিঃ শিবঃ চতুঃষষ্ট্যা নিত্যতন্ত্রৈঃ সকলং ভুবনং অভিসন্ধায় জ্ঞাত্বা অর্থাৎ চতুঃ-ষষ্টিতন্ত্রাবলোকনেন সর্ব্বজ্ঞো ভূত্বা তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ যস্মিন্ তন্ত্রে যা সিদ্ধিঃ প্রমাণবাহুল্যাৎ তত্তৎ-জ্ঞানে অস্বতন্ত্রঃ সন্ প্রথমঃ স্থিতঃ। তথাচ, পুরাণাগম-সিদ্ধান্তং নিত্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ। পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাৎ তব প্রযত্নাৎ অস্মিন্ পুরুষার্থৈকঘটনাৎ হেতোঃ সকলসিদ্ধীনামেকত্র ঘটনাদ্ধেতোঃ স্বতন্ত্রং নাম তন্ত্রান্তরানপেক্ষম্ ইদং তন্ত্রং ক্ষিতিতলম্ অবাতীতরৎ অবতারয়ামাস ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—জননি! ভগবান্ পশুপতি শিব সনাতন চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা সমস্ত জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করত যে তন্ত্রে যেরূপ সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা জগতে প্রচারের জন্য ইতিকর্ত্তব্যতা-নিরূপণের অধীন হইয়া থাকিলেন। পরে তোমার নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং তত্তৎ-সিদ্ধির উপায় সমুদায় একত্র সঙ্ঘটিত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতন্ত্র নামক তোমার এই কুলতন্ত্র পৃথিবীতে অবতারিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ,
স্মরো হংসঃ শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।
অমী হৃল্লেখাভিস্তিসৃভিরবসানেষু ঘটিতা,
ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—শিবঃ ককারঃ। শক্তিঃ একারঃ। কামঃ

ঈকারঃ। ক্ষিতিঃ লকারঃ। অথ শব্দঃ অবসানদ্যোতকঃ। রবিঃ হকারঃ। শীতকিরণঃ সকারঃ। স্মরঃ ককারঃ। হংসঃ হকারঃ। শক্রঃ লকারঃ। "তদনু চ" ইতি অবসানং দ্যোতয়তি। পরা সকারঃ। মারঃ ককারঃ। হরিঃ লকারঃ। অমী দ্বাদশ বর্ণাঃ। হৃল্লেখাভিঃ হ্রীঙ্কারৈঃ তিসৃভিঃ ত্রিত্ববিশিষ্টৈঃ অবসানেষু বিরামস্থানেষু চতুষ্কপঞ্চকত্রিকাণামুপরি ঘটিতাঃ যোজিতাঃ ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি বর্ণাঃ তে পূর্ব্বোক্তাঃ ককারাদয়ঃ তব ভবত্যাঃ জননি! হে মাতঃ! নামাবয়বতাং নাম্নঃ ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য অবয়বতাং প্রতীকত্বম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—জননি! শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিঃ অথ রবিঃ শীতকিরণঃ স্মরঃ হংসঃ শক্রঃ তদনু চ পরামার-হরয়ঃ ইত্যেতে বর্ণাঃ তিসৃভিঃ হৃল্লেখাভিঃ অবসানেষু ঘটিতাঃ তে বর্ণাঃ তব নামাবয়বতাং ভজন্তে।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি বর্ণচতুষ্টয়ম্ আগ্নেয়ং খণ্ডম্। রবিঃ শীতকিরণঃ স্মরঃ হংসঃ শক্রঃ ইতি বর্ণপঞ্চকং সৌরং খণ্ডম্। উভয়োঃ খণ্ডয়োঃ মধ্যে রুদ্রগ্রন্থিস্থানীয়ং হৃল্লেখাবীজম্। পরামারহরয়ঃ ইতি বর্ণত্রয়েণ সৌম্যং খণ্ডং নিরূপিতম্। সৌম্যসৌরখণ্ডয়োর্মধ্যে বিষ্ণুগ্রন্থিস্থানীয়ং ভুবনেশ্বরীবীজম্। তুরীয়মেকাক্ষরং চন্দ্রকলাখণ্ডম্। সৌম্যচন্দ্রকলাখণ্ডয়োর্মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থিস্থানীয়ম্ হৃল্লেখাবীজম্। চন্দ্রকলাখণ্ডং তু গুরূপদেশবশাদবগন্তব্যমিতি ন প্রকাশিতম্। অতএব :—

ত্রিখণ্ডো মাতৃকামন্ত্রঃ সোমসূর্য্যানলাত্মকঃ॥

ইতি—অবরোহক্রমেণেতি শেষঃ। "সোমসূর্য্যানলাত্মকঃ ইত্যেতাবন্মাত্রে বক্তব্যে ত্রিখণ্ড ইত্যুক্তিঃ জ্ঞানশক্তীচ্ছাশক্তিক্রিয়াশক্ত্যাত্মকং খণ্ডত্রয়মিতি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাত্রয়াত্মকং, বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞবৃত্তিত্রয়াত্মকং, তমোরজঃ-সত্ত্বগুণাত্মকম্, ইত্যেবংপরা। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চয়িষ্যামঃ।

অত্র শিবঃ শক্তিরিত্যাদিশব্দাঃ কচিৎ লক্ষিতলক্ষণয়া কচিৎ লক্ষণয়া ককারাদিবর্ণপরাঃ। তথাহি ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য ষোড়শবর্ণাঃ। তে চ ষোড়শবর্ণাঃ ষোড়শনিত্যাত্মতয়া স্থিতাঃ। অত্র ষোড়শ্যাঃ কলায়াঃ নিত্যত্বব্যপদেশঃ চন্দ্রকলারূপসাম্যাৎ। সা চ পরা কলা চিদেকরসা। তস্যাঃ ছায়া বিশুদ্ধিচক্রে ষোড়শারে কলাত্মতয়া ভ্রমতীতি * রহস্যম্। সা প্রধানং প্রকৃতিশ্চ। অস্যা অঙ্গভূতাঃ পঞ্চদশ নিত্যা ইতি পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপাদিতম্।

* "ভ্রাজতীতি" ইতি তং পুস্তকে।

যদ্যপি ককারাদয়ঃ শ্রূয়মাণাঃ পঞ্চদশবর্ণাঃ সম্প্রদায়তো জ্ঞাতব্যাঃ, একো বর্ণঃ ষোড়শকলাত্মকঃ প্রধানভূত ইতি যদ্যপি ষোড়শীকলা গুরুমুখাদেব অবগন্তব্যা; তথাপি তস্যাঃ অপ্রতিপাদনে ব্যাখ্যানং সাপেক্ষমেব। অতোঽস্মুপাদেয়ং স্যাদেবেতি সা কলা নিরূপ্যতে।

ন চ—

সচ্ছিষ্যায়োপদেষ্টব্যা গুরুভক্তায় সা কলা।

ইতি শিষ্যাণামেবোপদেষ্টব্যা নান্যেষামিতি বাচ্যম্। যে তু মদীয়ং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা তাং কলাং জানন্তি তে মচ্ছিষ্যা এবেত্যস্মাকমনুগ্রহঃ।

নমু পাদবন্দন-পাদোপসংগ্রহণ-হস্তমস্তকসংযোগাদেঃ অঙ্গকলাপস্য শিষ্যত্বাপাদকস্যাভাবে কথং তেষু শিষ্যত্বমিতি চেৎ :—

সত্যম্, অস্মদীয়গ্রন্থং দৃষ্ট্বা ষোড়শ্যাঃ কলায়াঃ স্বরূপং গুর্ব্বন্তরমুখাদেব জানতাং শিষ্যত্বং মাঽস্তু। যে তু ন জানন্তি গুরুমুখাদপি তেষামুপদেশো ন সম্ভাব্যত এব, তদানীং গুর্ব্বেকপরতন্ত্রে অস্মিন্ মন্ত্রে "কে বাঽস্মাকং গুরবঃ?" ইতি জিজ্ঞাসায়ামুদয়মানায়াং তেষাং জিজ্ঞাসূনাং বর্ত্তমানানাং বর্ত্তিষ্যমাণানাং চ বয়মেব গুরব ইতি তেষনুগ্রহঃ কৃতোঽস্মাভিঃ।

ষোড়শীকলা নাম—শকার-রেফ-ঈকার-বিন্দ্বন্তো মন্ত্রঃ। এতস্যৈব বীজস্য নাম শ্রীবিদ্যেতি। শ্রীবীজাত্মিকা বিদ্যা শ্রীবিদ্যেতি রহস্যম্। এবং ষোড়শনিত্যানাং প্রকৃতিভূতাঃ ককারাদয়ঃ। তাশ্চ ষোড়শনিত্যাঃ শুক্লপ্রতিপদমারভ্য পৌর্ণমাস্যন্ততিথিরূপাঃ। কৃষ্ণপক্ষপ্রতিপদমারভ্য অমাবস্যান্ততিথিরূপাঃ এতা এব চন্দ্রকলাভিধানাঃ। চন্দ্রকলা এব প্রতিপদাদিতিথয় ইতি সুপ্রসিদ্ধম্। যথোক্তং জ্যোতিঃশাস্ত্রে :—

প্রতিপন্নাম বিজ্ঞেয়া চন্দ্রস্য প্রথমা কলা।
দ্বিতীয়াদ্যা দ্বিতীয়াদ্যাঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥

অয়মর্থঃ—চন্দ্রস্য প্রথমায়াঃ কলায়াঃ প্রতিপদিতি নামধেয়ম্। সৈব কলাত্মিকা সূর্য্যমণ্ডলান্নির্গতা। কৃষ্ণপক্ষে তু সূর্য্যমণ্ডলং প্রবিষ্টা। এবং শুক্লপক্ষে সূর্য্যমণ্ডলান্নির্গতা দ্বিতীয়া কলা দ্বিতীয়া তিথিঃ। কৃষ্ণপক্ষে তু সূর্য্যমণ্ডলং প্রবিষ্টা দ্বিতীয়া কলা দ্বিতীয়া তিথিরিতি। এবং সর্ব্বত্র ঊহনীয়ম্। অতশ্চ পঞ্চদশকলাব্যবধানং সূর্য্যচন্দ্রয়োর্যত্র সা পৌর্ণমাসী। পঞ্চদশ্যাং কলায়াং সূর্য্যচন্দ্রয়োরত্যন্তসংযোগো যত্র সা অমাবাস্যেতি জ্ঞেয়ম্। অতঃ কৌলমতে চন্দ্রকলাত্মিকানাং ষোড়শানাং নিত্যানাং প্রতিদিনম্ একস্যা এবানুষ্ঠানম্। সর্ব্বাসাং সময়িমতে। ষোড়শ্যাঃ

কলায়াস্তু পঞ্চদশস্বপি তিথিষু অনুষ্ঠানং সিদ্ধম্। পঞ্চদশানাং নিত্যানাং তত্রৈব অন্তর্ভাবাৎ।

অয়ং চ সম্প্রদায়ক্রমঃ সম্যগুক্তোঽপি, দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং প্রমেয়জাতমিতি, বিস্পষ্টার্থং পুনরুচ্যতে। প্রতিপদি ত্রিপুরসুন্দরী কলা ধ্যেয়া। দ্বিতীয়ায়াং কামেশ্বরী কলা। তৃতীয়ায়াং ভগমালিনী কলা। চতুর্থ্যাং নিত্যক্লিন্না কলা উপাস্যা। পঞ্চম্যাং ভেরুণ্ডাখ্যা কলা। ষষ্ঠ্যাং বহ্নিবাসিনী কলা। সপ্তম্যাং মহাবিদ্যে (বজ্রে)-শ্বরী কলা। অষ্টম্যাং রৌদ্রী কলা। নবম্যাং ত্বরিতা কলা। দশম্যাং কুলসুন্দরী কলা। একাদশ্যাং নীলপতাকাখ্যা কলা। দ্বাদশ্যাং বিজয়াখ্যা কলা। ত্রয়োদশ্যাং সর্ব্বমঙ্গলাখ্যা কলা। চতুর্দ্দশ্যাং জ্বালাখ্যা কলা। পঞ্চদশ্যাং মালিন্যাখ্যা কলা। সর্ব্বাসু তিথিষু চিত্রূপাখ্যা কলা ষোড়শী উপাস্যা। প্রতিপদি যা ত্রিপুরসুন্দরী কথিতা সা চিদ্রূপাত্মিকা ন ভবতি, চিদ্রূপাত্মিকায়াঃ মূলবিদ্যায়াঃ ভিন্নত্বেন অনুষ্ঠানাৎ। মন্ত্রভেদশ্চ—স মন্ত্রঃ প্রতিপদ্যেব অনুষ্ঠেয়ো ন দ্বিতীয়ায়ামিতি। ত্রিপুরসুন্দরীনিত্যায়াঃ নামসাম্যমিত্যবগন্তব্যম্।

এতাসাং ষোড়শনিত্যানাং চন্দ্রকলাত্মিকানাং বিশুদ্ধিচক্রং ষোড়শারং স্থানম্। তত্র প্রাগাদিক্রমেণ ষোড়শনিত্যাঃ তৎকোণেষু পরিবর্ত্তন্তে। তদধঃস্থিতদ্বাদশারে সংবিৎকমলে দ্বাদশসূর্য্যমণ্ডলানি প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ পরিবর্ত্তন্তে। তেষাং দ্বাদশানাং সূর্য্যাণাং দ্বাদশমাসেষু অধিকারঃ।

এতচ্চ সনৎকুমার-সংহিতায়াং শ্লোকৈঃ সপ্তশত্যা নিরূপিতং সংক্ষেপেণ উচ্যতে—সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ দেবযানপিতৃযানাখ্যকেড়াপিঙ্গলানাড়ীমার্গেণ অহোরাত্রয়োঃ সঞ্চরণম্। চন্দ্রস্তু বামনাড়ীমার্গেণ সঞ্চরন্ দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গম্ অমৃতেন সিঞ্চতি। সূর্য্যস্তু দক্ষিণনাড়ীমার্গেণ সঞ্চরন্ তদুৎক্ষিপ্তান্ অমৃতবিন্দূন উপাহরতি। যদা চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ আধারচক্রে সমাবেশঃ তদা অমাবাস্যা তিথিরুৎপদ্যতে। কৃষ্ণপক্ষতিথয়ঃ ততঃ উৎপদ্যন্তে। অতএব কুণ্ডলিনীশক্তিঃ আধারকুণ্ডে সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ বিলীনচন্দ্রমণ্ডলমধ্যগলৎপীযূষ পরিপূরিতে স্বপিতি। স্বাপাবস্থৈব কৃষ্ণপক্ষ ইত্যুচ্যতে। যোগী যদা সমাহিতচিত্তঃ চন্দ্রং চন্দ্রস্থানে সূর্য্যং সূর্য্যস্থানে বায়ুনা নিরোদ্ধুং ক্ষমতে তদা চন্দ্রসূর্য্যৌ নিরুদ্ধৌ অমৃতসেচনতদাহরণয়োঃ অশক্তৌ। তদানীং বায়ুনা প্রেরিতেন স্বাধিষ্ঠানবহ্নিনা শুষ্কীভূতে অমৃতকুণ্ডে নিরাহারা কুণ্ডলিনী সুপ্তোত্থিতা সতী সর্পবৎ ফুৎকারং কুর্ব্বতী গ্রন্থিত্রয়ং ভিত্ত্বা সহস্রদলকমলমধ্যবর্ত্তি চন্দ্রমণ্ডলং দশতি। তস্মাদ্গলৎপীযূষধারাঃ আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমণ্ডলং আপ্লাবয়ন্তি। তস্মাদ্ গলিতাভিঃ অমৃতধারাভিঃ সর্ব্বং দেহমাপ্লাবয়ন্তি। ততশ্চ আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিত

চন্দ্রমসঃ কলাঃ পঞ্চদশ নিত্যাঃ। তা পঞ্চদশ তদধঃস্থিতবিশুদ্ধিচক্রমাশ্রিত্য পরিবর্ত্তন্তে। সহস্রদলকমলান্তঃস্থিতচন্দ্রমণ্ডলং বৈন্দবস্থানম্। তৎকলা চিন্ময়ী আনন্দরূপা আত্মেতি গীয়তে। সৈব ত্রিপুরসুন্দরী। এবং শুক্লপক্ষ এব কুণ্ডলিনী-প্রবোধঃ কর্ত্তুং শক্যতে যোগীশ্বরাণাং, ন তু কৃষ্ণপক্ষে ইতি রহস্যম্। সর্ব্বাঃ শুক্ল-পক্ষতিথয়ঃ পৌর্ণমাসীসংজ্ঞকাঃ। সর্ব্বাঃ কৃষ্ণপক্ষতিথয়স্তু অমাবাস্যায়াং অন্তর্ভবন্তি। একৈবামাবাস্যা কৃষ্ণপক্ষ ইতি গীয়তে। অতএব আধারঃ অন্ধতামিস্রম্। স্বাধিষ্ঠানং তু সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ মিশ্রলোকঃ। মণিপূরস্তু অগ্নিস্থানত্বেঽপি তত্র স্থিতে জলে সূর্য্যকিরণপ্রতিবিম্বাৎ মিশ্রক এব লোকঃ। অনাহতং জ্যোতির্লোকঃ। এবম্ অনাহতচক্রপর্য্যন্তং জ্যোতিস্তমোমিশ্রকো লোকঃ। বিশুদ্ধিচক্রং চান্দ্রো লোকঃ। আজ্ঞাচক্রং তু চন্দ্রস্থানত্বাৎ সুধালোকঃ। অনয়োর্লোকয়োঃ সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ জ্যোৎস্না নাস্তি। সহস্রকমলং তু জ্যোৎস্নাময় এব লোকঃ। তত্র স্থিতশ্চন্দ্রো নিত্যকলাযুক্তঃ। চন্দ্রবিম্বং শ্রীচক্রম্। কলা সাদাখ্যা। অতশ্চ ত্রিকোণম্ আধারঃ, অষ্টকোণং স্বাধিষ্ঠানম্ দশারং মণিপূরম্, দ্বিতীয়দশারম্ অনাহতম্, চতুর্দ্দশারং বিশুদ্ধিচক্রম্, শিবচক্রচতুষ্টয়ম্ আজ্ঞাচক্রং, বিন্দুস্থানং চতুরস্রং সহস্রকমলমিতি সিদ্ধম্। আজ্ঞাচক্রগতচন্দ্রে পঞ্চদশকলাঃ, ষোড়শ্যাঃ কলায়াঃ প্রতিফলনং চ। শ্রীচক্ররূপচন্দ্রবিম্বে একৈব কলা, সা পরমা কলা মিলিত্বা ষোড়শ কলাঃ। যথা—

> ষোড়শেন্দোঃ কলা ভানোর্দ্বিদশ দশানলে।
> সা পঞ্চাশৎকলা জ্ঞেয়া মাতৃকাচক্ররূপিণী॥

ইতি। এতাঃ পঞ্চাশৎ কলাঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকাঃ পঞ্চদশাক্ষরীমন্ত্রে অন্তর্ভূতাঃ। যথা—আদিমেন ককারেণ অন্তিমো লকারঃ প্রত্যাহৃতঃ তন্মধ্যবর্ত্তিনাং বর্ণানাং গ্রাহকঃ। অয়মেব লকারঃ একারপূর্ব্ববর্ত্তিনা অকারেণ প্রত্যাহৃতঃ পঞ্চাশদ্বর্ণগ্রাহকঃ।

নন্বনেনৈব প্রত্যাহারগ্রহণেন পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মকমাতৃকাগ্রহণে কিমর্থং ককার-লকারয়োঃ প্রত্যাহারগ্রহণপ্রয়াসঃ?

উচ্যতে—ককারাদি-লকারান্তানাং কলাশব্দবাচ্যত্বং গৌণম্, ব্যঞ্জনানাং স্বরান্ প্রতি অঙ্গত্বাৎ, কলানাং স্বরাণাং প্রধানত্বমিতি গুণপ্রধানভাবপ্রদর্শনার্থং প্রত্যাহারদ্বয়াশ্রয়ণং কৃতং সনকাদিভিরিতি ধ্যেয়ম্।

চত্বারোঽনুস্বারাঃ বিন্দুলক্ষকাঃ। তেন বিন্দুনা তদুপরি প্রতীয়মানো নাদঃ সংগৃহীতঃ। এবং নাদবিন্দুকলাত্মকং শ্রীচক্রং ত্রিখণ্ডমিতি কথিতম্। সাদাখ্যা কলা শ্রীবিদ্যাঽপরপর্য্যায়া নাদবিন্দুকলাতীতা।

এতাঃ ষোড়শনিত্যাসু অন্তর্ভূতাঃ। তথাহি—ষোড়শ স্বরাঃ, কাদয়ঃ তান্তাঃ

ষোড়শ; থাদয়ঃ সান্তাশ্চ ষোড়শ। ষোড়শত্রিকং ষোড়শনিত্যাসু অন্তর্ভূতম্। হকারঃ আকাশবীজং বৈন্দবাকাশে নিলীনম্। লকারঃ অন্তস্থান্তর্ভূতোপি ককারেণ প্রত্যাহারার্থং পুনর্গৃহীতঃ। ক্ষকারস্তু ককারষকারসমুদায়রূপত্বাৎ। ককারাদয়ঃ সান্তাঃ দ্বিষোড়শনিত্যাসু অন্তর্ভূতাঃ স্বরসহিতাঃ।

অকারেণ প্রত্যাহৃতঃ ক্ষকারঃ অক্ষমালেতি গীয়তে। অতঃ ক্ষকারেণ * সর্ব্বা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি। অতএব † অন্তিমখণ্ডে সকলহ্রীমিতি ককার-লকারয়োর্যোগে কলাশব্দনিষ্পত্তিঃ, কসয়োর্যোগেন ক্ষকারনিষ্পত্তিরিতি। এবং মন্ত্রেণ সর্ব্বা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ইতি তাৎপর্য্যম্।

অতশ্চ ষোড়শনিত্যানাং মন্ত্রগতষোড়শবর্ণাত্মকত্বং, ষোড়শবর্ণানাং পঞ্চাশ-দ্বর্ণাত্মকত্বং, পঞ্চাশদ্বর্ণানাং সূর্য্যচন্দ্র-(রূপাগ্নি) কলাত্মকত্বং, সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপাণ ত্রিখণ্ডত্বমিতি ঐক্যচতুষ্টয় ‡ মনুসন্ধেয়ম্।

এবং চক্রমন্ত্রয়োরপি। যথা হ্রীঙ্কারত্রয়ং শ্রীবীজং চ শিবচক্রচতুষ্টয়াত্মকত্রিকোণে বিন্দুরূপেণ অন্তর্ভূতম্। সকলেতি বর্ণত্রয়েণ সংগৃহীতা কলাত্মিকা মাতৃকা, অক্ষমালাত্মিকা মাতৃকা, উভয়মপি যথাযোগং চক্রে অন্তর্ভূতম্। তথাহি—অন্তস্থাশ্চত্বারঃ, উষ্মাণশ্চত্বারঃ—এবমষ্টৌ বর্ণাঃ অষ্টকোণাত্মকাঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ বর্গপঞ্চমান্ বিহায় দশারযুগ্মে অন্তর্ভূতাঃ। বর্গপঞ্চমাস্তু অনুস্বাররূপেণ বিন্দাবন্তর্ভূতাঃ। চতুর্দ্দশারে চতুর্দ্দশ স্বরা অন্তর্ভূতাঃ। অনুস্বারবিসর্গয়োঃ বিন্দাবন্তর্ভাবঃ। ইতি চক্রমন্ত্রয়োরৈক্যং সুভগোদয়মতানুসারেণ কথিতম্।

পূর্ণোদয়মতানুসারেণ তু—সোমসূর্য্যানলাত্মকতয়া চক্রস্ত ত্রিখণ্ডত্বম্। এবং মন্ত্রস্যাপি ত্রিখণ্ডত্বং সুপ্রসিদ্ধম্। চন্দ্রস্য কলাঃ ষোড়শ ইন্দুখণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স চ ইন্দুখণ্ডঃ ইন্দ্রাত্মকে যন্ত্রখণ্ডেঽন্তর্ভূতঃ। এবং ভানোঃ চতুর্বিংশতিকলাঃ ভানুখণ্ডেঽন্তর্ভূতাঃ। স চ খণ্ডঃ যন্ত্রখণ্ডেঽন্তর্ভূতঃ। এবমাগ্নেয়া দশকলা আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স চ খণ্ডঃ যন্ত্রে আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভবতীতি কলাযন্ত্র-মন্ত্রাণাম্ ঐক্যমনুসন্ধেয়ম্।

সুভগোদয়ে নিত্যানাং স্বরূপমুক্তম্ :—

> দর্শাদ্যাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।
> ষোড়শী তু কলা জ্ঞেয়া সচ্চিদানন্দরূপিণী॥

* "অতঃ অক্ষ ইতি প্রত্যাহারেণ" ইতি পঃ কোশে।

† অথবা ইতি পঃ কোশে।

‡ "বিদ্যাচতুষ্টয়" ইতি তঃ কোশে।

ইতি। অন্বয়ার্থঃ—দর্শাদ্যাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ তিথয়ঃ। দর্শা নাম অমাবাস্যানন্তর-ভাবিনী প্রতিপৎকলা। তস্যা ঈষৎ দর্শনাৎ দর্শা। দর্শা আদ্যা যাসাং তাঃ। পূর্ণিমা অন্তো যাসাং তাঃ।

দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা * আপ্যায়া সুনৃতা ইরা অপূর্য্যমাণা আপূর্য্যমাণা † পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসী—এতানি নাম-ধেয়ানি শ্রুতিবোধিতানি সংগৃহীতানি "দর্শাদ্যাঃ পূর্ণিমান্তাঃ" ইত্যনেন। এতাসাং স্বরূপং পুরস্তাৎ নিবেদয়িষ্যতে। দর্শাদীনাং পঞ্চদশানাং কলানাং যথাক্রমং ত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চদশ নিত্যা অধিদেবতাঃ। ষোড়শ্যাঃ চিদ্রূপাত্মিকায়াঃ কলায়াঃ সাদাখ্যতত্ত্বরূপত্বাৎ অধিদেবতান্তরং নাস্তি। স্বয়মেব সর্ব্বস্য অধিদেবতেতি ধ্যেয়ম্। এতাসাং নিত্যানাং অভিমানিনী দেবতা কামদেবঃ এক এব। অধিষ্ঠানদেবতা কামেশ্বরী একৈব। অতশ্চ মূলবিদ্যাগতপঞ্চদশবর্ণানাং দর্শাদয়ঃ কলাঃ, নিত্যাঃ কলাশ্চ, বিগ্রহান্তরমিতি অনুসন্ধেয়ম্। অতএব দর্শাদিকলানাং ত্রিখণ্ডত্বং স্পষ্টম্। দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা—এষঃ আগ্নেয়ঃ খণ্ডঃ। অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা আপ্যায়া সুনৃতা ইরা—এষঃ সৌরঃ খণ্ডঃ। অপূর্য্যমাণা আপূর্য্যমাণা পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসীতি—এষঃ চান্দ্রঃ খণ্ডঃ তৃতীয়ো নিরূপিতঃ। এতাসাং কলানাং নিত্যত্বেন ঐক্যং সম্পাদ্য প্রতিপদাদৌ উপাসনাপ্রকারঃ পূর্ব্বমেব দিঙ্‌মাত্রং উদাহৃতঃ। দর্শা কলা শিবতত্ত্বাত্মিকা। দৃষ্টা কলা শক্তিতত্ত্বাত্মিকা। দর্শতা কলা মায়াতত্ত্বাত্মিকা। বিশ্বরূপা কলা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বাত্মিকা। সুদর্শনা কলা জলতত্ত্বাত্মিকা। এবং পঞ্চতত্ত্বাত্মকং খণ্ডং আগ্নেয়ম্। অগ্নিরত্র অধি-দেবতা, কামদেবস্তু সর্ব্বত্র অধিদেবতা, কামেশ্বরী সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রীত্যুক্তম্। অপ্যায়মানা কলা তেজস্তত্ত্বাত্মিকা। আপ্যায়মানা কলা বায়ুতত্ত্বাত্মিকা। আপ্যায়া কলা মনস্তত্ত্বাত্মিকা। সুনৃতা কলা পৃথিবীতত্ত্বাত্মিকা। ইরা কলা আকাশতত্ত্বাত্মিকা। আপূর্য্যমাণা কলা বিদ্যাতত্ত্বাত্মিকা। এষ সৌরখণ্ডো দ্বিতীয়ঃ। তত্র সূর্য্যো দেবতা। কামদেবস্তু সর্ব্বত্র অধিদেবতা। কামেশ্বরী সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-ত্যুক্তম্। আপূর্য্যমাণায়াঃ কলায়াঃ চন্দ্রখণ্ডান্তঃস্থিতায়া অপি সৌরখণ্ডে অন্তর্ভাবঃ। ইরাকলাপ্রভেদত্বাৎ ইরাঽপূর্য্যমাণয়োঃ ঐক্যমিতি অনুসন্ধেয়ম্। আপূর্য্যমাণা

---

* 'অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা'।

† 'অপূর্য্যমাণা আপূর্য্যমাণা' ইতি পাঠদ্বয়ং যুক্তম্। তত্র বক্ষ্যমাণভেদঃ সঙ্গচ্ছতে। তথাহি অপ্যায়মানা তেজস্তত্ত্বাত্মিকা, আপ্যায়মানা বায়ুতত্ত্বাত্মিকেতি অপূর্য্যমাণা বিদ্যাতত্ত্বাত্মিকা আপূর্য্যমাণা মহেশ্বরতত্ত্বাত্মিকা চেতি। অপ্যায়মানা, অপূর্য্যমাণেত্যনয়োঃ ঈষদর্থে নঞ্ প্রয়োগ ইতি। শ্রী পঃ

কলা মহেশ্বরতত্ত্বাত্মিকা। পূরয়ন্তী কলা পরতত্ত্বাত্মিকা। পূর্ণা কলা আত্ম-তত্ত্বাত্মিকা। পৌর্ণমাসী কলা সদাশিবতত্ত্বাত্মিকা। এষ সৌমঃ খণ্ডঃ। সোমঃ অত্র অধিদেবতা। কামদেবঃ সর্ব্বত্র অধিদেবতা। কামেশ্বরী সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-ত্যুক্তম্। নিত্যা কলা সাদাখ্যতত্ত্বাত্মিকা। এতাস্তু বিশুদ্ধিচক্রে ষোড়শারে প্রাগাদিক্রমেণ ষোড়শদিক্ষু পরিভ্রমন্তি।

তাস্তু আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমণ্ডলস্থ ষোড়শ কলাঃ ইতি সুভগোদয়ে যৎ প্রপঞ্চিতং তত্তু—পঞ্চদশকলানামেব ষোড়শারে পরিভ্রমণং, ষোড়শ্যাঃ কলায়াঃ সহস্রদলকমলে এব অবস্থানং; তত্র অবস্থিতায়াঃ নিত্যায়াঃ কলায়াঃ প্রভাপটলং ষোড়শারে স্ফুরতি—এবংপরমিত্যেব অনুসন্ধেয়ম্।

অয়মর্থঃ—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি শিবশব্দেন শিবতত্ত্বাত্মিকা দর্শাখ্যা কলা ত্রিপুরসুন্দরীনামধেয়া কথ্যতে। তয়া তৎপ্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। এবং শক্তিশব্দেন শক্তিতত্ত্বাত্মিকা যা দৃষ্টা কলা তয়া একারো লক্ষ্যতে। কাম ইত্যনেন কামদেবত্যা যা দর্শতা কলা তয়া ঈকারো লক্ষ্যতে। ক্ষিতিরিত্যনেন "লকারঃ ক্ষিতিতত্ত্বঃ" ইতি শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধ্যা লকারো লক্ষ্যতে। রবিরিত্যনেন সূর্য্যখণ্ডাত্মতয়া রবিঃ হকারো লক্ষ্যতে। শীতকিরণঃ চন্দ্রঃ। "সকারঃ চন্দ্রবীজম্" ইতি শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধ্যা শীতকিরণশব্দেন সকারো লক্ষ্যতে। স্মরশব্দেন কামরাজ-প্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হংসঃ সূর্য্যঃ হকারাধিপতিরিত্যুক্তং প্রাক্। শক্রঃ ইন্দ্রঃ। "লকারঃ ইন্দ্রবীজম্" ইতি শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধেঃ শক্রশব্দেন লকারো লক্ষ্যতে। পরা চন্দ্রকলেতি চন্দ্রবীজং সকারো লক্ষ্যতে। মারঃ কামরাজবীজমিতি তৎপ্রকৃতি-ভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হরিঃ ইন্দ্রঃ লকারো লক্ষ্যতে। এবং মন্ত্রগতবর্ণানাং ককারাদীনাং শিবাদিপদানি লক্ষকাণি, কচিৎ লক্ষিতলক্ষকাণীতি ধ্যেয়ম্।

এবং পঞ্চদশনিত্যানাং সমুদায়াত্মকস্য মন্ত্রস্য পঞ্চদশতিথিষু অনুষ্ঠানং বিহিতম্। পৃথক্ নিত্যানুষ্ঠানং তু প্রতিদিনং পৃথক্ নিয়তম্। এতচ্চ অতিরহস্যং গুরুমুখাদেব অবগন্তব্যমপি শিষ্যানুজিঘৃক্ষয়া কথিতম্। অতশ্চ ইমমেব অর্থং শ্রুতিরপ্যাহ।

দর্শাদ্যাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।

ইত্যত্র যৎ বহু বক্তব্যং, তত্তু শ্রুতিব্যাখ্যানাবসরে নিরূপয়িষ্যামঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়শাখায়াং কাঠকে শ্রূয়তে "ইয়ং বাব সরঘা" ইত্যনুবাকে*। তত্র ষোড়শনিত্যাত্মক-দিবসপরিজ্ঞানে ফলং প্রতিপাদিতং, জ্ঞানমাত্রফলপ্রতিপাদকত্বাৎ। অনারভ্যাধীতং অশ্বমেধকাণ্ডানন্তরং "সংজ্ঞানং বিজ্ঞানম্"† ইতি, তিথিপ্রতি-

---

* তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১০ † তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১

পাদকবাক্যানাং প্রকরণভেদ এব। তস্য অনুবাকস্য ব্রাহ্মণম্ "ইয়ং বাব সরঘা" * ইতি। এবম্ উভয়ং মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকম্ অনারভ্যাধীতং জ্ঞানৈকফলং বাক্যজাতম্।

* ইয়ং বাব সরঘা।

অস্যার্থঃ—ইয়ং চন্দ্রকলা সাদাখ্যা সরঘা সরঘাবৎ মধুস্যন্দিনী অমৃতস্যন্দিনীতি শ্রীচক্রাত্মকচন্দ্রস্য সরঘাত্বনিরূপণম্।

* তস্যা অগ্নিরেব সারঘং মধু।

তস্যাঃ সরঘায়াঃ অগ্নিরেব অগ্নিস্থানমেব বৈন্দবং ত্রিকোণং সারঘং সরঘোদ্ভূতং মধু, তস্যৈব সুধাসিন্ধুরূপত্বাৎ।

সারঘস্য মধুনঃ উপচয়াপচয়প্রকারমাহ :—

* যা এতাঃ পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়ো রাত্রয়ঃ।

এতাঃ সংজ্ঞানানুবাকে কথিতাঃ। পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণপক্ষয়োঃ রাত্রয়ঃ।

* তা মধুকৃতঃ।

তাঃ রাত্রয়ঃ মধু কুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতঃ। রাত্রিষ্বেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোক-প্রসিদ্ধিঃ রাত্রাবেব চন্দ্রকলারূপায়াঃ শ্রীবিদ্যায়াঃ অনুষ্ঠানং, ন চ দিবসে ইতি উপ-দেশঃ। পূর্ব্বপক্ষরাত্রয়ঃ দর্শাদিপৌর্ণমাস্যন্তাঃ পূর্ব্বং নিরূপিতাঃ। কৃষ্ণপক্ষরাত্রি-নামধেয়ানি তু :—

† সুতা সুন্বতী প্রসুতা সূয়মানাঽভিষূয়মাণা।
পীতী প্রপা সংপা তৃপ্তিস্তর্পয়ন্তী।
কান্তা কাম্যা কামজাতাঽয়ুষ্মতী কামদুঘা॥

এতাঃ কৃষ্ণপক্ষরাত্রয়ঃ। এতাসাং কৃষ্ণপক্ষরাত্রীণাং আধারচক্র এব অমা-বস্যাত্মকতয়া অবস্থানাৎ, সময়িনাং তত্র ব্যবহারাভাবাৎ, শুক্লপক্ষরাত্রিষ্বেব চন্দ্রকলা-সঞ্চারাৎ, তত্রৈব কুণ্ডলিনীপ্রবোধাৎ, স্বরূপমাত্রোদ্দেশ এব কৃতঃ। শুক্লপক্ষ-রাত্রীণামেব কলাত্বম্। তৎস্বরূপং পূর্ব্বমেব নিরূপিতম্॥

অতএব কুণ্ডলিনীপ্রবোধো রাত্রাবেব, ন দিবা, দিবসানাং মধুনঃ স্রাবকত্বাদি-ত্যাহ—

* যান্যহানি। তে মধুবৃষাঃ।

মধু বর্ষন্তীতি মধুবৃষাঃ। অতএব দিবা যোগিনঃ কুণ্ডলিনীং ন বোধয়ন্তীতি।

* তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১০
† তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১

শুক্লকৃষ্ণপক্ষয়োঃ দিবসানাং নামানি নোক্তানি, অপ্রস্তুতত্বাৎ। তথাঽপি বেদে ফলশ্রবণাৎ উদ্দেশমাত্রেণ কথ্যন্তে। শুক্লপক্ষদিবসনামানি—

† সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং জানদভিজানৎ।
সঙ্কল্পমানং প্রকল্পমানমুপকল্পমানমুপক্লৃপ্তং ক্লৃপ্তম্।
শ্রেয়ো বসীয় আয়ৎ সংভূতং ভূতম্॥

ইতি শুক্লপক্ষনামানি। কৃষ্ণপক্ষদিবসনামানি তু—

† প্রস্তুতং বিষ্টুতং সংস্তুতং কল্যাণং বিশ্বরূপম্।
শুক্রমমৃতং তেজস্বি তেজঃসমিদ্ধম্।
অরুণং ভানুমন্মরীচিমদভিতপত্তপস্বৎ॥

এতেষাং উভয়েষাং শুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষাহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি যো বেদ তস্য ফলমাহ :—

* স যো হ বা এতা মধুকৃতশ্চ মধুবৃষাংশ্চ
বেদ। কুর্ব্বন্তি হাস্যৈতা অগ্নৌ মধু।
নাস্যেষ্টাপূর্ত্তং ধয়ন্তি॥

সঃ যঃ এতাঃ মধুকৃতো রাত্রীঃ মধুবৃষান্ দিবসান্ পূর্ব্বোক্তান্ যো বেদ অস্য বেদিতুঃ এতাঃ অগ্নৌ বৈন্দবস্থানে মধু সুধাসিক্তং কুর্ব্বন্তি। অস্য ইষ্টাপূর্ত্তং বাঞ্ছিতার্থপূর্ত্তিং ন ধয়ন্তি ন রিক্তীকুর্ব্বন্তি॥

ব্যতিরেকে অনিষ্টমাহ :—

* অথ যো ন বেদ। ন হাস্যৈতা অগ্নৌ মধু কুর্ব্বন্তি।
ধয়ন্ত্যস্যেষ্টাপূর্ত্তম্॥

ব্যাখ্যাতপ্রায়মেতৎ।

অয়মর্থঃ—চন্দ্রকলাবিদ্যানুষ্ঠানং নাম মাতৃকামন্ত্রয়োরৈক্যম্। মন্ত্রচক্রয়োরৈক্যম্। চক্রনিত্যয়োরৈক্যম্, নিত্যাপ্রতিপদাদিকলয়োরৈক্যমিতি সমষ্টিমতত্ত্বম্। এতদনুষ্ঠানে শুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষবিবেকঃ, দিবসরাত্রিবিবেকশ্চ উপযুজ্যতে। দর্শাদিপৌর্ণমাস্যন্তাস্বেব কলাসু চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানং, ন অমাবাস্যায়াম্। কৃষ্ণপক্ষ-শব্দঃ অমাবাস্যাপরঃ ইত্যুক্তং প্রাগেব। অতশ্চ অমাবাস্যায়ামিব শুক্লপক্ষদিবসেষ্বপি ন অনুষ্ঠানমিতি ধ্যেয়ম্। এবং পরিশেষবৃত্ত্যা অমাবাস্যায়াম্ উপাসনানিষেধঃ, ন তু সর্ব্বস্মিন্ কৃষ্ণপক্ষে। অতশ্চ সর্ব্বাসু রাত্রিষু অমাবাস্যাব্যতিরিক্তাসু উপাসনা, ন সর্ব্বেষু দিবসেষু, ইতি গুরূপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ং রহস্যম্।

* তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১০ † তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১

অত উত্তরম্ ।

* যো হ বা অহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি বেদ। নাহোরাত্রেষার্ত্তিমার্চ্ছতি। সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং দর্শা দৃষ্টেতি ।

এতাবত্ত্বাকৌ পূর্ব্বপক্ষস্যাহোরাত্রাণাম্ নামধেয়ানি ।

প্রস্তুতং বিষ্টুতং সুতা সুন্বতীতি। এতাবত্ত্বাকাবপরপক্ষস্যাহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি। নাহোরাত্রেষার্ত্তিমার্চ্ছতি। য এবং বেদ ॥

ইতি বাক্যজাতং পূর্ব্বব্যাখ্যয়ৈব ব্যাকৃতম্ ইতঃ পরং বক্ষ্যমাণং মুহূর্ত্তার্দ্ধমাস-ঘটিকাদীনাং কালানাং নামধেয়জাতং তত্রৈব অন্তর্ভূতমিতি তদ্ব্যাখ্যানেনৈব ব্যাখ্যাতমিতি অনুসন্ধেয়ম্। অতএব সংজ্ঞানানুবাকঃ "ইয়ং বাব সরঘা" ইত্যনু-বাকশ্চ ব্যাকৃতাবেবেতি অবগন্তব্যম্ যত্তু সাবিত্রপ্রকাশকে "প্রজাপতির্দেবান-সৃজত" ইত্যনুবাকে * "স যদাহ" ইত্যারভ্য "জনকো হ বৈদেহ" ইত্যন্তেন তিথ্যাত্মকত্বং সবিতুঃ প্রতিপাদিতম্, তত্তু সাদাখ্যতত্ত্বাত্মিকায়াঃ চন্দ্রকলাবিদ্যায়াঃ শ্রীবিদ্যাঽপরনামধেয়ায়াঃ পঞ্চদশতিথ্যাত্মিকায়াঃ প্রসাদসমাসাদিতসামর্থ্যং সবিতুঃ, নান্যথেতি প্রতিপাদয়িতুং গৌণ্যা বৃত্ত্যা আহ শ্রুতিঃ। অত এব "এষ এব তং" * ইতি গৌণবৃত্ত্যাশ্রয়ণং প্রকটীকৃতম্। অত্র এতদ্গ্রন্থকলাপানন্তরবাক্যম্।

জনকো হ বৈদেহঃ অহোরাত্রৈঃ সমাজগাম ॥ †

ইতি আম্নাতম্। জনকঃ উৎপাদকঃ শ্রীবিদ্যায়াঃ ঋষিঃ। বিদেহ এব বৈদেহঃ মন্মথঃ। অহোরাত্রৈঃ অহোরাত্রাত্মকৈঃ পঞ্চদশাক্ষরীমন্ত্রবর্ণৈঃ দর্শাদিপূর্ণিমান্ত-কলাত্মকৈঃ সমাজগাম, তং মন্ত্রম্ আহৃতবানিত্যর্থঃ। যস্ত মন্ত্রং আহরতি স ঋষিরিত্যুচ্যতে। অতএব অরুণোপনিষদি—

পুত্রো নির্ঋত্যা বৈদেহঃ। *

নির্ঋত্যা লক্ষ্যাঃ। যদ্বা অনির্ঋত্যাঃ লক্ষ্যাঃ। পুত্রঃ বৈদেহঃ মন্মথঃ।

অচেতা যশ্চ চেতনঃ। *

অনঙ্গত্বাদেব চেতোরহিতঃ। চেতনশ্চ সর্ব্বভূতান্তর্যামিত্বাৎ।

স তং মণিমবিন্দৎ। *

সঃ অনঙ্গঃ তং প্রসিদ্ধং মণিং বিদ্যাত্মকং রত্নং অবিন্দৎ লব্ধবান্ অপশ্যৎ। অসৌ অনঙ্গঃ অন্ধোঽপি অপশ্যদিতি "অন্ধো মণিমবিন্দৎ" ‡ ইতি বাক্যশেষবলাৎ লভ্যতে। অতএব পরচিৎকলায়াঃ বিদ্যায়াঃ ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ মন্মথঃ ঋষিরভূৎ।

* তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১০

† তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।১

‡ তৈঃ আঃ ১।১১

সোঽনঙ্গুলিরাবয়ং । *

সঃ মন্মথঃ অনঙ্গুলিঃ অনঙ্গত্বাদেব অনঙ্গুলিঃ আবয়ং অসীব্যং। সীবনানন্তর-কৃত্যমাহ—

সোঽগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চং ! *

সঃ মন্মথঃ অনঙ্গত্বাদেব অগ্রীবঃ মণিসম্পাদনফলং প্রত্যামোচনম্ অকরোৎ, ধৃতবানিত্যর্থঃ।

বিস্তারয়ন্তে মণিত্বারোপণস্য ফলং ধারণমেব ন ভবতীত্যাহ :—

সোঽজিহ্বো অশশ্যত। *

সঃ অনঙ্গঃ অনঙ্গত্বাদেব অজিহ্বঃ জিহ্বারহিতঃ অশশ্যত অচোষৎ, আস্বাদিত-বানিত্যর্থঃ।

এতদুক্তং ভবতি—অনঙ্গঃ পূর্ব্বং বিস্তারস্থং পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মকং ষোড়শনিত্যাত্মকং ষোড়শকলাত্মকং নানাবেদেষু নানাস্মৃতিষু নানাপুরাণেষু নানাবিধাগমেষু বিপ্রকীর্ণং দৃষ্টবান্। তদনন্তরং বিপ্রকীর্ণম্ ইমং মন্ত্রং দৃষ্ট্বা সীবনং কৃতবান্। পঞ্চাশদ্বর্ণান্ ত্রিধা বিভজ্য খণ্ডত্রয়ং কৃত্বা ত্রিপুরসুন্দর্য্যাদিষোড়শনিত্যাঃ তত্র অন্তর্ভাব্য, প্রতি-পদাদিতিথীন্ ষোড়শ তত্রৈব অন্তর্ভাব্য, পঞ্চদশবর্ণাত্মকং ত্রিখণ্ডং কৃত্বা, তত্র সোম-সূর্য্যানলাত্মকতয়া ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাত্মকতয়া সত্ত্বরজস্তমস্ত্ববাধস্থিততয়া জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নতয়া সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতুভূততয়া নিশ্চিত্য শ্রীবিদ্যাত্মকে চতুর্থে খণ্ডে পঞ্চদশকলানাং অন্তর্ভাবং নিশ্চিত্য ভুবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং যোগিনীবিদ্যানাং নবানাং ত্রিকস্য ত্রিকস্য একৈকহ্রীঙ্কারেণ অন্তর্ভাবম্ অঙ্গীকৃত্য, সর্ব্বভূতাত্মকং সর্ব্বমন্ত্রাত্মকং সর্ব্বতত্ত্বাত্মকং সর্ব্বাবস্থাত্মকং সর্ব্বদেবাত্মকং সর্ব্ববেদার্থাত্মকং সর্ব্বশব্দাত্মকং সর্ব্ব-শক্ত্যাত্মকং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিখণ্ডং ত্রিগুণাতীতং সাদাখ্যাপরপর্য্যায়ং ষড়্বিংশশিব-শক্তিসংপুটাত্মকং নিশ্চিত্য বর্ণপঞ্চদশকেন মূলবিদ্যাং অসীব্যৎ। তদনন্তরং স্যূতং মন্ত্ররাজং গ্রীবায়াং ধৃতবান্, চিরকালং ধ্যানযোগেন পূজিতবান্। তদনন্তরং চন্দ্র-কলামৃতাস্বাদং কৃতবানিতি সঃ মন্মথঃ ঋষি অস্য মন্ত্রস্যেত্যর্থঃ।

নৈতমৃষিং বিদিত্বা নগরং প্রবিশেৎ। *

এতম্ ঋষিং মন্মথং বিদিত্বা নগরং শ্রীচক্রাত্মকং ন প্রবিশেৎ. ঋষিজ্ঞানপূর্ব্বকং শ্রীচক্রাত্মকং নগরং ন পূজয়েৎ, বাহ্যপূজাং ন কুর্য্যাদিতি নিষেধবিধিঃ। বাহ্যপূজায়া-মেব ঋষিচ্ছন্দঃপ্রভৃতিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বম্। আন্তরপূজায়াং তাদাত্ম্যানুসন্ধানাত্মিকায়াং ঋষ্যাদিজ্ঞানং নাস্ত্যেব। উপযোগস্তু দূরত এব। অতো বস্তুসিদ্ধঋষ্যাদিপর্য্যুদাস-

* তৈঃ আঃ ১।১১

মুখেন শ্রীচক্রস্য বাহ্যপূজনং ত্রৈবর্ণিকৈঃ ন কর্ত্তব্যমিতি নিয়ম্যতে। তদুক্তং সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

বাহ্যপূজা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যা বাহ্যজাতিভিঃ।
সা ক্ষুদ্রফলদা নৃণাম্ ঐহিকার্থৈকসাধনাৎ ॥
বাহ্যপূজারতাঃ কৌলাঃ ক্ষপণাশ্চ কপালিকাঃ।
দিগম্বরাশ্চেতিহাসা * বামকাস্তন্ত্রবাদিনঃ ॥
আন্তরারাধনপরা বৈদিকা ব্রহ্মবাদিনঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চরন্ত্যেতে ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বদা ॥

ইতি। কৌলাঃ আধারচক্রপূজারতাঃ। ক্ষপণকাঃ যোষিত্ত্রিকোণপূজারতাঃ। কাপালিকাঃ দিগম্বরাশ্চ উভয়ত্র নিরতাঃ। ইতিহাসা * ভৈরবযামলপ্রামাণ্যবাদিনঃ। বামকাঃ তন্ত্রবাদিনঃ ইত্যেকে বদন্তি, বামকেশ্বরতন্ত্রবাদিনঃ। কেবলচক্রপূজকাঃ তে বেদবাহ্যা ইত্যন্বয়ঃ। আন্তরপূজারতাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ শুভাগমতত্ত্ববেদিনঃ। শুভাগমপঞ্চকং পূর্ব্বমেবোক্তম্। আন্তরপূজাপ্রকারঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ, পুরস্তাদ্বক্ষ্যতে চ।

† যদি প্রবেশেৎ।

অসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ "যদি বেদাঃ প্রমাণং" ইতিবৎ, প্রবিশেদেবেত্যর্থঃ।

† মিথৌ চরিত্বা প্রবিশেৎ।

মিথৌ রহস্যে একান্তে চরিত্বা অবগত্য। চর গতিভক্ষণয়োঃ। প্রবিশেৎ, আন্তরপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা—মিথৌ মিথুনীভূতৌ শিবৌ, উভয়োঃ মেলনম্ অবগত্য প্রবিশেৎ অনুসন্দধীতেতি। পূর্ব্বব্যাখ্যানেঽপি ঐকাত্ম্যানুসন্ধানে সহায়ান্তরং ন কর্ত্তব্যম্। একান্তে এব বিদ্যা ফলতীত্যুপদেশঃ।

তৎকথমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি :—

† তৎসম্ভবস্য ব্রতম্।

সম্ভবো মন্মথঃ, চিত্তজাতত্বাৎ। তস্য ব্রতং মাহাত্ম্যং, সহায়ান্তরং তিরস্কৃত্য একাকিনৈব রহস্যে স্ত্রীপুরুষসংযোজনরূপম্। অতঃ মন্মথোপদিষ্টমন্ত্রানুষ্ঠানবতাং তথৈব তদনুষ্ঠানমিতি গোপ্যেয়ং বিদ্যেতি তাৎপর্য্যম্। দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে মন্মথো মিথুনম্ অবগত্য তস্মিন্ মিথুনে প্রবিশতি। এবং শিবশক্তিসংপুটম্ অবগত্য সাধকেন প্রবেষ্টব্যমিতি শ্রুতেরর্থঃ। অতশ্চ "পুত্রো নির্ঋত্যা বৈদেহঃ" ‡ "জনকো হ বৈদেহঃ" † ইতি চ শ্রুতিদ্বয়স্থ বৈদেহয়োঃ উভয়োঃ একপ্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ত্বাৎ, "স

* "বীতবাসা" ইত্যপি কচিৎ দৃশ্যতে।
† তৈঃ আঃ ১।১১ ‡ তৈঃ আঃ ১।১৯

যদাহ” † ইত্যাদিবাক্যকদম্বকং প্রতিপদাদিতিথিরূপচন্দ্রকলাত্মিকায়াঃ শ্রীবিদ্যায়াঃ প্রতিপাদনদ্বারা সবিতুঃ তৎপ্রসাদজন্যং মাহাত্ম্যং নান্যথেত্যেবং পরমিতি সর্ব্বম্ অনবদ্যম্ ॥ ৩২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে তন্ত্র অবতীর্ণ করিয়াছেন বলা হইয়াছে, এখন সেই তন্ত্র উপদিষ্ট হইতেছে—(তন্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র প্রথমেই মন্ত্রোপদেশ যথা) হে জননি, শিব (ক), শক্তি (এ), কাম (ঈ), ক্ষিতি (ল), ইহার পরেই মায়াবীজ, অনন্তর রবি (হ), চন্দ্র (স), স্মর (ক), হংস (হ), শক্র (ল), ইহার পর মায়াবীজ, তৎপরে পরা (স), মার (ক), হরি অর্থাৎ ইন্দ্র (ল), তদন্তে মায়াবীজ, এইরূপ একৈক খণ্ডের অবসানে মায়াবীজযুক্ত (চার বর্ণে প্রথম, পাঁচ বর্ণে দ্বিতীয়, তিন বর্ণে তৃতীয়,—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত) ক এ ইত্যাদি দ্বাদশবর্ণ, আপনার মন্ত্রের অবয়ব।

প্রথম খণ্ড আগ্নেয়, দ্বিতীয় সৌর, তৃতীয় চান্দ্র, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্রের দুই দুই চক্র এক এক খণ্ড। কথিত ত্রিখণ্ড মন্ত্রবর্ণ যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ। মধ্যে যে তিনটি মায়াবীজ আছে—তাহার প্রথমটি আগ্নেয় খণ্ডের উপরিস্থিত রুদ্রগ্রন্থি, তদুপরিস্থিত সৌর খণ্ডের উপরি যে মায়াবীজ, তাহা বিষ্ণুগ্রন্থি, তদুপরিস্থিত চন্দ্রখণ্ডের ঊর্দ্ধে বা শেষে যে মায়াবীজ, তাহা ব্রহ্মগ্রন্থি—সহস্রদলকমলস্থ একাক্ষরী চিন্ময়ী চন্দ্রকলার সহিত এই গ্রন্থির সম্বন্ধ। রুদ্রগ্রন্থি আগ্নেয় ও সৌর খণ্ডের, বিষ্ণুগ্রন্থি সৌর ও চন্দ্রখণ্ডের সহিত সম্বদ্ধ। এই যে পঞ্চদশবর্ণ, ইহা চন্দ্রকলারূপে ধ্যেয়। সর্ব্বশুদ্ধ মন্ত্রস্থিত পঞ্চদশবর্ণ—প্রতিপদাদি পৌর্ণমাস্যন্ত শুক্লা ও প্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত কৃষ্ণা তিথি। তদুপরি একাক্ষরী ষোড়শী কলা। এই ষোড়শী কলা নিত্যা। ইঁহার যোগ হেতু সমস্ত কলাই নিত্যা নামে খ্যাত। সময়াচারমতে ইঁহাদিগের সাধনা অন্তরেই করিতে হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রুতি ও তদনুকূল শুভাগমমতও বিশেষ উপদেশ সংস্কৃত ব্যাখ্যা হইতে সাধকের জ্ঞাতব্য ॥ ৩২ ॥

অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা।—অথ শ্রীমত্যা মন্ত্রোদ্ধারমাহ শিব ইতি। হে জননি! অমী বর্ণা অবসানেষু অর্থাৎ ত্রিকূটান্তেষু মন্ত্রাত্মিকায়াস্তব তিসৃভিঃ হৃল্লেখাভির্ঘটিতাঃ সন্তঃ মূর্ত্তিমত্যাস্তব নামাবয়বতাং ভজন্তে যান্তি। তথাচ, মহাত্মা দেবতা প্রোক্তা ইত্যাদি। হৃল্লেখানামনিরুক্তিমাহ স্বচ্ছন্দসংগ্রহে,—
“যস্মাদখিল-মন্ত্রাণাং বীজানামপি সর্ব্বশঃ। হৃল্লেখেব হি জাগর্ত্তি হৃল্লেখা যুজ্যতে ততঃ॥”

---

† তৈঃ আঃ ১৷১১৷৬

কে তে ইত্যাহ—শিবো হকারঃ, শক্তিঃ সকারঃ, কামঃ ককারঃ, ক্ষিতির্লকারঃ, অন্তে হ্রীঁকারঃ। প্রথমং বাগ্‌ভবকূটম্। অথশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি। রবির্হকারঃ, শীতকিরণঃ সকারঃ, স্মরঃ ককারঃ, হংসো হকারঃ, শক্রো লকারঃ, অন্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি কামরাজকূটম্।* তদনুশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি। পরা সকারঃ, মারঃ ককারঃ, হরির্লকারঃ, অন্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তিকূটম্। এষা বিদ্যা লোপামুদ্রাখ্যা সর্ব্বমন্ত্রবীজরূপা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ।—হে জননি! শিব বলিতে হকার, শক্তি বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, ক্ষিতিশব্দে লকার এবং ইহার অন্তে হৃল্লেখা অর্থাৎ হ্রীঁ এই বীজ যোগ করিলে 'হ স ক ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল। ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট। রবি শব্দে হকার, শীতকিরণ বলিতে সকার, স্মর শব্দে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্র শব্দে লকার, ইহার অন্তে হৃল্লেখা যোগ করিলে 'হ স ক হ ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল; ইহার নাম কামরাজকূট। পরাশব্দে সকার, মার শব্দে ককার, হরিশব্দে লকার, ইহার অন্তে হৃল্লেখা যোগ করিলে 'স ক ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল; ইহা ত্রৈলোক্যমোহিনী নামক শক্তিকূট। এই ত্রিকূট-মধ্যস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবয়ব হইতেছে ॥ ৩২ ॥*

স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যৌ † তব মনো-
র্নিধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ।
জপন্তি ‡ ত্বাং চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষবলয়াঃ, §
শিবাগ্নৌ জুহ্বন্তঃ সুরভিঘৃতধারাহুতিশতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—স্মরং কামবীজং, যোনিং ভুবনেশ্বরীং, লক্ষ্মীং শ্রীবীজং, ইদং ত্রিতয়ং আদৌ তব মনোঃ মন্ত্রস্য নিধায় সংযোজ্য একে বিরলাঃ সময়িনঃ নিত্যে! আদ্যন্তরহিতে! নিরবধি-মহাভোগরসিকাঃ অপরিচ্ছিন্ননিত্যানুভবরূপসজ্ঞাঃ, পরমযোগীশ্বরা ইতি যাবৎ। ভজন্তি সেবন্তে ত্বাং ভবতীং সহস্রদলকমলাৎ অবরোপ্য হৃৎকমলে সংস্থাপ্য তাদৃগ্‌বিধাং চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষবলয়াঃ চিন্তামণীনাং গুণং গুণনা আম্রেড়নং, সমূহ ইতি যাবৎ, তেন নিবদ্ধো রচিতঃ অক্ষবলয়ঃ অক্ষমালিকা যেষাং তে। যদ্বা—চিন্তামণয় এব গুণনিবদ্ধাক্ষাঃ

* ইহা দ্বারা হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং' এই ত্রিকূট-মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ইহার নাম লোপামুদ্রা বিদ্যা; এই বিদ্যা সমুদায় মন্ত্রের বীজস্বরূপা।

† মাদৌ ইতি ল ‡ ভজন্তি ইতি ল § ক্ষবলয়াঃ ইতি ল

সূত্ররচিতাক্ষাঃ পদ্মবীজানি, তেষাং বলয়ঃ মালিকা যেষাং তে তথোক্তাঃ শিবাগ্নৌ শিবা শক্তিঃ ত্রিকোণমিতি যাবৎ, তত্র সংস্কৃতঃ অগ্নিঃ শিবাগ্নিঃ। ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিং অবযুত্য তত্র নিক্ষিপ্য পাশাঙ্কুশাভ্যাং সন্নিরুধ্য ভুবনেশ্বর্য্যা অবকুণ্ঠ্য অগ্নেঃ জাতকর্ম্মাদি ষোড়শসংস্কারাঃ যত্র ক্রিয়ন্তে স্যঃ শিবাগ্নিরিতি রহস্যমিতি। অয়মাশয়ঃ—ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিং নিক্ষিপ্যেতি। যদ্যপি বৈন্দবস্থানং চতুষ্কোণং, তথাপি পুরশ্চরণাত্মকক্রিয়ায়াং সংবিৎকমলে ত্রিকোণম্ আরোপ্য সহস্রকমলাৎ বৈন্দবস্থানস্থাং কামেশ্বরীম্ অবরোপ্য পুরশ্চরণং কার্য্যমিতি সময়িমতরহস্যমিতি আচার্য্যাণাম্ আশয় ইতি। জুহ্বন্তঃ * সংতর্পয়ন্তঃ সুরভিঘৃতধারাহুতিশতৈঃ সুরভিঃ কামগবী, তস্যাঃ ঘৃতম্ আজ্যং, তস্য ধারাঃ, তাভিঃ আহুতয়ঃ হবিঃপ্রক্ষেপাঃ, তাসাং শতানি সহস্রং তৈঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে নিত্যে! তব মনোঃ আদৌ স্মরং যোনিং লক্ষ্মীম্ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় নিরবধিমহাভোগরসিকাঃ একে, চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষবলয়াঃ শিবাগ্নৌ ত্বাং সুরভিঘৃতধারাহুতিশতৈঃ জুহ্বন্তঃ ভজন্তি ॥

অত্রেদং তত্ত্বম্;—সময়িনাং মন্ত্রস্য পুরশ্চরণং নাস্তি। জপো নাস্তি। বাহ্যহোমোঽপি নাস্তি। বাহ্যপূজাবিধয়ো ন সন্ত্যেব। হৃৎকমল এব সর্ব্বম্ অনুষ্ঠেয়ম্। এতচ্চ "জপো জল্পঃশিল্পম্" † ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কিঞ্চিদুক্তম্। অবশিষ্টং কৃৎস্নং "তবাজ্ঞাচক্রস্থম্" ‡ ইত্যাদিশ্লোকষট্কব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে নিত্যে! কামবীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ এই বীজত্রয়কে আপনার মন্ত্রের প্রথমে স্থাপন করিয়া পরমযোগীশ্বর সময়াচারী কতিপয় সাধক চিন্তামণি মন্ত্রে সংবদ্ধ অক্ষ (অকারাদি ক্ষকারান্ত) বর্ণমালায় অন্তরে রাখিয়া বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিযোগসম্পাদিত শিবাগ্নিকুণ্ডে সুরভিঘৃতধারায় বহু শত আহুতি ভাবনা দ্বারা আপনাকে ভজনা করেন।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বিদ্যান্তরং দর্শয়ন্নাহ স্মরমিত্যাদি। হে নিত্যে! তব মন্ত্রস্য আদৌ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় একে জনাস্ত্বাং ভজন্তে। কিন্তদিত্যাহ,—স্মরং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীমীকারম্। কেচিদ্বীজত্রয়মাহুঃ স্মরং কামবীজং যোনিং ভুবনেশীবীজং লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। যে শিবাগ্নৌ কুণ্ডলিনীমুখে

---

* ইত্যত্র চ্যুতসংস্কৃতদোষঃ পরিহরণীয়ঃ। শ্রীপ,

† ২৭ শ্লোকঃ। ‡ ৩৬ শ্লোকঃ।

গোলোকচ্যুতামৃতধারাহুতিশতৈর্জুহ্বন্তঃ চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষরলয়া ভবন্তীতি অর্থাৎ পরমামৃতেন কুণ্ডলিনীং তর্পয়ন্তঃ শব্দব্রহ্মণি লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ। সুরভি-র্গোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, তস্যা ঘৃতধারা পরমামৃতধারা। তথাচ গৌতমীয়ে—"গোলোকং তং সমাখ্যাতং যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" চিন্তামণিঃ চিৎকলা অভীষ্টফলদাতৃত্বাৎ। তস্যা গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্নিবদ্ধেষু অক্ষরেষু লয়ো যেষাম্। নাস্তি ক্ষরং ক্ষরণং যস্য তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিম্ভূতাঃ? মহাভোগরসিকাঃ অপর্য্যাপ্তসুখানুভবকাঙ্ক্ষিণঃ। জপন্তীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র মন্ত্ররূপিণীং ত্বাং জপন্তীত্যর্থঃ। বলয়েতি কচিৎ পাঠঃ। তে চিন্তামণিগুণ-নিবদ্ধাক্ষবলয়া ভবন্তি। বলয়ো মালা চিৎকলা গুণৈর্নিবদ্ধা অক্ষমালা যেষাম্। এতেন অন্তর্যাজিনো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ।—হে নিত্যে! মহাভোগরসিক অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত সুখানু-ভবাকাঙ্ক্ষী জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিতে ক এ ঈ অথবা ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজত্রয় যোগ করিয়া সর্ব্বদা জপ করত যদি কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকাধিষ্ঠিত সুরভিসম্ভূত শত শত ঘৃতাহুতি দ্বারা অর্থাৎ পরমামৃত দ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে চিন্তামণি শব্দে অভীষ্টফলদায়িনী চিৎকলা। চিৎকলা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী। তাহা দ্বারা নিবদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম অথবা উপহিত চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥

শরীরং ত্বং শম্ভোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং,
তবাত্মানং মন্যে ভগবতি ভবাত্মানমনঘম্ ।*
অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া,
স্থিতঃ সম্বন্ধো বাং সমরসপরানন্দপদয়োঃ † ॥ ৩৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—"তবাজ্ঞাচক্রস্থম্" ইত্যাদি শ্লোকষট্কেন সাময়িকং মতং নিরূপয়িষ্যন্ সপ্রভেদং কৌলমতং তদুপযোগিতয়া নিরূপয়তি। কৌলমতং দ্বিবিধং, পূর্ব্বকৌলং উত্তরকৌলং চেতি। এতদ্দ্বিতয়ং ক্রমেণ শ্লোকদ্বিতয়েনাহ—(শরীরমিতি)।

শরীরং দেহঃ ত্বং ভবতী মহাভৈরবী শম্ভোঃ আনন্দভৈরবস্য শশিমিহিরবক্ষো-রুহযুগং শশী চন্দ্রঃ মিহিরঃ সূর্য্যঃ তাবেব বক্ষোরুহৌ কুচৌ তয়োর্যুগং যুগ্মং যস্য তৎ।

* ভবাত্মানমিত্যত্র নবাত্মানমিতি ল—পাঠঃ। † 'পরয়োঃ' ইতি ল

তব ভবত্যাঃ মহাভৈরব্যাঃ আত্মানং দেহং মন্যে জানামি ভগবতি! ভগঃ অস্যা অস্তীতি ভগবতী তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ।

উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

ইতি স্মরণাৎ। উৎপত্ত্যাদিবেদনং ভগঃ তদ্বতী ভগবতী। যদ্বা—ইন্দুকলা-বিদ্যায়াঃ নবযোন্যাত্মকত্বাৎ নবযোনিমতী ভগবতী। প্রাশস্ত্যে মতুপ্। নব-যোনিভিঃ প্রশস্তেত্যর্থঃ। নবাত্মানং আনন্দভৈরবস্য নবব্যূহাত্মকত্বাৎ। আনন্দ-ভৈরবস্য নবব্যূহাত্মকত্বাং উপরিষ্টাৎ বক্ষ্যতে। অনঘং নির্দোষম্। অতঃ অস্মাদ্ধেতোঃ, যতঃ কারণাৎ পরানন্দপরয়োঃ ঐক্যং তস্মাদিত্যর্থঃ। শেষঃ গুণভূতঃ অপ্রধানম্, শেষী প্রধানম্, ইত্যয়ং এবংপ্রকারঃ, উভয়সাধারণতয়া উভয়োঃ ভৈরবী-ভৈরবয়োঃ সাধারণতয়া সাধারণ্যাৎ স্থিতঃ অবস্থিতঃ সম্বন্ধঃ শেষশেষিভাবরূপঃ বাং যুবয়োঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমরসে সামরস্যযুক্তে পরানন্দঃ আনন্দভৈরবঃ পরা আনন্দভৈরবীরূপা চিচ্ছক্তিঃ কলা, সমরসে চ তে পরানন্দপরে চ তয়োঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! শম্ভোস্তং শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং শরীরং ভবসীতি শেষঃ—আনন্দভৈরবস্য কালব্যূহান্তঃপাতিত্বাৎ সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ বক্ষোরুহ-যুগত্বারোপণং যুক্তম্। যদ্বা—অয়মন্বয়ঃ—হে ভগবতি! শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং শরীরং শম্ভোস্ত্বমেব।

সূর্য্যচন্দ্রৌ স্তনৌ দেব্যাঃ তাবেব নয়নে স্মৃতৌ।
উভৌ তাটঙ্কযুগলমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥

ইত্যনেন ভগবত্যাঃ শম্ভুং প্রতি শেষত্বমুক্তম্। হে ভগবতি! ত্বাত্মান-মনঘং নবাত্মানং মন্যে। অতঃ "শেষঃ শেষী" ইত্যয়ং সম্বন্ধঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ বাং উভয়সাধারণ্যতয়া স্থিতঃ।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—মহাভৈরবস্য নবাত্মেতি সংজ্ঞা, নবব্যূহাত্মকত্বাৎ। নব-ব্যূহাস্তু :—

কালব্যূহঃ কুলব্যূহো নামব্যূহস্তথৈব চ।
জ্ঞানব্যূহস্তথা চিত্তব্যূহঃ স্যাত্তদনন্তরম্॥
নাদব্যূহস্তথা বিন্দুব্যূহঃ স্যাত্তদনন্তরম্।
কলাব্যূহস্তথা জীবব্যূহঃ স্যাদিতি তে নব॥

অস্যার্থ :—কালব্যূহো নাম—নিমেষাদিকল্পান্তাবচ্ছিন্নকালসমুদায়ঃ কালব্যূহস্তু সূর্য্যচন্দ্রয়োরপি কালাবচ্ছেদকতয়া কালব্যূহে অন্তর্ভাবঃ।

কুলব্যূহো নাম—নীলাদিরূপব্যূহঃ।

নামব্যূহো নাম—সংজ্ঞাস্কন্ধঃ॥

জ্ঞানব্যূহো নাম—বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। ভাগব্যূহ ইতি নামান্তরমস্তি স চ দ্বিবিধঃ সভাগবিভাগভেদাৎ। সভাগো বিকল্পঃ, বিভাগো নির্বিকল্পঃ॥

চিত্তব্যূহো নাম—অহঙ্কারপঞ্চকস্কন্ধঃ। অহঙ্কারপঞ্চকং নাম—অহঙ্কারচিত্ত-বুদ্ধিমহন্মনাংসি।

নাদব্যূহো নাম—রাগেচ্ছাকৃতিপ্রযত্নস্কন্ধঃ। অনেন মাতৃকায়াঃ পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী ইতি চত্বারি রূপাণি। পরা নাম সান্তরোহরূপা। অন্তরে অন্তঃ-করণে উহেন তর্কেণ সহিতং রূপং যস্যাঃ সা সান্তরোহরূপা। সুপ্তাবস্থায়ামেব জ্ঞাতব্যেত্যভিসন্ধিঃ। যথোক্তং কামকলাবিদ্যায়াম্—

যা সান্তরোহরূপা পরা মহেশী পরা নাম। পশ্যন্তী নাম এষৈব স্পষ্টা উচ্যতে। যথোক্তং তত্রৈব :—

স্পষ্টা পশ্যন্ত্যাখ্যা ত্রিমাতৃকা চক্রতাং যাতা। ত্রিমাতৃকা ত্রিখণ্ডযুক্তা মাতৃকা পঞ্চদশাক্ষরী, তদাত্মিকা সা চ চক্রতাং চক্রত্বং যাতা। ত্রিখণ্ডাত্মকচক্রৈক্যং ত্রিখণ্ডাত্মকমাতৃকায়া ইতি রহস্যম্। এতচ্চ পূর্ব্বং বহুধা প্রপঞ্চিতম্ স্পষ্টা যুক্তাবস্থায়াং অতিসূক্ষ্মতয়া প্রতীতা ইত্যভিসন্ধিঃ। মধ্যমা নাম পরাপশ্যন্ত্যোঃ উচ্চাবচ্চাবস্থাত্মিকা। সা দ্বিবিধা—বামাদিব্যষ্টিরূপা, বামাদিসমষ্টিরূপা চেতি। বামাদিসমষ্টিরূপা সূক্ষ্মা, বামাদিব্যষ্টিরূপা স্থূলা। বামাদয়ঃ শক্তয়ঃ বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী অম্বিকা এতাশ্চতস্রঃ শক্তয়ঃ শ্রীচক্রান্তর্গতাধোমুখচতুর্যোন্যাত্মিকাঃ ইচ্ছা জ্ঞানং * ক্রিয়া শান্তা পরা চেতি পঞ্চ শক্তয়ঃ শ্রীচক্রান্তর্গতোর্দ্ধমুখশক্তিযোন্যাত্মিকাঃ। এতাভিঃ শক্তিভিঃ নবব্যূহাত্মিকাভিঃ ভগবত্যাঃ নবাত্মত্বং উচ্যতে। যথোক্তং তত্রৈব—

একা পরা তদন্যা বামাদিব্যষ্টিমাতৃসৃষ্ট্যাত্মা।
তেন নবাত্মা মাতা জাতা সা মধ্যমাঽভিধানাভ্যাম্॥
দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মা স্থূলাকৃতিঃ স্থিরা সূক্ষ্মা।
নবনাদময়ী স্থূলা নববর্গাত্মা তু ভূতলিপ্যাখ্যা॥ †
আদ্যা কারণমন্যা কার্য্যং স্বনয়োর্যতস্ততো হেতোঃ।
সৈবেয়ং ন হি ভেদস্তাদাত্ম্যং হেতুহেতুমদভীষ্টম্।

অস্যার্থঃ—একা পরেতি সত্ত্বরজস্তমোগুণসাম্যরূপা। তদন্যা পশ্যন্তী

* "ইচ্ছানাম" ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে।
† "ভূত" ইত্যস্য স্থানে "ভ্রান্ত" ইতি, "লিপ্যা" ইত্যস্য স্থানে "বিদ্যা" ইতি চ ক্বচিৎ।

অন্যতরগুণবৈষম্যরূপেত্যর্থঃ। মধ্যমা বামাদিব্যষ্টিরূপা স্থূলাত্মিকা। বামাদয়ঃ শক্তয়ো বৈন্দবস্থানস্য উভয়ত্র সম্পুটত্বেনাবস্থিতাঃ। অতএব এতাঃ ব্যূহশব্দবাচ্যাঃ সত্যঃ নবাত্মশব্দেন ব্যবহ্রিয়ন্তে। সমষ্টিরূপাস্তু পরায়ামন্তর্ভূতাঃ। তেন কারণেন মাতা মাতৃকা নবাত্মা জাতা। সা মধ্যমা অভিধানাভ্যাং দ্বিবিধা, হি যস্মাৎ সা মধ্যমা সূক্ষ্মা স্থূলাকৃতিশ্চেতি দ্বিবিধা। সূক্ষ্মাস্বরূপমাহ—স্থিরেতি। স্থৈর্য্যাবস্থায়াং সুপ্তাবস্থায়ামেব অবভাস্যা। নবনাদময়ীতি—নব নাদাঃ অকচটতপযশক্ষাঃ। এতে পরস্পরং ভিন্নজাতীয়াঃ, স্বরকবর্গচবর্গটবর্গতবর্গপবর্গযবর্গশবর্গক্ষবর্গাণাং পরস্পরং ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ। তত্র প্রমাণমাহ—ভূতলিপ্যাখ্যেতি। মিথ্যা বিজ্ঞেয়মিথ্যায়াঃ লিপেঃ আখ্যাপরত্বং দর্পণপ্রতিবিম্বস্য মুখজ্ঞাপকত্বমিব ন বিরুধ্যতে। আদ্যা কারণমন্তেতি—আদ্যা সূক্ষ্মরূপা মধ্যমা কারণং স্থূলরূপায়াঃ মধ্যমায়াঃ নব-বর্গাত্মিকায়াঃ। অনয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ যতস্ততো হেতোঃ সৈবেয়ং সূক্ষ্মৈবেয়ং স্থূলা। অতঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ ঐক্যে অভেদে বিমর্শদশায়ামপি ন কোঽপি হেতুরস্তীতি তাৎপর্য্যেণোক্তম্—যতস্ততো হেতোরিতি। তদেব প্রতিপাদয়তি—ন হি ভেদ ইতি। হেতুহেতুমদিতি—হেতু-হেতুমত্তাদাত্ম্যং অভীষ্টমিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বত্র তাদাত্ম্যং হেতুহেতুমদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তীত্যর্থঃ। অতশ্চ মধ্যমাত্মিকায়াঃ চিচ্ছক্তেঃ নবাত্মতা সিদ্ধা। রাগেচ্ছাকৃতিপ্রযত্নানাং কারণত্বেনাগমেষু প্রসিদ্ধাঃ মায়াশুদ্ধ-বিদ্যামহেশ্বরসদাশিবাঃ রাগাদীনাং তত্ত্বভূতাঃ সংগৃহীতাঃ। তৈঃ পরাপশ্যন্তীমধ্য-মাবৈখর্য্যঃ অধিষ্ঠানভূতাঃ সংগৃহীতা ইত্যবগন্তব্যম্।

বিন্দুব্যূহো নাম—ষট্চক্রসঙ্ঘঃ।

কলাব্যূহো নাম—পঞ্চাশৎকলানাং বর্গাত্মিকানাং সঙ্ঘঃ।

জীবব্যূহো নাম—ভোক্তৃস্কন্ধঃ।

এবং নবানাং ব্যূহানাং ভোক্তৃভোগ্যভোগরূপেণ ত্রৈবিধ্যম্। আত্মব্যূহস্য ভোক্তৃত্বেঽপি ভোগ্যভোগতাদাত্ম্যাৎ ত্রৈবিধ্যম্। এবং ভোগব্যূহস্যাপ্যূহ্যম্। অয়মাশয়ঃ—আত্মব্যূহস্য ভোক্তৃত্বং, জ্ঞানব্যূহস্য ভোগত্বম্, কালব্যূহাদীনাং ভোগ্যত্ব-মেবেতি আচার্য্যাণাং ত্রৈবিধ্যমভিপ্রেতমিতি। সর্ব্বেষাং ব্যূহানাং জীবব্যূহস্য সর্ব্বত্র অন্বয়াদৈক্যম্। কালব্যূহস্য অবচ্ছেদকত্বাদৈক্যম্। কুলনামব্যূহয়োঃ নিরূপকত্বা-দৈক্যম্। জ্ঞানব্যূহস্য বিন্দুব্যূহে তাদাত্ম্যাদৈক্যম্। নাদকলয়োরৈক্যাৎ নব-ব্যূহাত্মকত্বং পরমেশ্বরস্য সিদ্ধমেব। অতো নববিধৈক্যং ভৈরবীভৈরবয়োঃ জ্ঞাতব্যমিতি কৌলমতরহস্যম্। অতএব কৌলাঃ পরমেশ্বরং নবাত্মেতি ব্যবহরন্তি। যথাহুঃ কৌলাঃ—

নববূহাত্মকো দেবঃ পরানন্দপরাত্মকঃ।
নবাত্মা ভৈরবো দেবো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥
পরানন্দপরাশক্তিঃ চিদ্রূপাহঽনন্দভৈরবী।
তয়োর্যদা সামরস্যং জগদুৎপদ্যতে তদা॥

ইতি দিঙ্মাত্রমুক্তম্। অবশিষ্টং "তবাধারে মূলে" * ইত্যাদৌ নিরূপ্যতে। অয়ং ভাবঃ—আনন্দভৈরবমহাভৈরব্যোঃ পরানন্দপরাসংজ্ঞয়োঃ তাদাত্ম্যে সিদ্ধে নবাত্মতা দ্বয়োঃ সমানা। অতঃ শেষশেষিভাবঃ আপেক্ষিকঃ।—যদা সৃষ্টিস্থিতিলয়েষু আনন্দভৈরবস্য পরানন্দসংজ্ঞকস্য পরচিৎস্বরূপায়াশ্চ মহাভৈরব্যাঃ প্রপঞ্চঃ উৎপদ্যতে, তদা ভৈরবীপ্রাধান্যাৎ প্রধানপ্রকৃতিশব্দবাচ্যা মহাভৈরবীতি, তস্যাঃ প্রধানত্বং শেষিত্বং, আনন্দভৈরবস্য অপ্রধানত্বং গুণভাবঃ শেষত্বম্। যদা সর্ব্বোপসংহারে প্রকৃতেঃ তন্মাত্রাবস্থিতৌ ভৈরব্যাঃ স্বাত্মনি অন্তর্ভাবাত্তদা ভৈরবস্য শেষিত্বং ভৈরব্যাঃ শেষত্বমিতি॥ ৩৪॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(পূর্ব্ব-কৌলমতের তাৎপর্য্যানুসারে কথিত হইতেছে)—হে ভগবতি! আনন্দভৈরবী আপনিই আনন্দভৈরব শঙ্কর—চন্দ্রসূর্য্যরূপ স্তনযুগলযুক্ত শরীর, আর আপনার আত্মাকেই আমি মনে করি নির্ম্মলনবব্যূহাত্মক আনন্দভৈরব। অতএব এই যে শেষশেষিভাব সম্বন্ধ ইহা পরানন্দ ও পরাশক্তিরূপা সমরসময়ী আপনাদিগের উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষ সাধারণ। শেষ অঙ্গ বা অপ্রধান, শেষী অঙ্গী বা প্রধান। জগতের ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ প্রলয়াবস্থা যত দিন না হয়, তত দিন প্রকৃতি আনন্দভৈরবীই প্রধান,—পূর্ণ অব্যক্তাবস্থায়, প্রাকৃত লয়সময়ে আনন্দভৈরব চিন্মাত্র প্রধান। এই শিবশক্ত্যাত্মক তত্ত্ব পূর্ব্ব-কৌলমতে স্বীকৃত। নবব্যূহ—যথা (১) কালব্যূহ—নিমেষ হইতে মন্বন্তর কল্প পর্য্যন্ত। (২) কুলব্যূহ—নীলাদিরূপ। (৩) নামব্যূহ—সংজ্ঞাদি। (৪) জ্ঞানব্যূহ—বিজ্ঞানাদি। (৫) চিত্তব্যূহ—অহঙ্কারাদি। (৬) নাদব্যূহ—ইচ্ছাপ্রযত্নাদি। (৭) বিন্দুব্যূহ—ষট্-চক্র। (৮) কলাব্যূহ—পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ। (৯) জীবব্যূহ—ভোক্তৃসজ্ঞ। অর্থাৎ জীবব্যূহ—ভোক্তা, জ্ঞানব্যূহ—ভোগ এবং অপর সপ্তব্যূহ ভোগ্য—এই ত্রিবিধ ভাব এতন্মধ্যে নিবিষ্ট॥ ৩৪॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ শিবশক্ত্যোরাধারাধেয়ভাবেনৈক্যাত্মতাং দর্শয়ন্নাহ শরীরম্ ইতি। হে ভগবতি! শম্ভোর্ব্বপুঃ যৎ ত্রিবব্যাপকং

* ৪১ শ্লোকঃ।

চন্দ্রসূর্য্যস্তনযুগং শরীরং তৎ ত্বম্। তবাপি বিশ্বাকৃতেরনঘং গুণরূপাবয়বর্জ্জিতম্ আত্মানং ভবাত্মানং অর্থাদ্ বিশ্বব্যাপকং ব্রহ্মরূপং মন্যে। অতঃ কারণাৎ বাং যুবয়োঃ উভয়সাধারণভাবেন শেষঃ শেষীত্যয়ং সম্বন্ধঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষঃ ইয়ং প্রকৃতিরিত্যয়ং সম্বন্ধঃ স্থিতঃ! কিম্ভূতয়োঃ? সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমানৈশ্বর্য্যানন্দনির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।—হে ভগবতি! পরব্রহ্মস্বরূপ শিবের চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপ স্তনযুগল-সুশোভিত যে বিশ্বব্যাপক মূর্ত্তি, তুমিই সেই বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি। গুণাতীত বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপই তোমার স্বরূপ। মাতঃ! একমাত্র তুমিই শিবশক্তিরূপে আধারাধেয়ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিরূপিত হইতেছ। বস্তুতঃ তোমরা উভয়েই পরস্পর অভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি,
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতায়াং ন হি পরম্।
ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা,
চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভৃষে ॥ ৩৫ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—মনঃ মনস্তত্ত্বং আজ্ঞাচক্রস্থিতং ত্বম্ এব। ব্যোম আকাশতত্ত্বং বিশুদ্ধচক্রান্তঃস্থিতং ত্বম্ এব। মরুৎ বায়ুতত্ত্বম্ অনাহতনামকসংবিচ্চক্রান্তর্গতম্ অসি ইতি ত্বমিত্যর্থকম্ অব্যয়ম্। মরুৎ-সারথিঃ বায়ুসখঃ অগ্নিতত্ত্বং স্বাধিষ্ঠানগতম্। অসি ইতি পূর্ব্ববৎ অব্যয়ম্। ত্বম্ আপঃ অপ্তত্ত্বং মণিপূরান্তর্গতম্। ত্বং ভূমিঃ ভূমিতত্ত্বং মূলাধারান্তর্গতম্। এবংরূপেণ ত্বয়ি পরিণতায়াং পরিণতিং তাদাত্ম্যং গতায়াং ন হি পরং ইতঃ পরং ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। ত্বমেব স্বাত্মানং স্বস্বরূপং পরিণময়িতুং পরিণামবন্তং কর্ত্তুং বিশ্ববপুষা প্রপঞ্চরূপেণ চিদানন্দাকারং চিচ্ছক্তেঃ আনন্দভৈরবস্য চ আকারং শিবযুবতি! শিবযুবতী করণত্নী। যুবতীশব্দস্য "সর্ব্বতোক্তিরর্থাদিত্যেকে" ইতি ঙীপ্। তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। ভাবেন চিত্তেন বিভৃষে। যদ্বা—চিদানন্দাকারং চ ব্রহ্মস্বরূপং শিবতত্ত্বং শিবযুবতিভাবেন শিবস্য যুবতির্জ্জায়া তস্যাঃ ভাবঃ তত্ত্বং তেন।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি ত্বমাপস্ত্বং ভূমিঃ। ত্বয়ি পরিণতায়াং পরং ন হি। ত্বমেব স্বাত্মানং বিশ্ববপুষা পরিণময়িতুং শিবযুবতিভাবেন চিদানন্দাকারং বিভৃষে।

অয়মর্থঃ—"মনস্ত্বম্" ইত্যাদি "ভূমি" ইত্যন্তেন পঞ্চভূতাত্মকঃ কার্য্যরূপঃ পরিণামো

বিকারঃ উক্তঃ। "ত্বয়ি পরিণতায়াম্" ইত্যনেন নির্ব্বিকারাত্মকঃ কারণরূপেণা-বস্থিতিবিশেষঃ প্রকৃত্যাঃ পরিণামঃ ইত্যুক্তঃ। "ন হি পরম্" ইত্যনেন অপরিণামিন্যাঃ পরিণামো নাস্তি, অনবস্থাপত্তেঃ ইতি হি শব্দার্থঃ। তথোক্তং চতুঃশত্যাম্ঃ—

শৃণু দেবি মহাজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞানোত্তমং প্রিয়ে।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি॥
ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জাতা মহেশ্বরি।
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা॥
কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।
যস্যাং পরিণতায়াং তু ন কিঞ্চিৎ পরমিষ্যতে॥

অয়মর্থঃ—কবলীকৃতঃ আত্মন্যারোপিতঃ কারণাত্মতয়া অবস্থিতঃ, যথা মৃদি ঘট ইব, নিঃশেষং যথা ভবতি তথা তত্ত্বানাং পঞ্চতত্ত্বানাং গ্রামঃ সমূহঃ কবলীকৃতঃ নিঃশেষতত্ত্বগ্রামঃ, স এব স্বরূপং যস্যাঃ সা, কার্য্যাণি কারণে উপসংহৃত্য স্বয়ং কারণাত্মনা অবস্থিতেত্যর্থঃ; সংকার্য্যবাদিনাং মতে কারণে কার্য্যস্যাপি শক্তিরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ ইতি। এতদুক্তং ভবতি—উত্তরকৌলমতে প্রধানমেব জগৎকর্ত্তৃ। প্রধানত্বাদেব শেষভাবো নাস্তি, শিবস্যাভাবাৎ। তস্য পরিণতিঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মিকা। মনস্তত্ত্বাদিরূপেণ প্রধানাত্মিকা শক্তিঃ পরিণতা। অতঃ মনঃপ্রভৃতীনাং শক্তি-পরিণামঃ, তত্ত্বানাং স্বরূপপরিণামঃ। এবং প্রপঞ্চং কার্য্যরূপং স্বস্যামারোপ্য কারণ-রূপেণ অবস্থিতা। সা চ আধারকুণ্ডলিনীত্যভিধীয়তে। ইতঃ পরং যদ্বক্তব্যমস্তি তদপি "তবাধারে মূলে" * ইত্যাদিব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥৩৫॥ †

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(উত্তরকৌলমতে, শক্তিতত্ত্বই একমেবাদ্বিতীয়ম্, শিবতত্ত্ব ইহার অন্তর্গত, তন্মতানুসারে স্তোত্র যথা)—হে ভগবতি! তুমিই আজ্ঞাচক্রস্থ মনস্তত্ত্ব, তুমি বিশুদ্ধিচক্রস্থিত আকাশতত্ত্ব, তুমি অনাহতচক্রস্থিত বায়ুতত্ত্ব, তুমি স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত বহ্নি বা অগ্নি, তুমি মণিপূরকস্থিত জল, তুমি মূলাধারস্থিত ভূতত্ত্ব, নির্ব্বিকারা তোমার চিন্তামণি তুল্য যে কারণরূপে অবস্থিতি, তাহাই এ সমুদয়ের হেতু; অপরবিধ পরিণাম তোমার নাই। তুমি নিজরূপকেই জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ করিবার জন্য, শিবযুবতিভাবে

---

* ৩৬ শ্লোকঃ।

† (সময়াচারে অন্তর্যজনই সাধনা, শ্রীচক্রও অন্তঃস্থ,—সময়াচারমতে তাহার অঙ্কনপ্রণালী যে কথিত হইয়াছে, তাহাও অন্তরে ভাবনা দ্বারা অঙ্কন, সেই ভাবনাক্রমানুসারে লক্ষ্মীধর টীকা ও শ্লোকাঙ্ক আছে, পাদটীকার প্রদর্শিত সেই অঙ্ক অনুসারে ভাবনা শিক্ষণীয়)।

চিদানন্দরূপ গ্রহণ করিয়া আছ। অর্থাৎ চিদানন্দ পরব্রহ্ম ও জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই তুমি ॥ ৩৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্রৈকতামাহ মন ইতি। হে শিবযুবতি! ত্বং মনঃ পরমশিবস্থানং মহর্লোক ইত্যর্থঃ। ব্যোম ত্বং তপোলোকঃ সদাশিবস্থানম্। ত্বং বায়ুর্জ্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্। ত্বম্ অগ্নিঃ স্বর্লোকো নারায়ণ-স্থানম্। ত্বম্ আপঃ ভুবর্লোকঃ রুদ্রস্থানম্। ত্বং ভূমিঃ ভূর্লোকো ব্রহ্মস্থানম্। এতৎ ষট্‌চক্ররূপং তব সূক্ষ্মং রূপমিত্যর্থঃ। স্থূলরূপমাহ ত্বয়ীত্যাদি। ত্বয়ি পরিণ-তায়াং ষট্‌চক্রদেহং প্রাপ্তায়াং ন হি কিঞ্চিৎ পরমস্তি ত্বং ব্রহ্মাণ্ডরূপা ভবসীত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্যমিত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি। স্বম্ আত্মানং পরমাত্মাদীনাং চিদানন্দ-রূপং পরিণময়িতুং স্ববশে কর্ত্তুং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা ষট্‌চক্রাত্মকদেহেন অর্থাৎ ষট্‌চক্রতেজসা ত্বং চিদানন্দাকারং বিভৃষে গৃহ্লাসি। এতৎ সত্যং লোক উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! তুমিই মন (পরমশিবস্থান মহর্লোক), তুমিই ব্যোম (সদাশিবস্থান তপোলোক), তুমিই বায়ু (ঈশ্বরস্থান জনলোক), তুমিই অগ্নি (রুদ্রস্থান স্বর্লোক), তুমিই জল (নারায়ণস্থান ভুবর্লোক) এবং তুমিই ভূমি (ব্রহ্মার স্থান ভূর্লোক)। ইহাই ষট্‌চক্ররূপে তোমার সূক্ষ্মরূপ। তুমি স্থূলরূপে পরিণতা হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই থাকে না; তৎকালে তুমিই বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজমানা হইতে থাক। ভবানি! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত লীলাক্রমে চিদানন্দাকার ধারণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥

> তবাধারে মূলে সহ সময়য়া লাস্যপরয়া,
> ত(ন)বাত্মানং বন্দে নব-রস-মহা-তাণ্ডব-নটম্।
> উভাভ্যামেতাভ্যামুভয়(দ)বিধিমুদ্দিশ্য দয়য়া,
> সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্ ॥ ৩৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তব ভবত্যাঃ আধারে আধারচক্রে মূলে মূলাধারচক্রে ইত্যর্থঃ। সহ সাকং সময়য়া সময়সংজ্ঞয়া লাস্যপরয়া লাস্যে নৃত্যে পরং তাৎপর্য্যং যস্যাঃ তয়া। স্ত্রীকর্ত্তৃকং নৃত্যং লাস্যমিত্যুচ্যতে। নবাত্মানম্ আনন্দভৈরবং মন্যে জানামি নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবভিঃ শৃঙ্গারাদিভিঃ রসৈঃ মহৎ অদ্ভুতং তাণ্ডবং—পুংকর্ত্তৃকং নৃত্যং তাণ্ডবমিত্যুচ্যতে—তত্র নটম্ অভিনেতারম্।

উভাভ্যাম্ এতাভ্যাম্ আনন্দভৈরবী-মহাভৈরবাভ্যাম্ উদয়বিধিম্ উৎপত্তিম্ উদ্দিশ্য। কুত ইত্যাহ—দয়য়েতি। দগ্ধলোকস্য পুনরুৎপাদননিমিত্তং দয়য়া সনাথাভ্যাং মিলিতাভ্যাং জজ্ঞে উৎপন্নম্। জনকজননীমৎ মাতাপিতৃমৎ জগৎপ্রপঞ্চম্ ইদং পূর্ব্বোক্তম্। লাস্যনাট্যসংবিধানপ্রতিপাদনাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ দর্শনে জগদুৎপত্তিঃ, লাস্যনৃত্যাবসানমেব জগৎসংহৃতিরিতি কৌলসিদ্ধান্তঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব মূলে আধারে লাস্যপরয়া সময়য়া সহ নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবাত্মানং মন্যে। উদয়বিধিমুদ্দিশ্য এতাভ্যাং উভাভ্যাং দয়য়া সনাথাভ্যাম্ ইদং জগৎ জনকজননীমৎ জজ্ঞে।

অয়ং ভাবঃ—আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ তামিস্রলোকত্বাৎ তত্র কৌলানাম্ অধিকারাৎ সময়িনাম্ আরাধনাভাবেঽপি স্বমতানুসারেণ সহস্রকমলে নিষেব্যৈব ভগবতী আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ সেব্যেতি মহাভৈরবী সময়াপদেন * উচ্যত ইতি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—আধারচক্রং ত্রিকোণম্। আধারে বিন্দুঃ তিষ্ঠতীতি চ তাবৎ প্রসিদ্ধম্। অত্র কৌলমতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্। স এব বিন্দুঃ তত্র আরাধ্যঃ। অতএব কৌলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমর্চয়ন্তি। তৎ ত্রিকোণং দ্বিবিধং, শ্রীচক্রান্তর্গত-নবযোনিমধ্যবর্ত্তিনী যোনিঃ, সুন্দর্য্যাঃ তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ। শ্রীচক্রস্থিতনবযোনিমধ্যগতযোনিং ভূর্জহেমপট্টবস্ত্রপীঠাদৌ লিখিতাং পূর্ব্বকৌলাঃ পূজয়ন্তি। তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিম্ উত্তরকৌলাঃ পূজয়ন্তি। উভয়ং যোনিদ্বয়ং বাহ্যমেব, ন আন্তরম্। অতঃ তেষাং আধারচক্রমেব পূজ্যম্। তত্র স্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কৌলিনী ইত্যুচ্যতে। সৈব উপাস্যা ত্রিকোণপূজকানাম্ ইতি রহস্যম্। এষা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিণী নিদ্রাণৈব সংপূজ্যা, তস্যাঃ সদা নিদ্রাণস্বাভাব্যাৎ। সা পূজা তামিস্রা। কুণ্ডলিনীপ্রবোধো যদা স্যাৎ, তৎক্ষণমেব মুক্তিঃ কৌলানাম্। অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কৌলা ইতি ব্যবহারঃ। † তত্র সুরা-মাংসমধুমৎস্যাদিদ্রব্যৈঃ সমারাধনং বামাচারপ্রবৃত্ত্যা প্রত্যক্ষত্রিকোণে বিন্দুস্থানং মন্মথচ্ছত্রং কৃত্বা সংপূজয়ন্তি। অধোমুখং ত্রিকোণং অধোমুখমেব ছত্রং পূজয়ন্তি। দিগম্বরক্ষপণকাদয়স্তু স্ত্রিয়ং উত্তানাং কৃত্বা ঊর্দ্ধং ত্রিকোণং পূজয়ন্তীতি রহস্যম্। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি; তত্তু অবৈদিকমার্গত্বাৎ স্মরণার্হমপি ন ভবতি। তথাঽপি

* পদেশেন ইতি চ পাঠঃ।

† "তস্মাৎ কৌলানাং ত্রিকোণে আনন্দভৈরবৌ সংপূজ্যৌ। সাধকানাং তাভ্যাং তাদাত্ম্যেনাবস্থানম্। অতএব কৌলাঃ বিন্দুপূজাবসরে ভৈরবাকারং দিগম্বরত্বমাশ্রিত্য সমর্চয়ন্তি স্ত্রীপুরুষাঃ" ইতি অধিকঃ পাঠঃ কেষুচিৎ কোশেষু।

দিঙ্‌মাত্রং নিষেধ্যত্বেন সময়মতমার্গপ্রদর্শনোপযোগিতয়া উক্তমিতি অলং বিস্তরেণ।

অথ সময়িমতং নিরূপ্যতে—ত্রিকোণাদিষট্‌চক্রং আধারাদিষট্‌চক্রাত্মনা পরিণতমিতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্‌। তত্র শ্রীচক্রে ত্রিকোণং বৈন্দবস্থানমিতি তাবৎ সুপ্রসিদ্ধম্‌। তত্র ত্রিকোণত্রয়েণ অষ্টকোণনির্ম্মাণে ত্রিকোণাদেব বিন্দুস্থানং ভবতি। তচ্চ চতুষ্কোণমেব। তত্তু সহস্রকমলান্তর্গতং চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্ব্বমেব বহুধা প্রপঞ্চিতম্‌। এতৎ চতুষ্কোণমধ্যং বৈন্দবস্থানং "সুধাসিন্ধুঃ" "সরঘা" ইতি বহুধা প্রপঞ্চিতং পূর্ব্বমেব। এতৎ চতুষ্কোণমধ্যং বিন্দুস্থানমিতি বাহ্যপূজা তরুণীত্রিকোণপূজা চ দূরত এব নিরস্তেতি ধ্যেয়ম্‌। অতএব সময়িনাং সহস্র-কমলে সময়ায়াঃ সময়স্য চ শম্ভোঃ পূজা। সময়া নাম—শম্ভুনা সাম্যং পঞ্চবিধং যাতীতি সময়া। সময়ত্বং শম্ভোরপি—পঞ্চবিধং সাম্যং দেব্যা সহ যাতীতি। অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধান্যেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম্‌, পঞ্চবিধসাম্যং তু—অধিষ্ঠানসাম্যং, অবস্থানসাম্যং, অনুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যং চেতি পঞ্চবিধং সম-* প্রধানয়োরেব শিবয়োঃ। যথা—"তবাধারে" ইতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্‌, উভয়োঃ আধারচক্রস্য অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ। অনুষ্ঠানসাম্যং "জনকজননীমজ্জগদিদম্‌" ইত্যনেন প্রতিপাদিতম্‌, উৎপাদনক্রিয়ায়াং উভয়োঃ ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ। অবস্থা-সাম্যং লাস্যতাণ্ডবশব্দাভ্যাং প্রতিপাদিতম্‌। লাস্যতাণ্ডবয়োঃ নৃত্যরূপেণ একত্বম্‌ উক্তং প্রাক্‌। রূপসাম্যং তু আরুণ্যম্‌ উভয়োঃ তন্ত্রান্তরসিদ্ধম্‌—

> জপাকুসুমসঙ্কাশৌ মদঘূর্ণিতলোচনৌ।
> জগতঃ পিতরৌ বন্দে ভৈরবীভৈরবাত্মকৌ॥

ইতি। যদ্বা—নবাত্মানমিতি রূপসাম্যং নামসাম্যং চ প্রতিপাদিতমিতি ধ্যেয়ম্‌। এবমেব ইতরত্রাপি উহ্যম্‌। যথা—"তটিত্বন্তম্‌" ইত্যাদৌ তটিত্বান্‌ তটিত্বতী ইতি নামরূপসাম্যে। যদ্যপি স্থিরসৌদামিনীরূপায়াঃ তটিদ্রূপত্বাৎ তদ্বত্ত্বং নাস্তি, তথাঽপি সৌদামিন্যাঃ স্থিরত্বমেব সর্ব্বদা তটিদ্যুক্তত্বমিতি তটিত্বতীতি উক্তিঃ যুক্তা ইতি অনুসন্ধেয়ম্‌। মণিপূরস্থানম্‌ অধিষ্ঠানমিতি "মণিপূরৈকশরণম্‌" ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্‌। "স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষম্‌" ইত্যনেন "বর্ষন্তম্‌" ইত্যনেন চ প্রাবৃষেণ্যত্বাবস্থাসাম্যং প্রতিপাদিতম্‌। "তব স্বাধিষ্ঠানে" ইত্যাদি শ্লোকে "স্বাধিষ্ঠানে" ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যম্‌ উক্তম্‌। "মহতীম্‌" ইত্যনেন মহা-সংবর্ত্তাত্মকরূপনামসাম্যে প্রতিপাদিতে। স্বাধিষ্ঠানগতাগ্নিসংশ্রয়ণং অবস্থানসাম্যম্‌।

---

* "সময়য়োঃ প্রধানয়োঃ" ইতি চ পাঠঃ।

লোকান্ দহতীতি অনুষ্ঠানসাম্যং প্রতিপাদিতম্। অনাহতচক্রে অনাহতম্ অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্। হুতভুক্কণিকারূপতয়া রূপসাম্যং নামসাম্যং চ। নিবাতদীপত্বোক্ত্যা অবস্থানসাম্যম্। বায়ুতত্ত্বোৎপাদকত্বম্ অনুষ্ঠানসাম্যমিতি রহস্যম্। বিশুদ্ধিচক্রম্ অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্। "শুদ্ধস্ফটিকবিশদম্" ইত্যনেন রূপসাম্যম্ উক্তম্। "ব্যোমজনকম্" ইত্যনেন অনুষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্। "শিবং সেবে" ইত্যনেন নামসাম্যম্। "শশিকিরণসারূপ্যসরণেঃ" ইত্যনেন অবস্থান-সাম্যমিতি। "তবাজ্ঞাচক্রস্থং" ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্। "তপনশশিকোটি-দ্যুতিধরম্" ইত্যনেন রূপসাম্যমুক্তম্। "পরং শম্ভুম্" ইত্যনেন নামসাম্যমুক্তম্। "যমারাধ্যন্ ভক্ত্যা" ইত্যনেন অবস্থানসাম্যমুক্তম্। মুক্তিপ্রদত্বমনুষ্ঠানসাম্যমিতি সাম্যপঞ্চকং বিজ্ঞেয়ম্। এতৎ অতিরহস্যং শিষ্যানুজিঘৃক্ষয়া প্রকাশিতম্। অতঃ সময়পূজকাঃ সময়িনঃ। তেষাং ষট্চক্রপূজা ন নিয়তা, অপি তু সহস্রকমল এব পূজা। সহস্রকমলপূজা নাম সহস্রকমলস্য বৈন্দবস্থানত্বেন তন্মধ্য-গতচন্দ্রমণ্ডলস্য চতুরস্রাত্মনা, তন্মধ্যবিন্দোঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীতষড়্বিংশাত্মক-শিবশক্তিমেলনরূপসাদাখ্যাত্মনা অনুসন্ধানম্। অতএব সময়িমতে বাহ্যারাধনং দূরত এব নিরস্তম্। ষোড়শোপচাররূপপূজাঙ্গকলাপশ্চ ততোঽপি দূরত এব।

তথাহি—আধারাদিষট্চক্রাণাং ত্রিকোণাদিষট্চক্রত্বেন তাদাত্ম্যম্, বিন্দুস্থানস্য চতুরস্রস্য সহস্রকমলত্বেন তাদাত্ম্যম্, বিন্দুশিবয়োস্তাদাত্ম্যম্—এবং দেহ * শিবয়ো-স্তাদাত্ম্যমিতি তাদাত্ম্যত্রয়ম্। চক্রমন্ত্রয়োঃ ঐক্যং পূর্ব্বমেবোক্তমিতি, তেন সহ চতুর্ধা ঐক্যং সময়িনাং সময়ারাধন- † মিতি মহৎ রহস্যম্।

অত্র কিঞ্চিৎ উচ্যতে—সময়িনাং চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানমেব ভগবত্যাঃ সমারাধ-নমিত্যেতৎ সর্ব্বসম্মতম্। কেচিত্তু ষোঢ়া ঐক্যমাহুঃ। যথা—নাদবিন্দুকলাতীতং ভাগবতং তত্ত্বমিতি সর্ব্বাগমরহস্যম্। নাদঃ পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী-রূপেণ চতুর্বিধঃ ইতি প্রাগেবোক্তম্। পরা ত্রিকোণাত্মিকা, পশ্যন্তী অষ্টকোণচক্ররূপিণী, মধ্যমা দ্বিদশাররূপিণী, ‡ বৈখরী চতুর্দ্দশাররূপিণী। শিবচক্রাণাম্ অত্রৈব অন্তর্ভাবঃ প্রতিপাদিত ইতি চতুশ্চক্রাত্মকং শ্রীচক্রং নাদশব্দবাচ্যম্। বিন্দুর্নাম—ষট্চক্রাণি মূলা-ধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশুদ্ধ্যাজ্ঞাত্মকানি বিন্দুশব্দবাচ্যানি পূর্ব্বমেব উক্তানি। কলাঃ পঞ্চাশৎ, ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকা বা। এবং নাদবিন্দুকলাতীতা ভগবতীতি। সহস্রকমলং বিন্দ্বতীতং বৈন্দবস্থানাত্মকং সুধাসিন্ধুপরপর্য্যায়ং

---

* "দেবী" ইত্যপি পাঠঃ। † সমারাধন—পাঃ ‡ "দ্বিশ্রার" ইত্যপি পাঠঃ।

সরঘাশব্দবাচ্যম্। নাদাতীততত্ত্বং তু ত্রিপুরসুন্দর্য্যাদিশব্দাভিধেয়—"দর্শা দৃষ্টা দর্শতা" ইত্যাদ্যপরপর্য্যায়—"ক এ ঈ ল হ্রীম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণনামক-পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মক-ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাপরিগণিতমহাকালাত্মক-পঞ্চদশকলাতীতা সাদাখ্যা শ্রীবিদ্যা-পরপর্য্যায়া চিৎকলাশব্দবাচ্যা ব্রহ্মবিদ্যাপরপর্য্যায়া ভগবতীতি নাদবিন্দুকলাতীতং ভাগবতং তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদ্রহস্যম্। অত্র নাদবিন্দুকলানাং পরস্পরৈক্যানুসন্ধানং ষোঢ়া ভবতীতি ষোঢ়া ঐক্যমাহুঃ। এবং ভগবতীং ষড়্বিধৈক্যেন সম্ভাব্য পূজয়িত্বা সাদাখ্যায়াং বিলীনো ভবতি। তদনন্তরং ষড়্বিধৈক্যানুসন্ধানমহিম্না গুরুকটাক্ষসংজাতমহাবেধমহিম্না চ ভগবতী ঝটিতি মূলাধারস্বাধিষ্ঠানাত্মকচক্রদ্বয়ং ভিত্ত্বা মণিপূরে প্রত্যক্ষং প্রতিভাতি। মহাবেধপ্রকারঃ—পূর্ব্বম্ অভ্যাসদশায়াং গুর্ব্বেকপরতন্ত্রমহাবিদ্যাং গুরুমুখাদেব স্বীকৃত্য ঋষিচ্ছন্দোদেবতাপূর্ব্বকং মূলমন্ত্রস্য শুদ্ধজপং গুরূপদিষ্টমার্গেণ কুর্ব্বন্ আশ্বযুজশুক্লপক্ষে মহানবমীশব্দাভিধেয়াষ্টম্যাং নিশীথসময়ে গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। তন্মহিম্না গুরোঃ তদানীং কর্ত্তব্য-হস্তমস্তকসংযোগ--পূর্ণমন্ত্রোপদেশ--ষট্‌চক্রপূজাপ্রকারোপদেশ--ষড়্বিধৈক্যানুসন্ধানো-পদেশবশাৎ মহাবেধঃ শৈবঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রকাশরূপো জায়তে ইতি গুরুরহস্যম্। এবং মহাবেধে জাতে ভগবতী মণিপূরে প্রত্যক্ষা ভবতি। সা সমারাধ্যা। অর্ঘ্য-পাদ্যাদিভূষণপ্রতিপাদনপর্য্যন্তং পূজাকলাপং মণিপূরে নির্ব্বর্ত্ত্য অনাহতমন্দিরং ভগবতীং নীত্বা ধূপাদিনৈবেদ্যহস্তপ্রক্ষালনান্তং কর্ম্মকলাপং তত্রৈব সমাপ্য বিশুদ্ধৌ ভগবতীং সিংহাসনাসীনাং সখীভিঃ সংলাপান্ সম্ভাষমাণাং শুদ্ধস্ফটিকসদৃশৈঃ মণিভিঃ পূজয়েৎ। শুদ্ধস্ফটিকসদৃশমণয়ো ন মৌক্তিকাদয়ঃ, কিন্তু তদীয়-ষোড়শদলগতষোড়শ-চন্দ্রকলা ইতি রহস্যম্। এবং সম্পূজ্য আজ্ঞাচক্রং নীত্বা দেবীং কামেশ্বরীং নীরাজন-বিধিভিঃ অনেকৈঃ সংপ্রীণয়েৎ। অতএব উক্তং কর্ণাবতংসস্তুতৌ মদীয়ায়াম্ :—

আজ্ঞাত্মকদ্বিদলপদ্মগতে তদানীং,
বিদ্যুন্নিভে রবিশশিপ্রযতোৎকটাভে।
গণ্ডস্থলপ্রতিফলৎকরদীপজাল-
কর্ণাবতংসকলিকে কমলায়তাক্ষি॥

ইতি। এবং আজ্ঞাচক্রে নীরাজনবিধিং কৃত্বা সংপ্রীণয়েৎ। তদনন্তরং ঝটিতি বিদ্যুল্লতেব সহস্রকমলম্ অনুপ্রবিষ্টা সুধাব্ধৌ পঞ্চকল্পতরুচ্ছায়ায়াং মণিদ্বীপে সরঘামধ্যে সদাশিবেন সার্দ্ধং বিহরমাণা বর্ত্ততে। তদা তিরস্করিণীং প্রসার্য্য সমীপে মন্দিরে স্বয়ং নিবসেৎ। যাবৎ ভগবতী বিনির্গতা পুনঃ মূলাধারকুণ্ডং প্রবিশতি তাবৎ পর্য্যন্তং স্থাতব্যমিতি সময়মতত্বরহস্যম্।

অত্র শঙ্করভগবৎপাদানাং চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানানন্তরং মণিপূরে প্রত্যক্ষায়াঃ ভগবত্যাঃ স্বরূপং "ক্বণৎকাঞ্চীদামা" ইত্যাদিধ্যানপ্রতিপাদিতং চতুর্ভুজং ধনুর্ব্বাণপাশাঙ্কুশযুক্তহস্তং তন্মতানুসারিণামপি তথৈব প্রতিভাতি ভগবতী।

অস্মাকং তু ষড়্বিধৈক্যানুসন্ধানানন্তরং মূলাধারদ্বিকং ভিত্ত্বা মণিপূরে প্রসন্না ভগবতী দশভুজা ধনুর্ব্বাণপাশাঙ্কুশবরদাভয়পুস্তকাক্ষমালাবীণাহস্তা। মন্মতৈক-দেশিনাং পাশাঙ্কুশপুণ্ড্রেক্ষুচাপপুষ্পবাণজপমালিকাশুকাভয়বরকরা করদ্বয়বক্ষঃস্থল-স্থাপিতবীণা। উভয়মস্মাকং সম্মতমেব। কর্ণাবতংসস্তবে মদীয়গ্রন্থে—

ভবানি শ্রীহস্তৈর্বহসি ফণিপাশং সৃণিমথো
ধনুঃ পৌণ্ড্রং পৌষ্পং শরমথ জপস্রক্‌শুকবরম্।
অথ দ্বাভ্যাং মুদ্রামভয়বরদানৈকরসিকে
ক্বণদ্বীণাং দ্বাভ্যামুরসি চ করাভ্যাং চ বিভৃষে॥

সময়িনাং প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্যমানা আস্তে ভগবতী। সময়িনাং সহস্রকমলপর্য্যন্তং আন্তরপূজা কর্ত্তব্যা। সহস্রকমলে তু তিরস্করিণীপ্রসারণপর্য্যন্তং দর্শনমেব সমারাধনম্। যদুক্তং সুভগোদয়ে—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্।
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণহস্তাং ধ্যায়েৎ সুসাধকঃ॥
ত্রৈলোক্যং মোহয়েদাশু বর * নারীগণৈর্যুতম্॥ ইতি।

চর্চাস্তোত্রেঽপি কালিদাসকৃতে—

যে চিন্তয়ন্ত্যরুণমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি
রূপং তবাম্ব নবযাবকপঙ্করম্যম্ †।
তেষাং সদৈব কুসুমায়ুধবাণভিন্ন-
বক্ষঃস্থলা মৃগদৃশো বশগা ভবন্তি॥

ইতি। অত্র সময়িনাং বাহ্যপূজানিষেধাৎ সূর্য্যমণ্ডলগতত্বেন পূজনং নিষিদ্ধ-মিত্যাহুঃ।

তন্ন, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতপিণ্ডাণ্ডস্থিতচন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ঐক্যাৎ সূর্য্যস্য চন্দ্রকলামৃতনিষ্যন্দ-বশাৎ উজ্জীবনাৎ। যতঃ "অপাং রসমুদয়ং সন্" ‡ ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদিতমিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। অতঃ চন্দ্রকলাবিদ্যায়াঃ সূর্য্যসম্পর্কাৎ তেজস্তিরোধানং স্যাদিতি কেচন সঙ্গিরন্তে। তদপি অপাস্তং বেদিতব্যম্। অতএব পিণ্ডাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডচন্দ্রয়োরৈক্যাৎ চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গতত্বেন চন্দ্রকলাবিদ্যায়াঃ পূজনং যুজ্যতে। যত্তু

* "শত" ইত্যপি পাঠঃ। † "শোণম্" ইত্যপি পাঠঃ। ‡ তৈ, আঃ ১।২২।

পূর্ব্বোক্তং চন্দ্রবিম্বগতত্বেন দেব্যাঃ পূজননিষেধবচনং, তত্তু আন্তরচন্দ্রস্য আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতস্য সহস্রকমলান্তর্গতচন্দ্রকলামৃতনিষ্যন্দৈঃ উজ্জীবনমিতি তত্র তস্যাঃ পূজানির্ব্বন্ধো নাস্তি, অতএব পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডচন্দ্রয়োরৈক্যাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থিতচন্দ্রমণ্ডলেঽপি পূজানির্ব্বন্ধো নাস্তীত্যেবংপরম্।

এবং হৃদয়কমলে এব সমারাধিতা ভগবতী ঐহিকানি ফলানি সর্ব্বাণি দদাতি। যদা বশিন্যাদিযুক্তা ধ্যাতা, সারস্বতং দদাতি। যাবকরসাপ্লুতা ধ্যাতা বশীকরণং দদাতি। "মুখং বিন্দুং কৃত্বা" * ইত্যাদিনা ধ্যাতা তাদৃশং ফলং দদাতি। হৃদয়কমল এব হোমাদিকং তর্পণাদিকং কার্য্যম্ ঐহিকফলসাধনমিতি "স্মরং যোনিং লক্ষ্মীম্" † ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদিতম্। অতঃ সময়িনাম্ ঐহিকামুষ্মিকফলসাধনোপায়ঃ আন্তরপূজেতি সময়মততত্ত্বম্।

অত্র ভগবৎপাদৈঃ আধারকমলাদিক্রমং বিহায় আজ্ঞাচক্রাদিক্রমেণ অবরোহক্রমেণ পূজাপ্রকারঃ কথিতঃ। অয়মাশয়ঃ—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" ‡ ইতি শ্রৌতক্রমমবলম্ব্য অবরোহক্রম উক্তঃ। অতএব স্বাধিষ্ঠানানন্তরভাবিনঃ মণিপূরস্য তদধঃপ্রদেশে নিরূপণং যুজ্যতে। আধারস্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরকাবস্থানমিতি সর্ব্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্। তদপি সংবর্ত্তাগ্নিদগ্ধস্য জগতঃ উজ্জীবনানন্তরম্ উৎপত্তিং বক্তুমিত্যবগন্তব্যম্। এতচ্চ শুকসংহিতায়াং "শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি" ইত্যারভ্য একনবতিশ্লোকৈঃ শ্রীচক্রস্য ষট্চক্রাণি প্রস্তুত্য "ইদানীং সংপ্রবক্ষ্যামি" ইত্যারভ্য সার্দ্ধশত্যা শ্লোকৈঃ সপ্রপঞ্চং প্রতিপাদিতম্। তৎ তত এবাবধার্য্যম্।

ন চ "ঊর্দ্ধমূলমবাক্শাখম্। বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি।" § ইতি শ্রুতেঃ দেহরূপবৃক্ষস্য শির এব মূলং, করচরণাদ্যবয়বাঃ শাখাঃ, অতশ্চ ষট্কমলানাং কদলীকুসুমোপমানানাং অধোমুখানাং অবরোহক্রমেণ কমলান্যুক্তানীতি তত্র পূজা সুকরেতি তদানুগুণ্যেন ভগবৎপাদৈরুক্তমিতি বাচ্যম্; তাদাত্ম্যধ্যানব্যতিরেকেণ পূজায়াঃ অসম্ভবাৎ। সম্ভবে বা শ্রীচক্রগতত্রিকোণাদিষট্চক্রাণাম অধোমুখত্বাভাবাৎ।

মূলাধারস্থিতামেব দেবীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ।

ইতি তত্রৈব প্রবোধনিয়মাৎ, মূলাধারাদিক্রমেণৈব পূজা সময়িনাং কৌলাদীনাং চ কার্য্যেতি পরমগুরুমুখাদেব অবগতং রহস্যম্। বামকেশ্বরতন্ত্রে আত্মপূজায়াং বিশেষ উক্তঃ—

* ১৯ শ্লোকঃ। † ৩৩ শ্লোকঃ। ‡ তৈঃ উঃ ২।১। § তৈঃ আ ঃ১।১১

পাশাঙ্কুশৌ তদীয়ৌ তু রাগদ্বেষাত্মকৌ স্মৃতৌ।
শব্দস্পর্শাদয়ো বাণাঃ মনস্তস্যাভবদ্ধনুঃ ॥
করণেন্দ্রিয়চক্রস্থাং দেবীং সংবিৎস্বরূপিণীম্।
বিশ্বাহঙ্কারপুষ্পেণ পূজয়েৎ সর্ব্বসিদ্ধিভাক্ ॥

ইতি। ইয়ম্ উপাসনা। অত্র বিধিঃ ক্রিয়াত্মকো নাদরণীয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃতটীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি! মূলাধার-চক্রকল্পিত আপনার শ্রীচক্রাংশে বুঝিতেছি, লাস্যতৎপরা সময়া অর্থাৎ আনন্দ-ভৈরবীসহ শৃঙ্গারাদি নবরসে বিচিত্র তাণ্ডবের অভিনেতা নবব্যূহাত্মা (নবব্যূহ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) আনন্দভৈরব বর্ত্তমান। তাহারা সংবর্ত্তানল (প্রলয়ানল)- দগ্ধ লোকের উৎপত্তির জন্য কৃপাপূর্ব্বক মিলিত হওয়াতে এই জগৎ জনক-জননী-যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

ত্রিপুরসুন্দরী শ্রীবিদ্যা ইত্যাদি নাম আগমশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, তাঁহার উপাসনা বিষয়ে টীকাকার লক্ষ্মীধরের উপদেশ-বাক্যের অর্থ এই স্থলে জ্ঞাপন করিতেছি।

এই উপাসনা বৈদিক ও অবৈদিক দ্বিবিধ,—বৈদিক উপাসনা সময়াচারীরা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকৌল ও উত্তর-কৌলেরা অবৈদিক উপাসনা করেন। দ্বিবিধ কৌলই ত্রিকোণকে বিন্দুস্থান বলেন, আধারচক্র ত্রিকোণ, ঐ ত্রিকোণই বিন্দুস্থান, বিন্দুই আরাধ্য। কৌলগণ নিত্যই ত্রিকোণ বিন্দুর অর্চ্চনা করেন। ত্রিকোণ দ্বিবিধ;—শ্রীচক্রস্থ নবযোনিমধ্যস্থানবর্ত্তী যোনি এবং তরুণীর সাক্ষাৎ বরাঙ্গ। ভূর্জ্জপত্র-সুবর্ণপট্টাদিতে অঙ্কিত শ্রীচক্রের মধ্যস্থিত ত্রিকোণ পূর্ব্বকৌলগণ পূজা করেন। উত্তর-কৌলগণ প্রত্যক্ষ বরাঙ্গেই পূজা করেন। এই উভয় পূজাই বাহ্য,—এই প্রকার সাধকের ত্রিকোণ মূলাধার চক্রই অন্তর্যাগে আশ্রয়ণীয়। তথায় অবস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তির নাম কৌলিনী। এই শক্তি বিন্দুরূপিণী, সদা নিদ্রিতা থাকেন,—উপাসনা-বলে—ইঁহার জাগরণ হইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়। এই উপাসনা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে দিগম্বর ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীর মধ্যেও প্রচলিত আছে। কৌলমতে সুরা-মাংসাদি উপচারও প্রচলিত।

এইরূপ উপাসনা তামিস্র উপাসনা, অতএব উপাদেয় নহে।

সময়াচারীর মত ঐরূপ নহে। তাঁহাদিগের আন্তর পূজা বা মানস উপাসনাই আছে, বাহ্য আধার বা বাহ্য পূজা একেবারেই নাই। শ্রীচক্রই মূলাধারাদি সাধক-দেহস্থ ষট্‌চক্ররূপে পরিণত, ইহা তাঁহাদিগের মত। তাঁহাদিগের মানসপূজার আধার, শিরস্থ সহস্রদলকমলান্তর্গত চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থান, তাহার নাম সুধাসিন্ধু,

বেদে তাহার নাম সরঘা। সময়াচারিগণ—সময়া নাম্নী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময়নামা আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলকমলে করিয়া থাকেন। সময়া ও সময়শব্দের ব্যুৎপত্তি 'সমং সাম্যং যাতি'—সমশব্দের অর্থ—সাম্য, 'যা'র অর্থ প্রাপ্ত হয়েন। শিবের সাম্য-প্রাপ্ত শক্তি 'সময়া,' শক্তির সাম্য-প্রাপ্ত শিব 'সময়'। সাম্য পাঁচ প্রকার ;—(১) অধিষ্ঠান-সাম্য, (২) অবস্থা-সাম্য, (৩) অনুষ্ঠান-সাম্য, (৪) রূপ-সাম্য (৫) নাম-সাম্য ; যথা, 'তবাধারে' ইহা দ্বারা অধিষ্ঠান-সাম্য প্রদর্শিত, (২) লাস্য ও তাণ্ডব উভয়ই নৃত্য, অতএব তদ্দ্বারা অবস্থা-সাম্য, (৩) 'জনক-জননীমৎ'—ইহার দ্বারা উভয়েরই উৎপাদনক্রিয়া প্রদর্শিত হওয়ায় অনুষ্ঠান-সাম্য এবং (৪।৫) 'নবাত্মানং' ইহার দ্বারা রূপ-সাম্য ও নাম-সাম্য কথিত হইয়াছে। শিবের নবব্যূহ কথনের প্রসঙ্গেই নবশক্তিতত্ত্ব লক্ষ্মীধর পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, মর্ম্মানুবাদে আমি তথায় কেবল নবব্যূহের কথা বলিয়াছি, এখানে নবশক্তির কথা বিবৃত করিতেছি—বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, অম্বিকা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, শান্তি ও পরা এই নবশক্তি। পরা মূলপ্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা ; পশ্যন্তী—বামাদি অষ্টশক্তি মিলিত এই কার্য্য ও কারণ-শক্তি ; মধ্যমা নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যমা দ্বিবিধ ;—সূক্ষ্মা ও স্থূলা—সূক্ষ্মা নাদময়ী এবং স্থূলা বর্ণময়ী। নব বর্গের সূক্ষ্মাবস্থা নব নাদ। নব বর্গ যথা (অ—ক—চ—ট—ত—প—য—শ—ক্ষ) অবর্গ—স্বরবর্ণ, কবর্গ—হইতে শবর্গের ব্যাখ্যা পূর্ব্বপ্রদত্ত, নবম বর্গ ক্ষ। নব নাদ হইতেই নববর্গের উৎপত্তি।

কালব্যূহ ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত, জ্ঞানব্যূহ জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত, চিত্ত-ব্যূহ ইচ্ছাশক্তির অন্তর্গত ; জীবব্যূহ শান্তিশক্তির এবং অন্য পঞ্চব্যূহ পঞ্চশক্তির অন্তর্গত,—পরাশক্তিমধ্যে জীবব্যূহ ব্যতীত সকলেরই সংগ্রহ হইতে পারে। পক্ষান্তরে, নাদব্যূহমধ্যে নবশক্তির সংগ্রহ হইতে পারে। সুতরাং নাম ও রূপের সাম্য থাকিল। অচ্যুতানন্দের ধৃত পাঠে, 'নবাত্মানং' নাই, তবাত্মানং আছে,—তাহাতেও নামসাম্য হয়, 'আত্মানং শিবম্' এই অর্থে শিব-শিবা নাম হইতে পারে, এই শিব-শিবার রূপসাম্য 'জনক-জননীমৎ' এই অংশ দ্বারা স্মারিত শাস্ত্রান্তর হইতে গ্রাহ্য, তাহাতে দেখা যায়, উভয়েরই অরুণ বর্ণ। শ্রীচক্রের প্রত্যেক বিভাগেই যে এই 'সময় সময়া' আছেন, তাহা পরবর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইবে। ষট্চক্রকে শ্রীচক্ররূপে চিন্তা পূর্ব্বক এই যে সময়-সময়ার উপাসনা, তাহা সময়াচারীর নিয়মিত কার্য্য নহে, (প্রাথমিক কার্য্য) সহস্রদলকমলমধ্যস্থ নিত্য চন্দ্র-মণ্ডল-মধ্য-বিন্দুর যে শিব-শক্তি-সম্মেলন

রূপে অনুসন্ধান, তাহাই সময়াচারীর শ্রীবিদ্যা-পূজা। লক্ষ্মীধর আজ্ঞাচক্র হইতে অবরোহক্রমে সময়াচারীর প্রাথমিক কার্য্য যে উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, অচ্যুতানন্দের অনুরূপে ব্যাখ্যান ও আরোহণক্রমে উপদিষ্ট হওয়ায় সেই সকল শ্লোক ক্রমবিপর্য্যাসে* বিন্যস্ত হইয়াছে, পাদটীকায় দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণীয়, ইহা স্মরণার্থ পুনরায় বলিলাম।

অন্যান্য তত্ত্বকথা সংস্কৃত টীকা হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত টীকা।—ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ শ্রীমত্যাঃ ষট্‌চক্রস্থিতয়া ষণ্মূর্ত্ত্যা স্থিতিং বর্ণয়িষ্যন্ ব্রহ্মাণং স্তুবন্নাহ তব ইতি। হে জনক জননি! হে পিতৃ-মাতৃস্বরূপে! মূলে আধারে মূলাধারচক্রে তব সময়য়া কলয়া অর্থাদ্‌বাগীশ্বর্য্যা সহ তবাত্মানং শিবম্ অর্থাৎ ব্রহ্মাভিধ্যম্ অহং বন্দে। সময়য়া কিম্ভূতয়া? লাস্যপরয়া নৃত্য-রসিকয়া। আত্মানং কিম্ভূতম্? নবরসমহাতাণ্ডবনটং শৃঙ্গারাদয়ো রসাঃ শান্তিপর্য্যন্তা যত্র এবম্ভূতে মহতি নৃত্যে নটং নৃত্যরসিকমিত্যর্থঃ। মন্যে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তব আত্মানং নবরসমহাতাণ্ডবনটং মন্যে ইত্যর্থঃ। "ভাবাত্মানমিতি কচিৎ পাঠঃ। ভাবয়তীতি ভাবো ব্রহ্মা" ইত্যয়ং পাঠঃ প্রামাদিকঃ ছন্দোভঙ্গাৎ। তদাত্মকং শম্ভুং বন্দে ইত্যর্থঃ। এতাভ্যামুভাভ্যাং ব্রহ্মবাগীশ্বরীভ্যাম্ ঈমৎ লক্ষ্মীমৎ সর্ব্বং জগৎ জজ্ঞে। কিম্ভূতাভ্যাম্? দয়য়া অন্যোন্যসহায়াভ্যাম্ এতেনানয়োর্জ্জগৎকর্তৃত্বং সূচিতম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! তুমি পিতৃমাতৃ-স্বরূপা। মূলাধারচক্রে তোমার কলা অর্থাৎ অংশস্বরূপা সাবিত্রী-শক্তির সহিত যে ব্রহ্মা নামে শিব আছেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই সাবিত্রী শৃঙ্গার অবধি শান্তি পর্য্যন্ত নবরসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটস্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী স্ব স্ব অভিলাষ-সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পিতৃমাতৃভাবে পরিপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

তব স্বাধিষ্ঠানে হুতবহমধিষ্ঠায় নিয়তং,
তমীড়ে সংবর্ত্তং জননি মহতীং তাঞ্চ সময়াম্।
যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধকলিলে, †
‡ দয়ার্দ্রাভির্দৃগ্‌ভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি § ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা।—তব ভবত্যাঃ স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠানচক্রে হুতবহম

* 'নিরতম্' ইতি † 'কলিতে' ইতি ‡ 'দয়ার্দ্রা যা দৃষ্টিঃ ইতি § 'রচয়তি' ইতি চ ল

অগ্নিতত্ত্বম্ অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য নিয়তম্ অনবরতং তং প্রসিদ্ধম্ ঈড়ে স্তবে সংবর্ত্তম্ সংবর্ত্তনামকম্ অগ্নিং, জননি! হে মাতঃ! মহতীং মহচ্ছব্দবাচ্যাং তাং সংবর্ত্তাগ্নিরূপামিত্যর্থঃ, সময়াম্। যদালোকে দর্শনে লোকান্ ভুবাদীন্ দহতি সতি মহতি ক্রোধকলিতে দয়ার্দ্রা কৃপাবিষ্টা দৃষ্টিঃ আলোকঃ শিশিরং শীতলং উপচারং রচয়তি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! তব স্বাধিষ্ঠানে হুতবহং সংবর্ত্তমধিষ্ঠায় নিরতং তম্ ঈড়ে, সময়াং তাং মহতীং চ ঈড়ে। মহতি ক্রোধকলিতে যদালোকে লোকান্ দহতি সতি যা দয়ার্দ্রা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি সা ত্বদীয়া দৃষ্টিরিতি শেষঃ।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—স্বাধিষ্ঠানম্ অগ্নিতত্ত্বোৎপত্তিস্থানম্। তত্র উৎপন্নম্ অগ্নিং সংবর্ত্তাগ্নিতয়া আরোপ্য তত্রৈব মহাসংবর্ত্তাগ্নিজ্বালাকারশক্তিরূপতয়া অবস্থিতা শক্তিঃ সংভাব্যা। ততঃ তয়োঃ আলোকেন জগন্তি দগ্ধানি। তানি জগন্তি পুনঃ প্রসন্নায়াঃ ভগবত্যা এব কৃপারসপূরিতা দৃষ্টিঃ মণিপূরচক্রপ্রতিপাদিতা শিশিরোপচারং রচয়তীতি স্তুতিমাত্রং, ন বস্তুত ইতি॥ ৩৭॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে জননি, স্বাধিষ্ঠানচক্র কল্পিত আপনার শ্রীচক্রাংশে, স্বাধিষ্ঠানোৎপন্ন অগ্নিকে রুদ্রাত্মক সংবর্ত্তানল রূপ চিন্তা করত স্তব করি এবং মহতী সংবর্ত্তানল জ্বালাহুতিই সময়া অর্থাৎ মহাশক্তি, তাঁহাকে স্তব করি। ক্রোধোদ্দীপ্ত সেই শক্তিমান ও শক্তির দর্শনে দহ্যমান জগত্রয়, আপনারই করুণার্দ্রদৃষ্টিপ্রভাবে শীতলোপাচার প্রাপ্ত হয়। (এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য)॥ ৩৭॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—রুদ্রাণ্যা সহ মহারুদ্রং স্তবন্নাহ।—হে জননি! স্বাধিষ্ঠানে পূর্ব্বোক্তং তং সংবর্ত্তনামানম্ ঈড়ে স্তৌমি। তাং মহতীং কলাং সময়ামপি স্তৌমি। জননীতি কচিৎ পাঠঃ। তং কিম্ভূতম্? হুতবহমধিষ্ঠায় অগ্নিরূপমাস্থায় স্থিতম্। যস্য রুদ্রস্য ক্রোধকলিলে ক্রোধসংবর্দ্ধিতে অবলোকনে লোকান্ দহতি সতি দয়ার্দ্রাভির্দৃগ্ভিঃ শিশিরম্ উপচারং শৈত্যং রচয়সি। দয়ার্দ্রা যা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি ইতি প্রাঞ্চঃ। তত্র তব যা দয়ার্দ্রা স্নিগ্ধা দৃষ্টিঃ সা শৈত্যম্ উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ। এতেন বিশ্বং দহন্তং বাড়বানলং রুদ্রং সমুদ্ররূপেণ সমাবৃণোষীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

অনুবাদ।—জননি! যিনি স্বাধিষ্ঠান-চক্রে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, সেই রুদ্র ও রুদ্রশক্তি ভদ্রকালীকে স্তব করি। প্রলয়কালে এই রুদ্রের ক্রোধবিকসিত নয়ন যখন সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তুমি করুণার্দ্র-দৃষ্টিপাত দ্বারা এই সমুদায় জগৎ সুশীতল করিয়া থাক॥ ৩৭॥

তড়ি(টি)ত্বন্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপন্থিস্ফুরণয়া,
স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষম্।
তমঃ- * শ্যামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং,
নিষেবে বর্ষন্তং হরিমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্॥ ৩৮॥ †

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তটিত্বন্তং তটিৎ সৌদামিনী সা অস্যাস্তীতি তটিত্বান্ তং শক্ত্যা তটিদ্রূপয়া তিমিরপরিপন্থিস্ফুরণয়া তিমিরস্য মণিপূরগতস্য—মণিপূরচক্রং তামিস্রলোক ইতি প্রাগুক্তং—তস্য পরিপন্থি বিরোধি স্ফুরণং যস্যাঃ সা। অনেন স্থিরসৌদামিনীত্বং ভগবত্যাঃ সূচিতম্। ইদমপি মেঘস্য প্রাবৃষেণ্যত্বসূচকং * বিশেষণম্। স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষং স্ফুরন্তি চ তানি রত্নানি নানাবিধানি তৈঃ নির্ম্মিতানি আভরণানি ভূষণানি তৈঃ পরিণদ্ধং নির্ম্মিতম্ ইন্দ্রধনুঃ যস্য তম্। "বা সংজ্ঞায়াম্" ইতি নানঙ্। নানাবিধরত্নকান্তি-সংবলিতা স্থিরসৌদামিনী ইন্দ্রচাপভ্রান্তিং জনয়তীতি প্রাবৃষেণ্যত্বে হেত্বন্তরম্। যথোক্তং সিদ্ধঘুটিকায়াম্—

মণিপূরৈকবসতিঃ প্রাবৃষেণ্যঃ সদাশিবঃ।
অম্বুদাত্মতয়া ভাতি স্থিরসৌদামিনী শিবা॥

ইতি। তব ভবত্যাঃ শ্যামং শ্যামবর্ণং মেঘং মেঘাত্মনা অবস্থিতং পশুপতিং কমপি ইয়ত্তয়া নির্দ্দেষ্টুমশক্যং মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব একং শরণং গৃহং যস্য তম্। মণিশব্দেন মণিধনুরুচ্যতে, মণিধনুঃস্বরূপত্বাৎ ভগবত্যাঃ, তয়া পূর্য্যতে শরণং মণিপূরমিতি রহস্যম্। নিষেবে নিতরাং সেবে বর্ষন্তং বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তং হরমিহিরতপ্তং হর এব মিহিরঃ সূর্য্যঃ মহাসংবর্ত্তাগ্নিরিতি যাবৎ তেন তপ্তং দগ্ধং ত্রিভুবনম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব মণিপূরৈকশরণং তিমিরপরিপন্থি-স্ফুরণয়া শক্ত্যা তটিত্বন্তং স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষং শ্যামং হরমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষন্তং কমপি মেঘং নিষেবে।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—মণিপূরস্থানে জলতত্ত্বম্ উৎপন্নমিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তৎপ্রকারঃ—সূর্য্যকিরণা এব অগ্নিসম্ভিন্নাঃ মেঘত্বমাপন্নাঃ পরিণমন্তি জলরূপেণেতি মণিপূরস্য অনাহতস্বাধিষ্ঠানয়োর্মধ্যে নিবেশঃ। অনাহতোপরিস্থিতসূর্য্যকিরণাঃ স্বাধিষ্ঠা-নাগ্নিনা সংবলিতাঃ সন্তঃ মণিপূরং প্রবিশ্য জলত্বমাপন্নাঃ তেন জলেন স্বাধিষ্ঠানাগ্নিনা

* 'তব' ইতি ল পাঠঃ। † ৪০ইতি ল, মু, পু।

দগ্ধং জগৎ আপ্লাবয়ন্তীতি আগমরহস্যম্। অত্র "স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষম্" ইত্যনেন মৌর্বীরহিতং ধনুরিত্যাহুঃ আগমবিদঃ। তচ্চ শ্রূয়তে অরুণোপনিষদি :—

তদিন্দ্রধনুরিত্যজ্যম্। অভ্রবর্ণেষু চক্ষতে।

এতদেব শংযোর্বার্হস্পত্যস্য। এতদ্রুদ্রস্য ধনুঃ। *

ইতি। অস্যার্থঃ—রুদ্রস্য মেঘাত্মকস্য ধনুঃ অজ্যং জ্যয়া মৌর্ব্যা রহিতমিতি। অবশিষ্টানি শ্রুতিস্থপদানি সুভগোদয়ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যাতানি। এতৎসর্ব্বং অরুণোপনিষদি "যোপাং পুষ্পম্" † ইত্যনুবাকে "যোপাম্" ইত্যারভ্য "ইমে বৈ লোকা অপ্‌সু প্রতিষ্ঠিতাঃ" ইত্যনেন উদকাৎ চন্দ্রোৎপত্তিঃ সূর্য্যোৎপত্তিঃ অগ্ন্যুৎপত্তিশ্চ দিবসানাং নক্ষত্রাণাং চ উৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতা।

তদনন্তরং সম্মতিত্বেন ঋগপ্যুক্তা—

তদেষাঽভ্যুক্তা। অপাং রসমুদযꣳসন্।

সূর্যে শুক্রꣳ সমাভৃতম্। অপাং রসস্য যো রসঃ।

তং বো গৃহ্ণাম্যুত্তমম্। ‡

ইতি। ঋচোঽয়মর্থঃ—অপাং রসং চন্দ্রম্ উদযংসন্ যোগীশ্বরাঃ প্রাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ। সূর্য্যং সূর্য্যে সূর্য্যমণ্ডলে শুক্রম্ অমৃতং সমাভৃতং সম্যক্ আসমন্তাৎ পূরিতম্। চন্দ্রমণ্ডলগলৎপীযূষধারাভিরেব সূর্য্যস্য নির্বাহ ইত্যর্থঃ। অপাং রসস্য পুষ্পরূপস্য চন্দ্রমসঃ যো রসঃ বৈন্দবস্থানস্থিতঃ নিত্যকলাত্মকঃ তং নিত্যকলাত্মকং রসং বঃ যুষ্মৎসকাশাৎ। উদকানাং প্রস্তুতত্বাৎ বঃ ইতি উদকানাং আভিমুখ্যাম্, মণিপূরে উদকমুৎপন্নমিতি। তা আপঃ স্বাধিষ্ঠানাগ্নেঃ উৎপাদিকাঃ, আজ্ঞাচক্রস্থিতস্য চন্দ্রস্য উৎপাদিকাঃ, অনাহতচক্রোপরিস্থিতসূর্য্যস্যাপি উৎপাদিকাঃ। অত উক্তং "তং বো গৃহ্ণাম্যুত্তমম্" ইতি। তম্ উত্তমং চন্দ্রং সহস্রকমলস্থিতং বঃ সকাশাৎ জানামীত্যর্থঃ।

অস্মিন্নেব অনুবাকে—

যোপ্সু নাবং প্রতিষ্ঠিতাং বেদ। প্রত্যেব তিষ্ঠতি। ‡ ইতি শ্রুতম্। অপ্‌সু উদকতত্ত্বাত্মকে মণিপূরে প্রতিষ্ঠিতাং নাবং শ্রীচক্রাত্মিকাম্।

তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসꣳ সুশর্মাণমদিতিং

সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবꣳ স্বরিত্রামনাগসম-

স্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে। §

---

* তৈঃ আঃ ১।৫ † তৈঃ আঃ ১।২২ ‡ তৈঃ আঃ ১।২২ § তৈঃ সং ১।৫।১১

অস্যা ঋচোয়মর্থঃ—ষুঙ্ অভিষবে। সুনোতীতি সুত্রামা অগ্নিঃ অগ্নিতত্ত্বং স্বাধিষ্ঠানগতমিত্যর্থঃ, পৃথিবীং মূলাধারস্থিতাং দ্যাং গগনং বিশুদ্ধিস্থিতাম্. অনেহসং কালং মনস্তত্ত্বম্ আজ্ঞাচক্রস্থিতং, সুশর্মাণং বায়ুতত্ত্বম্, অদিতিম্ আদিত্যাত্মকং জলতত্ত্বম্, সুপ্রণীতিং সুমার্গে মোক্ষে প্রণীতিং প্রকর্ষেণ নয়ন্তীম্। দৈবীং দেব্যা ইমাং চক্রবিদ্যামিত্যর্থঃ, নাবং নৌকাং সংসারসাগরতরণোপায়ভূতাং স্বরিত্রাং সুদৃঢ়ানি অরিত্রাণি লাঙ্গলানি যস্যাঃ সা তাং, দুষ্কর্মজপবনৈঃ অচলামিতি যাবৎ। অনাগসম্ অস্রবন্তীং স্বয়ংদৃঢ়াম্ আরুহেম তৎপ্রবণা ভবেম, তদেকনিরতাঃ তদুপাসনাপরাঃ স্যামেত্যর্থঃ। স্বস্তয়ে মোক্ষায় নিরতিশয়সুখাবাপ্তয়ে ইতি। অবশিষ্টং শ্রুতিজাতং সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে সম্যক্ নিরূপিতমস্মাভিঃ ॥ ৩৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, মণিপূর-চক্রে কল্পিত ত্বদীয় শ্রীচক্রাংশে তিমিরহর পরিস্ফুরণা শক্তি-বিকাশে সৌদামিনীসমুজ্জ্বল নানারত্নকিরণে ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত শ্যাম মেঘের আমি সেবা করি। এই মেঘ রুদ্ররূপ সূর্য্যতপ্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংবর্ত্তানলতপ্ত জগতে সলিল বর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মণিপূরস্থানে জলতত্ত্ব, অনাহতের উপরে সূর্য্য-স্থান, সেই সূর্য্যকিরণসমূহ স্বাধিষ্ঠানস্থ অগ্নির ধূমজালকে মেঘরূপে পরিণত করেন, তাহা হইতে মণিপূরস্থানে জল উৎপন্ন হয়। স্বাধিষ্ঠানানলদগ্ধ জগৎ সেই জল দ্বারা শীতল হয়। মেঘ শিবেরই স্বরূপ, তৎস্থিত সৌদামিনী শক্তি, মণিপূরচক্রে উক্তরূপে জল-সৃষ্টি ভাবনা করিবে, এবং জ্যাহীন ধনুর্দ্ধারী শ্যামবর্ণ শিব ও তাঁহার ধ্বান্তবিধ্বংসিনী সৌদামিনীরূপা শক্তি ভাবনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বৈষ্ণবীশক্তিসহিতং বিষ্ণুরূপং স্তবন্নাহ তড়িদিতি। কমপি অনির্ব্বচনীয়ং মেঘাভবিষ্ণুম্ অহং নিষেবে। কিম্ভূতম্? মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব প্রধানং স্থানং যস্য। মেঘসাধর্ম্ম্যমাহ, তমঃশ্যামম্ অতিঘোরতরম্। কিম্ভূতম্? শক্ত্যা নারায়ণ্যা তড়িত্বন্তম্। শক্ত্যা কিম্ভূতয়া? অন্ধকারবিরোধি সঙ্করণং যস্যাঃ। মেঘং কিম্ভূতম্? স্ফুরন্নানারত্নালঙ্কারৈর্ম্মিলিতম্ ইন্দ্রধনুর্যত্র। হরিমিহিরতপ্তং রুদ্ররূপসূর্য্যতপ্তং ত্রিভুবনম্ বর্ষন্তম্। কচিৎ স্মর-মিহিরতপ্তমিতি পাঠঃ। তত্র স্মরঃ কন্দর্পঃ স এব সূর্য্যঃ তত্তেজসা তপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষন্তমিত্যর্থঃ। এতেন মণিপূরস্থবিষ্ণুরূপশিবধ্যানাৎ কামাগ্নিনা দহ্যমানস্য শান্তি-র্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।—জননি! মণিপূরস্থিত অনির্ব্বচনীয় মেঘাভ বিষ্ণুকে এবং তোমার অংশ বৈষ্ণবী শক্তিকে নমস্কার করিতেছি। নিজস্ফুরণ দ্বারা তমোরাশি-

বিধ্বংসিনী এই বৈষ্ণবী শক্তি অন্ধকার সদৃশ শ্যামবর্ণ বিষ্ণুর অঙ্গে চপলার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নানারত্নবিনির্ম্মিত বহুবিধ সুনির্ম্মল আভরণ ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ অপূর্ব্ব মেঘ করুণাবারিবর্ষণ দ্বারা রুদ্ররূপ প্রচণ্ড সূর্য্য-সন্তপ্ত ত্রিভুবনকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

সমুন্মীলৎ-সংবিৎ-কমলমকরন্দৈকরসিকং,
ভজে হংসদ্বন্দ্বং কমপি * মহতাং মানসচরম্।
যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ, †
যদাদত্তে দোষাদ্‌গুণমখিলমদ্ভ্যঃ পয় ইব ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—সমুন্মীলৎ-সংবিৎ-কমলমকরন্দৈকরসিকং সমুন্মীলৎ বিকসৎ সংবিৎ জ্ঞানং, তদেব কমলং, তত্র মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ, স চাসৌ একশ্চ—ন চ একশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। "বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্" ইতি পরনিপাতাৎ, তত্র রসিবন ইতি সপ্তমীসমাসঃ।—একশ্চাসৌ রসিকশ্চেতি একরসিকঃ, মকরন্দৈকরসিকঃ ইতি বা পশ্চাৎ সমাসঃ, তং তথোক্তম্। পরমহংসস্বরূপয়োঃ শিবয়োঃ হংসত্বারোপণং সংবিদঃ কমলত্বারোপণে নিমিত্তম্। অতঃ সংবিদঃ কমলত্বে সিদ্ধে একদেশরূপেণ মকরন্দেন চর্ব্যমাণৈকপ্রমাণো রস আরোপ্যতে। অতএব মকরন্দৈকরসিকশব্দস্য তৃতীয়া-সমাসো বা ভজে সেবে। হংসদ্বন্দ্বং কিমপি অনির্ব্বাচ্যম্ ইদন্তয়া নির্দ্দেষ্টুম্ অশক্যং ষড়্‌বিংশং তত্ত্বং শিবশক্তিসংপুটিতং, মহতাং যোগীশ্বরাণাং মানসচরম্। অত্র মানসশব্দেন মনসি মানসসরস্ত্বং আরোপ্যতে, মানসসরসি হংসানাং নিত্যবাসাৎ। যদালাপাৎ যস্য হংসদ্বন্দ্বস্য আলাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ অষ্টাদশবিদ্যাঃ আলাপরূপেণ পরিণতা ইত্যর্থঃ। যৎ হংসদ্বন্দ্বম্ আদত্তে গৃহ্লাতি। দোষাৎ, ল্যব্-লোপে পঞ্চমী দোষং অবধূত্য গুণং—গুণশব্দো দোষাভাবস্যাপ্যুপলক্ষকঃ, গুণ-বৎ দোষাভাবস্যাপি গ্রাহ্যত্বাৎ—অখিলং সমস্তম্ অদ্ভ্যঃ উদকেভ্যঃ পয় ইব দুগ্ধমিব।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! সমুন্মীলৎ-সংবিৎকমলমকরন্দৈকরসিকং মহতাং মানসচরং কিমপি হংসদ্বন্দ্বং ভজে; যদালাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ, যৎ দোষাৎ অখিলং গুণম্ অদ্ভ্যঃ পয় ইব আদত্তে।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—সংবিৎকমলম্ অনাহতচক্রনামকমিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। উপাসকাঃ পরমহংসমিথুনং সংবিৎকমলে উপাসতে ইতি সমষ্টৈকদেশিমতম্।

---

* কিঁমপীতি, ল, পাঠঃ। † পরিচিতিমিতি অচ্যুতানন্দসম্মতঃ প্রথমপাঠ

অতএব মহতাং মানসচরমিত্যুক্তম্। ভগবৎপাদমতং তু—শিখিজ্বালারূপঃ পরমেশ্বরঃ শিখিন্যা স্বশক্ত্যা সংবলিতঃ অনাহতচক্রে দীপাঙ্কুরবৎ প্রতিভাতীতি। যথোক্তং ভগবৎপাদৈঃ সুভগোদয়ব্যাখ্যানে—

শিখিজ্বালারূপঃ সময় ইহ সৈবাত্র সময়া।
তয়োঃ সম্ভেদো মে দিশতু হৃদয়াব্জৈকনিলয়ঃ॥

ইতি। এতদেব অস্মাকমপি অভিমতম্॥ ৩৯॥ *

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি! বিকসিত সংবিৎ-কমল অর্থাৎ অনাহতচক্ররূপ কমলের মকরন্দ পানে অদ্বিতীয় নিপুণ মহাজনগণের মানসচারী অনির্ব্বচনীয় হংসমিথুন—(শিব-শিবাকে) ভজনা করি। যে হংসমিথুন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ-গ্রহণের ন্যায় দোষমধ্য হইতে নিখিল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীধর বলেন, দোষাভাবও গুণের অন্তর্গত। এই সাধনা সময়াচারস্থ কোন সম্প্রদায়ের। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ে অনাহতচক্রে সাধনা—অগ্নি ও অগ্নি-শক্তি মিলিত হইয়া দীপাঙ্কুরবৎ প্রতিভাত, তিনিই ধ্যেয়॥ ৩৯॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অথ অনাহতচক্রস্থম্ ঈশ্বরং শক্তিসহিতম্ ঈশ্বরনামানং স্তবন্নাহ সমুন্মীলদিতি। কমপি অনির্ব্বচনীয়ং হংসদ্বন্দ্বং ভজে। কিম্ভূতম্? মহতাং জ্ঞানিনাং মানসচরম্। অন্যে হংসা মকরন্দরসিকা, ইদমপি সমুন্মীলৎ প্রকাশীভবৎ যৎ জ্ঞানকমলং তস্য মকরন্দৈকরসিকম্। যদ্ যস্মাৎ যয়োরালাপাৎ ধ্যানাৎ জনঃ অষ্টাদশবিদ্যাপরিচিতিম্ আদত্তে। অষ্টাদশবিদ্যা যথা,—বেদা উপবেদাঃ অঙ্গানি ষট্ এব অষ্টাদশবিদ্যাঃ। যস্মাৎ যয়োরালাপাৎ দোষাৎ গুণং দোষং বিহায় অখিলং গুণম্ আদত্তে অদ্ভ্যো জলেভ্যঃ পয় ইব। অন্যেঽপি রাজহংসা একত্রীভূতং জলং দূরীকৃত্য দুগ্ধং গৃহ্ণন্তীতি তাৎপর্য্যম্। বিদ্যাপরিণতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র যদালাপাৎ অষ্টাদশবিদ্যাসু পরিণতির্দাক্ষিণ্যং জায়ত ইতি স্বচ্ছাম্বয়ঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ।—মাতঃ! যাঁহারা অনাহতচক্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যাঁহারা সুপ্রকাশিত জ্ঞানকমলের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরূপা ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই হংসযুগল জ্ঞানিগণের মানসসরোবরে সতত বিহার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারা যায়। সাধারণ হংস যেরূপ একত্রীকৃত জল ও দুগ্ধ

---

* ৩৮ ইতি লঃ মুদ্রিত-পুস্তকাঙ্কঃ।

হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংসযুগলও তদ্রূপ দোষভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধৌ তে শুদ্ধস্ফটিকবিশদং ব্যোমসদৃশং, *
শিবং সেবে দেবীমপি শিবসমানব্যসনিনীম্। †
যয়োঃ কান্ত্যা যান্ত্যা ‡ শশিকিরণসারূপ্যসরণিং, §
বিধূতান্তধ্বর্ান্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥ +

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—বিশুদ্ধৌ বিশুদ্ধিচক্রে তে ভবত্যাঃ শুদ্ধস্ফটিকবিশদং দোষরহিতস্ফটিকোপলসদৃশম্ অতিনির্ম্মলম্ ব্যোমজনকং ব্যোম্নঃ আকাশতত্ত্বস্য জনকম্ উৎপাদকম্, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ॥ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। আজ্ঞাচক্রে আত্মতত্ত্বাৎ উৎপন্নম্ আকাশতত্ত্বমিত্যর্থঃ। অত্র আত্মশব্দো মনঃপর্য্যায়বচনঃ। শিবং শিবতত্ত্বং সেবে উপাসে। দেবীং ভগবতীম্। অপিশব্দঃ সমুচ্চয়ে। শিবসমানব্যবসিতাং শিবেন সমানং ব্যবসিতং ব্যবসায়ঃ প্রযত্নঃ যস্যাঃ তাং, স্বয়মপি শিবশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ। যয়োঃ শিবয়োঃ কান্ত্যাঃ প্রভায়াঃ যান্ত্যাঃ প্রসরন্ত্যাঃ শশিকিরণসারূপ্যসরণেঃ চন্দ্রকিরণসাদৃশ্যমার্গাৎ বিধূতান্তধ্বর্ান্তা বিধূতম্ অন্তধ্বর্ান্তম্ অজ্ঞানং যস্যাঃ সা। বিলসতি প্রকাশতে। চকোরীব চকোরবিহগীব। জগতী ত্রিলোকী।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তে বিশুদ্ধৌ শুদ্ধস্ফটিকবিশদং ব্যোমজনকং শিবং শিবসমানব্যবসিতাং দেবীমপি সেবে, যয়োঃ যান্ত্যাঃ শশিকিরণসারূপ্যসরণেঃ কান্ত্যাঃ সকাশাৎ জগতী বিধূতান্তধ্বর্ান্তা চকোরীব বিলসতি।

অয়মর্থঃ—যথা জ্যোৎস্নাপানেন চকোরী সংতুষ্টান্তরঙ্গা, এবং শিবয়োঃ জ্যোৎস্নাসদৃশপ্রভয়া বিধূতান্তধ্বর্ান্তঃ সন্তুষ্টান্তরঙ্গঃ সাধকলোক ইতি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—বিশুদ্ধিচক্রপূজায়াং সূর্য্যচন্দ্রনিরোধাৎ ষোড়শারগতানাং শ্রীত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতীনাং ষোড়শকলানাং জ্যোৎস্নাশোষণাৎ তচ্চক্রস্থিতয়োঃ শিবয়োরেব প্রভয়া জ্যোৎস্নাকার্য্যমিতি ॥ ৪০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, সাধকের বিশুদ্ধিচক্রস্থিত তোমার শ্রীচক্রভুক্ত যে ষোড়শদল পদ্ম, তাহাতে আকাশতত্ত্বস্রষ্টা শুদ্ধস্ফটিকশুভ্র শিব ও শিবসমানকার্য্যা দেবীকে সেবা করি। যাঁহাদিগের

---

* 'জনকং'। † ব্যবসিতাম্। ‡ যান্ত্যাঃ। § সরণেঃ ইতি ল।
+ ৩৭ ইতি লক্ষ্মীধর-টীকা-যুক্ত-মুদ্রিত-পুস্তকাঙ্কঃ। ॥ তৈঃ উঃ ২।১

বিপুল জ্যোৎস্নাতুল্য প্রভায় সাধক-জগৎ চকোরীর ন্যায় তৃপ্তিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—আত্মশক্তিসহিতং শিবং স্তবন্নাহ বিশুদ্ধাবিতি। বিশুদ্ধনাম্নি কণ্ঠস্থিতপদ্মে তব শিবম্ অহং সেবে। কিন্তুতম্? শুদ্ধস্ফটিকশুভ্রম্, ব্যোমসদৃশম্ আকাশতুল্যম্ অপর্য্যাপ্তত্বাৎ। ব্যোমজনকমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র ব্যোমকারণম্ অর্থাৎ ব্যোমেশ্বরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি অহং বন্দে। কীদৃশীম্? গিরিশনর্ম্মব্যসনিনীং শিবসমানসুখদুঃখাম্। যয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ কান্ত্যা জগতী বিধূতান্তর্ধ্বান্তা নষ্টাজ্ঞানা সতী চকোরীব বিলসতি। যথা চকোরী চন্দ্রিকালাভেনানন্দং লভতে, তথা তয়োর্ধ্যানাৎ ব্রহ্মসুখং লভতে। কথম্ভূতয়া কান্ত্যা? বিধুকিরণসারূপ্যপথং যান্ত্যা অতএব চকোরীত্যুপমানমুপপদ্যতে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত আত্মশক্তির সহিত শুদ্ধ-স্ফটিকসদৃশ শুভ্র ও আকাশতুল্য অসীমমূর্ত্তি সদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি। আত্মশক্তিও সদাশিবের সহিত সামরস্যপরতন্ত্রা ও সমদুঃখসুখা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অর্দ্ধনারীশ্বরের কান্তি চন্দ্রকিরণের সারূপ্য লাভ করাতে তদ্দ্বারা জগতীরূপা চকোরী নির্ম্মল-হৃদয়া হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে ॥ ৪০ ॥

তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং,
পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।
যমারাদ্ধুং * ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে,
নিরালোকে লোকো † নিবসতি হি ভালোকভবনে ॥ ৪১ ॥ ‡

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তব আজ্ঞাচক্রস্থং ত্বদীয়ে আজ্ঞাচক্রে স্থিতং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং তপনঃ সূর্য্যঃ শশী চন্দ্রঃ তয়োঃ কোটয়ঃ, অগণিতকোটিসংখ্যাকা ইত্যর্থঃ, তাসাং দ্যুতিঃ কান্তিঃ তাং ধরতীতি ধরঃ তং পরং শম্ভুম্। পরমিতি সংজ্ঞা শম্ভোঃ। পরিমিলিতপার্শ্বং পরিমিলিতৌ পার্শ্বৌ দক্ষিণোত্তরৌ যস্য তম্। পরা চাসৌ চিচ্চ পরচিৎ। পরশব্দঃ চিৎসংজ্ঞায়াং প্রসিদ্ধঃ। যং পরচিৎসংবলিতং পরশিবম্ আরাধান্ প্রসাদয়ন্ ভক্ত্যা ভজনপ্রীত্যা রবিশশিশুচীনাং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নীনাম্ অবিষয়ে অগোচরে, অতএব নিরালোকে আলোকরহিতে অলোকে

---

* যমারাধান্ ইতি ল।   † 'নিরালোকে লোকে' ইতি ল পাঠঃ
‡ ৩৩ ইতি লক্ষ্মীধর-টীকা-যুক্ত-মুদ্রিত-পুস্তকাঙ্কঃ।

বিজনে একান্তে নিবসতি, তৎসাযুজ্যং প্রাপ্নোতি শেষঃ। হি প্রসিদ্ধৌ ভালোক-ভুবনে জ্যোৎস্নাময়ে লোকে সহস্রকমলে।

অত্রেত্থং পদযোজনা :—হে ভগবতি! তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং পরং শম্ভুং পরচিতা পরিমিলিতপার্শ্বং বন্দে। যং ভক্ত্যা আরাধ্যন্ রবিশশি-শুচীনাম্ অবিষয়ে নিরালোকে অলোকে ভালোকভুবনে নিবসতি হি।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্ :—"তবাজ্ঞাচক্রস্থম্" ইতি তবশব্দস্বরসাৎ সাধকস্য ভ্রূমধ্যান্তরগতশ্রীচক্রান্তর্গতশিবচক্রচতুষ্টয়ং কথ্যতে। ন তু দ্বিদলং পদ্মম্। তবেতি-পদানন্বয়াদিতি। এবমুত্তরত্রাপ্যূহ্যম্। অত্র স্বাধিষ্ঠানাগ্রে অগ্নিমণ্ডলম, অনাহত-চক্রাগ্রে সূর্য্যমণ্ডলম্, আজ্ঞাচক্রাগ্রে চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্। অতশ্চ অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাণাং ময়ূখাঃ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসঙ্খ্যাকাঃ আধারচক্রপ্রভৃতি আজ্ঞা-চক্রপর্য্যন্তমেব বিচরন্তি। এতদপি পূর্ব্বমেব সম্যক্ নিরূপিতম্। আজ্ঞাচক্রস্থিত-চন্দ্রাৎ অন্য এব সহস্রকমলস্থিতচন্দ্রঃ শ্রীচক্রাত্মকঃ নিত্যকল ইত্যপি পূর্ব্বমেব সম্যক্ নিরূপিতম্ ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, তোমার আজ্ঞাচক্রস্থিত অর্থাৎ সাধকের ভ্রূমধ্যান্তরগত 'ত্বদীয়' শ্রীচক্রযুক্ত যে শিবচক্র-(ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ) চতুষ্টয়, তাহাতে অবস্থিত অগণিত কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-প্রভা-শ্রয় পরাচিচ্ছক্তি-সম্মিলিত-পার্শ্বদ্বয় পরতত্ত্ব শিবকে বন্দনা করি। যাঁহাকে আরাধনা করিবার সময়ে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির অগোচর তদীয় আলোকশূন্য (কিন্তু অন্যবিধ) জ্যোৎস্নাময় নিভৃত লোকে অর্থাৎ সহস্রারকমলে অবস্থিতি হয়।

(পূর্ব্বে যে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্থান বলা হইয়াছে, সহস্রদল কমল তদূর্দ্ধে, উক্ত অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত সহস্রদলকমলের সম্বন্ধ নাই। অতএব ঐ স্থান উক্ত চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির আলোকশূন্য। তথায় পৃথক্ চন্দ্রমণ্ডল—তাহা নিত্য, তদীয় জ্যোৎস্না দ্বারা সেই স্থান সতত আলোকিত। লক্ষ্মীধর বলেন, এই শ্লোকস্থ আজ্ঞা-চক্র দ্বিদলপদ্ম নহে, কারণ, দ্বিদলপদ্ম সাধকের, ভগবতীর নহে, অথচ স্তবে 'তব' কথাটি আছে। এই হেতু উল্লিখিত অর্থ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীধর অবরোহ-প্রণালীতে এই সাধনা লিখিয়াছেন। অচ্যুতানন্দ আরোহপ্রণালী অনুসারে লিখিয়াছেন, এই কারণে শ্লোকাঙ্ক পৃথক্ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ভ্রূমধ্যগং চিচ্ছক্তিসহিতং পরমশিবম্ স্তবন্নাহ তবাজ্ঞা ইতি। আজ্ঞাচক্রস্থং ভ্রূমধ্যগদ্বিদলপদ্মস্থং পরমশিবম্ অহং বন্দে। কীদৃশম্? সূর্য্যচন্দ্রকোটিদ্যুতিধরম্। পরচিতা চিৎশক্ত্যা পরিমিলিতপার্শ্বং

চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। যং পরমশিবং ভক্ত্যা আরাদ্ধুং সেবিতুং নিরালোকে স্বপ্রকাশতয়া আলোকান্তরানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃসমূহে গেহে লোকো নিবসতি। কিম্ভূতে? রবিশশিশুচীনামবিষয়ে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নীনামগোচরে অতএব নিরালোক ইতি বিশেষণমুপপদ্যতে। তদুক্তং গীতাতত্ত্বে,—"ন তত্র ভাসতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" 'পরিচিতং যদা লব্ধং শক্ত্যা' ইতি প্রাঞ্চঃ। তত্র ব্যাখ্যা, যদা উভয়পার্শ্বং তৎশক্ত্যা পরিচিতম্ একত্রীকৃতং যোগিনা লব্ধং তদা ভালোকভবনে বসতি, এতেন চিদানন্দ-ধ্যানে ব্রহ্ম পরিচিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। এতানি পদানি কচিদাজ্ঞাচক্রমারভ্য দৃশ্যন্তে॥ ৪১॥

অনুবাদ।—হে জননি! আজ্ঞাচক্রস্থিত কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিধর সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমার পরমশিব ও তৎপার্শ্বস্থিতা চিৎশক্তিকে আমি প্রণাম করিতেছি। ইঁহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অগোচর পার্থিব আলোক-বিহীন ভালোকভবনে অর্থাৎ দিব্য তেজোলোকস্থিত তেজোময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন॥ ৪১॥

গতৈর্মাণিক্যৈক্যং * গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং,
কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিসুতে কীর্ত্তয়তু কঃ †।
সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং ‡ চন্দ্রশকলং,
ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বধ্নাতি § ধিষণাম্॥৪২॥ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—এবং সময়মতং সম্যক্ প্রপঞ্চ্য সময়ায়াঃ ভগবত্যাঃ কিরীটপ্রভৃতি পাদান্তং বর্ণয়তি—

গতৈঃ প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যত্বং রত্নভাবং গগনমণিভিঃ দ্বাদশাদিত্যৈঃ। তেষাম্ অত্যন্তসন্নিকৃষ্টসেবার্থং ভূষণগতমণিত্বং যুজ্যতে। সান্দ্রঘটিতং সান্দ্রং নীরন্ধ্রং যথা ভবতি তথা ঘটিতং খচিতং, কিরীটং মকুটং তে হৈমং হেম্নো বিকারং হিমগিরিসুতে! হে পার্ব্বতি! কীর্ত্তয়তি বর্ণয়তি যঃ, স কবীন্দ্রঃ নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলং নীড়ং গোলং তত্র খচিতং নীড়েয়ং রত্নজাতং তস্য ছায়া তয়া ছুরণেন ব্যাপনেন শবলং শবলবর্ণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং ধনুঃ কোদণ্ডং সৌনাশীরং সুনাশীরঃ ইন্দ্রঃ তস্য সম্বন্ধি সৌনাশীরং কিমিতি ন নিবধ্নাতি ধিষণাং বুদ্ধিম্।

* মাণিক্যত্বম্ ইতি ল পাঠঃ। † 'কীর্ত্তয়তি যঃ'। ‡ 'স নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলম্' ইতি
§ 'কিমিতি ন নিবধ্নাতি' ইতি চ ল পাঠঃ। ॥ ৪১—ল, মু পু।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে হিমগিরিসুতে! মাণিক্যত্বং গতৈঃ গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং হৈমং তে কিরীটং যঃ কীর্ত্তয়তি সঃ নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলং চন্দ্রশকলং সৌনাশীরং ধনুরিতি ধিষণাং কিং ন নিবধ্নাতি।

অয়ং ভাবঃ—কিরীটবর্ণনাং কর্ত্তুমুদ্যুক্তঃ কবীশ্বরঃ তত্র স্থিতাং চন্দ্ররেখাং নানারত্নমণিকান্তিচ্ছুরিতাং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রচাপত্বেন কথং নাশঙ্কতে? অবশ্যং তস্য তচ্ছঙ্কা জায়ত এবেতি।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চন্দ্রশকলস্য ইন্দ্রচাপত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। যদ্বা—অপহ্নবালঙ্কারঃ, ইদং চন্দ্রশকলং ন ভবতি; অপি তু ইন্দ্রচাপ ইত্যপহ্নবস্য প্রতিভানাৎ। যদ্বা—অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, ইন্দুশকলস্য ইন্দ্রচাপত্বেন অধ্যবসানাৎ, স্বধিষণাম্ ইন্দ্রচাপে কিমিতি নিবধ্নাতি ইতি সামান্যোক্তেঃ। এতেষাং মধ্যে একস্য প্রাধান্যম্ ইতরস্যোপসর্জনত্বমিতি বিনিগমকপ্রমাণাভাবাৎ সন্দেহসঙ্করঃ। (উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্তী স্পষ্টে। অপহ্নবস্য তল্লিঙ্গাভাবাদপি কিমিতি ধিষণাং ন নিবধ্নাতি ইত্যপহ্নবোল্লেখস্য শক্যত্বাৎ। সন্দেহস্তু চন্দ্রশকলে দৃষ্টে ইন্দ্রচাপস্য স্মৃত্যারূঢ়ত্বাৎ উল্লেখয়িতুং শক্য এবেতি সন্দেহসঙ্করঃ এব জ্যায়ান্ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(অতঃপর ধ্যেয় রূপের বর্ণনা হইতেছে) হে হৈমবতি! মাণিক্যরূপে উদ্ভাসমান দ্বাদশাদিত্যে খচিত ভবদীয় রত্নকিরীট-বর্ণনা যে করিবে, ভবদীয় কিরীটগোলাগত বিবিধ কিরণ-বিচ্ছুরিত শশিকলা, তাহার ইন্দ্রধনু বুদ্ধি উৎপাদন করিবে না কি? অর্থাৎ কিরীটবর্ণনাসময়ে তৎসমীপস্থ বিবিধ মণিকিরণপাতে নানাবর্ণযুক্ত আপনার ললাটস্থ চন্দ্রকলা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রধনুভ্রম জন্মিবে ॥ ৪২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—সম্প্রতি শ্রীমত্যাঃ সুন্দর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যম্ অনির্ব্বচনীয়মপি জ্ঞানানুরূপং বর্ণয়তি গতৈরিতি। হে হিমগিরিসুতে! তব স্বর্ণবিকৃতং মুকুটং কঃ কীর্ত্তয়তু বিশিষ্য ভণতু নিরুক্তেরশক্যত্বাৎ। কীদৃশম্? গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং নিবিড়নির্ম্মিতম্। মণিভিঃ কিম্ভূতৈঃ? মাণিক্যেন একতাং প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যমধ্যবর্ত্তিভিরিত্যর্থঃ। সমীপে অর্থাৎ যস্য সমীপে ছায়য়া কান্ত্যা চ্ছুরিতকিরণং সম্ভূতকিরণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডম্ ইদং কিং সৌনাশীরং ধনুঃ শক্রধনুরিতি ধিষণাং বধ্নাতি বুদ্ধিমাধত্তে। মাণিক্যসূর্য্যকান্তসুবর্ণানাং প্রতিবিম্বভাবাৎ চন্দ্রখণ্ডং শক্রধনুষঃ শ্রিয়ং ধত্তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।—হে হিমগিরিসুতে! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল মণিসমূহ দ্বারা নিবিড়ভাবে সুগঠিত তোমার যে হেমময়

মুকুট, তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই মুকুটের ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সকলের মনে ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে ॥ ৪২ ॥

ধুনোতু ধ্বান্তং নস্তুলিতদলিতেন্দীবরদলং, *
ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং চিকুরনিকুরম্বং তব শিবে।
যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলব্ধুং সুমনসো,
বসন্ত্যস্মিন্মন্যে বলমথনবাটীবিটপিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকা।—ধুনোতু অপনুদতু ধ্বান্তম্ অন্তস্তিমিরং নঃ অস্মাকং তুলিতদলিতেন্দীবরবনং তুলিতং সদৃশীকৃতং দলিতং ভিন্নং, বিকসিতমিত্যর্থঃ, ইন্দীবরাণাং নীলোৎপলানাং বনং যস্য তৎ। ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং ঘনং সান্দ্রম্ অবিরলং স্নিগ্ধং স্নেহযুক্তমিব স্থিতং শ্লক্ষ্ণং মৃদু। এবমেতেষাং বিশেষণানাং সমাসঃ। চিকুরনিকুরম্বং চিকুরাণাং কেশানাং নিকুরম্বং সমূহঃ কেশপাশঃ ধম্মিল্ল ইত্যর্থঃ। তব ভবত্যাঃ শিবে! ভগবতি! যদীয়ং যস্য ধম্মিল্লস্য সম্বন্ধি সৌরভ্যং পরিমলং সহজং স্বভাবসিদ্ধম্ উপলব্ধুং সমাক্রষ্টুং সুমনসঃ পুষ্পাণি বসন্তি আসতে। অস্মিন্ ধম্মিল্লে মন্যে ধ্রুবং বলমথনবাটীবিটপিনাং বলমথনঃ বলারিঃ ইন্দ্রঃ—ববয়োরভেদোপচারঃ অনুপ্রাসার্থমঙ্গীকৃতঃ—তস্য বাটী উদ্যানং তত্র বিটপিনঃ কল্পবৃক্ষাঃ তেষাম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে শিবে! তুলিতদলিতেন্দীবরবনং ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং তব চিকুরনিকুরম্বং নঃ ধ্বান্তং ধুনোতু। যদীয়ং সহজম্ সৌরভ্যম্ উপলব্ধুম্ অস্মিন্ বলমথনবাটীবিটপিনাং সুমনসঃ বসন্তীতি মন্যে।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, কেশপাশবাসনার্থমেব ধৃতানাং কল্পবৃক্ষকুসুমানাম্ অন্যথাত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। তল্লক্ষণম্—

সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরেণ যৎ।

ইতি। তুলিতদলিতেন্দীবরবনমিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ। অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ, তিলতণ্ডুলবৎ সংসৃজ্যমানত্বাৎ। ক্ষীরনীরবৎ সম্বন্ধঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে শিবে, প্রফুল্ল নীলকমল-বন-সদৃশ নিবিড় চিকণ কোমল ভবদীয় সেই কুন্তলপাশ আমাদিগের মনের অন্ধকার হরণ করুন, মনে হয়, যদীয় নৈসর্গিক সৌরভলাভের আকাঙ্ক্ষায় নন্দনকাননের পুষ্পসমূহ ইহাতে স্থানগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

* 'বনম্' ল পাঠঃ।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ধুনোতু ইতি। হে শিবে! তব চিকুর-নিকুরম্বং কেশকলাপঃ নোঽস্মাকং ধ্বান্তম্ অজ্ঞানং ধুনোতু খণ্ডয়তু। কিম্ভূতম্? তুলিতদলিতেন্দীবরদলং তুলিতং সদৃশীকৃতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন। পুনঃ কিম্ভূতম্? ঘনস্নিগ্ধং চিক্কণং শ্লক্ষ্ণম্ অতিসৌষ্ঠবং যদীয়ং স্বাভাবিকং সৌরভ্যম্ উপলব্ধুং বলমথনবাটীবিটপিনাং ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং সুমনসঃ পুষ্পাণি অস্মিন্ কেশকলাপে বসন্তীত্যহং মন্যে। সুরবিহিতসপর্য্যাচ্ছলেন যৎ সুমনসাং ত্বৎ-কেশাগ্রয়ণং তৎ ত্বদীয়কেশকলাপসৌরভ্যলাভায়েতি ভাবঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ।—হে শিবে! বিকসিত-নীলোৎপলদল-সদৃশ ঘন, স্নিগ্ধ, চিক্কণ, অতি সৌষ্ঠবযুক্ত তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুক। তোমার এই কেশকলাপের অপূর্ব্ব দিব্য সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে যে, ইন্দ্রের উপবনস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ ঐ স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে॥ ৪৩॥

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ *॥ ৪৪॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তনোতু বিস্তারয়তু দিশত্বিত্যর্থঃ। ক্ষেমং যোগক্ষেমাত্মকং শুভং নঃ অস্মাকং তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃসরণিরিব—ইদমেকং পদম্, "ইবেন সহ নিত্যসমাসো বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ" ইতি নিয়মাৎ। বদনং মুখং তস্য সৌন্দর্য্যস্য সুন্দরভাবস্য লহরী উৎসেকঃ তস্য পরীবাহঃ প্রবাহঃ "উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্" ইতি পরিশব্দাদিকারস্য দীর্ঘঃ। তত্র স্রোতঃসরণিরিব স্রোতসঃ প্রবাহস্য সরণিরিব মার্গ ইব স্থিতা সীমন্তসরণিঃ সীমন্তে ধম্মিল্লমধ্যপ্রদেশে সরণিঃ সরণ্যাকারাকারিতা রেখা বহন্তী ধারয়ন্তী সিন্দূরং সিন্দূরপরাগং প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিষাং প্রবলাঃ কেশপাশান্যলজ্জন্যতয়া প্রবলাঃ তে চ তে কবরীভারাঃ, ত এব কেশপাশনিচয়া এব তিমিরাণি তান্যেব দ্বিষঃ শত্রবঃ তেষাং বৃন্দৈঃ সমূহৈঃ বন্দীকৃতং বন্দীগ্রহণাবরুদ্ধম্। ইব ইতি সম্ভাবনায়াম্। কবিপ্রৌঢ়োক্তিস্থলে ইবশব্দস্য সম্ভাবনৈবার্থঃ, অন্যত্র

* পূর্ব্বার্দ্ধপরার্দ্ধয়োর্ব্যত্যয়েন পাঠো লক্ষ্মীধরটীকা-সহিত-পুস্তক-সম্মতঃ।

সাদৃশ্যমিতি বিবেকঃ। নবীনার্ককিরণং নবীনঃ প্রাতঃকালীনঃ অর্কঃ সূর্য্যঃ তস্য কিরণঃ তম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃ-সরণিরিব স্থিতা তব সীমন্তসরণিঃ প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিষাং বৃন্দৈঃ বন্দীকৃতং নবীনার্ককিরণমিব সিন্দূরং বহন্তী নঃ ক্ষেমং তনোতু।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, সীমন্তসরণেঃ স্রোতঃসরণিত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। ন চায়ম্ উপমালঙ্কারঃ; স্বতঃসিদ্ধমনুপজীব্য কবিপ্রৌঢ়োক্তিমেবোপজীব্যোত্থানাৎ। ন চ সম্ভাবনাপরস্যেবশব্দস্য সমাসবিধানাভাবাৎ উপমৈবেতি বাচ্যম্। "ইবেন সহ" ইতি সামান্যেনৌভয়ার্থস্য ইবশব্দস্য গ্রহণাৎ উভয়ত্রাপি সমাসোঽস্তীতি ধ্যেয়ম্। উত্তরার্দ্ধেঽপ্যুৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ; সিন্দূরস্য সূর্য্যকিরণাত্মনা সম্ভাবনাৎ। কবরীভারস্য তিমিরত্বারোপণাৎ রূপকালঙ্কারোপি বর্ত্ততে। এবমনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ; সম্ভাবনাং প্রতি রূপকস্য নিমিত্তত্বাৎ॥ ৪৪॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি! আপনার যে সীমন্তরেখা,—উচ্ছলিত লাবণ্যস্রোতের নিঃসরণপ্রণালী; যাহাতে সিন্দূরবিন্দু কবরীভার-তিমির-রূপী শত্রু-হস্তে বন্দীকৃত নবোদিত সূর্য্যকিরণবৎ প্রতীয়মান, সেই সীমন্তরেখা আমাদিগের কল্যাণ বিস্তার করুন॥ ৪৪॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বহন্তীতি। সরণিরিব সীমন্তসরণিঃ সীমন্তঃ পন্থাঃ নোঽস্মাকং ক্ষেমং তনোতু। কীদৃশী? সিন্দূরং বহন্তী। সিন্দূরং কিম্ভূতম্? প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তদ্রূপশত্রূণাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতং প্রাতঃসূর্য্যকিরণমিব। ত্বিষামিতি পাঠঃ। তত্র প্রবলকবরীভার এব তিমিরাণি তেষাং কান্তিবৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতং নবীনার্ককিরণমিব। অত্র দুর্ব্বলেন বলিনঃ সূর্য্যকিরণস্য নিয়মনাদাশ্চর্য্যালঙ্কারঃ সূচিতঃ। পুনঃ কিম্ভূতা? তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃসরণিরিব উৎক্ষিপ্ত-পানীয়স্য পথান্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্যতীক্ষ্ণস্রোতসঃ সরণিরিব॥ ৪৪॥

অনুবাদ।—জননি! তোমার কেশজালমধ্যস্থিত যে সীমন্তপথ, তাহা তোমার বদনসৌন্দর্য্য-লহরীর পরীবাহ-স্রোতঃপথের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। বিশেষতঃ তাহাতে সিন্দূরবিন্দু থাকাতে অনুমিত হইতেছে যে, প্রবল শত্রু কেশকলাপরূপ অন্ধকারের কান্তিসমূহ দ্বারা প্রাতঃসূর্য্যকিরণই যেন বন্দীকৃত হইয়াছে। ঈদৃশ এই সীমন্তপথ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক॥ ৪৩॥

* নদী হইতে উৎক্ষিপ্ত জল যদি অন্য পথ দ্বারা নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে সেই নিঃসরণ-পথকেই পরীবাহ বলে।

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমশ্রীভি- * রলকৈঃ,
পরীতং তে বক্ত্রং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচিম্।
দরস্মেরে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জল্করুচিরে,
সুগন্ধৌ মাদ্যন্তি স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহঃ ॥ ৪৫ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—অরালৈঃ কুটিলৈঃ স্বাভাব্যাৎ স্বভাবতঃ অলিকলভসশ্রীভিঃ অলিকলভৈঃ ভ্রমরপোতৈঃ সশ্রীভিঃ সমানাভৈঃ। সমাসান্ত-বিধেরনিত্যত্বাৎ কপ্রত্যয়াভাবঃ। অলকৈঃ চূর্ণকুন্তলৈঃ পরীতং পরিতঃ ইতং পরীতং ব্যাপ্তং তে তব বক্ত্রং পরিহসতি, তত্তুল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। পঙ্কেরুহ-রুচিং পঙ্কেরুহস্য কমলস্য রুচিং সৌভাগ্যং দরস্মেরে দরমীষৎ স্মেরো বিকাসঃ যস্য তস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জল্করুচিরে দশনানাং দন্তানাং রুচয় এব কিঞ্জল্কাঃ কেসরাঃ তৈঃ রুচিরে সুভগে সুগন্ধৌ পদ্মগন্ধৌ মাদ্যন্তি নন্দন্তি স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহঃ স্মরদহনস্য স্মরারেঃ ঈশ্বরস্য চক্ষূংষ্যেব মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ। জিতমন্মথস্যাপি বদনসৌন্দর্য্যদর্শনং মাদনহেতুরিতি কিমু বক্তব্যং ত্বদ্বদনসৌন্দর্য্যস্বরূপমিতি ভাবঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! স্বাভাব্যাদরালৈঃ অলিকলভসশ্রীভিঃ অলকৈঃ পরীতং তে বক্ত্রং পঙ্কেরুহরুচিং পরিহসতি। দরস্মেরে দশনরুচি কিঞ্জল্করুচিরে সুগন্ধৌ যস্মিন্ স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহঃ মাদ্যন্তি।

অত্র উপমালঙ্কারঃ, পঙ্কেরুহরুচিরং পরিহসতীত্যনেন বক্ত্রস্য কমলসাদৃশ্য-প্রতীতেঃ। অলিকলভসশ্রীভিরিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। দশনরুচিকিঞ্জল্করুচিরে ইত্যত্র রূপকালঙ্কারঃ, দশনরুচীনাং কিঞ্জল্কত্বে-নারোপণাৎ। স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহ ইত্যত্র রূপকালঙ্কারঃ; চক্ষুষাং মধুলিহত্বেনারো-পণাৎ। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ সঙ্করদ্বয়স্য সংসৃষ্টিঃ ॥ ৪৫ ॥ †

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অরালৈরিতি। বক্ত্রং পঙ্কেরুহরুচিং হসতি। কীদৃশম্? স্বভাবকুটিলৈঃ, অলিকুলসমশ্রীভিরলকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্। অলিকুলহসশ্রীভিরিতি কুত্রাপি। তত্র অলিকুলং হসতীতি অলিকুলহসা সা শ্রীর্যেষাম্। অলিকলভসশ্রীভিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ। স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহঃ হরনেত্রভৃঙ্গাঃ মাদ্যন্তি। কিম্ভূতে? দরস্মেরে ঈষদ্ধাসে। দশনকেশরকান্তিমনোহরে সুগন্ধৌ এতেন পঙ্কজাপকর্ষণং দর্শিতম্ ॥ ৪৫ ॥

---

* 'কলভ-সশ্রীভি' ইতি ল পাঠঃ।

† লক্ষ্মীধরটীকার মর্ম নিম্নস্থ 'অনুবাদ' হইতে জ্ঞাতব্য।

অনুবাদ।—মাতঃ! স্বভাব-কুটিল ভ্রমরসঙ্ঘসদৃশ-শোভা-যুক্ত অলকাবলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত তোমার মুখকমল অন্যান্য জলজ কমলের শোভাকে পরিহাস করিতেছে। দশনশোভা-রূপ-কিঞ্জল্ক-পরিশোভিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত সৌরভ-মনোহর এই বদনকমলে অনঙ্গদর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাভাতি তব যৎ,
দ্বিতীয়ং তন্মন্যে মুকুটশশিখণ্ডস্য শকলম্। *
বিপর্য্যাসন্যাসাদুভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ,
সুধালেপস্যূতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ললাটং নিটিলং লাবণ্যদ্যুতিবিমলং লাবণ্যং তারল্যমেব দ্যুতির্জ্যোৎস্না তয়া বিমলং স্নিগ্ধম্ আভাতি আ সমন্তাদ্ভাতি তব যৎ দ্বিতীয়ং তৎ মন্যে শঙ্কে মকুটঘটিতং কিরীটকলিতং চন্দ্রশকলং চন্দ্রার্দ্ধখণ্ডম্। বিপর্য্যাসন্যাসাৎ—ললাটং অবাকোণং বর্ত্ততে। চন্দ্রশকলং ললাটস্যোপরি ঊর্দ্ধশৃঙ্গং বর্ত্ততে। উভয়োর্বিপর্য্যাসন্যাসঃ শৃঙ্গচতুষ্কসম্মেলনং, তস্মাৎ উভয়মপি ললাটচন্দ্র-শকলে সম্ভূয় মিলিত্বা। চকারোতিশয়বাচী। মিথঃ অন্যোন্যং সুধালেপস্যূতিঃ সুধায়াঃ অমৃতস্য লেপঃ বিলেপনং তস্য স্যূতিঃ সীবনং যস্য সঃ অমৃতরসসান্দ্র ইত্যর্থঃ। পরিণমতি তাদ্রূপ্যং ভজতি, তদাকারাকারিত ইত্যর্থঃ। রাকাহিমকরঃ রাকায়াং পূর্ণিমায়াং হিমকরশ্চন্দ্রঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব যৎ ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলম্ আভাতি তৎ মকুটঘটিতং দ্বিতীয়ং চন্দ্রশকলং মন্যে। যদ্যস্মাৎ কারণাৎ উভয়মপি বিপর্য্যাসন্যাসাৎ মিথঃ সম্ভূয় চ সুধালেপস্যূতিঃ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি।

পূর্ণিমায়াং সম্পূর্ণতা চন্দ্রস্য কথং ভবেৎ, কিরীটে অর্দ্ধদেহাবিষ্টতয়া চন্দ্রঃ পরিদৃশ্যত ইতি পূর্ণিমাচন্দ্রং নিমিত্তীকৃত্য ললাটমুৎপ্রেক্ষতে।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ললাটস্য অর্দ্ধচন্দ্রত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ; রাকাহিমকরস্য ললাটকিরীটঘটিতচন্দ্ররেখাদ্বিতীয়নির্ম্মাণা-সম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাৎ। অত্র কবিকল্পিতবস্তুবৃত্তসৌন্দর্য্যয়োরভেদাধ্যবসায়ঃ। উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যোঃ অঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। "অধ্যবসায়ব্যাপারপ্রাধান্যে

* 'মকুটঘটিতং চন্দ্রশকলম্' ইতি ল পাঠঃ।

উৎপ্রেক্ষা" "অধ্যবসিতপ্রাধান্যে ত্বতিশয়োক্তিঃ।" সূত্রদ্বয়স্যায়মর্থঃ—অধ্যবসায়-বিষয়ভূতে অধ্যবসানক্রিয়ারূপস্য ব্যাপারস্য প্রাধান্যং যত্র তত্রোৎপ্রেক্ষোত্থানম্। যদা অধ্যবসায়বিষয়ভূতে অধ্যবসিতস্যৈব প্রাধান্যং প্রতীয়তে, তদা অতিশয়োক্তে-রুত্থানম্। অধ্যবসায়ো নাম—নিশ্চয়জ্ঞানম্। তচ্চ কাব্যপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধম্, ন বাস্তবম্। উৎপ্রেক্ষায়াস্তু অধ্যবসানক্রিয়াপ্রাধান্যস্য দ্যোতকাঃ "মন্যে শঙ্কে ধ্রুবম্" ইত্যেবমাদয়ঃ স্বরূপোৎপ্রেক্ষাদ্যোতকাঃ। হেতূৎপ্রেক্ষায়াং হেতুরেব। ফলোৎপ্রে-ক্ষায়াং ফলমেব দ্যোতকম্। অতএব স্বরূপোৎপ্রেক্ষায়াম্ ইবাদ্যভাবে হেতুফলয়োর-সম্ভবাৎ, অতিশয়োক্ত্যুৎপ্রেক্ষয়োঃ ভেদাভাবাৎ সৈবোৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তৌ অন্তর্ভূতেতি দিঙ্মাত্রমুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ললাটমিতি। তব লাবণ্যকান্ত্যা সুনির্ম্মলং তব যল্ললাটম্ আভাতি, তন্মুকুটার্দ্ধচন্দ্রস্য দ্বিতীয়ং খণ্ডম্ ইত্যহং মন্যে। বিপর্য্যাস-ন্যাসাদ্ বিপরীতবিন্যাসাৎ উভয়ং শশিখণ্ডং মিলিতং সৎ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি, পূর্ণচন্দ্রঃ সম্পদ্যতে। হিমকরঃ কিম্ভূতঃ? সুধালেপস্যূতিঃ অমৃতলেপনেন স্যূতিঃ গ্রথনং যস্য। অধোমুখং ললাটমূর্দ্ধমুখং চ মুকুটার্দ্ধ চন্দ্রখণ্ডম্ অনয়োরমৃতলেপগ্রথনেন সম্মুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রো ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ।—হে জননি! লাবণ্যকান্তি দ্বারা সুনির্ম্মল তোমার ললাটখণ্ড দর্শন করিয়া অনুমিত হইতেছে যে, ইহা মুকুটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বিতীয় অর্দ্ধ খণ্ড। এই চন্দ্রখণ্ডদ্বয় বিপরীতভাবে বিন্যস্ত এবং অমৃতলেপন দ্বারা গ্রথিত ও সংযুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ভ্রুবৌ ভুগ্নে কিঞ্চিদ্ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি,
ত্বদীয়ে নেত্রাভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণম্।
ধনুর্ম্মন্যে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ,
প্রকোষ্ঠে মুষ্টৌ চ স্থগয়তি নিগূঢ়ান্তরমিদম্ ॥ ৪৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ভ্রুবৌ ভ্রূবল্লী ভুগ্নে অবাক্‌শৃঙ্গতয়া বলয়িতে কিঞ্চিৎ নাত্যন্তং, ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি ভুবনানাং জগতাং ভয়স্য উপদ্রবস্য ভঙ্গে নাশকরণে, ব্যসনং তদেকপ্রবণতা অস্যা অস্তীতি ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনী তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। ত্বদীয়ে ভবৎসম্বন্ধিন্যৌ নেত্রাভ্যাং অক্ষিভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং মধু-করাণাং ভ্রমরাণামিব রুচিঃ শোভা যয়োস্তাভ্যাং মধুকরাকারাকারিতাভ্যামিত্যর্থঃ।

ধৃতগুণং ধৃতঃ সম্পাদিতঃ গুণঃ জ্যাবল্লী যস্য তৎ ধনুঃ চাপং মন্যে শঙ্কে সব্যেতরকর-গৃহীতং সব্যো দক্ষিণঃ তদিতরো বামঃ স চাসৌ করশ্চ তেন গৃহীতম্। সব্যেতর-শব্দেন একেনৈব হস্তেন সর্ব্বদা ধৃতং, ন তু বাণপ্রয়োগার্থমিতি সূচ্যতে। রতিপতেঃ মন্মথস্য প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুষ্টৌ অঙ্গুলীনাং গ্রন্থৌ। অয়ং মুষ্টিশব্দঃ অনুশাসনবশাৎ স্ত্রীলিঙ্গোঽপি প্রয়োগবাহুল্যাৎ পুংলিঙ্গতামাপন্নঃ, গণ্ডূষশব্দবৎ। যথা—"উদরং পরিমাতি মুষ্টিনা" ইতি নৈষধে প্রয়োগঃ। স্থগয়তি স্থগনং ছাদনং কুর্ব্বতি সতি, নিগূঢ়ান্তরং নিগূঢ়ে অন্তরে মৌর্ব্বীদণ্ডয়োর্যস্য তৎ। উমে হে পার্ব্বতি!

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে উমে! ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি! ত্বদীয়ে কিঞ্চিদ্ভুগ্নে ভ্রুবৌ মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণং রতিপতেঃ সব্যেতরকরগৃহীতং প্রকোষ্ঠে মুষ্টৌ চ স্থগয়তি সতি নিগূঢ়ান্তরং ধনুর্মন্যে।

অত্র ভ্রুবৌ ধনুরিতি রূপকং, ভ্রুবোঃ ধনূরূপেণ নিরূপণাৎ। অতএব দ্বিবচনৈক-বচনয়োঃ সামানাধিকরণ্যং ভ্রুবৌ ধনুরিতি।

অয়ং ভাবঃ—বিশেষণং চতুর্বিধম্—ব্যাবর্ত্তকবিশেষণম্; উপরঞ্জকবিশেষণম্, উপলক্ষণবিশেষণম্, উপাধানবিশেষণং চেতি। তত্র ব্যাবর্ত্তকবিশেষণং নীলোৎপল-মিত্যাদি, তত্র নৈল্যস্য শ্বেতাদিব্যাবর্ত্তকত্বাৎ। উপরঞ্জকবিশেষণং দ্বিবিধম্—উপরঞ্জনস্য আরোপবিষয়গোচরত্বেন, আরোপ্যমাণগোচরত্বেন চেতি। তত্র আরোপবিষয়গোচরত্বে "মুখং চন্দ্রঃ" ইত্যাদি তত্র চন্দ্রত্বেন মুখস্য উপরঞ্জনম্। অতএব লিঙ্গভেদেঽপি বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সিদ্ধ এব। "স তদুচ্চকুচৌ ভবন্" ইতি নৈষধে। তত্র সঃ ইতি কলশ একঃ, দ্বৌ কুচৌ, উভয়োর্বিশেষণবিশেষ্য-ভাবঃ। আরোপ্যমানবিশেষণং তু "তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি।" অত্র আরোপ্য-মাণতিরস্করিণীত্বম্ আরোপবিষয়াত্মতয়া স্থিতম্। এতচ্চ পূর্ব্বমেব নিরূপিতম্। উপলক্ষণবিশেষণম্—কাকবদ্দেবদত্তগৃহম্। পৃথক্স্থিতে হি ধর্ম্মিণি উপলক্ষণমিতি উপলক্ষণবিদঃ। কাকত্বাদিজাত্যাবিষ্টস্যৈব উপলক্ষণত্বাৎ বিশেষণতো ভেদঃ। উপাধানবিশেষণম্—"রক্তস্ফটিকম্" ইতি। ধর্ম্ম্যাত্মনা উপাধায়কত্বাৎ উপলক্ষণতো ভেদঃ। ব্যাবর্ত্তকত্বাভাবাৎ নীলোৎপলাদের্ব্যাবৃত্তিঃ।

অত্রেদং তত্ত্বম্—উপরঞ্জকবিশেষণস্থলে—"মুখং চন্দ্রঃ" "কলশঃ স্তনৌ—" "ভ্রুবৌ ধনুঃ" ইত্যাদিস্থলে—চন্দ্রকলশাদ্যুপরঞ্জকবিশেষণানি আশ্রিতলিঙ্গসংখ্যা-ন্যেব মুখাদিকং স্তনাদিকং বিশিংষন্তীতি, ন স্তনাদেঃ মুখাদের্ব্বা লিঙ্গং সংখ্যাং বা ভজন্তে। নিয়তলিঙ্গতয়া বিশেষ্যানিয়ত্বাভাবাৎ ইতরেভ্যো বিশেষণেভ্যো ব্যাবৃত্তিঃ। মন্যেশব্দপ্রয়োগাৎ সম্ভাবনোত্থানাৎ উৎপ্রেক্ষালঙ্কারোঽপি। অনয়োঃ অঙ্গসৃষ্টিঃ,

অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অঙ্গাঙ্গিভাবাৎ। অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োরঙ্গাঙ্গি-ভাবোঽনুসর্জ্জনম্। পৃথক্স্থিতয়োস্তু সঙ্করঃ ইত্যালঙ্কারিকরহস্যম্। অতিশয়োক্তিরপি, ভ্রূমধ্যনাসিকামধ্যয়োঃ মুষ্টিপ্রকোষ্ঠস্থগিতত্বেনাধ্যবসানাৎ। অত্র নাসিকায়াঃ সব্যেতরকরত্বেনারোপণপ্রতীতেঃ রূপকালঙ্কারো ধ্বন্যতে। যথা—সব্যেতরকরত্বেন নাসিকায়াঃ অধ্যবসানপ্রতীতেঃ অতিশয়োক্তিঃ। অনয়োঃ সন্দেহঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৭ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ভ্রুবৌ ইতি। হে ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি! সংসারভয়ভঞ্জনশীলে! ত্বদীয়ে কিঞ্চিদ্ভুগ্নে ঈষৎকুটিলে ভ্রুবৌ রতিপতেঃ কামস্য ধনুরিত্যহং মন্যে। কামধনুষঃ সাম্যমাহ। মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণে মধুকরগুণং কামধনুরিতি। ধনুঃ পৌষ্পমিত্যাদিশ্লোকেন পূর্ব্বমুক্তম্। তৎ কথং ধনুর্গুণয়োর্মধ্যে শূন্যতা ইত্যাহ,—নিগূঢান্তরং নেয়ং শূন্যতা কিন্তু অব্যক্তমধ্যম্। কথমিত্যাহ সব্যেতর ইত্যাদি। ইদং ধনুঃ সব্যেতরকরগৃহীতং সৎ প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুষ্টৌ মুষ্টিদেশে চ স্থগয়তি আচ্ছাদয়তি, রতিপতিরিতি কর্ত্তৃপদং কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তুমি সংসারভয়ভঞ্জনকারিণী। তোমার ঈষৎকুটিল ভ্রূযুগল রতিপতি কামদেবের শরাসনস্বরূপ এবং ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল ধনুর্গুণস্বরূপ বোধ হইতেছে। ভ্রূযুগল মধ্যস্থান-বিচ্ছিন্ন, নয়ন-যুগলের মধ্যস্থানে নাসিকা; কিন্তু ধনু ত এইরূপ মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, ধনুর্গুণও মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, তবে, এই যে বিচ্ছেদ বা ফাঁক, তাহার কারণ ধনুর্দ্ধারী কামদেবের বামহস্তের মণিবন্ধ ও মুষ্টি দ্বারা ঐ মধ্যস্থান সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। (বাণত্যাগ করিবার সময় ব্যতীত, ধনুর্দ্ধারী বামহস্তে ধনুর মধ্যভাগ মুষ্টি দ্বারা ধারণ করে, মণিবন্ধের দিকে ধনুর্গুণ থাকে) ॥ ৪৭ ॥

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া,
ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।
তৃতীয়া তে দৃষ্টির্দরদলিতহেমাম্বুজরুচিঃ,
সমাধত্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরন্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—অহঃ দিবসং সূতে জনয়তি সব্যং দক্ষিণং তব নয়নং নেত্রম্ অর্কাত্মকতয়া সূর্য্যাত্মকতয়া। ত্রিযামাং রাত্রিং বামং সব্যেতরং তে তব সৃজতি সূতে রজনীনায়কতয়া চন্দ্রাত্মকতয়া। তৃতীয়া নিটিলস্থিতা তে তব দৃষ্টিঃ দরদলিতহেমাম্বুজরুচিঃ দরদলিতমীষদ্বিকসিতং হেমাম্বুজং রক্তাম্বুজং

তস্যৈব রুচির্যস্যাঃ সা সমাধত্তে সম্যগাধত্তে করোতি দিবসনিশয়োঃ অহোরাত্রয়োঃ অন্তরচরীং মধ্যবর্ত্তিনীং সন্ধ্যাম্; সায়ং-প্রাতরাত্মকসন্ধ্যাকালদ্বিতয়স্য অগ্নিহোত্র-সাধ্যত্বাদিতি ভাবঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব সব্যং নয়নম্ অর্কাত্মকতয়া অহঃ সূতে। তে বামং নয়নং রজনীনায়কতয়া ত্রিযামাং সৃজতি। তে দরদলিতহেমাম্বুজ-রুচিঃ তৃতীয়া দৃষ্টিঃ দিবসনিশয়োঃ অন্তরচরীং সন্ধ্যাং সমাধত্তে।

অত্র সূর্য্যচন্দ্রাগ্ন্যাত্মকনয়নত্রয়েণ ভগবত্যাঃ অবয়ববিশেষণেন দিবসনিশাসন্ধ্যা-আত্মককালত্রয়োপলক্ষিত-পক্ষ-মাসর্ত্তুযুগকল্পাদিকালোৎপত্তিকথনাৎ ভগবত্যাঃ কালাব-চ্ছেদ্যত্বং দূরত এবাপাস্তমিতি ধ্বন্যতে। ইদমুত্তমং কাব্যম্। মধ্যমকাব্যতা-প্রতীতিরপি, "অর্কাত্মকতয়া" "রজনীনায়কতয়া" ইতি বাচ্যায়মানত্বাৎ। দর-দলিতহেমাম্বুজরুচিরিত্যনেন অগ্নিনেত্রত্বং ধ্বন্যতে। অয়মনুপ্রাণনাত্মকঃ। মধ্য-মোত্তমকাব্যপ্রয়োজকধ্বন্যোঃ সংসৃষ্টিঃ। সংসৃজ্যমানং ব্যঙ্গ্যদ্বয়ং প্রধানধ্বনিনা অঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্কীর্য্যত ইতি দিক্ ॥ ৪৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অহঃ সূতে ইতি। তব সব্যং দক্ষিণং নয়নং সূর্য্যরূপত্বাৎ দিবসং সৃজতি। বামনয়নং চন্দ্ররূপত্বাৎ ত্রিযামাম্। ঈষদ্‌বিচলিত-কান্তিস্তৃতীয়া দৃষ্টির্দ্দিবারাত্র্যোরন্তরচরীং মধ্যগাং সন্ধ্যাম্ আধত্তে সৃজতীত্যর্থঃ। হেমাম্বুজরুচিমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। এতেন বহ্নিসারূপ্যাৎ স্বর্ণস্য বহ্ন্যাত্মকত্বাচ্চ বহ্ন্যাত্মিকা তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি সূচিতা। নিত্যস্য কালস্য ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ।—জননি! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের সৃষ্টি করিতেছে, তোমার বামনয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিতেছে এবং ঈষৎ বিকসিত সুবর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন (অগ্নিস্বরূপ) দিবস ও রাত্রির মধ্যবর্ত্তিনী (অগ্নিহোত্রের উপযুক্ত) সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোধ্যা * কুবলয়ৈঃ,
কৃপাধারাধারা † কিমপি মধুরা-ভোগবতিকা ‡।
অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহুনগরবিস্তারবিজয়া,
ধ্রুবং তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে ॥ ৪৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—বিশালা বিপুলা, কল্যাণী মঙ্গলাত্মিকা,

---

* 'আযোগ্যা' ইতি

† 'কৃপাপারাবারা' ইতি

‡ ভোগলতিকা ইতি চ বঙ্গীয়টীকাকৃৎসম্মতঃ পাঠঃ

স্ফুটরুচিঃ প্রস্ফুটকান্তিঃ, অযোধ্যা যোদ্ধুমশক্যা, কুবলয়ৈঃ ইন্দীবরৈঃ কৃপাধারাধারা কৃপাধারাণাং করুণাপ্রবাহাণাং আধারভূতা। আধারশব্দস্য কর্ম্মণি ঘঙন্তত্বাৎ বিশেষ্যনিয়মেন স্ত্রীলিঙ্গত্বম্। কিমপি মধুরা অব্যক্তমধুরা। আভোগবতিকা আভোগঃ অন্তঃপরিণাহঃ দৈর্ঘ্যমিতি যাবৎ। অবন্তী রক্ষিকা দৃষ্টিঃ তে নয়নং বহুনগরবিস্তারবিজয়া বহুনাং নগরাণাং বিস্তারেণ সামস্ত্যেন বিজয়া স্ফুরন্তী। ধ্রুবং নিশ্চয়ম্। তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা তানি তানি চ নামানি তত্তন্নামানি বিশালা-কল্যাণী-অযোধ্যা-ধারা-মধুরা-ভোগবতী-অবন্তী-বিজয়া-ইত্যষ্ট নগরনামানি তৈঃ যদ্বা-বহরণং ব্যবহারঃ তত্র যোগ্যা বিজয়তে সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তে দৃষ্টিঃ বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিঃ কুবলয়ৈঃ অযোধ্যা কৃপাধারাধারা কিমপি মধুরা আভোগবতিকা অবন্তী বহুনগর-বিস্তারবিজয়া তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা ধ্রুবং বিজয়তে।

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—বিশালাপ্রভৃতয়ো বিজয়ান্তাঃ অষ্ট নগর্য্যঃ অষ্ট দৃষ্টয়শ্চ; বিশালা নাম দৃষ্টিঃ অন্তর্বিকাশরূপা। কল্যাণীদৃষ্টিঃ বিস্মিতা। অযোধ্যাদৃষ্টিঃ স্মেরকনীনিকা। ধারাদৃষ্টিঃ অলসা। মধুরাদৃষ্টিঃ বলিতা। আভোগবতীদৃষ্টিঃ স্নিগ্ধা। অবন্তীদৃষ্টিঃ মুগ্ধা। বিজয়াদৃষ্টিঃ প্রান্তকনীনিকা আকেকরাখ্যা দৃষ্টিঃ। এতা অষ্ট দৃষ্টয়ঃ সর্ব্বযোষিৎসমানাঃ। ভগবত্যাং তু বিশেষঃ—এতাঃ দৃষ্টয়ঃ যথা-ক্রমং সংক্ষোভাকর্ষণদ্রাবণোন্মাদবশ্যোচ্চাটনবিদ্বেষণমারণক্রিয়াসু সংভিন্নাঃ।

এতদুক্তং ভবতি—ভগবতী যত্র প্রদেশে স্থিত্বা অন্তর্বিকাশযুক্তয়া বিশালাখ্যয়া দৃষ্ট্যা জনসংক্ষোভমকরোৎ স দেশো বিশালানগরী। যত্র প্রদেশে স্থিত্বা সা আকেকরয়া দৃষ্ট্যা বিজয়াখ্যয়া শত্রুমারণমকরোৎ স দেশো বিজয়ানগরী। এবং মধ্যবর্ত্তিনীনাং ষণ্ণাং পুরাং নামধেয়ান্যূহ্যানি। যথোক্তং ভগবৎপাদৈঃ—বিশালাদ্যাঃ ভগবত্যাঃ দৃষ্টিবিশেষাঃ সংক্ষোভাদিকর্ম্মসাধনভূতাঃ অন্তর্বিকাশাদিরূপাশ্চেতি সর্ব্বমন-বদ্যমিতি। এতদেব স্পষ্টীকৃতং তদ্ব্যাখ্যাকারৈঃ তত্র তত এব অবধার্য্যম্॥ ৪৯॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(১) বিশালা (২) কল্যাণী (৩) অযোধ্যা (৪) ধারা (৫) মধুরা (৬) ভোগবতী (৭) অবন্তী (৮) বিজয়া এই অষ্ট নগরী উক্ত নামে আখ্যাত অষ্ট দৃষ্টিবলেই উৎপন্ন। ইহা গূঢ়ার্থ। স্পষ্টার্থ যথা—দেবি! তোমার কমনীয় দৃষ্টি বিশালা, মঙ্গলময়ী, ইন্দীবরের অযোধ্যা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতীতা; (তোমার দৃষ্টি) করুণা-ধারার আশ্রয়, অনির্ব্বচনীয় মধুরতা-পূর্ণা আভোগবতী—(দীর্ঘ) ভক্তরক্ষিণী ও বহুনগরশ্রীসমাবেশে শোভমানা। মনে হয়, তোমার দৃষ্টি হইতেই এই সব নগরীর নামব্যবহার হইয়াছে॥ ৪৯॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বিশালা ইতি। তব দৃষ্টির্ব্বিজয়তে সর্ব্বেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা? বহুনগরবিস্তারবিজয়া। এতেন বিপুলনগরাণাং বিততেরপি তব দৃষ্টের্বিততির্গরীয়সীতি ভাবঃ। তথা চ ধরণিঃ,—বহু স্যাৎ ত্র্যাদিসংখ্যাসু বিপুলেঽপ্যভিধেয়বৎ। তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা তেষাং বিপুলনগরাদীনাং নামভিস্তব দৃষ্টের্ব্যবহারোঽপি যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ বিশালেত্যাদি। তব দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা? বিশালা দীর্ঘা, নগর্য্যপি বিশালানাম্নী। দৃষ্টিঃ কল্যাণগুণযুক্তা, নাম্না নগর্য্যপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ স্ফুটরুচির্ব্যক্তকান্তিঃ নগর্য্যপি স্ফুটরুচিনাম্নী। দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেম্বসদৃশী। নগর্য্যপি অযোগ্যা-নাম্নী চীনদেশোদ্ভবা। অযোধ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নীলেন্দীবরদলৈরযোধ্যা যোদ্ধুমশক্যা অর্থাৎ অজেয়া। নগর্য্যপি অযোধ্যানাম্নী। দৃষ্টিঃ কৃপাপারাবারা কৃপাসিন্ধুরূপা। নগর্য্যপি কৃপাপারাবারানাম্নী। বারাপদেন বারাণসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ। অথবা কৃপাপদেন কৃপাবতী পারা হারাবত্যাখ্যা বারা বারাণসী। দৃষ্টির্ম্মধুরা মনোহারিণী। নগর্য্যপি মধুরানাম্নী। মধুনা রাজ্ঞা রাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মথুরা উপলক্ষ্যতে। তথা চ মধুপুরীতি সর্ব্বত্র খ্যাতা। দৃষ্টির্ভোগলতিকা কল্পদ্রুমরূপা। নগর্য্যপি ভোগলতিকা-নাম্নী। দৃষ্টিরবন্তী ভক্তরক্ষণ-পরা। নগর্য্যপি অবন্তীনাম্নী। অতএবাত্র ছলোক্ত্যা শব্দচিত্রালঙ্কারঃ সূচিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ।—জননি! তোমার দৃষ্টি বহুনগরসমূহের বিস্তারকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্ণা। এই কারণ তোমার দৃষ্টি বিশালা অর্থাৎ সুদীর্ঘা। এই জন্য বিশালানাম্নী একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; এই হেতু কল্যাণী নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে ঃ তোমার দৃষ্টি স্ফুটরুচি অথবা নির্ম্মলকান্তি; এই কারণ স্ফুটরুচি নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভূমণ্ডলে অযোগ্যা বা অসদৃশী; এই জন্য চীনদেশে অযোগ্যা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কৃপাপারাবারা অর্থাৎ কৃপাসাগরস্বরূপা; এই হেতু কৃপাপারা-নাম্নী এবং বারা অর্থাৎ বারাণসী নাম্নী নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি মধুরা অর্থাৎ মনোহারিণী; এই কারণে মধুরা (মথুরা) নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ-স্বরূপা; এই জন্য ভোগলতিকা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি অবন্তী অর্থাৎ ভক্তজনকে রক্ষা করিতেছে; এই হেতু অবন্তী নামে নগরীও প্রসিদ্ধা আছে। বোধ হয়, এই জন্যই বিশালা, কল্যাণী, স্ফুটরুচি, অযোগ্যা,

কৃপাপারা, বারাণসী, মধুরা (মথুরা), ভোগবতিকা ও অবন্তী নগরী ঐ সকল ব্যবহারের যোগ্যা হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং,
কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্।
অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্ট্বা তব নবরসাস্বাদতরলা-
বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ॥ ৫০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কবীনাং কবীশ্বরাণাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং সন্দর্ভঃ কাব্যসন্দর্ভঃ স এব স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরন্দে একং মুখ্যং রসিকং মুখ্যরসিকং কাব্যামৃতাস্বাদৈকরসিকমিত্যর্থঃ। কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ, কটাক্ষাবেব ব্যাক্ষেপৌ ব্যাজৌ যয়োস্তৌ, তৌ চ তৌ ভ্রমরকলভৌ চেতি সমাসঃ। ভ্রমরকলভৌ দ্বিরেফডিম্ভৌ। অত্র যদ্যপি কলভশব্দঃ করিডিম্ভবচনঃ, মহাকবিপ্রয়োগপ্রাচুর্য্যবশাৎ বিশেষস্য সামান্যে লক্ষণয়া ভ্রমরকলভাবিতি। কর্ণযুগলং কর্ণয়োঃ শ্রবণয়োঃ যুগ্মম্ অমুঞ্চন্তৌ রসাস্বাদলম্পটতয়া অত্যজন্তৌ দৃষ্ট্বা, তৃতীয়স্য নয়নস্য ঊর্দ্ধস্থিতত্বাৎ। তব নবরসাস্বাদতরলৌ নবরসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ নবত্বসংখ্যাযুক্তাঃ রসাঃ। নবরসঃ শাকপার্থিবাদিত্বাদুত্তরপদলোপঃ, অন্যথা "দ্বিগোঃ" ইতি ঙীপি কৃতে নবরসী ইতি স্যাৎ। নবরসানামাস্বাদে ভোগে তরলৌ লম্পটৌ। অসূয়াসংসর্গাৎ অসূয়া ঈর্ষ্যা তস্যাঃ সংসর্গঃ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ। অলিকনয়নং নিটিলনেত্রং কিঞ্চিদরুণং কিঞ্চিৎ কোপাদিবারুণম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং তব কর্ণযুগলং কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ নবরসাস্বাদতরলৌ অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্ট্বা অসূয়াসংসর্গাৎ অলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্।

অয়মর্থঃ—নয়নত্রয়মধ্যে দ্বয়োরমৃতপানে সিদ্ধে একস্য নয়নস্য অসূয়া যুজ্যতে। আকর্ণান্তনেত্রা ভগবতী ইতি বস্তুধ্বনিঃ। অত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ; শ্রবণয়োঃ * কাব্যামৃতাস্বাদসম্বন্ধাভাবেঽপি সম্বন্ধকথনাৎ। ভ্রমরকলভাবিত্যত্র অপহ্নবালঙ্কারঃ। যদ্বা—রূপকং, কটাক্ষব্যাক্ষেপঃ কটাক্ষাত্মতয়া অবস্থিতিরিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অতিশয়োক্ত্যন্তরমপি, ভ্রমরকলভয়োঃ মকরন্দাস্বাদাসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাৎ। কবিকৃতবস্তুকৃতসৌন্দর্য্যয়োরভেদাধ্যবসায়াৎ অতিশয়োক্ত্যন্তরমপি। ভ্রমরকলভয়োঃ

* নেত্রয়োঃ শ্রবণগত ইতি কল্যাণপুরমুদ্রিতকোশপাঠঃ।

মকরন্দাস্বাদাসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাৎ কবিকৃতবস্তুকৃতসৌন্দর্য্যয়োরভেদাধ্যবসায়াৎ অতিশয়োক্ত্যোরনুপ্রাণ্যানুপ্রাণকভাবঃ সম্বন্ধঃ। অপহ্নবস্তু অঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্কীর্ণঃ॥ ৫০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কবীনাম্ ইতি। তব অলিকনয়নং ললাটস্থং নয়নম্ অসূয়াসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাৎ ঈষদ্রক্তং জাতম্। কথমিত্যাহ;—কর্ণযুগলম্ অমুঞ্চন্তৌ অপরিত্যাগিনৌ কটাক্ষক্ষেপরূপভ্রমরশাবকৌ দৃষ্ট্বা। কর্ণযুগলং কিম্ভূতম্? কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং ব্রহ্মাদীনাং নানাগুণবিশিষ্ট-কাব্যরচনারূপপুষ্পগুচ্ছস্য শৃঙ্গারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তম্। ভ্রমরশাবকৌ কিম্ভূতৌ? নবরসাস্বাদতরলৌ অপূর্ব্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ। এতেন নয়নভৃঙ্গশাবকয়োঃ শ্রবণান্তগতয়া শ্রবণযুগলস্য কাব্যরসেন সরসতয়া চ স্বভাবরক্তস্যালিকনয়নস্য অসূয়াসংসর্গতানুমীয়তে॥ ৫০ ॥

অনুবাদ।—জননি! ব্রহ্মা প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপূর্ণ কবিতাসন্দর্ভরূপ সুমনোহর কুসুমগুচ্ছের নবরসে পরিপ্লুত তোমার শ্রবণযুগল দর্শন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষবিক্ষেপরূপ ভ্রমরশাবকযুগল ক্ষণমাত্রও তাহা পরিত্যাগ করিতেছে না; ইহা দেখিয়া তোমার ললাটস্থিত নয়ন হিংসা বশতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে॥ ৫০ ॥

শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা তদিতরমুখে * কুৎসনপরা,
সরোষা গঙ্গায়াং গিরিশনয়নে † বিস্ময়বতী।
হরাহিভ্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী, ‡
সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সকরুণা॥ ৫১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—শিবে সদাশিবে শৃঙ্গারার্দ্রা শৃঙ্গাররসেন আর্দ্রা আপ্লুতা। তদিতরজনে তস্মাৎ সদাশিবাৎ ইতরজনে তদ্বিষয়ে কুৎসনপরা বীভৎসরসাবিষ্টা। অত্র কুৎসনং বীভৎসরসাস্বাদনজন্যান্তঃকরণমুকুলীভাবঃ কার্য্যকারণয়োরভেদেন রসত্বেনোপচরিতঃ। সরোষা রৌদ্ররসাবিষ্টা, রোষস্য স্থায়িভাবস্য রসত্বোক্তিরূপচারাৎ। গঙ্গায়াং সপত্ন্যামিতি শেষঃ। গিরিশচরিতে ত্রিপুরবিজয়াদৌ বিস্ময়বতী অদ্ভুতরসাবিষ্টা। "গিরিশনয়নে" ইতি পাঠে তৃতীয়নয়নেনৈব মন্মথদহনম্, তাদৃশনয়ন এব ইদানীং সাকূতদর্শনমিত্যদ্ভুতমিতি ধ্যেয়ম্। হরাহিভ্যঃ হরস্য পরমেশ্বরস্য অহিভ্যঃ সর্পেভ্যঃ ভীতা ভয়রসাবিষ্টা সরসিরুহসৌভাগ্যজননী

* 'জনে' ইতি † 'চরিতে' ইতি ‡ 'জননী' ইতি চ ল পাঠঃ

সরসিরুহানাং সৌভাগ্যং রক্তিমা তস্য জননী উৎপাদিকা কোকনদকান্তিঃ, রক্তবর্ণা বীররসাবিষ্টেত্যর্থঃ। অত্র অনুভাবেন নয়নরক্তিমা বীররসো ধ্বনিতঃ। সখীষু বয়স্যাসু স্মেরা শুভ্রকনীনিকা। তত্রাপ্যনুভাবেন হাস্যরসো ধ্বন্যতে। তে তব ময়ি জননি! হে মাতঃ! দৃষ্টিঃ সকরুণা করুণরসাবিষ্টা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! তে দৃষ্টিঃ শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা, তদিতরজনে কুৎসনপরা, গঙ্গায়াং সরোষা, গিরিশচরিতে বিস্ময়বতী, হরাহিভ্যো ভীতা, সরসিরুহ-সৌভাগ্যজননী, সখীষু স্মেরা, ময়ি সকরুণা।

অত্র পরস্পরবিরুদ্ধানাং রসানাম্ একত্র নয়নে সমাবেশকথনাৎ বিরোধালঙ্কারঃ; অবস্থাভেদেন পরিহারাৎ তস্য বিরোধস্য আভাসত্বম্। তল্লক্ষণং—"বিরোধাভাসো বিরোধঃ" ইতি। বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসাঃ ভরতমতে—

শান্তস্য নির্ব্বিকারত্বান্ন শান্তং মেনিরে রসম্॥

ইতি শান্তস্য রসত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সংগৃহীতাঃ॥ ৫১॥

লক্ষ্মীধর-টীকার বিশেষাংশের অর্থ।—'গিরিশনয়নে' এই স্থলে 'গিরিশ-চরিতে' এবং তাহার অর্থ—গিরিশকৃত ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি। সেই দৃষ্টি আমাতে করুণরসযুক্তা হইতেছে—ইহা লক্ষ্মীধরসম্মত অর্থে বিশেষ কথা॥৫১॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শিবে ইতি। হে জননি! তব দৃষ্টি-র্ময়ি সানুকম্পাস্তু। কিম্ভূতা? শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা শৃঙ্গারপ্রতিপাদিকা। তদিতর-মুখে বীভৎসব্যঞ্জিকা। গঙ্গায়াং সরোষা রৌদ্রা সপত্নীভাবাৎ। শিবনেত্রে অদ্ভুত-রসসংযুক্তা। পদ্মগতসৌভাগ্যং জেতুং শীলমস্যাঃ পঙ্কজস্য সৌভাগ্যরূপদর্পনাশিনী-ত্যর্থঃ। এতেন বীরতা সূচিতা, সখীষু স্মেরা হাস্যযুক্তা। এতেন সর্ব্বরসসম্পূর্ণা তব দৃষ্টিরিতি ভাবঃ। নাট্যোক্তং শৃঙ্গারাদিনবরসম্। শান্তিরসো নোক্তঃ শৃঙ্গার-রসস্যাসমবায়িত্বাৎ। তদুক্তং পূর্ব্বগ্রন্থে,—"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন দ্বেষরাগৌ ন কদাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তিঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ, সর্ব্বেষু ভাবেষু চ সুপ্রমাণম্" ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ।—শিবে! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্দ্রা, পুরুষান্তরের প্রতি বীভৎসরস-প্রকাশিকা, হর-শিরোবিহারিণী গঙ্গাদেবীর প্রতি সপত্নীভাবপ্রযুক্ত সরোষা, গিরিশনয়নে সবিস্ময়া অর্থাৎ অদ্ভুতরসসংযুক্তা, শিব-শরীরস্থিত ভুজঙ্গদর্শনে ভীতা, প্রফুল্লকমলসৌন্দর্য্যজয়িনী অর্থাৎ বীররসযুক্তা ও সখীগণের প্রতি হাস্যরসযুক্তা, জননি! তোমার সেই দৃষ্টি আমার প্রতি করুণ-রসযুক্ত হউক ॥ ৫১ ॥

গতে কর্ণাভ্যর্ণং গরুত ইব পক্ষ্মাণি দধতী,
পুরাং ভেত্তুশ্চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে।
ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে,
তবাকর্ণাকৃষ্টস্মর-শরবিলাসং কলয়তঃ ॥ ৫২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—গতে প্রাপ্তে কর্ণাভ্যর্ণং কর্ণয়োঃ সমীপং গরুত ইব কঙ্কপত্রাণীব পক্ষ্মাণি দধতী। পুরাং পুরাণাং ভেত্তুঃ ভেদকস্য চিত্ত-প্রশমরসবিদ্রাবণফলে চিত্তেঽন্তঃকরণে প্রশমরসঃ নৈস্পৃহ্যমিত্যর্থঃ, তস্য বিদ্রাবণং বিনাশনং শৃঙ্গাররসোৎপাদনমিতি যাবৎ, তদেব ফলং প্রয়োজনং যয়োস্তে চিত্ত-প্রশমরসবিদ্রাবণফলে। অত্র ফলশব্দেন অধ্যবসিতেন অয়োময়ী বাণাগ্রসূচী কথ্যতে। ইমে হৃদয়াম্বুজে, পরিদৃশ্যমানে নেত্রে নয়নে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংস-কলিকে! গোত্রা ভূমিঃ, ধরতীতি ধরঃ পচাদ্যচ্, গোত্রায়াঃ ধরো গোত্রাধরঃ, অন্যথা গোত্রাং ধারয়তীতি বিগ্রহে কর্ম্মণ্যণি প্রাপ্তৌ গোত্রাধারঃ, ইতি স্যাৎ— অনেনৈবাভিপ্রায়েণ শক্তিধরঃ ইত্যত্র শক্তেঃ ধরঃ শক্তিধরঃ ইত্যুক্তং ক্ষীরস্বামিনা গোত্রাধরপতিঃ হিমবান্ তস্য কুলোত্তংসকলিকা কোরকঃ তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। তব ভবত্যাঃ আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কর্ণপর্য্যন্তমাকৃষ্টয়োঃ স্মরশরয়োঃ মন্মথবাণয়োঃ বিলাসং সৌভাগ্যং কলয়তঃ কুরুতঃ। লট্ পরস্মৈপদদ্বিবচনান্তম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে! তব ইমে নেত্রে কর্ণাভ্যর্ণং গতে পক্ষ্মাণি গরুত ইব দধতী পুরাং ভেত্তুঃ চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ।

অয়মর্থঃ—পঞ্চবাণস্য স্ত্রীণাং কটাক্ষঃ ষষ্ঠো বাণঃ। পঞ্চবাণ ইতি প্রসিদ্ধিঃ প্রাচুর্য্যাভিপ্রায়েণ। কটাক্ষাত্মকবাণো বাণপঞ্চকতুল্য ইতি ন ষড়্বাণ ইতি ব্যবহারঃ।

অত্র নিদর্শনালঙ্কারঃ; স্মরশরবিলাসসদৃশবিলাসকরণপ্রতিভানাৎ প্রতিবিম্বা-ক্ষেপাৎ ॥ ৫২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—গতে ইতি। হে ধরণিধররাজকুল-শিরোভূষারূপকলিকে! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ ধত্তঃ। শরসাধর্ম্ম্যমাহ।—গরুতঃ পক্ষানিইব পক্ষ্মাণি দধতী। পুনঃ কিম্ভূতে? কর্ণবিবরং প্রাপ্তে। পুনঃ কিম্ভূতে? পুরাং ভেত্তুঃ শম্ভোশ্চিত্তপ্রশমরসস্য শান্তিরসস্য বিদ্রাবণং

দূরীকরণং ফলং যয়োঃ এতেন শম্ভোর্যোগভঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভূতে ইতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তুমি গিরিরাজবংশের শিরোভূষণরূপ কুসুম-কলিকা। জননি! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নদ্বয় শরস্থিত পক্ষিপক্ষের ন্যায় পক্ষ্মযুগল ধারণ করিয়াছে। এই নয়নযুগল হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শান্তিরস বিদ্রাবিত হইয়াছে, অতএব তোমার নয়নদ্বয় আকর্ণ-আকৃষ্ট কন্দর্পশরের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই নয়নযুগল কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট কন্দর্পশরের অনুরূপ হইয়া সমাধিস্থিত যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥

বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত- * নীলাম্বুজতয়া,
বিভাতি ত্বন্নেত্রত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে।
পুনঃ স্রষ্টুং দেবান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রানুপরতান্,
রজঃ সত্ত্বং বিভ্রত্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্ ॥ ৫৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং বিভক্তং পরস্পরাসঙ্কীর্ণং ত্রৈবর্ণ্যং ত্রয়ো বর্ণাঃ সিতাসিতরক্তাঃ যস্যেতি বহুব্রীহিঃ, স্বার্থে ষ্যঞ্। মহাভাগ্য-পুরুষাণাং নয়নে রক্তরেখাঃ সন্তি, নয়নগোলদ্বয়ং শ্বেতম্। যদ্যপি কনীনিকা নীলা, তৃতীয়নয়নে কনীনিকায়াঃ নৈল্যাভাবাৎ ইত্যাহ—ব্যতিকরিতলীলাঞ্জনতয়া ইতি। ব্যতিকরিতং সংবলিতং লীলার্থং বিলাসার্থং ধৃতম্ অঞ্জনং যস্য তৎ তস্য ভাবস্তত্তা তয়া তৃতীয়নয়নগোলস্য শ্বৈত্যমঙ্গীকৃত্যোক্তম্। বিভাতি বিরাজতে ত্বন্নেত্রত্রিতয়ং তব নেত্রাণাং ত্রিতয়ম্ ইদং পরিদৃশ্যমানং ঈশানদয়িতে ঈশানস্য মহাদেবস্য দয়িতা প্রেয়সী তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। পুনঃ স্রষ্টুং গতব্রহ্মাণ্ডানন্তরমস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে ভূয়ো নির্ম্মাতুং দেবান্ দেবনধর্ম্মযুক্তান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রানুপরতান্ আত্মনি বিলীনান্ রজঃ রজোগুণঃ সত্ত্বং সত্ত্বগুণঃ বিভ্রৎ দধৎ তমঃ তমোগুণঃ ইতি এবং গুণানাং সত্ত্বরজস্তমঃসংজ্ঞিকানাং ত্রয়ং ত্রিতয়ম্ ইব।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ঈশানদয়িতে! ইদং ত্বন্নেত্রত্রিতয়ং ব্যতিকরিত-লীলাঞ্জনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ উপরতান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রান্ দেবান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ-সত্ত্বং তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিব বিভ্রৎ বিভাতি।

অত্র সত্ত্বগুণঃ শ্বেতবর্ণঃ রজোগুণো রক্তবর্ণঃ তমোগুণো নীলবর্ণঃ ইতি কবি-প্রসিদ্ধিঃ। তম ইতি নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্ম্মণি ন কর্ম্মবিভক্তিঃ; পরিগণনস্য

* 'ত্রৈবর্ণ্যং ইতি ব্যতিকরিতলীলাঞ্জন' ইতি চ ল পাঠঃ।

প্রায়িকত্বাদিতি নিপাতেতিশব্দেনাভিধানাৎ রজঃসত্ত্বতমঃশব্দাঃ প্রথমান্তাঃ। যদ্বা—দ্বিতীয়ান্তাঃ; নিপাতাভিধানস্য প্রায়িকত্বাৎ। যথোক্তং বাগ্‌ভটেন :—

হিংসাস্তেয়ান্যথাকামং পৈশুন্যপরুষানৃতম্।
সংভিন্নালাপং ব্যাপাদমভিধ্যাং দৃগ্বিপর্য্যয়ম্॥
পাপং কর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্‌মানসৈস্ত্যজেৎ।

ইতি। অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ; নয়নগতস্য শ্বেতরক্তনীলরেখাত্রিতয়স্য সত্ত্বরজস্তমোগুণত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। অত্র ভগবত্যাঃ নয়নাঞ্জনদর্শনাদেব সৃষ্টিস্থিতিলয়া ইতি মহানতিশয়ো ধ্বন্যত ইত্যলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ॥ ৫৩॥

লক্ষ্মীধর-টীকার বিশেষাংশের অর্থ।—'নীলা-গৃহীত অঞ্জন-মিশ্রণে শ্বেতরক্ত নয়নের তিন বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে। নিম্নস্থ 'অনুবাদ' হইতেই অপর অংশের অর্থ জ্ঞাতব্য, তাৎপর্য্য হইতে নহে॥ ৫৩॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বিভক্ত ইতি। হে ঈশানদয়িতে! বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিতনীলাম্বুজতয়া ইদং ত্বন্নেত্রত্রিতয়ং বিভাতি। বিভক্তেন ত্রৈবর্ণ্যেন ব্যতিকরিতং বিক্ষিপ্তং নীলাম্বুজং যেন। তত্রোৎপ্রেক্ষতে, উপরতান্ প্রলয়ে নষ্টীভূতান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ সত্ত্বং তম ইতীদং গুণানাং ত্রয়ং বিভ্রদিব। বিভক্তত্রৈবর্ণ্যমিতি ব্যতিকরিতলীলাঞ্জনতয়েতি চ কুত্রাপি পাঠঃ। নেত্রত্রিতয়ং কিম্ভূতম্? ব্যতিকরিতলীলাঞ্জনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপতয়া স্বভাবশুক্লরক্তানাং লীলাঞ্জন-সম্পর্কাৎ বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ অতএব গুণানাং ত্রয়ং বিভ্রদিত্যুপপদ্যতে। সত্ত্বং শুক্লং দক্ষিণাক্ষি। রক্তং বামাক্ষি। তমো নীলমঞ্জনাভং ললাটাক্ষি। এতৎ পরশ্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি। এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামপি কারণমিতি ভাবঃ॥ ৫৩॥

অনুবাদ।—হে ঈশানদয়িতে! শ্বেত, লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয় সুবিভক্ত থাকাতে তোমার এই নয়নত্রয় নীলপদ্মের শোভাকে পরাভূত করিয়াছে। অনুমিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই তিন দেবতাকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন এই নয়নত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ধারণ করিতেছে॥ ৫৩॥

তাৎপর্য্য।—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কথিত আছে, সত্ত্বগুণ শুক্লবর্ণ; ইহা ভগবতীর দক্ষিণ-নেত্র। রজোগুণ রক্তবর্ণ; ইহা দেবীর বাম-নয়ন। তমোগুণ অঞ্জনসদৃশ নীল; ইহা ভগবতীর তৃতীয় (ললাটস্থ) লোচন॥৫৩॥

পবিত্রীকর্ত্তুং নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে,
দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্যামরুচিভিঃ।
নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবমমুং,
ত্রয়াণাং তীর্থানামুপনয়সি সম্ভেদমনঘে * ॥ ৫৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—এতদেব ত্রৈবর্ণ্যং পুনরুৎপ্রেক্ষতে—পবিত্রীকর্ত্তুম্ অপবিত্রান্ পবিত্রান্ কর্ত্তুং "অভূততদ্ভাবে সংপদ্যকর্ত্তরি চ্বিঃ।" নঃ অস্মান্ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে পরায়ত্তচিত্তে! দয়ামিত্রৈঃ দয়ার্দ্রৈঃ নেত্রৈঃ অরুণধবলশ্যামরুচিভিঃ প্রত্যেকমিতি শেষঃ। নদঃ পুংপ্রবাহঃ শোণঃ হিরণ্যবাহুঃ স তু রক্তবর্ণঃ গঙ্গা ভাগীরথী শ্বেতবর্ণা তপনতনয়া কালিন্দী নীলবর্ণা ইতি কবিপ্রসিদ্ধিঃ। ইতি এবং ধ্রুবং সত্যম্ অমুং পরিদৃশ্যমানং ত্রয়াণাং তীর্থানাং জলাবতারাণাং সম্ভেদং নদীসঙ্গমম্ উপনয়সি সম্পাদয়সি অনঘং অঘাপনোদকম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে! দয়ামিত্রৈঃ অরুণধবলশ্যামরুচিভিঃ নেত্রৈঃ শোণো নদো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাম্ অমুম্ অনঘং সম্ভেদং নঃ পবিত্রীকর্ত্তুম্ উপনয়সি ধ্রুবম্। ভক্তবৎসলত্বাদ্দেব্যা ইতি ভাবঃ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, স্বভাবসিদ্ধস্য নয়নগতরেখাত্রিতয়স্য সিতাসিতরক্তবর্ণাত্মকস্য গঙ্গাযমুনাশোণসঙ্গমত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ॥ ৫৪ ॥

অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা।—পবিত্রীতি। হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে! হে শিবায়ত্তচিত্তে! নোঽস্মান্ পবিত্রীকর্ত্তুং সকরুণৈর্নেত্রৈর্নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাং সম্ভেদমুপনয়সি ধ্রুবং তীর্থত্রয়ং প্রত্যক্ষীকরোষীত্যর্থঃ। অতএব হে অনঘে! ইতি সম্বোধনমুপপন্নম্। যস্যা নয়নেষু তীর্থানি প্রত্যক্ষীভূতানি, তস্যা অনঘত্বে কুত আশ্চর্য্যম্। নেত্রৈঃ কিম্ভূতৈঃ? অরুণধবলশ্যামকান্তিভিস্তীর্থত্রয়ৈর্লোকান্ পুনাসীত্যর্থঃ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! তোমার হৃদয় পশুপতি কর্ত্তৃক আয়ত্তীকৃত এবং তুমি নির্ম্মলা ('তুমি নির্ম্মলা' এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্মত নহে)। তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণবিভূষিত রক্ত, শ্বেত ও শ্যামবর্ণ লোচনত্রয় দ্বারা শোণ নদ, গঙ্গা ও যমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের একত্র ('পাপাপহ' এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্মত) সমাগম সম্পাদন করিতেছ॥ ৫৪ ॥

* 'মনঘম্' ইতি ল।

তবাপর্ণে, কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতাঃ,
নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ।
ইয়ঞ্চ শ্রীর্ব্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং,
জহাতি প্রত্যূষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তব ভবত্যাঃ অপর্ণে! পার্ব্বতি! কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতাঃ কর্ণেজপে কর্ণসমীপং সদা গতে নয়নে তাভ্যাং যৎ করিষ্যমাণং পৈশুন্যং পিশুনভাবঃ মর্ম্মোদ্‌ঘাটনং তস্মাচ্চকিতাঃ নিলীয়ন্তে আকারগোপনেন স্থিতাঃ ইত্যর্থঃ তোয়ে উদকে নিয়তং নিশ্চয়ঃ অনিমেষাঃ নিমেষরহিতাঃ শফরিকাঃ মীনযোষিতঃ। ইয়ং চ পরিদৃশ্যমানা নেত্রগতা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং বদ্ধং সংকলিতং ছদপুটা এব কবাটং যস্য তৎ কবাটসঙ্ঘটিতগৃহমিব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কুবলয়ম্ ইন্দীবরং জহাতি ত্যজতি। প্রত্যূষে উষঃকালে নিশি চ রাত্রৌ চ বিঘটয্য প্রবিশতি সংবিশতি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতাঃ শফরিকা অনিমেষাস্তোয়ে নিলীয়ন্তে নিয়তম্। কিংচ—ইয়ং চ শ্রীঃ বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং প্রত্যূষে জহাতি নিশি চ তৎ বিঘটয্য প্রবিশতি।

অয়মর্থঃ—লোকে নেত্রসমং বস্তু শফরিকা ইন্দীবরাণীতি, এতদ্-দ্বয়সমং নেত্রমিতি চ সুপ্রসিদ্ধম্। উভয়োঃ সাম্যম্ অত্র কবিরুৎপ্রেক্ষতে নেত্রসৌভাগ্যং শফরিকাসু ইন্দীবরেষু চ বর্ত্ততে। তৎসৌভাগ্যমাহর্ত্তুকামং নেত্রদ্বয়ং তত্র পৈশুন্যং করোতীতি।

অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শফরিকাণাং জলাধিবাসঃ, অনিমেষত্বং চ স্বভাবসিদ্ধম্, তদন্যথাত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অতিশয়োক্তিঃ; নেত্রলক্ষ্ম্যাঃ নেত্রং বিহায় ইন্দীবরেষু ভক্ত্যাতিশয়াৎ রাত্রৌ তদ্রক্ষণার্থং তদ্‌গর্ভান্তর্ব্বর্ত্তিত্বং, দিবা তদ্বিহায় নেত্রবর্ত্তিত্বম্ অসম্ভবীতি অসম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ। ইন্দীবরস্য রাত্রৌ বিকাশঃ স্বভাবসিদ্ধঃ, দিবা মুকুলীভাবশ্চ। এতদ্-দ্বয়স্য লক্ষ্মীকৃতত্বাসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাৎ অতিশয়োক্ত্যন্তরম্। উভয়োরসুসৃষ্টিঃ অসুসৃষ্টিলক্ষণং পূর্ব্বমেবোক্তম্। অত্র ইন্দীবরস্য রাত্রৌ বিকাশঃ নেত্রদ্বয়স্য দিবা বিকাশঃ। অতশ্চ দিবা লক্ষ্মীঃ নেত্রে বসতি, রাত্রৌ কুবলয়ে। এবং লক্ষ্মীঃ নক্তংদিবমুভয়ত্রৈব চরতি নান্যত্রেতি। শফরীপ্রভৃতীনাং লোকে নেত্রোপমবস্তূনাং ভগবতীনেত্রতুল্যতা নাস্তীতি শফরিকাণামুদকমধ্যবিলীনত্বমেব যুক্তমিতি কাব্যলিঙ্গধ্বনিরিত্যলঙ্কারেণালঙ্কারধ্বনিঃ ॥ ৫৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপয়োঃ কর্ণগামিনোর্নয়নয়োঃ পৈশুন্যেন চকিতাঃ, অসদৃশেষাস্মু বিরুদ্ধমাচরিষ্যত ইতি ভীতাঃ শফরিকাঃ প্রোষ্ঠ্যঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবন্তি। কর্ণেজপ্যত্বেনানয়োঃ খলত্বং স্পষ্টীভূতম্। অন্যেঽপি ভীতা অনিমেষা ভবন্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মৎস্যানাং অনিমেষত্বে ভীতিঃ কারণম্। ইয়ঞ্চ শ্রীঃ প্রত্যক্ষীভূতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। কীদৃশম্? বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং অন্যোন্যাশ্লিষ্টং পত্রপুটং কবাটং যস্য। নিশি রাত্রৌ বিঘটয্য দূরীকৃত্য প্রবিশতি। অন্যেঽপি ভীতাঃ কবাটং দত্ত্বা পলায়ন্তে, রাত্রৌ কবাটং দূরীকৃত্য গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোক্য কুবলয়শোভা জাতলজ্জা সতী লোকদর্শনভিয়া দিবসং কুত্রাপি গময়িত্বা রাত্রৌ গৃহমাগচ্ছতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।—হে অপর্ণে! তোমার কর্ণান্তগামী নয়নযুগলের পিশুনতা (কুটিলতা) দর্শনে ভীত শফরী মৎস্যগণ নিমেষশূন্য হইয়া নিরন্তর সলিলমধ্যে বিলীন হইয়া রহিয়াছে এবং তোমার নয়নশোভা দর্শনে রাত্রিবিকাশী জলজ কুবলয়ের শোভাও প্রভাতসময়ে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রপুটরূপ কবাটসমুদায় রুদ্ধ করিয়া (কুবলয়রূপ) নিজ আবাস-ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে; নিশাকাল উপস্থিত হইলে ঐ পত্রপুটরূপ কবাট উদ্‌ঘাটন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী,
তবেত্যাহুঃ সন্তো ধরণিধররাজন্যতনয়ে।
ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ,
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—নিমেষঃ নাম পক্ষ্মণাং মুকুলীভাবঃ অত্র উন্মেষঃ নাম নয়নে পক্ষ্মবিকাশঃ তাভ্যাং যথাক্রমং প্রলয়ং সংহারম্ উদয়ম্ উদ্ভবং যাতি প্রাপ্নোতি জগতী তব ভবত্যাঃ ইতি এবং আহুঃ ব্রুবতে। "ব্রুবঃ পঞ্চানামাদিতঃ" ইত্যাদিনা আহাদেশঃ। সন্তঃ সৎপুরুষাঃ ব্যাসাদয়ঃ। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদিমতে জ্ঞানব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়াভাবাৎ নিমেষোন্মেষাভ্যামিত্যুক্তেরাঞ্জস্যমিতি ধ্যেয়ম্। ধরণিধররাজন্যতনয়ে! হিমাচলপুত্রিকে! ত্বদুন্মেষাৎ তব পক্ষ্মস্পন্দাৎ জাতং জগৎ ভুবনম্

ইদং পরিদৃশ্যমানম্ অশেষং কৃৎস্নং প্রলয়তঃ মহাসংহারাৎ পরিত্রাতুং রক্ষিতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাঃ তিরস্কৃতাক্ষিস্পন্দাঃ তব দৃশঃ নয়নানি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—ধরণিধররাজন্যতনয়ে! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং জগতী প্রলয়মুদয়ং চ যাতীতি সন্তঃ আহুঃ। অতঃ ত্বদুন্মেষাৎ জাতম্ অশেষং ইদং জগৎ প্রলয়তঃ পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেষাঃ ইতি শঙ্কে।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ। দেবতানামনিমেষত্বং স্বভাবসিদ্ধং; তচ্চ জগৎসংরক্ষণার্থমিতি ফলত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ফলোৎপ্রেক্ষা। তত্র নিমেষোন্মেষদশায়াং তৌ জগদুৎপত্তিলয়াবিতি, দেব্যাঃ মহিমা অবাঙ্‌মনসগোচর ইতি বস্তু ধ্বন্যতে। অতঃ অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥*

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নিমেষ ইতি। হে ধরণিধর-রাজন্য-তনয়ে! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুষোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ং উদয়ঞ্চ যাতি ইতি জ্ঞানিনো বদন্তি। অতস্ত্বদুন্মেষাজ্জাতম্ ইদং জগৎ প্রলয়তঃ পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেষা ইত্যহং শঙ্কে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ।—হে ধরণিধররাজন্যতনয়ে! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয়, তোমার নয়ন নিমেষ-পরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

দৃশা দ্রাঘীয়স্যা দর-দলিত-নীলোৎপল-রুচা,
দবীয়াংসং দীনং স্নপয় কৃপয়া মামপি শিবে।
অনেনায়ং ধন্যো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা,
বনে বা হর্ম্ম্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥ ৫৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—দৃশা কটাক্ষদৃষ্ট্যা দ্রাঘীয়স্যা দীর্ঘতরয়া দর-দলিতনীলোৎপলরুচা দরদলিতমীষৎ বিকসিতং নীলোৎপলম্ ইন্দীবরং তস্যেব রুচির্যস্যাঃ তয়া দবীয়াংসং দূরবর্ত্তিনম্। দূরশব্দস্য "স্থূলদূর" ইত্যাদিনা সূত্রেণ যণো লোপঃ পূর্ব্ববর্ণস্য গুণে কৃতে অবাদেশে কৃতে সিদ্ধং রূপং দবীয়ানিতি

---

* শ্লোকাঙ্কঃ। ৫৫ নং মুঃ পুঃ।

ঈয়সুন্‌প্রত্যয়ান্তম্। দীনং দরিদ্রং স্নপয় স্নপনং কুরু। কৃপয়া দয়য়া মামপি ইতরজনসাধারণ্যমপিশব্দার্থঃ। শিবে! মঙ্গলাত্মিকে! অনেন এতাবন্মাত্রেণ স্নপনেনাপি অয়ং জনঃ অহমিত্যর্থঃ। ধন্যো ভবতি কৃতার্থো ভবতি, ন চ তে তব হানিঃ দ্রব্যনাশঃ ইয়তা সাধারণদর্শনমাত্রেণ। বনে বা অরণ্যে বা হর্ম্ম্যে প্রাসাদে বা সমকরনিপাতঃ সমং তুল্যং যথা ভবতি তথা করাণাং কিরণানাং নিপাতঃ ব্যাপনং যস্য সঃ তথোক্তঃ হিমকরঃ শীতরশ্মিঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে শিবে! দ্রাঘীয়স্যা দরদলিতনীলোৎপলরুচা দৃশা দবীয়াংসঞ্চ দীনং মামপি কৃপয়া স্নপয় অয়ম্ অনেন ধন্যো ভবতি। ইয়তা তে হানির্ন চ। তথা হি—হিমকরঃ বনে বা হর্ম্ম্যে বা সমকরনিপাতো হি।

স্বচ্ছান্তঃকরণানাং সর্ব্বসাধারণ্যং স্বভাবসিদ্ধমিতি ভাবঃ।

অর্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কারঃ; সামান্যেন বিশেষসমর্থনাৎ। (দৃষ্টান্ত ইতি তু সং) সর্ব্ব-সাধারণ্যদর্শনং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বে হেতুরিতি নাত্মীয়তাদর্শনাপেক্ষা অস্তীতি ধ্বনিঃ॥৫৭॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—দৃশা ইতি। হে শিবে! হে কল্যাণ-দায়িনি! দবীয়াংসং দূরস্থং মাং কৃপয়া দ্রাঘীয়স্যা দীর্ঘতরয়া দৃশা স্নপয় পবিত্রী-কুরু। দ্রাঘীয়স্যা ইত্যনেন দূরস্থস্যাপি স্নপনযোগ্যতা সূচিতা। মাং কিম্ভূতম্? দীনং সংসারদুঃখসন্তপ্তম্। দৃশা কিম্ভূতয়া? ঈষদ্বিকসিতনীলাম্বুজকান্ত্যা। এতেন তাপহরণযোগ্যতা সূচিতা। অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জনো ধন্যঃ কৃতার্থো ভবতি। ইয়তা এবম্ভূতেন কর্ম্মণা তবাপি কিঞ্চিৎ হানির্নাস্তি। অর্থান্তরো-পন্যাসেন তদেব দ্রঢ়য়তি বনে ইতি। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে। হিমকরশ্চন্দ্রঃ বনহর্ম্ম্যয়োঃ সমকরনিপাতো ভবতি। অত্র সুধাকরাদিশব্দেষু সৎসু হিমকরশব্দন্যাসস্তাবঃ। হিমকরোঽপি লোকানাং পীড়াকরোঽপি পক্ষপাতং ন করোতি, ত্বন্তু শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্রী, অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো নোচিত ইতি॥ ৫৭॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তুমি তোমার ভক্তদিগকে কল্যাণ প্রদান করিয়া থাক। আমি সংসারতাপে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমি সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি কৃপা করিয়া তোমার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপল-সদৃশ সুস্নিগ্ধ ও সুদীর্ঘতর দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর। তুমি কৃপা-দৃষ্টি করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হইবে না। জননি! হিমকর বন ও হর্ম্ম্য সর্ব্বত্রই সমভাবে নিজ ময়ূখমালা বর্ষণ করিয়া থাকেন॥ ৫৭॥

অরালং * তে পালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে,
ন কেষামাধত্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্।
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য বিলসন্,
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্ ॥ ৫৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—অরালং কুটিলং তে পালীযুগলং কর্ণযুগল-নয়নযুগলয়োর্মধ্যম্ অগরাজন্যতনয়ে! নগেন্দ্রতনয়ে! ন কেষামাধত্তে সর্ব্বেষাং করোত্যেব। কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকং মন্মথচাপসৌভাগ্যং তিরশ্চীনঃ তির্য্যক্-প্রসারিতঃ যত্র পালীযুগলে শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য কর্ণান্তিকং প্রাপ্য বিলসন্ স্ফুরন্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ অপাঙ্গস্য কটাক্ষস্য ব্যাসঙ্গঃ দৈর্ঘ্যং দিশতি করোতি শরসন্ধানধিষণাং শরসন্ধানস্য বাণসংযোজনস্য ধিষণাং বুদ্ধিং তদ্‌ভ্রান্তিং সংহিতশরধিষণামিতি যাবৎ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে অগরাজন্যতনয়ে! তে পালীযুগলমরালং কুসুমশর-কোদণ্ডকুতুকং কেষাং নাধত্তে। যদ্‌যস্মাৎ যত্র তিরশ্চীনঃ বিলসন্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য শরসন্ধানধিষণাং দিশতি।

অত্র ভ্রান্তিমদলঙ্কারঃ; অপাঙ্গে সংহিতশরভ্রান্তেরুত্থানাৎ। পালীযুগলে কুসুমশরকোদণ্ডবুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা সংশয়পূর্ব্বিকেতি সন্দেহালঙ্কার এব। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৫৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—হে পর্ব্বতরাজকন্যে! তব কুটিলং পালীযুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্। "পালী কর্ণলতাগ্রে তু পংক্তাবঙ্কপ্রদেশয়োঃ" ইতি ধরণিঃ, কেষাং মনসি কন্দর্পধনুঃ-কৌতুকং ন আধত্তে। ভ্রূপালীতি পাঠে ভ্রুবোরঙ্কপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ। যত্র তির্য্যক্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণ-পথমুল্লঙ্ঘ্য শরসন্ধানবুদ্ধিং দিশতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।—হে পর্ব্বতরাজকন্যে! তোমার বঙ্কিম কর্ণপালী-যুগল কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে? অপাঙ্গে পরিমিলিত তির্য্যক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপথ-লঙ্ঘনে ইহার সমীপবর্ত্তী; বোধ হইতেছে যেন, অনঙ্গ (মন্মথারি শম্ভুকে মোহিত করিবার জন্যই) আকর্ণ শরসন্ধান করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

* 'অরালং ভ্রূ' ইতি পাঠঃ কাচিৎকঃ

স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং, *
চতুশ্চক্রং শঙ্কে † তব মুখমিদং মান্মথরথম্।
যমারুহ্য দ্রুহ্যত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং,
মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে স্বং জিতবতে ‡॥ ৫৯॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাটঙ্কযুগলং স্ফুরন্তৌ চ তৌ গণ্ডাভোগৌ চ গণ্ডস্থলে চ দর্পণবন্নির্ম্মলাবিত্যর্থঃ। তত্র প্রতিফলিতং প্রতিবিম্বিতং তাটঙ্কযুগলং যস্য সঃ তং চতুশ্চক্রং চত্বারি চক্রাণি রথচরণানি যস্য তং চতুশ্চক্রং মন্যে শঙ্কে তব ভবত্যাঃ মুখম্ আস্যম্ ইদং হৃদয়কমলে পরিদৃশ্যমানং মন্মথরথং মদনস্য স্যন্দনং যং রথম্ আরুহ্য অধিষ্ঠায় দ্রুহ্যতি অপরাধ্যতি বিধ্যতীতি যাবৎ। অবনিরথং ভূমিরথম্ অর্কেন্দুচরণং অর্কেন্দু সূর্য্যচন্দ্রৌ দ্বাবেব চরণৌ যস্য সঃ মহাবীরঃ চতুশ্চক্ররথারোহণমহিম্না অপ্রতিহতপ্রতাপঃ মারঃ মন্মথঃ প্রমথপতয়ে ত্রিপুরান্তকায় সজ্জিতবতে সজ্জং কুর্ব্বতে সন্নদ্ধং কুর্ব্বতে ইত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব ইদং মুখং স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাটঙ্কযুগলং চতুশ্চক্রং মন্মথরথং মন্যে। যমারুহ্য মারঃ মহাবীরঃ সন্ অবনিরথমর্কেন্দুচরণং সজ্জিতবতে প্রথমপতয়ে দ্রুহ্যতি। "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাঽসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ" ইতি চতুর্থী।

অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ; ভগবত্যাঃ মুখস্য রথত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আরোহণস্য মহাবীরত্বসম্পাদকত্বকথনাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ। পরমেশ্বরস্য মন্মথেন সার্দ্ধং যুদ্ধসন্নাহাসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাদতিশয়োক্তিঃ। কাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্ত্যোরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। উৎপ্রেক্ষায়াস্তু কাব্যলিঙ্গং প্রত্যনুপ্রাণকত্বৈব, ন সংসৃষ্টিঃ, নাপি সঙ্করঃ ইতি ধ্যেয়ম্। পৃথক্স্থিত্যা উপকারকমনুপ্রাণকম্। অপৃথক্স্থিত্যা প্রয়োজকম্ অনুসর্জ্জনম্। পৃথক্স্থিত্যা প্রযোজকমঙ্গম্। এতদ্বিলক্ষণা সংসৃষ্টিরিত্যালঙ্কারিকমতরহস্যম্। এতচ্চ পূর্ব্বমুক্তমপি স্পষ্টার্থং পুনঃ প্রতিপাদিতমিতি॥ ৫৯॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—স্ফুরদিতি। তব মুখম্ চতুশ্চক্রম্ মন্মথরথম্ ইতি শঙ্কে। চক্রসঙ্গতিমাহ,—কিন্তুতং মুখম্। স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং স্ফুর্জ্জমানগণ্ডাভোগয়োঃ প্রতিবিম্বিতং তাড়ঙ্কযুগলং যত্র। এতেন তাড়ঙ্কদ্বয়ং তৎপ্রতিবিম্বদ্বয়ঞ্চ ইতি চতুশ্চক্রম্। যং রথম্ আরুহ্য মহাবীরো মারঃ

* 'তাটঙ্ক' ইতি † 'মন্যে' ইতি ‡ সজ্জিতবতে ইতি চ ল

প্রমথপতয়ে মহাদেবায় দ্রুহ্যতি হিনস্তি। কিম্ভূতায়? অবনিরথং পৃথ্বীরথং অর্কেন্দুচরণং চন্দ্রসূর্য্যচক্রম্ আরুহ্য স্বং জিতবতে স্বং কামং জিতবতে। আরুহ্যে-ত্যস্য উভয়ত্র সম্বন্ধঃ। যমাশ্রিত্যেতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র যং পৃথ্বীরথম্ আশ্রিত্য ইতি অন্বয়ঃ॥ ৫৯॥

অনুবাদ।—দেবি! তোমার ঈষৎ কম্পমান গণ্ডযুগলে কর্ণভূষণ তাড়ঙ্ক-যুগল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তোমার মুখমণ্ডল মদনের চক্রচতুষ্টয়বিশোভিত সাংগ্রামিক রথস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে। দিবাকর ও নিশাকর যাঁহার রথচক্র স্বরূপ এবং পৃথিবীমণ্ডল যাঁহার কামবিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি স্মরহর শিবকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই যেন মহাবীর মদন উক্ত চতুশ্চক্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক শিবহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন॥ ৫৯॥

> সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকৌশলভিদঃ, *
> পিবন্ত্যাঃ শর্ব্বাণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্ †।
> চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো,
> ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে॥ ৬০

লক্ষ্মীধর-কৃতটীকা।—সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ সূক্তীঃ মধুরবচাংসি অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ অমৃতলহর্য্যাঃ সুধাপ্রবাহোৎসেকস্য কৌশলং সৌভাগ্যং হরন্তীতি তাঃ। হরিশব্দঃ ঔণাদিকো নিপ্রত্যয়ান্তঃ, "কৃদিকারাদক্তিনো বা ঙীপ্ বক্তব্যঃ" ইতি ঙীপ্। পিবন্ত্যাঃ ধয়ন্ত্যাঃ শর্ব্বাণি! শর্ব্বস্য পরমেশ্বরস্য পত্নি! শ্রবণচুলুকাভ্যাং চুলুকং প্রসৃত্যর্দ্ধং শ্রবণে শ্রোত্রে এব চুলুকে তাভ্যাম্ অবিরলং যথা ভবতি তথা, সাবধানেনেত্যর্থঃ। চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ চমদিত্যব্যয়-মাশ্চর্য্যানুকরণবাচি। কারশব্দঃ স্বরূপপরঃ। যদ্বা—সুখদুঃখাদ্ভুতানন্দৈঃ হঠোত্থিত-চিত্তবিক্রিয়া চমৎকারঃ সসীৎকারশরীরোল্লাসনাদিকৃৎ। চমৎকারশ্লাঘাসু আশ্চর্য্যা-নুকরণসন্দোহেষু চলিতং শিরো যস্যাস্তস্যাঃ কুণ্ডলগণঃ কর্ণাভরণসমূহঃ ঝণৎকারৈঃ ঝণদিত্যব্যয়ং ভূষণরবানুকরণে। কারশব্দঃ স্বরূপবাচী। ঝণৎকারৈঃ তারৈঃ অতিবহুলৈঃ উচ্চতরৈঃ প্রতিবচনম্ প্রতিশব্দম্ অনুমোদবচনম্ আচষ্ট ইব তে।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে শর্ব্বাণি! তে অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ সূক্তীঃ শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরলং পিবন্ত্যাঃ চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ সরস্বত্যাঃ কুণ্ডলগণঃ তারৈঃ ঝণৎকারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব।

---

* 'কৌশলহরীঃ' ইতি। † 'অবিরলঃ' ইতি চ ক্ব।

অত্র উত্তরার্দ্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ; ঝণৎকারাণাং প্রতিবচনত্বেন সম্ভাবনাৎ। পূর্ব্বার্দ্ধে অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ; সরস্বত্যাঃ শিরঃকম্পনসম্বন্ধাভাবেঽপি সম্বন্ধোক্তেরসম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ। উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৬০ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃত টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে দেবি, সরস্বতী দেবী, আপনার অমৃত-লহরী মাধুর্য্য-বিজয়িনী সুন্দর বচনাবলি শ্রবণে বিস্ময়াতিরেকে মস্তক সঞ্চালন করিলে, তাঁহার কর্ণকুণ্ডলসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে শিঞ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে—যেন তাহারা অনুমোদনবাক্য প্রয়োগ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—সর ইতি। হে শর্ব্বাণি! সরস্বত্যাঃ সূক্তীঃ গদ্যপদ্যাদিরূপাঃ শ্রবণচুলুকাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাম্ অবিরতং পিবন্ত্যাস্তব কুণ্ডলগণঃ কুণ্ডলস্থরত্নসমূহঃ ঝণৎকারৈস্তারৈর্ঝণৎকাররূপৈরুচ্চৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব। সূক্তীঃ কিম্ভূতাঃ? অমৃতলহরী-কৌশল-ভিদঃ অমুষ্যাঃ পর্য্যাপ্তমাধুর্য্যগর্ব্বনাশিকাঃ। কোষসদৃশীরিতি কুত্রাপি। তত্র অমৃতভাণ্ডারসদৃশীরিত্যর্থঃ। তব কিম্ভূতায়াঃ? চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ যা শ্লাঘা প্রশংসা তয়া চলিতং শিরো যস্যাঃ। অন্যেঽপি সাধুবাচিকং শ্রুত্বা শিরঃকম্পনেনানুমোদতে। তব শিরঃকম্পনাৎ কুণ্ডলস্থরত্নানামন্যোঽন্যসংঘট্টনাৎ ঝণৎকারাদিসাধ্বনুকরণশব্দেন বিচিত্রং প্রত্যুত্তরমপি ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ।—হে শর্ব্বাণি! যে গদ্যপদ্যময়ী রচনা অমৃতলহরীর স্বতঃসিদ্ধমাধুর্য্যগর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাদৃশ সরস্বতীকথিত নব নব প্রবন্ধসমূহ যখন তুমি শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বারা নিরন্তর পান করিতে প্রবৃত্তা হও, তৎকালে চমৎকারিতাপ্রযুক্ত প্রশংসাবাদসহকারে তোমার মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে। এই সময় তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থিত রত্নাবলী পরস্পর সংঘট্টিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহারা ঝণৎকাররূপ তারস্বরে ত্বৎকৃত প্রশংসা-বাক্যের অনুমোদন করিতেছে ॥ ৬০ ॥

> অসৌ নাসাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে, *
> ত্বদীয়ো নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্।
> বহন্(ত্য)ন্তর্মুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসবিদিতাঃ, †
> সমৃদ্ধ্যা যস্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—অসৌ পরিদৃশ্যমানঃ নাসাবংশঃ নাসা নাসিকা

* 'পটি' ইতি ল। † 'শিশিরকরনিশ্বাস গলিতং' ইতি ল। ‡ 'যস্তাসাং' ইতি চ ল।

বংশঃ বংশদণ্ডঃ রূপকমেতৎ। তুহিনগিরিবংশধ্বজপটি! তুহিনগিরেঃ হিমাচলস্য বংশস্য অন্বয়স্য ধ্বজপটি! পতাকে! ত্বদীয়ঃ ভবদীয়ঃ নেদীয়ঃ সন্নিকৃষ্টতরং ফলতু নিষ্পাদয়তু ফলম্ ইষ্টার্থম্ অস্মাকং মৎসম্বন্ধিনাং মম চেত্যর্থঃ। উচিতং ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ যথেপ্সিতং বহতি ধারয়তি অন্তঃ অভ্যন্তরে মুক্তাঃ মুক্তামণীন্ শিশিরকরনিশ্বাসগলিতং শিশিরকরঃ চন্দ্রঃ তস্য নিশ্বাসো বামনাড়ীমার্গবায়ুঃ তেন গলিতং স্রুতং সমৃদ্ধ্যা আধিক্যেন যৎ যস্মাৎ কারণাৎ তাসাং মুক্তানাং বহিরপি চ বাহ্যপ্রদেশেঽপি নাসিকাগ্রবামভাগেঽপীত্যর্থঃ। নাসিকাকারাকারিতো বংশদণ্ডঃ মুক্তামণিধরঃ মুক্তামণিং ধৃতবান্। "মুক্তামণিমধাৎ" ইতি সম্যক্পাঠঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপটি! ত্বদীয়োঽসৌ নাসাবংশঃ অস্মাকম্ উচিতং নেদীয়ঃ ফলং ফলতু। অন্তঃ মুক্তাঃ বহতি। যদ্‌যস্মাৎ কারণাৎ তাসাং সমৃদ্ধ্যা শিশিরকরনিশ্বাসগলিতং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ।

অত্র নাসিকায়াঃ বংশত্বারোপণাৎ রূপকম্। বংশত্বসাধকপ্রতিপাদকম্ উত্তরার্দ্ধম্। বংশগর্ভে মৌক্তিকাঃ উদ্ভবন্তীতি লোকশাস্ত্রমর্য্যাদা। অতো নাসিকাবংশদণ্ডেঽপি অভ্যন্তরে মৌক্তিকান্যদ্ভূতানি বর্ত্তন্তে। নো চেন্নাসাবংশদণ্ডস্য বহিঃ মুক্তামণিধরত্বং কথং সংঘটেত ইত্যর্থাপত্ত্যা বংশদণ্ডাকারো নাসিকায়াঃ সমর্থিত ইতি রূপকমেব সম্যক্ ॥ ৬১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অসাবিতি। হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে! হিমালয়কুলপতাকে! অত্র বংশশব্দে শ্লেষঃ। হে হিমগিরিজাতবংশদণ্ডপতাকে! ত্বদীয়ো নাসাবংশঃ নেদীয়ো নিকটতরম্ অস্মাকম্ উচিতং ভক্ত্যনুরূপং ফলং ফলতু নিষ্পাদয়তু। সগ্রন্থিসরন্ধ্রায়া উচ্চতরত্বাৎ নাসিকায়া বংশত্বপ্রতিপাদনম্। ফলধারণযোগ্যতামাহ,—কিন্তুতম্? অন্তর্গর্ভে শিরো মধ্য ইতি যাবৎ মুক্তাফলানি বহন্। তদুক্তম্—ইভানাং বংশমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ। শম্বূকশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা-ফলোদ্ভব ইতি। গর্ভস্থা মুক্তাঃ কথং জ্ঞাতাঃ? ইত্যাহ,—শিশিরতরনিঃশ্বাসেন বিদিতাঃ। বংশোদ্ভবা শীতলা ভবন্তীতি ভাবঃ। যো নাসাবংশস্তাসাং গর্ভস্থিতানাং মুক্তানাং সমৃদ্ধ্যা বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিং বিভর্ত্তি, অর্থাদন্তর্মুক্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিঃশ্বাসবাতেন কিঞ্চিদপি বহিষ্কৃতমিত্যুৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ।—হে হিমালয়কুলপতাকে! তোমার এই নাসাবংশ আমাদের পক্ষে আশু ভক্ত্যনুরূপ শুভ ফল প্রসব করুক। শিশিরতর নিশ্বাস দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, তোমার এই নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল বিরাজিত রহিয়াছে;

সুতরাং অন্তরে মুক্তাফলের বাহুল্য হইলে নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বহির্দ্দেশে মুক্তাফলের নিঃসরণ অসম্ভাবিত নহে ॥ ৬১ ॥

প্রকৃত্যা রক্তায়াস্তব সুদতি দন্তচ্ছদরুচে-
র্ব্বরাকী * সাদৃশ্যং জনয়তু কথং † বিদ্রুমলতা।
ন বিম্বং তদ্‌বিম্বপ্রতিফলনলাভা- ‡ দরুণিতং,
তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি § বিলজ্জেত কলয়া ॥ ৬২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—প্রকৃত্যা স্বভাবেন আরক্তায়াঃ আতাম্রায়াঃ তব সুদতি শোভনাঃ দন্তাঃ যস্যাঃ তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। দন্তচ্ছদরুচেঃ দন্তচ্ছদয়োরোষ্ঠয়োঃ রুচেঃ সৌভাগ্যস্য প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ কথয়িষ্যামি। সাদৃশ্যং সদৃশস্য ভাবঃ সাদৃশ্যং জনয়তু উৎপাদয়তু। আশংসায়াং লোট্‌। বিদ্রুমলতাফলং যদি স্যাৎ তদা সদৃশবস্তুসম্ভাবঃ ন তু বিদ্রুমমাত্রং সদৃশমিতি। ফলং পক্কফলম্‌। পীতবর্ণাভ্যো লতাভ্যঃ উৎপন্নং ফলম্‌ অতিরক্তম্‌, রক্তলতোৎপন্নস্য রক্তিমা কিমু বক্তব্য ইতি তদেব সদৃশমিতি তাৎপর্য্যম্‌। বিদ্রুমলতা প্রবাললতিকা ন বিম্বং বিম্বফলং তদ্বিম্বপ্রতিফলনরাগাৎ তয়োঃ দন্তচ্ছদয়োঃ বিম্বস্য প্রতিফলনং প্রতিবিম্বনং তেন রাগঃ রক্তিমা। তস্মাৎ বিম্বফলমিতি ব্যবহারঃ অধরবিম্বপ্রতিবিম্বপ্রসাদাসাদিতঃ। অন্যথা তস্য বিম্বব্যবহারো ন স্যাৎ। যথা স্ফটিকাদৌ জপাকুসুমাদেঃ প্রতিবিম্ববশাদেব স্ফটিকাদীনাং রক্ততা এবং বিম্বফলস্যাপীতি। তদ্বিম্বপ্রতিফলনরাগাৎ অরুণিতং তুলামধ্যারোঢ়ুং তুলায়াং সাম্যকথায়াং স্থাতুং কথমিব। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। বিলজ্জেত ব্রীড়েত কলয়া লেশেন।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে সুদতি! তব প্রকৃত্যা আরক্তায়াঃ দন্তচ্ছদরুচেঃ সাদৃশ্যং প্রবক্ষ্যে। বিদ্রুমলতা ফলং জনয়তু। বিম্বং পুনঃ তদ্বিম্বপ্রতিফলনরাগাদরুণিতং কলয়াঽপি তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমিব ন বিলজ্জেত। লজ্জধাতুরাত্মনেপদী।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ; যদ্যর্থোক্তৌ কল্পনাৎ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অসম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ, বিম্বপ্রতিফলনাসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনেনাভেদকথনাৎ। উভয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ৬২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—প্রকৃত্যা ইতি। হে সুদতি! শোভনদন্তে! তব স্বভাবরক্তায়া দন্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধরশোভায়াঃ সাদৃশ্যং বরাকী নিকৃষ্টা বিদ্রুমলতা কথং জনয়তু তুল্যতাং যাতু। লতাসাদৃশ্যযোগ্যতয়া অবিহিতত্বাৎ

* 'প্রবক্ষ্যে' † 'ফলং' ‡ 'রাগা' § 'কথমিব' ইতি চ ল

ইতি ভাবঃ। বিম্বং বিম্বফলং 'তেলাকুচা' ইতি খ্যাতম্। ওষ্ঠাধরয়োঃ কলয়া অংশেন তুলামধ্যারোঢ়ুং তুল্যতাং গন্তুং কথং ন লজ্জেত? অপি তু লজ্জেতৈব। কিম্ভূতম্? ওষ্ঠাধরবিম্বপ্রতিবিম্বলাভাদরুণিতম্। অর্থাৎ স্বভাবতঃ শ্যামং বিম্বফলং তবাধরপ্রতিবিম্বলাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ। জনয়তু ইত্যত্র কলয়তু ইতি পঞ্চাননঃ। বিলজ্জেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রাঞ্চঃ। তদ্‌বিম্ব ইত্যত্র দৃগ্‌বিম্ব ইতি কৈবল্যাশ্রঃ। তত্র তব দৃশঃ অর্কাত্মকত্বাৎ অর্কতেজসা অরুণিতমিতি স্বভাবারুণস্যাধরস্য নায়ং তুল্য ইতি ভাবঃ॥ ৬২॥

অনুবাদ।—হে সুদতি! নিকৃষ্টতরা বিদ্রুমলতিকা কিরূপে তোমার স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধরকান্তির সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারে? (তাহার ফল হইলে পক্বাবস্থার সদৃশ হইত বটে। ল টী) যে বিম্বফল (তেলাকুচা) তোমার ওষ্ঠাধরবিম্বের প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া অরুণিত হইয়াছে, সেই বিম্বফল কি তোমার ওষ্ঠাধরের অংশমাত্রেরও সাদৃশ্য লাভ করিতে লজ্জিত হইবে না?॥ ৬২॥

স্মিতজ্যোৎস্নাজালং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং,
চকোরাণামাসীদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা।
অতস্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমম্লরুচয়ঃ, *
পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং কাঞ্জিকধিয়া॥ ৬৩॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—স্মিতজ্যোৎস্নাজালং স্মিতমীষদ্ধসিতমেব জ্যোৎস্না তস্যাঃ জালং বিতানং তব বদনচন্দ্রস্য বদনমেব চন্দ্রঃ তস্য পিবতাম্ আস্বাদয়তাং চকোরাণাং পক্ষিবিশেষাণাম্ আসীৎ অতিরসতয়া অতিমাধুর্য্যাৎ চঞ্চুজড়িমা জিহ্বাজাড্যম্। অতঃ কারণাৎ তে চকোরাঃ শীতাংশোঃ চন্দ্রস্য অমৃতলহরীম্ অমৃতস্য সুধায়াঃ লহরীম্ উৎসেকং জ্যোৎস্নামৃতমিত্যর্থঃ। আম্লরুচয়ঃ আম্লে অম্লরসে রুচির্বাঞ্ছা যেষাং তে আম্লরুচয়ঃ পিবন্তি ভক্ষয়ন্তি স্বচ্ছন্দং যথেচ্ছং নিশি নিশি প্রতিনিশং জ্যোৎস্নাস্বিতি শেষঃ। ভৃশম্ অত্যর্থং কাঞ্জিকধিয়া আরনালভ্রান্ত্যা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব বদনচন্দ্রস্য স্মিতজ্যোৎস্নাজালং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা আসীৎ অতস্তে আম্লরুচয়ঃ শীতাংশোরমৃতলহরীং কাঞ্জিকধিয়া স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং পিবন্তি।

অত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, চঞ্চুজড়িমনিবন্ধনজ্যোৎস্নাপানাসম্বন্ধেঽপি তৎসম্বন্ধ-

* 'মায়রুচয়ঃ' ইতি ল পাঠঃ।

কথনাৎ অতিমধুরস্তন্যপানপ্রসক্তজিহ্বাজাড্যানিবন্ধনাম্লপিপাসুভিঃ বালকৈরভেদাধ্যবসানস্য প্রতীতেঃ ॥ ৬৩ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—স্মিত ইতি। তব বদনচন্দ্রস্য স্মিতজ্যোৎস্নাসমূহং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিমাধুর্য্যতয়া জিহ্বাজ্জাড্যমাসীৎ। অতঃ কারণাৎ তে চকোরা অম্লরুচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীং কিরণসমূহং কাঞ্জিকধিয়া স্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবন্তি। অম্লেন জিহ্বায়া জাড্যনাশো ভবতীতি ভাবঃ। এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপি তব বদনস্যাধিক্যম্ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ।—হে পর্ব্বতরাজপুত্রি! চকোরগণ তোমার এই বদন-সুধাকরের ঈষৎ হাস্যরূপ মধুর জ্যোৎস্নাসমূহ পান করাতে তাহাদের জিহ্বা অতিমিষ্টতাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে। এই কারণে চকোরগণ অম্লরসে রুচিযুক্ত হইয়া প্রতিরজনীতে কাঞ্জিক (কাঁজি) বোধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুনঃ পুনঃ শীতাংশুর অমৃতলহরী (কিরণসমূহ) পান করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অবিশ্রান্তং পত্যুর্গুণগণকথাম্রেড়নজড়া, *
জবাপুষ্প- † চ্ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে। ‡
যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশ(ষ)দচ্ছচ্ছবিময়ী,
সরস্বত্যা মূর্ত্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—অবিশ্রান্তম্ অনারতং পত্যুঃ সদাশিবস্য গুণগণকথাম্রেড়নজপা গুণানাং ত্রিপুরবিজয়াদীনাং গণঃ সমূহঃ তস্য কথা বৃত্তান্তঃ তস্য আম্রেড়নং দ্বিস্ত্রিরুক্তিঃ তদেব জপো যস্যাঃ সা অনন্যমনস্কেত্যর্থঃ। জপাপুষ্পচ্ছায়া জপা রক্তপুষ্পীপুষ্পং তস্য ছায়েব ছায়া কান্তিঃ যস্যাঃ সা। তব জননি! হে মাতঃ! জিহ্বা রসনা জয়তি স্ফুরতি। সা ইতি তচ্ছব্দো বর্ত্তিষ্যমাণাং প্রসিদ্ধিং পরামৃশতি। যদগ্রাসীনায়াঃ যস্যাঃ জিহ্বায়াঃ অগ্রে আসীনায়াঃ নিষণ্ণায়াঃ স্ফটিকদৃষদচ্ছচ্ছবিময়ী স্ফটিকদৃষদঃ স্ফটিকোপলস্যেব অচ্ছা ছবিঃ কান্তিঃ তয়া প্রচুরা। প্রাচুর্য্যে ময়ট্। স্ফটিকধবলেত্যর্থঃ। সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ মূর্ত্তিঃ স্বরূপং পরিণমতি বিকারমাপদ্যতে রূপান্তরং প্রাপ্নোতীতি যাবৎ। মাণিক্যবপুষা পদ্মরাগবপুষা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! তব সা জিহ্বা অবিশ্রান্তং পত্যুঃ গুণগণকথাম্রেড়নজপা জপাপুষ্পচ্ছায়া জয়তি, যদগ্রাসীনায়াঃ সরস্বত্যাঃ স্ফটিকদৃষদচ্ছচ্ছ-

* 'জপা' ইতি † 'জপাপুষ্প' ইতি ‡ 'জয়তি সা' ইতি চ ল পাঠঃ।

বিমরী মূর্ত্তিঃ মাণিক্যবপুষা পরিণমতি। (জিহ্বায়াং রক্তত্বমাত্রং ন ভবতি। তটস্থানাং রক্তীকরণে রক্তিমঃ শক্তিরপি। অতএব জয়তীতি প্রযুক্তম্।)

তদ্গুণালঙ্কারঃ, "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদত্যোৎকৃষ্টগুণাহৃতিঃ" ইতি লক্ষণাৎ। দেব্যাঃ বদনাম্বুজে সর্ব্বদা সরস্বতী স্বমূর্ত্ত্যা বসতীত্যাগমরহস্যম্॥ ৬৪॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অবিশ্রান্তম্ ইতি। হে জননি! তব জিহ্বা বিজয়তে উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভূতা? জবা-পুষ্পকান্তিঃ। পুনঃ কিম্ভূতা? স্বামিনো গুণকথনপৌনঃপুন্যেন জড়ীভূতা। আহ্লাদাতিশয়েনেতি ভাবঃ। অস্যা অগ্রস্থিতায়াঃ সরস্বত্যা দৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী দশনজ্যোতীরূপা মূর্ত্তিঃ মাণিক্যবপুষা লোহিতমণিরূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রাপ্নোতি। কিম্ভূতা? স্ফটিকসদৃশী। যথা স্ফটিকং জবাপুষ্পমাসাদ্য দর্শনীয়তাং প্রাপ্নোতি, তথা সরস্বতী জিহ্বাগ্রমাসাদ্য রক্তাবয়বতাং যাতীত্যর্থঃ॥ ৬৪॥

অনুবাদ।—হে জননি! পুনঃ পুনঃ পতিগুণ-সমূহ-বর্ণনা নিবন্ধন জড়ীভূতা ও জবাকুসুমসম লোহিতবর্ণা তোমার রসনা সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কারণ, এই জিহ্বাগ্রে সমাসীনা স্ফটিকমণিসদৃশ নির্ম্মলকান্তি সরস্বতীমূর্ত্তি লোহিত-মাণিক্য-মণিরূপে পরিণতা হইতেছেন॥ ৬৪॥

তাৎপর্য্য।—জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হেতু স্ফটিকমণি যেরূপ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ রক্তবর্ণ জিহ্বা-সন্নিহিত শুভ্রদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপা সরস্বতী-মূর্ত্তিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে॥ ৬৪॥

রণে জিত্বা দৈত্যানপগত-* শিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ,
নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশু-† ত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ।
বি(রিঞ্চী)শাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশিশকলকর্পূরধবলাঃ,
বিলুপ্যন্তে ‡ মাতস্তব বদনতাম্বূলকণিকাঃ ¶॥ ৬৫॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—রণে যুদ্ধে জিত্বা পরাজিতান্ কৃত্বা দৈত্যান্ অপহৃতশিরস্ত্রৈঃ § কবচিভিঃ বর্ম্মযুক্তৈঃ নিবৃত্তৈঃ যুদ্ধান্নিবৃত্তৈঃ চণ্ডাংশত্রিপুরহর-নির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ চণ্ডাংশঃ চণ্ডভাগঃ চণ্ডো নাম প্রমথঃ তস্য ভাগঃ স এব

---

* 'অপহৃত' ইতি
† 'চণ্ডাংশ' ইতি
‡ 'শশিবিশদকর্পূরশকলাঃ' 'বিলীয়ন্তে' ইতি
¶ 'কবলাঃ' ইতি চ ল।

§ অপহৃতানি শিরোবেষ্টনানি যৈস্তৈঃ; স্বামিকার্য্যান্নির্বর্ত্তনানন্তরং সেবকানাং রাজসংমুখে প্রণামবেলায়াম্ উষ্ণীষশিরস্ত্রাদিকং নির্মুচ্য প্রণামঃ কর্ত্তব্য ইতি পরিপাটী; তাং পরিপাটী-মাশ্রিত্যাহ—অপহৃতশিরস্ত্রৈরিতি।

ত্রিপুরহরস্য নির্মাল্যং স্বীকৃতাবশিষ্টং গন্ধতাম্বূলাদি তত্র বিমুখৈঃ। "হরনির্ম্মাল্যং পরিত্যাজ্যম্" ইত্যাদিস্মৃতয়ঃ চণ্ডাংশরূপহরনির্মাল্যনিষেধপরা ইত্যবগন্তব্যমিতি বোধয়ন্তি। বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ বিশাখঃ সেনানীঃ। যুদ্ধেষু তস্যৈব প্রামুখ্য-মিত্যগ্রে গণনা। ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ উপেন্দ্রঃ বিষ্ণুঃ তৈঃ শশিবিশদকর্পূরশকলাঃ চন্দ্রবদ্বিশদাঃ কর্পূরশকলাঃ ঘনসারখণ্ডাঃ যেষাং তে বিলীয়ন্তে বিলয়নং ক্রিয়ন্তে। মাতঃ! হে জননি! তব বদনতাম্বূলকবলাঃ বদননির্গতাস্তাম্বূলকবলাঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে মাতঃ! রণে দৈত্যান্ জিত্বা অপহৃতশিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ নিবৃত্তৈঃ চণ্ডাংশত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশি-বিশদকর্পূরশকলাঃ তব বদনতাম্বূলকবলাঃ বিলীয়ন্তে॥

অয়মর্থঃ—বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রাঃ দৈত্যান্ সংহৃত্য ভগবত্যাঃ কুমারং পুরস্কৃত্য পাদবন্দনার্থমাগত্য শিরস্ত্রাণ্যপহার্য্য পাদোপসংগ্রহণমকুর্ব্বন্। তদনন্তরং প্রসন্না ভগবতী ঈষৎখাদিতান্ তাম্বূলকবলান্ বিততার। তদগতকর্পূরশকলবিলয়নপর্য্যন্তং খাদিতবন্তঃ ইত্যুক্ত্যা এতাদৃশোঽনুগ্রহঃ ভগবত্যাঃ কুমারস্বামিন্যেব। ইন্দ্রাদিষ্বপি কাচিৎক ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬৫॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—রণে ইতি। হে মাতঃ! তব বদন-তাম্বূলকণিকাঃ বিরিঞ্চীন্দ্রোপেন্দ্রৈর্ব্বিলুপ্যন্তে। কিম্ভূতাঃ? শশিখণ্ডবৎ কর্পূরেণ ধবলাঃ; বিশদতরকর্পূরধবলা ইতি পীতাম্বরঃ। বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈরিতি চ। কিম্ভূতৈঃ? রণে দৈত্যান্ জিত্বা নিবৃত্তৈঃ জয়যুক্তৈঃ। কবচিভিঃ কবচযুক্তৈঃ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ? চণ্ডাংশুত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ। ব্রহ্মরূপয়োরপি শ্রীসূর্য্য-সদাশিবয়োর্নির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ। অপগতশিরস্ত্রৈঃ তবাভিবাদনহেতুনা দূরীকৃত-শিরোবেষ্টনৈঃ। তব নির্ম্মাল্যশেষেণ সর্ব্বেষাং পূজনং ভবতীতি সূচিতম্। তদুক্তং যামলে,—"নৈবেদ্যং ত্রিপুরাদেব্যা বাঞ্ছন্তি বিবুধাঃ সদা। তস্মাদেয়ং কুরুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণে বিষ্ণবেঽপি চ॥" ইত্যাদি॥ ৬৫॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! যুদ্ধে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত বর্ম্মাবৃত কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু শিরস্ত্রাণ উন্মোচন পূর্ব্বক চন্দ্রখণ্ডবৎ কর্পূরযোগে শুভ্র ভবদীয় মুখোৎসৃষ্ট তাম্বুলকণা-প্রসাদ উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহারা পরমারাধ্য সূর্য্য ও সদাশিবের নির্ম্মাল্য স্পর্শও করেন না।

('সূর্য্য ও সদাশিবের' এই অর্থ লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের অনুরূপ নহে,—তাঁহার মতে অর্থ—'চণ্ডেশ্বরের ভাগ যে শিব-নির্ম্মাল্য, তাহাতে বিমুখ,'—(কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু) চর্ব্বিত তাম্বুলের কর্পূরখণ্ড— আস্বাদন করেন)॥ ৬৫॥

বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং * পশুপতে-
স্ত্বয়ারব্ধে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ। †
তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং,
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ॥ ৬৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—বিপঞ্চ্যা বীণয়া গায়ন্তী গানং কুর্বতী বিবিধম্ অনেকপ্রকারং ত্রিপুরবিজয়-দক্ষযাগধ্বংস-হালাহলধারণজলন্ধরবধ-গজাসুরবধাদিকম্ অপদানং বৃত্তং কর্ম্ম পশুপতেঃ ঈশ্বরস্য ত্বয়া ভবত্যা আরব্ধে উপক্রান্তে সতি বক্তুং নিগদিতুং চলিতশিরসা অন্তঃসন্তোষবশাৎ স্বয়ং শিরঃকম্পবত্যা সাধুবচনে মধুরবচনে তদীয়ৈঃ তস্য বচনস্য সম্বন্ধিভিঃ মাধুর্য্যৈঃ মাধুর্য্যগুণৈঃ অপলপিততন্ত্রীকলরবাং অপলপিতাঃ অপহসিতাঃ স্বকীয়তন্ত্রীকলরবাঃ যস্যাঃ সা তাং নিজাং স্বকীয়াং বীণাং বিপঞ্চীং বাণী ভারতী নিচুলয়তি নিচুলবতীং করোতি। নিচুলঃ কূর্পাসঃ। চোলেন চোলঃ কূর্পাসবিশেষঃ বীণাকূর্পাসঃ। চোলেন নিচুলবতীং করোতীতি সামান্যবিশেষভাবেন ন পৌনরুক্ত্যম্। কেচিত্তু ভোজমতাবলম্বিন আহুঃ—চুলিধাতুঃ তিরোধানবাচক ইতি। নিতরাং চুলয়তি আচ্ছাদয়তীত্যর্থঃ। নিভৃতং গূঢ়ং যথা ভবতি তথা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! পশুপতেঃ বিবিধম্ অপদানং বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী ত্বয়া বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনে আরব্ধে তদীয়ৈঃ মাধুর্য্যৈঃ অপলপিততন্ত্রীকলরবাং নিজাং বীণাং বাণী চোলেন নিভৃতং নিচুলয়তি।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, বীণায়াঃ নিচোলনাসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাৎ, যঃ পরাজিতো বৈণিকঃ স্ববীণাং চোলেন নিচুলয়তি তেন সহাভেদাধ্যবসায়প্রতীতেঃ॥৬৬॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বিপঞ্চ্যেত্যাদি। হে মুগ্ধবদনে! পশুপতেঃ শিবস্য বিবিধমবদানং নানাবিধং কর্ম্ম বিপঞ্চ্যা বীণয়া গায়ন্তী বাণী হর্ষাচ্চলিতশিরসা ত্বয়া সাধুবচনৈঃ বক্তুম্ আরব্ধে সতি অর্থাৎ পশুপতেঃ কর্ম্মণি ত্বয়া প্রশংসাবচনৈঃ সতি কথয়িতুমারব্ধে নিজাং বীণাং নিভৃতং যথা স্যাত্তথা চোলেন বাসসা নিচুলয়তি আচ্ছাদয়তি। বীণাং কিম্ভূতাম্? তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈঃ অপলপিতঃ তন্ত্রীকলরবঃ যস্যাঃ তাং তথা। বীণাশব্দাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রুত্বা বীণাং সংবৃণোতীতি বাক্যার্থঃ। ত্বদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরিতি পঞ্চাননঃ॥ ৬৬ ॥

---

* অপদানমিতি চ ল পাঠঃ   † 'সাধুবচনে' ইতি .

অনুবাদ।—জননি! ভগবতী ভারতী যে সময় স্বীয় কচ্ছপী বীণা দ্বারা ভগবান্ পশুপতির মহিমারাশি গান করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তুমি মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে স্বীয় বীণারবকে তোমার কলকণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে পরাভূত দেখিয়া ভারতী (লজ্জাবশতঃ) বসন দ্বারা ঐ বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন।

[বীণাকে বীণার আবরণবস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন করেন, ইহা লক্ষ্মীধর টীকার মর্ম্ম, অন্যাংশ সমান] ॥ ৬৬ ॥

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া,
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপানাকুলতয়া।
করগ্রাহ্যং শম্ভোর্ম্মুখমুকুরবৃন্তং গিরিসুতে,
কথঙ্কারং ব্রূমস্তব চিবুক- * মৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—করাগ্রেণ অগ্রকরেণ স্পৃষ্টং সংস্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা হিমাদ্রিণা জনকেন বৎসলতয়া বাৎসল্যেন পিত্রাদীনাং পুত্রাদিষু প্রীতিঃ বাৎসল্যশব্দেনোচ্যতে। যথোক্তং সর্ব্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ—পুত্রাদৌ বাৎসল্যং, পত্ন্যাদৌ প্রেম, শিষ্যাদাবনুগ্রহঃ, অগ্রজাদৌ ভক্তিঃ ইতি। অত্র আদিশব্দেন গৌণপুত্র-গৌণপত্নীগৌণশিষ্যগৌণাগ্রজাঃ গৃহ্যন্তে ইতি। গৌণপুত্রঃ পুত্রত্বেন কল্পিতসম্বন্ধঃ। ন তু ক্রীতাদিঃ, তস্য পুত্রত্বাৎ। গৌণপত্নী ভুজিষ্যা। গৌণশিষ্যঃ শিষ্যত্বেন কল্পিতসম্বন্ধ এব ন তু স্বীকৃতমন্ত্রগ্রহণমাত্রঃ। গৌণাগ্রজঃ কল্পিতসম্বন্ধঃ ন তু ক্ষেত্রজাদিঃ। গিরীশেন শম্ভুনা উদস্তম্ উন্নমিতং মুহুরত্যর্থম্ অধরপানাকুলতয়া অধরপানব্যগ্রতয়া অতিপ্রেম্ণা ইত্যর্থঃ। করগ্রাহ্যং করেণ গ্রহীতুং যোগ্যং মুখাবলোকনচুম্বনব্যগ্রতয়া শম্ভোঃ মুখমুকুরবৃন্তং মুখমেব মুকুরো দর্পণঃ তস্য বৃন্তং তদাধারদণ্ডঃ তং, গিরিসুতে! হিমাদ্রিতনয়ে! কথংকারং কথংকৃত্বা ব্রূমঃ বর্ণয়ামঃ। "বিভাষা কথমি লিঙ্ চ" ইতি লিঙর্থে সংপ্রধারণায়াং লট্। তব ভবত্যাঃ চুবুকম্ অধরাধঃকর্ণিকাম্ ঔপম্যরহিতম্ উপমারহিতম্। উপমারাহিত্যং তু কমল-কর্ণিকাদর্পণবৃন্তোদয়াদ্রিশিখরশিলাদীনাং শম্ভোঃ করগ্রাহ্যত্ব-হিমগিরিকরোপলালনা-জনিত-সৌভাগ্যাতিশয়াভাবেন ভগবতীচুবুকস্য তুলনা নাস্তীতি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে হিমগিরিসুতে! তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ

* 'চুচুক' ইতি.ল।

স্পৃষ্টং গিরীশেন অধরপানাকুলতয়া মুহুরুদস্তং শম্ভোঃ করগ্রাহ্যম্ ঔপম্যরহিতং তব মুখমুকুরবৃন্তং চুচুকং কথংকারং ব্রূম ইতি।

অত্রানন্বয়ালঙ্কারঃ ধ্বন্যতে, সর্ব্বোপমানিষেধেন স্বস্য স্বয়মেব সদৃশমিত্যনন্বয়ালঙ্কারপ্রতীতেঃ ॥ ৬৭ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—করাগ্রেণেতি। হে হিমগিরিসুতে! উপমানশূন্যং তব চিবুকং কথঙ্কারং ব্রূমঃ কিং কৃত্বা বর্ণয়ামঃ। কিম্ভূতম্? শম্ভোঃ করগ্রাহ্যং মুখদর্পণস্য বৃন্তমিব। অতিনির্ম্মলতয়া তব মুখস্য দর্পণত্বং তদ্দণ্ডমিব। পুনঃ কীদৃশম্? হিমগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ স্পৃষ্টম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? অধরপানসম্ভ্রমেণ শম্ভুনা মুহুর্ব্বারং বারম্ উদস্তম্ উত্তোলিতম্। এবম্ভূতে জগদম্বিকায়াঃ শৃঙ্গারবর্ণনে শঙ্করমূর্ত্তেঃ শঙ্করস্য কুতো দোষঃ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ।—হে গিরিরাজকন্যে! এই জগতে (এমন কোন বস্তু নাই যে, তাহার সহিত তোমার চিবুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে।) যেহেতু এই চিবুক শম্ভুর করগ্রাহ্য ও তোমার নির্ম্মল মুখরূপ মুকুরের বৃন্তস্বরূপ। গিরিরাজ স্নেহপ্রযুক্ত করাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর অধরপানে লোলুপ হইয়া পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন। ঈদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? ৬৭ ॥

> ভুজাশ্লেষান্নিত্যং পুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী,
> তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্।
> স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহ(হু)লজম্বালমলিনা,
> মৃণালীনাং নিত্যং * বহতি যদহো † হারলতিকা ॥৬৮॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ভুজাশ্লেষাৎ ভুজাভ্যামালিঙ্গনাৎ নিত্যং সততং পুরদময়িতুঃ পুরান্তকস্য কণ্টকবতী সরোমাঞ্চা তব গ্রীবা কণ্ঠনালঃ ধত্তে দধাতি মুখকমলনালশ্রিয়ং মুখমেব কমলং তস্য নালশ্রিয়ং দণ্ডসৌভাগ্যম্ ইয়ং গ্রীবা। স্বতঃ শ্বেতা স্বভাবতঃ স্বচ্ছা কালাগুরুবহুলজম্বালমলিনা কালো নীলবর্ণঃ অগুরু লঘুকাষ্ঠং কৃষ্ণাগুরুরিত্যর্থঃ তস্য বহুলঃ সমৃদ্ধঃ জম্বালঃ পঙ্কঃ তেন মলিনা নীলা, মৃণালীলালিত্যং বিসলতাসৌভাগ্যং বহতি প্রাপ্নোতি যৎ যস্মাৎ কারণাৎ অধঃ অধঃপ্রদেশে হারলতিকা মুক্তাবলিঃ।

* 'মৃণালী লালিত্যম্' ইতি † 'যদধো' ইতি চ ল।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তবেয়ং গ্রীবা পুরদময়িতুঃ ভুজাশ্লেষাৎ নিত্যং কণ্টকবতী মুখকমলনালশ্রিয়ং ধত্তে, যৎ অধঃ স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহল-জম্বালমলিনা হারলতিকা মৃণালীলালিত্যং বহতি।

পূর্বার্দ্ধে নিদর্শনালঙ্কারঃ, মুখকমলনালশ্রিয়মিত্যত্র শ্রীসদৃশী শ্রীমিতি প্রতি-বিম্বাক্ষেপাৎ। রূপকমপ্যলঙ্কারঃ, মুখকমলমিত্যত্র মুখে কমলত্বরূপণাৎ। অনয়ো-রঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। উত্তরার্দ্ধেঽপি নিদর্শনালঙ্কারঃ, মৃণালীলালিত্যমিত্যত্র লালিত্যসদৃশলালিত্যমিতি প্রতিবিম্বাক্ষেপাৎ। উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥৬৮॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ভুজা ইতি। তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ড-শোভাং ধত্তে। শম্ভোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিতা অন্যোঽপি পদ্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো ভবতি। অহো আশ্চর্য্যং যদস্মাৎ হারলতিকা মৃণালীনাং সৌন্দর্য্যং বহতি। কিম্ভূতা ? স্বতঃশ্বেতা স্বভাবশুক্লা। কালাগুরুবহল-জম্বালমলিনা কস্তূর্য্যগুরুনিবিড়পঙ্কেন মলিনা। অন্যাপি মৃণালী স্বভাবশুক্লা পঙ্কাদিমলিনা ভবতি ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ।—জননি ! তোমার গ্রীবা তোমার মুখপদ্মের মৃণালবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। মৃণালে কণ্টক আছে, তোমার এই গ্রীবারূপ মৃণালও ত্রিপুরারি মহেশ্বরের ভুজালিঙ্গনে পুলকিত হইয়া নিরন্তর কণ্টকিত (রোমাঞ্চিত) হইতেছে। মৃণাল স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ হইয়াও পঙ্ক দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয় ; তদ্রূপ তোমার এই হারলতারূপ মৃণাল স্বভাবতঃ শ্বেত হইলেও কস্তূরী, অগুরু প্রভৃতিরূপ পঙ্ক দ্বারা মলিন হইয়া মৃণালীর সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে, ইহা আশ্চর্য্য ঘটনা ॥ ৬৮ ॥

> গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে,
> বিবাদ- * ব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ।
> বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং,
> ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—গলে কণ্ঠপ্রদেশে রেখাঃ ভাগ্যরেখাঃ বলী-রূপাঃ তিস্রঃ।

> ললাটে চ গলে চৈব মধ্যে চাপি বলিত্রয়ম্।
> স্ত্রীপুংসয়োরিদং জ্ঞেয়ং মহাসৌভাগ্যসূচকম্ ॥

* 'বিবাহ' ইতি ল।

ইতি সামুদ্রিকম্। 'গতিগমকগীতৈকনিপুণে!'—গতিঃ সঙ্গীতগতিঃ সঙ্গীতস্য দ্বে গতী মার্গী দেশী চেতি। গমকঃ স্বরস্য কম্পঃ—

স্বরস্য গমকো কম্পঃ স চ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ। ইতি ভরতে। তে চ পঞ্চপ্রকারাস্তত্রৈব জ্ঞাতব্যাঃ। গীতং ধাতুমাত্বাত্মকং দ্বিবিধম্—

"বাঙ্মাতুরুচ্যতে গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে" ইতি। তত্র একা মুখ্যা চাসৌ নিপুণা চ তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। 'বিবাহব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ'—বিবাহে উদ্বাহসময়ে ব্যানদ্ধাঃ বিশেষেণ মঙ্গলসূত্রবন্ধনানন্তরং তৎসমীপে আ সমন্তাৎ কণ্ঠং কৃৎস্নমাবৃত্য নদ্ধাঃ বদ্ধাঃ প্রগুণগুণাঃ বহুতন্তুনির্ম্মিতসূত্রাণি। তানি ত্রীণ্যেব, যথোক্তং গৃহ্যকারৈঃ—

> "মাঙ্গল্যতন্তুনাহনেন বদ্ধা মঙ্গলসূত্রকম্।
> বামহস্তে সরং বদ্ধা কণ্ঠে চ ত্রিসরং তথা॥" ইতি।

ইদং চানুষ্ঠানং দেশতো ব্যবস্থাপিতম্। অতএব কচিদ্দেশে মঙ্গলসূত্রবন্ধনং কচিদ্দেশে সরত্রয়বন্ধনং চ কুচিদুভয়মপি নাস্তীতি। অস্য মতং সর্ব্বত্রাস্তীতি। যদ্বা—গ্রন্থকৃতো দেশে এতদুভয়ানুষ্ঠানং বিস্তৃত এবেতি জ্ঞেয়ম্। প্রগুণগুণানাং সংখ্যা ত্রিত্বং তস্যা প্রতিভুবঃ। যথা প্রতিভূঃ উত্তমর্ণস্য অধমর্ণং জ্ঞাপয়তি এবং সংখ্যাং জ্ঞাপয়তীতি প্রতিভুব ইত্যুক্তম্। সংখ্যাজ্ঞাপকাঃ অস্মদাশ্রয়কণ্ঠে শম্ভুনা পূর্ব্বং ভগবতীবিবাহসময়ে সরত্রয়মস্মিন্ স্থলে বদ্ধমিতি দ্রষ্টৄণাং জ্ঞাপয়তি বলিত্রয়মিতি ভাবঃ। বিরাজন্তে অতিতরাং প্রকাশন্তে। 'নানাবিধমধুররাগাকরভুবাম্'—নানাবিধাঃ অনেকপ্রকারাঃ মধুরাঃ মনোরমাঃ রাগাঃ তেষামাকরভুবঃ খনিস্থানানি আশ্রয়ভূতাঃ তেষাম্।

অয়মর্থঃ—গীতয়ঃ পঞ্চ, তদুত্থাঃ গ্রামরাগাঃ ত্রিংশৎ, উপরাগাঃ অষ্টৌ, রাগাস্তু বিংশতিঃ, জনকরাগাঃ পঞ্চদশ, ভাষারাগাঃ ষণ্ণবতিঃ, বিভাষারাগাঃ বিংশতিঃ, আন্তরভাষাশ্চ ত্রয়ঃ ইত্যাদিকং রাগাধ্যায়প্রতিপাদ্যমত্রাবগন্তব্যম্। তে চ রাগাঃ প্রসিদ্ধাঃ, মধ্যমাবতীমালবীশ্রীভৈরবীবঙ্গালীবসন্তাধন্যাসীদেশ্যাদিকং রাগাঙ্গম্। বেলাবতীশুদ্ধবরালীপুন্নাগবরালীনাট্যাদিকং ভাষাঙ্গম্। রাসক্রিয়াদিকং ক্রিয়াঙ্গম্। প্রবীধী * ঘূর্জরীবরালীমলহরীপ্রমুখম্ উপাঙ্গং চ রাগশব্দেন সংগৃহীতম্ ইত্যুক্তং নানাবিধমধুররাগাকরভুবাম্ ইতি। 'ত্রয়াণাং গ্রামাণাম্'—গ্রামশব্দঃ সমূহবাচকঃ সর্ব্বে স্বরাঃ ত্রেধা সংহতাঃ ষড়্জগ্রামো মধ্যমগ্রামো গান্ধারগ্রাম ইতি ত্রেধা স্বরসংহতিঃ। তত্র ভূলোকে গ্রামদ্বয়স্যৈব প্রসরঃ। সপ্তস্বরাণামারোহাবরোহক্রমেণ মূর্চ্ছনাত্রয়ম্। তচ্চ মন্দ্রমধ্যতারাত্মনা ত্রেধা ভবতি। গান্ধারগ্রামস্য শিরঃস্থানস্থাসাদিক্রমেণোপক্রমাসম্ভবাৎ গান্ধারগ্রামো দেবলোকে প্রসৃতঃ। যথোক্তং শার্ঙ্গদেবেন—

* দ্রাবিড়ী।

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে স্যাতাং ষড়্জগ্রামস্তথাহদিমঃ॥
দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে।
ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্॥
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥ ইতি।

এতাঃ মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধতানাঃ ইত্যুচ্যন্তে। অতশ্চ ভগবত্যাঃ কণ্ঠবলিত্রবর্ণনায়াং গ্রামত্রয়কথনং দেবলোকব্যবহারাদ্ যুজ্যত ইত্যনুসন্ধেয়ম্। তেষাং গ্রামাণাং 'স্থিতি-নিয়মসীমানঃ'—স্থিতেঃ অবস্থানস্য নিয়মার্থং পরস্পরং গ্রামাণাং সঙ্করো মা ভূদিতি তেষামন্তে রচিতাঃ সীমানঃ সেতব ইব তে তব।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! গতিগমকগীতৈকনিপুণে! তে গলে তিস্রো রেখাঃ বিবাহব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব বিরাজন্তে।

পূর্বার্দ্ধে অনুমানালঙ্কারঃ, রেখাগতত্রিত্বস্য মঙ্গলসরত্রিত্বানুমাপকত্বাৎ। অনু-মানস্য বিচ্ছিত্ত্যাত্মকত্বং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাদেব। তদ্বৈলক্ষণ্যং চ পক্ষধর্ম্মতা-মাত্রাৎ ব্যাপ্ত্যভাব এব, উভয়সদ্ভাবে লৌকিকমেব স্যাদিতি রহস্যম্। বিচ্ছিত্তির-লৌকিকী শোভা। উত্তরার্দ্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ভগবত্যাঃ কণ্ঠমধ্যবর্ত্তিস্বরগ্রামত্রি-তয়হেতুচিহ্নতয়া বলিত্রয়স্য সম্ভাবনাৎ॥ ৬৯॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে গতিগমকগীতৈকনিপুণে, (গতি—সঙ্গীতের মার্গী ও দেশী দুই অবস্থা, গমক—স্বরকম্প, গীত—রাগাদি, এতদ্বিষয়ে, আপনি নিপুণা) ভগবতি, আপনার গলদেশস্থিত সৌভাগ্যসূচক রেখা-ত্রয়, বিবাহকালে কণ্ঠদেশে আবদ্ধ ত্রিগুণিত সৌভাগ্যসূত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গান্ধারগ্রাম, ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম—এই গ্রামত্রয়ের যেন নানাবিধ মধুর রাগের আকরস্থান-সীমানির্দ্দেশ করতই বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৬৯॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—গলে ইতি। হে গতিগমকযুক্তগান-কুশলে! তব গলে তিস্রো রেখা বিরাজন্তে। কথম্ভূতাঃ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং তারঘোরমন্দ্রাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব। তাবৎ ত্বমত্র তিষ্ঠ ত্বমত্র তিষ্ঠেতি যন্নিয়মনং তস্য সীমান ইব। কিম্ভূতানাম্? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপ্রভৃতীনাম্ আকরভুবাং জন্মস্থানানাম্। রেখাঃ কিম্ভূতাঃ? বিবাদায় ব্যানদ্ধঃ সন্নদ্ধঃ যঃ প্রগুণগণঃ তস্য সংখ্যাসূচিকাঃ। দেব্যাঃ কণ্ঠকলেভ্যঃ অন্যেষাং পিকাদীনাং কণ্ঠকলঃ তুচ্ছ ইতি ভাবঃ। বিবাহব্যানদ্ধত্রিগুণগণসংখ্যেতি কৈবল্যাশ্বঃ। অত্রায়মর্থঃ।

—বিবাহকালে মাত্রা বদ্ধং যত্ত্রিগুণীকৃতং সৌভাগ্যসূত্রং তস্য সূচিকাঃ। ত্বৎপরা স্বামিনঃ সুভগা নাস্তীত্যর্থত্রয়ং যতঃ স্বামিনঃ অর্দ্ধাঙ্গরূপাসি ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ।—দেবি! তুমি গতি ও গমকযুক্ত সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণা। তোমার গলদেশে যে তিনটি রেখা (ত্রিবলিচিহ্ন) বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে অনুমিত হয় যে, মধুররবকারী কোকিল প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন তোমার কণ্ঠস্বরের সহিত বিবাদে সন্নদ্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঐ রেখাত্রয় যেন তাহারই সংখ্যাসূচক। এই তিনটি রেখা দেখিলে বোধ হয়, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ মধুর-রাগের আকর যে তার, ঘোর ও মন্দ্রনামক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের সীমাই যেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

মৃণালীমৃদ্বীনাং তব ভুজলতানাং চতসৃণাং,
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তৌতি বদনৈঃ।
নখেভ্যঃ সন্ত্রস্যন্ প্রথমদলনা- * দন্ধকরিপো-
শ্চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্পণধিয়া ॥ ৭০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—মৃণালী বিসলতা তদ্বৎ মৃদ্বীনাং মৃদূনাং "বোতো গুণবচনাৎ" ইতি ঙীপ্। তব ভবত্যাঃ ভুজলতানাং চতসৃণাং চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সৌভাগ্যং সরসিজভবো ব্রহ্মা স্তৌতি প্রস্তৌতি বদনৈঃ বক্ত্রৈঃ। নখেভ্যঃ করজেভ্যঃ সকাশাৎ সংত্রস্যন্ বিভ্যৎ "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" ইত্যপাদানে পঞ্চমী। প্রথমমথনাৎ পূর্বং খণ্ডিতবতঃ। কর্ত্তরি ল্যুট্; যদাহ বৃত্তিকারঃ—"বোতো গুণ-বচনাৎ" ইত্যত্র "গুণমুক্তবান্ গুণবচনঃ" ইতি। †

ব্রহ্মণঃ পঞ্চমশিরো নখাগ্রেণাচ্ছিনদ্ধরঃ। ইতি পুরাণম্। তস্মাৎ প্রথমমথনাৎ অন্ধকরিপোঃ সদাশিবস্য চতুর্ণাং শীর্ষাণাং শিরসাং সমং সকৃদেব অভয়হস্তার্পণধিয়া অভয়হস্তান্ গ্রহীতুকাম ইত্যর্থঃ।

* 'মথনা' ইতি ল পাঠঃ।

† অত্র পাঠপ্রমাদো দৃশ্যতে, প্রথমমথনাদিত্যস্যানন্বয়াপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রথমমথনাদিত্যত্র ভাবে ল্যুট্। পঞ্চমী হেতৌ। প্রথমমথনাদ্ধেতোঃ অন্ধকরিপোঃ করজেভ্যঃ সংত্রস্যন্নিত্যর্থঃ। যদি বা প্রথমমথনাদিত্যত্র কর্ত্তরি ল্যুট্ ইত্যাদি পাঠস্য শুদ্ধিঃ স্বীক্রিয়েত, তদা করজেভ্য ইত্যত্র উৎপ্রেক্ষ্য ইত্যেবং ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, অন্ধকরিপোরিতি পঞ্চম্যন্তং, পঞ্চমী চাপাদানে ইতি ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুরিতিসূত্রাৎ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কল্পে, সকাশাদিতি বিহায় ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী ইতি যোজ্যম্, অপি চ সদাশিবস্য ইত্যত্র সদাশিবাদিতি পাঠো জ্ঞেয়ঃ। পদ-যোজনায়াং 'করজেভ্যঃ প্রথম-মথনাদন্ধকরিপোঃ সন্ত্রস্যন্নিতি' চ নিবেশ্যম্ ইতি সম্পাদকঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব মৃণালীমৃদ্বীনাং চতসৃণাং ভুজলতানাং সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ চতুর্ভির্বদনৈঃ প্রথমমথনাৎ অন্ধকরিপোঃ নখেভ্যঃ সংত্রস্যন্ সমং চতুর্ণাং শীর্ষাণাং অভয়হস্তার্পণধিয়া স্তৌতি।

কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ, ব্রহ্মৈকনিয়তস্তোত্রস্য নখেভ্যঃ সংত্রস্যন্ ইত্যাদিনা সমর্থনাৎ বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমিতি ধ্যেয়ম্। ভুজলতাবর্ণনে ব্রহ্মণ এবাধিকারো নান্যেষামিতি কাব্যলিঙ্গেন ধ্বন্যতে বস্থিতি অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ॥ ৭০॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—মৃণালী ইতি। তব মৃণালীমৃদ্বীনাং চতসৃণাং ভুজানাং সৌন্দর্য্যং ব্রহ্মা চতুর্ভির্মুখৈঃ স্তৌতি হস্তসৌন্দর্য্যাতিশয়ং বিবৃণোতি। সর্ব্বাঙ্গেষু সৎসু কথং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তৌতীত্যাহ নখেভ্য ইত্যাদি। অন্ধকরিপোর্নখেভ্যঃ প্রথমদলনাৎ পূর্ব্বশিরশ্ছেদাৎ সন্ত্রস্যন্ সন্ চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমম্ এককালেন অভয়হস্তদানবুদ্ধ্যা স্তৌতীত্যন্বয়ঃ। পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং পঞ্চবক্ত্রং দৃষ্ট্বা অহমিবান্যোঽস্তীতি ক্রোধাৎ শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ। অতস্ত্রাসাদবশিষ্টানি শিবনখেভ্যস্ত্রাতুং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তৌতীত্যর্থঃ॥ ৭০॥

অনুবাদ।—মাতঃ! পূর্ব্বকালে অন্ধকরিপু মহাদেব নখ দ্বারা ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুষ্টয় পুনর্ব্বার ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া পদ্মযোনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার চারি মস্তকে এক সময়ে তোমার চারি হস্ত দ্বারা অভয় পাইবার প্রার্থনায় মৃণালীর ন্যায় মৃদুল তোমার ভুজলতাচতুষ্টয়ের সৌন্দর্য্য চারি বদনে বর্ণনা করিয়া থাকেন॥ ৭০॥

নখানামুদ্যোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং,
করাণান্তে কান্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী *।
কয়াচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হন্ত কমলং,
যদি ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারুণদলম্ †॥ ৭১॥

লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা।—নখানাং নখরাণাম্ উদ্যোতৈঃ প্রভাপটলৈঃ নবনলিনরাগং প্রাতর্বিকসিতাম্বুজকান্তিং বিহসতাম্ অপলপতাং করাণাং হস্তানাং তে তব কান্তিং শোভাং কথয় বদ কথয়ামঃ কাব্যপ্রবন্ধং রচয়ামঃ কথং কেন প্রকারেণ উমে! পার্ব্বতি! কয়াচিদ্বা বিধয়া। বেত্ত্যসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ। কেনাপি প্রকারেণ সাম্যভজনং নাস্তীত্যর্থঃ। সাম্যং সাদৃশ্যং ভজতু স্বীকরোতু কলয়া লেশেনাপি হন্ত বাক্যালঙ্কারে—

* 'কথমুমে' ইতি † লাক্ষারসচণমিতি চ, ল পাঠঃ।

হন্ত হর্ষেঽনুকম্পায়াং বাক্যারম্ভবিষাদয়োঃ।

ইত্যমরঃ। কমলং পদ্মং। যদি সংশয়ে। তথাঽপি সন্দেহ ইত্যর্থঃ। ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারসচণং—ক্রীড়ন্ত্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ পদ্মালয়ায়াঃ চরণতলয়োঃ লাক্ষারসেন চণং বিত্তং যুক্তম্। "তেনবিত্তশ্চঞ্চুচণপৌ" ইতি চণপ্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে উমে! নখানামুদ্যোতৈঃ নবনলিনরাগং বিহসতাং তে করাণাং কান্তিং কথং কথয়ামঃ কথয়,কমলং কলয়াঽপি সাম্যং কয়াচিদ্বা ভজতু। হন্ত কমলং ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারসচণং যদি তদা হি সাম্যং ভজতু। বিধয়েতি কুত্রাপি পাঠঃ। তদা হন্ত কমলং কয়াচিদ্বা বিধয়া সাম্যং ভজতু প্রাপ্নোতু ইত্যন্বয়ঃ। তামেব বিধামাহ—যদি ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারসচণং তদা নান্যথেত্যেক-বাক্যতয়া অন্বয়ঃ॥

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, যদ্যর্থোক্ত্যাঽতিশয়কল্পনাৎ। পূর্ব্বার্দ্ধে তদ্গুণালঙ্কারঃ, নখকান্তিভিরতিরক্তত্বাৎ করাণাম্। নবনলিনরাগং বিহসতামিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ। উভয়োরনুস্যূতিঃ, অপৃথক্স্থিত্যা প্রয়োজকত্বাৎ। উভয়োঃ সংসৃষ্টিঃ॥ ৭১॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নখানামিতি। অমী বয়ং তব করাণাং কান্তিং কথং কথয়ামঃ ঔপম্যরহিতত্বাৎ কথং বর্ণয়ামঃ তৎ কথয়। কিম্ভূতানাম্? নখদীধিতিভিঃ সদ্যস্ফুটপদ্মরাগং বিহসতাম্। হন্ত হর্ষে, অহহ যদি কমলং ক্রীড়ন্ত্যা লক্ষ্ম্যাশ্চরণতললাক্ষয়া অরুণদলং ভবতি, তদা কদাচিদ্বা কলয়া লোহিতাংশেন সাম্যং ভজতি ন তু সর্ব্বতোভাবেনেতি ভাবঃ॥ ৭১॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তোমার যে হস্ত নখময়ূখ দ্বারা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্মরাগকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের শোভা আমরা কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? কারণ, এই জগতে কোন স্থানেই তাহার উপমা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। পরন্ত যদি কোন সময় পদ্মোপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণতলের লাক্ষারস-সংস্পর্শে ঐ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথঞ্চিৎ ঐ হস্তকান্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে॥ ৭১॥

সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগং,
তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রস্রুতমুখম্।*
যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ,
স্বকুম্ভৌ হেরম্বঃ পরিমৃষতি হস্তেন ঝটিতি॥ ৭২॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—সমং তুল্যকালং দেবি! ভগবতি! স্কন্দ-

* প্রস্নুতমুখম্। ল

দ্বিপবদনপীতং স্কন্দঃ কুমারঃ দ্বিপবদনো বিনায়কঃ তাভ্যাং পীতং স্তনযুগং কুচদ্বন্দ্বং তব ভবত্যাঃ ইদং নঃ অস্মাকং খেদং ক্লেশং হরতু অপনুদতু সততং প্রস্নুতমুখং ক্ষীরস্রাবিমুখম্। যৎ কুচদ্বন্দ্বম্ আলোক্য বিলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ আশঙ্কয়া মদীয়ৌ কুম্ভৌ অপহৃতবতীত্যাশঙ্কয়া আকুলিতম্ অবস্কন্দিতং ব্যগ্রতয়মিত্যর্থঃ। তাদৃশং হৃদয়ং মনো যস্য হাসজনকঃ মাতাপিত্রোঃ কুমারস্য চ। অসৌ বালিশ ইতি প্রেম্ণা হসিতবস্ত ইত্যর্থঃ। স্বস্য কুম্ভৌ কুম্ভস্থলে হেরম্বঃ বিনায়কঃ পরিমৃশতি বিদ্যতে ন বেতি হস্তেন নির্মাষ্টীত্যর্থঃ। ঝটিতি শীঘ্রম্।

অন্বেত্থং পদযোজনা—হে দেবি! তব সমং স্কন্দদ্বিপবদনপীতম্ ইদং স্তনযুগং প্রস্নুতমুখং নঃ খেদং সততং হরতু যৎ আলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ হেরম্বঃ হাসজনকঃ হস্তেন ঝটিতি স্বকুম্ভৌ পরিমৃশতি।

যস্যাঃ পুত্রৌ জগৎপূজ্যপাদৌ বিনায়ককুমারস্বামিনাবিতি দেব্যাঃ সর্ব্বাতিশায়ি মাহাত্ম্যম্ ইতি প্রতীয়তে। দেব্যাঃ কুচকুম্ভসাম্যং যদি স্যাত্তদা বিনায়ককুম্ভয়োরেব তৌল্যমিত্যতিশয়োক্তিরপি প্রতীয়তে। বিনায়কঃ হস্তেন পরিমৃশতীত্যনেন বিনায়ককুম্ভয়োস্তুল্যৌ দেবীকুচাবেবেতি উপমেয়োপমাঽপি ধ্বন্যতে। বস্ত্বলঙ্কার-ধ্বনীনাং একব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন সঙ্করঃ॥ ৭২॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—সমমিতি। হে দেবি! ইদং তব স্তনযুগং নোঽস্মাকং খেদং দৈন্যং হরতু। কিম্ভূতম্? সমম্ অন্যোন্যসদৃশম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? স্কন্দদ্বিপবদনাভ্যাং পীতং নান্যৈরিতি ভাবঃ, অবিরতং ক্ষরন্মুখং জগন্মাতৃত্বাৎ সর্ব্বেষাং ভরণায়েতি ভাবঃ। হেরম্বো গণেশঃ যৎ স্তনযুগলমালোক্য মমেদং কুম্ভযুগং কুত্র গতমিত্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝটিতি শীঘ্রং হস্তেন স্বকুম্ভৌ পরিমৃশতি অন্বেষণং করোতি। কিম্ভূতঃ? মুখবৈরূপ্যাৎ স্বভাবতো হাসজনকঃ। এতেন কর্ম্মণা বিশেষতঃ হাসজনকঃ। এতেন শ্রীমত্যাঃ স্তনয়োর্গজকুম্ভবৎ কঠিনতা সসৌষ্ঠবতা চ স্পষ্টীকৃতা॥ ৭২॥

অনুবাদ।—জননি! তোমার স্তনযুগল হইতে সর্ব্বদাই স্তন্য ক্ষরিত হইতেছে এবং পূর্ব্বে ষড়ানন ও গজানন ইহা পান করিয়াছেন; সুতরাং পরস্পর সমান তোমার ঈদৃশ স্তনযুগল হইতে আমাদের খেদ (সংসার-পিপাসা) বিদূরিত হউক। ভগবান্ গজানন তোমার এই স্তনযুগল সন্দর্শন করত তাঁহার নিজ কুম্ভযুগল ঐ স্থানে গিয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সহসা স্বীয় মস্তকে হস্তাবমর্ষণ পূর্ব্বক কুম্ভদ্বয় অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার শঙ্কার কার্য্য দর্শন করিয়া সমীপবর্ত্তী কোন ব্যক্তিই হাস্য সংবরণ করিতে

সমর্থ হয় না। [হর-পার্ব্বতী ও কার্ত্তিকেয় এই কার্য্য দর্শনে হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই, ইহা লক্ষ্মীধরসম্মত আংশিক অনুবাদ। অন্যাংশ সমান] ॥ ৭২ ॥

অমূ তে বক্ষোজাবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ, *
ন সন্দেহস্পন্দো † নগপতিপতাকে মনসি নঃ।
পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ, ‡
কুমারাবদ্যাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥

।কা।—অমূ পরিদৃশ্যমানৌ তে তব বক্ষোজৌ কুচৌ অমৃতরসমাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসস্য মাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসপূরিতমাণিক্যকুতুপাবিত্যর্থঃ। কুতুপশব্দো যদ্যপি চর্ম্মনির্ম্মিতঘৃততৈলাদ্যাধারভূত-ঘটসন্নিভপাত্রীবাচকঃ তথাঽপি তস্যাঃ ভগবতীস্তনসাদৃশ্যাবগাহনে অনধিকারাৎ তদর্থং মাণিক্যরচিতত্ব-মঙ্গীকৃতং কুতুপয়োঃ। ন সন্দেহস্পন্দঃ সন্দেহস্য স্পন্দঃ স্পন্দনং লেশমাত্রমিতি যাবৎ। নগপতিপতাকে! মনসি নঃ অস্মাকং পিবন্তৌ তৌ মাণিক্যকুতুপৌ যস্মাৎ কারণাৎ অবিদিতবধূসঙ্গরসিকৌ কুমারৌ শিশূ অদ্যাপি ইদানীমপি শ্লোকরচনা-কালেঽপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ দ্বিরদবদনো বিনায়কঃ, ক্রৌঞ্চদলনঃ ক্রৌঞ্চাদ্রিভেদনঃ, বিনায়ককুমারস্বামিনৌ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে নগপতিপতাকে! অমূ তে বক্ষোজৌ অমৃতরস-মাণিক্যকুতুপৌ। অস্মিন্নর্থে নঃ মনসি সন্দেহস্পন্দো নাস্তি। যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ অবিদিতবধূসঙ্গরসিকৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ অদ্যাপি কুমারৌ ভবতঃ।

অত্র বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ স্পষ্ট এব। পূর্ব্বপাদে রূপকম্, বক্ষোজয়োঃ কুতুপত্বেনারোপণাৎ। যদ্বা নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহঃ; ইমৌ বক্ষোজৌ উত কুতুপাবিতি সন্দেহে কুতুপাবেবেতি নিশ্চয়ঃ, যতোঽমৃতপানাৎ কুমারয়োঃ শিশুত্বম্। স্তন্যপানমাত্রাৎ শিশুত্বাবস্থৈবেতি নিয়মো নাস্তি, শৈশবানন্তরং যৌবনাদেরনুভূতত্বা-দিতি। বিনায়ককুমারয়োস্তু সর্ব্বদা শিশুত্বম্ অমৃতপানবশাদেবেতি অমৃতরস-কুতুপসংদেহাপনয়নে সাধকং প্রমাণং দ্বিতীয়ার্দ্ধপ্রমেয়মিতি সূক্তং নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহ ইতি। "কবিকল্পিতকোটিদ্বয়স্যাবাচ্যত্বং নাস্তি" ইতি মন্মুকঃ ॥ ৭৩ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—অমূ তে ইতি। হে নগপতিপতাকে! গিরিরাজভূষণরূপে! তে তব অমূ বক্ষোজৌ অমৃতরসপূর্ণমাণিক্যঘটৌ অত্রার্থে

* 'কুতুপৌ' ইতি বা পাঠঃ। † 'স্পন্দো' ইতি বা পাঠঃ। ‡ 'বধূসঙ্গরসিকৌ' ইতি বা পাঠঃ।

নোঽস্মাকং মনসি ন সন্দেহস্পন্দো ন সন্দেহং কুরুতঃ। তদেব হেতুনা দ্রঢ়য়তি—যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ গণেশকার্ত্তিকেয়ৌ অদ্যাপি অজ্ঞাতবধূ-সঙ্গমরসৌ কুমারৌ বালকৌ। ন সন্দেহস্পন্দ ইতি প্রাঞ্চঃ। নোঽস্মাকং মনসি সন্দেহলেশমাত্রমপি ন ইতি তদর্থঃ॥ ৭৩॥

অনুবাদ।—হে নগপতিপতাকে! তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ মাণিক্যময় কলসদ্বয়, (লক্ষ্মীধরমতে 'কুপো' নামক পাত্র) ইহাতে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, গণেশ ও কার্ত্তিকেয় দুই ভ্রাতা দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া অদ্যাপি এই স্তন্য পান করিতেছেন॥ ৭৩॥

বহত্যম্ব স্তম্বেরমদনুজকুম্ভপ্রস্থতিভিঃ, *
সমারব্ধাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।
কুচাভোগো বিম্বাধররুচিভিরন্তঃশবলিতাং,
প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ † কীর্ত্তিমিব তে॥৭৪॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—বহতি দধতি। অম্ব! মাতঃ! স্তম্বেরমদনুজ-কুম্ভপ্রকৃতিভিঃ স্তম্বেরমদনুজঃ গজাসুরঃ তস্য কুম্ভস্থলে এব প্রকৃতিঃ জন্মভূমিঃ যেষাং তৈঃ গজকুম্ভেষু মুক্তামণয় উদ্ভবন্তি। যথোক্তং সর্ব্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ:—

গজকুম্ভেষু বংশেষু ফণাসু জলদেষু চ।
শুক্তিকায়ামিক্ষুদণ্ডে ষোঢ়া মৌক্তিকসম্ভবঃ॥
গজকুম্ভে কর্বুরাভাঃ বংশে রক্তাঃ সিতাঃ স্মৃতাঃ।
ফণাসু বাসুকেরেব নীলবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
জ্যোতির্ব্বর্ণাস্তু জলদে শুক্তিকায়াং সিতাঃ স্মৃতাঃ।
ইক্ষুদণ্ডে পীতবর্ণা মণয়ো মৌক্তিকাঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি।

গজকুম্ভপ্রকৃতয়ো মৌক্তিকমণয়ঃ কর্বুরবর্ণাঃ, গজাসুরকুম্ভপ্রকৃতয়স্তু বিশেষত এবেতি ভাবঃ। সমারব্ধাং খচিতাং মুক্তামণিভিঃ মৌক্তিকৈঃ অমলাং দোষরহিতাং ন তু শ্বেতাং, গজকুম্ভোদ্ভবানাং কর্বুরত্বাৎ। হারলতিকাং মুক্তাবলিং কুচাভোগঃ কুচমধ্যপ্রদেশঃ বিম্বাধররুচিভিঃ বিম্বাকারোঽধরো বিম্বাধরঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিম্বাধরস্য অধরবিম্বস্য রুচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং সঞ্জাতচিত্রবর্ণাম্। চিত্রং

* 'প্রকৃতিভিঃ' ইতি ল পাঠঃ। † 'পুরদমরিপুঃ' ইতি ল পাঠঃ।

কির্ম্মীরকল্মাষশবলৈতাশ্চ কর্ব্বুরে। ইত্যমরঃ। অধরকান্তিসংবলিতাং মুক্তা-মণিমালিকাং বহতীতি ভাবঃ। প্রতাপব্যামিশ্রাম্ পুরদময়িতুঃ ত্রিপুরান্তকস্য কীর্ত্তিমিব তে তব। প্রতাপস্তু রক্তবর্ণঃ কীর্ত্তিস্তু শ্বেতবর্ণেতি মহাকবিপ্রসিদ্ধিঃ। অতএবাস্য কবেঃ গজকুম্ভোদ্ভবাঃ মণয়ঃ পাটলবর্ণপরেত্যভিপ্রায় ইত্যনুসন্ধেয়ম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে অম্ব! তে কুচাভোগঃ স্তম্বেরমদনুজকুম্ভপ্রকৃতিভিঃ মুক্তামণিভিঃ সমারব্ধাম্ অমলাং হারলতিকাং বিম্বাধররুচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং প্রতাপ-ব্যামিশ্রাং পুরদময়িতুঃ কীর্ত্তিমিব বহতি।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, হারলতিকায়াঃ প্রতাপসংবলিতকীর্ত্তিত্বেন সম্ভাবনাৎ। বিম্বাধররুচিভিরিত্যত্র উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবতো রক্তবর্ণেষু বিম্বাধররুচিভিঃ সংবলনাদি-বেল্ভি হেতোরুৎপ্রেক্ষণাৎ। উভয়োরনুপ্রাণ্যানুপ্রাণকভাবেন সম্বন্ধঃ, অপৃথক্স্থিত্যা উপকারকত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বহতি ইতি। হে অম্ব! তব কুচা-ভোগঃ স্তনতটং গজাকারদৈত্যকুম্ভপ্রসূতৈর্ম্মুক্তামণিভিঃ সমারব্ধাং গ্রথিতাং হার-লতিকাং বিম্বাধরকান্তিভিরন্তঃশবলিতাম্ অন্তর্লোহিতাম্। তত্রোৎপ্রেক্ষতে। পুরবিজয়িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রাং কীর্ত্তিমিব। শম্ভোঃ পুরবিজয়জন্যৌ কীর্ত্তিপ্রতাপৌ অতিহৃদ্যতয়া হৃদয়ে বিভর্ত্তীতি ধ্বনিতম্। স্তম্বেরমবদনকুম্ভপ্রসূতিভিরিতি বহুষু পাঠঃ। তচ্চিন্ত্যম্ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তোমার স্তনতট সুনির্ম্মল হারলতিকা ধারণ করিতেছে। এই হারলতিকা গজাসুরের কুম্ভে সমুৎপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারাই বিনির্ম্মিত। ঐ মুক্তামণিসমুদয় স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও শ্বেতাভ হইয়াও বিম্বসদৃশ অধরকান্তি দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে। বোধ হইতেছে যে, তুমি ত্রিপুরবিজয়ী শম্ভুর কীর্ত্তিমিশ্রিত প্রতাপ হৃদয়ে ধারণ করিতেছ ॥ ৭৪ ॥

কুচৌ সদ্যঃস্বিদ্যত্তটঘটিতকূর্পাসভিদুরৌ,
কষন্তৌ দোর্ম্মূলং * কনককল(শা)সাভৌ কলয়তা।
তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্নং † তনুভুবা,
ত্রিধা বদ্ধং ‡ দেবি! ত্রিবলি লবলীবল্লিভিরিব ॥৭৫॥ §

।—কুচৌ স্তনৌ সদ্যঃ তদানীমেব স্বিদ্যত্তটঘটিত-

* 'দোর্ম্মূলে' ইতি ল পাঠঃ † 'বলগ্নম্' ইতি ল পাঠঃ ‡ 'নদ্ধম্' ইতি ল পাঠঃ

§ অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধর-টীকা-যুক্ত-পুস্তকে নিসর্গ-ক্ষীণস্যেতি শ্লোকাৎ পরং গুরুত্বং বিস্তারয়িতঃ পূর্ব্বক নিবেশিতঃ; বস্তুতঃ শ্লোকোঽয়ম্ অনন্তরশ্লোকাৎ পরমেব যোজয়িতুমর্হঃ।

কূর্পাসভিদুরৌ স্বিদ্যন্তৌ স্বেদবন্তৌ তটৌ পার্শ্বৌ তয়োর্ঘটিতস্য কূর্পাসস্য ভিদুরৌ। "কর্ম্মকর্ত্তরি কুরচ্" ইত্যত্র কর্ত্তর্য্যপি কুরচ্। রক্ষিতস্তু—"কর্ম্মণি কর্ত্তরি চ কুরচ্" ইতি ব্যাচষ্টে। "সদ্যস্তনঘটিতকূর্পাসভিদুরৌ" ইতি পাঠে সদ্যস্তনং তদানীন্তনং নূতনত্বেন ঘটিতং কূর্পাসং তস্য ভিদুরৌ। প্রতিক্ষণং প্রাণেশ্বরস্য সদাশিবস্য রূপানুসন্ধানেন উৎসিক্তাবয়বৈর্ভিদ্যতে সন্ধিবন্ধেষু কঞ্চুলিকেতি ভাবঃ। কষন্তৌ নিকষন্তৌ দোর্মূলে কক্ষপ্রান্তদেশৌ কনককলশাভৌ কনককলশয়োর্হেমকুম্ভয়োরিব আভা সৌভাগ্যং যয়োস্তৌ কলয়তা রচয়তা তব ভবত্যাঃ ত্রাতুং রক্ষিতুং বলগ্নমিতি শেষঃ। যদ্বা—প্রথমান্তস্য বলগ্নশব্দস্য অত্র কর্ম্মত্বেনান্বয়ঃ। ভঙ্গাৎ স্তনভরজনিতাৎ অলমিতি অলংশব্দোঽত্র বারণার্থঃ। ভঙ্গো মা ভূদিত্যর্থঃ। বলগ্নং মধ্যপ্রদেশঃ তনুভুবা মন্মথেন ত্রিধা ত্রিপ্রকারেণ নদ্ধং বদ্ধং, দেবি! দীব্যন্তি! ভগবতি! ত্রিবলি তিস্রো বল্যো বিভঙ্গাঃ যস্য তৎ লবলীবল্লিভিরিব লবলীনাং বল্লয়ঃ তাভিঃ। তীরলতা শ্বেতা বল্লী লবলী, তৎপুষ্পাণি শ্বেতানি। অকারাদিনিঘণ্টৌ তু—লবলীত্যুক্ত্বা তল্লতা বনকুলুখলতেত্যুক্তম্। যথারুচি স্বীকার্য্যম্। ইবশব্দঃ সম্ভাবনায়াং ধ্রুবমিত্যর্থঃ। ইবশব্দস্য সম্ভাবনাদ্যোতকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে দেবি! সদ্যঃ স্বিদ্যত্তটঘটিতকূর্পাসভিদুরৌ দোর্মূলে কষন্তৌ কনককলশাভৌ কুচৌ কলয়তা তনুভুবা ভঙ্গাদলমিতি বলগ্নং ত্রাতুং ত্রিবলি তব বলগ্নং লবলীবল্লিভিঃ ত্রিধা নদ্ধমিব।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ত্রিবলীনাং লবলীবল্লিত্বেন সম্ভাবনাৎ। পূর্ব্বার্দ্ধে অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ভগবত্যাঃ কুচনির্ম্মাণে মন্মথস্যৈবাধিকারো ন জরদ্ব্রহ্মণ ইতি জরদ্ব্রহ্মনির্ম্মাণসম্বন্ধেঽপ্যসম্বন্ধোক্ত্যা অভেদাধ্যবসায়শ্চ কবিকৃতবস্তুকৃতয়োঃ সৌন্দর্য্যয়োরেবেতি। উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। নম্বেবং কুচৌ রচয়তা মন্মথেনেত্যনুবাদ্যবিশেষণমহিম্না মন্মথকর্ত্তৃত্বস্য সিদ্ধবদনুবাদাৎ কুচনির্ম্মাণে বর্ত্তমানসম্বন্ধাভাবাৎ অসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তেরপ্যসামঞ্জস্যমেবেতি চেৎ—নৈবম্ কুচৌ কনককলশাভৌ কলয়তেতি শতৃপ্রত্যয়েন বর্ত্তমানার্থেন কুচকরণস্য বর্ত্তমানকালসম্বন্ধপ্রতীতেরসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তিরাঞ্জসীতি ন বাচ্যম্, ভূতকালসম্বন্ধেঽপি ভূতকালক্রিয়াবাচকাখ্যাতান্তধাতুপ্রয়োগে যুজ্যতে সম্বন্ধেঽপ্যসম্বন্ধকথনম্, ন ত্বনুবাদ্যগতত্বেন সিদ্ধবদনুবাদে ॥ ৭৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কুচাবিতি। হে দেবি! তব বিলগ্নম্ উদরম্ অতিকৃশং মধ্যং ভঙ্গাৎ ত্রাতুং তনুভুবা কামেন ত্রিবলিরূপাভির্লবলীবল্লিভিস্তাম্রাকৃতিলতাবিশেষৈস্ত্রিধা বদ্ধম্। কুতো ভঙ্গাশঙ্কেত্যাহ। তনুভুবা কিন্তুতেন?

দোর্ম্মূলং কষন্তৌ পীড়য়ন্তৌ স্বর্ণকুম্ভাকারৌ কুচৌ কলয়তা চিন্তয়তা। পুনঃ কিম্ভূতৌ ? সম্ভস্তৎক্ষণাৎ শিবানুরাগজনিতস্বেদং মুঞ্চৎ প্রান্তঘট্টিতং প্রান্তমিলিতং কুর্পাসং কঞ্চুলিকাং ভেত্তুং শীলমনয়োস্তৌ তথা। এতেন স্তনয়োরৌৎকর্ষ্যবর্ণনম্। অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিৎ তব তুল্যমিত্যাদেরনন্তরং দৃশ্যতে। তব কুচৌ কর্ত্তারৌ উদরং কলয়তামনুগৃহ্লীতামিতি প্রাঞ্চঃ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ।—হে দেবি! রতিপতি কন্দর্প যখন দেখিলেন যে, স্বর্ণকুম্ভসদৃশ তোমার উত্তুঙ্গ পীনকুচযুগল স্বদীয় বাহুমূলকে প্রপীড়িত করত শিবানুরাগজনিত স্বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (স্তনদেশস্থিত) কঞ্চুলিকাকে (কাঁচুলিকে) ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার দুর্ব্বহ ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াই যেন তিনি কটিদেশরক্ষার নিমিত্ত লবলীবল্লী (তাম্রাকৃতি লতাবিশেষ) দ্বারা তাহা ত্রিবলি আকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৭৫ ॥

তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে হৃদয়তঃ,
পয়ঃপারাবারঃ পরি(সর)বহতি সারস্বত(মি)ইব।
দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ,
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—তব স্তন্যং স্তনোদ্ভবং ক্ষীরং মন্যে জানামি। ধরণিধরকন্যে! হৃদয়তঃ হৃদয়াৎ পয়ঃপারাবারঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ। সুধাধারাসারঃ ইতি বা পাঠঃ। সুধায়াঃ ধারাণামাসারঃ সুধাপ্রবাহঃ পরিবহতি সারস্বতং সরস্বতীময়মিব স্তন্যস্য শ্বেতবর্ণত্বাৎ সরস্বতীময়ত্বেনোৎপ্রেক্ষণম্। মাধুর্য্যাৎ সুধারূপত্বেন চ। দয়াবত্যা প্রশস্তকৃপাযুক্তয়া দত্তং স্তন্যং দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়দেশসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্ত্তা আস্বাদ্য পীত্বা তব যৎ-কারণাৎ কবীনাং কবীশ্বরাণাং প্রৌঢ়ানাং প্রগল্ভানাং মধ্যে ইতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। অজনি জাতঃ কমনীয়ঃ অতিরমণীয়ঃ কবয়িতা কবিঃ।

অন্বেষণং পদযোজনা—হে ধরণিধরকন্যে! তব স্তন্যং হৃদয়তঃ উত্থিতং (সুধাধারাসারঃ) পয়ঃপারাবারঃ সারস্বতমিব পরিবহতীতি মন্যে। যদ্যস্মাৎ দয়াবত্যা ত্বয়া দত্তং যত্তব স্তন্যং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ কবয়িতা অজনি।

অত্রোৎপ্রেক্ষাদ্বয়ং পদব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্। উভয়োঃ সংসৃষ্টিঃ॥ ৭৬ ॥ *

---

* শ্লোকাঙ্কঃ ৭৫ ল মু, পুঃ।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—তব স্তন্যমিতি। হে গিরিসুতে! তব স্তন্যং দুগ্ধং সারস্বতঃ পয়ঃপারাবার ইব সরস্বত্যা অমৃতসিন্ধুরিব হৃদয়তঃ পরিসরতি হৃদয়ান্নির্যাতি। কৈলাসে সরস্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধামৃতকুণ্ডমস্তি, তজ্জলপানাৎ মহাকবয়ো ভবন্তি। তস্মাদ্‌যথা সরস্বতীনাম্নী নদী বহতি তথা তব ক্ষীরং বহতীতি ভাবঃ। পরিবহতীতি পাঠে সারস্বতঃ পয়ঃপারাবারঃ সরস্বত্যা অমৃতকুণ্ডং তবৈব হৃদয়াদ্‌ দুগ্ধং পরিবহতি অন্যথা কথমীদৃক্‌প্রভাব ইতি ভাবঃ। যত্তব স্তন্যং দয়াবত্যা ভবান্যা দত্তম্‌ আস্বাদ্য দ্রবিড়দেশীয়ঃ শিশুঃ কশ্চিৎ প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ উত্তমঃ কবয়িতা অজনি কাব্যকর্ত্তা অভূৎ। তত্রায়ং গুরূণামুপদেশঃ—পুরা শঙ্করাচার্য্যপিতা অপুত্রঃ শিবভক্ত আসীৎ। পশ্চাৎ শিবকৃপয়া তস্য শঙ্করনামা পুত্রো জাতঃ। একদা পিতা ভিক্ষার্থং গতঃ। মাতা কুটুম্বভরণার্থংশাকচেষ্টয়া প্রাঙ্গণে ষাণ্মাসিকং বালকং নিধায় গতা। এতস্মিন্‌ সময়ে ক্ষুধয়া রোরুয়মাণং বালকং দৃষ্ট্বা দয়য়া স্বয়ং জগদম্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পায়য়িত্বা অন্তর্হিতা। তদৈবায়ং মহাকবিরভূৎ। তস্যামন্তর্হিতায়াং ভিক্ষার্থিনং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা বালকঃ শ্লোকেন প্রত্যুত্তরঞ্চকার। তদ্‌যথা.—"একা মাতা শাকাহর্ত্তা তত্র ক্ষপণক! দশ শাকার্ত্তাঃ। যত্র ক্ষপণক-দশ শাকাশা তত্র ক্ষপণক কা শাকাশা" * ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ।—হে গিরিসুতে! তোমার হৃদয় হইতে সারস্বত-পয়ঃ-প্রবাহের ন্যায় অর্থাৎ কৈলাসশিখর-স্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিন্ধুর ন্যায়

* পূর্ব্বে দ্রাবিড়দেশ-নিবাসী শঙ্করাচার্য্যের পিতা অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে ভগবান্‌ শঙ্করের কৃপায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। শঙ্করের কৃপায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের 'শঙ্কর' এই নামকরণ হইয়াছিল। একদা শঙ্করের পিতা ভিক্ষার্থ বহির্গত, জননীও কুটুম্বগণের ভরণপোষণার্থে ঐ ষাণ্মাসিক বালককে প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া শাক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। এই সময় বালক ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে জগদম্বা ঐ বালকের প্রতি দয়াপরবশা হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে গ্রহণ করত স্তন্য পান করাইয়া অন্তর্হিতা হইলেন; বালকও তৎক্ষণাৎ মহাকবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় এক সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন; তৎকালে কেহই গৃহে ছিলেন না; সুতরাং ষাণ্মাসিক বালক সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থনা শুনিয়া বক্ষ্যমাণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন। (শ্লোকটি অচ্যুতানন্দকৃত-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।) 'একঃ ক্ষপণক-শাকাহর্ত্তা' প্রথম চরণে এইরূপ পাঠ প্রসিদ্ধ। 'ক্ষপণক-শাক' শব্দের অর্থ, কায়-ক্লেশে দিনক্ষেপের উপযুক্ত শাক। এক ব্যক্তিই ঐ প্রকার শাক আহরণ করেন। হে সন্ন্যাসী! (দ্বিতীয় চরণের ক্ষপণক শব্দের অর্থ) তাহাতে দশ জন শাক (সাল) ভোর অর্থাৎ এক বৎসর পীড়িত।—যে স্থানে এই প্রকার ক্ষপণক দশা-প্রাপ্ত, (তৃতীয় চরণস্থ ক্ষপণক-দশ শব্দের অর্থ) ক্ষীণাবস্থা প্রাপ্তগণ কেবল শাকই ভোজন করে, অন্নাহার করে না;—হে ক্ষপণক! অর্থাৎ (কু-নির্লজ্জ, চতুর্থ চরণস্থ ক্ষপণক শব্দের অর্থ) তথায় তোমার শাকের আশা কি আছে? ইহাই শ্লোকার্থ।—সম্পাদক।

(অমৃত-সিন্ধুর ন্যায় এবং সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীময়বস্তুর ন্যায়—ইহা লক্ষ্মীধর সম্মত অর্থ।) স্তন্য প্রবাহিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কারণ, দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে কৃপা করিয়া তুমি স্তন্য পান করাইয়াছিলে, সেই স্তন্যপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়া প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

হরক্রোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা,
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতঝম্পো * মনসিজঃ।
সমুত্তস্থৌ তস্মাদচলতনয়ে! ধূমলতিকা,
জনস্তাং জানীতে জননি! তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—হরস্য ক্রোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন আবিষ্টেন বপুষা গভীরে নিম্নে অতএব তে তব নাভীসরসি নাভ্যেব সরঃ তস্মিন্ কৃতসঙ্গো মনসিজঃ মন্মথঃ তত্র নিমগ্ন ইত্যর্থঃ সমুত্তস্থৌ উদ্ভূতঃ তস্মাৎ নাভিসরসঃ অচলতনয়ে! পার্ব্বতি! ধূমলতিকা ধূমাবলিঃ অঙ্গারপ্রশমসময়োদ্ভবা। জনঃ লোকঃ তাং ধূমলতিকাং জানীতে বর্ণয়তি, জননি! মাতঃ! তব রোমাবলিরিতি রোমরাজিরিতি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে অচলতনয়ে। মনসিজঃ হরক্রোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন বপুষা গভীরে তে নাভীসরসি কৃতসঙ্গঃ। তস্মাদ্ধূমলতিকা সমুত্তস্থৌ। হে জননি! তাং জনঃ তব রোমাবলিরিতি জানীতে।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ধূমলতিকায়াঃ রোমাবলিত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। যদ্বা—জনস্তাং জানীতে ইত্যনেন ভ্রান্তিমান্ প্রতীয়তে, রোমরেখাদর্শনস্য ধূমরেখাভ্রান্তিজনকত্বাৎ। যদ্বা—অতিশয়োক্তিঃ জনস্তাং রোমাবলিমধ্যবস্যতীতি প্রতীতেঃ। যদ্বা—নিশ্চয়ান্তসন্দেহঃ, তাং রোমাবলিরিতি নিশ্চিনোতীতি। এবং চতুর্ণামলঙ্কারাণাং জানীতে ইতি পদাদুত্থানাৎ একবাচকানুপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭৭ ॥ †

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—হরক্রোধ ইতি। হে অচলতনয়ে! মনসিজঃ কামঃ শিবকোপাগ্নিসমূহৈর্ব্যাপ্তেন দেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে কৃতঝম্পঃ। তস্মাৎ দগ্ধস্য পানীয়সংযোগাৎ যা ধূমলতিকা সমুত্তস্থৌ, তাং জনঃ রোমাবলিরিতি কৃত্বা জানীতে হরে ক্রুদ্ধে সত্যপি ত্বমেবাশ্রয়ভূতাসীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ।—হে পার্ব্বতরাজপুত্রি! কন্দর্প মহেশ্বরের কোপানলশিখা-সমূহ দ্বারা দগ্ধশরীর হইয়া তোমার গভীরতর নাভিসরোবরে ঝম্পপ্রদান

---

* 'সঙ্গো' ইতি ল পাঠঃ। † শ্লোকাঙ্কঃ ৭৫, ল, মু, পু,

করিয়াছিলেন। জননি! সলিলসংযোগ-প্রযুক্ত সেই দগ্ধশরীর হইতে যে ধূমরাশি উদ্‌গত হইয়াছিল, লোকে সেই ধূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া অবগত আছেন ॥ ৭৭ ॥

যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে?
কৃশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি তব (য) তদ্ভাতি সুধিয়াম্।
বিমর্দ্দাদন্যোন্যং কুচকল(শ)সয়োরন্তরগতং,
তনূভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাভিং কুহরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—যদেতৎ পুরঃ স্ফুরৎ। যচ্ছব্দস্য এতচ্ছব্দ-সহচরিতস্য প্রসিদ্ধিবাচকত্বং নাস্তি। অতএব পুনর্যচ্ছব্দোপাদানম্। কালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ তনুতরতরঙ্গঃ অতিসূক্ষ্মতরঙ্গঃ তস্যাকৃতিরিব আকৃতির্যস্য তৎ শিবে! ভগবতি! কৃশে তনুনি মধ্যে অবলগ্নে কিঞ্চিৎ জননি! তব যৎ ভাতি স্ফুরতি সুধিয়াং বিদুষাং বিমর্দাৎ সঙ্ঘর্ষাৎ অন্যোন্যং পরস্পরং কুচকল-শয়োঃ অন্তরগতং মধ্যবর্ত্তি তনুভূতং ব্যোম গগনং প্রবিশদিব প্রবেশং কুর্ব্বদিব। নীলং নভঃ ইত্যাবালগোপালপ্রসিদ্ধম্। গগনস্য নীলিমা চ মূর্ত্তত্বং চ কবিপ্রসিদ্ধম্। নাভিং কুহরিণীং কুহরবতীম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে শিবে! জননি! তব কৃশে মধ্যে যদেতৎকালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিৎ রোমাবলিরূপং বস্তু সুধিয়াং যদ্ভাতি কুচকলশয়োরন্তর-গতং তনূভূতং ব্যোম অন্যোন্যং বিমর্দাদেব কুহরিণীং নাভিং প্রবিশদিব ভাতি।

নীলং মূর্ত্তং নভঃ কুচকলশবিমর্দ্দবশাৎ অধোভাগে স্রস্তং নাভিপর্য্যন্তম্ জতুলতা-ন্যায়েনাবতিষ্ঠতে তদ্রোমাবলিং বদন্তীতি ভাবঃ। অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, রোমলতায়া গগনলতিকাত্বেন সম্ভাবনাৎ। প্রথমপাদে নিদর্শনালঙ্কারঃ; তরঙ্গাকৃতিবদাকৃতিরিতি বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাক্ষেপাৎ। অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ৭৮ ॥ *

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—যদেতদিতি। হে শিবে! তব কৃশে মধ্যে যৎ যমুনাসূক্ষ্মতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্ বস্তু তৎ কুচকলসয়োঃ পরস্পরপীড়নাৎ মধ্যগতং তনূভূতং সূক্ষ্মং ব্যোমতত্ত্বং গহ্বরযুক্তং নাভিহ্রদং প্রবিশদিব সুধিয়াং মনসি ভাতি। সুধিয়া ইতি কৈবল্যার্থঃ। তত্র শিবস্য মনসি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ।—শিবে জননি! তোমার ক্ষীণতর মধ্যস্থলে কালিন্দীর (যমুনার) সূক্ষ্মতর তরঙ্গসদৃশ শ্যামলরেখার ন্যায় যে কোন বস্তু লক্ষিত হইতেছে,

---

* শ্লোকাঙ্কঃ ৭৭ ল মু পু

তৎসম্বন্ধে সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কুচ-কলসযুগলের পরস্পর পীড়ন দ্বারা নিষ্পিষ্ট তন্মধ্যগত আকাশ চূর্ণ হইয়া অতীব গভীর নাভিহ্রদে ঝরিয়া পড়িতেছে ॥ ৭৮ ॥

স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতা-
কলাস্থানং * কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহুতভুজঃ।
রতের্লীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে! †
বিলদ্বারং সিদ্ধের্গিরিশনয়নানাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—স্থিরঃ বিনাশরহিতঃ গঙ্গাবর্ত্তঃ গঙ্গায়াঃ অম্ভসাং ভ্রমঃ আবর্ত্তস্য ক্ষণিকত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকঃ স্থির ইতি। স্তনমুকুলরোমাবলিলতাকলাবালং—স্তনাবেব মুকুলৌ পুষ্পকোরকৌ তয়োঃ রোমাবলিরেব লতা আধারভূতা জনয়িত্রী তস্যাঃ কলা রেখা তস্যা আবালং আলবালম্। কুণ্ডং হোমার্থং সম্পাদিতং বৃত্তম্ অগ্নিস্থানং কুসুমশরতেজোহুতভুজঃ কুসুমশরস্য মন্মথস্য তেজঃ দীপ্তিরেব হুতভুক্ বহ্নিঃ তস্য। রতেঃ মদনপত্ন্যাঃ লীলাগারং বিলাসগৃহং তত্রৈব সর্ব্বদা মন্মথসদ্ভাবাৎ তৎপ্রেয়সী তত্রৈব বর্ত্তত ইতি। কিমপি অনির্ব্বাচ্যম্ অতিসুন্দরমিত্যর্থঃ। তব নাভিঃ গিরিসুতে! পার্ব্বতি! বিলদ্বারং গুহাদ্বারং সিদ্ধেঃ তপঃসিদ্ধেঃ গিরিশনয়নানাং সদাশিবচক্ষুষাং বিজয়তে সর্ব্বোৎকর্ষেণ স্ফুরতি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে গিরিসুতে! তব নাভিঃ স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ স্তনমুকুলরোমাবলিলতাকলাবালং কুসুমশরতেজোহুতভুজঃ কুণ্ডং রতের্লীলাগারং গিরিশনয়নানাং সিদ্ধের্বিলদ্বারং কিমপি বিজয়তে ॥

অত্রোল্লেখালঙ্কারঃ, একস্যা নাভেরনেকরীত্যা উল্লেখাৎ। নায়মতিশয়োক্তিঃ, একস্যানেকত্বোল্লেখনাদেব। নাপ্যতিশয়োক্তিমালা, কিমপীত্যধ্যবসিতুমশক্যত্বাৎ কিমপীত্যনেন সার্দ্ধং মালাত্বস্যানুচিতত্বাদিতি রহস্যম্ ॥ ৭৯ ॥ ‡

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—স্থির ইতি। কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং তব নাভি ইতি অনেন উচ্যমানপ্রকারেণ বিজয়তে; কিন্তদিত্যাহ,—স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তস্যাস্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোষাৎ পুনরনূদ্যতে। অথবা স্তনকোরক-লোমাবলিলতায়াঃ আলবালস্য উচ্চতায়া নাভের্গাম্ভীর্য্যাদপরিতোষঃ। অথবা কন্দর্প-

* 'কলাবালং' ইতি ল পাঠঃ।

† নাভির্গিরিসুতে ইতি ল পাঠঃ।

‡ শ্লোকাঙ্কঃ ৭৮ ল, মু, পু,

তেজোবহ্নেঃ কুণ্ডম্। কুণ্ডস্য সমেখলত্বাৎ নাভের্ম্মেখলারহিতত্বাদপরিতোষঃ। অথবা রতেঃ ক্রীড়াগৃহম্। তত্রাপি পারিপাট্যাভাবাদপরিতোষঃ। অতএব গিরিশনয়নানাং সিদ্ধের্বিলদ্বারম্। যথা সিদ্ধা অপি বিলদ্বারে তপঃ কৃত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ।—হে গিরিজে! তোমার নাভি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। এই নাভি অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, ইহা স্থিরতর গঙ্গাবর্ত্ত। (গঙ্গাবর্ত্তে স্থিরতা না থাকা বশতঃ কবি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন যে) বোধ হয় যেন, ইহা স্তনযুগরূপ মুকুলদ্বয়ে সুশোভিত লোমাবলীরূপ লতার আলবালস্বরূপা। (আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই, সুতরাং কবি ইহাতেও পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন যে) বোধ হয় যেন, ইহা রতিপতির তেজোরূপ হুতাশনের কুণ্ড। (কুণ্ডে মেখলা আছে, নাভিতে মেখলা নাই; সুতরাং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইতে পারায় পুনর্ব্বার উৎ-প্রেক্ষিত হইতেছে যে) বোধ হয়, যেন ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ। (রতির লীলাগার তেমন পারিপাট্যযুক্ত নহে, সুতরাং ইহাতেও কবি পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন যে,) বোধ হয় যেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করের নয়নত্রয়ের তপঃসিদ্ধি করিবার গুহাদ্বার। [এই অনুবাদস্থ () বেষ্টনীমধ্যস্থিত বাক্যগুলি লক্ষ্মীধরসম্মত নহে।] ॥ ৭৯ ॥

নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো,
নমন্মূর্ত্তের্ন্নাভৌ বলিষু * শনকৈস্ত্রুট্যত ইব।
চিরং তে মধ্যস্য ত্রুটিত-তটিনী-তীর-তরুণা,
সমাবস্থাস্থেম্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে! ॥ ৮০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—নিসর্গক্ষীণস্য স্বভাবেন ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য স্তনতটভরেণ স্তনতটয়োঃ কুচতটয়োঃ ভরেণ ক্লমজুষঃ ক্লান্তিমতঃ নমন্মূর্ত্তেঃ নারী-তিলকে! স্ত্রীরত্নভূতে! শনকৈঃ স্তোকং ত্রুট্যত ইব ভিদ্যমানস্যেব চিরং বহুকালং তে তব মধ্যস্য অবলগ্নস্য ত্রুটিততটিনীতীরতরুণা ত্রুটিতে ভগ্নে তটিন্যাঃ বাহিন্যাঃ তীরে তরুঃ বৃক্ষঃ তেন সমাবস্থাস্থেম্নঃ সমায়াং তুল্যায়াং অবস্থায়াং স্থেমা স্থৈর্য্যং যস্য তস্য ভবতু ভূয়াৎ কুশলং ক্ষেমং ত্রুটনাহভাবঃ শৈলতনয়ে! পার্ব্বতি!

* 'নারীতিলক' ইতি ল পাঠঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে শৈলতনয়ে! নারীতিলক! নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতট-ভরেণ ক্লমজুষঃ নমন্মূর্ত্তেঃ শনকৈঃ ক্রট্যত ইব ক্রটিততটিনীতীরতরুণা সমাবস্থাস্থেম্নঃ তে মধ্যস্য চিরং কুশলং ভবতু।

মধ্যস্তেত্যেবমাদিপ্রয়োগাঃ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকারিণো মহাকবিশিক্ষাভ্যাসসমাসাদিতাঃ। এতাদৃশপ্রয়োগনিপুণঃ মহাকবিরিত্যুচ্যতে।

অত্রোপমালঙ্কারঃ, ভগ্ননদীকূলবর্ত্তিমহীরুহশিখামূলিকাসাম্যং মধ্যস্তেতি ॥৮০॥ *

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নিসর্গ ইতি। শৈলতনয়ে! তব মধ্যস্য চিরং কুশলং ভবতু ভঞ্জনং ন ভবত্বিত্যর্থঃ। কিন্তুতস্য? নিসর্গক্ষীণস্য স্বভাবতঃ কৃশস্য স্তনতটভরেণ ক্লান্তিভাজঃ। বলিষু ক্রট্যত ইব, অতএব ভগ্ন-তটিনী-তীর-তরুণা সমাবস্থয়া স্থেমা স্থিতির্যস্য সমাবস্থাস্থেম্নঃ। অতএব কৌশল্যমাশংসতে ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ।—হে শৈলতনয়ে! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই ক্ষীণ; তাহাতে আবার স্তনতটভরে একান্ত পীড়িত; তোমার ত্রিবলি দেখিলে অনুমিত হয় যে, মধ্যদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশঃ ক্রটিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে। অধুনা তোমার এই মধ্যদেশ ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ তটিনী-তীরবর্ত্তী বৃক্ষের সহিত সমান অবস্থায় পতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার এই মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে অর্থাৎ ভগ্ন হইয়া নিপতিত না হয় ॥ ৮০ ॥

গুরুত্বং বিস্তারং ক্ষিতিধরপতিঃ পার্ব্বতি নিজা-
ন্নিতম্বাদাচ্ছিদ্য ত্বয়ি যজন- † রূপেণ নিদধে।
অতস্তে বিস্তীর্ণো গুরুরয়মশেষাং বসুমতীং,
নিতম্বপ্রাগ্ভাবঃ ‡ স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—গুরুত্বং গৌরবং বিস্তারং আয়ামপরিণাহং ক্ষিতিধরপতিঃ হিমবান্ পার্ব্বতি! শৈলতনয়ে! নিজাৎ স্বকীয়াৎ নিতম্বাৎ নিতম্বপ্রদেশাৎ আচ্ছিদ্য অবযুত্য ত্বয়ি ভবত্যাং হরণীরূপেণ হরণাত্মনা নিদধে সমর্পিতবান্। হরণং নাম স্ত্রীধনং—অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকম্। যথোক্তং হারীতেন:—

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং হরণং স্ত্রীধনং স্মৃতম্।

ইতি। অস্যার্থঃ—অগ্নিমধিকৃত্য দত্তমধ্যগ্নি বিবাহসময়ে অগ্নিসমীপে পিত্রাদিভির্যদ্দত্তং তদধ্যগ্নি। বিবাহানন্তরং বধূং গৃহীত্বা পত্যুঃ স্বগৃহং প্রতিজিগমিষাঽবসরে

---

* ৭১ ল, মু, পু,

† 'হরণ' ইতি ল পাঠঃ।

‡ প্রাগ্ভারঃ। ইতি ল পাঠঃ।

পিত্রাদিভির্যদ্দত্তং তদধ্যাবাহনিকমিতি *। এতদ্ভুজয়ং হরণশব্দবাচ্যমিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতমিতি। অতঃ তস্মাৎ কারণাৎ তে তব বিস্তীর্ণঃ আয়ামতঃ গুরুঃ পৃথুঃ অয়ং পরিদৃশ্যমানঃ অশেষাং কৃৎস্নাং বসুমতীং পৃথ্বীং নিতম্বস্য প্রাগ্‌ভারঃ অতিশয়ঃ স্থগয়তি ছাদয়তি লঘুত্বং লাঘবং নয়তি প্রাপয়তি চ। চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে অস্মিন্নর্থে ন শঙ্কিতব্যমিত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে পার্ব্বতি! ক্ষিতিধরপতিঃ গুরুত্বং বিস্তারং নিজাৎ নিতম্বাদাচ্ছিদ্য ত্বয়ি হরণরূপেণ নিদধে। অতঃ তে অয়ং নিতম্বপ্রাগ্‌ভারঃ গুরুঃ বিস্তীর্ণঃ সন্ অশেষাং বসুমতীং স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ।

বিস্তারেণ স্থগনং গুরুত্বেন লাঘবাপাদনমিত্যর্থঃ। প্রপঞ্চে বসুমত্যামেব গুরুত্ব-বিস্তারৌ একত্র স্থিতৌ। তয়োস্তিরস্করণমেকত্র স্থিতাভ্যাং গুরুত্ববিস্তারাভ্যামেব বিধেয়মিতি হিমাদ্রিগতগুরুত্ববিস্তারৌ হিমাদ্রেঃ ভূধরত্বাৎ ভূমিগতগুরুত্ববিস্তারাভ্যাম-ধিকাবিতি ভাবেন গৃহীত্বা তত্তিরস্করণমিতি ক্ষিতিবরপতিঃ অশেষাং বসুমতীমিতি চ পদং প্রযুঞ্জানস্য ভাবঃ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, হিমাদ্রিগতগুরুত্ববিস্তারয়োঃ পার্ব্বতীনিতম্বগতগুরুত্ব-বিস্তারয়োর্ভেদেঽপ্যভেদেনাধ্যবসানাৎ। সেয়ং ভেদে অভেদনিবন্ধনা অতিশয়োক্তির-লঙ্কারঃ ॥ ৮১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—গুরুত্বমিতি। হে পার্ব্বতি! পর্ব্বতরাজ-কন্যে! পর্ব্বতরাজঃ নিজাশ্রিতত্বাৎ গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিদ্য আকৃষ্য যজনরূপেণ অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকত্বেন ত্বয়ি নিদধে নিহিতবান্। ভরণরূপেণেতি পাঠে যথা হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাত্তে তব গুরুর্বিস্তীর্ণশ্চ নিতম্বপ্রাগ্‌ভাবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্বব্যাপারঃ অশেষাং বসুমতীং স্থগয়তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুত্বঞ্চ নয়তি আত্মশোভয়া বসুমতী-শোভাং তিরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ।—হে পার্ব্বতি! তোমার বিবাহকালে পর্ব্বতরাজ নিজ নিতম্ব হইতে গুরুত্ব ও বিস্তার আকর্ষণ পূর্ব্বক যৌতুকরূপে তোমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত (তোমার পাদক্ষেপকালে) গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ব এই ধরিত্রীকে ভারাক্রান্ত করে এবং আত্মশোভা দ্বারা বসুমতীর শোভাকে পরাভূতা করিয়া থাকে। [( ) বন্ধনীস্থিত অংশ লক্ষ্মীধর সম্মত নহে] ॥ ৮১ ॥

* কেচিৎ। অপরে—আহবনীয়সমীপে যজ্ঞাদৌ পিত্রাদিভির্যদ্দত্তং তদধ্যাহবনীয়কমিতি, ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ * কনককদলীকাণ্ডপটলী-
মুভাভ্যামূরুভ্যামুভয়মপি নির্জ্জিত্য ভবতী। †
সুবৃত্তাভ্যাং পত্যৌ ‡ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিসুতে,
বিজিগ্যে ¶ জানুভ্যাং বিবুধকরিকুম্ভদ্বয়মপি § ॥ ৮২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—ঊরূ জানুনী চ সকৃদেব বর্ণয়তি—করীন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ করদণ্ডান্। শুণ্ডশব্দস্য পুংলিঙ্গতাঽপ্যস্তি ইতি রক্ষিতমতম্। কনককদলীকাণ্ডপটলীং—সুবর্ণরম্ভাস্তম্ভসংহতিম্ উভাভ্যামূরুভ্যাং উভয়ং করিকররম্ভাস্তম্ভাত্মকম্ অপি নির্জিত্য বিজিত্য ভবতি! ত্বং সুবৃত্তাভ্যাং শোভনাভ্যাং বর্ত্তুলাভ্যাং পত্যুঃ পরমেশ্বরস্য প্রণতিকঠিনাভ্যাং প্রণতিভিঃ কঠিনাভ্যাং প্রণতিদশায়াং ভূমিস্পর্শাদিত্যর্থঃ। গিরিসুতে! হিমাদ্রিতনয়ে! বিধিজ্ঞে। বিধিং বেদার্থং জানাতীতি বিধিজ্ঞা সর্বজ্ঞেত্যর্থঃ। যদ্বা—বেদার্থানুষ্ঠাত্রী। অতএব পত্যুর্নমস্কারঃ প্রতিদিনং বৈধ ইতি কৃতঃ ন তু তস্যাধিক্যানুরোধাদিতি নর্ম্মবচনম্। তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। জানুভ্যাং বিবুধকরিকুম্ভদ্বয়ং দিগ্‌দন্তিকুম্ভস্থলদ্বিতয়ম্ অসি ভবসি। [সুবৃত্তাভ্যামিত্যস্য সুচরিতাভ্যামিত্যপ্যর্থো ধ্বনিহেতুরিতি সং]

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে বিধিজ্ঞে! গিরিসুতে! ভবতি! করীন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ কনককদলীকাণ্ডপটলীম্ উভাভ্যামূরুভ্যাম্ উভয়মপি নির্জিত্য সুবৃত্তাভ্যাং পত্যুঃ প্রণতিকঠিনাভ্যাং জানুভ্যাং বিবুধকরিকুম্ভদ্বয়মপি নির্জিত্য অসি বর্ত্তসে স্ফুরসীতি যাবৎ।

অত্র ভবচ্ছব্দযোগেঽপি অসীতি মধ্যমপুরুষ এব ভবতি, তস্য সম্বোধনমাত্র-পরত্বাৎ। অত্রেদং তত্ত্বম্—ভবচ্ছব্দো দ্বিবিধঃ সংবোধ্যপরঃ সংবোধনমাত্রপরশ্চেতি। সংবোধ্যপরত্বে ভবচ্ছব্দস্য যুষ্মদর্থত্বাভাবাৎ "যুষ্মদ্যুপপদে" ইত্যাদিনা প্রাপ্ত্যভাবাৎ শেষে প্রথমা এব তদ্‌যোগে। যথা—"স্তুতে জগন্তি ভবতী ভবতী বিভর্ত্তি ভাবান্" ইত্যাদৌ। যদা—সংবোধনমাত্রপরত্বং ভবচ্ছব্দস্য তদা যুষ্মদর্থত্বাৎ মধ্যমপুরুষঃ স্যাদেব। যথা—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি" ইত্যাদি। তত্র সংবোধনমাত্রপরত্বেঽপি ঙীপ্‌প্রত্যয়ঃ গৌরাদৌ ভবতঃ প্রাতিপদিকস্য পাঠাৎ সিদ্ধঃ। অতএব রক্ষিত আহ—"ভবতু প্রাতিপদিকসামর্থ্যাৎ স্ত্রীলিঙ্গ এব ভবচ্ছব্দস্য সংবোধনমাত্রপরত্বম্" ইতি। অয়মাশয়ঃ—ভবচ্ছব্দস্য সর্বনামসু ভবতি প্রাতিপদিকগ্রহণাৎ "উগিতশ্চ"

* 'শুণ্ডান্' ইতি ল পাঠঃ ‡ 'পত্যুঃ' ইতি ল পাঠঃ
† 'ভবতি' ইতি ল পাঠঃ ¶ 'বিধিজ্ঞে' ইতি ল পাঠঃ § 'অসি' ইতি ল পাঠঃ

ইতি ঙীপ্ সিদ্ধ এবেত্যত্র গৌরাদৌ পঠিতস্য ভবচ্ছব্দস্য বৈয়র্থ্যাং স্ত্রীত্ব এব সংবোধনমাত্রপরত্বমিতি জ্ঞাপয়তীতি।

নন্বেবং রক্ষিতেনৈব "যুষ্মদস্মদোঃ স্ত্রীপুন্নপুংসকেষু তুল্যলিঙ্গত্বং সংবোধনমাত্রপরত্বাৎ যুষ্মদস্মদোঃ একত্বিবহুত্বপরত্বং তু সংবোধ্যলক্ষণয়া। ন চ লিঙ্গলক্ষণা, আকাঙ্ক্ষাঽভাবাৎ" ইত্যুক্তম্। তদ্বত্তবচ্ছব্দস্যাপ্যলিঙ্গত্বম্ প্রাপ্নোতীতি। মৈবং, দত্তোত্তরত্বাদিত্যলমতিবিস্তরেণ। যত্তু "ত্বামস্মি বচ্মি বিদুষাম্" ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কাব্যপ্রকাশিকাটীকাকারেণ ভাস্করেণোক্তং তদমূলমিতি নোপন্যস্য দূষিতম্। অত্রোপমালঙ্কারঃ স্পষ্ট এব ॥ ৮২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—করীন্দ্রাণামিতি। হে গিরিসুতে! ভবতী উভাভ্যাম্ ঊরুভ্যাং করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ কনককদলীকাণ্ডসমূহঞ্চ উভয়ম্ উভাভ্যাম্ ঊরুভ্যাং নির্জিত্য জানুভ্যাম্ ঐরাবতকুম্ভদ্বয়মপি বিজিগ্যে। কিম্ভূতাভ্যাং জানুভ্যাম্? সুবর্ত্তুলাভ্যাম্। পুনঃ কীদৃগ্‌ভ্যাম্? পত্যুর্মহাদেবস্য প্রণতিকঠিনাভ্যাম্। উপযমনকালে শ্রীমতা শ্রীমত্যা জানুনী গৃহ্যেতে ইতি শৃঙ্গারবর্ণনং শঙ্করস্বরূপস্য শঙ্করাচার্য্যস্য ন দোষায়েতি ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ ।—হে গিরিসুতে! তুমি উভয় ঊরু দ্বারা করীন্দ্রদিগের শুণ্ডসমুদয় এবং কনককদলীবৃক্ষ-সমুদায় জয় করত পতির প্রতি প্রণতিনিবন্ধন কঠিন ও সুবৃহৎ জানুদ্বয় দ্বারা ঐরাবত-কুম্ভদ্বয়কেও পরাভূত করিয়াছ ॥ ৮২ ॥

> পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে,
> নিষঙ্গৌ তে জঙ্ঘে বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃত।
> যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-
> নখাগ্রচ্ছদ্মানঃ সুরমু(ম)কুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—পরাজেতুং তিরস্কর্ত্তুং রুদ্রং হরং দ্বিগুণশরগর্ভৌ দ্বিগুণীকৃতাঃ শরাঃ পঞ্চবাণাঃ গর্ভে যয়োস্তৌ। গিরিসুতে! পার্ব্বতি! নিষঙ্গৌ তূণীরৌ তে তব জঙ্ঘে জঙ্ঘাকাণ্ডৌ বিষমবিশিখঃ পঞ্চবাণঃ বাঢ়ং ধ্রুবম্ অকৃত কৃতবান্ যদগ্রে যয়োঃ নিষঙ্গয়োরগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ দশানাং শরাণাং দ্বিগুণীতানাং পঞ্চানামিত্যর্থঃ তেষাং ফলাঃ অয়োমুখানি পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্মানঃ পাদয়োঃ প্রপদয়োঃ যুগলী দ্বিতয়ং তস্যা নখাগ্রাণাং দশানাং ছদ্ম ব্যাজো যেষাং তে সুরমকুটশাণৈকনিশিতাঃ সুরাণাম্ ইন্দ্রাদীনাং মকুটেষেব শাণেষু একং মুখ্যং যস্মা স্যাৎ তথা নিশিতাঃ উত্তেজিতাঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে গিরিসুতে! বিষমবিশিখঃ রুদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণ-শরগর্ভৌ নিষঙ্গৌ তে জঙ্ঘে অকৃত বাঢ়ম্। যদগ্রে পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্মানঃ সুর-মকুটশাণৈকনিশিতাঃ দশশরফলা দৃশ্যন্তে।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, জঙ্ঘয়োঃ তূণীরতয়া সম্ভাবনাৎ। অপহ্নবালঙ্কারঃ, নখাগ্রাণাং ফলত্বেনাপহ্নবাৎ। অনয়োরনুস্যূতিঃ, অপৃথক্‌স্থিত্যা প্রযোজ্যপ্রযোজক-ভাবাবগতেঃ। বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃতেত্যত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, সাধারণ-ব্রহ্মসৃষ্টিব্যতিরিক্তত্বেন প্রতীতেঃ। এতচ্চ পূর্ব্বমেব স্পষ্টীকৃতং "কুচৌ সদ্যঃস্বিদ্যৎ" * ইতি শ্লোকব্যাখ্যাবসরে। অলঙ্কারেণ অলঙ্কারধ্বনিরপি, দ্বিগুণশরগর্ভৌ দশশর-ফলা ইতি পদদ্বয়েন পাদাঙ্গুলীনাং শরাণাং চ অভেদাধ্যবসায়প্রতীতেরিত্যলম্ ॥৮৩॥

• **অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—পরাজেতুমিত্যাদি। হে গিরিসুতে! তব জঙ্ঘে বিষমবিশিখঃ কামঃ রুদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণশরগর্ভৌ নিষঙ্গৌ তূণৌ বাঢ়ং দৃঢ়ং যথা স্যাৎ তথা অকৃত কৃতবান্। কথং জ্ঞায়তে ইত্যাহ—যয়োরগ্রে পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্মানঃ নখব্যাজেন দশশরফলা দশবাণফলাগ্রা দৃশ্যন্তে। কিম্ভূতাঃ? সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ ইন্দ্রাদীনাং মুকুটশাণেনাতিতীক্ষ্ণাঃ। এতেন তব জঙ্ঘাদর্শনমাত্রেণ শিবঃ কামেন পরাজিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ।—হে পর্ব্বতরাজপুত্রি! নিশ্চয় কন্দর্প রুদ্রকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জঙ্ঘাদ্বয়কে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সুদৃঢ় তূণীরস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ নিশ্চয়ের কারণ এই যে, তোমার চরণযুগলের অগ্রভাগে নখাগ্ররূপ দশটি বাণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে। এই ফলা দেবগণের মুকুটশাণে সুশাণিত ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতীনাং মূর্দ্ধানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া,
মমাপ্যেতৌ মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ।
যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজূটতটিনী,
যয়োর্ল্লাক্ষালক্ষ্মীররুণহর- † চূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—শ্রুতীনাং নিগমানাং মূর্দ্ধানঃ শিরাংসি বেদান্তা ইত্যর্থঃ। দধতি ধারয়ন্তি প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। তব ভবত্যাঃ যৌ চরণৌ পাদৌ শেখরতয়া উত্তংসতয়া। যদ্বা—শ্রুতীনাং শ্রুতিবধূনাং মূর্দ্ধানঃ শ্রুতয়ঃ ভগবতীপাদাব্জম্ উত্তংসয়ন্তি। যথোক্তম্—শ্রুতিবাক্যং শক্তিং প্রতি বসিষ্ঠেন :—

* ৭৫ শ্লোকঃ † 'হরি' ইতি ল পাঠঃ।

নমো দেব্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ শ্রিয়ৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানবেদকৈঃ পূজিতাঙ্ঘ্রয়ে॥
বেদকৈরিত্যত্র বেদানাং কৈঃ শিরোভিরিতি।
নমস্ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ শিবায়ৈ বিশ্বমূর্ত্তয়ে॥ ইত্যাদি।
এবংস্তুতা মহাদেবী শ্রুতিভিঃ প্রীতমানসা।
প্রাহ তাং প্রতি তাদৃগ্ভিঃ বচোভিরমরেশ্বরী॥

ইত্যাদি বসিষ্ঠসংহিতায়াম্। মমাপি এতৌ চরণৌ মাতঃ! জননি! শিরসি মূর্দ্ধনি দয়য়া কৃপয়া কৃপাবিষ্টচিত্তেনেত্যর্থঃ ধেহি নিধেহি চরণৌ পাদৌ যয়োঃ চরণয়োঃ সম্বন্ধি পাদ্যং পাথঃ পাদনির্ণেজনজলম্। যদ্যপি পাদ্যমিত্যুক্তে পাদসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে তথাঽপি পাদ্যমিত্যুক্তে পাদ প্রক্ষালনার্হং পাদ্যমিত্যর্হতামাত্রপ্রতীতৌ বিশেষাকারেণ যয়োরিত্যস্যান্বয়ঃ ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। পশুপতিজটাজূটতটিনী পশুপতেঃ শিবস্য জটাজুটে কপর্দ্দে তটিনী গঙ্গা যয়োঃ চরণয়োঃ লাক্ষালক্ষ্মীঃ লাক্ষারসকান্তিঃ অরুণ-হরিচূড়ামণিরুচিঃ অরুণশ্চাসৌ হরিচূড়ামণিশ্চ কৌস্তুভঃ তস্য রুচিঃ রক্তিমা।

অয়মর্থঃ—প্রণয়কোপশান্তয়ে প্রণতস্য পশুপতেঃ জটাজূটবর্ত্তিনী গঙ্গা পাদাগ্র-বর্ত্তিনী আসীদিতি গঙ্গায়াঃ পাদ্যজলত্বং কথিতম্। প্রতিদিনং সায়ংপ্রাতঃ সেবার্থং নমস্কুর্ব্বাণস্য বিষ্ণোঃ মকুটঘটিতকৌস্তুভমণেঃ শ্বেতবর্ণস্য লাক্ষারসপ্রসাদজন্যো-ঽরুণিমেতি ধ্যেয়ম্। [গলশোভিকৌস্তুভমিতি স্মরণান্মুকুটেন কৌস্তুভমণিঃ কিন্তু পদ্মরাগঃ। ইতি সং]

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! তব যৌ চরণৌ শ্রুতীনাং মূর্দ্ধানঃ শেখরতয়া দধতি। হে মাতঃ! এতৌ চরণৌ মমাপি শিরসি দয়য়া ধেহি। যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজূটতটিনী যয়োঃ লাক্ষালক্ষ্মীঃ অরুণহরিচূড়ামণিরুচিঃ।

এতদুক্তং ভবতি—ভগবত্যাঃ পাদাম্বুজদ্বিতয়স্য বেদমূর্দ্ধনি সদাশিবমূর্দ্ধনি বিষ্ণুমূর্দ্ধন্যপি সঞ্চার ইতি মূর্দ্ধসঞ্চারস্বাভাব্যমস্তি। অতো মম মূর্দ্ধন্যপি সঞ্চরতু পাদাম্বুজমিতি প্রার্থনাসামঞ্জস্যমিতি কবেরভিপ্রায়ঃ। যদ্বা—প্রপঞ্চজনয়িত্র্যাঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রপঞ্চান্তঃপাতিনঃ হরিবিরিঞ্চিপশুপতিবেদাস্তাঃ পাদাম্বুজং শিরসি ধারয়ন্তি তন্নির্ণেজনজলেন পবিত্রিতগাত্রাঃ তন্মহিম্না তত্তদধিকারান্ ভজন্ত ইতি যুজ্যত এবেতি। অত্র রূপকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ॥ ৮৪॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রুতীনামিতি। হে মাতঃ! যৌ তব চরণৌ বেদানাং শিরাংসি শেখরতয়া শিরোভূষণত্বেন দধতি বিভ্রতি, এতৌ চরণৌ দয়য়া মমাপি শিরসি ধেহি অর্পয়। চরণয়োর্মহিমানমাহ।—যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ

পাদনির্ণেজনং জলং পশুপতেঃ শিবস্য জটাসমূহস্থা নদী। গঙ্গাব্যাজেন তব পাদ-প্রক্ষালনজলং পশুপতির্ধত্তে ইত্যর্থঃ। যয়োর্লাক্ষালক্ষ্মীরলক্তকসম্পৎ অরুণবর্ণা শিবচূড়ামণেঃ কান্তিঃ। মানিন্যাঃ শ্রীমত্যাশ্চরণপতিতস্য শম্ভোশ্চূড়ামণেঃ শুদ্ধ-স্ফটিকাভস্য চন্দ্রস্য লাক্ষাসংযোগাৎ অরুণকান্তিরিতি ভাবঃ। অরুণহরিচূড়ামণিরিতি পঞ্চাননঃ। তত্র বিনয়পতিতস্য হরেশ্চূড়ায়াঃ পদ্মরাগমণেরলক্তকসংযোগান্মণ্যন্তরস্য বা অরুণা কান্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! শ্রুতিসমূহ তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণ-রূপে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া ত্বদীয় সেই চরণদ্বয় আমার মস্তকে অর্পণ কর। ঐ চরণযুগলের পাদোদক ভগবান্ পশুপতির জটাজূটবিহারিণী গঙ্গা, (অর্থাৎ পশুপতি তোমার পাদপ্রক্ষালিত জল গঙ্গাব্যাজে শিরে ধারণ করিয়াছেন) এবং তোমার চরণযুগলের অলক্তকপ্রভায় ভগবান্ চন্দ্রশেখরের চূড়ামণি-স্বরূপ চন্দ্রকলা অরুণবর্ণ হইয়া উঠে। [( ) বন্ধনীস্থিত অর্থ পরিত্যাজ্য। লক্ষ্মীধরকৃত অর্থের অনুবাদ—আর 'চন্দ্রশেখরের' স্থলে 'নারায়ণের' হইবে, এবং 'চন্দ্রকলা' স্থলে 'কৌস্তুভমণি' লইবে) ॥ ৮৪ ॥

হিমানীহন্তব্যং * হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ †
নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পর- ‡ ভাগে চ বিশদৌ।
প(ব)রং লক্ষ্মীপাত্রং শ্রিয়মপি সৃজন্তৌ সময়িনাং,
সরোজং ত্বৎপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥৮৫॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—হিমানীহন্তব্যং হিমান্যা হিমসংহত্যা হন্তব্যং নাশয়িতব্যং হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ সর্ব্বদা হিমগিরাবেব বসন্তাবিত্যর্থঃ। নিশায়াং শর্ব্বর্য্যাং নিদ্রাণং মুকুলিতং নিশি চরমভাগে চ বিশদৌ প্রসন্নৌ চেতনাশক্তেঃ তত্রৈবোৎ-পত্তেরিতি ভাবঃ। চকারাৎ দিবাহপি প্রসন্নাবিত্যর্থঃ। বরম্ ঈপ্সিতং লক্ষ্মীপাত্রং লক্ষ্ম্যা অধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীম্ অতিসৃজন্তৌ উৎপাদয়ন্তৌ সময়িনাং স্বভক্তা-নাম্। সময়স্বরূপং "তবাধারে মূলে" ¶ ইতি শ্লোকে নিরূপিতম্। সরোজং কমলং কর্ম্মভূতং তৎপাদৌ জননি! হে মাতঃ! জয়তঃ বিজয়েতে চিত্রং আশ্চর্য্যম্ ইহ অস্মিন্নর্থে কিং ন কিমপীত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে জননি! হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ নিশি চরমভাগে

* 'হন্তীদং' ইতি অচ্যুতপাঠঃ।
† নিবাসৈকচতুরৌ ইতি ল পাঠঃ।
‡ 'নিশি চরম' ইতি ল পাঠঃ।
¶ ৪১ শ্লোঃ।

চ বিশদৌ সময়িনাং প্রিয়মতিস্থজন্তৌ ত্বৎপাদৌ হিমানীহন্তব্যং নিশায়াং নিদ্রাণং বরং লক্ষ্মীপাত্রং সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রং, আধিক্যস্থ স্ফুটত্বাদিত্যর্থঃ। অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুটঃ ॥ ৮৯ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—হিমানীতি। হে জননি! তব পাদৌ কর্ত্তা সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রম্। চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনেন তদেব দ্রঢ়য়তি। হিমানী ইদং সরোজং হন্তি। তব পাদৌ পুনঃ হিমগিরিতটাক্রান্তেন পর্য্যটনেন মনোহরৌ। কমলং নিশায়াং নিদ্রাণম্। তব পাদৌ নিশি চ পরভাগে চ রাত্রৌ দিবসে চ বিশদৌ স্বচ্ছন্দরাগৌ। কমলং পরং কেবলং লক্ষ্ম্যাঃ স্থানম্। তব পাদৌ সময়িনাং সম্বন্ধে লক্ষ্মীং সৃজন্তৌ হিমানীহন্তব্যম্ ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র হিমান্যা নাশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ।—জননি! তোমার চরণসরোজদ্বয় যে কমলকে পরাজয় করিবে, তদ্বিষয় আর বিচিত্র কি? কারণ, কমল হিমানী দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার চরণকমলদ্বয় হিমগিরি-শিখরে হিমানীর উপর পর্য্যটনে (অভ্যস্ত) অতীব সুকুমার। কমল নিশাকালে মুদিত থাকে, কিন্তু তোমার চরণ-কমল দিবারাত্র সকল সময়েই স্বচ্ছন্দরাগযুক্ত। কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাস-স্থান, কিন্তু তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বাংশেই হীন কমল যে ত্বদীয় চরণকমলের নিকট পরাজিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৮৫ ॥

নমোবাচং * ব্রূমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-
স্তবাস্মৈ দ্বন্দ্বায় স্ফুটরুচিরসালক্তকবতে।
অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে,
পশূনামীশানঃ প্রমদবনকঙ্কেল্লিতরবে ॥ ৮৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—নমোবাকং নম ইতি বাক্যম্। নমোবাক-শব্দো নিপাতনাৎ সাধুঃ। ব্রূমঃ বদামঃ নমস্কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। নয়নরমণীয়ায় নেত্রয়োঃ প্রিয়করায় পদয়োঃ চরণয়োঃ তব অস্মৈ পরিদৃশ্যমানায় দ্বন্দ্বায় যুগ্মায় স্ফুটরুচি-রসালক্তকবতে স্ফুটরুচয়ে স্ফুরৎপ্রভায় রসালক্তকবতে সার্দ্রালক্তকায় বিশেষণসমাসঃ। অসূয়তি ঈর্ষ্যতি অত্যন্তং নিতরাং যদভিহননায় যেন পদযুগেন অভিহননং তাড়নং

* 'বাকং' ইতি ল পাঠঃ

তস্মৈ অভিহননং ন সহত ইত্যর্থঃ। অশোকশ্চরণাহতিব্যক্তপুষ্প ইতি দোহদ-কৌতুকে। স্পৃহয়তে স্পৃহাং কুর্ব্বতে পশূনামীশানঃ পশুপতিঃ প্রমদবনকঙ্কেল্লিত-রবে প্রমদবনম্ উদ্যানবনং তত্র কঙ্কেল্লিতরুরশোকঃ তস্মৈ। 'অসূয়তি' 'স্পৃহয়তে' উভয়ত্র "ক্রুধদ্রুহ" ইত্যাদিনা "স্পৃহেরীপ্সিতঃ" ইত্যনেন চ সংপ্রদানে চতুর্থী।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তব নয়নরমণীয়ায় স্ফুটরুচিরসালক্তকবতে পদয়োরস্মৈ দ্বন্দ্বায় নমোবাকং ব্রূমঃ পশূনামীশানঃ যদভিহননায় স্পৃহয়তে প্রমদবন-কঙ্কেল্লিতরবে অত্যন্তম্ অসূয়তি॥

প্রণয়কলহসময়ে অনুগ্রহাত্মা পাদাঘাতো ন কস্যাপি সংভাব্যত ইতি অচেতন-বস্তুনোঽপি কঙ্কেল্লিতরোঃ কথং স্যাদিতি তত্রৈবাসূয়া নান্যত্রেতি ভাবঃ। অনেনা-ত্যন্তং পাতিব্রত্যং পার্ব্বত্যাঃ প্রতিপাদিতম্। এতাদৃশং পাতিব্রত্যং লক্ষ্মীসরস্বত্যো-র্নাস্তীতি ধ্বন্যতে।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ পশুপতেরীর্ষ্যায়াঃ অসংবন্ধেঽপি সম্বন্ধকথনাদভেদাধ্য-বসায়প্রতীতেশ্চ॥ ৮৬॥ *

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নমোবাচমিত্যাদি। অস্মৈ তব চরণয়ো-র্দ্বন্দ্বায় নমোবাচং ব্রূমঃ নমস্করোমি। কথম্ভূতায়? নয়নরমণীয়ায় ব্যক্তকান্তিদ্রবীভূতা-লক্তকযুক্তায়। যস্য চরণদ্বন্দ্বস্য অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাঞ্ছতে প্রমদবনস্য কঙ্কেল্লিতরবে অশোকবৃক্ষায় পশূনামীশানঃ শিবঃ অত্যন্তং অসূয়তি দ্বেষ্টি। অস্মিন্ কঠিনত্বচি অশোকবৃক্ষে অতিকোমলপাদয়োর্ব্বিক্ষেপাৎ কদাচিদ্ব্যথা জায়েত ইতি ভাবঃ। অশোকবৃক্ষোপরি পদাঘাতে কৃতে সতি কামিনীনাং কামো বর্দ্ধতে। তথা চ কামশাস্ত্রে—"পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ" ইত্যাদি। অতএব কালিদাসঃ,—"রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরস্তত্র কান্তঃ, প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য। একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী, কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥" নমো বা কিং ব্রূম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ॥ ৮৬॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ! প্রমদবনস্থিত অশোকবৃক্ষ তোমার চরণযুগলের প্রহারলাভে ইচ্ছুক হওয়াতে ভগবান্ পশুপতি (কঠিন বৃক্ষে পদদ্বয় বিক্ষেপ করিলে পাছে ঐ কোমল-পদতলে ব্যথা হয়, এই আশঙ্কায়) একান্ত অসূয়াপরবশ হয়েন, যাহা দ্রবীভূত অলক্তকরসে কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা নতশিরা হইয়া সেই নয়নরমণীয় চরণযুগলে প্রণিপাত করিতেছি। [() বন্ধনী মধ্যস্থিত ভাব লক্ষ্মীধরসম্মত নহে]॥ ৮৬॥

---

* শ্লোকাঙ্কঃ ৮৫ ল, মু, পু।

মৃষা কৃত্বা গোত্রস্খলনমথ বৈলক্ষ্যনমিতং,
ললাটে ভর্ত্তারং চরণযুগলং * তাড়য়তি তে।
চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা,
তুলাকোটিক্বাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণা ॥৮৭॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—মৃষা অকস্মাদেব কৃত্বা গোত্রস্য স্খলনং নাম নায়িকায়ামনুরাগং প্রকটয়তস্তৎসমীপ এব প্রমাদাৎ নায়িকান্তরাবিষ্টচিত্তস্য তন্নামোচ্চারণম্। অথ গোত্রস্খলনানন্তরং বৈলক্ষ্যনমিতং বৈলক্ষ্যেণ ইতিকর্ত্তব্যতামৌঢ্যেন নমিতম্। অত্র নমিতমিতি বৈলক্ষ্যপ্রাধান্যাৎ বৈলক্ষ্যেণৈব নমিতঃ ন তু স্বয়ং বৈলক্ষ্যান্নমিতঃ। অত্যুৎকৃষ্টং বৈলক্ষ্যমাসীদিতি নমিতশব্দং প্রযুঞ্জানস্য ভাবঃ। ললাটে নিটিলপ্রদেশে ভর্ত্তারং পশুপতিং চরণকমলে পাদাম্বুজে তাড়য়তি ত্বয়ি সতি চরণকমলেন ভর্ত্তুর্ললাটং তাড়িতবত্যাং ভবত্যামিত্যর্থঃ। ললাটতাড়নং ভর্তৃপর্য্যন্তং গচ্ছতীতি ভর্ত্তারং তাড়য়তীত্যুক্তিরাঞ্জসীতি এতাদৃশপ্রয়োগাঃ মহাকবিপ্রয়োগাৎ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকাঃ। তে তব চিরাৎ চিরকালমনুস্যূতম্ অন্তঃশল্যং হৃদয়শল্যং বৈরমিত্যর্থঃ। দহনকৃতং নয়নাগ্নিনা প্লোষণকৃতং উন্মূলিতবতা তুলাকোটিক্বাণৈঃ তুলা নূপুরং তস্য কোটয়ঃ অগ্রাণি। তৈরন্তর্গতা মণয়ঃ ক্ষুদ্রঘণ্টাদয়ঃ লক্ষ্যন্তে। তেষাং ক্বাণৈঃ শিঞ্জিতৈঃ কিলিকিলিতম্। কিলিকিলেত্যনুকরণং বিজয়িনঃ সুপ্রসিদ্ধম্। কিলিকিলিরব. কৃত ইত্যর্থঃ। ঈশানরিপুণা মন্মথেন। মন্মথস্য ঈশানং প্রতি রিপুত্বং তদা সিদ্ধমিতি ভাবঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! মৃষা গোত্রস্খলনং কৃত্বা অথ বৈলক্ষ্যনমিতং ভর্ত্তারং তে চরণকমলে ললাটে তাড়য়তি সতি ঈশানরিপুণা চিরাৎ দহনকৃতম্ অন্তঃশল্যং উন্মূলিতবতা তুলাকোটিক্বাণৈঃ কিলিকিলিতম্।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, তুলাকোটিক্বাণানাং কিলিকিলিতধ্বনিত্বেনাধ্যবসানাৎ ভেদে অভেদনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ ॥ ৮৭ ॥ †

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—মৃষা ইতি। গোত্রস্খলনং মৃষা কৃত্বা কুলধর্ম্মস্খলনং ন ভবেদিতি কৃত্বা তব চরণযুগলং ভর্ত্তারং ললাটে তাড়য়তি। "গোত্রং নাম্নি কুলে ক্ষেত্রে ইতি ধরণিঃ।" ভর্ত্তারং কিম্ভূতম্? বৈলক্ষ্যনমিতং বিশেষচ্ছন্নতয়া নমিতং লজ্জাধোমুখম্। "বৈলক্ষ্যং ছলিসম্মতম্" ইতি ধরণিঃ। অথ এতস্মিন্নেব ঈশানরিপুণা কামেন তুলাকোটিক্বাণৈঃ নূপুরশব্দচ্ছলেন কিলকিলিতং

---

* 'কমলে' ইতি ল পাঠঃ। † ৪৭ শ্লোক

চীৎকারিতম্। কিম্ভূতেন কামেন? চিরাৎ দহনকৃতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যম্ উন্মূলিতবতা উৎখাতয়তা। অতএব অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয়া-বিবাহদিবসে বরাগমন-মাত্রেণ ছদ্মনা কন্যামানীয় ললাটে চরণপ্রহারং কারয়িত্বা গৃহাভ্যন্তরং নয়েদিতি দেশাচারঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ।—ভগবান্ পশুপতি (রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে) অন্য কোন রমণীর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তোমাকে আহ্বান করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও অপ্রতিভ হওয়াতে যখন তুমি কুপিতা হইয়া তাঁহার ললাটে পদাঘাত করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার নূপুরধ্বনি হইয়াছিল; সেই নূপুরধ্বনি শ্রবণে অনুমিত হইল যে, হরবৈরী মদন পূর্ব্বে হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চির-নিহিত যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মূলিত হইয়া গেল বলিয়া যেন সে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। [( ) বন্ধনী স্থানে 'সহসা' অর্থ লক্ষ্মীধর-সম্মত] ॥ ৮৭ ॥

পদন্তে কান্তীনাং * প্রপদমপদং দেবি বিপদাং,
কথং নীতং সদ্ভিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্।
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা,
তদাদায় † ন্যস্তং দৃশ(ষ)দি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—পদং স্থানং তে তব কীর্ত্তীনাং যশসাং প্রপদং পাদাগ্রম্ অপদম্ অস্থানং দেবি! দ্যোতনশীলে! ভগবতি! বিপদাম্ আপদাং কথং কথংকারং নীতং প্রাপিতং সদ্ভিঃ কবীন্দ্রৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কঠিনস্য কমঠীকর্পরস্য কূর্মপৃষ্ঠকপালস্য তুলাং কথং বা কথংকৃত্বা বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাম্ উপযমনকালে বিবাহসময়ে পুরভিদা সদাশিবেন যৎ পদম্ আদায় গৃহীত্বা ন্যস্তং ক্ষিপ্তং দৃষদি উপলাধারভূতা শিলা দৃষৎ উপলং হরিদ্রাদিদ্রব্যস্য পেষণিকা শিলা। তদা-ধারভূতা শিলা দৃষৎ। সা বিবাহসময়ে অশ্মস্থাপনানুষ্ঠানার্থং পাত্রত্বেন প্রযুক্তা। তস্যাং দৃষদি দয়মানেন দয়াবতা মনসা। দয়াং বিহায়াতিমৃদুলং পাদাম্বুজং দৃষদি কথং স্থাপিতং শম্ভুনা। অমৃতস্যন্দিনীভিঃ বাগ্বিলাসৈঃ কবীশ্বরাঃ কমঠপৃষ্ঠেন তুল্যতয়া কথং বর্ণয়ন্তি। এতদুভয়মযুক্তমিত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে দেবি! কীর্ত্তীনাং পদং বিপদামপদং তে প্রপদং

---

* 'কীর্ত্তীনাং' ইতি ল পাঠঃ। † 'যদাদায়' ইতি ল পাঠঃ।

সদ্ভিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। দয়মানেন মনসা পুরভিদা উপযমন কালে বাহুভ্যাং যদাদায় কথং বা দৃষদি ন্যস্তম্।

অত্রানন্বয়ালঙ্কারো ধ্বন্যতে; সদৃশান্তরনিষেধাৎ অসদৃশস্য পাদাম্বুজবস্তুনঃ স্বয়মেব স্বস্য তুল্যমিতি প্রতীতেঃ ॥ ৮৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—পদস্য ইতি। হে দেবি! তে তব প্রপদং পদাগ্রং সদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। কূর্ম্মকর্পরাকৃতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং স্ত্রীণাং প্রশস্যত ইতি ভাবঃ। কিম্ভূতম্? কান্তীনাং পদং বিপদাম্ অপদম্ অস্থানম্। কথং বা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াযুক্তেন চেতসা পুরভিদা শিবেন তৎপদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি ন্যস্তম্ অর্পিতম্। অতিকোমলস্য তব পাদাগ্রস্য কঠিনোপমানং কঠিনার্পণমপি ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ।—দেবি, তোমার চরণাগ্রভাগ লাবণ্যের (লক্ষ্মীধর মতে 'কীর্ত্তির') আকর, ও বিপদ্-নিবারক, কবিগণ, কঠিন কমঠপৃষ্ঠের সহিত সেই চরণের উপমা দেন কিরূপে? সদয়চিত্ত শিব বিবাহকালে বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া তাহা শিলার উপরে স্থাপন করিলেনই বা কিরূপে? অর্থাৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় চরণপৃষ্ঠ হইলে, তাহা সৌভাগ্যসূচক, কবিগণ তদনুসারে, রমণীচরণপৃষ্ঠের বর্ণনায় কূর্ম্মপৃষ্ঠের তুলনা দেন, কিন্তু কূর্ম্মপৃষ্ঠ লাবণ্যহীন ও কঠিন, তোমার চরণের তুলনা তাহাতে হইতে পারে না। কুশণ্ডিকার সময়ে নববধূকে বর ধারণ করিয়া শিলাতে আরোহণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু তোমার ঐ কোমল, চরণকে করুণাময় শিব কেমন করিয়া কঠিন শিলায় স্থাপন করিলেন, ইহাতে তাঁহার দয়ায় আঘাত লাগিল না! ॥ ৮৮ ॥

নখৈর্নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি-
স্তরূণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ।
ফলানি স্বঃস্থেভ্যঃ * কিশলয়করাগ্রেণ দদতাং,
দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহ্নায় দদতৌ ॥ ৮৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—নখৈঃ নখরৈঃ নাকস্ত্রীণাং সুরাঙ্গনানাং শচ্যাদীনাং করকমলসঙ্কোচশশিভিঃ করা এব কমলানি তেষাং সঙ্কোচে মুকুলীভাবে, শশিনঃ চন্দ্রাত্মকাঃ পাদদর্শনবেলায়াং নখকান্তয়ঃ চন্দ্রকিরণা ইব তৎকরান্ মুকুলয়ন্তি সাঞ্জলিবন্ধান্ কুর্বন্তি। তরূণাং বৃক্ষাণাং দিব্যানাং দিবি ভবানাং

* 'স্বার্থিভ্যঃ' ইতি অচ্যুতানন্দসম্মতঃ পাঠঃ।

হসতঃ। তরুণাং হসতঃ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। হসন্তৌ ইব তে তব চণ্ডি! ভগবতি! চরণৌ ফলানি স্বস্থেভ্যঃ স্বর্গস্থেভ্যঃ অথচ ধনবদ্ভ্যঃ এব ন তু দরিদ্রেভ্য ইতি বিশেষণবশাৎ প্রতীয়তে। কিসলয়করাগ্রেণ কিসলয়া এব করাঃ তেষাং অগ্রং তেন। দদতাং দিশতাং দরিদ্রেভ্যো দীনেভ্যশ্চ ভদ্রাম্ অমন্দাং শ্রিয়ম্ লক্ষ্মীম্ অনিশং সর্ব্বদা অহ্নায় শীঘ্রং দদতৌ।

অয়মর্থঃ—কল্পবৃক্ষাঃ কিসলয়করৈঃ স্বস্থেভ্যঃ এব আশানুসারেণ শনৈঃ শনৈঃ ফলং দদতি। তে পাদাম্বুজং তু স্বস্থেভ্যো দরিদ্রেভ্যশ্চ শীঘ্রং ভদ্রাং শ্রিয়ং দদাতীতি ব্যতিরেকঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে চণ্ডি! কিসলয়করাগ্রেণ স্বস্থেভ্যঃ এব ফলানি দদতাং দিব্যানাং তরুণাং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়ম্ অনিশমহ্নায় দদতৌ তে চরণৌ নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভিঃ নখৈঃ হসত ইব।

অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুট এব। স চ স্বস্থেভ্য ইত্যত্র শ্লেষানুপ্রাণিত ইত্যনু-সন্ধেয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে চণ্ডিকে, দিব্যতরু অর্থাৎ কল্পবৃক্ষগণ এই পাত্র-রূপ করাগ্র দ্বারা স্বস্থ- (স্বর্গবাসী, অপার অর্থ, ধনী) দিগকেই অভীষ্ট প্রদান করেন, আর আপনার চরণযুগল দরিদ্রদিগকেও সদা-সর্ব্বদা সমৃদ্ধি দান করেন। এ কারণে সুররমণীগণের করকমল মুদ্রণে চন্দ্রতুল্য নখর কিরণে সেই চরণযুগল যেন দিব্যতরুগণের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে-ছেন। তাৎপর্য্য এই, কাব্যে হাস্য শুভ্রবর্ণরূপে বর্ণিত হয়। ভগবতীর চরণ-নখরের কান্তি শুভ্র, উহা কল্পবৃক্ষের প্রতি উপহাসসূচক হাস্যেরই বর্ণ। অর্থাৎ সেই চরণ কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৯ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নখৈরিতি। হে চণ্ডি! তব চরণৌ দিব্যানাং তরুণাং নখৈর্হসত ইব। নখৈঃ কিম্ভূতৈঃ? দেবস্ত্রীকরপদ্মসম্পুটীকরণ-চন্দ্রৈঃ। তরুণাং কীদৃশাম্? স্বার্থিভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ ফলানি দদতাম্। চরণৌ কিম্ভূতৌ? অহ্নায় ঝটিতি অনিশং সততং দরিদ্রেভ্যঃ শ্রিয়ং দদতৌ কল্পবৃক্ষাদপ্যভীষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ।—হে চণ্ডি! সুরলোকস্থিত কল্পবৃক্ষসমুদায় কিসলয়রূপ-করাগ্র দ্বারা দেবগণকে অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে; তোমার এই চরণদ্বয়ও দরিদ্র ভক্তদিগকে সর্ব্বদা অসামান্য সৌভাগ্যসম্পৎ প্রদান করে। এই কারণে সুররমণীগণ তোমার যে নখরূপ সুধাংশুর নিকট করকমল মুকুলিত

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকেন, সেই নখ দ্বারা তোমার চরণযুগল কল্প-বৃক্ষদিগকেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার চরণ-যুগল কল্পবৃক্ষ হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুধাংশু-দর্শনে কমল যেমন মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নখসুধাংশু দর্শনমাত্র সুরললনাদিগের করকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং,
পিবেয়ং বিদ্যার্থী তব চরণনির্ণেজনজলম্।
প্রকৃত্যা মূকানামপি চ কবিতাকারণতয়া,
যদা- * ধত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরচনাম্ † ॥ ৯০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কদা কালে জন্মপ্রভৃত্যবসানপর্যন্তে ইতি শেষঃ। মাতঃ! জননি! কথয় সম্যগুপদিশ •কলিতালক্তকরসং কলিতঃ ধৃতঃ অলক্তকরসঃ লাক্ষারসঃ উপদিগ্ধো লাক্ষারসঃ যাবকং বা যেন তৎ, স্ত্রীণাং পাদাধরোষ্ঠরঞ্জনার্থম্ অলক্তকদ্রবম্ উপদিহন্তি সৈরিন্ধ্র্যঃ। পিবেয়ং প্রার্থনায়াং লিঙ্। বিদ্যার্থী বিদ্যাঃ অর্থয়ত ইতি বিদ্যার্থী। যদ্বা—অর্থঃ প্রয়োজনমস্ত অর্থী বিদ্যাভিঃ অর্থীতি। অত্র রক্ষিত আহ—অর্থশব্দান্মত্বর্থে ইনিপ্রত্যয় ইতি। অতএব "তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন" ইতি কালিদাসেন মতুবেব প্রযুক্তঃ। মাঘে "নিতান্তমর্থিনঃ" ইতি ণিনিরেব। "অর্থী সমর্থো বিদ্বান্" ইত্যাদাবপি ণিনিরেব। অতএব পূর্ব্বব্যাখ্যৈব সমীচীনা। তব ভবত্যাঃ চরণনির্ণেজনজলং চরণয়োঃ পাদয়োঃ নির্ণেজনজলং পাদোদকং প্রকৃত্যা স্বভাবেন মূকানাম্ অপি বিরোধে চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে। কবিতাকারণতয়া কবিতায়াঃ হেতুতয়া কদা ধত্তে বাণীমুখ-কমলতাম্বূলরসতাং বাণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ মুখকমলে যত্তাম্বূল-রসঃ তস্য ভাবস্তত্তা তাম্।

অয়ং ভাবঃ—ভগবতীপাদারবিন্দনির্ণেজনজলং সালক্তকং কবিতাহেতুঃ কবী-শ্বরস্য বদনে স্থিতং সরস্বতীতাম্বূলরস ইব প্রত্যক্ষং ভাতি। স তু কবীশ্বরঃ পুস্তাব-মাপন্নস্বরস্বতীবাভাতীতি।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে মাতঃ! তব কলিতালক্তকরসং চরণনির্ণেজনজলং বিদ্যার্থী অহং কদা কালে পিবেয়ং কথয়। তচ্চ প্রকৃত্যা মূকানাম্ অবেদমূকানাং বক্তুং শ্রোতুম্ অশিক্ষিতানামপি চ কবিতাকারণতয়া বাণীমুখকমলতাম্বূলরসতাং কদা ধত্তে।

* 'কদা' ইতি ন পাঠঃ। † রসতাম্ ইতি ন পাঠঃ

অত্রেদম্ অনুসন্ধেয়ম্—ভগবৎপাদৈঃ অনেড়মূকেভ্যঃ লঘুচর্চ্চাস্তোত্রদ্বয়ং হস্তমস্তক-সংযোগমহিম্না অবাচি। তন্মহিম্না ভগবতী পাদারবিন্দনির্ণেজনজলং তন্মুখে দত্তবতী। তন্নির্ণেজনজলং পুনঃ প্রার্থয়ত্যাচার্য্যঃ। অনেন সামীপ্যমুক্তিরুদিতা। তদ্বিশেষানু-ত্তরশ্লোকে বিবরিষ্যামঃ। চরণনির্ণেজনজলমিতি বদতা সময়িমতমেবোক্তং, কৌল-মতে ভুজগাকারেণৈব দেব্যা অবস্থানাৎ চরণনির্ণেজনজলস্যাভাবাৎ সহস্রকমল এব চরণনির্ণেজনজলমিতি পূর্ব্বমেব বহুধা প্রপঞ্চিতম্। অতএব—

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরতিরসাম্নায়মহসঃ ॥ *

ইতীদমর্দ্ধং সময়মতপ্রতিপাদকম্।

অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে বিহরিণি ॥ †

ইতীদমর্দ্ধং কৌলমতপ্রতিপাদকমিতি বিবেকঃ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চরণনির্ণেজনালক্তকরসস্য সরস্বতীতাম্বূলরসত্বেনাধ্যব-সানাৎ। সময়িনঃ সাক্ষাৎসরস্বতীস্বরূপত্বেনাধ্যবসানাচ্চ উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যোঃ সঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—মাতঃ! বিদ্যার্থী আমি জীবনের কোন্ সময়ে আপনার অলক্তকরসমিশ্রিত চরণামৃত পান করিতে সমর্থ হইব, বলিয়া দাও। আজন্ম মূক-বধিরেরও কবিত্বসম্পাদন-হেতু বলিয়া ঐ চরণামৃত কোনও সময়ে সরস্বতীবদনকমলে তাম্বূলরস সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ অলক্তকরসমিশ্রিত ভবদীয় চরণামৃতপানে বিদ্যার্থী ভক্ত, কোনও সময়ে তাম্বূল-রসরঞ্জিত-মুখকমলা সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায় বিদ্যা ও কবিত্বের আকর হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কদা কাল ইত্যাদি। হে মাতঃ! কদা কালে কস্মিন্ সময়ে তব চরণনির্ণেজনজলং চরণোদকং বিদ্যার্থী জ্ঞানার্থী অহং পিবেয়ং তৎ কথয় ব্রূহি। কিম্ভূতম্? কলিতঃ ব্যক্তীভূতঃ অলক্তকরসঃ যত্র। যৎ পাদোদকং বাণী কর্ত্রী কবিতাকারণতয়া স্বভাবমূকানাং ন তু কারণান্তরমূকানাং মুখকমলতাম্বূলরচনাম্ আধত্তে আদধাতি। যৎ পীত্বা স্বভাবমূকোঽপি মহাকবি-র্ভবতীতি ভাবঃ। যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরসতামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র তাম্বূলরসব্যাজেন স্বয়ং বাণী গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

---

* ১০মঃ শ্লোকঃ।   † ৮ম মূঃ

অনুবাদ।—মাতঃ! কবে আমি জ্ঞানার্থী হইয়া অলক্তকরসমিশ্রিত তোমার চরণোদক পান করিব, তাহা বল। এই চরণোদক পান করিলে মূক ব্যক্তিও অপূর্ব্ব কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্দেবী নিজ মুখ-কমলস্থিত তাম্বূলচ্ছলে ঐ চরণোদক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥

পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়মিবালব্ধু * মনস-
শ্চরন্তস্তে খেহলং † ভবনকলহংসা ন জহতি।
স্ববিক্ষেপে ‡ শিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিত-
চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ ¶ ॥ ৯১ ॥ §

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়ং পদয়োর্ন্যাসঃ পদন্যাসঃ তস্মিন্ ক্রীড়া বিনোদঃ তস্য পরিচয়মিব অভ্যাসমিব। ইবশব্দঃ সম্ভাবনাবচনঃ নূনমিত্যর্থঃ। আরব্ধুমনসঃ সংপাদয়িতুকামাঃ স্খলন্তঃ স্খলদ্গতয়ঃ তে তব খেলং খেলনং বিলাসং সঞ্চারং ভবনকলহংসাঃ ভবনে পরিপোষিতাঃ কলহংসাঃ হংসবিশেষাঃ ন জহতি ন পরিত্যজন্তি ত্বদনুসরণং ন কদাচিদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ তেষাং কলহংসানাং শিক্ষাং খেলনশিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিতচ্ছলাৎ মণিমঞ্জীরো মণিপ্রধাননূপুরঃ স চাসৌ সুভগঃ রম্যতরঃ, যদ্বা—সুভগৈঃ মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ যুক্তঃ মঞ্জীরঃ তস্য মঞ্জীরস্য রণিতানাং শিঞ্জিতানাম্ ছলাৎ ব্যাজাৎ আচক্ষাণম্ উপদিশৎ চরণকমলং পাদাম্বুজং চারুচরিতে! শোভনগমনে!

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে চারুচরিতে! পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়ম্ আরব্ধুমনসঃ ভবনকলহংসাঃ স্খলন্তঃ তে খেলং ন জহতি; অতঃ চরণকমলং সুভগমণিমঞ্জীর-রণিতচ্ছলাৎ তেষাং শিক্ষাং আচক্ষাণমিব।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ,—মঞ্জীররণিতানাং শিক্ষাবচনাত্মতয়া সম্ভাবনাৎ। পূর্ব্বার্দ্ধে অতিশয়োক্তিঃ, ভবনকলহংসানাং স্বাভাবিকে পোষকজনানুসরণে পদন্যাসক্রীড়া-পরিচয়ার্থত্বেন অধ্যবসানাৎ অসংবন্ধে সংবন্ধনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ। উভয়োরঙ্গাঙ্গি-ভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৯১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে চারুগমনে, আপনার গৃহপালিত কলহংসগণ, আপনার চরণবিন্যাসভঙ্গীশিক্ষার আশায় স্খলিতগমনে অনুসরণ করিতে বিরত হইতেছে না, আপনার চরণকমলও উৎকৃষ্ট মণিনূপুর-রণৎকারচ্ছলে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদানেও তৎপর ॥ ৯১ ॥

---

* 'মিবারব্ধু' ইতি ল পাঠঃ। ‡ 'অতস্তেষাং' ইতি ল পাঠঃ।
† 'স্খলন্তস্তে খেলং' ইতি ল পাঠঃ। ¶ 'চরিতে' ইতি ল পাঠঃ। § ৯২ ল মু পু।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—পদন্যাসেত্যাদি। ভবনকলহংসা রাজহংসা খে আকাশে অলম্ অত্যর্থং চরন্তোঽপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি। কিম্ভূতাঃ? পাদবিন্যাসরূপক্রীড়ায়াং পরিচয়ং আবদ্ধুমনস ইব পাদবিন্যাসক্রীড়াং জ্ঞাতুকামা ইব। চরণকমলং কিম্ভূতম্? স্ববিক্ষেপে আত্মনো গমনে সুষ্ঠুমণিনূপুরশব্দচ্ছলাৎ শিক্ষামাচক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিরতং তব পাদানুযায়িনোঽপি ঈদৃক্ লীলাং ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! গৃহস্থিত কলহংসগণ (রাজহংসগণ) আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াও পাদবিন্যাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ হয়, তোমার চরণ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। শিক্ষাদান-কৌশলসম্পন্ন ত্বদীয় চরণকমলও যেন সুমনোহর মণিময় নূপুরের শব্দচ্ছলে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পদে পদে পদবিন্যাসের লালিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছে ॥ ৯১ ॥

অরালা কেশেষু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে,
শিরীষাভা গাত্রে * দৃশদিব কঠোরা † কুচতটে।
ভৃশং তন্বী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে, ‡
জগত্ত্রাতুং শম্ভোর্জ্জয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ৯২ ॥ ¶

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—অরালা বক্রা কেশেষু নাস্ত্যত্রেত্যর্থঃ প্রকৃতিসরলা প্রকৃত্যা স্বভাবেন সরলা ঋজ্বী মন্দহসিতে মন্দস্মিতে শিরীষাভা শিরীষকুসুমাভা অতিমৃদ্বীত্যর্থঃ। চিত্তে অন্তঃকরণে দৃষদুপলশোভা দৃষদি যঃ উপলঃ পেষণিকা দৃষদুপল ইতি পূর্বমেবোক্তং তস্যেব শোভা যস্যাঃ সা কুচতটে স্তনতটে ভৃশম্ অত্যর্থং তন্বী কৃশা মধ্যে বলগ্নে পৃথুঃ স্থূলা উরসিজারোহবিষয়ে স্তনবিষয়ে নিতম্ববিষয়ে চ। বিষয়শব্দঃ স্থলবাচী। জগৎ প্রপঞ্চং ত্রাতুং রক্ষিতুং শম্ভোঃ সদাশিবস্য জয়তি অহমেবেতি স্ফুরতীত্যর্থঃ। করুণা কৃপাত্মিকা কাচিৎ অনির্বাচ্যা অরুণা। অরুণাখ্যা শক্তিঃ। যদ্বা—অরুণবর্ণা কাচিৎ করুণা কৃপা করুণায়াম্ আরুণ্যারোপাৎ মূর্ত্তা করুণেব ভাতীতি বাক্যার্থঃ। অরুণাখ্যা শক্তিরর্থাদবগতা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—শম্ভোঃ কাচিৎ কেশেষু অরালা মন্দহসিতে প্রকৃতিসরলা চিত্তে শিরীষাভা কুচতটে দৃষদুপলশোভা মধ্যে ভৃশং তন্বী উরসিজারোহবিষয়ে পৃথুঃ অরুণা করুণা জগৎ ত্রাতুং জয়তি।

অত্র কামেশ্বর্য্যাঃ অরুণাকরুণাশব্দাভ্যাং নিগীর্য্যাধ্যবসানাৎ অতিশয়োক্তিঃ ॥৯২॥

---

* 'চিত্তে' ইতি ল পাঠঃ।
† 'দৃশদুপলশোভা' ইতি ল পাঠঃ।
‡ 'পৃথুরুরসিজারোহবিষয়ে' ইতি ল পাঠঃ।
¶ ৯০ ল মু পু।

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—কুন্তলে বক্রতা, মৃদু-হাস্যে স্বাভাবিক সরলতা, মনে অতীব কোমলতা, স্তনমণ্ডলে পেষণী শিলাতুল্য সৌন্দর্য্য (কঠিনতা), কটিতটে অতি ক্ষীণতা এবং স্তন ও নিতম্বে স্থূলতা—যাঁহার আছে, সদাশিবের অনির্ব্বচনীয় করুণারূপ সেই অরুণা, জগত্রয় রক্ষার জন্য আত্মস্বরূপে স্ফুরিত হইতেছেন ॥ ৯২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ সৌন্দর্য্যমুক্ত্বা রূপস্যানির্ব্ব-চনীয়ত্বমাহ অরালা ইতি। শম্ভোঃ শিবস্য কাচিৎ অনির্ব্বচনীয়া করুণা কৃপারূপা অরুণবর্ণা মূর্ত্তির্জ্জগত্রাতুং জগতাং ত্রাণায় জয়তি। বিশেষণানাং বিরোধাভাসতয়া অনির্ব্বচনীয়ত্বমাহ। কিম্ভূতা? কেশেষু অরালা কুটিলা। মন্দহসিতে সহজসরলা। গাত্রে শিরীষাভা মৃদ্বী। কুচতটে শিলেব কঠোরা। মধ্যে অতিশয়ক্ষীণা। বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা। "দারেষ্বপি গৃহাঃ শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরস্ত্রিয়া" ইত্যমরঃ। অত্র কুটিল-সরলয়োর্মৃদু-কঠোরয়োঃ পৃথুক্ষীণয়োরেকত্র প্রতিপাদনাৎ বিরোধাভাসালঙ্কারঃ। সর্ব্বত্র অবয়বভেদেনাবিরোধঃ। অত্র বাগ্‌ভবকূটং কাম-রাজমুদ্ধৃত্য অরুণবর্ণাং ধ্যায়েদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ।—জননি! তুমি কেশকলাপে কুটিলা, অথচ মৃদুহাস্য-বিষয়ে সহজসরলা। তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুসুমের ন্যায় কোমলা অথচ কুচতটভাগে শিলার ন্যায় কঠিনা। তুমি মধ্যদেশে ক্ষীণতরা অথচ সুললিত জঘনে পৃথুতরা। এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণারূপিণী অরুণবর্ণা অনির্ব্বচনীয়া ত্বদীয়া মূর্ত্তি বিরাজমানা হইতেছে ॥ ৯২ ॥

তাৎপর্য্য।—সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, প্রথমতঃ বাগ্‌ভবকূট ও কামরাজকূট উদ্ধৃত করিয়া অরুণবর্ণা ধ্যান করিবে ॥ ৯২ ॥

পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্ত্বচ্চরণয়োঃ,
সপর্য্যামর্য্যাদা তরলকরণানামসুলভা।
তথা হ্যেতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং,
তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিরণিমাদ্যাভিরমরাঃ ॥ ৯৩ ॥ *

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—পুরারাতেঃ পুরান্তকস্য অন্তঃপুরম্ অবরোধঃ পট্টমহিষীতি যাবৎ। অসি ভবসি ততঃ তস্মাৎ কারণাৎ ত্বচ্চরণয়োঃ তব পাদয়োঃ

---

* ১৫ ল, মু, পু।

সপর্য্যামর্য্যাদা পূজাপ্রকারঃ তরলকরণানাং চঞ্চলচিত্তানাম্ অসুলভা দুর্লভা অন্তঃপুর-প্রবেশঃ চঞ্চলচিত্তানাং নাস্তীতি প্রসিদ্ধম্। অতো নিশ্চলচিত্তৈস্তু সৌবিদল্লৈঃ প্রবেষ্টব্যমিতি নীতিবাক্যামৃতে। নির্ম্মলচিত্তৈরেব সুধাম্ভোধিমধ্যস্থিতায়াঃ পাদাম্বুজসেবা সমগ্রিভিরেব জ্ঞায়তে নাগ্ৈন্যরিত্যর্থঃ। তথা হি প্রসিদ্ধৌ। এতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ ইন্দ্রমুখ্যাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধিং সংসিদ্ধিম্ অতুলাম্ অসদৃশীং তব ভবত্যাঃ দ্বারোপান্তস্থিতিভিঃ দ্বারসমীপে স্থিতয়ো যাসাং তাভিঃ অণিমাদ্যাভিঃ অণিম-প্রমুখাভিঃ সিদ্ধিভিঃ সহ অমরাঃ নির্জরাঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! পুরারাতেরন্তঃপুরমসি। তত্তচ্চরণয়োঃ সপর্য্যামর্য্যাদা তরলকরণানামসুলভা। তথা হি—এতে শতমখমুখাঃ অমরাঃ তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিঃ অণিমাদ্যাভিঃ সহ অতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ। তথা তব দ্বারো-পান্তমেব অণিমাদিসিদ্ধয়ঃ সেবন্তে এবমিন্দ্রাদয়োঽপি। ইয়াংস্তু বিশেষঃ অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধীনাং দ্বারপালকত্বেন সর্ব্বদা তত্র বাসঃ স্বভাবসিদ্ধঃ। ইন্দ্রাদীনাং তু তরল-করণত্বাৎ অন্তঃপুরপ্রবেশানর্হত্বাৎ দৌবারিকানুমত্যা দ্বারদেশেঽপ্যবস্থানং সিদ্ধিশব্দার্থ ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ৯৩॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি! আপনি ত্রিপুরারির পট্টমহিষী, আপনার চরণপূজার মর্য্যাদালাভ, চপলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের দুর্লভ। তবে ইন্দ্রাদি দেবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার দ্বারোপান্ত-স্থিত (মূর্ত্তিমতী) অণিমাদিসিদ্ধির সহিত ঘটিয়াছে। অর্থাৎ আপনার চরণপূজার ফল নহে, দ্বারসেবার ফল। চরণপূজার ফল মুক্তি॥ ৯৩॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ পূর্ব্বং পীঠদেবতা-দীনাং পূজায়া আবশ্যকত্বমাহ পুরা ইতি। পুরারাতেঃ শিবস্য অন্তঃপুরমসি ত্রিপুর-জয়িনো মহিষী ভবসি, ততঃ কারণাৎ ত্বচ্চরণয়োঃ সপর্য্যামর্য্যাদা পূজাপরিপাটী তরলকরণানাং চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাম্ অসুলভা দুর্লভা। তৎ কথমিন্দ্রাদয়ঃ সিদ্ধা ইত্যাহ। এতে শতমখমুখা ইন্দ্রাদ্যা দেবাঃ তব দ্বারোপান্তে স্থিতির্যাসাং তাভিরণিমাদ্যাভিরতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ। যদ্‌বা পুরারাতের্ব্বিন্দুরূপস্য অন্তঃপুরং ত্রিরেখাসি চক্রমধ্যস্থাসি। তব চরণম্ ইন্দ্রাদীনামপ্যগোচরম্। অতএব অঙ্গাবরণদেবতাঃ পূজয়েদিতি ভাবঃ। তব পূজা চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাং অসুলভা দুর্লভা, কিন্তু স্থিরেন্দ্রিয়াণাং চক্রভেদনসমর্থানাং শুকাদীনাং সুলভা ইতি ধ্বনিঃ॥ ৯৩॥

অনুবাদ।—জননি! তুমি ত্রিপুরারি মহেশ্বরের মহিষী; এই নিমিত্ত চঞ্চলেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে তোমার যথারীতি পূজাপরিপাটী অতীব দুর্লভ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তোমার দ্বারসমীপস্থিত অণিমাদির উপাসনা দ্বারাই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

অপর অনুবাদ।—জননি! তুমি শ্রীচক্রের অন্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের অন্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাত্মক রেখা ইত্যাদি। যাহাদের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূর হয় নাই, তাহারা তোমার পূজা করা দূরে থাকুক, তোমার স্বরূপপরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না। মূলাধার প্রভৃতিতে অন্যান্য স্থূলমূর্ত্তির ধ্যান করত প্রত্যাহারবলে চিত্তস্থৈর্য্য ও একাগ্রতা হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিবে অধিষ্ঠিত ত্বদীয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ফলতঃ ষট্‌চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই যে স্থূলরূপী ছয় শিব আছেন, তাঁহারা যে যে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সেই ত্রিকোণমণ্ডলও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। জননি! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহেশ্বরের অন্তঃপুর, এজন্য চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপুরবিজয়ী না হইলে তাঁহার পূজার অধিকারী হওয়া সুদুর্লভ। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় ভেদ করিতে পারা যায় না, মণিপুরে ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি। যোগবলে এই গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ পুরত্রয় ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট গমন করিতে পারিলে তাঁহার পূজার অধিকারী হইতে পারে ॥ ৯৩ ॥

গতাস্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরস্থরাঃ *
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ।
ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া, †
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধি কুতুকম্ ॥ ৯৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—এবং পটমকুটাদিপাদান্তং বর্ণয়িত্বা পুনঃ স্বরূপং প্রস্তৌতি—

গতাঃ প্রাপ্তাঃ তে তব মঞ্চত্বং খট্বারূপং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরভৃতঃ দ্রুহিণো ব্রহ্মা হরির্বিষ্ণুঃ রুদ্রঃ ঈশ্বরঃ এতে অধিকারিপুরুষাঃ মহেশ্বরতত্ত্বান্তর্গতাঃ তে চ তে ভৃতশ্চ ক্বিবন্তোয়ং শব্দঃ বহুবচনান্তঃ। ভৃতো ভৃতকাঃ বিশেষণসমাসঃ। তেষাং কামরূপাণাম্ অত্যন্তসন্নিকৃষ্ট-সেবার্থং মঞ্চস্য পাদচতুষ্টয়রূপতা যুজ্যত এব। শিবঃ শিবশব্দো ব্যাখ্যাতঃ। শিবতত্ত্বম্ অধিকারিপুরুষ এব। যদ্বা সদাশিবতত্ত্বম্। স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ স্বচ্ছা চাসৌ ছায়া সৈব ঘটিতঃ কপটপ্রচ্ছদপটঃ শুভ্রকান্তিরেব

* 'ভৃতঃ' ইতি ল পাঠঃ। † 'রাগারুণতয়া' ইতি ল পাঠঃ।

বস্ত্রাত্মনাঽবস্থিতেত্যর্থঃ। ত্বদীয়ানাং ভবৎসম্বন্ধিনীনাং ভাসাং কান্তীনাং প্রতিফলন-রাগারুণতয়া প্রতিফলনেন যো রাগঃ রক্তিমা সংক্রান্তঃ তেনারুণো রক্তবর্ণঃ তস্য ভাবস্তয়া শরীরী মূর্ত্তঃ শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাখ্যো রস ইব। শৃঙ্গাররসঃ রক্তবর্ণ ইতি মহা-কবিপ্রসিদ্ধিঃ। ইবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্। দৃশাং ভবদ্বীক্ষণানাং দোগ্ধি দুগ্ধে প্রস্থতে করোতীতি যাবৎ কুতুকম্ আনন্দম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরভৃতঃ গতাঃ; শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনরাগারুণতয়া শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং কুতুকং দোগ্ধি।

অত্রেদম্ অনুসন্ধেয়ম্—আধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশুদ্ধ্যাজ্ঞাচক্রাত্মকং ষট্-চক্রসদনং পৃথিব্যগ্নিজলবায়ুগগনমনস্তত্ত্বাধিষ্ঠানম্ একাদশেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চ। এবম্ আজ্ঞাচক্রান্তে একবিংশতিতত্ত্বান্যধিষ্ঠিতানি তদাত্মনাঽবস্থিতানি। তত উপরি মায়া-শুদ্ধবিদ্যামহেশ্বরসদাশিবাত্মকতত্ত্বচতুষ্টয়ং ব্রহ্মগ্রন্থ্যনন্তরভাবিচতুর্দ্বারাত্মকভূপুরত্রিতয়া-ত্মকশ্রীচক্রদ্বারচতুষ্টয়ে স্থিতম্। প্রাগাদিদ্বারদেশেষু মায়াদীনি চত্বারি তত্ত্বানি। তান্যেব মঞ্চস্য চতুষ্পাদানি। শুদ্ধবিদ্যায়াঃ সদাশিবতত্ত্বাভিনিবেশাৎ তচ্ছায়াপত্তিঃ। সহস্রকমলান্তর্গতশিবঃ সদাশিবাত্মা। অনুরাগবশাৎ শুদ্ধবিদ্যায়াঃ সংবলনাৎ তাদাত্ম্যং প্রতীয়তে। সহস্রকমলান্তঃস্থিতস্য চতুর্দ্বারাত্মকস্য কর্ণিকারূপস্য শ্রীচক্রস্য মধ্যবর্ত্তি-চতুরস্রাত্মকবৈন্দবাপরপর্য্যায়সরঘাশব্দবাচ্যসুধাসিন্ধৌ শিবশক্ত্যোর্মেলনমিতি। অব-শিষ্টং সর্ব্বং "সুধাসিন্ধোর্মধ্যে" * ইতিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্।

অত্র তদ্‌গুণালঙ্কারানুপ্রাণিত উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শিবস্যাতিধবলস্য কামেশ্বরী-তনুকান্ত্যা তাদ্‌গুণ্যাৎ শরীরী শৃঙ্গারো রস ইবেত্যুৎপ্রেক্ষণাদিতি ॥ ৯৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—(নিম্নলিখিত 'অনুবাদ' হইতে স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়া রহস্যার্থ বুঝিতে হইবে।) রহস্যার্থ যথা,—সহস্রদল কমলের অব্যবহিত নিম্নে আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধভাগে, শ্রীচক্রদ্বার চতুষ্টয়ে মায়া, শুদ্ধ-বিদ্যা, মহেশ্বর ও সদাশিব এই তত্ত্বচতুষ্টয় পর্য্যঙ্কপাদরূপে অবস্থিত, সহস্রদলকমলস্থ শিব—পর্য্যঙ্ক শয্যার আস্তরণবস্ত্র। তাহাতে শিবশক্তির মেলন হইয়া থাকে। ৮ম শ্লোকে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবৃতি আছে ॥ ৯৪ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি। ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চত্বং গতাঃ। তৎ কুতঃ সদাশিব ইত্যাহ—শিবঃ সদাশিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্ম্মলকান্তিযুক্তছদ্ম-প্রচ্ছদপটঃ সন্

* ৮মঃ শ্লোকঃ।

বিগ্রহবান্ শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং চক্ষুষাং কুতুকং দোগ্ধি প্রপূরয়তি। শৃঙ্গাররসস্য রজোগুণপ্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্। সদাশিবঃ শুক্লস্তৎ কথং সারূপ্যমিত্যাহ,—ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিবিম্বলাভেন অরুণতয়া। এতেন সদাশিবস্যাপি ন শৃঙ্গারকর্ত্তৃত্বং পরমশিবকান্তাসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর এই দেব-চতুষ্টয় তোমার সিংহাসনের পাদস্বরূপ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। অনন্তর সিংহাসনোপরি পরশিব শয়ান থাকাতে অনুমিত হইতেছে যে, তাঁহার শুদ্ধস্ফটিক-সদৃশ নির্ম্মল কান্তি দ্বারা সুবিমল প্রচ্ছদপট (আস্তরণবস্ত্র) প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ পরশিবের উপরিভাগে ত্বদীয় শরীরকান্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহা অরুণবর্ণ হইয়াছে; সুতরাং তদ্দর্শনে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস বলিয়া দর্শকদিগের মনে কৌতূহল জন্মিতেছে ॥ ৯৪ ॥

> কলঙ্কঃ কস্তূরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং,
> কলাভিঃ কর্পূরৈর্ম্মরকতকরণ্ডং নিবিড়িতম্।
> অতস্ত্বদ্ভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং,
> বিধির্ভূয়ো ভূয়ো নিবিড়য়তি নূনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কলঙ্কঃ লাঞ্ছনং কস্তূরী মৃগনাভিঃ রজনিকরবিম্বং চন্দ্রবিম্বং জলময়ম্। স্বার্থে ময়ট্। পন্নীরমিত্যর্থঃ। কলাভিঃ কলাত্মকৈঃ কর্পূরৈঃ সহ মরকতকরণ্ডং মরকতমণিনা রচিতম্। মরকতশব্দো বর্ণব্যত্যয়েন মকরশব্দাদুৎপন্নঃ মকরাৎ মকরতঃ। মকরবক্ত্রাজ্জাতং মরকতমিতি ভোজরাজঃ। করণ্ডং নিবিড়িতম্ অন্তঃস্ফুরিতম্। অতঃ ত্বদ্ভোগেন তব দেব্যাঃ উপভোগেনানুভবেন কস্তূরীপন্নীরকর্পূরাণাম্ অনুভবেন প্রতিদিনং দিনে দিনে ইদং পরিদৃশ্যমানমিন্দুমণ্ডলং রিক্তকুহরং শূন্যান্তরং বিধিঃ ব্রহ্মা ভূয়োভূয়ঃ প্রতিদিনং নিবিড়য়তি পূরয়তি নূনং তব কৃতে তুভ্যমিত্যর্থঃ।

অর্থে কৃতে চ তাদর্থ্যে নিপাতদ্বয়মীরিতম্।

ইতি কৃতেশব্দস্তাদর্থ্যে নিপাতিতঃ। তদ্যোগে ষষ্ঠ্যেব।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! কলঙ্কঃ কস্তূরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং কলাভিঃ কর্পূরৈঃ নিবিড়িতং মরকতকরণ্ডম্। অতঃ ইদং প্রতিদিনং ত্বদ্ভোগেন রিক্তকুহরং বিধিঃ ভূয়োভূয়ঃ তব কৃতে নিবিড়য়তি নূনম্।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, মরকতকরণ্ডত্বেন চন্দ্রমণ্ডলস্যাধ্যবসানাৎ। যথা—

অপহ্নবালঙ্কারঃ, অয়ং কলঙ্কো ন ভবতি, অপি তু কস্তূরী ; ইদং রজনিকরবিম্বং ন ভবতি কিন্তু বহিঃপ্রতিফলিতমন্তর্গতং পন্নীরং ; ইমাঃ কলাঃ ন ভবন্তি অপি তু কর্পূররজঃ ; ইদমিন্দুমণ্ডলম্ অন্তঃস্থিতদ্রব্যপ্রতিফলনবশাৎ পীতবর্ণং প্রতীয়তে বস্তুতস্তু শ্বেতবর্ণমেবেত্যাস্তবস্থাপহ্নবমালায়াঃ প্রতীতেঃ। উৎপ্রেক্ষালঙ্কারশ্চ ; প্রতিপদাদিদিনেষু বৃদ্ধিক্ষয়বতঃ চন্দ্রমসঃ কস্তূর্য্যাদিদ্রব্যব্যয়প্রচয়াভ্যাম্ ঈষদ্রিক্তত্ব-সংপূর্ণত্বয়োঃ সম্ভাবনাৎ। অতঃ অনয়োরনুস্থষ্টিঃ অঙ্গাঙ্গিভাবেন পৃথক্স্থিত্যা অব-স্থানাৎ ॥ ৯৫ ॥ *

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—দৃশ্যমান চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্ক—বাস্তব নহে, উহা কস্তূরী (মৃগনাভি), চন্দ্র পনীর, কলাসমূহ কর্পূর,—মরকতপাত্রে সজ্জিত হওয়াতে চন্দ্রমণ্ডলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। হে ভগবতি, আপনি ঐ সকল বস্তু ভোগ করেন বলিয়া প্রতিদিন (কৃষ্ণপক্ষে) তাহার ক্ষয় হয়, বিধাতা তাহা আবার (শুক্লপক্ষে) আপনারই জন্য পূর্ণ করেন। (এতন্মধ্যে চন্দ্রকলাবিদ্যাসাধনার সঙ্কেত আছে) ॥ ৯৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং পাত্রাদিকং নিরূপয়তি কলঙ্ক ইতি। জলবজ্জলং চন্দ্ররশ্মিঃ পীযূষমিতি যাবৎ। জলময়ং পীযূষপূর্ণং রজনিকরবিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং কলাভিঃ কর্পূরৈর্নিবিড়িতং চন্দ্রকলারূপকর্পূরৈঃ পূরিতং মরকতকরণ্ডং প্রতিদিনম্ ইত্যস্মাভির্লক্ষ্যত ইত্যাহম্। শরচ্চন্দ্রস্য শুক্লবর্ণত্বম্ মরকতমণেঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ উৎপ্রেক্ষ্যতে। কলঙ্কঃ কস্তূরী যত্র। তথা চ সৌগন্ধার্থং পূজাপাত্রাণি কস্তূর্য্যাদিভিঃ সংক্রিয়তে। অতঃ কারণাৎ ত্বদ্ভোগেন আত্মভোগার্থং শ্রীমত্যা নিরূপিতং রিক্তকুহরং শূন্যগর্ভম্ ইদং মরকতকরণ্ডং নূনং নিশ্চিতং তব কৃতে যুষ্মদর্থং বিধির্ভূয়ো ভূয়ঃ পূরয়তি। তথা চোর্দ্ধাম্নায়ে,—"ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্। কলাসারেণ সম্পূজ্য তর্পয়েত্তেন খেচরীমিতি" ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ।—বিশ্বজননি ! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্য চন্দ্রমণ্ডলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতেছেন। এই পাত্রে রশ্মিপুঞ্জই অমৃতস্বরূপ ও কলঙ্কই সুগন্ধিদ্রব্য কস্তূরীস্বরূপ। ইহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে। মাতঃ ! তোমার ভোগ দ্বারা এই পাত্র যেমন শূন্যগর্ভ হয়, বিধাতা অমনই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃতপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

তাৎপর্য্য।—চন্দ্রমণ্ডল মরকতমণিময় পাত্রের ন্যায় স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ ;

---

* ১৪ লঃ মুঃ পুঃ।

কিন্তু উহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড এবং রশ্মিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয়; পরন্তু কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মরকতমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকে। ঊর্দ্ধাম্নায়ে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোদেশে যে চন্দ্রময় উত্তম অমৃতপাত্র আছে, তাহার কলা দ্বারা বিশ্বজননীর পূজা করিয়া ঐ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে ॥ ৯৫ ॥

স্বদেহোদ্ভূতাভির্ঘৃণিভিরণিমাদ্যাভিরভিতো,
নিষেব্যাং * নিত্যে ত্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ।
কিমাশ্চর্য্যং তস্য ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো,
মহাসংবর্ত্তাগ্নির্ব্বিরচয়তি নীরাজনবিধিম্ ॥ ৯৬ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ স্বস্যাঃ দেহঃ স্বদেহঃ তস্মাদুদ্ভূতাভিঃ। অত্র দেহশব্দঃ দেহাবয়বং চরণং লক্ষয়তি। ঘৃণিভিঃ ময়ূখৈঃ। ময়ূখানাং চরণোদ্ভবত্বমুক্তং প্রাক্। অণিমাদ্যাভিঃ অণিমাগরিমেত্যাদিভিঃ অষ্টসিদ্ধিভিঃ অভিতঃ আবরণত্বেন অবস্থিতাভিঃ যুক্তামিতি শেষঃ। নিষেব্যে! সংসেব্যে! নিত্যে! আদ্যন্তরহিতে! ত্বাম্ এতাদৃশীম্ অহমিতি অহম্ভাবনয়া সদা সর্ব্বকালং ভাবয়তি ধ্যানং করোতি যঃ সাধকঃ। কিমাশ্চর্য্যং নাস্ত্যাশ্চর্য্যম্ তস্য সাধকস্য ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং ত্রীণি নয়নানি মার্গাঃ প্রাপকাঃ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপাঃ যস্য দর্শনায়েতি স ত্রিনয়নঃ। যদ্বা—ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নামার্গাঃ ত্রয়ঃ তদ্দর্শনে উপায়া ইতি ত্রিনয়নঃ সদাশিবঃ। যদ্বা ত্রীণি নয়নানি চক্ষূংষি যস্য সঃ ত্রিনয়নঃ। ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ণত্বাভাবঃ। তস্য সমৃদ্ধিম্ ঐশ্বর্য্যং তৃণয়তঃ তৃণীকুর্ব্বতঃ মহাসংবর্ত্তাগ্নিঃ প্রলয়কালাগ্নিঃ বিরচয়তে করোতি। নীরাজনবিধিং নীরাজনানুষ্ঠানম্। তস্য নীরাজনক্রিয়ায়ামবস্থিতঃ প্রলয়াগ্নিরপীত্যর্থঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে নিত্যে! নিষেব্যে! স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ ঘৃণিভিঃ অণিমাদ্যাভিঃ অভিতোঽবস্থিতাভিঃ পরিবৃতাং ত্বাং যং সাধকঃ অহমিতি সদা ভাবয়তি, ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ তস্য মহাসংবর্ত্তাগ্নিঃ নীরাজনবিধিং বিরচয়তীত্যত্র কিমাশ্চর্য্যম্।

অয়ং ভাবঃ—অহমিতি ভাবনয়া তাদাত্ম্যসিদ্ধৌ ভগবত্যাঃ তন্নীরাজনবিধিরাশ্চর্য্যকরো ন ভবতীতি ॥ ৯৬ ॥

* 'নিষেব্যে' ইতি ল পাঠঃ। তন্মতেঽয়ং ত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে নিত্যে, নিষেব্যে, আপনার চরণোদ্ভূত কিরণস্বরূপ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-পরিবৃতা আপনাকে যে সাধক 'অহং'ভাবে সদা ধ্যান করে, শিবের ঐশ্বর্য্যেও তৃণ-জ্ঞানযুক্ত সেই ব্যক্তি (কালে তোমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে) প্রলয়কালের অনলে যে নীরাজিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ॥ ৯৬ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—স্বদেহ ইতি। হে নিত্যে! হে নিত্য-স্বরূপে! স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ স্বশরীরজাতাভির্ঘৃণিভিঃ অণিমাদ্যাভিঃ সিদ্ধিভিরভিতো নিষেব্যাং ত্বাং অহমিতি যঃ সদা ভাবয়তি সোঽহংভাবেন যঃ সদা উপাস্তে, ত্রিনয়ন-সমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিং তৃণীকুর্ব্বতস্তস্য মহাসংবর্ত্তাগ্নির্মহাপ্রলয়াগ্নির্নীরা-জনবিধিং নির্ম্মঞ্ছনবিধিং বিরচয়তীতি কিমাশ্চর্যাম্। স এব সদাশিব ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ।—হে নিত্যে! "স্বীয় দেহসম্ভূত রশ্মিবৃন্দরূপ অণিমাদি আবরণ-দেবতা কর্ত্তৃক যিনি সেবিতা হইয়াছেন, আমি সেই ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী," এইরূপ সোঽহংভাবে যিনি তোমাকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্ট-বিভূতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্ব-সংহারক মহাপ্রলয়াগ্নিও তাঁহার নীরাজনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্থাৎ সেই সাধক চিরতরে শিবরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ,
শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ।
মহাদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে,
কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরু(র)বকতরোরপ্যসুলভঃ ॥ ৯৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—কশ্মলাৎ ত্রায়ত ইতি কলত্রম্। কশ্মলং নরকং মধ্যবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কলত্রং কশ্মলাৎ ত্রায়ত ইতি রক্ষিতঃ। বৈধাত্রং বিধাতৃসম্বন্ধি। বিধাতৃশব্দস্য "তস্যেদম্" ইতি টণি কৃতে সম্বন্ধমাত্রপরত্বে তদ্বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কলত্রশব্দস্যান্বয় ইতি, বি ধাতুঃ কলত্রমিত্যুক্তে সম্বন্ধমাত্রে বিহিতা ষষ্ঠী সম্বন্ধিন্যেব পর্য্যবস্যতীতি সাক্ষাদন্বয় ইতি ভাবঃ। অতো নায়ং প্রয়োগো

দোষাবহঃ। বৈধাত্রং কলত্রং সরস্বতীং কতি কতি ভজন্তে সেবন্তে ন কবয়ঃ কে বা কবয়ো ন ভজন্তে সর্ব্বেঽপি ভজন্ত ইত্যর্থঃ। শ্রিয়ো দেব্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ। মহাদেবং সদাশিবং হিত্বা তব ভবত্যাঃ সতি! পরিব্রতে! সতীনাং পতিব্রতানাম্ অচরমে! অগ্রগণ্যে! কুচাভ্যাম্ আসঙ্গঃ আলিঙ্গনং কুরবক-তরোরপি অসুলভঃ সুলভো ন ভবতি। কুচালিঙ্গনং দোহদত্বেনাপি কুরবক-তরোরচেতনস্যাপি ন সম্ভবতি কিমু বক্তব্যং পুরুষান্তরস্যেতি পাতিব্রত্যং বাচাম-গোচর ইতি ভাবঃ।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে সতি! বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ঃ ন ভজন্তে। শ্রিয়ো দেব্যাঃ কৈরপি ধনৈঃ কো বা পতিঃ ন ভবতি। হে সতীনাম-চরমে! মহাদেবং হিত্বা তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরবকতরোরপ্যসুলভঃ।

অয়মর্থঃ—যে মন্ত্রজপাগ্যাসাদিতসারস্বতাঃ তে সরস্বতীবল্লভা ইতি গীয়ন্তে। যে ধনধান্যাশ্বগজাদিসমৃদ্ধিমন্তঃ তে লক্ষ্মীপতয়ঃ ইতি গীয়ন্তে। পার্ব্বতীপতিস্তু মহাদেব এবেতি ভবত্যাঃ পাতিব্রত্যমহিমা অবাঙ্মনসগোচর ইতি ॥ ৯৭ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কলত্রমিতি। হে সতি! সতীনাম-চরমে! সতীনাং মুখ্যে! মহাদেবং হিত্বা তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ তবালিঙ্গনং কুরুবকতরোঃ ঝিণ্টিবৃক্ষস্যাপি দুর্লভঃ কুরুবকো নাম ঝিণ্টিবৃক্ষবিশেষঃ। তস্যালিঙ্গনে স্ত্রীণাং কামবৃদ্ধির্ভবতি। তথাচ কামশাস্ত্রে,—কুরুবকতরোরালিঙ্গনাৎ সিন্ধুবার ইতি। মহা-দেবস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ শ্রীমত্যাঃ সর্ব্বাধারভূতত্বাৎ ক্রিয়াব্যাভিচারো নাস্তীতি ভাবঃ। তথাচ ভারতে—"ন চক্রাঙ্কা ন পদাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা জনাঃ ক্বচিৎ। লিঙ্গাঙ্কাশ্চ ভগাঙ্কাশ্চ তেন মাহেশ্বরী প্রজা" ইতি। অন্যাসাং ক্রিয়াব্যভিচারমাহ—বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ো ন ভজন্তে অপি তু কাব্যসামর্থ্যমাত্রেণ বাগীশা ভবন্তি ন তু মূর্খাঃ। শ্রিয়ো দেব্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৈরপি ধনৈর্ধনসম্পর্ক-মাত্রেণ কঃ পতির্ন ভবতি, অপি তু সর্ব্ব এব ধনিনঃ লক্ষ্মীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ।—হে সতীগণের অগ্রগণ্যে সতি! একমাত্র তুমিই মহাদেবকে ছাড়িয়া কুরুবক-বৃক্ষকেও আলিঙ্গন কর না। ব্রহ্মার পত্নী বাগ্দেবীর ভজনায় বাক্‌স্ফূর্ত্তিলাভ কত কত কবির না হইয়াছে? যাঁহার কিছু ধনসঞ্চয় হয়, তিনিই লক্ষ্মীপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। (কবিপ্রসিদ্ধি আছে, রমণীর আলিঙ্গনে কুরুবকের পুষ্পোদ্গম হয়। বৃক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার দোষাবহ না হইলেও—তোমার দ্বারা তাহাও ঘটে না।) ॥ ৯৭ ॥

গিরামাহুর্দ্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো,
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা,
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি ॥ ৯৮ ॥ *

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—গিরাং বাচাম্ আহুঃ কথয়ন্তি দেবীম্ অধিদেবতাং দ্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ আগমবিদঃ আগমরহস্যবেদিনঃ হরেঃ বিষ্ণোঃ পত্নীং জায়াং পদ্মাং পদ্মালয়াং হরসহচরীং শম্ভুপত্নীম্ অদ্রিতনয়াং পার্বতীম্। তুরীয়া চতুর্থী কাঽপি অনির্বাচ্যা ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা দুঃখেন অধিগন্তুং শক্যঃ স চাসৌ নিঃসীমো মহিমা যস্যাঃ সা দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চাপরিচ্ছেদ্যেত্যর্থঃ। মহামায়া শুদ্ধবিদ্যান্তর্গতং মায়াতত্ত্বং বিশ্বং প্রপঞ্চং ভ্রময়সি বিবর্ত্তয়সীতি বিবর্ত্তং ব্রহ্মধর্ম্মং মায়ায়ামতিদিশতি। পরব্রহ্মমহিষি পরব্রহ্মণঃ সদাশিবস্য মহিষি। তথা তু শ্রূয়তে—"হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ" † ইতি পুরুষসূক্তে। হ্রীঃ ভুবনেশ্বরী লক্ষ্মীঃ শ্রীবিদ্যা উভে ব্রহ্মণস্তে পত্ন্যৌ। অত্র তয়োর্ম্মধ্যে শ্রীবিদ্যায়াঃ প্রাধান্যং, শ্রীবিদ্যায়াং ভুবনেশ্বর্য্যা অন্তর্ভাবাৎ। ভুবনেশ্বর্য্যাং ন শ্রীবিদ্যায়া অন্তর্ভাব ইতি চন্দ্রকলাপ্রাধান্যং সৈব মহিষীতি ধ্যেয়ম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে পরব্রহ্মমহিষি! আগমবিদঃ ত্বামেব দ্রুহিণগৃহিণীং গিরাং দেবীমাহুঃ; ত্বামেব হরেঃ পত্নীং পদ্মামাহুঃ, ত্বামেব হরসহচরীম্ অদ্রিতনয়ামাহুঃ; ত্বং তুরীয়া কাঽপি দুরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়া সতী বিশ্বং ভ্রময়সি।

অয়মর্থঃ—একামেব ভগবতীং নানা নামভিঃ গৃণন্ত্যাগমবিদঃ পরব্রহ্মমহিষী শ্রীবিদ্যাপরনামধেয়া চন্দ্রকলা একৈবেতি ॥ ৯৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—হে পরব্রহ্মমহিষি, আগমজ্ঞগণ আপনাকেই ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী, বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এবং শিবসীমন্তিনী দুর্গা বলিয়া থাকেন, শ্রীবিদ্যানাম্নী যে চন্দ্রকলা, তৎস্বরূপা অজ্ঞেয়-অসীম-মহিমশালিনী আপনি, অনির্ব্বচনীয়া তুরীয়া এবং জগৎপ্রপঞ্চ-বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান ॥ ৯৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—গিরামিতি। হে পরব্রহ্মমহিষি! আগমবিদো জ্ঞানিনঃ দ্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহুঃ বিদুষামধিষ্ঠাত্রীমাহুঃ। হরেঃ পত্নীং লক্ষ্মীমাহুঃ ধনিনামধিষ্ঠাত্রীম্। হরসহচরীং দুর্গামাহুঃ

---

* তৈঃ আঃ ৩।১৩। † ১৭ ল-মু-পু।

জ্ঞানিনামধিষ্ঠাত্রীম্। হে মহামায়ে! ত্বং পুনস্তুরীয়া এতত্রয়াতিরিক্তা কাপি অনির্ব্বচনীয়া। যতো বিশ্বং ভ্রময়সি জগন্মোহয়সি। ত্বং কিম্ভূতা? দুরধিগমনিঃসীম-মহিমা দুর্জ্ঞেয়োঽপরিমিতঃ মহিমা যস্যাঃ সত্বরজস্তমসামতিরিক্তাসীত্যর্থঃ॥ ৯৮॥

অনুবাদ।—হে পরব্রহ্মমহিষি! আগমবিদ্‌জনগণ ব্রহ্মার পত্নীকে বাগ্দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করেন (ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা); তাঁহারা বিষ্ণুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (ইনি ধনীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা); তাঁহারা বলেন, পর্ব্বত-তনয়া দুর্গা মহেশ্বরের সহচরী (ইনি জ্ঞানীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। হে মহামায়ে! এই শক্তিত্রয় হইতে অতিরিক্তা গুণত্রয়াতীতা চতুর্থী তুমি কে, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি। তোমার দুরধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে মোহিত করিতেছ॥ ৯৮॥

সমুদ্ভূতস্থূলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং,
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্যুতিবপুঃ।
হরস্য ত্বদ্‌ভ্রান্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো,
ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে॥ ৯৯॥ *

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—সমুদ্ভূত ইতি। হে উমে! ভবত্যাং যে ভক্তাঃ অমীষামিয়ং পরিণতিঃ ফলপরিপাকঃ তদ্দর্শয়ন্নাহ,—মদনঃ কন্দর্পঃ হরস্য মনসি ত্বদ্‌ভ্রান্তিং জনয়ামাস ত্বামভেদেন ভজন্ আত্মনি ত্বদ্‌ভ্রান্তিং জনয়ামাস। মদনঃ কিম্ভূতঃ? কদম্বদ্যুতিবপুঃ কদম্বপুষ্পবদ্দ্যোতিঃ শোভা যস্য বপুষঃ। তৎ কিং কৃতবানিত্যাহ। উরো বক্ষঃসমুদ্ভূত-স্থূলস্তনভরং কৃতবান্ প্রাদুর্ভূতঃ স্থূল-স্তনয়োর্ভরো যত্র। হসিতং চারু কৃতবান্। পূর্ব্বং প্রৌঢ়হাস্যমাসীৎ, তদ্‌বিহায় মনোহরং কৃতবান্। কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সন্তি, অপি তু সন্ত্যেব॥ ৯৯॥

অনুবাদ।—হে উমে! মদন তোমাকে কামরাজবিদ্যা দ্বারা অভিন্নভাবে উপাসনা করাতে তোমারই স্বরূপ লাভ করিয়া, মহাদেবের মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিলেন, মহাদেব মদনকেই তোমার স্বরূপ মনে করিলেন। মদনের বক্ষঃস্থলে আপনি পয়োধরমণ্ডল সমুদ্ভূত হইল; অট্টহাস্যের পরিবর্ত্তে সুললিত মধুর হাস্য প্রকাশ পাইল, কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল এবং শরীর

---

* অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধরেণ ভগবৎপাদরচিতো ন ইত্যুল্লিখ্যোপেক্ষিতঃ।

কদম্বপুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত হইয়া উঠিল। জননি! যাঁহারা তোমার ভক্ত, যাঁহারা তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯৯ ॥

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে,
রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা।
চিরং জীবন্নেব ক্ষয়ি(পি)তপশুপাশব্যতিকরঃ,
পরং ব্রহ্মা-*ভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদ্ভজনবান্ ॥ ১০০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।—প্রক্রান্তাং স্তুতিম্ উপসংহরন্ ষট্‌কমলভেদ-সিদ্ধান্তং নির্দিশতি—

সরস্বত্যা ভারত্যা লক্ষ্ম্যা পদ্মালয়য়া বিধিহরিসপত্নঃ—যথাক্রমমিতি শেষঃ—সরস্বতীপতিত্বেন বিধেঃ ব্রহ্মণঃ সপত্নঃ অসূয়াস্পদং, লক্ষ্মীপতিত্বেন হরেঃ অসূয়াস্পদমিত্যর্থঃ। বিহরতে বিহরমাণঃ রতেঃ কামমহিষ্যাঃ পাতিব্রত্যং পতিব্রতাধর্ম্মং পুরুষান্তরাসম্পর্করূপং শিথিলয়তি, মন্মথাকারতয়া রতেঃ মন্মথভ্রান্তিং জনয়ন্ সম্ভোগেচ্ছাং জনয়তীতি ভাবঃ। রম্যেণ অতিসুন্দরেণ বপুষা শরীরেণ, তাদাত্ম্য-বুদ্ধ্যেতি যাবৎ। এবং সাদাখ্যায়াঃ কলায়াঃ উপাসকস্য ঐহিকফলমুক্ত্বা আমুষ্মিক-মপ্যাহ—চিরং জীবন্নেব নিত্যজীবনঃ সন্। সাবয়বদ্রব্যস্য নিত্যত্বং পশুপাশব্যতি-করক্ষপণহেতুকম্। অত্র কেবলব্যতিরেকি অনুমানং সাধনত্বেন প্রয়োজ্যম্—সাবয়বং যৎ ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরং ন ভবতি, তন্নিত্যং ন ভবতি, যথা পশ্বাদি ইতি জীবন্মুক্তিসিদ্ধিঃ। সাবয়বাঃ কপিলাদয়ঃ, মার্কণ্ডেয়াদয়ো নিত্যসিদ্ধাঃ, অতঃ অন্বয়ব্যতিরেকি বা ভবতু সাবয়বস্য নিত্যতায়াং সাধনম্। এবং নিত্যজীবনঃ সন্ ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ ক্ষপিতঃ বিনষ্টঃ পশুপাশয়োঃ ব্যতিকরঃ যস্য সঃ ক্ষপিতো বিনাশিতঃ পশুপাশব্যতিকরো যেন ইতি বা। পশুঃ জীবঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রপঞ্চং পশ্যতীতি। যদ্বা—পশ বন্ধনে ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ পশুঃ অবিদ্যাবদ্ধো জীবঃ, পাশঃ অবিদ্যা। এতচ্চ শ্রূয়তে—

অদিতিঃ পাশং প্রমুমোক্ত্বেতং নমঃ
পশুভ্যঃ পশুপতয়ে করোমি ॥ †

অস্যার্থঃ—অদিতিঃ আদিত্যমণ্ডলান্তর্গতা বৈষ্ণবী শক্তিঃ। পাশম্ অবিদ্যাকৃতং

* 'পরানন্দা' ইতি ল পাঠঃ।

† তৈঃ সং ৩।১।৪

বন্ধং প্রমুমোক্তু প্রকর্ষেণ অত্যন্তং মোচয়তু। এতৎ নমঃ নমস্কারং পশুভ্যঃ পশুপতয়ে করোমি। পশুভ্য ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী। পশুত্বস্য নিবৃত্তিঃ পশুত্বনিবৃত্তিঃ তদর্থং পশুত্বনিবৃত্ত্যর্থম্। অয়মর্থঃ—অদিতিঃ পশুপতিনা সদাশিবেন যুক্তা পাশবিমোচনং করোত্বিতি। পশুশব্দস্য জীববাচিত্বং তৈত্তিরীয়কে সৌম্যকাণ্ডে "তেষামসুরাণাম্" * ইত্যনুবাকে তেষামসুরাণামিত্যারভ্য "তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ" ইত্যন্তেন প্রতিপাদিতম্। অতঃ পশুপাশৌ জীবাবিদ্যে, তয়োর্ব্যতিকরঃ সম্বন্ধঃ, স চ যস্য ক্ষপিতঃ সঃ বিদলিতপশুপাশসম্বন্ধঃ সদাশিবাত্মনাঽবস্থিতঃ পরানন্দাভিখ্যং পরানন্দাত্মিকা অভিখ্যা জ্যোতির্যস্য সঃ পরানন্দাখ্যং জ্যোতীরূপং রসয়তি আস্বাদয়তি রসং সুখং ত্বদ্ভজনবান্ ত্বদ্ভক্তঃ—তব ভজনং সেবা।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে ভগবতি! ত্বদ্ভজনবান্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নঃ সন্ বিহরতে। রম্যেণ বপুষা রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি। ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ চিরং জীবন্নেব পরানন্দাভিখ্যং রসং রসয়তি।

অত্রেদম্ অনুসন্ধেয়ং—জীবন্মুক্তানাং অবিদ্যানিবৃত্তাবপি কুলালচক্রভ্রমণন্যায়েন দেহসম্বন্ধঃ। যথোক্তং ষষ্টিতন্ত্রে সপ্তত্যাম্—

সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ॥

ইতি। অত্র ত্বদ্ভজনবানিত্যত্র দ্বিবিধং ভজনং—ষট্‌চক্রসেবাত্মকং ধারণাত্মকং চ। আদ্যং নিরূপ্যতে—আধার-স্বাধিষ্ঠানে তামিস্রলোকত্বাৎ নোপাস্যে। মণিপূরপ্রভৃতিসহস্রকমলপর্য্যন্তং পঞ্চচক্রাণি পূজ্যানীতি। তত্র মণিপূরকপূজাপরাণাং সার্ষ্টিরূপা মুক্তিঃ। সার্ষ্টির্নাম দেব্যাঃ পুরসমীপে পুরান্তরং নির্ম্মায় সেবাং কুর্ব্বাণস্য অবস্থিতিঃ। সংবিৎকমলপূজারতানাং সালোক্যমুক্তিঃ। সালোক্যং নাম—দেব্যাঃ পত্তনে নিবাসঃ। বিশুদ্ধিচক্রোপাসকানাং সামীপ্যমুক্তিঃ। সামীপ্যং নাম অঙ্গসেবকত্বম্। আজ্ঞাচক্রোপাসকানাং সারূপ্যমুক্তিঃ সারূপ্যং নাম সমানরূপত্বম্। পৃথগ্দেহধারিত্বেনেতি সাযুজ্যাদ্ভেদঃ। এতৎ চতুর্বিধং গৌণং বাহদুঃখাতিবর্ত্তিত্বমাত্রাৎ মুক্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে। পরং তু সাযুজ্যাত্মিকৈব শাশ্বতী মুক্তিঃ সহস্রকমলোপাসকানামেবেতি। অতএব পরানন্দাভিখ্যং রসং ত্বদ্ভজনবান্ রসয়তি ইতি।

অত্রেদং মততত্ত্বম্—ষট্‌কমলভেদমতে সুখস্বরূপৈব মুক্তিঃ। সুখং তু লৌকিকদৃষ্টান্তেন স্ত্রীসংভোগাত্মকমেব। লোকেঽপি স্ত্রীসম্মেলনাৎ পরং সুখং নাস্তি। এবং

* তৈঃ সং ৬।২।৩

অত্যন্তদুঃখোচ্ছেদানন্তরং সাযুজ্যসংসিদ্ধৌ শিবশক্তিসম্পুটান্তর্ভাবাৎ তদাত্মিকৈব মুক্তিরিতি।

তদয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—পূর্ব্বং মূলাধারাদিষট্‌চক্রাণাং ত্রিকোণাষ্টকোণদশারদ্বিতয়মন্বস্র-শিবচক্রাত্মনা তাদাত্ম্যং প্রতিপাদিতম্। এতদেব নাদবিন্দ্বোরৈক্যম্। তথাহি—নাদো নাম শ্রীচক্রম্। বিন্দুর্নাম ষট্‌কমলগহনং বক্ষ্যতে; তয়োরৈক্যম্ নাম—আধারচক্রং চতুর্দলং, তৎকর্ণিকা ত্রিকোণং; স্বাধিষ্ঠানং ষড়্দলং তৎকর্ণিকা অষ্টকোণাত্মিকা; মণিপূরং দশদলং পদ্মং, তৎকর্ণিকা দশকোণাত্মিকা; অনাহতং দ্বাদশদলং, তৎকর্ণিকা দ্বিতীয়দশকোণাত্মিকৈব; বিশুদ্ধিচক্রম্ ষোড়শদলং, তৎকর্ণিকা চতুর্দশকোণাত্মিকা; এতাবৎপর্য্যন্তং শক্তিচক্রৈক্যম্। আজ্ঞাচক্রং দ্বিদলম্, অষ্টকোণমেকত্র ষোড়শকোণমপরত্রেতি দ্বিধা ভিন্না কর্ণিকা। অয়ং ভাবঃ—দ্বিধা ভিন্নং চতুরস্রপ্রকৃতিকং শিবচক্রচতুষ্টয়াত্মকম্ আধারস্বাধিষ্ঠানাত্মকং চেতি প্রপঞ্চিতম্। বৃত্তত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানান্তে একং বৃত্তং রুদ্রগ্রন্থ্যাত্মকম্; অনাহতান্তে একং বিষ্ণুগ্রন্থ্যাত্মকম্, আজ্ঞাচক্রান্তে একং ব্রহ্মগ্রন্থ্যাত্মকম্। তত উপরি চতুর্দ্বারোপেতং ভূপুরত্রিতয়ং দ্বারেষু চতুর্ষু সোপানযুক্তম্। তচ্চ সহস্রদলকর্ণিকা। তস্য কমলস্য দলানি সহস্রম্। বৈন্দবস্থানম্ চতুর্দ্বারোপেতং কর্ণিকামধ্যে। এবং প্রাসাদন্যায়েন শ্রীচক্রস্য কমলানাং চৈক্যমনুসন্ধেয়ম্। এতচ্চ নাদবিন্দ্বৈক্যং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং শিষ্যানুগ্রহাৎ উপদিষ্টম্।

অস্মিন্ ষট্‌চক্রে পঞ্চাশৎকমলদলানামন্তর্ভাবঃ কথিতঃ। চন্দ্রখণ্ডে স্বরাঃ, সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শাঃ, অগ্নিখণ্ডে অন্তস্থাঃ উষ্মাণশ্চ হকারবর্জিতাঃ, হকারলকারৌ বৈন্দবে, ক্ষকারঃ সর্ব্বত্রেতি "সবিত্রীভিঃ" * ইতি শ্লোকেন প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। মূলাধারাদিদলেষু কলানাম্ অন্তর্ভাবঃ প্রাগেব প্রতিপাদিতঃ। কলানাং তিথ্যাত্মকত্বং, নিত্যানাং কলাত্মকত্বম্, কলানাং মূলমন্ত্রগতপঞ্চদশাক্ষরাত্মকত্বং পঞ্চদশাক্ষরাণাং ত্রিখণ্ডত্বং, ত্রিখণ্ডস্য সোমসূর্য্যানলাত্মকত্বং, সোমসূর্য্যানলানাং গ্রন্থিত্রয়াত্মকত্বং গ্রন্থিত্রয়স্য মন্ত্রগতহ্রীঙ্কারত্রয়াত্মকত্বং, হ্রীঙ্কারস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রত্বং, ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্য মূলমন্ত্রান্তর্গতত্বং, মূলমন্ত্রস্য চক্রেণৈক্যং, তচ্চক্রনবকস্য মূলাধারাদিষট্‌চক্রেষু ব্রহ্মগ্রন্থ্যাদিত্রিকেঽপি সহস্রকমলকর্ণিকাদৌ তাদাত্ম্যম্। এতদেব কলানাদয়োরৈক্যং নাম।

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—নাদেন বিন্দোরৈক্যং, বিন্দুনা কলায়াঃ ঐক্যং, কলায়াশ্চ নাদেনৈক্যং, এবং ত্রিতয়ং; কলয়া বিন্দোরৈক্যং, কলয়া নাদস্যৈক্যং শ্রীবিদ্যয়া পঞ্চকস্যৈক্যমিতি ষড়্‌বিধত্বমৈক্যস্যেতি পরমরহস্যং গুরূপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ম্। এবং

* ১৭ শ্লোকঃ।

ষোঢ়ৈক্যং ভগবত্যাঃ সপর্য্যেতি সম্যগুপবর্ণিতম্। ষোঢ়ৈক্যানুসন্ধানানন্তরং দশভুজা ভগবতী শ্রীবিদ্যা মণিপূরে প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্যমানা সপর্য্যয়া সন্নিধেয়েতি ঐক্যমেব সপর্য্যেতি বদতো মমাশয় ইতি বিজ্ঞেয়ম্॥

অধুনা বিন্দুস্বরূপং প্রপঞ্চ্যতে—বিন্দুরিতি মূলাধারাদিচক্রষট্‌কম্। বিন্দুঃ জগদুৎপত্তিলয়হেতুঃ শিবস্য শক্তিবিশেষঃ। স চ এক এব সহস্রকমলান্তর্গতচতুর্দ্বারাত্মককর্ণিকামধ্যগতচতুষ্কোণাত্মকং শক্তিতত্ত্বম্। তন্মধ্যগতশিবতত্ত্বং নাদ ইত্যুচ্যতে। স চতুর্ব্বিধ ইতি প্রাগেবোক্তম্। উভয়োঃ শক্তিশিবয়োঃ শব্দার্থরূপত্বাৎ কলাত্মকত্বম্ উভয়সাধারণম্। অতশ্চ মেলনং নাদবিন্দুকলাতীতমিতি সময়গতরহস্যম্। স চ বিন্দুঃ দশধা ভিদ্যতে—যথোক্তম্—

দশধা ভিদ্যতে বিন্দুঃ এক এব পরাত্মকঃ।
চতুর্ধাধারকমলে ষোঢ়াঽধিষ্ঠানপঙ্কজে॥
উভয়াকাররূপত্বাৎ ইতরেষাং তদাত্মতা।

ইতি। অস্যার্থঃ—এক এব বিন্দুঃ মূলাধারকমলগতচতুর্দলেষু চতুর্ধা, স্বাধিষ্ঠানগতষড়্‌দলেষু ষোঢ়া, এবং দশধা ভিদ্যতে। অয়ং ভাবঃ—মূলাধারঃ চতুষ্পত্রং সরসিজং, স্বাধিষ্ঠানং ষড়্‌দলং, মণিপূরং দশদলম্, অনাহতং পদ্মং দ্বাদশদলং, বিশুদ্ধিপদ্মং ষোড়শদলং, আজ্ঞাচক্রপদ্মং দ্বিদলমিতি সর্ব্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্। অত্র আধারপদ্মস্য দলচতুষ্টয়ং বিন্দুচতুষ্টয়াত্মকম্। তে চ বিন্দবো মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যাঃ প্রকৃত্যাত্মকাঃ জগন্নির্ম্মাণহেতব ইতি সর্ব্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্। স্বাধিষ্ঠানপদ্মগতষড়্‌দলানাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাত্মকাঃ ষড়্‌বিন্দবঃ। অতএব তে সংস্কৃতিবিন্দব ইত্যাহুঃ। তদুক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা—"স্বাধিষ্ঠানে সংস্কারঃ ষড়্‌বিন্দুকৃতঃ" ইতি। এবং দশ বিন্দবঃ কমলদ্বয়দলাত্মকাঃ। মণিপূরং মূলাধারস্বাধিষ্ঠানাত্মকমিতি কৃত্বা দশদলম্। অনাহতচক্রে মণিপূরপ্রকৃতিকং দশদলং পূর্ব্বার্দ্ধং, কমলদ্বয়প্রকৃতিকং দলদ্বয়ং দ্বাদশদলম্ অনাহতপদ্মম্। বিশুদ্ধিপদ্মং তু অনাহতচক্রপ্রকৃতিকং দ্বাদশদলম্, আধারপ্রকৃতিকং চতুর্দ্দলং, এবং ষোড়শদলম্। তথা মণিপূরপ্রকৃতিকং দশদলং স্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকং ষড়্‌দলমিতি ষোড়শদলম্। আজ্ঞাচক্রং তু আধারস্বাধিষ্ঠানাত্মকমিতি দ্বিদলম্। এবং মণিপূরপ্রভৃতীনি আজ্ঞান্তানি চত্বারি কমলানি মূলাধারস্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকানি। অতএব মূলাধারদ্বিকে উত্তরকমলচতুষ্কমন্তর্ভূতমিতি একস্যৈব বিন্দোঃ দশধাত্বং নান্যথেতি সিদ্ধম্।

যদ্যপি কৌলানাং দ্বিকানুসন্ধানাৎ ষট্‌কমলানুসন্ধানফলং সেৎস্যতি, তথাপি ষড়্‌বিধৈক্যানুসন্ধানাভাবাৎ কৌলমার্গ এবেতি ন দেব্যা মণিপূরে সান্নিধ্যং, পঞ্চবিধ-

মুক্তিযুক্ত্যভাবশ্চ, নাদবিন্দুকলাতীতত্বমপ্যসংভাব্যমেব কৌলমতে ইতি। সময়িনাং তু কার্য্যভূতচতুষ্কানুসন্ধানাদেব কারণভূতকমলদ্বয়ানুসন্ধানফলং সেৎস্যত্যেবেতি। অতএব পঞ্চবিধসাম্যসিদ্ধৌ সময়সময়িভাবঃ প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্যতে সময়সময়িনোঃ সময়িনাং সেবকানামিতি ভগবৎপাদমততত্ত্বম্।

এবং ভজনশব্দার্থং প্রতিপাদ্য প্রকারান্তরেণ ভজনশব্দার্থো নিরূপ্যতে।—যদাহুঃ ভগবৎপাদাঃ "ধারণাপরিজ্ঞানান্মুক্তিঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—ধারণাঃ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশত-সংখ্যাকাঃ। ধারণা নাম বায়োঃ কমলেষু নাদকলাভ্যাং নিরোধঃ। স চ ষট্-কমলেষু ষোঢ়া সপ্তমে কমলে সময়শব্দাভিখ্যেন সার্দ্ধং সপ্তবিধঃ। ঐকৈকস্মিন্ কমলে পঞ্চাশদিতি ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতং ধারণাঃ। তাশ্চ পৃথক্ নাদবিন্দুকলাভিঃ সার্দ্ধং মেলনপ্রকারৈরনন্তা ধারণা গুরূপদেশবশাদবগন্তব্যাঃ। ধারণানাং ফলম্ আধারাদিচক্রষট্‌কে যথাক্রমং মতিস্মৃতিবুদ্ধিপ্রজ্ঞামেধাপ্রতিভাসংবিদ্রূপং দিঙ্মাত্রং দর্শিতম্। অধিকং তু সুভগোদয়ে চরণাগমে চ সপ্রপঞ্চং বহুধা প্রতিপাদিতং তত এবাবধার্য্যং গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নোপবর্ণিতমিহেতি। অতএব কালিদাসভগবৎপাদৈঃ কুলসময়মতভেদপ্রতিপাদকশ্লোকেন সকলজননীস্তোত্রে কথিতম্। যথা—

চতুষ্পত্রান্তঃ ষড়্দলপুটভগান্তস্ত্রিবলয়-
স্ফুরদ্বিদ্যুদ্বহ্নিদ্যুমণিনিযুতাভদ্যুতিলতে।
ষড়স্রং ভিত্বাহহৃদৌ দশদলমথ দ্বাদশদলং
কলাস্রং চ দ্ব্যস্রং গতবতি নমস্তে গিরিসুতে॥

অস্যার্থঃ—চতুষ্পত্রং আধারকমলম্ অন্তঃ অন্তঃস্থিতং অন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ যস্মিন্ তৎ স্বাধিষ্ঠানমিতি বহুব্রীহিঃ, ন তু তৎপুরুষঃ, উত্তরস্য পূর্ব্বস্মিন্নন্তর্ভাবাযোগাৎ। "ষড়স্রং ভিত্বাহহৃদৌ" ইত্যুত্তরবাক্যানন্বয়াচ্চ বহুব্রীহিরেব। চতুষ্পত্রান্তশ্চ তৎ ষড়্-দলং স্বাধিষ্ঠানং চ চতুষ্পত্রান্তঃ ষড়্দলম্। তস্য পুটভগাঃ পুটাত্মকাঃ সম্পুটাত্মকাঃ তৎপ্রকৃতিকা ইতি যাবৎ, তে চ তে ভগাঃ ত্রিকোণানি। মণিপূরপ্রভৃতি-চতুশ্চক্রস্য মূলাধারপ্রকৃতিকত্বস্যোক্তত্বাৎ তেষাং ত্রিকোণাত্মকত্বম্। "ত্রিকোণে বৈন্দবং শ্লিষ্টং অষ্টারেহষ্টাদলাম্বুজম্" ইত্যত্র সম্যঙ্‌নির্ণীতম্। পুটভগানাম্ অন্তঃ মধ্যে। ত্রিবলয়ং গ্রন্থিত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানানাহতাজ্ঞান্তেষু অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাত্মকরুদ্রগ্রন্থিবিষ্ণুগ্রন্থিব্রহ্মগ্রন্থি-পর্য্যায়ত্বেন স্থিতমিত্যর্থঃ। তত্র স্ফুরৎ স্ফুরন্তী। "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কাদনূঙ্ সমা-নাধিকরণে" ইত্যাদিনা পুংবদ্ভাবঃ। বিদ্যুতঃ সৌদামিন্যাঃ বহ্নেঃ অগ্নেঃ দ্যুমণেঃ সূর্য্যস্য। নিযুতশব্দঃ অগণেয়াং সংখ্যাং লক্ষয়তি। তস্যেবাভা যস্যাঃ সা, সা চ সা দ্যুতি-লতা, নিত্যা তড়িদ্বল্লী স্থিরসৌদামিনীতি যাবৎ। তস্যাঃ সম্বুদ্ধিঃ। আজ্ঞাচক্রান্তে ব্রহ্ম-

গ্রন্থিভেদনসময়ে বিদ্যুন্নিযুতাভা, স্বাধিষ্ঠানান্তে রুদ্রগ্রন্থিভেদনসময়ে বহ্নিনিযুতাভা, অনাহতচক্রান্তে বিষ্ণুগ্রন্থিভেদনসময়ে দ্যুমণিনিযুতাভা ইতি বিবেকঃ। ষড়স্রং মূলাধারগর্ভিতং স্বাধিষ্ঠানম্ আদৌ ভিত্বা অথ তদনন্তরং দশদলং মণিপূরং ভিত্বা দ্বাদশদলম্ অনাহতচক্রং ভিত্বা কলাস্রং বিশুদ্ধিচক্রং ভিত্বা দ্ব্যস্রং আজ্ঞাচক্রং ভিত্বা গতবতী সহস্রকমলমিতি শেষঃ। হে গিরিসুতে! তে নমঃ।

অত্র চতুষ্পত্রং মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানে অন্তর্ভূতং কৌলাঃ উপাসত ইতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। সময়িনস্তু স্বাধিষ্ঠানং ভিত্বা মণিপূরং প্রবিষ্টায়াঃ দেব্যাঃ উপাসনং কুর্ব্বন্তীতি সময়মততত্ত্বং চ প্রতিপাদিতম্। অত্রেদমুপহ্বরং—ষট্‌কমলেষু মনঃষষ্ঠং ভূতপঞ্চকং তাদাত্ম্যেনাবতিষ্ঠতে। তচ্চ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যানুসন্ধানমহিম্না ষট্‌কমলানুসন্ধানমহিম্না পঞ্চবিধসাম্যানুসন্ধানমহিম্না ষড়্‌বিধৈক্যানুসন্ধানমহিম্না পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডবদবভাসত ইতি সর্ব্বযোগশাস্ত্ররহস্যম্। অতএব যোগিনা চতুর্ব্বিধৈক্যানুসন্ধানং কর্ত্তব্যমেব। তথা চ শ্রূয়তে—

> পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং লিঙ্গসূত্রাত্মনোরপি।
> স্বাপাব্যাকৃতয়োরৈক্যং ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ॥

অয়মর্থঃ—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। তদনন্তরং লিঙ্গাত্মসূত্রাত্মনোরৈক্যং অবগন্তব্যম্। লিঙ্গাত্মা লিঙ্গশরীরং একাদশেন্দ্রিয়গণঃ তন্মাত্রাপঞ্চকং ষোড়শকং লিঙ্গশরীরম্। সূত্রাত্মা ব্রহ্মাণ্ডাবচ্ছিন্নো বায়ুঃ লিঙ্গশরীরস্য অর্চিরাদিমার্গপ্রাপকঃ। তয়োরৈক্যমবগন্তব্যম্। স্বাপাব্যাকৃতয়োঃ—স্বাপঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নঃ সাক্ষী প্রাজ্ঞঃ অব্যাকৃতঃ অবিদ্যাশবলিতং ব্রহ্ম তয়োরৈক্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীবঃ, পরমাত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপং, তয়োরৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। এবং সম্প্রদায়রহস্যসংক্ষেপঃ। বিস্তরস্তু সুগভোদয়ে শারীরকে জ্ঞাতব্যঃ। অস্মিন্ শ্লোকে সৌন্দর্য্যলহর্য্যাং যাবৎ প্রমেয়জাতং সময়-সিদ্ধান্তরহস্যত্বেন কৌলসিদ্ধান্তরহস্যত্বেন চ প্রতিপাদিতমস্মাভিঃ সংক্ষেপতঃ। তৎসর্ব্বং সূক্ষ্মদৃশা মহাত্মভিরনুসন্ধেয়মিতি সর্ব্বমনবদ্যম্॥ ১০০॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মর্ম্মানুবাদ।—ভগবতি, আপনার ভজনরত ব্যক্তি বাক্‌পতিত্ব (পাণ্ডিত্য, কবিত্ব অথচ সরস্বতীভর্ত্তৃত্ব) লাভ করিয়া ব্রহ্মার অসূয়াপাত্র ও শ্রীপতিত্ব (ঐশ্বর্য্য অথচ লক্ষ্মীপতিত্ব) লাভ করিয়া নারায়ণের অসূয়াপাত্র হইয়া বিচরণ করেন, রমণীয় শরীর দ্বারা (সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া) রতির পাতিব্রত্য শিথিল করিয়া থাকেন, অর্থাৎ রতি তাঁহাকে দেখিয়া মদন-ভ্রমে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হয়েন। (ইহা সেই ভজনের ঐহিক ফল) এবং তিনি অবিদ্যাবদ্ধ জীব ও অবিদ্যার যে সম্বন্ধ, তাহা অপনীত করিয়া নিত্যদেহে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমানন্দ

আস্বাদন করিয়া থাকেন। নিত্যদেহ অর্থে স্থূলদেহে দীর্ঘজীবন, স্থূলদেহাবসানে সূক্ষ্মশরীরের নিত্যত্ব। স্থূলদেহ যত দিন থাকে, তত দিন তিনি জীবন্মুক্ত। পরে তাঁহার সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তিলাভ হয়। সার্ষ্টি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তিতে পুনরাবৃত্তি আছে, সাযুজ্যই নিত্য। ভজনার ভেদে এই মুক্তিভেদ হইয়া থাকে। ষট্‌চক্রই শ্রীচক্ররূপে ধ্যেয়, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ষট্‌চক্রভেদ-শিক্ষার্থী সময়াচারীর প্রাথমিক সেবা মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানে থাকিলেও তাহা প্রকৃত ভজনাস্থান নহে, ঐ দুই চক্র তামিস্র নামে অভিহিত। মণিপূর হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত চারচক্র শ্রীচক্রের যে এক এক অংশ, তন্মধ্যে মণিপূরে ভজনাসিদ্ধির ফল—সার্ষ্টি মুক্তি, অনাহত চক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সালোক্য, বিশুদ্ধিচক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সামীপ্য, আজ্ঞাচক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সারূপ্য। সময়াচারীর প্রকৃত ভজনাস্থান—সহস্রার কমল, তথায় অবস্থিত চন্দ্রমণ্ডল ও তন্মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরীর ভজনার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই ভজনা সিদ্ধির ফল—সাযুজ্যমুক্তি, তাহা হইতে আর বিচ্যুতি হয় না। শিবশক্তি মিলিত হইয়া যেন একটি কৌটা। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই কৌটার মধ্যে থাকিয়া অনন্তকাল কেবল পরমানন্দ ভোগ করেন। সার্ষ্টি-মুক্তি—দেবীনগরসমীপে নগরান্তর নির্ম্মাণ, তাহাতে বাস ও দেবী-সেবা। সালোক্য—দেবীনগরেই অবস্থিতি পূর্ব্বক দেবী-সেবা। সামীপ্য—দেবীসমীপস্থ পরিজনবৎ সেবানন্দলাভ। সারূপ্য—দেবীর তুল্যরূপপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পৃথক্ অবস্থিত হইয়া আনন্দলাভ। এই সার্ষ্টি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তি গৌণ।

মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্রকে শ্রীবিদ্যাযন্ত্ররূপে ধ্যান করিতে হয়। এই তাদাত্ম্য-ধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য। নাদ শ্রীচক্র (অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাযন্ত্র), বিন্দু ষট্‌চক্র। শ্রীচক্র ও ষট্‌চক্রকে অভিন্নভাবে গ্রহণই নাদবিন্দুর ঐক্য। শ্রীচক্রে ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দশ-কোণদ্বয়, চতুর্দ্দশ কোণ, শিবচক্র-চতুষ্টয়, বৃত্তত্রয়, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত ভূপুর-ত্রয়, চতুর্দ্বারে সোপান, এবং চতুর্দ্বারযুক্ত বৈন্দব স্থান—এইরূপে শ্রীচক্র রচনা হয়। চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেখ। ষট্‌চক্রে শ্রীচক্র সম্পাদন করিবার প্রণালী, আধার অর্থাৎ মূলাধারচক্র চতুর্দ্দল, তাহার কর্ণিকাই শ্রীচক্রের ত্রিকোণ; স্বাধিষ্ঠান ষড়্‌দলপদ্ম, তাহার কর্ণিকাই শ্রীচক্রের অষ্টকোণ, মণিপূর দশদলপদ্ম, তাহার কর্ণিকা শ্রীচক্রের প্রথম দশকোণ, অনাহতচক্র দ্বাদশদলপদ্ম, তাহার কর্ণিকা শ্রীচক্রের দ্বিতীয় দশকোণ, বিশুদ্ধিচক্র ষোড়শদলপদ্ম, তাহার কর্ণিকা শ্রীচক্রের চতুর্দ্দশ কোণ, শক্তিচক্রের ঐক্য এই পর্য্যন্ত। আজ্ঞাচক্র দ্বিদলপদ্ম, এক দিকে অষ্টকোণ ও

অপর দিকে ষোড়শকোণ—এই দ্বিবিধ কর্ণিকা, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রই শিবচক্র-চতুষ্টয়াত্মক। পূর্ব্বোক্ত রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থিই ত্রিবৃত্ত,—তদুপরি সহস্রদলকমল, তদীয় কর্ণিকাই শ্রীচক্রের সোপান-যুক্ত চতুর্দ্ধারসমন্বিত ভূপুরত্রয়। আর সেই কর্ণিকামধ্যে শ্রীচক্রের চতুর্দ্ধারযুক্ত বৈন্দবস্থান। এই প্রকার শ্রীচক্র ও ষট্‌চক্রের ঐক্যধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য।

সময়াচারী গুরু লক্ষ্মীধরের মত, কথিত নাদবিন্দুর ঐক্যের ন্যায় আরও পাঁচটি ঐক্য আছে, সেই ষড়্‌বিধ ঐক্য ধারণাই ভগবতীর পূজা। পাঁচটি ঐক্য যথা—বিন্দুর সহিত কলার ঐক্য, নাদের সহিত কলার ঐক্য, কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য,

শ্রীবিদ্যাযন্ত্রম্।
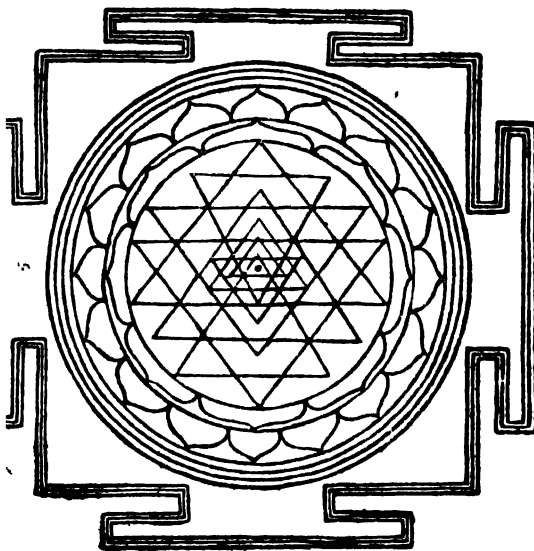
কলার সহিত নাদের ঐক্য, এবং শ্রীবিদ্যার সহিত পূর্ব্বোক্ত সমুদয়ের ঐক্য। ষড়্‌বিধ ঐক্যধারণা সিদ্ধ হইলে মণিপূরচক্রে দশভুজা ভগবতী শ্রীবিদ্যার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

এক্ষণে বিন্দু প্রভৃতির স্বরূপ কথিত হইতেছে।—বিন্দু, শিবের শক্তি (মূল প্রকৃতি) এক, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতু, তিনি শিরঃস্থিত সহস্রদলকমল কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত, ধ্যানে তাঁহার আকার চতুষ্কোণ, তন্মধ্যে নাদরূপী শিবতত্ত্ব চৈতন্য। উক্ত পরাত্মক এক বিন্দুই অর্থাৎ মূল প্রকৃতিই দশপ্রকার স্বরূপ ধারণ করেন। তাহাই ষট্‌চক্র। মূলাধারে চতুর্দ্দল চারবিন্দু, সৃষ্টি হেতু—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার

এবং চিত্ত, (মনের বৃত্তি—সঙ্কল্প-বিকল্প, বুদ্ধির বৃত্তি—নিশ্চয়, অহঙ্কারের বৃত্তি—'অহং'-বিষয়ক জ্ঞান, চিত্তের বৃত্তি—স্মরণ) স্বাধিষ্ঠানে ষড়্দল ছয় বিন্দু, কাম-ক্রোধাদি ষড়্রিপু,—সংহারহেতু এই দশবিন্দু, মণিপূরে দশদলরূপে স্থিত; অনাহতচক্রে দ্বাদশ দলের দশদল—মণিপূরের দশ বিন্দু এবং অপর দলদ্বয় মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানস্বরূপ হওয়ায় তাহাও সেই সেই চক্রের দুইটি সমষ্টি বিন্দু; বিশুদ্ধিচক্রে ষোড়শ-দলের দ্বাদশ বিন্দু অনাহত চক্রের ন্যায় এবং অবশিষ্ট চারবিন্দু মূলাধার চতুর্দ্দলের চারবিন্দু; আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, তাহা মূলাধার স্বাধিষ্ঠান স্বরূপ; অতএব মণিপূর হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত চারচক্রের উপাদান বা প্রকৃতি মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। (রুদ্রগ্রন্থি—তমোগুণের গ্রন্থি বলিয়া মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান অশুদ্ধ, মোহবহুল এই কারণে উপাসনার স্থান নহে। রুদ্রগ্রন্থির ঊর্দ্ধ চক্র উপাসনার আলম্বন, ইহা সময়াচারীর মত, কৌলগণ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকেই বিশেষভাবে আলম্বন করিয়া থাকেন)।

একই বিন্দুর এইরূপে দশধা ভেদ। কলা পঞ্চাশৎ মাতৃকবর্ণ। ষট্চক্রের দুই দুই চক্র অগ্নিখণ্ড, সূর্য্যখণ্ড এবং চন্দ্রখণ্ড নামে উক্ত। সর্ব্বনিম্নে অগ্নিখণ্ড, মধ্যে সূর্য্যখণ্ড, ঊর্দ্ধে চন্দ্রখণ্ড। এই চন্দ্রখণ্ডে ষোড়শ স্বর, সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শবর্ণ, অগ্নিখণ্ডে অন্তস্থ বর্ণ ও হকারবর্জ্জিত উষ্মবর্ণ, বৈন্দব স্থানে হকার ও দ্বিতীয় লকার (এই লকার বাঙ্গালায় 'ড়' আকারে পরিবর্ত্তিত, শব্দশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা দ্বিতীয় লকার, মহারাষ্ট্র নাগরাক্ষরে ইহার আকারভেদও দৃষ্ট হয়) ক্ষকার সর্ব্বত্র। কলা তিথিস্বরূপ, ত্রিপুরাসুন্দরীর নিত্যানাম্নী অনুচরীরা কলাস্বরূপা। মূলমন্ত্র ত্রিকূট,—তাহাতে পঞ্চদশ অক্ষর, কলা সেই সেই অক্ষরস্বরূপা, সেই পঞ্চদশাক্ষর ত্রিখণ্ড; ত্রিখণ্ড চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ; সোম সূর্য্য ও অগ্নি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থিস্বরূপ; উক্ত গ্রন্থিত্রয় মন্ত্রস্থিত মায়াবীজত্রয়স্বরূপ, ঐ মায়াবীজ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র, উহা ত্রিপুরাসুন্দরী মূলমন্ত্রের অন্তর্গত মূলমন্ত্র, শ্রীবিদ্যাযন্ত্রের নব চক্রের সহিত অভিন্ন, নব চক্র—দেহস্থ ষট্চক্র গ্রন্থিত্রয় এবং সহস্রদল কমলের সহিত অভিন্ন। এইরূপ ক্রমে যে অভেদ বা তাদাত্ম্য ধ্যান, তাহাই কলানাদের ঐক্য। কলাকে প্রথম আশ্রয় করিয়া সহস্রদলকমলস্থ নাদ পর্য্যন্ত ধ্যানে ঐক্যচিন্তা—কলার সহিত নাদের ঐক্য। আর নাদকে প্রথম আশ্রয় করিয়া অন্তে কলা পর্য্যন্তের যে পূর্ব্বোক্ত-রূপে ঐক্যচিন্তা, তাহাই নাদের সহিত কলার ঐক্য। আরোহ-প্রণালী আশ্রয়ে ঐক্যচিন্তায় ভেদ হেতু বিন্দুর সহিত কলার ঐক্য ও কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য

পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কথিত পঞ্চবিধ ঐক্য—শ্রীবিদ্যার সহিত ঐক্য-সাধনা হইলে ষড়্‌বিধ ঐক্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সাম্যসাধনা এবং এই ঐক্যসাধনার ফলে দেহ ও বিশ্বের একত্ব জ্ঞান, লিঙ্গশরীর (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র) ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ বায়ুর একত্ব জ্ঞান, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থোপহিত জীব ও ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান ও সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার একত্বজ্ঞান—এইরূপ ক্রমে অদ্বৈতজ্ঞান হয়। তাহার ক্রম জ্ঞানাদি গুরূপদেশ ব্যতীত হয় না, এইরূপ কারণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম ॥ ১০০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—সরস্বত্যা ইতি। ত্বদ্ভজনবান্ ত্বদ্ভক্তো জনঃ বিধিহরিসপত্নঃ সন্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা সহ বিহরতে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি ত্বদ্ভক্তং সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থঃ। রম্যেণ বপুষা আত্মনঃ, সৌন্দর্য্যেণ রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি। ব্রহ্মাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি রত্যা নির্ব্বন্ধং দূরী-করোতি। ভক্তঃ কিম্ভূতঃ? ক্ষয়িতপশুপাশব্যতিকরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ পাশো যেন স তথা চিরং বহুকালং জীবন্নেব ব্রহ্মাভিখ্যং রসং রসয়তি আস্বাদয়তি জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ।—জননি! যে সাধক ভক্তিপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সপত্ন হইয়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন অর্থাৎ তিনি সরস্বতী এবং লক্ষ্মীরও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা রতির পাতিব্রত্যধর্ম্মও শিথিল করিয়া ফেলেন। ঈদৃশ সাধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞানপাশ উন্মোচন পূর্ব্বক পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১০০ ॥

নিধে নিত্যস্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে,
নিরাঘাটজ্ঞানে নিয়মপরিচিত্তৈকনিলয়ে।
নিয়ত্যা নির্ম্মুক্তে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে,
নিরাতঙ্কে নিত্যে নিগময় মমাপি স্তুতিমিমান্ ॥১০১॥ *

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নিধে ইতি। নিধীয়তে অস্মিন্ বিশ্বমিতি বিশ্বাধারভূতে! নিত্যং প্রতিক্ষণং স্মেরমানন্দহাসঃ যস্যাঃ, হে নিত্যস্মেরে! নির্গতো-ঽবধির্নিয়ত্তা গুণানাং যস্যাঃ। হে নীতৌ নিপুণে! যথোচিতনিগ্রহানুগ্রহপরে! নিরাঘাটমপরিমিতং জ্ঞানং যস্যাঃ, হে নিরাঘাটজ্ঞানে! নিগমপরা বেদান্তবাদিনস্তেষাং

* অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধরেণ শ্রীশঙ্করাচার্য্যভগবৎকৃতত্বং প্রখ্যাপ্যোপেক্ষিতঃ।

চিত্তমেকং প্রধানং স্থানং যস্যাঃ। নিয়তিঃ শুভাশুভং কর্ম্ম তথা কর্ম্মহীনে! অপর্য্যাপ্ত-বেদান্তে স্তুতং পদং স্থানং যস্যাঃ, হে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে! নির্গতমাতঙ্কং ইদং কর্ত্তব্যমিদমকর্ত্তব্যমিতি চিত্তচাঞ্চল্যং যস্যাঃ, হে নিরাতঙ্কে! হে নিত্যে! ইমাং মমাপি স্তুতিং নিগময়ু বেদবৎ কুরু। যথা বেদ-প্রমাণং তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নিশময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ।—জননি! তুমি নিখিল জগতের আধারস্বরূপা। তুমি প্রতিক্ষণ আনন্দযুক্ত হাস্য করিতেছ। তোমার গুণের সীমা নাই। তুমি যথোচিত নিগ্রহানুগ্রহে সর্ব্বদা নিরতা। তুমি অপরিমিত জ্ঞানসম্পন্না। তুমি যমনিয়মপরায়ণ জনগণের চিত্তে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাক। তুমি কর্ম্মফলের অধীন নহ। নিখিল বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ স্তূয়মান হইয়া থাকে। তুমি আতঙ্কহীনা অর্থাৎ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য চিন্তায় তুমি চঞ্চলা নহ। হে নিত্যানন্দময়ি! মৎকৃত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রামাণিক করিয়া দাও ॥ ১০১ ॥

প্রদীপজ্বালাভির্দ্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ,
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং,
ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভিস্তব জননি বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥ ১০২ ॥

লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা।—প্রদীপস্য করদীপিকায়াঃ জ্বালাভিঃ কীলাভিঃ দিবসকরস্য সূর্য্যস্য নীরাজনবিধিঃ নীরাজনকৃতাম্। সুধাসূতেঃ চন্দ্রস্য চন্দ্রোপল-জললবৈঃ চন্দ্রোপলানাং চন্দ্রকান্তানাং জললবৈঃ নিষ্যন্দৈঃ অর্ঘ্যরচনা। স্বকীয়ৈঃ আত্মসম্বন্ধিভিঃ। এতৎ স্বকীয়পদং প্রদীপজ্বালাভিরিত্যাদৌ ব্যত্যয়েনান্বেতি স্বকীয়াভিরিতি। অম্ভোভিঃ জলৈঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং সমুদ্রস্য তৃপ্তিহেতুঃ তর্পণবিশেষঃ। ত্বদীয়াভিঃ ত্বদুৎপন্নাভিঃ ত্বদীয়াভিঃ বাগ্‌ভিঃ ত্বৎস্বরূপৈঃ বাক্যসন্দর্ভৈঃ স্তুতিঃ স্তোত্রং তব ভবত্যাঃ জননি! মাতঃ! সবিত্রীত্যর্থঃ বাচাং বাক্যপ্রপঞ্চস্য স্তুতিরিয়ম্।

অত্রেত্থং পদযোজনা—হে বাচাং জননি! যথা স্বকীয়াভিঃ প্রদীপজ্বালাভিঃ দিবসকরনীরাজনবিধিঃ, যথা স্বকীয়ৈশ্চন্দ্রোপলজললবৈঃ সুধাসূতেরর্ঘ্যরচনা ভবতি, যথা স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং ভবতি তথা ত্বদীয়াভিঃ বাগ্‌ভিরেব তবেয়ং

অত্র ইয়ং স্তুতিরিতি যদা পূর্ব্বোক্তপ্রদীপজ্বালাদিবাক্যপ্রতিপাদিতার্থসাম্যপরামর্শঃ

তদা প্রতিবস্তূপমালঙ্কারঃ, উপমানোপমেয়য়োর্বস্তুপ্রতিবস্তুভাবেনান্বয়াৎ। যদা ইয়ং স্তুতিরিতি স্বরূপমাত্রং পরামৃশ্যতে তদা ভিন্নবাক্যত্বেন বিম্বপ্রতিবিম্বাক্ষেপাৎ দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ। এবং প্রতিবস্তূপমাদৃষ্টান্তালঙ্কারয়োঃ অন্বয়ভেদেন প্রতীয়মানত্বাৎ বাক্যদ্বয়শ্রবণাৎ সংসৃষ্টিরেবেতি ধ্যেয়ম্।

অস্মিন্ সৌন্দর্য্যলহরীশ্লোকশতকে "সমানীতঃ পদ্ভ্যাং" * ইতি "সমুদ্ভূতস্থূলস্তন-ভরম্" † ইতি "নিধে নিত্যস্মেরে" ‡ ইতি শ্লোকত্রয়ং বর্ত্ততে। তত্তু ভগবৎ-পাদরচিতং ন ভবতি, কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তমিতি ন ব্যাখ্যাতম্। শ্লোকশতকমেব ব্যাখ্যাতম্॥ ১০২॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—প্রদীপ ইতি। হে বাচাং জননি! ইয়ং স্তুতিস্ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভির্ব্বিরচিতা নাত্র মম কর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্ত·াহ প্রদীপেত্যাদি। যথা প্রদীপজ্বালাভির্দ্দিবসকরস্য নির্ম্মঞ্ছনবিধিঃ বিশ্বব্যাপকস্তেজসা স্বস্তেজোঽস্মুভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যথা সুধাসিন্ধোশ্চন্দ্রস্য চন্দ্রোপলশ্চন্দ্রকান্তমণিবিশেষঃ। তস্মাদ্যদমৃতং স্রবতি তদমৃতেনার্ঘ্যরচনা। যথা স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সমুদ্রোত্থিত-বারিভিঃ সলিলনিধেঃ সৌহিত্যকরণং প্রীতিজননমিত্যর্থঃ॥ ১০২॥

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মাণ্ডজননি! যিনি স্বীয় তেজঃসমূহ দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে সামান্য দীপশিখা দ্বারা নীরাজিত করা যেরূপ, সুধাসিন্ধু চন্দ্রের পূজার নিমিত্ত চন্দ্রকান্তমণি-নিঃসৃত অমৃত-বিন্দু দ্বারা অর্ঘরচনা করা যেরূপ এবং সমুদ্র-সলিল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ করা যেরূপ, তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্য দ্বারাই সেইরূপ তোমার স্তব করিলাম। ইহাতে আমার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই॥১০২॥

মঞ্জীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং,
হারাভিরামকুচমম্বুরুহায়তাক্ষম্।
নীলাত্মকং হিমমহীধরকন্যকাখ্যং
জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তম্॥ ১০৩॥ ¶

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—মঞ্জীরেত্যাদি। হিমমহীধরকন্যকা

* অয়ং "অরালা কেশেষু" ইত্যানন্তরং পঠ্যতে। অচ্যুতানন্দেনাপ্যয়ং নোল্লিখিতঃ।
† অয়ং "গিরামাহুঃ" ইত্যানন্তরং পঠ্যতে।
‡ অয়ং "সরস্বত্যা" ইত্যানন্তরং পঠ্যতে।
¶ অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধরেণ নোল্লিখিতোঽপি। অত্র 'দীপদীপ্তম্' ইত্যত্র 'বর্দ্ধমীড়ে' ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ।

আখ্যা যস্য তং জ্ঞানপ্রদীপং জ্ঞানময়ং দীপম্ অহমীড়ে ইত্যুচ্যমানক্রিয়া ভাবান্তর-প্রবিষ্টা। কিম্ভূতং তম্? ঈশ্বরদীপদীপ্তম্ ঈশ্বররূপেণ দীপেন বর্ত্ত্যা প্রকাশীভূতম্॥১০৩॥

অনুবাদ।—যাঁহার পদযুগল মণিময় নূপুরে শোভা পাইতেছে, যাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলি দ্বারা বিশোভিত, যাঁহার স্তনতট হারাবলি দ্বারা অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার নয়নত্রয় বিকসিত কমলদলের ন্যায় আয়ত, যিনি লীলা-ময়ী, তাদৃশ হিমালয়কন্যকারূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্বররূপ বর্ত্তি দ্বারা নিরন্তর প্রকাশীভূত রহিয়াছেন, আমি তাঁহার স্তব করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

ইত্থং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্দেবতাসিন্ধুনা,
শ্রীসৌন্দর্য্যসুধানদীস্তুতিরিয়ং কৢপ্তা বিচিত্রা গুণৈঃ।
আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দ্দশশতাবৃত্ত্যা নবৈঃ সাধকৈ-
স্তান্ কুর্ব্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংঘৃষ্টপাদাম্বুজান্ ॥১০৪॥*

ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তা ॥

ইতি শ্রীলোল্লকুলসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকভ্রমরাম্বিকাবরপ্রসাদসমুল্লসিতমহাসারস্বতভট্ট-লোল্লপতিগ্রন্থবিবরণকর্ত্তৃ-শ্রীমহোপাধ্যায়মহাদেবাচার্য্যনপ্তমেন সাহিত্যপারিজাতস্মৃতি-কল্পতরুপ্রবন্ধপ্রবন্ধৃ-লক্ষ্মীধরার্য্যষষ্ঠেন ভবতার্ণবপোতাখ্যসাহিত্যমীমাংসাগ্রন্থদ্বয়প্রণেতৃ-বিরিঞ্চিমিশ্রপঞ্চমেন মীমাংসাদ্বয়জীবাতুনির্মাতৃপুরুষোত্তমমহোপাধ্যায়প্রনপ্ত্রা প্রাভা-করামৃতবাহিনীপ্রভাবলীখণ্ডনাদ্যনেকপ্রবন্ধসন্দর্ভ-প্রবর্ত্তকবিবিধবিরুদপদমহোপাধ্যায়-লক্ষ্মণার্য্যপৌত্রেণ নয়বিবেকদীপিকাপ্রবন্ধ-সংবিধাতৃমহোপাধ্যায়বিদ্বৎসার্ব্বভৌমনূতন-ব্যাসাদ্যনেকবিরুদাঙ্কিত-শ্রীবিশ্বনাথভট্টারকতনয়েন অধীতদশশতনয়েন পার্ব্বতীগর্ভ-শুক্তিমুক্তারত্নেন বহুকৃতকৃতধী চিরত্নেন লোল্লকুলকলশাম্বুধিসুধাংশুনা যশঃপ্রাংশুনা হরিতগোত্রকল্পশাখিনা আপস্তম্বশাখিনা ষড়্‌দর্শনীপারদৃশ্বনা প্রতিপক্ষবৃক্ষঝঞ্ঝামাত-রিশ্বনা ভ্রমরাম্বিকাপ্রসাদসমাসাদিতপ্রতিভাবিশেষেণ ভুবি শেষেণ নিখিলযামল-তন্ত্রার্ণবাবগাহনরুদ্রেণ আশ্রয়ীকৃতগজপতিবীররুদ্রেণ নীলগিরিসুন্দরচরণারবিন্দ-চঞ্চরীকেণ বাণীসহচরীকেণ সরস্বতীবিলাসাদ্যনেকস্মৃতিনিবন্ধন-লক্ষ্মীধরাদ্যনেক-সাহিত্যনিবন্ধন-নয়বিবেকভূষণাদ্যনেকগুরুমতনিবন্ধন-যোগদীপিকাদ্যনেকপাতঞ্জল-মত-নিবন্ধন-মহানিবন্ধনাখ্যমানবধর্ম্মশাস্ত্রটীকা-কর্ণাবতংসবর্হাবতংসাদ্যনেক-কাব্যকল্পকেন আশ্রিতজনকল্পকেন নিগ্রহানুগ্রহকৌশিকেন শ্রীমহোপাধ্যায়লক্ষ্মীধর-দেশিকেন কৃতেয়ং লক্ষ্মীধরাখ্যা সৌন্দর্য্যলহরীস্তুতিব্যাখ্যা; অনয়া সন্তুষ্টা ভবতু ভগবতী ভবানী।

---

* ১০৩।১০৪ শ্লোকৌ লক্ষ্মীধরেণ ত্যক্তৌ।

অস্মদীয়ানাং লক্ষ্মীধরাচার্য্যাণাং পদ্যম্—

বয়মিহ পদবিদ্যাং তন্ত্রমান্বীক্ষকীং বা,
যদি পথি বিপথে বা বর্ত্তয়ামঃ স পন্থাঃ।
উদয়তি দিশি যস্যাং ভানুমান্ সৈব পূর্ব্বা,
ন হি তরণিরুদীতে দিক্‌পরাধীনবৃত্তিঃ॥
সায়ং সম্ফুল্লমল্লী-সুমসুরভিসুধামাধুরী-সাধুরীতি-
প্রেঙ্খৎপুঙ্খানুপুঙ্খস্ফুরদমরসরিদ্বীচিবাচালবাচঃ।
লোল্লশ্রীলক্ষ্মণাখ্যো গুণমণিজলধির্ভাসতে ভূসুরালী-
কেলী-নালীক-পালী-দশশতকিরণো বিদ্বদগ্রেসরোঽসৌ॥

যস্য সপ্তমঃ—যঃ কর্ণাটবসুন্ধরাধিপমহাস্থানে সুবর্ণায়িতো
যো বিদ্বন্নিকষায়িতো নৃপগৃহে বেমাখ্যপৃথ্বীশিতুঃ।
শ্রীমল্লোল্লটভট্টশিষ্য ইতি যো লোল্লাখ্যয়া শ্রূয়তে
শ্রীশেষান্বয়শেখরঃ স হি মহাদেবো বিপশ্চিন্মহান্॥

তস্যোক্তিঃ—নিকষায়িতুমীহে বা সুবর্ণায়িতুমেব বা।
সুবর্ণায়িতুমেবেহে নিকষো ন হ্যলঙ্ক্রিয়া॥
তর্কন্তক্রতবাবদূকনিচয়ং বাদিত্বমাস্তাং মম
ব্যাখ্যাতৃত্বমুদারশিষ্যনিবহশ্লাঘ্যং তথা তিষ্ঠতু।
স্বর্লোক-চ্যবমান-সিন্ধু-তটিনী-কল্লোলসল্লাপিনা-
মুল্লাসা বচসাং ন কস্য মনসাং মৎকাশ্চমৎকারিণঃ॥
গতোঽয়ং শঙ্করাচার্য্যো বীরমাহেশ্বরো গতঃ।
ষট্‌চক্রভেদনে কো বা জানীতে মৎপরিশ্রমম্॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ইত্থমিত্যাদি। সুগমম্॥ ১০৪॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা।

অনুবাদ।—এই প্রকার বাগ্দেবতাসিদ্ধ শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক বিচিত্ররূপে গ্রথিত শ্রীসৌন্দর্য্য-সুধানদীরূপ এই স্তোত্র, ধৃতশক্তি তরুণ সাধকগণ সহস্রবার পাঠ করিলে নরেন্দ্রগণসেবিত শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন॥ ১০৪॥

আনন্দলহরী সমাপ্ত।

নিরঞ্জনাষ্টক-স্তোত্র

স্থানং ন মানং ন চ নাদ-বিন্দু-রূপং ন রেখা ন চ ধাতুবর্ণম্ ।
দ্রষ্টা ন দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং, * তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥১॥

অনুবাদ।—যিনি স্থান নহেন, যাঁহার পরিমাণ (সীমা) নাই, যিনি নাদ ও বিন্দু নহেন, যিনি রূপ নহেন, রেখা নহেন, ধাতু ও বর্ণ নহেন, দর্শক ও দর্শনীয় নহেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ১ ॥

বৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজকূলং, শাখা ন পত্রং ন চ বল্লিপল্লবম্ ।
পুষ্পং ন গন্ধো ন ফলং ন ছায়া, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥২॥

অনুবাদ।—যিনি বৃক্ষ নহেন, বৃক্ষের মূল ও বীজস্তূপ নহেন, শাখা ও পত্র নহেন, লতা ও পল্লব নহেন, যিনি পুষ্প ও গন্ধ নহেন, ফল নহেন, ছায়া নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বেদো ন শাস্ত্রং ন চ শৌচ-সন্ধ্যে,
মন্ত্রো ন জাপ্যং † ন চ ধান-ধেয়ম্ । ‡
হোমো ন যজ্ঞো ন চ দেবপূজা,
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি বেদ নহেন, শাস্ত্র (ধর্ম্মশাস্ত্র) নহেন, শৌচ (পবিত্রতা) নহেন, সন্ধ্যা নহেন, যিনি মন্ত্র নহেন, জাপ্য নহেন, যিনি আধার নহেন, আধারে স্থাপনীয় নহেন, যিনি হোম নহেন, যজ্ঞ নহেন এবং দেবপূজা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

অধো ন চোর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ, পুমান্ ন নারী ন চ লিঙ্গমূর্ত্তিঃ।
ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্ন চ দেবরুদ্রস্তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি নিম্ন নহেন, ঊর্দ্ধদিক্ নহেন, শিব নহেন, শক্তিও

---

* 'শব্দ' পাঠ হইলে ছন্দোদোষ হয় না।
† 'মন্ত্রা' পাঠান্তর। ‡ 'ধ্যান-ধ্যেয়ম্' স-দোষ পাঠান্তর।

নহেন, পুরুষ নহেন, নারীও নহেন, যিনি লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন, যিনি ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, রুদ্রদেবও নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

অখণ্ড-খণ্ডং ন চ দণ্ড-দণ্ড্যং, কালোঽপি জীবো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ।
গ্রহা ন তারা ন চ মেঘমালা, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি অখণ্ড বা খণ্ড নহেন, দণ্ড নহেন, যিনি দণ্ডের যোগ্যও নহেন, যিনি কাল (সময়) নহেন, যিনি জীব নহেন, গুরু ও শিষ্য নহেন, যিনি গ্রহ, তারা ও মেঘমালা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

শ্বেতং ন পীতং ন চ রক্তরেতো, হৈমং ন রৌপ্যং ন চ বর্ণবর্ণম্।
চন্দ্রার্কবহ্নেরুদয়ো ন চাস্তং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্বেত নহেন, পীত নহেন, যিনি রক্ত বা রেতঃ নহেন, স্বর্ণময় নহেন, রজত নহেন, যিনি চতুর্ব্বর্ণ বা যশঃ নহেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির উদয় বা তিরোভাব নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

স্বর্গে ন মর্ত্তে নগরে ন সত্রে, জাতেরতীতং ন চ ভেদভিন্নম্।
নাহং ন তত্ত্বং ন পৃথক্ পৃথকৃত্বাৎ, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায়॥৭॥

অনুবাদ।—যিনি স্বর্গে নহেন, পৃথিবীতে নহেন, নগরে নহেন, সত্র-স্থানে নহেন, যিনি জন্মের অতীত, যিনি ভেদ ও ভিন্ন নহেন, অহং নহেন, তৎ নহেন, ত্বং নহেন, যিনি পৃথক্ত্ব হইতে পৃথক্ নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

গম্ভীর-ধীরং ন ঘনং ন শূন্যং, * সংসারসারং ন চ পাপপুণ্যম্।
ব্যক্তং ন চাব্যক্তম-ভেদভিন্নং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥৮॥

ইতি নিরঞ্জনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ।—যিনি গম্ভীর নহেন, ধীর নহেন, ঘন নহেন, শূন্য নহেন, যিনি সংসারের সার, যিনি পাপ নহেন, পুণ্যও নহেন, যিনি ব্যক্ত নহেন, অথচ অব্যক্তও নহেন, সেই নির্ব্বিশেষ নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

নিরঞ্জনাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

---

* 'নির্ব্বাণ-শূন্যং' ছন্দোহীন পাঠান্তর

শ্রীশ্রীদ্বারকানাথো জয়তি।

শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা

অনুমতি বা আদেশ ভাগ

মঠাম্নায়।

অথ দ্বারকাপুর্য্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ

শারদামঠাম্নায়ঃ।

প্রথমঃ পশ্চিমাম্নায়ঃ শারদা মঠ উচ্যতে।

কীটবারঃ সম্প্রদায়স্তস্য তীর্থাশ্রমৌ পদে ॥ ১ ॥ *

অনুবাদ।—দ্বারকা নগরীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শারদা-মঠাম্নায় কথিত হইতেছে। শারদা-মঠাম্নায় শব্দের অর্থ—শারদা-মঠ সম্পর্কে অনুশাসন। প্রথম এবং পশ্চিমাম্নায় শারদা-মঠ নামে প্রসিদ্ধ। সম্প্রদায়ের নাম কীটবার, (সন্ন্যাসীর) উপাধি তীর্থ ও আশ্রম। (এখানে পশ্চিমাম্নায় শব্দের অর্থ—সিন্ধু সৌবীর প্রভৃতি পশ্চিম দেশের ধর্ম্মানুশাসন যথা হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই মঠ) ॥১॥

দ্বারকাখ্যং হি ক্ষেত্রং স্যাদ্দেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ স্মৃতঃ।

ভদ্রকালী তু দেবী স্যাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—ক্ষেত্র (স্থান) দ্বারকা, দেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর, দেবী ভদ্রকালী, (প্রথম) আচার্য্য বিশ্বরূপ। (বিশ্বরূপের নামান্তর সুরেশ্বর) ॥ ২ ॥

গোমতী তীর্থমমলং ব্রহ্মচারী স্বরূপকঃ।

সামবেদস্য বক্তা চ তত্র ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

জীবাত্ম-পরমাত্মৈক্যবোধো যত্র ভবিষ্যতি।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্রেঽবিগত উচ্যতে ॥ ৪ ॥ †

অনুবাদ।—গোমতী নির্ম্মলতীর্থ, (প্রথম) ব্রহ্মচারীর নাম স্বরূপ, তিনি

* 'তীর্থাশ্রমৈঃ শুভৈঃ' পাঠও দৃষ্ট হয়।
† 'গোত্রোঽবিগত' উচ্যতে। ইহা প্রসিদ্ধ পাঠ কিন্তু অশুদ্ধ।

সামবেদ-বক্তা ও তন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আচরণ করিবেন, যাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বোধ হইবে। তত্ত্বমসি মহাবাক্য, 'অত্রি' নাম প্রাপ্ত গোত্রে স্থিতি (প্রথম ব্রহ্মচারীর গোত্র হইতেই মঠের গোত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে), ইহা কথিত হয় ॥ ৩-৪ ॥

সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-মহারাষ্ট্রাস্তথান্তরাঃ।

দেশাঃ পশ্চিমদিক্‌স্থা যে শারদামঠভাগিনঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিক্‌স্থ যে সব অন্তর দেশ—সমস্তই শারদামঠের ভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ শারদামঠের যিনি আচার্য্য, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনে ঐ সকল দেশবাসী বাধ্য থাকিবেন. আচার্য্যও তাঁহাদিগের ধর্ম্মাচরণে অবহিত থাকিবেন ॥ ৫ ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।

স্নায়াৎ তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—তত্ত্বমসি—তৎ (১) ত্বং (২) অসি (৩) ত্রিপদরূপ ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে তত্ত্বার্থভাব সহ স্নান যিনি করিবেন, তাঁহার নাম তীর্থ ॥ ৬ ॥

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশা-পাশ-বিবর্জ্জিতঃ।

যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—আশাবন্ধন-বিবর্জ্জিত হওয়ায় যিনি আশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) গ্রহণে সামর্থ্যযুক্ত এবং যাতায়াত অর্থাৎ সংসারে গমনাগমন হইতে মুক্ত, তিনি আশ্রম নামে কথিত হয়েন। (বিশেষণ মধ্যে, তীর্থ এবং আশ্রমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই হেতু তীর্থ ও আশ্রম সংজ্ঞা, ইহাই ভাবার্থ। বিশেষ কথা এই যে, তীর্থ ও আশ্রম এই দুই উপাধি এই মঠাচার্য্যগণের শিষ্যপরম্পরায় হইয়া থাকে। এখন শারদামঠের আচার এই যে, একজন আচার্য্য—তীর্থ ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য—আশ্রম উপাধিধারী হইয়া থাকেন, এই ক্রমে আচার্য্যপরম্পরা চলিতেছে) ॥ ৭ ॥

কীটাদয়ো বিশেষেণ বার্য্যন্তে জীবজন্তবঃ।

ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—সর্ব্বভূতে করুণাবশতঃ, (কীটাদিও নিহত না হয় এই ভাবে) কীটাদি অপসারণ করেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নাম কীটবার ॥ ৮ ॥

স্ব-স্বরূপং বিজানাতি স্বধর্ম্মপরিপালকঃ।
স্বানন্দে ক্রীড়িতো নিত্যং স্বরূপো বটুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥
ইতি শারদামঠাম্নায়ঃ।

অনুবাদ।—(স্বং রূপয়তি,—স্বম্ আত্মানং স্বং স্বীয়ং ধর্ম্মং স্বং নিজানন্দঞ্চ ;—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্যাখ্যা হইতেছে) যিনি স্বকে—আত্ম-স্বরূপকে জানেন, যিনি স্বীয়—আপনার বস্তু অর্থাৎ স্বধর্ম্মপালন করেন, যিনি স্ব-আনন্দে ব্রহ্মানন্দে ক্রীড়ারত, সেই ব্রহ্মচারী 'স্বরূপ' নামে কথিত ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠাম্নায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথো জয়তি।

অথ শ্রীজগন্নাথপুর্য্যাং প্রতিষ্ঠিতো

গোবর্দ্ধনমঠাম্নায়ঃ।

পূর্ব্বাম্নায়ো দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্ গোবর্দ্ধনমঠঃ স্মৃতঃ।
ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পদে স্মৃতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—দ্বিতীয়, পূর্ব্বাম্নায় গোবর্দ্ধনমঠ নামে প্রসিদ্ধ। (পূর্ব্বদেশের ধর্ম্মানুশাসন যে মঠ হইতে প্রদেয়, তাহা—পূর্ব্বাম্নায়,—এইরূপ পরবর্ত্তী উত্তরাম্নায় ও দক্ষিণাম্নায় শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে)। (এই মঠের) সম্প্রদায় ভোগবার, (সন্ন্যাসীর) পদবী বন ও অরণ্য ॥ ১ ॥

পুরুষোত্তমন্তু ক্ষেত্রং স্যাজ্ জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যা হি দেবী স্যাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এই মঠের ক্ষেত্র পুরুষোত্তম—শ্রী৺পুরীধাম, ক্ষেত্রের দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ, দেবী শ্রীশ্রীবিমলা, এবং (প্রথম) আচার্য্য পদ্মপাদ ॥ ২ ॥

তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ।
মহাবাক্যঞ্চ তত্র স্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—মহাসমুদ্র—তীর্থ ; (প্রথম) ব্রহ্মচারীর নাম প্রকাশক বা প্রকাশ। সেস্থানে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' মহাবাক্যরূপে কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদপঠনঞ্চৈব কশ্যপো গোত্র- * মুচ্যতে।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্ব্বরাঃ ॥ ৪ ॥
গৌড়াঃ সুহ্মাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ লৌহিত্যাদিসমন্বিতাঃ।
গোবর্দ্ধনমঠাধীনা দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—ঋগ্বেদ পঠিত হয়, গোত্র কশ্যপ। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, বর্ব্বর, গৌড়, সুহ্ম, পৌণ্ড্র এবং লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্রতীর) প্রভৃতি পূর্ব্ব-বিভাগস্থ দেশসমূহ গোবর্দ্ধন মঠের অধীন ॥ ৪-৫ ॥

সুরম্যে নির্জ্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাবন্ধবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—সুরম্য—সাধকের চিত্তের অনুকূল—এবং নির্জ্জন স্থানস্বরূপ বনে যিনি বাস করেন এবং আশা ও আসক্তি যাঁহার নাই—তাঁহার (সেই সন্ন্যাসাশ্রমীর) নাম 'বন' (বনবাস হেতু 'বন' উপাধি) ॥ ৬ ॥

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যং পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে নন্দনবন সদৃশ আনন্দজনক ভাবে সদা অবস্থান করেন, তিনি 'অরণ্য' নামে কীর্ত্তিত হয়েন; (অরণ্যবাস হেতু 'অরণ্য' উপাধি) ॥ ৭ ॥

ভোগো বিষয় ইত্যুক্তো বার্য্যতে যেন জীবিনাম্।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—বিষয়েরই নাম ভোগ অর্থাৎ ভোগ্য, জীবগণের ভোগনিবারণ যাঁহার দ্বারা হয়, সেই যতি-সম্প্রদায় 'ভোগবার' নামে কথিত ॥ ৮ ॥

স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিজানাতি যোগযুক্তিবিশারদঃ।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোক্তঃ প্রকাশকঃ ॥ ৯ ॥
ইতি গোবর্দ্ধনমঠাম্নায়ঃ।

অনুবাদ।—যিনি যোগ-বিশারদ ও বিচারকুশল হইয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান স্বর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রকাশের অস্তিত্ব হেতু (ব্রহ্মচারী) 'প্রকাশক' নামে খ্যাত ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধন মঠাম্নায় সমাপ্ত।

* 'কশ্যপ গোত্র' ক্বচিৎ পাঠ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণো জয়তি।

অথ জোতির্ধাম্নি প্রতিষ্ঠিতো

জ্যোতির্ম্মঠাম্নায়ঃ।

তৃতীয়স্তূত্তরাম্নায়ো জ্যোতির্নাম মঠো ভবেৎ।
শ্রীমঠশ্চেতি বা তস্য নামান্তরমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—তৃতীয় উত্তরাম্নায়, 'জ্যোতির্ম্মঠ' * ইহার নাম। অথবা তাহার নামান্তর শ্রীমঠ ॥ ১ ॥

আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়োঽস্য সিদ্ধিদঃ।
পদানি তস্য খ্যাতানি গিরি-পর্ব্বত-সাগরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এ স্থানের সম্প্রদায় সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ, নাম আনন্দবার। এই মঠের পদবী,—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর ॥ ২ ॥

বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
পূর্ণাগিরী চ দেবী স্যাদাচার্য্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ক্ষেত্র বদরীনারায়ণ-ধাম, দেবতা স্বয়ং বদরীনারায়ণ, দেবী পূর্ণাগিরী। (প্রথম) আচার্য্য তোটক ॥ ৩ ॥

তীর্থঞ্চালকনন্দাখ্যং হ্যানন্দো ব্রহ্মচার্য্যভূৎ।
অয়মাত্মা ব্রহ্ম চেতি মহাবাক্যমুদাহৃতম্।
অথর্ব্ববেদবক্তা চ ভৃগ্বাখ্যং গোত্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—'অলকনন্দা' তীর্থ, (প্রথম) ব্রহ্মচারীর নাম আনন্দ। এখানে মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। ব্রহ্মচারী, অথর্ব্ববেদবক্তা, ভৃগু গোত্র। (এই শ্লোক ষট্চরণ, ছন্দোগ্রন্থে ষট্চরণ পদ্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে) ॥ ৪ ॥

---

* জ্যোতির্ম্মঠের প্রসিদ্ধ নাম 'জোসী মঠ' এখন এ মঠের অস্তিত্ব নাই। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল ইহার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতেছেন, এইরূপ শুনা গিয়াছে।

কুরুকাশ্মীরকাম্বোজপাঞ্চালাদিবিভাগতঃ।
জ্যোতির্মঠবশা দেশা হ্যুদীচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কাম্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি উদীচীস্থিত বিভিন্ন প্রকার দেশসমূহ জ্যোতির্ম্মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—গিরিকাননে যাঁহার নিত্য বাস এবং গীতাধ্যয়নে যিনি তৎপর, গম্ভীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন যিনি, তিনি গিরি নামে অভিহিত। ('গিরি বনে'—এই শব্দে স্পষ্ট গিরিশব্দ বর্ত্তমান,—তৎপরে 'গীতাধ্যয়নতৎপর' এই শব্দে 'গ' ও 'র' এই দুইটি বর্ণ আছে, 'গম্ভীরাচলবুদ্ধি' এ অংশেও 'গ' 'র' বর্ত্তমান, 'অচলবুদ্ধি' শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু অচল শব্দ 'গিরির' স্মারক। এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা "গিরি" নাম সমর্থিত) ॥ ৬ ॥

বসন্ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্ত্তি যঃ।
সারাসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করত প্রৌঢ় (প্রবল) জ্ঞান পোষণ করেন, এবং সারাসারবিজ্ঞ, তিনি পর্ব্বত নামে কথিত হয়েন। ('পর্ব্বতমূলে' এই শব্দে স্পষ্টই পর্ব্বত শব্দ বর্ত্তমান, 'প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্ত্তি' এই শব্দমধ্যেও 'পর্ব্বত' শব্দের 'প অ র্ ব অ ত অ এই বর্ণগুলি বিদ্যমান, যথা প্রৌঢ়ং—'প' 'অ' 'বিভর্ত্তি'—র্ ;—ব্—অ—ত্—'জ্ঞানং—অ এই ভাবে পর্ব্বত নাম সমর্থিত) ॥ ৭ ॥

তত্ত্বসাগরগম্ভীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—তত্ত্ববিষয় সাগরের ন্যায় গম্ভীর, জ্ঞান-রত্ন যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যিনি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি 'সাগর' নামে কীর্ত্তিত হয়েন। (প্রথম বিশেষণে 'সাগর' শব্দই বর্ত্তমান, পরবর্ত্তী দুইটি বিশেষণে সাগরের গুণ তাঁহাতে আছে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, সাগর—রত্নাকর ; ইনি জ্ঞানরত্নের আশ্রয়, সাগর, মর্য্যাদা—বেলা লঙ্ঘন করেন না, ইনিও শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না) ॥৮॥

আনন্দো হি বিলাসশ্চ বার্য্যতে যেন জীবিনাম্।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—আনন্দ শব্দের (এখানে) অর্থ 'বিলাস' ইন্দ্রিয়সুখ, জীবগণের সেই আনন্দ যিনি নিবারণ করেন, যতিগণের সেই সম্প্রদায়ের নাম 'আনন্দবার' ॥ ৯ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যো নিত্যং ধ্যায়েত তত্ত্ববিৎ।
আনন্দে রমতে নিত্যমানন্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি জ্যোতির্ম্মঠাম্নায়ঃ।

অনুবাদ।—যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, অনন্ত সত্য জ্ঞানকে ধ্যান করত সদা আনন্দস্বরূপে রত থাকেন, তিনি আনন্দ নামে কথিত। (এ স্থলে ব্রহ্মচারীর নামার্থ কথিত হইল) ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতির্ম্মঠাম্নায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরামেশ্বরো জয়তি।

অথ দক্ষিণদিশি প্রতিষ্ঠিতঃ

শৃঙ্গেরীমঠাম্নায়ঃ।

চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠো ভবেৎ।
সম্প্রদায়ো ভূরিবারো ভূর্ভুবো গোত্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দক্ষিণদেশে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠাম্নায় কথিত হইতেছে,—চতুর্থ দক্ষিণাম্নায়, নাম শৃঙ্গেরী মঠ। ভূরিবার সম্প্রদায়, ভূর্ভুব গোত্র, ইহা কথিত হয়। (গোত্রাণান্তু সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।—ইহা বৌধায়ন বলিয়াছেন, অতএব 'ভূর্ভুব' গোত্র অপ্রসিদ্ধ হইলেও অস্বীকার করা যায় না) ॥ ১ ॥

পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী।
রামেশ্বরাহ্বয়ং ক্ষেত্রমাদিবরাহদেবতঃ॥ ২ ॥ *

অনুবাদ।—পদবী ৩টি ;—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। (এখানে মূলে ছন্দোহনুরোধে 'সরস্বতী' উচ্চারণ করিতে হইবে।) রামেশ্বর ক্ষেত্র, এই মঠের দেবতা আদিবরাহ ॥ ২ ॥

কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সর্ব্বকামফলপ্রদা।
পৃথ্বীধরাখ্য আচার্য্যস্তুঙ্গভদ্রেতি তীর্থকম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।— সর্ব্বকামফলপ্রদা কামাক্ষী এই মঠের দেবী। (প্রথম) আচার্য্যের নাম পৃথ্বীধর. তীর্থ তুঙ্গভদ্রা নদী ॥ ৩ ॥

চৈতন্যাখ্যো ব্রহ্মচারী যজুর্ব্বেদস্য পাঠকঃ।
অহং ব্রহ্মাস্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—(প্রথম) ব্রহ্মচারীর নাম চৈতন্য, যজুর্ব্বেদপাঠী ; কথিত হয়, তত্রত্য মহাবাক্য অহং ব্রহ্মাস্মি ॥ ৪ ॥

অন্ধ্র-দ্রবিড়- † কর্ণাট-কেরলাদিপ্রভেদতঃ।
শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—অন্ধ্র, দ্রবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণদেশস্থ বিভিন্ন প্রদেশ, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরাসার-হন্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—(যিনি) সদা স্বরজ্ঞানে রত, স্বরবাদী (স্বরানুসারেই ফলাফলবক্তা), কবীশ্বর এবং সংসার-সাগর সংসরণের বিনাশক, তিনি 'সরস্বতী' হয়েন। (প্রথম দুটি বিশেষণে—সর স্ব ত ও ঈকার-যুক্ত বাক্য আছে, তাহারই বর্ণ সঙ্কোচ পূর্ব্বক মিলনে 'সরস্বতী' নাম, অথবা সরস্বতীর ন্যায় বিদ্যাবত্তা—কবীশ্বর-শব্দ দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই কারণে সরস্বতী, কিংবা সরস্বতী-নদীর মহিমা মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে—"সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতাঃ

* 'আদিবরাহ দেবতা' পাঠও দৃষ্ট হয়। † 'অন্ধ্র দ্রাবিড়' ইতি পাঠান্তর।

সদা ন শোচন্তি পরত্র বেহ চ।" 'তরতি শোকং যস্মাৎ' এই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষলভ্য গতির সমান গতিলাভ সরস্বতী-নদী-সেবনে হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য হেতু সরস্বতী নাম হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বং ভারং পরিত্যজন্।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—সর্ব্বভার পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাভারে যিনি সুস্পূর্ণ এবং দুঃখভার জানেন না, (তাই) তিনি 'ভারতী' নামে কথিত। ('ভারতী' সংজ্ঞার প্রথম দু'টি বর্ণ, তিনটি পদেই আছে, 'দুঃখভারং ন জানাতি' এই বাক্যে 'ভার' 'তি' তাহাই 'ভারতী' হইয়াছে। নামে বাক্য সঙ্কোচ বর্ণাগম ও বর্ণবিপর্য্যয় হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্মপদে অবস্থিত, এবং নিত্য পরব্রহ্মরত বলিয়া পুরী নাম কথিত হইয়া থাকে।

('পূরি+ক্ত।' এই পদটির মধ্যে, 'প' 'র' 'ই' আছে, পূর—দীর্ঘ উকারটি নাম বলিয়া হ্রস্ব করিলে, ইকারকে দীর্ঘ করিলে, 'পুরী' এই বর্ণবিন্যাস অনায়াসে হয়। 'পূর্ণব্রহ্মপদে স্থিতঃ'। এই পূর্ণও পূরি+ত,—তাহা হইতে 'পুরী' পূর্ব্ববং হইয়াছে। "পরব্রহ্ম-রত" বলিলেও—'পরব্রহ্মরত' এই কথাটির মধ্যেও 'প' 'র' বর্ণদ্বয় আছে। তাহাতে সমগ্র অর্থজ্ঞাপনের জন্য স্বরদ্বয় যোগে 'পুরী' হইয়াছে) ॥ ৮ ॥

ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্য্যতে যেন যোগিনাম্।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—ভূরিশব্দের অর্থ সৌবর্ণ্য বা সুবর্ণ, জীবগণের এই সৌবর্ণ্য বা সুবর্ণময়বস্তুর ভোগস্পৃহা বারণে যাঁহার কর্ত্তৃত্ব আছে—সেই যতি সম্প্রদায় 'ভূরি-বার' নামে কথিত ॥ ৯ ॥

চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনন্তমজরং শিবম্ ।
যো জানাতি স বৈ বিদ্বান্ চৈতন্যেত্যভিধীয়তে ॥১০॥ *

অনুবাদ।—চেত্য-রহিত জ্ঞেয়সম্পর্কশূন্য অনন্ত অজর শিবস্বরূপ চিন্মাত্রকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ চৈতন্য নামে উক্ত হয়েন। অর্থাৎ (চিন্মাত্রং চেতনং) (জানাতি), চেত্যং ন (জানাতি) এইরূপ বর্ণবিন্যাস ও অর্থে চৈতন্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

মর্য্যাদৈষা সুবিজ্ঞেয়া চতুর্ম্মঠবিধায়িনী ।
তামেতাং সমুপাশ্রিত্য আচার্য্যাঃ স্থাপিতাঃ ক্রমাৎ॥১১॥
ইতি শৃঙ্গেরিমঠাম্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ।—চতুর্ম্মঠবিধানপরায়ণা এইরূপ মর্য্যাদা উত্তমরূপে বিজ্ঞেয় ; এই সেই মর্য্যাদাকে আশ্রয় করিয়া আচার্য্যচতুষ্টয় ক্রমে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশৃঙ্গেরিমঠাম্নায় সমাপ্ত ।

অথ মঠানুশাসনম্

আম্নায়াঃ কথিতা হ্যেতে যতীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
তে সর্ব্বে চতুরাচার্য্যা নিয়োগেন যথাক্রমম্ ॥ ১ ॥
প্রযোক্তব্যাঃ স্বধর্ম্মেষু শাসনীয়াস্ততোঽন্যথা ।
কুর্ব্বন্ত † এব সততমটনং ধরণীতলে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—মঠানুশাসন কথিত হইতেছে।—এই যতিগণের (পশ্চিমাদি ভেদে) পৃথক্ পৃথক্ 'আম্নায়' কথিত হইল। পূর্ব্বোক্ত চারিজন আচার্য্য সকলেই গুরুক্রমানুসারে নিয়োগবশে ধর্ম্মপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ; ইহার অন্যথা হইলে, তাঁহারা শাসনযোগ্য হইবেন। পৃথিবীতলে সর্ব্বদা ভ্রমণই তাঁহাদের কার্য্য। (অতএব "এ সময় আমি মঠে অনুপস্থিত, তাই দোষ হইয়াছে" এরূপ প্রতিবাদ আচার্য্য পক্ষে করা চলিবে না) ॥ ১-২ ॥

* 'চৈতন্যং তদভিধীয়তে' পাঠও আছে। † 'কুর্ব্বন্তু এব' পাঠও দৃষ্ট হয়।

স্বস্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত্যৈ সঞ্চারঃ সুবিধীয়তাম্।
মঠে তু নিয়তো বাস আচার্য্যস্য ন যুজ্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—(আমার আদেশ) স্ব স্ব রাষ্ট্রের (স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ধর্ম্মস্থিতির জন্য আচার্য্যগণের পক্ষে সঞ্চার—দেশভ্রমণ উপযুক্তভাবে করণীয়। মঠে আচার্য্যের নিয়ত বাস করা উচিত নহে ॥ ৩ ॥

বর্ণাশ্রমসদাচারা অস্মাভির্যে প্রসাধিতাঃ।
রক্ষণীয়াস্তু এবৈতে স্বে স্বে ভাগে যথাবিধি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—আমরা যে সকল বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়াছি, (মঠাচার্য্যগণের পক্ষে) স্ব স্ব অংশলব্ধ দেশে তৎসমস্তই যথাবিধি রক্ষণীয় ॥ ৪ ॥

যতো বিনষ্টির্মহতী ধর্ম্মস্যাত্র প্রজায়তে।
মান্দ্যং সন্ত্যাজ্যমেবাত্র দাক্ষ্যমেব সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যেহেতু এ সময়ে ধর্ম্মের মহতী হানি হইতেছে, অতএব এ সময়ে মন্থরতা অবশ্য পরিত্যাজ্য—দক্ষতাই আশ্রয় করিবে। অর্থাৎ আলস্য না করিয়া কার্য্যে তৎপর হইবে ॥ ৫ ॥

পরস্পরবিভাগে তু প্রবেশো ন কদাচন।
পরস্পরেণ কর্ত্তব্যা আচার্য্যেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—আচার্য্যগণ পরস্পরের বিভাগে পরস্পরে কদাচ প্রবেশ করিবেন না, অর্থাৎ এক আচার্য্য অন্য আচার্য্যের শাসনাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবেন না, আচার্য্যগণ পরস্পরে এইরূপ ব্যবস্থা (মর্য্যাদা) করিয়া রাখিবেন ॥৬॥

মর্য্যাদায়া বিনাশেন লুপ্যেরন্ নিয়মাঃ শুভাঃ
কলহাঙ্গারসম্পত্তিরতস্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭

অনুবাদ।—মর্য্যাদার বিনাশে শুভ নিয়মসমূহ বিলুপ্ত হয়। ইহা হইতে কলহরূপ অঙ্গারেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কলহোৎপত্তি বিশেষভাবে বর্জ্জনীয় ॥৭॥

পরিব্রাডার্য্যমর্য্যাদাং মামকীনাং যথাবিধি।
চতুঃপীঠাধিগাং সত্তাং প্রযুঞ্জীত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) মদীয় আর্য্য মর্য্যাদা এবং চতুঃপীঠে

বিশেষ সত্তা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিবেন। অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম্ম-নিয়ম সন্ন্যাসী স্বয়ং পালন করিবেন, শিষ্যবর্গ দ্বারাও পালন করাইবেন। কিন্তু যে সন্ন্যাসী যে পীঠের আচার্য্য, সেই পীঠের অধীনস্থ দেশ শিষ্যপদবী ব্রহ্মচারী পদবী ইত্যাদি বিশেষ বিষয়গুলির প্রতি সাবধান দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৮ ॥

শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদ-বেদাঙ্গাদিবিশারদঃ।
যোগজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামস্মদাস্থানমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—শুচিতাযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্ব-শাস্ত্রের সমন্বয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্মদীয় আস্থান প্রাপ্ত হইবেন। (আস্থান শব্দের সংস্কৃত অর্থ সভা, ভগবান্ শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠ শাস্ত্রনির্ণয়ে উৎকৃষ্ট সভাস্বরূপ ছিল, এই জন্য তাঁহার স্থাপিত মঠ 'আস্থান' শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। 'প্রাপ্ত হইবেন,' ইহার ভাবার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। জনকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

উক্তলক্ষণসম্পন্নঃ স্যাচ্চেন্মৎপীঠভাগ্‌ভবেৎ।
অন্যথারূঢ়পীঠোঽপি নিগ্রহার্হো মনীষিণাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যদি ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবেই আমার পীঠভাগী অর্থাৎ আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহা না হইলে, পীঠারূঢ় অর্থাৎ আচার্য্যপদে আরূঢ় ব্যক্তিও মনীষিগণের নিগ্রহযোগ্য হইবে ॥ ১০ ॥

ন জাতু মঠমুচ্ছিন্দ্যাদধিকারিণ্যুপস্থিতে।
বিঘ্নানামপি বাহুল্যাদেষ ধর্ম্মঃ † সনাতনঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—বিঘ্ন যতই অধিক হউক, উপযুক্ত অধিকারী (যথোক্ত গুণসম্পন্ন আচার্য্য) থাকিলে, (কেহ) কখনও মঠ উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। যে হেতু এই ধর্ম্ম সনাতন। অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশকই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, উপযুক্ত উপদেশকের অভাব হইলে সেই মঠ অকর্ম্মণ্য ॥ ১১ ॥

অস্মৎপীঠে সমারূঢ়ঃ পরিব্রাড়ুক্তলক্ষণঃ।
অহমেবেতি বিজ্ঞেয়ো যস্য দেব ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—আমার পীঠে আধিপত্যপ্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন

† 'দেশার্দ্ধ' ইতি পাঠান্তর।

পরিব্রাজক আমারই (শঙ্করাচার্য্যেরই) স্বরূপ, বলিয়া (সর্ব্বসাধারণের) পরিজ্ঞেয়ঃ প্রমাণ—'যস্য দেবে' ইত্যাদি শ্রুতি। অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্ম এই—"পরম দেব-ভক্তি ও পরম গুরু-ভক্তিবলে, গূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়" তাহারই ফলে আমার যাহা কিছু,—আমার স্থানস্থিত আচার্য্যও সেইরূপ দেব-গুরুভক্ত হইলে মৎস্বরূপই হইবেন ॥ ১২ ॥

এক এবাভিষেচ্যঃ স্যাদন্তে লক্ষণসম্মতঃ।
তত্তৎপীঠে ক্রমেণৈব ন বহুর্যুজ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—তৎতৎপীঠে পূর্ব্বাচার্য্যের অবসানে ক্রমে একজন করিয়া (পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত) লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তি অভিষেচনীয়; কোথাও বহু ব্যক্তি যুগপৎ অভিষেচনীয় নহেন ॥ ১৩ ॥

সুধন্বনঃ সমৌৎসুক্য-নিবৃত্ত্যৈ ধর্ম্মহেতবে।
দেবরাজোপচারাংশ্চ যথাবদনুপালয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—রাজা সুধন্বার ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে আন্তরিক ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য তদীয় দেববৎ বা রাজবৎ যে উপচার, তাহা (পীঠাধিপতি) যথাযথ রাখিয়া দিবেন। অর্থাৎ রাজা সুধন্বা মঠে যাহা যাহা প্রেরণ করেন, তাহা মহার্হ, তথাপি তাহা আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিবেন না। রাজা সুধন্বা ধর্ম্মের আশায় বড় উৎকণ্ঠার সহিত ঐ সব দ্রব্য প্রেরণ করেন, প্রত্যাখ্যান করিলে, সুধন্বার উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধি হইবে। রাজা সুধন্বা ধার্ম্মিক, তাঁহার ধর্ম্মার্থ ইচ্ছা পূরণে কোন দোষ নাই, ইহার হেতু পরপদ্যে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

কেবলং ধর্ম্মমুদ্দিশ্য বিভবোঽবাহ্যচেতসাম্।
বিহিতশ্চোপকারায় পদ্মপত্রনয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—যাহারা অবাহ্যচেতাঃ, (বাহ্য পদার্থে যাহাদিগের চিত্ত একেবারেই নিঃসম্বন্ধ) তাহাদিগের সম্পত্তি কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ এবং উপকারার্থে বিহিত, ঐশ্বর্য্যবিভব পদ্মপত্রন্যায় প্রাপ্ত হয় (জল যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ ঐ বিভবও আত্মজ্ঞদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; অতএব সুধন্বরাজ-প্রদত্ত উপচারসম্ভার আত্মজ্ঞ আচার্য্যকে সংলিপ্ত করিতে পারে না, কেবল তদ্দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা ও পরোপকার হয়) ॥ ১৫ ॥

সুধন্বা চ মহারাজস্তদন্যে চ নরেশ্বরাঃ।
ধর্ম্মপরম্পরামেতাং পালয়ন্তু নিরন্তরম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—মহারাজ সুধন্বা এবং তদ্ভিন্ন নরাধিপতিগণও অবিচ্ছেদে এই ধর্ম্মধারা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং যথাযোগ্যং বাঙ্‌মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
গুরোঃ পীঠং সমর্চ্চেচ্চ বিভাগানুক্রমেণ বৈ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—দেশবিভাগানুসারে অবস্থিত চতুর্ব্বর্ণ—বাক্য, মনঃ, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা যথাযোগ্য গুরুপীঠ পূজা করিবে। (পশ্চিম দেশের চতুর্ব্বর্ণ—শারদাপীঠ, পূর্ব্বদেশের চতুর্ব্বর্ণ,—গোবর্দ্ধন পীঠ—ইত্যাদি ক্রমে বিভিন্ন দেশের চতুর্ব্বর্ণ বিভিন্ন পীঠের অর্চ্চনা করিবে) ॥ ১৭ ॥

ধরামালম্ব্য রাজানঃ প্রজাভ্যঃ করভাগিনঃ।
কৃতাধিকারা আচার্য্যা ধর্ম্মতস্তদ্বদেব হি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—রাজগণ স্বাধিকৃত ভূমিসম্পর্কে যেমন প্রজাগণের নিকট হইতে কর নামক একটা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ পীঠাধিকারী আচার্য্য ধর্ম্ম-সম্পর্কে প্রজাগণের নিকট হইতে ভাগ পাইতে অধিকারী। অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণকে যে গুরুপীঠপূজার আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত, কারণ, রাজা যেমন ভূস্বামী বলিয়া প্রজা তাঁহাকে কর দিয়া থাকে,—সেইরূপ আচার্য্য ধর্ম্মস্বামী—ধর্ম্মানুশাসন তাঁহার নিকট হইতেই লইতে হয়,—সুতরাং তাঁহাকে পূজা করা ও যথাযোগ্য উপহার প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য নহে কি ? ১৮ ॥

ধর্ম্মো মূলং মনুষ্যাণাং সদাচার্য্যাবলম্বনঃ।
তস্মাদাচার্য্যসুমণেঃ শাসনং সর্ব্বতোঽধিকম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—সদাচার্য্যের উপদিষ্ট ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের মূলধন, বা মনুষ্যত্বের মূল কারণ, অতএব উত্তম আচার্য্যরত্নের যে শাসন (উপদেশ), তাহা সর্ব্ববিধ শাসন হইতে অধিক ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শাসনং সর্ব্বসম্মতম্।
আচার্য্যস্য বিশেষেণ হ্যৌদার্য্যভরভাগিনঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—অতএব সকলের প্রতি প্রযত্ন-প্রদত্ত, অতীব ঔদার্য্যসম্পন্ন আচার্য্যের শাসন বিশিষ্টভাবেই সর্ব্বসম্মত ॥ ২০ ॥

নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
আচার্য্যাক্ষিপ্তদণ্ডাস্তু সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—মানবগণ পাপ করিবার পরে আচার্য্যপ্রদত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে, নিষ্পাপ হইয়া পুণ্যশীল সাধুগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মনুরপ্যাহ গৌতমোঽপি বিশেষতঃ।
বিশিষ্টশিষ্টাচারোঽপি মূলাদেব প্রসিধ্যতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ ভাবের কথা মনুও বলিয়াছেন, গৌতমও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মন্বাদি বিশিষ্ট শিষ্টগণের স্বীকৃত আচার মূল হইতেই অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

তানাচার্য্যোপদেশাংশ্চ দণ্ডাংশ্চ পরিপালয়েৎ।
তস্মাদ্রাজা চাচার্য্যশ্চ দ্বাবনিন্দ্যাভিবন্দিতৌ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—অতএব আচার্য্যদত্ত তত্তৎ উপদেশ ও দণ্ড মানিয়া লওয়া উচিত, অতএব রাজা ও আচার্য্য উভয়েই অনিন্দনীয় এবং অভিবন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মস্য পদ্ধতিরিয়ং জগতঃ স্থিতিহেতবে।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং হি যথাশাস্ত্রং বিধীয়তে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মপদ্ধতি শাস্ত্রানুসারে এই নির্ম্মিত হইল ॥ ২৪ ॥

কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়ামৃষিসত্তমঃ।
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসনম্।

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্য-পাদশিষ্যস্য শ্রীশঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মঠাম্নায়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ।—সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস, এই কলিযুগাংশে আমি (শঙ্করাচার্য্য) বিশ্বগুরু হইতেছি ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসন নামক পঞ্চম অধ্যায়, ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত মঠাম্নায় সমাপ্ত।

মোহমুদ্গার। *

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু † বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে মূঢ়, ধনাগমের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর; দেহ, বুদ্ধি ও মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর, নিজ কর্ম্মফলে তুমি যে ধন লাভ করিতেছ, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব-বিঁচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এ সংসার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ! এই তত্ত্ব চিন্তা কর ॥ ২ ॥

---

* মোহমুদ্গার ষোলটি শ্লোকে রচিত, তাহার প্রমাণ "ষোড়শ পজ্ঝটিকাভিঃ" ইত্যাদি অন্তিম শ্লোক। দ্বাদশপঞ্জরিকায় বারটি শ্লোক—নামের দ্বারাই ব্যক্ত। চর্পটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখ্যা নামে বা পরিচয়শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহাতে চর্পটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখ্যাভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালায় এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনখানি পৃথক্ গ্রন্থ বা পুস্তিকা। বাণীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থে এক মোহমুদ্গারমধ্যে ৩১টি শ্লোক আছে। চর্পটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকা পৃথক্ নাই। বাঙ্গালায় মোহমুদ্গারের শ্লোক চর্পটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকাতেও আছে। এইটুকু দ্রষ্টব্য।

আমরা আমাদিগের দেশপ্রসিদ্ধি এবং লিখিত প্রমাণ মত মোহমুদ্গার, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকাকে পৃথক্ 'আদেশ' বলিয়া বুঝিয়াছি। তিন 'আদেশ' নিবন্ধে বহু পদ্যের একতা থাকিলেও, আবশ্যক বোধে কিঞ্চিৎ নূতন যোজনা করিয়া তিন জন শিষ্যকে ভগবান্ আচার্য্য পৃথক্ পৃথক্ আদেশ প্রদান করেন, ইহাই মনে হয়। প্রমাণ মোহমুদ্গারের শেষে আছে—"ষোড়শ পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ। আর দ্বাদশপঞ্জরিকার শেষে আছে—দ্বাদশ-পজ্ঝটিকাময় এষঃ শিষ্যাণাং কথিতো হ্যাপদেশঃ।

চর্পটপঞ্জরিকাতে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সম্মিলন থাকায় উহা সত্যই 'চর্পট' ব্যাপক হইয়াছে। দেহের যেমন পঞ্জর—অস্থি দৃঢ়তাসম্পাদক, অনুশাসন গ্রন্থের এক একটি পদ্যও সেইরূপ। পদ্যগুলিই পঞ্জর। যাহাতে দ্বাদশটি পঞ্জর অর্থাৎ পঞ্জরঃ তুল্য পদ্য, সেই পুস্তিকা বা ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম 'দ্বাদশ-পঞ্জরিকা'। আর যে পুস্তিকার সেই পঞ্জর 'চর্পট'—আকারে এবং বিষয়ে বিস্তৃত, ব্যাপক; তাহা চর্পটপঞ্জরিকা।

† "কুরু তনুবুদ্ধে। মনসি" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সে স্থলে "হে দেহাভিমানী অথবা হে ক্ষুদ্রবুদ্ধি—মানব! মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর" এইরূপ অর্থ হইবে এবং "কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি" ইতি পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না। কাল নিমেষমধ্যে সকলই হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল সংসার পরিহার করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হও ॥ ৩ ॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পদ্মপত্রস্থিত জল অতীব চঞ্চল, সেইরূপ জীবনও অতিশয় চঞ্চল। এই চঞ্চল জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্য হইলেও উহা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ হয় ॥ ৪ ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারঃ স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে এবং (মৃত্যুর পর) পুনর্ব্বার জননীজঠরে শয়ন করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ দোষ পরিস্ফুট; হে মানব! (তথাপি) ইহাতে তোমার সন্তোষ আসে কেন? ৫ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—দিবা ও রাত্রি, সায়ং ও প্রাতঃকাল, শীত ও বসন্ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, (এইরূপে) কাল ক্রীড়া করে, আর (জীবের) আয়ুঃক্ষয় হয়, তথাপি আশাবায়ুর বিরাম নাই অথবা বায়ু (বাতুলতা) আশা ছাড়ে না ॥৬॥

অঙ্গং বলিতং* পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিত-শোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্॥৭॥

অনুবাদ।—অঙ্গ লোল, কেশ শুভ্র, মুখ দন্তহীন হইয়াছে, কিন্তু সুন্দর যষ্টি যাহার জন্ত (জরা-কম্পিত) করে ধৃত হইয়া কম্পমান হইতেছে, আশা সেই ধনভাণ্ড ত্যাগ করিতেছে না ॥ ৭ ॥

---

* 'অঙ্গং গলিতং' এইরূপ পাঠান্তর আছে।

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—দেবমন্দিরে কিংবা তরুতলে বাস, ভূতল শয্যা এবং মৃগচর্ম্ম পরিধান এবং (দারাদি) সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগসুখ পরিত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য কাহার সুখ উৎপাদন না করে? ৮ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা স্বজন, কাহারও সহিত বিবাদ বা সন্ধি বিষয়ে আগ্রহ রাখিও না। যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্বত্র সমচিত্ত হও ॥ ৯ ॥

অষ্ট কুলাচল- * সপ্তসমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই জগৎ এ সকল কিছুই নাই; (সবই মায়া-কল্পিত) অতএব কি জন্য শোক করিতেছ? ১০ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, † সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—তোমাতে আমাতে এবং অন্য সকল বস্তুতেই একমাত্র

---

* মৎস্যপুরাণাদি এবং অভিধানে ভারতবর্ষের সপ্ত কুলাচল পরিগণিত হইয়াছে। জম্বুদ্বীপের নববর্ষের সীমান্ত পর্ব্বতরূপে যে আটটি পর্ব্বত শ্রীমদ্ভাগবতে গণিত হইয়াছে, তাহা জম্বুদ্বীপের কুলপর্ব্বত। কারণ, এই আটটি মর্য্যাদা গিরির রাজা সুমেরু "কুলপর্ব্বতরাজ" নামে কথিত হইয়াছেন। তিনি ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থিত, কিন্তু সীমান্ত পর্ব্বত নহেন।

ভারতের সপ্ত কুলাচল যথা.—মৎস্যপুরাণে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষবানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥

জম্বুদ্বীপের অষ্ট কুলাচল যথা,—শ্রীমদ্ভাগবত ১৬ অধ্যায়—

যস্মিন্ নববর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্য্যাদাগিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি। এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুঃ... প্রবিষ্টঃ। ইত্যাদি। ১। নীলঃ। ২। শ্বেতঃ। ৩। শৃঙ্গবান্। ৪। নিষধঃ। ৫। হেমকূটঃ ৬। হিমালয়ঃ। ৭। মাল্যবান্। ৮। গন্ধমাদনঃ। এই অষ্ট কুলাচল এইখানে সূচিত।

† সর্ব্বং পশ্যন্যাত্মানম্—ইতি পাঠান্তর।

বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন ; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি বৃথাই কোপ করিতেছ। স্বীয় আত্মাতে সর্ব্বভূতের স্বরূপ দর্শন কর এবং সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—বালক ক্রীড়াতে আসক্ত ; তরুণ তরুণীতে অনুরক্ত ; বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন ; (কিন্তু) কেহই পরব্রহ্মে লগ্ন নহে ॥ ১২ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥১৩॥

অনুবাদ।—অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। কেন না, পুত্র হইতেও ধনবান্‌দিগের যে ভীতি (হয়), এই নীতি সর্ব্বত্র কথিত ॥ ১৩ ॥

যাবদ্‌বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥১৪॥

অনুবাদ।—যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ থাকিবে, তত দিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। অনন্তর তোমার শরীর (বৃদ্ধাবস্থায়) জরাজীর্ণ হইলে (যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন) তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না ॥ ১৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, এই ভাবে আত্মানুসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নির্ম্মোহত্বম্।
নিশ্চলিতত্ত্বং নির্ম্মোহত্বে, জীবন্মুক্তির্নিশ্চলিতত্বে ॥১৬॥*

অনুবাদ।—সৎসঙ্গ হইতে নিঃসঙ্গত্ব হয়, নিঃসঙ্গত্ব হইলেই নির্ম্মোহত্ব

* 'নির্ম্মোহত্বে নিশ্চলিতত্ত্বং নিশ্চলিতত্বে জীবন্মুক্তিঃ' বাণীবিলাসে এই পাঠ, কিন্তু অন্ত্যমবর্ণ মিলে যে পদরচনা চলিয়া আসিতেছিল, তাহার ভঙ্গ হয়। ষোড়শ সংখ্যা পুরণের জন্য এই শ্লোকটি দেশান্তরের পুস্তক হইতে সংগৃহীত। বাঙ্গালায় মোহমুদ্গরে এই শ্লোক নাই।

হয়, নিশ্চলিতত্ত্ব নির্ম্মোহত্বের সঙ্গেই হয়, জীবন্মুক্তিও নির্ম্মোহত্বের সমকালীন ॥ ১৬ ॥

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্॥১৭॥
ইতি মোহমুদ্গরঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ।—এই ষোড়শপজ্ঝটিকা কবিতা দ্বারা সম্পূর্ণ উপদেশ শিষ্যগণকে প্রদত্ত হইল। ইহাতে যাহাদের বিবেকের উদয় না হইবে, তাহাদের বিবেক জন্মাইবে কে? ॥ ১৭ ॥

মোহমুদ্গর সমাপ্ত।

দ্বাদশপঞ্জরিকা।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে মূঢ়! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সদসদ্বিবেচনা করিয়া মনের প্রতি বিরক্ত হও, এবং আপন কর্ম্মানুসারে যে ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥ ১ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর। এই অর্থ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ হইতে পারে না, পরন্তু সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, যাঁহারা ধনশালী, আপন পুত্র হইতেও তাঁহাদিগের (প্রাণের) ভয় হয় ॥২॥

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে ভ্রাতঃ! এই সংসার বড়ই বিচিত্র; ভাই, যথার্থ চিন্তা

করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্তা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ? ৩ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে ভ্রাতঃ! ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না, (জগদন্তকারী) কাল নিমেষমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে। আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি কে, এই আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর। (কারণ) যাহারা আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, তাহারা নরকমগ্ন হইয়া পচিতে থাকে ॥ ৫ ॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ * শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥৬॥

অনুবাদ।—দেবালয়-সন্নিহিত বৃক্ষতলে বাস, ভূমিশয্যা, চর্ম্মপরিধান, এইরূপে, গৃহ, শয্যা, পট্টবাসাদি সর্ব্ববিধ বিষয়ভোগ-ত্যাগ হেতু বৈরাগ্য কাহার সুখ সম্পাদন করে না? ৬ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যদি তোমার অচিরকালমধ্যে বিষ্ণুত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু, যুদ্ধ বা সন্ধি কিছুতেই আসক্তি রাখিও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্য ব্যক্তিতে একই বিষ্ণু

* 'সুরমন্দির-তরুতলনিবাসঃ' পাঠান্তর।

বিদ্যমান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া বৃথা কোপ করিতেছ কেন? (নিজের উপর কেহ কোপ কি করে?) তুমি সর্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্।
জাপ্যসমানসমাধিবিধানং কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, কোন্ বস্তু নিত্য এবং কে অনিত্য বিবেচনা পূর্ব্বক ইহার বিচার এবং জপসহ সমাধি অনুষ্ঠান কর, অর্থাৎ ব্রহ্মে একনিষ্ঠ সমাধি ধারণকে রক্ষা কর। (অব—রক্ষ, ধানং—ধারণম্) ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—জানিবে, যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত; (অতএব অবিলম্বে এমন কার্য্য কর, অনিত্য জীবন, ব্যাধি ও অভিমান এবং শোক কিছুই তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না) ॥ ১০ ॥

কা তেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্ত্বাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—অষ্টাদশ দ্বীপে চিন্তা তোমার কেন? ওহে বাতুল, তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই? যে তোমাকে বুঝাইতে পারে, তোমার হস্ত দৃঢ়বদ্ধ, সামর্থ্য প্রকাশাদি তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম। (তোমার ইচ্ছায় কর্ম্মই হয় না) ॥ ১১ ॥

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ।
ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—শ্রীগুরুচরণাম্বুজে দৃঢ় ভক্ত হইয়া তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত হও, কারণ, এই প্রকারে (গুরুভক্তিবলেই) ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত ক ফলে নিজ হৃদয়স্থিত দেবকে—স্বপ্রকাশ আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যুপদেশঃ।
যেষাং চিত্তং নৈতি বিবেকং, তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্ ॥১৩॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা।

অনুবাদ।—দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এই উপদেশ শিষ্যদিগকে প্রদান করিলাম, যাহাদের চিত্ত ইহাতেও বিবেকযুক্ত হইবে না, তাহাদের বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নানা প্রকার নরক প্রাপ্ত হইয়া পচিতে থাকিবে ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ।

চর্পটপঞ্জরিকা

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ননু মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিধিমথ তে মরণে, নহি নহি রক্ষতি স ডুকৃঞ্ করণে ।*
(ধ্রুবপদম্)

অনুবাদ।—দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত-ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥ ১ ॥

হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর। (কারণ) অতঃপর তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে (ব্যাকরণ পাঠের সময়ে, তোমার পুনঃ পুনঃ সেবিত) সেই ডুকৃঞ্ করণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ধ্রু ॥

---

* 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে।' ইহা প্রচলিত পাঠ, কিন্তু ছন্দোভঙ্গাদিদুষ্ট। 'ডুকৃঞ্ করণে' এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে ঐ চরণে ছন্দোদোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণের সোপহাস অনুকরণ বলিতে হয়।

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষস্তরুতলবাস- * স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ ॥ ২ ॥
ভজ গোবিন্দং—ইত্যাদি।

অনুবাদ।—হে মূঢ়মতে! (তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে) তুমি সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জানু বিন্যস্ত করিয়া থাক, (তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই) করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, (তোমার বাসগৃহ নাই) তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশাপাশ (তোমাকে) পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥৩॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—হে মূঢ়মতে! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জ্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে তোমার দেহ জরায় জর্জ্জরীভূত হইলে (ধনোপার্জ্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইলে) তোমার গৃহে কেহই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। অতএব (ঐরূপ পরিবারবর্গের আশায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ।
পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি মূঢ়, উদরনিমিত্তং বহুধাগৃঢ়ঃ ॥ ৪ ॥ †
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—জটাধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড, উৎপাটিত-কুন্তল ‡ রঙীন বস্ত্রের বিবিধ বেশধারী যেই হউক, মোহবশতঃ (ইহা দেখিয়াও দেখিতেছে না) উদরের জন্য বহু প্রকারে আত্মপ্রচ্ছাদন করিতে হইতেছে। মূঢ় মানব! অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

* 'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' পাঠান্তর।
† 'বহুকৃতবেষঃ' পাঠান্তর।
‡ পূর্ব্বকালে ইহারা 'কেশোলুঞ্চক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোকে নিজ উৎপাটিত কেশ দ্বারা কম্বল প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করিত।

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা, তস্য যমঃ কুরুতে নহি চর্চ্চাঃ ॥৫॥ *
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহার যত চর্চ্চাই (তৎসম্বন্ধে সমালোচনা) থাক না যেন, যম তাহা করিতে পারে না; অর্থাৎ সে ব্যক্তি যমের অধিকার-বহির্ভূত, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না; অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্ ॥ ৬ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হয়, মুখ দন্তহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা তাহার দেহপিণ্ড ত্যাগ করে না, দেহ লইয়া চিরতরে আশা পোষণ করে। (কিন্তু এ দেহ যাইবেই। আশা মিটিবে না। কাজেই দুঃখও রহিয়া যাইবে, অতএব বৃথা আশা ছাড়িয়া) হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ৭ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—যাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইলে নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অনুরক্ত হয় না; (অতএব) হে মূঢ়মতে! তুমি (এই সময়ে) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

* 'যেন মুরারিসমর্চ্চা ক্রিয়তে তস্য যমেন ন চর্চ্চা' পাঠান্তর।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপয়াপারে পাহি মুরারে ॥ ৮ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—(মরণের পর) পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ ও পুনরায় জননীজঠরে বাস। অতএব এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। হে মুরারে! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর। (অতএব) হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ॥ ৯ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—পুনর্ব্বার রজনী, পুনর্ব্বার দিন, পুনর্ব্বার পক্ষ, পুনর্ব্বার মাস, পুনর্ব্বার অয়ন (উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন) ছয় মাস, পুনর্ব্বার বর্ষ ছাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি আশা ও ক্রোধ (জীবকে) ছাড়ে না। (আশা চ অমর্ষশ্চ সমাহারদ্বন্দ্ব) অর্থাৎ আশা ও আশা-ব্যাঘাতে ক্রোধ সমানই আছে। অথবা 'আশা মর্ষম্' দুইটি পদ, মর্ষ শব্দের অর্থ সহন,—আশা তাহার সহিষ্ণুতা ছাড়িতেছে না, যতই কাল অতীত হউক, আশা—সহিয়া আছে। (এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না) অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে * কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ ॥ ১০ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—বার্দ্ধক্য হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুষ্ক হইলে যেমন সরোবর থাকে না, ধনাভাব হইলে যেমন পোষ্য পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সংসারও থাকে না। (একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব) হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥১০॥

* 'নষ্টে বিত্তে' পাঠান্তরম্।

নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং, দৃষ্ট্বা মাগা * মোহাবেশম্।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্ ॥ ১১ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—নারীগণের স্তনমণ্ডল ও নাভিসন্নিবেশ দর্শন করিয়া মোহে অভিভূত হইও না। উহা মাংস ও বসার বিকারমাত্রই ; ইহা বারংবার মনে বিচার করিয়া দেখিবে। (ফলে সকল মোহমুক্তির মূল গোবিন্দ-ভজনা, তাই বলি,) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্ ॥ ১২ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—তুমি কে? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? আমার জননী কে? পিতা কে? এই প্রকারে সমস্তই যে অসার, তাহা চিন্তা কর ও বিচারে যাহা স্বপ্ন তুল্য, সেই বিশ্ব ছাড়িয়া হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি॥১২॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ॥ ১৩ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—গীতা ও নারায়ণের সহস্র-নাম গান করিবে, অনবরত শ্রীপতির রূপ ধ্যান করিবে, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ করিবে এবং দীনজনকে ধনদান করিবে। হে মূঢ়মতে! এইরূপে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কা তে কান্তা-ধন-গত-চিন্তা বাতুল! কিং তে নাস্তি নিয়ন্তা।
ত্রিজগতি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥১৪॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—রে বাতুল! স্ত্রী ও ধনবিষয়ে তোমার চিন্তা কি? তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই, (নিয়ন্তা থাকিলে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেন।) জগতে সজ্জনসঙ্গই সংসার-সাগর পারের একমাত্র নৌকা। বিষয়চিন্তায় সংসারপার হওয়া যায় না ; অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

* 'মিথ্যা মায়া' ইতি পুরাতন পাঠ

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, তাবৎ কুশলং পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—যাবৎ দেহে জীব বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে, দেহ হইতে যখন জীব অপসৃত হয়েন, তখন ভার্য্যারাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয়; অতএব দৈহিক বিষয় ভজনা ছাড়িয়া গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ॥১৬॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সম্ভোগ করে, হায়! পরে দেহ রোগাভিভূত হইয়া পড়ে। যদি চ (একমাত্র) মরণই (সেই দৈহিক রোগ হইতে) রক্ষা করে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতেছে না। হে মূঢ়মতে! অর্থাৎ মরণের পর যে আবার জন্ম, জন্ম হইতেই নানা দুঃখ, এ জ্ঞান তাহার নাই,—তাহা বুঝিয়া বিষয়ভোগের পরিবর্ত্তে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

রথ্যা কর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জ্জিত-পান্থঃ।
যোগী যোগনিযোজিতচিত্তঃ রমতে যদ্বদ্বালোন্মত্তঃ * ॥ ১৭ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—রথ্যা-পতিত চীরখণ্ডের কন্থাধারী পাপপুণ্যবর্জ্জিত পথের পথিক যোগী, যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়া বালক ও উন্মত্তের ন্যায় (আত্মতেই) রত থাকে, (সেই যোগলাভের জন্য) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

* নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ইতি পাঠান্তর। 'রমতে বালোন্মত্তবদেব' ইহা শেষ চরণের পাঠান্তর।

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনঃ সপুনরনেন ব্রজতি ন মুক্তিং * জন্মশতেন ॥১৮॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—(মানব) গঙ্গাসাগরে গমন করিতেছে, ব্রত করিতেছে অথবা দান করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানহীন হইলে এ সকল দ্বারা শতজন্মেও সে মুক্তিলাভ করিবে না। (অতএব জ্ঞানলাভের জন্য) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥১৮॥

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা২সঙ্গরতো বা † ।
যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং পশ্যন্নন্দত্যেব জগত্তম্ ‡ ॥ ১৯ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা।

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরত, তিনি যোগী হউন, ভোগী হউন, জনসঙ্গী হউন বা নিঃসঙ্গ হউন, তাঁহার দর্শন পাইলেই জগৎ (কেবল বোদ্ধা মানব নহে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত) আনন্দমগ্ন হইবে (সেই ব্রহ্মরতি লাভের জন্য) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ।

সাধন-পঞ্চক বা উপদেশ-পঞ্চক।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং,
তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কামে ¶ মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা-
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মসকল সুচারুরূপে অনুষ্ঠান কর, তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা কর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দেও, সংসারসুখের অনিত্যত্বাদিদোষের

* 'জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমতেন মুক্তির্ন ভবতি' ইতি। 'জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি' ইতি এবং 'জ্ঞানবিহীনঃ সর্ব্বমতেন ভজতি ন মুক্তিং' ইতি পাঠান্তর।
† 'সঙ্গবিহীনঃ সঙ্গরতো বা' ইতি বাণীবিলাস পাঠ।
‡ 'নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।' বাণীবিলাস পাঠ। ¶ 'কামো' ইতি পাঠান্তরম্।

অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানেচ্ছা নিশ্চিতভাবে অবলম্বন কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হও অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দ্দৃঢ়া ধীয়তাং,
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্‌বিদ্বানুপভুজ্যতাং * প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং,
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥২॥

অনুবাদ।—সাধুসঙ্গ কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি কর ; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ কর, সংসারপাশরূপ সকাম কর্ম্মসকলকে আশু বিসর্জ্জন দাও ; সদ্‌বিদ্যাবান্ গুরুর উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাদুকার পরিষেবণ কর, একাক্ষর পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্য যথাবিধি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং,
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং,
দেহেঽহম্মতিরুজ্‌ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—মহাবাক্যার্থ বিচার কর, বেদান্ত-পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, শ্রুতিসম্মত তর্কের তত্ত্বানুসন্ধান কর, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা কর, গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্ম-গণের সহিত বিবাদ বর্জ্জন কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্‌ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং,
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতা-
মৌদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের প্রার্থনা করিও না, বিধিবশে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও. শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সহ্য কর, বৃথা বাক্যকথন

---

* [illegible] 'সদ্‌বিদ্বান্‌ উপাস্যতাম্' পাঠান্তর।

পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবদ্বিষয়েই ঔদাসীন্যকেই অভীপ্সিত কর এবং লোকের প্রতি সকরুণ ও কঠোর এই উভয় ভাবই পরিহার কর ॥ ৪ ॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং,
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্‌বাধিতং দৃশ্যতাম্‌।
প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং,
প্রারব্ধন্ত্বিহ ভুজ্যতামথপরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্‌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, উত্তমরূপে ও সম্যক্‌প্রকারে পূর্ণাত্মা নিরীক্ষণ কর, জগৎ তাহাতেই উপসংহৃত ইহা দর্শন কর, পূর্ব্বকর্ম্ম বিলীন কর, জ্ঞানবলে পরবর্ত্তী কর্ম্মে সংশ্লেষ-শূন্য হইবে, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করত অনন্তর পর-ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হও ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠন্‌ মনুষ্যঃ
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

সাধনপঞ্চকং সম্পূর্ণম্‌।

অনুবাদ।—যিনি প্রতিদিন এই শ্লোক-পঞ্চক উত্তমরূপে পাঠ করত স্থিরচিত্তে ইহার অর্থ-চিন্তন করেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞান-প্রসাদে শীঘ্রই তাঁহার সংসাররূপ দাবানলের ঘোর তীব্র তাপ প্রশমিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

পঞ্চক সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ

...বিলোপ্যতাং' ইতি পাঠান্তর। ...তে মনুষ্য' অশুদ্ধ পাঠ বলে মনে হয়।
...' ইতি পাঠান্তর।